প্লেটোর

আইনকানুন

অনুবাদ

আমিনুল ইসলাম ভুইয়া

আইনকানুন প্লেটোর লেখা সর্বশেষ ও দীর্ঘতম সংলাপ। এতে ক্লেইনিয়াস নামধারী একজন ক্রিটবাসী, মেগিল্লাস নামধারী একজন লাসেদাইমোনীয় এবং একজন অ্যাথেনীয় আগন্তুক (মনে করা হয় প্লেটো নিজে) ক্রিট দ্বীপে ম্যাগ্‌নেসিয়া নামে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংলাপে বৃত হন। সেই লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং তাঁরা মুখে মুখে প্রয়োজনীয় আইন – (অনুবাদক ট্রেভর জে. স্যন্ডারস-এর এক হিসেব অনুয়ায়ী ১১৫টি সুনির্দিষ্ট আইন) ফৌজদারি, দেওয়ানি, সামাজিক, পারিবারিক, ধর্মীয়, বাণিজ্যিক, আন্তর্জাতিক আইন, বিধান, নিয়মকানুন, প্রথাপদ্ধতি প্রণয়ন করেন। কিন্তু আইন-প্রণয়নই এই সংলাপটির মূল বিষয় নয়; আরও গভীরে এটি যেসব বিষয়ের আলোচনায় নিয়োজিত হয় তা হলোঃ রাষ্ট্র কী, রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য কী, শাসন করার অধিকার কার, এর সুষ্ঠু বিন্যাস কী, এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক কী, রাষ্ট্রকে কী করে স্থায়িত্ব দেওয়া যাবে, ইত্যাদি। প্লেটোর রাজনৈতিক দর্শনে যেসব বিষয় ও প্রত্যয় গুরুত্বপূর্ণ তার সবই আলোচিত হয়েছে এই সংলাপটিতে।

এর সাথে তুলনীয় প্লেটোর অন্য সংলাপটি হচ্ছে *রিপাবলিক*, যার পরিচিতি ও খ্যাতি জগৎজোড়া। সেই সংলাপটিতে প্লেটো দার্শনিক-রাজার, তাঁর প্রজ্ঞার শাসন – যা রাজতন্ত্র বলে পরিচিত – তা সুপারিশ করেন। কিন্তু *আইনকানুন*-এ প্লেটো আইনের শাসনকে সর্বোত্তম শাসন হিসেবে বিবেচনা করে কতিপয় বিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত ব্যক্তি কর্তৃক রাষ্ট্রশাসনের সুপারিশ করেন। তিনি তাকে বলেন 'রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যপথ'; তাকে আবার অ্যারিস্টটল বলেছেন 'গোষ্ঠীশাসনের প্রবণতাসম্পন্ন গণতন্ত্র'। এটি প্রথম পর্ব থেকে প্লেটোর রাজনৈতিক দর্শনের পরিবর্তনই বটে, যদিও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য যে নাগরিকদের সদ্‌গুণে প্রবুদ্ধকরণ আর ন্যায়নৈতিকতার সাথে সুখের যে সহসম্পর্ক বিদ্যমান, সেই প্রত্যয় উপস্থাপন থেকে পিছপা হননি তিনি। কল্পরাজ্য হিসেবে *রিপাবলিক*-এর *কাল্লিপলিস* (সুন্দর নগরী) প্রিয় বটে, কিন্তু বলা চলে, *আইনকানুন*-এ অংকিত ক্রিটের ম্যাগ্‌নেসিয়া নগরী অধিকতর বাস্তবানুগ। পৃথিবী এখন আর দার্শনিক-রাজার সন্ধান করে না, আইনের শাসনই তার আরাধ্য; তাই *আইনকানুন* পাঠ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

প্লেটোর
আইনকানুন

[টমাস এল. প্যাঙ্গেল, ট্র্যাভর জে. স্যান্ডারস্ এবং
বেঞ্জামিন জোয়েট-এর ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে]

অনুবাদ
আমিনুল ইসলাম ভুইয়া

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২০/জুন ২০১৩

বাএ ৫১৫৬
[অর্থবর্ষ ২০১২-২০১৩ পাঠ্যপুস্তক : মাসাআবা উপবিভাগ : ৯]

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
মানবিকীবিদ্যা, সামাজিকবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
ড. আবদুল ওয়াহাব
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

মূল্য
চারশত ষাট টাকা

PLATOR AINKANUN (The Laws of Plato) by Aminul Islam Bhuiyan. Published by Dr. Abdul Wahab, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2013. Price : Taka 460.00 only.

ISBN 984-07-5165-4

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মনীষী
আহমদ ছফা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

প্লেটোর দর্শনের প্রতি অনুরাগ থেকেই তাঁর *আইনকানুন* নামক এই সংলাপটি অনুবাদের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ; আমার তরুণ বয়সে সেই অনুরাগকে উদ্দীপিত করেছিলেন জনাব আহমদ ছফা। ম্যানিলায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকে কর্মরত থাকার সময় (২০০৮-১০) প্লেটো অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমার ধারণা জন্মেছিল প্লেটোর সংলাপগুলো অনুবাদ করার উদ্যোগ নিলে এবং তার প্রয়োজনে প্রতিটি শব্দ, সূত্র, বাগ্‌ধারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করতে বাধ্য হতে হলে আমার প্লেটো-চর্চা হয়ত অধিকতর ফলপ্রসূ হতে পারে। সেই ধারণা অনুসরণেই তখন আমি *আইনকানুন*-সহ প্লেটোর আঠারোটি সংলাপ অনুবাদ করেছিলাম। বাংলাদেশে ফিরে যখন এর প্রকাশনার কথা চিন্তা করি তখন প্রথমেই মনে আসে বাংলা একাডেমীর কথা। তারা পূর্বে আমার অনূদিত পুস্তক *কার্ল পপার: নির্বাচিত দার্শনিক রচনা* (তিন খণ্ড) প্রকাশ করেছিল।

একাডেমী মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খানের সাথে দেখা করে যখন *আইনকানুন*-এর খসড়া পাণ্ডুলিপিটি উপস্থাপন করি তখন তিনি বইটির ধ্রুপদী চরিত্র, এর প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে তাৎক্ষণিকভাবে একাডেমী থেকে এটি প্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং পরবর্তী সময়ে প্রকাশের সিদ্ধান্ত অনুমোদনের ব্যবস্থা নেন। বইটি প্রকাশিত হওয়ায় আমার আনন্দের অবধি নেই; জনাব শামসুজ্জামান খানের কাছে আমার কৃতজ্ঞতারও শেষ নেই। বাংলা একাডেমী আমাদের মননের প্রতীক; এমন একটি প্রতিষ্ঠান থেকে আমার শ্রমের একটি ফলপ্রকাশ যে কতটা সম্মানজনক তা বলে বোঝানো যাবে না।

পাঠ্যপুস্তক বিভাগের পরিচালক ড. আবদুল ওয়াহাবকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর বিভাগ থেকেই এই পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে। তিনিই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এর একটি ভূমিকা লেখার জন্য। অন্য অপ্রয়োজনীয় কাজের ভীড়ে একে হয়ত আমি অবহেলাই করতাম। ড. ওয়াহাবের সহকর্মী কাজী রুমানা আহমেদ – যিনি দর্শনের ছাত্রী, দর্শনানুরাগী তো বটেই – আমলাতান্ত্রিক সকল জটিলতা কাটিয়ে স্বল্পতম সময়ে বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা নিয়েছেন। তিনি ধন্যবাদার্হ। সহপরিচালক বন্ধুবর ফিরোজ সারোয়ার দীর্ঘ সময় নিয়ে, শুধু একবার নয় কয়েকবার, বইটির প্রুফ দেখেছেন; এর বাক্যগঠন সঠিক ও সরলীকরণ, বানান শুদ্ধ ও প্রমিতকরণে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি যে শুধু দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনার্থে একাজ করেছেন তা বললে তাঁকে খাটো করা হবে; মনীষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কারণে, ধ্রুপদী এই পুস্তকটিকে সুন্দরভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করেই তিনি এই শ্রমসাধ্য কাজটি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন বলে আমার বিশ্বাস। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর কৃতজ্ঞতা। বইটির অঙ্গসৌষ্ঠব নির্মাণ করেছেন সদাহাস্যময়, অত্যন্ত ইতিবাচক মনোভাবের কর্মকর্তা সৈয়দ মাহবুব হাসান। মূলের কাঠামো অনুসরণ,

www.pathagar.com

দৃষ্টিনন্দন রূপদানের জন্য তিনি তাঁর সৃজনীশক্তি ও শ্রম ব্যবহারে কোনও কমতি রাখেননি। তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী সব্যসাচী হাজরা; তাঁকে ধন্যবাদ।

গ্রিক নাম ও পদের যথার্থ উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন বনানী সেমিনারির অধ্যক্ষ বহুভাষাবিদ এবং আমার প্রাচীন গ্রিক ভাষার শিক্ষক ফাদার জ্যাক সিজার। তাঁকে ধন্যবাদ; আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। প্লেটো পাঠের দীর্ঘকালে সহধর্মিনী রাহেলা ইসলাম নীরবে আমার সংসার-অবহেলা সয়েছেন; তাঁকে কেবল ধন্যবাদ জানালে খাটো করা হবে।

রিপাবলিক-সহ প্লেটেরে অন্য কয়েকটি বইয়ের অনুবাদ বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে পথিকৃত হচ্ছেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় দার্শনিক সরদার ফজলুল করিম। বলা চলে তাঁর অনুবাদ পড়েই আমরা বড় হয়েছি। কিন্তু বাংলায় *আইনকানুন*-এর (ইংরেজিতে *The Laws,* গ্রিকে *নমই*) কোনও অনুবাদ হয়নি; সম্ভবত এটিই প্রথম। সবিনয়ে আমার সীমাবদ্ধতার কথা জানাই। আমি দর্শন অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিদ্যাবিভাগের ছাত্র নই; এসব বিষয়ে আমার প্রথাগত প্রশিক্ষণও নেই। নিতান্তই অনুরাগ এবং আবেগ থেকে দর্শন এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে রাষ্ট্রদর্শনের এই 'ম্যাগনাম ঔপাস'-টি অনুবাদের প্রচেষ্টা আমার। প্লেটোর দর্শন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে *রিপাবলিক*-এর নাম আসে সর্বাগ্রে; তা বিশ্বব্যাপীই পরিচিত। প্লেটোর প্রথম পর্বের রাষ্ট্রদর্শন পাঠের ক্ষেত্রে *রিপাবলিক* জরুরি, তেমনই তাঁর অন্তিম পর্বের দর্শন অধ্যয়ন ও অনুধাবনের জন্য *আইনকানুন* পাঠ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কিন্তু প্লেটোর এই সংলাপটি তেমন একটা পরিচিত নয়; বাংলা ভাষাভাষী পাঠককে এই ধ্রুপদী সংলাপটিতে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যেই আমার শ্রম-অর্ঘ্য; সাধারণ পাঠক, ছাত্রছাত্রীরা যদি বইটি পাঠ করে প্লেটো চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয় তবে আমি কৃতার্থ বোধ করব।

আমিনুল ইসলাম ভুইয়া
ঢাকা, ২৪.০৬.২০১৩

www.pathagar.com

সূচি

ভূমিকা: প্লেটোর দ্বিতীয়োত্তম রাষ্ট্রপ্রকল্প—ক্রিটের ম্যাগ্‌নেসিয়া ১-৮৪

পুস্তক এক ৮৭

১. স্পার্টীয় ও ক্রিটীয় আইনের অপর্যাপ্ততা ৮৭
- প্রাথমিক আলাপচারিতা ৮৭
- স্পার্টীয় ও ক্রিটীয় আইনের লক্ষ্য ৮৮
- সাহস ও ভোগসুখ ৯৮

২. শিক্ষা পদ্ধতি হিসেবে পানাসর ১০৪
- আসবপান পরিহারকারীর বিভ্রান্তি ১০৪
- পানাসর কি শিক্ষামূলক হতে পারে? ১০৯
- অন্তবর্তী আলোচনা ১১০
- শিক্ষার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য (১) ১১২
- পানাসরের শিক্ষামূলক প্রভাব (১) ১১৫

পুস্তক দুই ১২৭

৩. শিক্ষার সেবায় নিয়োজিত শিল্প ১২৭
- শিক্ষার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য ১২৭
- শিল্প কীভাবে শিক্ষাকে জোরদার করবে? ১২৮
- ভোগসুখ কি শিল্পের যথার্থ মানদণ্ড? ১৩১
- মিশরে শিল্পসম্পর্কিত সেন্সরশীপ ১৩২
- উচিত ও অনুচিত ভোগসুখ ১৩৩
- ন্যায় এবং সুখের হাত ধরাধরি করে চলা ১৩৭
- শিশুদের সহজ বিশ্বাস ১৪১
- তিন কোরাস ১৪২
- তৃতীয় কোরাসের যোগ্যতা এবং শিল্পের সাম্প্রতিক প্রবণতার ওপর আক্রমণ ১৪৬
- পানাসরের শিক্ষামূলক প্রভাব (২) ১৫১
- সুরাপানের ব্যবহার নিয়ে সংক্ষিপ্তসার ১৫৩

পুস্তক তিন ১৫৮

৪. ইতিহাসের শিক্ষা (১): আইনপ্রণয়ন ও ক্ষমতার ভারসাম্য ১৫৮
- মহাপ্লাবন-পরবর্তী জীবন ১৫৮
- স্বৈরতন্ত্র ১৬৩
- আদিম নগরী ও আইন প্রণয়নের উৎস ১৬৪

www.pathagar.com

ট্রয়	১৬৫
দোরীয় লীগ	১৬৭
লীগ কেন ব্যর্থ হয়েছিল?	১৭১
কর্তৃত্বের সাত নাম	১৭৫
স্পার্টার সাফল্যের কারণ	১৭৭
৫. ইতিহাসের শিক্ষা (২) রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র	১৮১
দুই জন্মদাত্রী সংবিধান	১৮১
ফার্সি রাজতন্ত্র	১৮১
অ্যাথেন্স ও পারস্যের যুদ্ধ	১৮৬
অ্যাথেনীয় গণতন্ত্রের বিকৃতি	১৮৯
পুনরাবৃত্তি	১৯১
প্রস্তাবিত নতুন ক্রিটীয় উপনিবেশ	১৯২
পুস্তক চার	১৯৭
৬. ম্যাগনেসিয়া ও তার জনগণ	১৯৭
প্রাকৃতিক সম্পদ	১৯৭
নয়া উপনিবেশবাদী	২০১
সদাশয় স্বৈরাচারীর প্রয়োজনীয়তা	২০২
কোন্ সংবিধান আরোপ করতে হবে?	২০৭
ক্রোনাসের যুগ	২০৮
আইন হওয়া উচিত সর্বপ্রধান	২০৯
নব্য উপনিবেশ-স্থাপনকারীদের উদ্দেশে বক্তব্য	২১২
৭. আইন প্রণয়নের সঠিক উপায়: আইন ও প্রস্তাবনা	২১৫
আইনপ্রণেতাকে আইনের যৌক্তিক ভিত্তি তুলে ধরতে হবে	২১৫
দুই ধরনের ডাক্তার	২১৭
দুই ধরনের আইন: একটি উদাহরণ	২১৮
প্রস্তাবনার প্রয়োজনীয়তা	২২০
৮. আইনী কোডের সাধারণ প্রস্তাবনা	২২২
সূচনা	২২২
পুস্তক পাঁচ	২২৫
আত্মাকে সম্মানিত করার গুরুত্ব	২২৫
শারীরিক সামর্থ্য	২২৭
সম্পদ	২২৭
সন্তানের সঠিক প্রতিপালন	২২৮
আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য	২২৮
বিদেশিদের প্রতি কর্তব্য	২২৯
ব্যক্তিগত নৈতিকতা	২৩০

www.pathagar.com

অপরাধীদের প্রতি করণীয়	২৩১
স্বার্থপরতা	২৩১
তীব্র আবেগ পরিহার্য	২৩২
সদ্‌গুণ ও সুখ	২৩৩
৯. নতুন নগররাষ্ট্রের ভিত্তি	২৩৬
নগররাষ্ট্রের প্রাথমিক বিশ্লেষণ	২৩৬
নাগরিক নির্বাচন	২৩৬
জমিবণ্টন (১)	২৩৮
জনসংখ্যার আকার (১)	২৩৯
ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান	২৪০
আদর্শ ও বাস্তব নগররাষ্ট্র: সম্পদের অধিকারী কম্যুনিটি	২৪১
জমিবণ্টন (২)	২৪২
জনসংখ্যার আকার (২)	২৪২
জমির হস্তান্তর-অযোগ্যতা	২৪৩
অর্থার্জন	২৪৪
চার শ্রেণিভুক্ত সম্পত্তির মালিক	২৪৭
নগররাষ্ট্রের প্রশাসনিক ভাগ	২৪৮
বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বের পরিবর্তন	২৪৯
গণিতের প্রাধান্য	২৫০
আবহাওয়ার প্রভাব	২৫১
পুস্তক ছয়	২৫৩
১০. বেসামরিক ও বিচারিক প্রশাসন	২৫৩
প্রথম পর্বের আধিকারিক নিয়োগের সমস্যা	২৫৩
আইনের অভিভাবকদের নির্বাচন	২৫৫
অভিভাবকদের কর্তব্য ও কার্যকাল: সম্পত্তির নিবন্ধন	২৫৭
সামরিক কর্মকর্তা	২৫৮
সেনাপতি	২৫৮
কোম্পানি-কমান্ডার	২৫৯
নির্বাচন	২৫৯
অশ্বারোহী-কমান্ডার	২৫৯
বিতর্কিত ভোট	২৬০
কাউন্সিলের নির্বাচন	২৬০
সমতার ধারণা	২৬১
কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি	২৬২
অন্যান্য আধিকারিক: যাজকবৃন্দ	২৬৩
ব্যাখ্যাকারগণের নির্বাচন	২৬৪
কোষাধ্যক্ষ	২৬৪

www.pathagar.com

নগরীর এলাকা সংরক্ষণ	২৬৫
গ্রামঞ্চলের আদালত	২৬৬
মাঠ-নিয়ন্ত্রকগণ কীভাবে জীবনযাপন করবেন	২৬৭
নগর-নিয়ন্ত্রক	২৬৯
বাজার-নিয়ন্ত্রক	২৬৯
শিক্ষা-আধিকারিক	২৭০
শিক্ষামন্ত্রী	২৭২
কর্মে নিযুক্ত থাকাকালে মৃত্যুবরণ	২৭৩
তিন গ্রেডের আদালত	২৭৩
সর্বোচ্চ আদালতের (সুপ্রীম কোর্ট) নির্বাচন	২৭৪
দুর্নীতিদুষ্ট রায়	২৭৪
জনতার আদালত	২৭৫
গোষ্ঠীগত (ট্রাইব) আদালত	২৭৫
আমাদের পরিকল্পটি নিছক একটি রূপরেখা	২৭৫
১১. বিবাহ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	২৭৭
তরুণ আইনপ্রণেতা	২৭৭
ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন	২৭৯
বিবাহ: সঙ্গী নির্বাচন (১)	২৮০
আইনকানুনের পরিবর্তন সাধন	২৮১
বিবাহের আইন	২৮১
বিবাহ সম্পর্কিত আইনের অবতরণিকা: সঙ্গী নির্বাচন (২)	২৮২
বিবাহের ব্যর্থতা	২৮৩
যৌতুক	২৮৪
বিবাহের ভোজ	২৮৫
সঠিক গর্ভধারণ (১)	২৮৫
নববিবাহিতের জীবন	২৮৬
ক্রীতদাসত্বের সমস্যা	২৮৬
নগররাষ্ট্রের দালানকোঠা	২৮৮
রমণীদের বাধ্যতামূলকভাবে গণভোজে অংশগ্রহণ করতে হবে	২৯০
তিন প্রাকৃতিক তাড়না: ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও যৌনকামনা	২৯৩
সঠিক গর্ভধারণ (২)	২৯৫
ব্যভিচার	২৯৭
জন্ম ও মৃত্যুর নিবন্ধন	২৯৭
বয়ঃসীমা	২৯৭
পুস্তক সাত	২৯৯
১২. শিক্ষা	২৯৯
লিখিত ও অলিখিত নিয়ম	২৯৯

www.pathagar.com

গর্ভাবস্থায় শিক্ষা ২৯৯
সচলতার গুরুত্ব: করিবান্তীয় ধর্মকৃত্য ৩০২
একটি শিশুকে কীভাবে আনন্দদান করা উচিত? ৩০৩
অলিখিত আইন: একটি অনুস্মারক ৩০৬
ছোটকালের শিক্ষা ৩০৭
সব্যসাচী ৩০৮
শারীরিক প্রশিক্ষণ (১) ৩০৯
শিক্ষায় উদ্ভাবনের বিপদ ৩১০
কয়েকটি মডেল নিয়মকানুন ৩১৫
মিউজিকের নিয়ন্ত্রণ ৩১৮
অবসরের সঠিক ব্যবহার ৩১৯
স্কুলে উপস্থিতি ৩২১
মেয়েদের পড়াশোনা ৩২১
কী করে আয়েশী জীবন কাটাতে হবে ৩২৪
শিক্ষামন্ত্রীর আরও কিছু কর্তব্য ৩২৬
শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি আইনপ্রণেতার নির্দেশনা: পাঠ্যক্রম ৩২৬
সাহিত্য ৩২৮
প্লেটোর মডেল পাণ্ডুলিপি ৩৩০
মিউজিক ৩৩০
শারীরিক প্রশিক্ষণ (২) ৩৩২
নৃত্য ৩৩৪
কমেডি ও ট্র্যাজেডি ৩৩৬
গণিত ৩৩৮
জ্যোতির্বিজ্ঞান ২৪৩
শিকার: পুনর্বার, লিখিত ও অলিখিত নিয়মকানুন ৩৪৫

পুস্তক আট ৩৫১
১৩. খেলাধুলা ও সামরিক প্রশিক্ষণ ৩৫১
উৎসব-আয়োজন ৩৫১
সামরিক প্রশিক্ষণ ৩৫২
সামরিক প্রশিক্ষণকে ঠিক করার ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি ৩৫৫
নৃগোষ্ঠী ৩৫৭
সশস্ত্র প্রতিযোগিতা ৩৫৮
ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা ৩৫৯
উপসংহার ৩৬০
১৪. যৌন আচরণের সমস্যা ৩৬১
সমস্যার বর্ণনা ৩৬১
তিন ধরনের বন্ধুত্ব ৩৬৩

www.pathagar.com

অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়াকে নিরুৎসাহিত করা যাবে কীভাবে	৩৬৪
সংযমের গুরুত্ব	৩৬৭
দুটি বিকল্প আইন	৩৬৯
১৫. কৃষি, অর্থনীতি ও বাণিজ্য	৩৭১
খাদ্য সরবরাহ (১)	৩৭১
কৃষিকার্য বিষয়ক আইন	৩৭১
প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্য	৩৭২
পানি সরবরাহ (১)	৩৭৩
ফসল-তোলা	৩৭৪
পানি সরবরাহ (২)	৩৭৫
ফসল বাড়ি-আনা	৩৭৬
কারিগর	৩৭৭
আমদানি-রপ্তানি	৩৭৮
খাদ্য সরবরাহ (২)	৩৭৮
বাসগৃহ	৩৭৯
হাটবাজার	৩৮০
ভিনদেশি-অধিবাসী	৩৮১
পুস্তক নয়	৩৮৪
১৬. প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধ	৩৮৪
প্রাথমিক আলোচনা	৩৮৪
মন্দির হতে চুরি	৩৮৫
অনুসরণীয় বড় বড় পদ্ধতি	৩৮৭
অন্তর্ঘাত	৩৮৭
রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা	৩৮৮
১৭. শাস্তির তত্ত্ব	৩৮৯
চুরি: সকল চুরির কি একই শাস্তি হবে?	৩৮৯
দর্শনভিত্তিক আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতা	৩৮৯
একটি পদগত অযাথার্থ্য	৩৯২
'ইচ্ছাকৃত' ও 'অনিচ্ছাকৃত' ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য	৩৯৪
নতুনভাবে নির্ণিত পার্থক্য এবং শাস্তির উদ্দেশ্য	৩৯৬
অন্যায়ের পূর্ণ বর্ণনা	৩৯৮
১৮. নরহত্যা নিয়ে আইন	৪০১
শাস্তিপ্রাপ্তি ও শাস্তি হতে মুক্তির সুযোগ পাওয়ার যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তি	৪০১
অনিচ্ছাকৃত নরহত্যা	৪০১
ক্রোধবশত নরহত্যা	৪০৪
ইচ্ছাকৃত নরহত্যা	৪০৮

www.pathagar.com

আত্মহত্যা	৪১২
ঘাতক হিসেবে প্রাণি ও জড়বস্তু	৪১৩
অজ্ঞাত লোকের হাতে খুন	৪১৩
ন্যায্য-প্রতিপাদনযোগ্য নরহত্যা	৪১৪
১৯. জখম	৪১৫
প্রাথমিক আলোচনা	৪১৫
আদালতের সহজাত ক্ষমতা	৪১৬
ইচ্ছাকৃত জখম এবং সন্তানহীনতার ক্ষেত্রে পোষ্য গ্রহণ	৪১৮
রগবশত জখমকরণ	৪২০
অনিচ্ছাকৃত জখমকরণ	৪২১
২০. হামলা	৪২২
পুস্তক দশ	৪২৮
২১ ধর্ম	৪২৮
অধার্মিকতার তিন উৎস	৪২৮
প্রতিপক্ষের অবস্থান	৪২৯
নাস্তিক তরুণের উদ্দেশে প্রদেয় বক্তব্য	৪৩২
প্রকৃতি এবং দৈব বনাম নির্দেশনা	৪৩৩
নাস্তিকের যুক্তি খণ্ডনে বিপত্তি	৪৩৫
আত্মার অগ্রাধিকার (১)	৪৩৮
বিভিন্ন প্রকারের বিচলন	৪৪০
আত্মার নিজের গতিদান	৪৪৩
আত্মার অগ্রাধিকার (২)	৪৪৪
আত্মাই স্বর্গলোকের সকল 'বডিকে' গতিশীল করে	৪৪৬
আত্মা কীভাবে স্বর্গলোকের 'বডিকে' গতিশীল করে	৪৪৯
যারা বিশ্বাস করে দেবতাগণ উদাসীন তাদের প্রতি প্রদেয় বক্তব্য	৪৫০
দেবতাগণ যে মানুষের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন তার প্রমাণ	৪৫১
দেবতাগণের বিচার এবং আত্মার ভাগ্য	৪৫৫
ধর্মবিরোধিতা রোধের আইন	৪৬১
দুই ধরনের দোষী	৪৬২
অধার্মিকতার শাস্তি	৪৬৩
ব্যক্তিগত পূজাপীঠ	৪৬৪
পুস্তক এগার	৪৬৭
২২. সম্পত্তির আইন	৪৬৭
সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা	৪৬৭
সমাধিস্থ সম্পদের ভাণ্ডারের অপসারণ	৪৬৭
সাধারণ সম্পত্তির অপসারণ	৪৬৮
ক্রীতদাস ও স্বাধীন মানুষের প্রতি আচরণ	৪৬৯

www.pathagar.com

২৩. বাণিজ্যিক আইন ৪৭১
বিক্রয় ও বিনিময় আইন ৪৭১
খুচরা ব্যবসা ৪৭৪
চুক্তি ৪৭৭
কারিগরদের সাথে লেনদেন ৪৭৮
সামরিক 'কারিগর' ৪৭৯
২৪. পারিবারিক আইন ৪৮০
উইল ৪৮০
উইল ও উত্তরাধিকারসূত্রের সম্পত্তির আইন ৪৮২
আইনের কাঠিন্য কী করে প্রশমন করা যাবে ৪৮৪
এতিমদের দেখভাল করা ৪৮৬
উত্তরাধিকার হতে বঞ্চনা ৪৮৯
ভীমরতি ৪৯০
বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ ৪৯০
স্ত্রী অথবা স্বামীর মৃত্যু ৪৯১
মিশ্র সামজিক অবস্থানে জন্ম-নেওয়া সন্তান ৪৯১
পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ৪৯২
২৫. বিবিধ আইন ৪৯৫
বিষপ্রয়োগ এবং যাদুমন্ত্রের মাধ্যমে মারাত্মক জখম ৪৯৫
শাস্তিদানের উদ্দেশ্য ৪৯৬
পাগলামি ৪৯৭
কটুকাটব্য ৪৯৭
কমেডির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় সেন্সরশীপ ৪৯৮
ভিক্ষুক ৪৯৯
ক্রীতদাস কর্তৃত ক্ষতিসাধন ৫০০
আইনগত পদ্ধতির আরও কিছু নিয়মনীতি ৫০০
বিবেকবর্জিত ওকালতি ৫০২

পুস্তক বারো ৫০৪
কূটনৈতিক মিশনের সদস্যদের অপরাধ ৫০৪
জনসম্পদ চুরি ৫০৪
সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব-কর্তব্য ৫০৫
অস্ত্রত্যাগ ৫০৭
নিরীক্ষকের প্রয়োজনীয়তা ৫০৯
নিরীক্ষকদের নির্বাচন ও তাঁদের কর্তব্য ৫১০
নিরীক্ষকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ৫১১
নিরীক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন ৫১২

www.pathagar.com

শপথগ্রহণ ৫১৩
গণমানুষের জন্য ব্যয়বহনে অস্বীকৃতি ৫১৪
বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ৫১৫
বিদেশ-ভ্রমণ ৫১৬
পর্যবেক্ষক ৫১৬
বিদেশি পর্যটক ৫১৮
জামিনদার ৫২০
কোনও বাটিতে অনুসন্ধান পরিচালনা ৫২০
স্বত্ব নিয়ে বিরোধের সময়সীমা ৫২১
আদালতে হাজিরাতে বাধাদান ৫২১
কোনও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে বাধাদান ৫২২
চুরির জিনিস গ্রহণ ৫২২
নির্বাসিত ব্যক্তিকে আশ্রয়দান ৫২২
ব্যক্তিগত যুদ্ধ ঘোষণা ৫২২
উৎকোচ ৫২২
করারোপ ৫২৩
দেবতার নৈবেদ্য ৫২৩
তিন মর্যাদার আদালত ৫২৩
আইনী পদ্ধতি নিয়ে খুঁটিনাটি, এবং আইনের গুরুত্ব ৫২৪
রায়ের বাস্তবায়ন ৫২৬
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিয়ম-কানুন ৫২৬

২৬. নৈশ-কাউন্সিল ৫২৯
কী করে রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যাবে? ৫২৯
কাউন্সিলের সদস্যপদ ও কার্য ৫৩০
সদ্‌গুণের ঐক্য ও বহুত্ব ৫৩৩
শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের কর্তব্য ৫৩৫
কাউন্সিলের উচ্চশিক্ষা ৫৩৭
ধর্মতত্ত্বের গুরুত্ব ৫৩৮
কাউন্সিলের নিয়োগ এবং তার পাঠক্রম ৫৪১
শেষ মন্তব্য ৫৪২

বহুল-ব্যবহৃত বিষয় ও পদ ৫৪৫
প্রতিবর্ণীকৃত নাম ৫৬৮
নাম-নির্ঘণ্ট ৫৭৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

প্লেটোর 'দ্বিতীয়োত্তম' রাষ্ট্র-প্রকল্প — ক্রিটের ম্যাগ্নেসিয়া

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্লেটোর 'দ্বিতীয়োত্তম' রাষ্ট্র-প্রকল্প[১] – ক্রিটের ম্যাগ্নেসিয়া

আইনকানুন প্লেটোর সর্বশেষ সংলাপ এবং দীর্ঘতম সংলাপও বটে।[২] এই সংলাপটিতে কুশীলব – ক্লেইনিয়াস নামধারী একজন ক্রিটবাসী, মেগিল্লাস নামধারী একজন লাসাদাইমোনীয় এবং একজন অ্যাথেনীয় আগন্তুক (মনে করা হয় তিনি প্লেটো নিজে) যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তা হলো আইনশাস্ত্র, আইনের প্রকৃতি, আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য, সদ্‌গুণ, উত্তম জীবন ও ভোগসুখ, রাষ্ট্রকাঠামো, রাজনীতি ও তার দর্শন, রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ও তার উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উপায় ও শর্ত ইত্যাদি। তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়, যেমন শিক্ষা, ন্যায়-নৈতিকতা, আত্মার প্রাধিকার, ধর্মতত্ত্ব, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদিও আলোচিত হয়েছে এতে। কিন্তু প্লেটো তো পূর্বেও এসব বিষয় আলোচনা করেছেন: বিশেষত তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা – *রিপাবলিক* এবং *রাষ্ট্রনায়ক*-এ তিনি তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্ব, তাঁর আদর্শ-রাষ্ট্র তুলে ধরেছেন; *ইউথিদামাস*, *রাষ্ট্রনায়ক*, *বড় হিপ্পিয়াস*, *গর্জিয়াস*, *ফাইলিবাস*, এবং *তাইমিয়াস*-এও রাষ্ট্রদর্শন, রাষ্ট্রগঠন, তার কাঠামো, আইনের প্রকৃতি, আইন প্রণয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, *প্রোতাগারাস* ও *মেনো*-তে সদ্‌গুণের ঐক্য, তা অর্জনের উপায়, *ফিদো*-তে আত্মার অবিনশ্বরতা, *এওথাফ্রো*-তে ধর্মতত্ত্ব, *প্রোতাগারাস*, *গর্জিয়াস*, *ফিদো*, *ফাইলিবাস এবং রিপাবলিক*-এ নৈতিকতা, ভোগসুখ ও উত্তম জীবন নিয়ে বহুমাত্রিক সংলাপে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাহলে বৃদ্ধ বয়সে কেন দীর্ঘ সময় ব্যয় করে এত দীর্ঘ একটি সংলাপ রচনার প্রয়োজন পড়ল তাঁর? তিনি কি উল্লিখিত বিষয়াদিতে তাঁর ধারণা ও মতামতের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, তাদের আরও পরিশীলিত করে তুলেছিলেন, না কি, অন্য সব সংলাপে যেমন বিমূর্তলোকে বিচরণ করেছেন, কেবল 'ধারণার', 'আদলের' জগতকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন, শেষ বয়সে 'সর্বোত্তম' সেই লোক থেকে 'বাস্তবলোকে', 'দ্বিতীয়োত্তম লোকে' প্রত্যাবর্তন করেছিলেন (প্লেটোর অন্যতম মতবাদ – 'ফর্ম' বা আদল এবং 'ধারণার' মতবাদ *আইনকানুন*-এ খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হিসেবে দেখা দেয়নি; দ্বাদশ অধ্যায়ে কেবল নৈশ-কাউন্সিলের সদস্যগণের অপরিহার্য শিক্ষা হিসেবে এর প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করা হয়েছে) আর তাই *আইনকানুন*-এর মতো সংলাপ রচনা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল? অথবা, এমনটি কি ঘটেছিল যে, গ্রিক নগররাষ্ট্রসমূহে রাষ্ট্রনীতি ও আইনপ্রণয়ন এবং তাদের সংস্কার সাধন নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা দানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠ আকাদেমি থেকে তাকে সমর্থন দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছিল, যার কারণে তাঁকে বিপুলায়তনের এই আইনশাস্ত্রীয় বই রচনা করতে হয়েছিল?

www.pathagar.com

আমরা যদি অন্য সব সংলাপে প্লেটোর মূল দার্শনিক প্রত্যয় ও মতবাদের দেখা পাই, তাহলে *আইনকানুন* থেকে নতুনভাবে আমাদের শিক্ষণীয় কী আছে, বিশেষত একবিংশ শতাব্দীতে এসে? যেখানে প্লেটোর মতবাদকে গণতন্ত্রবিরোধী এবং উন্মুক্ত সমাজের বড় শত্রু মনে করা হয় (কার্ল পপার এই ধারণার মূল প্রবক্তা[৩]) সেখানে অধিকতর কট্টর যেসব প্রত্যয় *আইনকানুনে* বিধৃত করা হয়েছে – লেখাজোখা, বিশেষত কবিতা, নাটক, ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে সেন্সরশীপ; ক্রীতদাসত্বের প্রথাকে দার্শনিক যৌক্তিকতাদান; পশ্চাৎমুখী ও ভ্রান্ত ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব; রাজনৈতিক দর্শনে রাজতন্ত্র ও গোষ্ঠীতন্ত্রের (প্লেটো নিজের ভাষায় 'রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যপথ') পক্ষে অবস্থান গ্রহণ কি আমাদের জন্য খুব একটা প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হতে পারে?

রিপাবলিক-এর সূত্রে প্লেটোকে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী (totalatarian) বলা হয়ে থাকে, আর *আইনকানুন*-এর সূত্রে সেই প্রত্যয় কি আরও দৃঢ় হয়, না কি তিনি গণতান্ত্রিক চিন্তার পথে কিছুটা অগ্রসর হয়েছিলেন বলে মনে হয়? প্লেটোর সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ধারণা তাঁর সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ন্যায়-নৈতিকতার ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে ধরা হয় – কার্ল পপার *The Open Society and Its Enemies* বইতে প্লেটোর রাজনৈতিক দর্শনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তিনি তাঁর সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী মতবাদ উপস্থাপন করেছেন।[৪] প্লেটোর সহজ পাঠ আমাদেরকে এমন ধারণাই দেয়। কিন্তু প্লেটোর পক্ষে লড়াই করার যোদ্ধাও কম নেই। সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী হিসেবে তাঁর যে বদনাম, তা ঘুচানোর জন্য অনেক প্লেটোবাদী কলম ধরেছেন। ট্রেভর জে. স্যান্ডারস্ তাঁদের অন্যতম। *আইনকানুন* সূত্রে তিনি তাঁর পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। *আইনকানুন*-এ চিত্রিত নগরী ম্যাগ্নেসিয়াতে ভোট ও লটারির মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য আধিকারিক নির্বাচন, রাষ্ট্রীয় পদে শ্রেণিভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ এবং রাষ্ট্রকৃত্যের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তির কারণে স্যান্ডারস্ প্লেটোর এই শেষ লেখায় গণতন্ত্রের উপাদান খুঁজে পেয়েছেন।[৫]

আইনকানুন-এর নগরী ম্যাগ্নেসিয়াকে প্লেটো নিজে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যপথ বলেছেন। তা মেনে নিলে, তথা,.আমরা যদি বলি কোনও রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক উপাদান উপস্থিত, তবে তাকে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী বলা কি স্ববিরোধী বক্তব্য হিসেবে দেখা দেয় না? যদিও প্লেটো *আইনকানুন*-এ প্রস্তাবিত শাসনব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যপথ বলেছেন, তবু তা পাঠ করে এবং তার প্রয়োগ দেখলে আমরা তাকে ভিন্ন রূপে দেখতে পাই। অ্যারিস্টটল *আইনকানুন*-এ বর্ণিত শাসনব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করে তাকে 'গণতন্ত্র ও গোষ্ঠীবাদের মিশ্রণ' বলে অভিহিত করেছেন। প্লেটো তাঁর নিজের দেওয়া এই শাসন-পদ্ধতির কি ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত দাঁড় করেছিলেন আর অ্যারিস্টটল কি তার ভিন্ন পাঠ গ্রহণ করেছিলেন? প্লেটো কি সত্যিকার অর্থেই গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলেন? এমন অভিযোগও করা হয়েছে যে, প্লেটো রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মুখোশের আড়ালে ভিন্ন পদ্ধতি তুলে ধরে মিথ্যাচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং তা করেছিলেন তাঁর কালের নাগরিকদের, সেইসূত্রে অনাদি কালের লোকজনের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষাকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য।

এমনও বলা হয়ে থাকে যে, প্লেটোর *আইনকানুন* আর *রিপাবলিক* আদতে একই বস্ত্রের এপিঠ ওপিঠ – যে অধিবিদ্যাগত, তথা দার্শনিক ভিত্তির ওপর *রিপাবলিক* রচিত,

www.pathagar.com

তারই ব্যবহারিক ভার্সন হল *আইনকানুন*; তা হল বিমূর্ত ধারণার বাস্তব সুপারিশ।[৬] আদতেই কি তা-ই? এমনও তো বলা হয়ে থাকে যে, প্লেটোর *রিপাবলিক*-কে এক আদর্শরাষ্ট্র হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল; যেহেতু তা কেবল একটি দার্শনিক আদর্শ, একটি আদল (Form) বা ধারণা (Idea) তাই তা কখনও পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা যাবে না, কিন্তু সেই পূর্ণতা কল্পনা করা, তাকে আলোকঘর ধরে এগুনোই উদ্দেশ্য। প্লেটোর কাছে ইন্দ্রিয়গাহ্য বাস্তবতা সর্বদাই উন, সর্বদাই অসম্পূর্ণ, সর্বদাই দূষিত, তাই তিনি তার সাধনায় জীবনপাত করেননি, বরং যা ইন্দ্রিয়াতীত, যা নিখাদ সত্য, যা অপরিবর্তনীয়, যা শাশ্বত, চিরকালীন পরম, তা-ই সাধনা করেছেন। তাঁর 'ধারণার তত্ত্ব হলো চিরায়ত, অপরিবর্তনীয় বিশ্বজনীন পরমে বিশ্বাস, যা প্রপঞ্চের বিশ্ব থেকে আলাদা; যেমন পরম সৌন্দর্য, পরম ন্যায়, পরম প্রকৃষ্টতা।'[৭] যা কিছু সুন্দর তা এই পরম সৌন্দর্যের আদলেই সুন্দর, যা কিছু ন্যায্য, তা এই পরম ন্যায়ের আদলেই ন্যায্য, যা কিছু প্রকৃষ্ট তা এই পরম প্রকৃষ্টতার আদলেই প্রকৃষ্ট। তাহলে পরম সত্য নিয়ে ব্যাপৃত থাকার বদলে আইন, সমাজব্যবস্থা, জীবনযাত্রা প্রভৃতির বাস্তব খুঁটিনাটি বিধান দিয়ে *আইনকানুন* রচনার উদ্দেশ্য কী তাঁর? প্রশ্ন জাগে এমন অসম্পূর্ণ, এমন 'দ্বিতীয়োত্তম' রাষ্ট্র কি আরেকটি 'কল্পরাজই'? আলোচনায় প্লেটো 'তৃতীয়োত্তম' রাষ্ট্রের কথাও বলেছিলেন, তার বিশদায়নের অঙ্গীকারও করেছিলেন; তা শেষ পর্যন্ত করা হয়নি। এমন ধারণাও পোষণ করা যেতে পারে যে, আদর্শ বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত। সর্বোত্তম স্তরে, দার্শনিক স্তরে তা 'ধারণা', 'আদল' হিসেবে বিদ্যমান; দ্বিতীয় স্তরে তা কিছুটা বিমূর্ত, আর কিছুটা বাস্তব হিসেবে প্রকাশিত। তৃতীয় স্তরটি প্লেটো বিশদায়ন করেননি; আমরা তা জানি না; তা কি বিভিন্ন মাত্রার উত্তম? তাহলে *আইনকানুন*-এর রাষ্ট্র ম্যাগ্‌নেসিয়াকে 'দ্বিতীয়োত্তম' বলার যৌক্তিতাই বা কী?

প্লেটো-প্রস্তাবিত এই রাষ্ট্র – ক্রিটীয় নগরীটি একবারেই নতুন, এটি এমন এক বসতি যা শূন্য থেকে শুরু হচ্ছে। তেমন সুযোগ হয়ত খ্রি.পূ. চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিসে ছিল, আধুনিক সাম্রাজ্যের উপনিবেশন হতে মুক্ত নতুন নতুন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাকে কিছুটা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করা যায়, কিন্তু হালে কি এমন সুযোগ আছে? যে-নগরীর রূপরেখা প্লেটো তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, (ক্রীতদাস, রমণী ও শিশুদের বাদ দিয়ে) এর নাগরিকসংখ্যা মাত্র পাঁচ হাজার চল্লিশ জন। আর তা পরিবর্তনযোগ্য নয়, তার কাঠামোকে যৌক্তিক রাখতে হলে তার জনসংখ্যা চিরকাল এক থাকতে হবে। কিছু কিছু দ্বীপরাষ্ট্র এবং ব্যতিক্রমধর্মী রাষ্ট্র ব্যতীত আধুনিক যুগে এমন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অস্তিত্বই বা কোথায়? তার যা কিছু অর্জন করার কথা তা কি *রিপাবলিক*-এর কাল্লিপলিস (সুন্দর নগরী) থেকে ভিন্ন কিছু? সদ্‌গুণধারী সুখী জীবনের অতিরিক্ত কিছু? তাহলে কি বাস্তব নগরীর কথা বলে প্লেটো আরেকবার আরেক 'কল্পরাজ্য'-ই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন?

কেউ কেউ *আইনকানুনের* সূত্রে প্লেটোর 'দ্বিতীয় পর্বের রাষ্ট্রদর্শনের' কথা বলেছেন।[৮] সেই দর্শনে কি প্লেটো তাঁর পূর্বেকার রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্তন এনেছিলেন? প্রথম দিককার 'সক্রেটীয় সংলাপে', এমনকি মধ্যপর্যায়ের সংলাপেও, প্লেটো তাঁর গুরু সক্রেটিসের প্রভাববলয়ের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন বলে মনে করা হয়; এসব পর্বের সমস্ত সংলাপেই সক্রেটিসকে মূল চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন[৯];

তাই সক্রেটিস থেকে আলাদাভাবে তাঁর চিন্তাভাবনাকে উপস্থাপন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব না হলেও কঠিন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যায়ে এসে কি তিনি তা থেকে সরে গিয়ে পুরোপুরি নিজের সত্তায় আবির্ভূত হয়েছিলেন[১০], ভিন্নতর এক রাষ্ট্রদর্শন প্রণয়ন করেছিলেন, আর তারই প্রতিফলন ঘটেছে *আইনকানুন*-এ, (এই সংলাপটিতে সক্রেটিস কোনও চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হননি) না কি, তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে প্লেটো তাঁর গুরুকে মুখপাত্র হিসেবে উপস্থাপন করে আদতে তাঁর রক্ষণশীল মতবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা আনয়নের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন এবং জীবনের শেষ পর্বে এসে স্ব-মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন?

আইনকানুন কি কোনও দর্শন গ্রন্থ, না কি, তা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আভিজ্ঞাতিক প্রত্যয়াদির সমাহার? প্লেটো তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থে যেমন অধিবিদ্যাগত প্রত্যয়ের সাথে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের ক্রিয়াকাণ্ড, নিয়মকানুন আর অন্বিষ্টকে যুক্ত করেছিলেন, *আইনকানুন*-এ কি তেমন দার্শনিক প্রত্যয়ের দেখা মেলে? না কি বিষয় ও নামের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখেই আমরা তাদের সাদৃশ্য অনুমান করে নেই এবং তাদের তুলনা করি?[১১] এই সাদৃশ্য অনুমান কি যথার্থ, না কি সংলাপ দুটি একবারে যোগসূত্রহীন ভিন্ন দুই পৃথিবীর কথা তুলে ধরে এবং তারা ভিন্নই?

২

আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন এবং সহজ-সম্পর্কের পরম্পরা প্রতিষ্ঠা ছাড়াই এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে অগ্রসর হওয়া, বাক্যের জটিলতা, প্লেটোর পূর্বেকার দর্শনের মূল প্রত্যয়সমূহ হতে ভিন্নতার জন্য *আইনকানুনকে* যেমন তাঁর লেখা বলে সন্দেহ করা হয়েছে তেমনই যেসব উচ্চতর মানবীয় প্রত্যয় প্লেটো লালন করতেন তাতে তাঁর সংশয় দেখে অনেক ব্যাখ্যাকার এবং প্লেটোবাদী বিস্মিত ও আহতও হয়েছিলেন। দীর্ঘ এ লেখাটি এক লহমায় দৃষ্টিপথে আনা কষ্টকর, তেমনই তার অভ্যন্তরীণ লজিক বোঝাও কষ্টসাধ্য। বিষয়গতভাবে সমধর্মী অন্য সংলাপ – *রিপাবলিকের* প্রতি দৃষ্টি দিলেই আমরা দেখতে পাই এটি ততটা ঘনবদ্ধ নয়, বিষয়বস্তুও ততটা স্থিরনিবদ্ধ নয়। বলা হয় *রিপাবলিক* আদর্শ রাষ্ট্র নিয়ে রচিত, কিন্তু *আইনকানুন* সেইসূত্রে তার শিরোনামের সাথে সম্পর্ক রেখে কেবল পুরোপুরি আইনশাস্ত্র নিয়ে নিবেদিত নয় – এটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় 'দ্বিতীয়োত্তম পথ' বলে আখ্যায়িত; তাতে দেওয়ানি, ফৌজদারি, আন্তর্জাতিক, পারিবারিক, কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক, পারিবারিক আইন, আচারপ্রথা, এক কথায় সর্বাঙ্গীণ সদ্‌গুণসম্পন্ন জীবনযাপনের বিধান যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনই রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদানসমূহ কী, তাকে স্থায়ীত্ব দেওয়ার শর্তাবলি কী, তা-ও বর্ণনা করা হয়েছে। তাই পরিসরের দিক থেকে, আলোচিত প্রসঙ্গের দিক থেকে, তা হয়ে উঠেছে বিপুল ও অসংখ্য।

যে-দ্বন্দ্বটি নিয়ে *রিপাবলিক* সংলাপটি আলোচনা ডালপালা মেলে তা হলো 'ন্যায়-নৈতিকতা'[১২] এবং তা আলোচিত হয় রাষ্ট্রের ন্যায়নীতি ও ব্যক্তির নৈতিকতার সাযুজ্যতা তুলে ধরার মাধ্যমে; সেই নৈতিকতাকে কেবল বাহ্যিকভাবে দৃষ্ট নৈতিকতা হিসেবে

www.pathagar.com

দেখা হয় না, সত্তাসারে তাকে বিবেচনা করা হয় মানুষের অভ্যন্তরের, তার আত্মার নৈতিকতা হিসেবে। তা প্রতিষ্ঠাই মোক্ষ হিসেবে দেখা দেয় আর তার উপায় হিসেবে যৌক্তিকভাবে শিক্ষাকে অব্যর্থ অস্ত্র হিসেবে উপস্থাপনা করা হয়; সেইসূত্রে *রিপাবলিক* হয়ে উঠে একদিকে ন্যায়-নৈতিকতা এবং সেইসাথে শিক্ষার 'ট্রিটিজ'। শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয় দার্শনিক-রাজা আর অভিভাবকদের শাসনের মাধ্যমে। আর *আইনকানুন* সেই রাজার শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে রচিত হয় না বরং তা রচিত আইনের শ্রেষ্ঠত্ব উপস্থাপনের লক্ষ্যে – যদিও তাতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, 'আদলের' জ্ঞানধারী ব্যক্তিবর্গ, নৈশ-কাউন্সিলের লোকজনের শাসনব্যবস্থা, তথা অভিজাততন্ত্র লক্ষ করা যায়।

আইনকানুন-এর শুরু হয় একটি প্রশ্ন দিয়েঃ "আইনকানুনের প্রণেতা কে – দেবতা, না কি কোনও মনুষ্য? (৬২৪এ)" ক্রিটের ক্ষেত্রে তার উত্তর পাওয়া যায়, দেবতা। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, কল্পিত এক নতুন নগরী ক্রিট-এর ম্যাগ্‌নেসিয়ার জন্য তিন মনুষ্য কর্তৃক মুখে মুখে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বারোটি পুস্তকে সেই আইনকানুন কী তার বিশদায়ন করা হয়েছে, আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য কী, নূতন নগরী পত্তনের জন্য কী কী আইন প্রণয়ন করতে হবে, সেই আইন কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, আর তা পরিশেষে কীভাবে রাষ্ট্রকে স্থায়ীত্ব দেবে, তাকে 'শিরা-উপশিরা দিয়ে বেধে রাখবে', তা আলোচিত হয়েছে। এর পেছনে সর্বদা উপ্ত থাকে দার্শনিক পটভূমি – সুখের জীবন লাভের উপায়, তার জন্য সদ্‌গুণ (*আরেতে*) অর্জনের অপরিহার্যতা।

আলোচনার গোড়ায় আমরা তিন নগরবাসী – ক্লেইনিয়াস নামধারী একজন ক্রিটবাসী, মেগিল্লাস নামধারী একজন লাসাদাইমোনীয় এবং একজন অ্যাথেনীয় আগন্তুককে (মনে করা হয় প্লেটো নিজে) ক্রিট-এর নসাস-এর গুহায় অবস্থিত জিউস-এর মন্দিরে যাত্রা করতে দেখতে পাই; তখন তাঁদের মধ্যে যে আলোচনার সূত্রপাত ঘটে তা হলো ক্রিট ও স্পার্টার আইনকানুনের তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধা। অ্যাথেনীয় আগন্তুক ক্রিটবাসীদের কিছু ক্রিয়াকাণ্ডের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করেন, যেমনঃ "কী কারণে আপনাদের আইনে গণভোজ এবং জিমনাস্টিক প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?" এই প্রশ্ন গভীরতর প্রশ্নের জন্ম দেয়, আমাদেরকে প্লেটোর মূল দার্শনিক প্রতিপাদ্যের – 'সুখই মানুষের আরাধ্য' এবং সদ্‌গুণ অর্জন ব্যতীত তা অর্জন সম্ভব নয় – উপসংহারের দিকে নিয়ে যায়; কিন্তু সংলাপ এগোয় ধাপে ধাপে, প্রথমেই সেই সামগ্রিক কাঠামোটি স্পষ্ট হয় না। অ্যাথেনীয় আগন্তুকের প্রশ্নে ক্রিটবাসীর যে-উত্তর দাঁড়ায় তা হলো: 'সারা জীবনব্যাপী প্রতিটি লোকই সকল নগরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিরত' আর 'ক্রিটবাসীদের আইনপ্রণেতা যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টি রেখেই ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় প্রথা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন'। এখানে যার প্রয়োজন সর্বাধিক তা হলো সাহস, যা একটি সদ্‌গুণ। আর এই যে যুদ্ধ, এই যে বিরোধ, তা রাষ্ট্রের মতো ব্যক্তির মধ্যেও নিয়ত ক্রিয়াশীল। কিন্তু যুক্তিবুদ্ধি কী বলে? সেই বিরোধের মীমাংসা করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। "সর্বোত্তম জিনিসটি কিন্তু যুদ্ধও নয়, গৃহযুদ্ধও নয় – এদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিতাপ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, বরং, তা হলো শান্তি এবং একের

www.pathagar.com

প্রতি অন্যের শুভকামনা। ... একইভাবে, কোনও নগরীর বা ব্যক্তিমানুষের সুখ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে যদি কেউ সর্বাগ্রে এবং একমাত্র বাইরের যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তবে তার পক্ষে সত্যিকার রাষ্ট্রনায়ক হওয়া সম্ভব নয়; আর কেউ যদি শান্তির খাতিরে যুদ্ধের আইন না করেন, বরং যুদ্ধের খাতিরে শান্তির আইন করেন, তবে তিনি কখনও যথার্থ আইনপ্রণেতাও হয়ে উঠতে পারেন না। (৬২৮ই)"

অ্যাথেনীয়ের বক্তব্য থেকে আমরা অনুধাবন করি যে, সদ্‌গুণের পরিসর আরও বড়, সাহস সদ্‌গুণের একটি অংশ মাত্র, আর আইনপ্রণয়ন যদি কেবল তাকে লক্ষ্য করেই করা হয় তাহলে তা একেবারেই সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। এ-পর্যায়ে এসে ক্লেইনিয়াসের কথার উত্তরে অ্যাথেনীয় যে বক্তব্য দেন তা থেকে আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য, তার দার্শনিক পটভূমি, সম্পর্ক, কী কী বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হবে তার রূপরেখা ও পদ্ধতির ব্যাপারে উত্তর মেলে। অ্যাথেনীয় আগন্তুক, তথা প্লেটো আইনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, তাদের প্রকার বর্ণনা করতে তাঁর সহযাত্রীর উদ্দেশে বলেন:

> সমগ্র গ্রিসে যে ক্রিটের আইন এতটা বিখ্যাত তা অকারণে নয়; এগুলো সঠিক আইন। যারা এই আইন ব্যবহার করে তাদেরকে তা সুখী করে তোলে। কারণ, তারা সব ভাল ভাল জিনিস প্রদান করে। ভাল জিনিস আবার দুই প্রকারের – তাদের মধ্যে কিছু আছে মানবীয়, আর কিছু ঐশী; উপরন্তু, মানবীয় ভাল জিনিস নির্ভর করে ঐশী জিনিসের ওপর; আর কোনও নগরী যদি বড় মাত্রার প্রকৃষ্টতাটি লাভ করে, তাহলে সাথে সাথে ছোটটিও লাভ করে। আর তা না হলে তার দু'টিরই অভাব ঘটে। স্বল্পমাত্রার প্রকৃষ্টতাটির মধ্যে সর্বাগ্রে আছে স্বাস্থ্য; দ্বিতীয় স্থানে সৌন্দর্য; তৃতীয় হল দৌড়ের ক্ষেত্রে দ্রুততা ও শারীরিক ক্ষিপ্রতাসহ শক্তি; আর চতুর্থত হল সম্পদ[১৩]– তা যেন অন্ধ দেবতার (প্লুটোর) মতো না হয়, বরং তা যেন অনন্ত প্রজ্ঞা অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। পরম্পরা অনুসারে প্রজ্ঞা হলো ঐশী প্রকৃষ্টতার মধ্যে সর্বপ্রথম এবং নেতৃস্থানীয়। তার পরপরই আসে সংযম; আর এ দুয়ের যোগফলের সাথে যখন সাহস যুক্ত হয় তখনই উদ্ভব হয় ন্যায়ের; সদ্‌গুণের চতুর্থ স্থান তাই সাহসের। শেষে উল্লেখিত সবগুলো জিনিসই প্রকৃতিগতভাবে প্রথমটির আগের স্থান পাওয়ার যোগ্য; আইন-প্রণেতারও এমন ক্রমই নির্ধারণ করা উচিত। (৬৩১বি-ডি)

আইন মানুষকে সুখী করে; তা একারণে যে, তা মানবীয় ও ঐশী প্রকৃষ্টতা, তথা সদ্‌গুণ প্রদান করে। সেই সদ্‌গুণেরর মধ্যে আছে প্রজ্ঞা, সংযম, ন্যায় এবং সাহস। অ্যাথেনীয় তাই কেবল সাহসকেই সদ্‌গুণ হিসেবে বর্ণনা করতে সম্মত হননি, এর সাথে অন্যদেরও যুক্ত করতে চেয়েছেন। প্লেটো অন্যত্রও সদ্‌গুণের একত্ব ও তা অর্জনের উপায় (*প্রোতাগারাস* ও *মেনো*) নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু *আইনকানুন* পুস্তিকাতে যেহেতু তাঁর উদ্দেশ্য হলো কী কী বিষয়ে কী আইন প্রণয়ন করা হবে তা তুলে ধরা, তাই শুধু তাদের কথা বলেছেন; যেমন:

> ... নাগরিকদেরকে একথা অবগত করানো উচিত যে, প্রকৃষ্ট এসব জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রেখেই অন্যান্য জিনিস বিন্যস্ত করা হয়েছে – সেখানে মানুষ ঐশ্বরিকতার সন্ধান করে আর ঐশ্বরিকতা তার নেতা বুদ্ধিমত্তার দিকে নিবদ্ধ রাখে তার দৃষ্টি। নাগরিকদের মধ্যে সঠিকভাবে সম্মান ও অসম্মান বিতরণ করে তাদের উন্নয়ন সাধন

www.pathagar.com

> করতে হবে; আইনপ্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত কিছু কিছু আইন সম্পর্কিত থাকবে বিবাহের চুক্তির সাথে – পুরুষ ও নারী একে অপরের সাথে যে-চুক্তিতে উপনীত হয় সেই চুক্তির সাথে; তারপর আছে সন্তানের জন্মাদান, পুত্র ও মেয়ে সন্তানদের শিক্ষা সম্পর্কিত আইন; তাদের মাধ্যমেই নাগরিকদের পরিচর্যা করতে হবে। আইনদাতার কর্তব্য হবে যৌবনে এবং বৃদ্ধবয়সে এবং সকল সময়ে তাঁর নাগরিকদের দায়িত্ব গ্রহণ এবং তাদেরকে শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান; তাঁর কাজ তাদের পরস্পরের মধ্যকার সকল মেলামেশার সূত্রে তাদের আনন্দ-বেদনা এবং কামনা-বাসনা এবং সকল আবেগের প্রচণ্ডতা বিবেচনা করা; তাঁর উচিত তাদের ওপর নজর রাখা এবং আইনের মুখ দিয়ে সঠিকভাবে তাদের দোষারোপ ও প্রশংসা করা। অধিকন্তু ক্রোধ এবং সন্ত্রাসের সূত্রে এবং দুর্ভাগ্যের সাথে আগত আত্মার অন্যসব উত্তেজনার কালে এবং সৌভাগ্যের সময়ে তাদের থেকে মুক্তির কালে, রোগশোক, যুদ্ধবিগ্রহ ও দরিদ্রতার অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্রে এবং বিপরীত পরিস্থিতির কারণে মানুষের যে-অভিজ্ঞতা লাভ ঘটে তার কালে, তথা, এসব পরিস্থিতির প্রতিটির ক্ষেত্রে মহৎ কী, আর হীন-জঘন্য জিনিস কী, তা নির্ধারণ করতে হবে এবং তাঁকে অবশ্যই তার শিক্ষা দিতে হবে।
>
> ...
>
> এসব বিষয়ের পর – যেভাবেই ঘটুক না কেন – প্রয়োজনীয়তার দাবি হলো, নাগরিকদের সম্পদ-আহরণ এবং ব্যয়ের বিষয়ে আইনপ্রণেতা কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদান; তারপর আরও দাবি হল – স্বেচ্ছাকৃতভাবেই হোক, অথবা, বাধ্য হয়েই হোক – পারস্পরিকভাবে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া ও তা রদকরণের ওপর দৃষ্টি রাখা; এগুলোকে তারা কী ক্রমে বিন্যস্ত করে তার ওপর তাঁকে লক্ষ রাখতে হবে। তাঁর আরও বিবেচনা করে দেখা উচিত একজনের সাথে আরেকজনের বিভিন্ন কায়কারবারের সময় তাতে ন্যায় অথবা অন্যায়ের উপাদান দেখতে পাওয়া যায় কি না। কারণ, যারা আইন মান্য করে তাদেরকে পুরস্কৃত করতে হবে আর যারা তা অমান্য করে তাদের নির্ধারিত পরিমাণ দণ্ড প্রদান করতে হবে। তাঁকে বিবেচনা করতে হবে যে, সমগ্র রাজনৈতিক জীবনের যখন অবসান ঘটে, যখন তারা মৃত্যুবরণ করে তখন তাদের প্রত্যেককে কীভাবে সমাধিস্থ করা উচিত, তাদের কী সম্মান-শিরোপা প্রদান করা উচিত। (৬৩১ডি-৬৩২-সি)

অ্যাথেনীয়ের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমরা যেমন মানুষের ভেতরের সুখার্জনের জন্য সদ্গুণ লাভের এবং যৌক্তিকভাবে আইন প্রণয়নের ও তার বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা জানতে পারি, তেমনই জানতে পারি পার্থিব ভালত্ব, প্রকৃষ্টতা অর্জনের প্রয়োজনে কী কী ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করতে হবে। 'স্বল্প মাত্রার প্রকৃষ্টতা অর্জনের' জন্য বাহ্যিক জিনিসপত্র অর্জন করতে হয়ে, তার মধ্যে 'সর্বাগ্রে আছে স্বাস্থ্য; দ্বিতীয় স্থানে সৌন্দর্য; তৃতীয় হলো দৌড়ের ক্ষেত্রে দ্রুততা ও শারীরিক ক্ষিপ্রতাসহ শক্তি; আর চতুর্থত হলো সম্পদ'; তাদের জন্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। আইন প্রণয়নের যে পরিমণ্ডল প্লেটো গোড়ায় চিহ্নিত করেন তা বিশদ পুঙ্খানুপুঙ্খ আইন হিসেবে প্লেটো শেষের দিকের পুস্তকসমূহে তুলে ধরেন।

সংলাপকারীগণ একে একে সদ্গুণগুলোর আদল পরখ করে দেখার উদ্যোগ নেন। অ্যাথেনীয় বলেন, "প্রথমে বিবেচনা করতে হবে সাহসের অভ্যাস; তারপর আপনারা

www.pathagar.com

যদি চান, আমরা একে একে প্রতেকটি সদ্‌গুণের আদল বিচার করতে পারি। আর প্রথমটির কাজ সমাপ্ত করার পর তাকে আমরা অন্যগুলোর ব্যাপারে একটি প্যাটার্ন হিসেবে ব্যবহার করতে পারি আর আমাদের পথে এগুতে এগুতে স্বস্তিকর আলোচনা সম্পন্ন করতে পারি। তারপর বিধাতার ইচ্ছায় আমরা হয়ত এমন তুলে ধরতে পারব যে, *যে-প্রতিষ্ঠানের কথা আমি বলছিলাম, তা সামগ্রিকভাবে সদ্‌গুণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত*। (৬৩২ই)" প্রতিষ্ঠানটি হলো রাষ্ট্র আর শেষ বাক্যের এই প্রস্তাবটিই আইনকানুন বইটির দার্শনিক ভিত্তি বলা যায়। বারো পুস্তকের শেষ দিকের পুস্তকগুলো জুড়ে আইনকানুনের যে বিশদ বিবরণ আছে তা যৌক্তিকতা পায় এই দার্শনিক আপ্তবাক্য থেকে।

সদ্‌গুণ তো চিহ্নিত হলো, কিন্তু তা লাভ করা যাবে কীভাবে? প্রথমে সাহসের কথা আসে, যেহেতু সেই প্রসঙ্গটি প্রথমে ক্রিটবাসী ও স্পার্টাবাসী আলোচনা করেছেন। আলোচনায় উঠে আসে যে, সাহস কেবল বিপদ-আপদের মোকাবেলা করা নয়, বেদনা সহ্য করা নয়; অধিকন্তু তা হলো কামনা-বাসনা এবং ভোগসুখকেও পরাভূত করা। অ্যাথেনীয়ের জবানীতে ক্রিটের আইনের সম্ভাব্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, "নাগরিকরা যদি তরুণ বয়সের পর থেকে সবচেয়ে বড় ভোগসুখের অভিজ্ঞতার ঘাটতি নিয়ে বড় হয়, ভোগসুখের আসক্তি অগ্রাহ্য করার অনুশীলন না করে এবং কখনও লজ্জাকর কিছু করতে বাধ্য না হয়, তাহলে ভোগসুখের মিস্টিমধুর অনুভূতি তাদের পরাভূত করবে – যেমনটি ঘটে ভয়ের ক্ষেত্রে। আর যারা ভোগসুখ সহ্য করতে সক্ষম, যারা ভোগসুখ কী তা জানে, যারা মানুষ হিসেবে কখনও কখনও পাপাচারী, তাদের হাতে তারা অন্য আরেকভাবে, আরও লজ্জাজনক উপায়ে, দাসত্ব বরণ করে। তাদের আত্মার অর্ধেকাংশ হবে ক্রীতদাসের, আর বাকি অর্ধেক থাকবে মুক্ত; আর সত্যিকার অর্থে তাদেরকে সাহসী এবং স্বাধীন মানুষ অভিহিত করা যাবে না। (৬৩৫ডি)"

এরপর আসে অন্য সদ্‌গুণ, সংযমের কথা; তার সম্পর্কে বলা হয় যে, গোড়ায় আলোচিত গণভোজ ও জিমনাস্টিকের চল হয়েছে সংযম গড়ে তোলার জন্য। কিন্তু ভোগসুখের ব্যবস্থা, যার অন্যতম হলো সুরাপানের পার্টি, তা নিয়ে স্পার্টার মেগিল্লাস ভিন্নমত প্রকাশ করেন। সুরার আসরে মাতলামি, বিভিন্ন উৎসবে সুরাপানের পর উন্মত্ত বেলেল্লাপনা তার মধ্যে বিরাগের সৃষ্টি করেছে বলে জানান তিনি। স্পার্টায় এই সুরাপানের ব্যবস্থা না থাকার কারণেই যে তারা যুদ্ধজয়ে পারঙ্গম হয়েছে, সাহসী যোদ্ধা হিসেবে গড়ে উঠছে, তা-ও জানান। অ্যাথেনীয় আগন্তুক এর বিপরীতে দীর্ঘ সময় ধরে সুরাপানের উপকারিতা নিয়ে যুক্তিজাল বিস্তার করেন এবং আপত্তি খণ্ডন করেন। দীর্ঘ আলোচনান্তে তিনি প্রশ্ন ও প্রস্তাব আকারে সুরাপানের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি দেন:

> যেসব মুহূর্তে আমরা দুঃসাহসী ও নির্লজ্জ হয়ে উঠতে পারি তা কি এমন নয় যে, তখন আমরা ক্রোধ, যৌনকামনা, ঔদ্ধত্য, অজ্ঞতা, ধনলিপ্সা এবং কাপুরুষতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত থাকি, অথবা, যখন সম্পদ, সৌন্দর্য, শক্তি এবং ভোগসুখের নেশাগ্রস্তকারী ক্রিয়া আমাদের উন্মত্ত করে দেয়? এখন বলুন, একজন মানুষের চরিত্রের যদি দেখভাল করতে হয় তাহলে সুরার উৎসব ছাড়া যথাযোগ্য আর কি-ই বা থাকতে পারে – প্রথমত পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে আর দ্বিতীয়ত তাকে প্রশিক্ষিত করার ক্ষেত্রে; এর চেয়ে সস্তা এবং তুলনামূলকভাবে নির্দোষ আর কি-ই বা আছে?

www.pathagar.com

> বিবেচনা করে দেখুন, কোন্‌টিতে ঝুঁকি বেশি: একজন অসামাজিক ও বর্বর প্রকৃতির লোক, যে হাজার হাজার অন্যায়কর্মের হোতা, আপনি কি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার সাথে দরকাষাকষি করবেন, না কি, তাকে দাইয়া নিসাসের উৎসবে সহযোগী করে পরীক্ষা করবেন? অথবা যৌন কামনা-বাসনা দ্বারা পরাভূত কোনও আত্মার উদাহরণ ভাবুন: তার আত্মার অবস্থা দেখার জন্য, তাকে কষ্টিপাথরের বিচারে পরখ করার ক্ষেত্রে আপনি কি বিশ্বাস করে আপনার স্ত্রী অথবা আপনার পুত্র অথবা আপনার কন্যাকে তার কাছে সমর্পণ করতে পারবেন? আমার পক্ষে এমন অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া সম্ভব যা থেকে দেখা যেতে পারে যে, অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্রে উচ্চমূল্য না দিয়েই খেলাধুলার চরিত্রদের জানা সম্ভব হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে, আমার বিশ্বাস, এই পরীক্ষা যে খুবই ভাল পরীক্ষা, নিরাপদ পরীক্ষা, সস্তা এবং অন্য যে-কোনও পরীক্ষা থেকে দ্রুত, সে-ব্যাপারে কোনও ক্রিটবাসী বা অন্য কোনও লোকই সন্দেহ পোষণ করবে না। (৬৪৯ডি-৬৫০বি)

দ্বিতীয় পুস্তকের শেষেও এই সুরাপানের উপকারিতা নিয়ে আলোচনা চলে। একটি কম্যুনিটিতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে শত্রুতার বদলে বন্ধুভাবাপন্নতা জাগ্রত করার জন্য সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত সুরার আসরকে একটি চমৎকার ব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয়। আমরা অনুধাবন করি যে, শিক্ষাদানের উপায়ের সূত্রেই সুরাপানের কথা বলা হয়েছে।

মানবজীবনে ভোগসুখ ও বেদনার গুরুত্ব অপরিসীম। যে প্রস্তাবভিত্তি (premise) থেকে প্লেটো তাঁর রাষ্ট্র, কম্যুনিটি ও জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা শুরু করেন তা হলো: মানুষ সর্বদা সুখ চায়। ভোগসুখ ও বেদনার সূত্রেই অ্যাথেনীয় জানায় যে, কোনও নগরীর ভোগসুখ ও বেদনা সম্পর্কিত সম্মত সাধারণ হিসেব নিকেশই হলো সেই নগরীর আইন। অ্যাথেনীয় বলেন, "...প্রত্যেকেরই পেটের ভেতর দু'জন করে উপদেষ্টা আছে, দু'জনই অবিবেচক, আবার একজন আরেকজনের বিরোধী — তাদের আমরা নাম দিয়েছি ভোগসুখ আর বেদনা। ...এ দুটির সাথে সম্পর্কযুক্ত আরও একজন আছে — তা হলো ভবিষ্যৎ নিয়ে অভিমত; এর সাধারণ নাম হলো 'প্রত্যাশা'। যখন বেদনার প্রত্যাশা করা হয় তখন তার নাম হলো 'ভীতি'; আর যখন ভোগসুখের প্রত্যাশা দেখা দেয় তখন তা হয়ে ওঠে 'আশা'। এর সবকিছু নিয়ে, এদের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃষ্টতর, কোন্‌টি অধিক মন্দ, তা নিয়ে একটি হিসাব-নিকাশ আছে আর সেই হিসাব-নিকাশ যখন কোনও নগরীর সাধারণ অভিমত হয়ে উঠে তখন তাকে বলা হয় আইন। (৬৪৪সি-ডি)" মানুষ চায় বেদনার কমতি আর ভোগসুখের প্রাচুর্য।

এই বেদনা এবং ভোগসুখের প্রতি সঠিক মনোভাব গড়ে তোলাই যে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সেই আলোচনা দিয়েই শুরু হয় পুস্তক দুই-এর আলোচনা।

৩

আলোচনার এই গতিধারায়ই শিক্ষার সংজ্ঞায়ন ও তা লাভ করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। অন্য দুই সংলাপকারী মেগিল্লাস ও ক্লেইনিয়াস প্রশ্ন তোলেন, কোনও কোনও বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে চান, কিন্তু এ-ব্যাপারে আমরা যথারীতি মূল বক্তব্য লাভ করি অ্যাথেনীয় আগন্তুকের মুখ থেকেই। প্রথম পুস্তকে বিধৃত ভোগসুখের

www.pathagar.com

আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থকরণ ও বেদনা পরিহারে উপায় খুঁজে পাওয়া, তথা, 'সদ্‌গুণ অর্জনের' লক্ষ্যেই যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেকথা জানতে পারি আমরা। শিশুদের মধ্যেই প্রথমে তা গড়ে উঠে আর তাই তাদেরকেই প্রথমে তাতে প্রশিক্ষিত করতে হবে এবং তা করা যাবে মিউজিক ও নৃত্যের মাধ্যমে, তথা কোরাসের মাধ্যমে।

> শিক্ষা হচ্ছে আইনের দাবি অনুযায়ী সঠিক যুক্তিবোধ এবং বয়স্ক এবং শ্রেষ্ঠ মানুষদের অভিজ্ঞতা যাকে সত্যিকার অর্থেই সঠিক বলে চিহ্নিত করে, তাতে তরুণদের আকৃষ্ট এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করা। সুতরাং, আমি বলি, শিশুদের আত্মা যাতে আইনের বিরোধী বা আইন অনুসরণকারী মানুষের বিরোধী কোনও আনন্দ ও বেদনার অনুভূতিতে অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে, তা প্রতিরোধ করার জন্য এবং আইন মেনে চলার ব্যাপারে তারা যাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে এবং একজন বৃদ্ধ মানুষ যে-ধরনের আনন্দ ও বেদনা অনুভব করে তেমনই আনন্দ-বেদনা অনুভব করতে পারে, সেই ছাপ ফেলার জন্যই, যাকে আমরা এখন যাকে বলি মিউজিক– তার উদ্ভব হয়েছে; কিন্তু আদতে তা আত্মার জন্য এক যাদুমন্ত্র। আমরা যে সুসঙ্গতির কথা বলি তা-ই এর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কিন্তু কম-বয়েসীদের আত্মা যেহেতু গুরুগম্ভীর কোনও কিছু সহ্য করতে পারে না তাই এইসব সম্মোহনকে বলা হয় 'খেলাধুলা' এবং 'মিউজিক'; তাদেরকে দেখাও হয় সেভাবেই। মানুষ যখন অসুস্থ থাকে, যখন তার দেহ থাকে দুর্বল, তখন যেমন তার পরিচর্যাকারী তাকে সুস্বাদু খাবার ও পানীয়ের সাথে মিশিয়ে পুষ্টিকর খাবার খেতে দেয় আর অপুষ্টিকর জিনিস খেতে দেয় বিস্বাদ সব খাবারের সাথে মিশিয়ে, তেমনি শিশুদের যা শেখা উচিত, তথা, এক ধরনের জিনিসকে পছন্দ করা এবং অন্য ধরনের জিনিসকে ঘৃণা করা যেন তারা শিখতে পারে, তাই এই মিউজিক ও খেলাধুলার ব্যবস্থা। সঠিক আইনদাতা এই জিনিসটিই প্রণোদিত করার চেষ্টা করবেন; আর তিনি যদি সেই প্রণোদনা জাগাতে না পারেন তবে কবিকে তিনি বাধ্য করবেন সঠিকভাবে কবিতা রচনা করতে, ছন্দে এবং মিলে সর্বদিক থেকে ভাল, সংযত সাহসী মানুষের ভঙ্গি চিত্রিত ক'রে এবং তার জন্য গান রচনা ক'রে সুন্দর ও প্রশংসনীয় বাক্যবন্ধে সেই প্রণোদনা জাগিয়ে তুলতে। (৬৫৯ডি-৬৬০এ)

রিপাবলিক-এ বিধৃত শিক্ষা সম্পর্কিত প্রত্যয়ের সাথে এর সমদর্শিতা পরিলক্ষিত হয়। এ-পর্যায়ে এসে ন্যায় ও সুখের হাত ধরাধরি করে চলা নিয়েও আলোচনা হয়। কোনও মানুষ যদি ন্যায়পরায়ণ ও উত্তম না হয় তাহলে সে সুখী হতে পারে না মর্মে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন অ্যাথেনীয় আগন্তুক; কিন্তু তাঁর সহযাত্রীদের তাতে সন্দেহ দেখা দেয়। অ্যাথেনীয় বলেন, "একজন মানুষের যদি সুস্বাস্থ্য ও সম্পদ এবং জুলুমবাজির ক্ষমতা থাকে – আর আপনাদের জন্য তাতে আমি যোগ করছি অমরত্বসহ অনন্য সাধারণ শক্তি এবং সাহস – আর যা কিছুকে মন্দ বলা হয় তার ক্ষমতা, তাছাড়া অন্য কিছু যদি তার না থাকে, যদি তার অভ্যন্তরে কেবল অন্যায় এবং ঔদ্ধত্য থাকে এবং এই যদি হয় তার অস্তিত্বের রূপ, তাহলে আমার সন্দেহ, আপনারা হয়ত বিশ্বাস করতে রাজি হবেন না যে, সে সুখী নয়, সে হতভাগ্য। (৬৬১ই)" তাদের সেই বিশ্বাসকে অ্যাথেনীয় যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেন এবং পরিশেষে কথা এই দাঁড়ায় যে, "অন্যায় জীবনধারা কেবল যে অধিকতর লজ্জাজনক এবং অধিকতর খারাপ, তা-ই নয়, এটি

www.pathagar.com

সত্যিকার অর্থে অধিকতর ন্যায়পরায়ণ এবং পবিত্র জীবনের তুলনায় অধিক অরুচিকরও বটে। (৬৬৩ডি)" প্লেটো এভাবেই ন্যায় ও সুখের কার্যকারণসূত্র তুলে ধরেন।

নৃত্য-গীত, তথা কোরাসের ক্রিয়াকাণ্ডকে বয়স অনুসারে তিনভাগে ভাগ করা হয়: শিশু-কিশোর বয়েসী, মধ্যবয়সী এবং ত্রিশ থেকে ষাট বছর বয়েসীদের কোরাস। আরও থাকবে ষাটোর্ধ্ব নাগরিকবৃন্দ; তাঁরা হয়ত এ ধরনের নৃত্যগীতে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন তাই বলা হয়েছে, "গান করার বয়স তাদের নেই; ঐশী অনুপ্রাণিত কণ্ঠ ব্যবহার করে একই ধরনের চরিত্র সম্পর্কে তারা কিংবদন্তিময় গল্প বলবেন।(৬৬৪ডি)" এভাবে আনন্দের মধ্য দিয়ে সকল নাগরিক অব্যাহতভাবে শিক্ষা লাভ করবে, কিন্তু সেই শিক্ষার উপকরণ হতে হবে আইনসম্মত। তার ওপর বয়োজ্যেষ্ঠগণ এবং রাষ্ট্র দৃষ্টি রাখবে যাতে তা নৈতিকভাবে ক্ষতিকর না হয়, যাতে তা পরিবর্তিত না হয়। এইসূত্রে মিশরের উদাহরণও তুলে ধরা হয় যেখানে শতসহস্র বর্ষ ধরে একই আদলে সংগীত, নৃত্য, ভাস্কর্য অনুশীলন করা হয়। দ্বিতীয় পুস্তকের শেষে আবার সুরাপানের যৌক্তিকতায় ফিরে আসেন অ্যাথেনীয় আগন্তুক।

প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক বিবেচনা করলে অনেকটা বিচ্ছিন্ন প্রাথমিক অংশ মনে হতে পারে। এটি যেহেতু প্লেটোর অন্তিম সংলাপ, তাই এমন মনে হতে পারে যে, পূর্বে আলোচিত বিভিন্ন বিষয় এই দুই পুস্তকে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। গাথ্রি তাঁর *History of Greek Philosophy*-তে[১৪] মন্তব্য করেছেন:

> প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তকে সর্বোত্তম যেসব পয়েন্ট আলোচিত হয়েছে তা সক্রেটীয় আর প্লেটোনীয় মতবাদেরই পুনরাবৃত্তি। যেমন, আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা (যেখানে *সিম্পাজিয়ামকে* সংক্ষেপে টেনে আনা যেত); জ্ঞান ও সত্য বিশ্বাসের ভিন্নতা (৬৩২সি); আত্মার উত্তম সামগ্রী হিসেবে বিভিন্ন সামগ্রী, (বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক) এবং দেহের (সুস্বাস্থ্য) সোপানক্রম, এবং নিম্নতম তিন শ্রেণি, এবং বৈষয়িক সম্পদ (৬৯৭বি); কেবল দেহগত নয় নৈতিক বিষয় হিসেবে সাহস; মানব জীবনে ভোগসুখ ও বেদনার কেন্দ্রীয় স্থান; মানব জীবনে ভোগসুখ ও বেদনার সামঞ্জস্যবিধান (৬৫৬বি, দ্র. রিপাবলিক ৫০০সি); কবিতার বিষয়বস্তুকে কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ, খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষা, উত্তমের সুখ ও দুস্কৃতিকারীর দুর্দশা, কোনও একটি জিনিস কী তা জানার প্রয়োজনীয়তা, আর তার উদ্দেশ্যেও সাথে সত্তাসারের সমতা বিধান।

কিন্তু পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও প্লেটোর যে দূরাভিসারী একটি উদ্দেশ্য ছিল তা-ও লক্ষ করা যায়। অনেকে *আইনকানুন*-কে দর্শনের পুস্তক হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করতে দ্বিধান্বিত হন এ-কারণে যে, এতে তাঁর অধিবিদ্যাগত প্রত্যয় স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়নি, প্লেটো মানুষের মধ্যে যে দেবত্বের অনুসন্ধান করতেন, মানুষ যে 'অমৃতের সন্তান', মানুষ যে দেবত্ব গুণসম্পন্ন, তার জোরোলো প্রত্যয় দেখতে পান না; আইনের বিশদ বিবরণ আছে এই সংলাপটির সর্বত্র, কিন্তু এর দার্শনিক অনুমান-ভিত্তি কোথায়? আমাদের ধারণা, প্লেটো এই দুটি অধ্যায়ে তা-ই তুলে ধরেন। ভোগসুখ ও বেদনাই যে মানুষের অগ্রাধিকার, তা-ই যে নগরীর আইনের ভিত্তি, তা তুলে ধরা হয় এ-অংশে; আর মানুষের আরাধ্য সেই সুখ যে সদ্‌গুণের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য, রাষ্ট্রের কাজ যে সেই সদ্‌গুণ অর্জনের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার আয়োজন করা, তা-ও বলা হয় এই অংশে।

www.pathagar.com

৪

তৃতীয় পুস্তকে আলোচনা শুরু হয় 'রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার মূল উৎস নিয়ে'। আপাতদৃষ্টিতে প্রথম দুই পুস্তক থেকে আলাদা বলে প্রতিভাত হলেও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে শিক্ষার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়টি যুক্ত করার মানসে এবং সদ্‌গুণ প্রতিষ্ঠাই যে রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তার বিশদায়ন করতেই গোড়ার দুই পুস্তকে প্লেটো আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। শাসনব্যবস্থার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে প্লেটো সমাজের[১৫] উৎস থেকে আলোচনা শুরু করেন, এবং মহাপ্লাবনের পর বেঁচে থাকা গুটিকয়েক লোকের মাধ্যমে সমাজের প্রথম জেগে-ওঠা ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করার কিংবদন্তি দিয়ে শুরু করেন।[১৬] আমরা জানি যে, সমাজ প্রতিষ্ঠার এই কিংবদন্তির অবতারণা করার আগে প্লেটো *রিপাবলিক*-এ বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তাকে সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রণোদনা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।[১৭] কিন্তু সমাজ ও সেইসাথে তার আইনকানুনের পরিবর্তনের ঐতিহাসিক সম্পর্ক উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি উভয়ের বিকাশ ও পরিবর্তন তুলে ধরেন এই সংলাপটিতে। একেবারে গোড়ায় তাই পারিবারিক ও বংশগত তথা 'পূর্বপুরুষের আইনের', 'পিতৃতান্ত্রিক আইন', আর 'রাজতন্ত্রের আইনের' শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে বৃহত্তর নগরী, যার শাসনব্যবস্থা অধিকতর জটিল হয়ে দেখা দেয়, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পূর্বপুরুষদের থেকে লাভ করা আচরিত আইনের মধ্যে সমন্বয় বিধানের প্রয়োজনয়ীতা দেখা দেয়। বলা হয়, পরিণামে "তারা বাধ্য হয়ে কিছু লোককে বেছে নিয়েছিল যারা গোত্রের রীতিনীতি দেখাশোনা ও পর্যালোচনা করেছিল আর বিশেষ করে কম্যুনিটির কাছে যা গ্রহণযোগ্য সেই আইন বাছাই করেছিল, তাদেরকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছিল এবং তারপর জনগণের নেতাদের কাছে, প্রধানদের কাছে অথবা যেমন বলা হয় – রাজার কাছে, তাদেরকে তুলে ধরেছিল। এই লোকজনকেই বলা হয় আইনপ্রণেতা। তারা ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগ দিয়েছিল; এক ধরনের অভিজাততন্ত্র, বা সম্ভবত বিরাজমান উচ্চকোটির পরিবারগুলো থেকে নির্বাচন করে এক ধরনের রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিল তারা। আর এ ধরনের পরিবর্তনকালে তারা নিজেরা শাসনভার হাতে নিয়েছিল। (৬৮১সি-ডি)" প্লেটোর এই বর্ণনার মধ্যে কেউ হয়ত 'ইতিহাসধারাবাদী' চিন্তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করতে পারেন।

রাষ্ট্রের পরবর্তী বিকাশ বর্ণনা করতে গিয়ে প্লেটো ট্রয় ও গ্রিসের নগররাষ্ট্রের বিকাশ তুলে ধরেন। ট্রয়ের শাসনব্যবস্থাকে অ্যাথেনীয় এমন এক ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেন যাতে 'রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা ও নগরীর সকল রূপ ও অভিজ্ঞতা একত্রিত হয়েছিল।' তাকে আখাইয়ীয়রা বিখ্যাত সেই ট্রয়ের যুদ্ধে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই আখাইয়ীয়রাই যুদ্ধশেষে ফিরে গিয়ে দোরীয় লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিল, তাদের সেনাবাহিনীকে তিনভাগে ভাগ করে তিন নগরী – আর্গস, মেসিনি, লাসাদাইমোনিয়া প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর "তিন রাজকীয় বীর এবং রাজতন্ত্রের মাধ্যমে শাসিত হবে যে তিন নগরী পরস্পরের কাছে শপথ নিয়েছিল যে, তাঁরা সাধারণ আইন অনুসরণে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে এবং শাসিত হবেঃ শাসকগণ অঙ্গীকার করেছিলেন যে, সময় এবং জনগোষ্ঠী যখন সামনের দিকে অগ্রসর হবে তখন তাঁরা তাঁদের শাসনকে যথেচ্ছাচারী করে তুলবেন না; আর প্রজারা এই অঙ্গীকার করেছিল যে, শাসকরা যদি তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করে,

www.pathagar.com

তবে তারা কখনও রাজতন্ত্রকে উৎখাত করবে না, অন্য কাউকেও তা করতে দেবে না। তাঁরা আরও শপথ করেছিলেন যে, অন্য রাজাদের তাঁরা সাহায্য করবেন, জনগণের প্রতি যদি অন্যায় করা হয় তবে তাঁরা জনগণকে সাহায্য করবেন; আর কোনও জনগোষ্ঠী যদি অন্যায়ের শিকার হয় তবে অন্য জনগোষ্ঠী এবং অন্য রাজা তাদের সাহায্য করবে। (৬৮৪এ-বি)" বিশ্বইতিহাসে এটি এক বিরল ঘটনা এবং একে সামাজিক চুক্তির[১৮] প্রথম ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। কিন্তু দোরীয় লীগও স্থায়ী হয়নি, তাতে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল।

অ্যাথেনীয় আগন্তুক আইন প্রণয়নের লক্ষ্য নিয়ে তাঁর প্রথম দিকের বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন যে, যুদ্ধের কথা স্মরণ রেখে নয়, 'আইন প্রণয়ন করা উচিত প্রজ্ঞার কথা মনে রেখে'। আথেনীয় আগন্তুক বর্ণনা করেন যে, "দোরীয় রাজন্যবর্গ এবং তাদের পুরো কাঠামোর ধ্বংসের পেছনে কাপুরুষতা কোনও কারণ ছিল না, রাজাদের অথবা প্রজাদের যুদ্ধবিদ্যার অজ্ঞতাও নয়; বরং তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ ছিল তাদের সার্বিক অবক্ষয়, বিশেষত সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবীয় বিষয়ে তাদের অজ্ঞতা। (৬৮৮সি)" "অজ্ঞতাই হলো ধ্বংস। (৬৮৮ই)" সংলাপের প্রধান এই চরিত্র দোরীয় শক্তির ধ্বংসের কারণ হিসেবে অজ্ঞতাকে চিহ্নিত করেন। "আইনপ্রণেতার চেষ্টা করতে হবে নগরীতে যতদূর সম্ভব জ্ঞান সঞ্চারিত করা আর যতদূর সম্ভব বুদ্ধির অভাব দূর করা। (৬৮৮ই)" তাঁর জবানিতে আমরা শুনতে পাইঃ

> সবচেয়ে বড় অজ্ঞতা হল এইঃ যখন একজন মানুষ কোনও কিছুকে ভাল ও মহৎ মনে করা সত্ত্বেও তাকে ঘৃণা করে, আর তার মতে যা মন্দ এবং অন্যায়, তাকে স্বাগত করে। আত্মার মধ্যে সুখভোগের ধারণা এবং যুক্তির বিচারবোধের এই অমিলই হল আমার মতে নিকৃষ্টতম অজ্ঞতা; তা আবার সবচেয়ে বড় অজ্ঞতাও বটে, কারণ এটি আত্মার বৃহদাংশ দখল করে থাকে। ... আত্মার মধ্যে যে অংশ বেদনা ও সুখ বোধ করে তা আপামর জনতা এবং নগরীর বৃহদাংশের মতো। তাই আত্মা যখন জ্ঞান, বা অভিমত, বা যুক্তির, অর্থাৎ তার সহজাত প্রভুর বিরোধিতা করে, তাকেই আমি বলি বুদ্ধির অভাবঃ একটি নগরীতে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শাসক এবং আইন মেনে চলতে অস্বীকার করে, আর একটি মানুষের ক্ষেত্রে যখন মহৎ যুক্তি কোনও কিছুই অর্জন করতে পারে না, বরং, তা অন্য পথে হাঁটে, তখনই আমি বুদ্ধিহীনতা দেখতে পাই।...
>
> সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে বড় সঙ্গতিকে যথার্থই সবচেয়ে বড় প্রজ্ঞা বলা যেতে পারে, আর যিনি এতে অংশগ্রহণ করেন তিনি দৃশ্যত যুক্তিবোধ অনুসরণে জীবনযাপন করেন; আর অপরপক্ষে যিনি তাতে অংশ নেন না তিনি স্পষ্টতই তার গৃহের জন্য ধ্বংস ডেকে আনেন, তিনি কোনওভাবেই তার নগরীর মুক্তিদাতা হন না আর এসব বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে ঠিক এর বিপরীতটি কোটির মানুষ হয়ে উঠেনঃ তিনি পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবিরহিত। (৬৮৯ এ-৬৮৯ই)

অ্যাথেনীয় আগন্তুকের এসব আপ্তবাক্যের মধ্যে আইন প্রণয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্লেটোর প্রত্যয় দেখতে পাই। *রিপাবলিক* ও *রাষ্ট্রনায়ক*-এ আমরা দার্শনিক রাজা ও রাষ্ট্রনায়কের শাসনের প্রয়োজনীয়তার কথা শুনতে পেয়েছি; নাগরিকদের প্রজ্ঞার জাগরণের শিক্ষক হিসেবে তাদের ভূমিকার কথাও জানতে পেরেছি। *আইনকানুন*-এ

www.pathagar.com

এসে প্লেটো তাতে আরও জোর দিয়েছেন। শাসকের ভূমিকা যে সদ্‌গুণের উদ্বোধন ঘটানো তাতেও জোর পড়েছে। আর প্লেটো যে দার্শনিক প্রত্যয় — সদ্‌গুণ হলো জ্ঞান, তা-ও প্রতীয়মান হয় এখানে।

আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে কর্তৃত্বের, শাসনের অধিকারের প্রশ্ন উথাপিত হয় — রাষ্ট্রে যে-শাসন পরিচালিত হয়, তাতে মানুষ যে শাসন করে, আর শাসন মেনে চলে, তার নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়। দুটি সংলাপ — *রিপাবলিক* ও *রাষ্ট্রনায়ক*-এ প্লেটো নির্দেশ করেছেন যে, শাসনের অধিকার সর্বোত্তমের। *আইনকানুন*-এ প্লেটো সেই শাসনাধিকারকে, সেই কর্তৃত্বকে আরও প্রসারিত ও বিশদায়িত করেন, তার ক্ষেত্রে সাতটি স্তর নির্দেশ করেন — যেমন, পিতা কর্তৃক সন্তানের, উঁচুবংশজাত কর্তৃক নিচু বংশজাতের, অধিক বয়েসী কর্তৃক কম বয়েসীদের, মনিব কর্তৃক ক্রীতদাসের, অধিকতর শক্তিমান কর্তৃক দুর্বলের, জ্ঞানী কর্তৃক সাধারণের, আর দেবতা-নির্বাচিত ব্যক্তি কর্তৃক সকলের শাসন করার অধিকার।

অ্যাথেনীয় আগন্তুক স্পার্টার শাসনব্যবস্থার সাফল্যের পেছনের কারণ হিসেবে অবিমিশ্র ক্ষমতার সুযোগ রহিতকরণ উল্লেখ করেন। সেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার সুযোগ ছিল না, রাজার সাথে বয়োবৃদ্ধের এবং সেইসাথে *এফরদের* ক্ষমতার অংশভাগী করে সেই ক্ষমতা বন্টন করা হয়েছিল। অ্যাথেনীয় এই আলোচনার উপসংহারে যে-কথা বলেন তা রাষ্ট্রের সংহতির ক্ষেত্রে এখনও অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য প্রত্যয় হিসেবে বিদ্যমান আছে: "বৃহৎ এবং অবিমিশ্র ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়;... একটি নগরীর মুক্ত থাকা উচিত, তার বিচক্ষণ হওয়া উচিত, নিজের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া উচিত; আর আইন প্রণয়নকালে একজন আইনপ্রণেতার এসব জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। (৬৩৯বি)" বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অবিমিশ্র ক্ষমতা যথেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরাচারের জন্ম দেয়, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা তার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আর একটি রাষ্ট্র যদি তার নিজের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন না হয়, তার মধ্যকার বিভিন্ন দলের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা থাকে, তবে তা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে, সহজেই বহিশত্রুর কবলে পড়ে তার স্বাধীনতা হারায়। তা-ও আমরা দেখতে পেয়েছি।

প্লেটো রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে সকল সংবিধানের সূত্রপাত দেখতে পান। ফার্সি রাজতন্ত্রকে রাজতন্ত্রের সর্বোচ্চ রূপ এবং অ্যাথেনীয় গণতন্ত্রকে গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ রূপ হিসেবে চিহ্নিত করেন; অ্যাথেনীয় আগন্তুক বলেন যে, "কোনও নগরী যদি এই দুটি নিয়ে গঠিত না হয় তবে তা সুশাসিত নগরী হয়ে উঠতে পারে না। ... আর কোনও একটি ব্যবস্থা যদি পুরোপুরিভাবে এবং অতিরিক্ত পরিমাণে রাজতন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকে, আর অন্যটি যদি একইভাবে স্বাধীনতার সাথে যুক্ত থাকে তবে তাদের কোনওটিই সংযম অর্জন করতে পারে না। (৬৯৩ই)" তিনি তুলে ধরেন যে, উভয়েরই অধঃপতন ঘটে সংযমের অভাবের কারণে। ফার্সি রাজতন্ত্রের পতনের কারণ ছিল এই যে, তা 'জনসাধারণের স্বাধীনতাকে খর্ব করেছিল'। আর অন্যদিকে অ্যাথেন্সে জনগণের স্বাধীনতা বাড়াবাড়ি ধরনের লাগামহীন হয়ে পড়েছিল। অ্যাথেন্সে —

> মানুষ ভয়মুক্ত হয়ে গেল যেন তারা সবকিছু জানে; আর যেহেতু ভয় পালিয়ে গেল তাই নির্লজ্জতারও কোনও শেষ রইল না। কারণ, অন্য যে-জন প্রকৃষ্টতর তার

www.pathagar.com

> অভিমতকে ভয় না করাই হলো এই দুঃসাহস, যা প্রায় নির্লজ্জতার পর্যায়ে পড়ে; তার উৎস হল অপরিমিত উদ্ধত স্বাধীনতা।...এই স্বাধীনতার পরিণামে আগমন ঘটল অন্য এক স্বাধীনতার; তা হল শাসকদের অধীনতা স্বীকার না করার স্বাধীনতা; তার পরপরই আসে পিতামাতা বয়োজ্যেষ্ঠদের অধীনতা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা; আর এর শেষ ধাপে আছে আইনের নিয়ন্ত্রণ না মানার স্বাধীনতা; আর সবশেষে দেবতাদের ক্ষেত্রে প্রদত্ত শপথ এবং অঙ্গীকারের প্রতি কোনও মূল্য না দেওয়ার চূড়ান্ত স্বাধীনতা; আর এই পর্যায়েই তারা সেই প্রকৃতিকে অনুকরণ করে, যাকে বলা হয় প্রাচীন টাইটানিক[১৯] প্রকৃতি; টাইটানরা যখন দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তখন যেমন একই অবস্থায় ফিরে এসেছিল, সেই রাজ্যে ফিরে এসেছিল যেখানে অশুভের কোনও ক্ষান্তি নেই, তেমন অবস্থায়ই তাদের প্রত্যাবর্তন ঘটে। (৭০১বি-সি)

প্লেটো এই সংলাপের পরবর্তী পর্যায়ে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের একটি মিশ্র সংবিধান সুপারিশ করবেন; ধারণা করা যায় তাই উক্ত আলোচনার অবতারণা করেন। প্লেটো যে গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন না তা সুবিদিত। *রিপাবলিক*-এ আমরা দেখতে পাই যে, এক রাষ্ট্রের ভেতর দুই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দেখতে পেয়ে গণতন্ত্রের প্রতি বিরূপতা দেখিয়েছেন প্লেটো। *রিপাবলিক*-এর বক্তব্য বিশ্লেষণ বেকার প্লেটোর সেই মতবাদ উপস্থাপন করে লিখেছেন, "... গণতন্ত্র কোনও রাষ্ট্র নয়; এটি হলো দু'ভাগে বিভক্ত এক দঙ্গল মানুষের সমষ্টিগত রূপ (ধনী এবং জনতা); এদের এককেটি অংশ এককেক সময় অন্যটির ওপর প্রভুত্ব করে এবং সাধারণ সমষ্টিকে এককেক নামে অভিহিত করে। এখানে কোনও সংবিধান নেই, বরং আছে চক্র – কোনও শাসন-ব্যবস্থ্যা নেই এতে, বরং দলবাজি আছে: সোজা কথায় গণতন্ত্রের অর্থ হলো দলবাজি শাসন।"[২০] এমন বলা হয় যে, গণতন্ত্রের অধীনে তাঁর গুরু সক্রেটিসের পরিণাম দেখে তিনি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন, গণতন্ত্র এবং রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ ঘটেছিল। অন্যদিকে রাজতন্ত্র স্বৈরাচারে রূপান্তরিত হয়। সংযমের অভাব উভয় শাসন-ব্যবস্থার পতনের কারণ হয়ে উঠে। তিনি এখানে রাজতন্ত্রে ও গণতন্ত্র উভয়ের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন বটে কিন্তু একই সাথে বিশ্লেষণ করে দেখান যে, সকল সংবিধানের জন্ম এই দুই সংবিধান থেকেই। সুতরাং তাদের কোনওটিকে একাধিপত্য করতে না দিয়ে এ দু'য়ের মধ্যে মিশ্রণ ঘটিয়ে আদর্শ সংবিধান নির্মাণ করাই শ্রেয়। আরও একটি প্রশ্ন উঠে, প্লেটো কি আদতে সত্যিকার গণতন্ত্রের কথা বলেন, না কি, তাঁর রাষ্ট্র-প্রস্তাব কার্যত ভিন্নতর হয়ে উঠে এবং তিনি তাকে গণতন্ত্রের মুখোশে উপস্থাপন করেন ।

পুস্তক এক ও তিনে সদ্‌গুণ নিয়ে যেসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে তাতে সদ্‌গুণের ঐক্য নিয়ে প্লেটোর বক্তব্যের ভিন্নতা নির্দেশ করা যায়। যেমন, অ্যাথেনীয় আগন্তুক সদ্‌গুণের বিভিন্ন অংশের কথা বলেন এভাবে: "যেসব জিনিস সদ্‌গুণের বাকি অংশগুলো নিয়ে গঠিত তাদের এভাবেই গণনা করা উচিত (তাদেরকে সদ্‌গুণের 'অংশাবলি' বলা হোক, বা খোদ সেই জিনিসই বলা হোক, তাতে কিছু যায় আসে না; কী বলতে চাওয়া হচ্ছে তা স্পষ্ট থাকলেই হল)। (৬৩৩এ)" তাতে সদ্‌গুণের ঐক্য নিয়ে প্রশ্ন জাগে। মনে হতে পারে যে, সদ্‌গুণের বিভিন্ন অংশকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, কারণ, তারা আলাদাভাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। তাছাড়া, পুস্তক

২—

www.pathagar.com

তিন-এ সদ্‌গুণের জন্য কোনও নাগরিককে পুরস্কৃত করার ক্ষেত্রে সংযমীকে নির্বাচন করার ইঙ্গিত করেন। "ধরুন, বাকি অন্য সদ্‌গুণ ব্যতিরেকে কিছু কিছু আত্মায় কেবল সংযম অস্তিমান থাকে: তাকে সম্মানিত করা ন্যায্য হবে, না কি, সম্মানিত না করা ন্যায্য কাজ হবে? (৬৯৬ডি)" আমরা জানি যে, সদ্‌গুণের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা প্লেটোর মতবাদের একটি প্রধান লক্ষ্য। *প্রোতাগারাস* ও *মেনো* নামের দুটি সংলাপ সেই উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। তার সাথে একটি মতবাদ সংশ্লিষ্ট: 'সদ্‌গুণ হল জ্ঞান"; তার জন্য তার ঐক্য প্রতিষ্ঠা জরুরি। জ্ঞানের ঐক্যের কারণেই সদ্‌গুণের ঐক্য থাকতে হবে। প্রজ্ঞা, সংযম, ন্যায়-নৈতিকতা এবং সাহস, আদতে একই জিনিসের – সদ্‌গুণের বিভিন্ন চেহারা মাত্র। প্লেটোর লেখার সর্বত্রই সদ্‌গুণকে এক এবং অভিন্ন এবং পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে ধরা হয়, পরিপূরক বলে ধরা হয়, কারণ, সদ্‌গুণ হলো জ্ঞান আর সদ্‌গুণের অভাব হলো অজ্ঞতা।

সদ্‌গুণের এক অংশের সাথে অন্য অংশের বিরোধ নিয়ে একটি আলোচনা আমরা লক্ষ করি *রাষ্ট্রনায়ক*-এ। তাতে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সদ্‌গুণের দুই অংশ সাহস ও সংযম পরস্পরবিরোধী অবস্থানে অবতীর্ণ হতে পারে। আগন্তুক বলে যে, "আমি ধরে নিচ্ছি সাধারণ উক্তিটি এমন: সদ্‌গুণের সকল অংশ পারস্পরিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।" কিন্তু "কোনও না কোনওভাবে তারা পরস্পরের কট্টর বিরোধী এবং জীবনের বিভিন্ন পরিমণ্ডলে তারা বিপরীত অবস্থানে অবস্থিত। (৩০৬সি)" তা প্রমাণ করার জন্য তিনি সংযমী ও সাহসী মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভিন্নতর ভূমিকার অবতারণা করেন। "যেসব মানুষ সংযমের জন্য উল্লেখযোগ্য তারা সর্বদাই 'শান্তি ও উত্তেজনাশূন্য নীরবতা' সমর্থন করে। তারা নিজেরা নিজেদের নিয়েই থাকতে চায় এবং নিজের কাজেই নিমগ্ন থাকে। এই নীতি অনুসারেই তারা তাদের সহবাসী নাগরিকদের সাথে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে; পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও এই লাইন অনুসরণের প্রবণতা দেখায় এবং পর-নগরীর সাথে যে-কোনও মূল্যে শান্তি বজায় রাখে। ভুল সময়ে শান্তির এই আবেগে নিমজ্জিত থাকার কারণে যখনই তারা এই নীতি প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে তখনই যুদ্ধের ব্যাপারে সচেতন না হয়েই তার প্রতি অনীহ হয়ে উঠে এবং সেইসাথে তরুণদেরও তার প্রতি বিমুখ করে তোলে। তাই সুযোগ বুঝে যে আগ্রাসনকারী হয়ে উঠে তার দয়ার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে তারা। আগ্রাসনকারী সুযোগ বুঝে ছোবল মারে এবং তার পরিণামে এমন দাঁড়ায় যে, গুটিকয়েক বছরের মধ্যে তারা, তাদের সন্তানসন্ততি এবং যে-সমাজে তাদের বাস, তার পুরোটা ঘুম থেকে জেগে দেখতে পায় তাদের স্বাধীনতা উবে গেছে এবং তাদেরকে ক্রীতদাসে পর্যবসিত করা হয়েছে। (৩০৭ই)" অধিকন্তু "যে-দলের ঝোঁক কঠোর অ্যাক্‌শনের দিকে, তার ইতিহাস কী? যেহেতু তারা কেবল প্রচণ্ড হিংস্র সামরিক অস্তিত্ব ভালবাসে সেহেতু নিজের নগরীকে সকল দিক থেকে শক্তিশালী শত্রুর বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে তারা অবিরত যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয় – আমরা কি এমনটিই দেখতে পাই না? তার ফল কী দাঁড়ায়? হয় তারা তাদের পিতৃভূমিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলে, না হয় শান্তিবাদী দল যেমন তাকে পুরোপুরি পরাধীন করে তোলে তেমনই নিশ্চিভাবেই পরাধীন করে ফেলে। (৩০৮এ)" আগন্তুক উপসংহার টানে যে, "আমরা আরও দেখতে পেলাম যে, সদ্‌গুণের

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটির সাথে আরেকটির মিল নেই এবং যেসব মানুষের মধ্যে তারা আধিপত্য করে তাদেরকেও তারা ভিন্ন অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দেয়। (৩০৮সি)" আমরা যদি *আইনকানুন*-কে প্লেটোর পরিণত চিন্তার প্রতিফলন হিসেবে ধরে নেই তবে অনুমান করতে পারি যে, সদ্‌গুণের ঐক্য নিয়ে তাঁর চিন্তায় কিছুটা ভিন্নতা ঘটেছিল এবং পূর্বেকার জ্ঞান ও সদ্‌গুণ নিয়ে একের-সাথে-এক সম্পর্ক নিয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন না, *রাষ্ট্রনায়ক* রচনার কাল থেকে তাদের কোনও কোনও অংশের মধ্যে পরস্পরবিরোধী অবস্থান লক্ষ করেছিলেন।

৫

তৃতীয় পুস্তকের অন্তিম পর্যায়ে এসে আমরা ক্লেইনিয়াস-এর জবানিতে ক্রিট-এ একটি নতুন নগরী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের কথা শুনতে পাই; তাঁকে যে তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা-ও জানতে পারি। অ্যাথেনীয় আগন্তুককে সেই উদ্যোগে যোগ দিতে অনুরোধ করা হয়। সেইসূত্রেই এই তিন বর্ষীয়ান পরিব্রাজকের, বিশেষত অ্যাথেনীয় আগন্তুকের আলোচনার মাধ্যমে এই নতুন নগরী ম্যাগ্‌নেসিয়ার জন্য মুখে মুখে আইন প্রণয়নের কাজ সম্পাদিত হয়। *চতুর্থ পুস্তকের* গোড়াতেই সেই নগরীর ভৌত অবস্থা, তার প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষিজমি, উৎপাদনশীলতা, সমুদ্র থেকে নগরীর দূরত্ব, তার পোতাশ্রয়ের সুযোগ, সমভূমি, পাহাড়-পর্বত আর বনভূমির হিস্যা, কাঠ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাথেনীয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কেবল সম্পদশালী হওয়াই কোনও নগরীর, তার মানুষজনের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, তাই সমুদ্রপারের নগরী কাম্য নয়; কারণ, "বাণিজ্য ও পয়সা-বানানোর প্রচেষ্টায় খুচরা ব্যবসার মাধ্যমে এটি বসতিকে দূষিত করে ফেলে, মানুষের আত্মায় অনিশ্চিত ও অবিশ্বাসী উপায় ঢুকিয়ে দেয়; একটি নগরীর নিজের কাছ থেকে এবং বাকি মনুষ্যসমাজের কাছ থেকে আস্থা এবং বন্ধুত্ববোধ ছিনিয়ে নেয়। (৭০৫এ)" আইন প্রণয়নের লক্ষ্য হিসেবে সদ্‌গুণকেই স্থির করা হয় – অ্যাথেনীয় আগন্তুক বলেন যে, "অস্তিত্ব রক্ষাই মানুষের জন্য সবচেয়ে সম্মানজনক ব্যাপার নয়; তাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সম্মানজনক জিনিস হলো অস্তিত্ব বজায় থাকার কালে সম্ভবপর প্রকৃষ্টতম জীবন যাপন করা, তা অব্যাহত রাখা। (৭০৭ডি)" সেইসূত্রেই সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে, সবচেয়ে সহজে আইন প্রণয়ন করার উপায় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, একজন 'সদাশয় স্বৈরাচারী' সবচেয়ে সহজে আইন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে পারেন, নগরীর হালহকিকত পরিবর্তন করতে পারেন। তবে তার পেছনেও কথা থাকে। বাস্তবতা মেনে নগরীর আইন প্রণয়নের কাজটি নির্মাণের কথা বলতে গিয়ে প্লেটো অ্যাথেনীয়ের জবানীতে বলেন যে, "মানুষ কখনও আইন প্রণয়ন করে না, বরং বিভিন্নভাবে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের দৈব ঘটনা, দুর্ঘটনা, আমাদের জন্য সব আইন তৈরি করে দেয়। যুদ্ধের সহিংসতা এবং দারিদ্র্যের ঘোর অপরিহার্যতা আইন পরিবর্তন করে লাগাতার শাসনব্যবস্থা পাল্টে দেয়। রোগ-বালাইও – যখন মহামারী দেখা দেয় অথবা খারাপ আবহাওয়া আবির্ভূত হয় আর তা অনেক বছরব্যাপী স্থায়ী হয়, তখন তা অনেক উদ্ভাবনকে অপরিহার্য করে তোলে। ... বিধাতা সকল জিনিস শাসন-নিয়ন্ত্রণ

www.pathagar.com

করেন, আর মানবীয় জিনিসের ক্ষেত্রে দৈব এবং সুযোগ তাকে সহযোগিতা করে। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করতে হয় যে, এদের সাথে যুক্ত থাকে তৃতীয় আরেকটি জিনিস, নরমগোছের জিনিস, তথা শিল্প। (৭০৯সি)" এই শিল্পই আইনের শাসনের শিল্প, আর "কোনও নগরীতে সুখের জন্য যদি সকল শর্ত বিদ্যমান থাকে তাহলেও এ ধরনের নগরীতে একজন আইনদাতার অস্তিত্ব থাকতে হবে যিনি সত্যের অধিকারী। (৭০৯সি)" প্লেটোর মতে এই শিল্পের যোগ্যতম অধিকারী হলেন একজন সদাশয় স্বৈরাচারী।

স্বৈরাচারী শাসনের কার্যকারিতা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে দ্রুত ফললাভের সম্ভাবনা নিয়ে বেশ কিছু বক্তব্য আমরা অ্যাথেনীয় আগন্তুকের বরাতে লাভ করি। "স্বৈরাচারের সাহায্য ব্যতীত এত দ্রুত এত প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে কোনও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কোনও জো নেই – এখন তো নেই-ই, ভবিষ্যতেও তা হওয়ার নয়। (৭১০বি)" "স্বৈরাচারের মধ্য থেকেই সবচেয়ে ভালোভাবে পরিবর্তন সংঘটিত হয়; আর দ্বিতীয় হলো রাজতন্ত্র; আর এর তৃতীয় ক্রমে আছে কোনও না কোনও ধরনের গণতন্ত্র; আর উন্নয়নের সক্ষমতার দিক থেকে চতুর্থ ক্রমে আসে গোষ্ঠীতন্ত্র – পরিবর্তন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এই শাসনব্যবস্থাটির অসুবিধা সবচেয়ে বেশি, কারণ, তাতে শাসনব্যবস্থার লাগাম থাকে কিছু সংখ্যক সর্বশক্তিমান ব্যক্তির হাতে। (৭১০ই)" প্লেটোকে গণতন্ত্রবিরোধী, স্বৈরাচারের পক্ষে যুক্তিদানকারী হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে 'সদাশয় স্বৈরাচার' সম্পর্কে তাঁর এসব বক্তব্য তুলে ধরা হয়। বাস্তবতার নিরিখে এ বক্তব্যের বিপক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করা কঠিন। ধ্রুপদী গ্রিসেই কেবল নয়, আধুনিক যুগেও কোনও সমাজের আরাধ্য যদি হয় দ্রুত পরিবর্তন তবে সদাশয় স্বৈরাচারী বেছে নেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। অন্য এক বিশ্বজনীন নিয়মে হয়ত সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে সদাশয় স্বৈরাচারী সদাশয় থাকে না, তবে ক্ষমতার সমীকরণে প্লেটো বর্ণিত অবস্থাটি সর্বজনীনতার দাবি রাখে। এ-পর্যায়ে প্লেটো আবারও আইন ও শাসনের পেছনে সদ্‌গুণের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন – অ্যাথেনীয় আগন্তুক বলেন যে, "মানুষের সর্বোচ্চ ক্ষমতা যখন বিচক্ষণতা এবং সংযমের সাথে যুক্ত হয় তখন সর্বোৎকৃষ্ট আইন এবং প্রকৃষ্টতম শাসনব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে; অন্য কোনও উপায়েই তা সংঘটিত হওয়ার সুযোগ নেই। (৭১২এ)"

নতুন নগরীটিতে কী ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা সবচেয়ে মঙ্গলজনক হবে, কী ধরনের ব্যবস্থা নাগরিকদের জন্য সুখদায়ী হবে, তা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ক্রোনাসের স্বর্ণযুগের উদাহরণ তুলে ধরা হয়। এই উপস্থাপনে আমরা মনুষ্যচরিত্রের এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্র লাভ করি। বলা হয়, ক্রোনাস অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, মানুষের হাতে যদি মানুষকে শাসন করার ক্ষমতা দেওয়া হয় তবে ক্ষমতার গর্বে গর্বোদ্ধত হয়ে শাসক যথেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে; তাই তিনি উচ্চকোটি ও ঐশী প্রজাতির উপদেবতাদের শাসক ও রাজা হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। যুক্তি হিসেবে বলা হয় যে, গরু-ছাগলকে অন্য গরু-ছাগলের শাসক করা হয় না। ক্রোনাসের সেই শাসন এখন আর নেই, তা ফিরিয়ে আনাও সম্ভব নয়। অ্যাথেনীয় বলেন যে, "দেবতা ভিন্ন কোনও নশ্বর মানুষ যদি কোনও নগরী শাসন করে তবে তার অশুভ পরিণতি ও কষ্টের সীমা-পরিসীমা থাকবে না। তৎসত্ত্বেও, ক্রোনাসের কালে যে-জীবনধারা ছিল তা অনুকরণ করার জন্য

www.pathagar.com

আমাদেরকে অবশ্যই সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে; জনজীবনে এবং ব্যক্তিগত জীবনেও – আমাদের সংসার ও আমাদের নগরীর ব্যবস্থায় – আমাদের ভেতরে যতদূর পরিমাণ অমরত্বের নীতি বাস করে তাকে মান্য করা উচিত এবং বুদ্ধিমত্তা-নির্দেশিত বণ্টনকে 'আইন' বলে নামায়িত করা উচিত। কিন্তু কোনও একক ব্যক্তি বা কোনও গোষ্ঠীতন্ত্র বা কোনও গণতন্ত্রের আত্মা যদি ভোগসুখ কামনা-বাসনার প্রতি ব্যাকুল হয়, আর আত্মায় তা-ই পরিপূর্ণভাবে ধারণ করার কথা চিন্তা করে, কোনও কিছুকে সংরক্ষণ না করে এবং অব্যাহতভাবে অশেষ এবং অতৃপ্ত বিশৃঙ্খলা দ্বারা আক্রান্ত থাকে – আমি যেমনটি বলছিলাম – এবং যদি এমন অশুভ স্পিরিট প্রথমে আইনকে পদদলিত ক'রে কোনও নগরী অথবা কোনও ব্যক্তিমানুষের প্রভু হয়ে দেখা দেয়, তাহলে মুক্তির কোনও আশা থাকে না। (৭১৩ই-৭১৪এ)" মানুষ যে অমরত্বের সন্তান, তার যে দার্শনিক রাজা আর রাষ্ট্রনায়ক সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে, সদ্‌গুণধারী জীবন যাপনের সম্ভাবনা আছে, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয় বলে মনে হয়। সেইসূত্রেই এমন সমালোচনা করা হয় যে, প্লেটো তাঁর জীবনের অন্তিম পর্যায়ে এসে মানুষের দেবত্বের ওপর আস্থা হারিয়েছিলেন। প্লেটোর এই অনুধাবনের ভিত্তিতেই বলা যে, *রিপাবলিক* থেকে তাঁর যে চিন্তার বিবর্তন ঘটেছিল, তার প্রতিফলন এটি এবং এজন্যই তিনি *রিপাবলিক*-এর সর্বোত্তম পথ ছেড়ে *আইনকানুন*-এর দ্বিতীয়োত্তম পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা এই সংলাপেরই পরবর্তী এক পুস্তকে দেখতে পেয়েছি যে, প্লেটো মনুষ্য চরিত্রের ওপর, তার দেবসম্ভাবনার ওপর আস্থা হারাননি। দেবতার চরিত্রে থেকে মানুষের সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে ঊনতা তাঁর লেখায় পূর্বেই দেখেছি আমরা। *গর্জিয়াস*-এ তার উল্লেখ আছে, এমনকি খোদ *রিপাবলিক*-এও। আর শেষ জীবনে যে প্লেটোর মধ্যে স্বপ্নভঙ্গ এবং হালছাড়া মনোভাব জন্মেছিল, এমনও বলা যায় না।

গ্লেন মরো *রিপাবলিক* ও *আইনকানুন*-এর তুলনা করে এর যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন যা প্রণিধানযোগ্য। "...*আইনকানুন* ও *রিপাবলিক*-এর ভিন্নতাকে কেবল স্বপ্নভঙ্গ এবং হালছাড়া মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ বলে গণ্য করাও যুক্তিযুক্ত নয়; এমন বলা যথাযথ নয় যে, তিনি এক সময় *রিপাবলিক*-এ বিধৃত রাষ্ট্রের বাস্তবায়নের আশা করেছিলেন এবং সিসিলি ও গ্রিক রাজনীতিতে তাঁর অভিজ্ঞতার কারণে তা পরিত্যাগ করেছিলেন এবং নিম্ন স্তরের বাস্তবায়নযোগ্য আদর্শ মেনে নিয়েছিলেন।"[২১] *গর্জিয়াস*-এই তিনি গভীর নিরাশা পোষণ করেছিলেন। খোদ *রিপাবলিক*-এও নামমাত্র আশাবাদ লক্ষ করা যায়। সেখানে সক্রেটিস প্রশ্ন করেছেন: "এ-কারণে কি আমাদের তত্ত্বটি একটি নিকৃষ্টতর তত্ত্ব যে, আমাদের বর্ণিত বিন্যাসে একটি নগরী প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আমরা প্রমাণ করতে পারব না? (৪৭২ই)। তাঁর পর্যবেক্ষণ হলো: "*রিপাবলিক*-এর সাথে তুলনায় *আইনকানুন*-এ যা দেখতে পাওয়া যায় তা হালছাড়া মনোভাব নয়, বরং যেসব অসুবিধা পেরোতে হবে তার অধিকতর এবং সর্বাঙ্গীণ আয়ত্তি, রাষ্ট্রনায়ককে যেসব রসদ ব্যবহার করতে হবে তার গভীরতর অনুধাবন, রাজনৈতিক আদর্শকে অধিকতর বিশদভাবে প্রণয়ন করা করার জন্য তার অব্যাহত উদ্যোগ, ...।"[২২] আমরা তাই বলতে পারি মনুষ্যচরিত্রের নিম্নমান দেখে প্লেটো হতাশ হননি, তা মেনে নিয়েই তিনি এগিয়েছেন। তিনি মনুষ্যগোষ্ঠীর মুক্তির পথ খুঁজেছেন,

www.pathagar.com

মানুষের যে সামান্য সম্ভাবনা আছে, তাকে ভিত্তি করে বাস্তব পৃথিবীতে তার সুখনিবাস নির্মাণের চেষ্টা করেছেন।

অ্যাথেনীয় আগন্তুক আইনের সার্বভৌমত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন। *রিপাবলিক*-এ দার্শনিক রাজার প্রজ্ঞাকেই শাসনের সর্বোচ্চ হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয়, আইনকানুন সেখানে আদর্শ আদলের প্রতিফলন মাত্র, আর *রাষ্ট্রনায়ক*-এ রাষ্ট্রনায়ক হচ্ছে শাসনশিল্পে পারদর্শী ব্যক্তি, আইন সেখানে সেই শিল্পে তাঁর (অথবা তাঁদের) পারদর্শিতার ফল; কিন্তু *আইনকানুন*-এ আইনকানুনকেই সর্বাগ্রগণ্য হিসেবে ধরা হয়। *রিপাবলিক*-এ আইনকে 'শক্তিমানের স্বার্থ' বলে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করলে সক্রেটিস তা খণ্ডন করেন, এখানেও অ্যাথেনীয় আগন্তুক তা খণ্ডন করেন। *রিপাবলিক*-এ যেমন অভিভাবকদের শাসনের কথা বলা হয়, এখানে সেই শ্রেণিশাসন সুপারিশ করা হয় না; সমাজের পেশাভিত্তিক, মর্যাদাভিত্তিক, সম্পত্তির আধিকারীত্ব ও আভিজাত্যভিত্তিক শ্রেণিবিভক্তিও নয়। আইনের শাসনকে এবং মানুষের যোগ্যতাকে এখানে সর্বোচ্চ স্থানে স্থাপন করা হয়। একটু পূর্বেই প্লেটোকে আমরা যেভাবে স্বৈরাচারের সমর্থক হিসেবে আবিষ্কার করেছিলাম, তার প্রায় একেবারে বিপরীত কোটিতে আবিষ্কার করি তাঁকে। অ্যাথেনীয় আগন্তুকের জবানীতে আমরা শুনতে পাই:

> কারও বিত্ত-বৈভব বা অন্য কোনও কিছুর আধিকারীত্ব – তা সেটি শারীরিক শক্তি হোক, বা অবস্থান বা কুলমর্যাদাই হোক, কোনওটির ভিত্তিতেই নগরীতে আমরা কাউকে শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করব না। বরং, নগরীতে যে-ব্যক্তি আইনের প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুরক্ত থাকবে, সে-ই বিজয়পত্র লাভ করবে: যে সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের বিজয় অর্জন করবে তাকে দেওয়া হবে সবচেয়ে বড় পদ এবং দেবতাদের সবচেয়ে বড় যাজকীয়তা; আর যার শিরে থাকবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিজয়পত্র সে থাকবে তার দ্বিতীয় সারিতে, আর এই ক্রমেই অন্যান্য পদ বণ্টন করা হবে।
>
> যাদের সাধারণত শাসক বলা হয় তাদের এখন আমি 'আইনের ভৃত্য' বলে আখ্যায়িত করছি; এটি নতুন কোনও নাম উদ্ভাবন করার মানসে করছি না বরং এজন্য করছি যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই পদ বা এই সেবার ওপরই নির্ভর করে একটি নগরীর অস্তিত্ব টিকে থাকা অথবা বিপরীত কিছু সংঘটিত হওয়া। কারণ, যেখানে আইন নিজেই শাসিত হয় এবং যার সার্বভৌম কর্তৃত্ব থাকে না, সেই জায়গার জন্য আমি কেবল ধ্বংসের প্রশস্ত পথই দেখতে পাই। কিন্তু যেখানে শাসকদের উর্ধ্বে আইনের অবস্থান আর শাসকগণ আইনের ক্রীতদাস, সেখানে আমি নিরাপত্তার দেখা পাই, দেখতে পাই দেবতাপ্রদত্ত সকল প্রকৃষ্ট জিনিস। (৭১৫সি-ডি)

প্লেটোর এই বক্তব্যে অ্যাথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লেসের বিখ্যাত অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার বক্তৃতা – গণতন্ত্রের উৎকৃষ্টতম এক দলিলের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। "আমাদের প্রশাসন স্বল্পসংখ্যকের বদলে বহু মানুষের অগ্রাধিকার দেয়: সে জন্যই আমাদেরকে গণতন্ত্র বলা হয়। ব্যক্তিগত বিরোধে আইন সবার জন্য সমভাবে ন্যায়বিচার করে, কিন্তু আমরা পরমোৎকর্ষের দাবি অগ্রাহ্য করি না। কোনও নাগরিক যখন নিজেকে অনন্য বলে প্রমাণ করবে তখন অন্যদের বদলে তাকে রাষ্ট্রের সেবা করার জন্য আহ্বান করা হবে; তা কোনও বিশেষ সুবিধা হিসেবে প্রদান করা হবে না. বরং তাঁর মেধার পুরস্কার

www.pathagar.com

হিসেবে দেওয়া হবে।"[২৩] প্লেটো অন্য অনেক কারণে – সংযমের অভাবে রাষ্ট্রে ও সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষায় বিপত্তি, 'সার্বভৌমত্বকে সকলের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া', বহু লোকের মধ্যে মন্দ লোকের শাসনকার্যে অনুপ্রবেশের সুযোগসৃষ্টি এবং রাষ্ট্রের ঐক্য নষ্টের আশঙ্কায় গণতন্ত্র অপছন্দ করেন, কিন্তু যিনি সদ্‌গুণধারী – তিনি যে-ই হোক না কেন – তার শাসনের অধিকার সমর্থন করেন। এটি গণতন্ত্রের একটি অন্যতম উপাদান।

প্লেটোকে যে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী বলা হয় তার একটি কারণ হলো সমাজে বিচলনের অভাব। কেউ তার শ্রেণি ছেড়ে তথা তার পেশা ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করতে পারবে না। আর তাকেই ন্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হবে; *রিপাবলিক*-এর প্রত্যয় তা-ই। কিন্তু *আইনকানুন*-এ এসে আমরা তার পরিবর্তন দেখতে পাই। এখানে সদ্‌গুণ অগ্রাধিকার পায়, আর তাতে সমাজের শাসনক্ষমতার অধিকার লাভ করার সুযোগ ঘটে সদ্‌গুণধারীদের। এই পরিপ্রেক্ষিত প্লেটোর রাষ্ট্রদর্শন এক জটিল মাত্রা লাভ করে। কেবল আলো-অন্ধকার দিয়ে তাঁকে বিচার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, মধ্যস্থলে বহুমাত্রিক ছায়া দেখতে পাওয়া যায় আর প্লেটোকে বিচার করা, তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের বহুমাত্রিক মতবাদের সমন্বিত ও সুসমঞ্জস কোনও চিত্র অংকন করা, আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কী পদ্ধতি অনুসরণ করা উত্তম সে আলোচনায় এমন অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, আইনকে শুধু নিরেট আইন হিসেবে উপস্থাপিত হলেই চলবে না। এর একটি যৌক্তিক ভিত্তি থাকতে হবে আর তা জনসাধারণের সামনে উপস্থাপনও করতে হবে, তাদেরকে সেই আইনকানুন সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আইনদাতার কাজ শুধু আইন প্রণয়ন করাই নয়, মানুষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সেই আইন সম্পর্কে প্রত্যয়ী করে তোলাও তাঁর কাজ। আইনদাতার ভূমিকা অনেকটাই প্রশিক্ষিত ডাক্তারের মতো। ক্রীতদাস-ডাক্তার যেমনভাবে শুধু ঔষধ প্রয়োগ করেই ক্ষান্ত থাকে তেমন নয়, তাকে হতে হবে সত্যিকার ডাক্তার; তিনি রোগের কারণ নির্ণয় করবেন, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রোগীকে প্রভাবিত করবেন, তারপর তাকে আরোগ্য করবেন। আইনদাতার কাজ তাই দুটি – মানুষজনকে আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা, আর আইন ভঙ্গ করলে শাস্তিও বিধান করা; একাজে তাঁর হাতে থাকে দুই হাতিয়ার –'যুক্তিদানের মাধ্যমে প্রত্যয় উৎপাদন এবং শক্তি প্রয়োগ।' *রিপাবলিক*-এর সাথে *আইনকানুন*-এর আরও এক ভিন্নতা এটি। আইনের ভূমিকা প্রদানের মাধ্যমে আইনের শাসনকে যুক্তিযুক্ত করে তোলার উদ্যোগকে গণতান্ত্রিক বিবেচনা না করার কোনও কারণ থাকে না আমাদের।

প্রসঙ্গক্রমে কবিদের সাথে আইনদাতাদের কাজের ভিন্নতাও আলোচিত হয়। আমরা *রিপাবলিক*-এ দেখেছি যে, আদর্শরাষ্ট্রে কবিকুলকে স্বাগত করা হয় না, বরং তাদের নির্বাসিত করার সুপারিশ করা হয়। *আইনকানুন*-এও কবিদের ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করা হয় – তাদের অসচেতন উক্তির কারণে এবং ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য দেওয়ার কারণে। একটি কিংবদন্তির সূত্রে যুক্তি দেখানো হয় যে, "কবি যখন মিউজদের ত্রিপদীর ওপর বসে থাকেন তখন তাঁর হুস থাকে না, বরং তিনি ঝর্ণার মতো হয়ে যান, ভেতর থেকে যা কিছু উথলে উঠে তাই তিনি জলধারার মতো ছড়িয়ে দেন। যেহেতু তাঁর [কবির]

www.pathagar.com

শিল্প অনুকরণ নিয়ে গঠিত তাই তিনি একটির সাথে আরেকটি বিপরীত মানুষ সৃষ্টি করে প্রায়শই স্ববিরোধী হয়ে উঠতে বাধ্য হন; তিনি জানেন না ভিন্ন ভিন্ন যে-ধরনের জিনিসের কথা তিনি বলেন, তা সত্য কি না। আইনের ক্ষেত্রে তা সত্য হতে পারে না, কারণ, আইনদাতা একই জিনিস নিয়ে দুটি আইন দিতে পারেন না, তাঁকে কেবল একটিই আইন দিতে হয়। (৭১৯সি-ডি)" প্লেটো যখন কবিদের সৃষ্টিকর্মের সেন্সরশীপ চালুর কথা বলেন তখন তিনি আইনের এককত্ব, অব্যাহত এবং স্থায়ী প্রয়োগের কথা ভাবেন। আর আইনের ভূমিকা যেহেতু নৈতিকতা নিশ্চিত করা তাই এমন কিছু শিক্ষা দেওয়া যাবে না যা প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতার বিরুদ্ধে যায়। কবি শক্তিশালী নৈতিক শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। আমরা দেখেছি শিশু-কিশোর তরুণদের নৈতিক শিক্ষাদানের জন্য প্লেটো কবিদের আহ্বান জানাতে বলছেন। তাই কবিদের কবিতার প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত ও কাঙ্ক্ষিত নৈতিক প্রত্যয় যদি বদলে যেতে থাকে তাহলে রাষ্ট্রের ঐক্য ও স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করা কঠিন হবে। রাষ্ট্রের সার্বিকতার দোহাই দিয়ে তাই কবিদের সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেন প্লেটো। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সৃজনশীলতা অস্বীকার করার দোষে এই প্রস্তাবকে তাই যথার্থেই রাষ্ট্রের সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী প্রস্তাব হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৬

পঞ্চম পুস্তকে নগর প্রতিষ্ঠার ব্যবহারিক দিকসমূহ আলোচনা করা হয় কিন্তু তার ভূমিকা হিসেবে আত্মার প্রাধিকার, তাকে সম্মানিত করার প্রয়োজনীয়তা, দেহ ও ধনসম্পদের চাইতে আত্মা যে অধিক মূল্যবান – সে-কথা আলোচিত হয়। আত্মার এই সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্লেটোর প্রত্যয়সমূহের মধ্যে বিশেষভাবে বিবেচ্য, কারণ নৈতিকতা নিয়ে তাঁর দর্শনের ভিত্তি হলো আত্মা, আত্মায়ই নৈতিকতার বাস। আত্মাকে মানুষের সবচেয়ে ঐশী অংশ বলে ধরা হয়। মানুষ আত্মার বলেই মনুষ্যত্ব লাভ করে, দেবত্বের, অমরত্বের অধিকার লাভ করে। আত্মাকে সম্মানের জিনিস হিসেবে বিবেচনা করা হয় আর সেই ক্রমে অন্য যেসব জিনিস আছে তা হলো শারীরিক সামর্থ্য ও সম্পদ। সম্পদকে কেবল যে একেবারে সর্বনিম্নে স্থান দেওয়া হয় তা-ই নয়, অধিক সম্পদকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হিসেবেও দেখা হয়। মানুষের আরাধ্য হলো সুখ কিন্তু অধিক সম্পদ সুখ দিতে সক্ষম হয় না।

> যারা খুব ধনী হয় – নিদেনপক্ষে 'ধনী' বলতে অনেকেই যা বুঝিয়ে থাকে তার অর্থ যদি তা-ই হয়, তাহলে তার পক্ষে সুখী হওয়া প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আর ধনী বলতে যদি সেই গুটিকয়েক মানুষকে বুঝায় যাদের এমন পরিমাণ সম্পদ আছে যা টাকাকড়ির অংকে বিপুল, তাহলে দেখা যাবে যে, অসৎ লোকেরাও এমন সম্পত্তির মালিক হয়েছে। অবস্থাটি যদি এমনই হয়ে থাকে এবং ধনী মানুষ যদি একই সাথে উত্তম মানুষ হয়, তবে আমি অন্তত তাদের সাথে একমত হব না যে, সে সত্যিকার অর্থেই সুখী হয়। কিন্তু কারও পক্ষেই একই সাথে উচ্চমাত্রার উত্তম এবং অধিক পরিমাণে ধনী হওয়া সম্ভব নয়। (৭৪২ই-৭৪৩এ)

আইন প্রণয়নের প্রাথমিক আলোচনায় 'ব্যক্তিগত নৈতিকতা', 'আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য' এবং 'অপরাধীদের প্রতি করণীয়' নিয়ে বক্তব্য

www.pathagar.com

উপস্থাপন করা হয়। *আইনকানুন*-এ আমরা আবারও *রিপাবলিক* ও *গর্জিয়াস*-এ বর্ণিত প্রত্যয়ের দেখা পাই। "কোনও অন্যায়পরায়ণ মানুষই স্বেচ্ছায় অন্যায়পরায়ণ নয়।" তাহলে অন্যায় কর্মের জন্য শাস্তি প্রদান কেন? যুক্তি দিয়ে বলা যায়, "প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে আত্মা হচ্ছে সবচেয়ে সম্মানজনক জিনিস; আর সে-কারণেই কোনও মানুষই তার সবচেয়ে সম্মানজনক সম্পদে সবচেয়ে বড় মন্দকে গ্রহণ করবে না, তাকে সারা জীবন ধরে সেখানে রক্ষা করবে না। সুতরাং, যে-লোক খারাপ জিনিসের অধিকারী, তার মতোই, অন্যায়পরায়ণ মানুষও সবদিক থেকেই করুণাযোগ্য; আর তার অসুস্থতা যদি আরোগ্যযোগ্য হয় তবে তাকে করুণা করা চলে, তার বিরুদ্ধে ক্রোধান্বিত হওয়া থেকে, রমণীদের মতো তার বিরুদ্ধে আবেগপ্রবণ না হয়ে কোনও ধরনের খারাপ ধারণা পোষণ করা থেকে, বিরত থাকা যায়; কিন্তু যে নিখাদ মন্দ, বিকৃতমনস্ক – যাকে কোনও মতেই ঠিক পথে আনা যাবে না, তার বিরুদ্ধে আমাদের ক্রোধের কলস ঢেলে দেওয়া উচিত। (৭৩১সি-ডি)" এখানেই আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। অ্যাথেনীয় আগন্তুক আবারও সদ্‌গুণ ও সুখের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন।

> প্রকৃতিগতভাবে মানুষ সর্বোপরি সুখ ও বেদনা এবং কামনা নিয়ে গঠিত। ... সাহসী লোক ভীরুকে পরাজিত করে, সংযত লোক অসংযতকে, তাই তাদের জীবন অন্যদের জীবনের চাইতে সুখকর; ভীরু, অসংযত, অনিয়ন্ত্রিত এবং অসুস্থ জীবনের তুলনায় সংযত, বিচক্ষণ এবং সুস্থ জীবনই কাম্য। আমরা সংক্ষেপে এমন দাবি করি যে, যে-জীবন দেহ অথবা আত্মার সদ্‌গুণধারী হয় তা মন্দ জিনিস ধারণকারী জীবনের চাইতে সুখকর হয় আর অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন, সৌন্দর্য, সঠিকতা, সদ্‌গুণ এবং খ্যাতির ক্ষেত্রেও অশুভধারী জীবনের চাইতে এ জীবন হাজার গুণে উৎকৃষ্ট। ফলে যে এমন জীবনের অধিকারী হয়, সে সবদিক থেকে এবং সর্বোপরি বিপরীত বৈশিষ্ট্যের জীবনের চাইতে অধিক সুখে কাল কাটায়। (৭৩৪ডি-ই)

তারপর এই তিন পরিব্রাজক নতুন নগররাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জিনিসপত্র বিশ্লেষণ করেন। রাষ্ট্রটির নাগরিক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তার পরিশুদ্ধিকরণের বিষয় আলোচিত হয়। *রিপাবলিক*-এ যে পদ্ধতিতে নাগরিকদের উন্নত পর্যায়ে উপনীত করার প্রস্তাব করা হয় তা হলো 'দশ বছরের অধিক বয়েসীদের' গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে পূর্বপুরুষদের আচার-প্রথার বাইরে নতুন প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলা, সুখ ও ন্যায়নীতির নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। (৫৪০ই-৫৪১এ) ম্যাগ্‌নেসিয়ায় সেই সুযোগ সৃষ্টি হয় না; এটি পুরাতন কোনও বসতি নয়, এতে বিভিন্ন স্থান ও নৃগোষ্ঠীর লোক একত্রিত হয়। তাই বাছাইয়ের কাজটি প্রথমেই সেরে নিতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ক্ষতিকর কোনও উপাদান যদি নগরীতে বসত্‌কার হিসেবে ঢুকে পড়ে তবে তাকে উপনিবেশে পাঠিয়ে দিতে হবে। তারা কারা? তারা হলো প্লেগ। বলা হয়, সম্পদহীনদের দ্বারা সম্পদশালীদের সম্পত্তিতে আক্রমণ করার মনোভাব পোষণকরা লোকজনের সাথে যোগ দিতে ইচ্ছুক যারা তাদেরকেই 'দেখতে হবে নগরীতে জন্ম নেওয়া প্লেগ হিসেবে।' এই প্লেগ থেকে নগরীকে মুক্ত রাখতে হবে।

প্লেটো *রিপাবলিক*-এ আদর্শ হিসেবে অভিভাবকদের সম্পত্তিহীনতা এবং *আইনকানুন*-এ সম্পদে সবার সমান অধিকারের কথা বলেছেন; গরিবদের সম্পত্তির

www.pathagar.com

অধিকার যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা-ও তিনি তুলে ধরেছেন *আইনকানুন*-এ। আদর্শ হিসেবে ধনলিপ্সা থেকে মানুষকে মুক্ত থাকার কথা বলেছেন। তাই মানুষজনের জন্য জমিজমা বণ্টনের ক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যেন কারও জমিজমা অতিরিক্ত পরিমাণের না হয় আর কারও জমি যেন এমন না হয় যে, তার জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আর সদ্‌গুণের পরিপ্রেক্ষিত স্মরণ রেখেই যেহেতু নগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাই সর্বোত্তম নগরী কী তা অংকন করেন, সদ্‌গুণের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। সর্বোত্তম সেই নগরীকে এক কল্পরাজ্য হিসেবে দেখা হয় বটে কিন্তু তাতে যে-মাত্রাটিতে জোর পড়ে তা হলো সম্পত্তি। *রিপাবলিক*-এ এক ধরনের সাম্যবাদী সমাজের কথা বলা হয়, যেখানে অভিভাবকদের সম্পত্তির অধিকার থাকে না; স্ত্রী সন্তানের ক্ষেত্রেও সমাধিকারের কথা বলা হয় সেখানে। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণির ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে, পরিবার থাকে। কিন্তু যে আদর্শ এবং সর্বোত্তম নগরীর কথা প্লেটো ভাবেন তাতে সকল কিছুতে সকলের সমাধিকার স্বীকৃত হয়।

> সেই নগরী আর শাসনব্যবস্থাই প্রথম, তার আইনই সর্বোত্তম যেখানে এই প্রবাদটি পুরো নগরীতে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত থাকে: 'বন্ধুদের সকল জিনিসে সবারই সমাধিকার রয়েছে।' এই অবস্থা (রমণীকুল, সন্তানাদিতে সবার সমানাধিকার, সব ধরনের সম্পত্তিই যৌথ সম্পত্তি) কি এখন কোথাও আছে, কোনওদিন কি তা হবে? ব্যক্তিগত এবং একক অধিকারভুক্ত বলে সকল কিছুই জীবন থেকে পুরোপুরিভাবে নির্বাসিত আর প্রকৃতিগতভাবে যেসব জিনিস ব্যক্তিগত, যেমন চক্ষু, কর্ণ, হস্ত তা-ও যৌথ সামগ্রী হয়ে উঠেছে এবং কোনও এক উপায়ে আমরা যৌথভাবে দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি এবং ক্রিয়া করছি আর নগরীতে যে-আইন বলবৎ আছে তা নগরীকে সর্বোতভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছে; তা থাকা সম্ভব কি না, তার বিচারে না গিয়ে আমি বলি যে, অন্য কোনও নীতি অনুসরণ করে কোনও মানুষই এমন নগরী প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে না, যা অধিকতর সত্যানুগ, অধিকতর উত্তম এবং সদ্‌গুণের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠবে। একথা বলা যায় যে, এ ধরনের একটি নগরী দেবতাদের দ্বারা বা দেবপুত্রদের দ্বারা শাসিত কি না, এক বা ততোধিক দেবতা তার শাসনকর্তা কি না, তা বলা না গেলেও যারা পূর্বকথিত পদ্ধতিতে সেখানে বসবাস করে তারা সুখী মানুষ এবং সেইসূত্রে রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার জন্য অন্য কোথাও মডেল খোঁজার প্রয়োজন নেই, এটিকেই আকড়ে ধরা উচিত ,আর যা কিছু এই শাসন-ব্যবস্থার কাছাকাছি আসে সমস্ত শক্তি দিয়ে তা যাচাই করা উচিত । (৭৩৯সি-ই)

সেই আদর্শ রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, "যে নগরী এখন আমাদের হাতের কাছে রয়েছে তা যখন গড়ে উঠবে তখন তা অমরত্বের কাছাকাছি কিছু হয়ে উঠবে আর তা ঐক্যের দিক থেকে হবে দ্বিতীয় অবস্থানভুক্ত। (৭৩৯ই)" রাষ্ট্রটিকে অ্যাথেনীয় ঐক্যের বিচারে 'দ্বিতীয় অবস্থানভুক্ত' বলছেন, সেইসাথে অন্যত্র সদ্‌গুণের বিচারেও দ্বিতীয় অবস্থানভুক্ত বলেছেন। ওপরে বর্ণিত বক্তব্য প্রদানের পূর্বেই অ্যাথেনীয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাতারের উত্তম রাষ্ট্রের কথা বলেন আর তা বিচার করেন সদ্‌গুণের তরফে। ধারণা জাগে যে, রাষ্ট্রের ঐক্য ও সদ্‌গুণের মাত্রা হলো এর উত্তম হয়ে ওঠার মাত্রা। সেইসূত্রে ম্যাগ্‌নেসিয়ার স্থান নির্ধারিত হয়েছে দ্বিতীয় কাতারে, দ্বিতীয়োত্তম

www.pathagar.com

নগরী হিসেবে। তাহলে সর্বোত্তম নগরীর উদাহরণ কী? তা কি *রিপাবলিক*-এর *কাল্লিপলিস* (সুন্দর নগরী)? অধিকাংশ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তা-ই বলা হয়ে থাকে। এমনও হয়ত বলা যায় যে, প্লেটো *রিপাবলিক* লেখার সময় এমন ইচ্ছে পোষণ করেননি যে, রাষ্ট্র গঠন ও রাষ্ট্রনীতি নিয়ে তিনি দ্বিতীয় একটি *ট্রিটিজ* লিখবেন; তিনি *রিপাবলিক*-এ আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ উপস্থাপন করেছিলেন – তাতে দার্শনিক রাজা শাসন করবে, সমাজ গঠিত হবে শাসক-অভিভাবক, সৈন্যবাহিনী আর সাধারণ জন গোষ্ঠী (*দেমস*) এবং নারী ও শিশু ও ক্রীতদাস নিয়ে। সকলের সুখ নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের কাজ হবে পরম ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং রাষ্ট্রের ঐক্যদান করা। এমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে একজন ঐশী জ্ঞানসম্পন্ন দার্শনিক-রাজা খুঁজে পাওয়া বা এমন রাজা গড়ে তোলা। প্লেটো এ-ধরনের প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন কিন্তু তা ভেস্তে গিয়েছিল, তাঁকে বন্দি হতে হয়েছিল এবং তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তিনি তাঁর বন্ধু দিয়ন-এর আমন্ত্রণে সিরাকুজ-এ স্বৈরাচারী প্রথম দাইয়ানিসিয়াস এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় দাইয়ানিসিয়াসকে দর্শনপ্রবুদ্ধ রাজা, তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের আদর্শ শাসক, তথা দার্শনিক-রাজা হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু তা করা সম্ভব হয়নি। তাই কি তিনি *রিপাবলিক*-এর দার্শনিক রাজার ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন এবং দ্বিতীয়োত্তম রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করেছিলেন যার ক্ষেত্রে দার্শনিক-রাজার প্রয়োজন পড়বে না, যাতে লিখিত আইন থাকবে এবং তা ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন করার জন্য অভিভাবক থাকবে, সেখানে দর্শন থাকবে পরোক্ষে?

রিপাবলিক থেকে *আইনকানুন*-এর সাদামাটা এবং সহজ পাঠে একটি থেকে আরেকটিতে বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় – প্রথমটি প্লেটোর পরম আদর্শ আর দ্বিতীয়টি হলো তার উন রূপ, গৌণ আদর্শ, আপেক্ষিক আদর্শ; প্রথমটিতে আইনের হাত হতে মুক্ত থেকে অভিভাবকের শাসন, দ্বিতীয়টিতে তিনি 'আইনের অভিভাবক', অনেক ক্ষেত্রে তার 'ভৃত্য', এমনকি 'ক্রীতদাস'। এই পরিবর্তন একেবারে আকস্মিক নয়; *রাষ্ট্রনায়ক*-কে এর একটি মধ্যবর্তী পর্যায় বলে ধরা যেতে পারে, যেখানে প্লেটো বাস্তব রাষ্ট্রে কোনও আইন না থাকার বদলে বরং আইন থাকার মূল্যকে স্বীকৃতি দেন। কিন্তু এ বিচারে *রিপাবলিক*-এর নগরীকে সর্বোত্তম এবং *আইনকানুন*-এর নগরী ম্যাগ্নেসিয়াকে দ্বিতীয়োত্তম নগরী বলাটা কি সর্বোতভাবে সঠিক? সদ্গুণ অর্জনের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে দুই নগরীর মধ্যে কি প্লেটো কোনও পার্থক্য করেন? আর ঐক্যের ক্ষেত্রে? আমরা পরবর্তী সময়ে এ বিষয়টি যাচাই করে দেখতে পারি। এই সহজ পাঠটি হয়ত অন্তিম বিচারে পুরোপুরি সঠিক বলে বিবেচিত না-ও হতে পারে, কিন্তু এটি আমাদের কাছে একটি প্রণিধানযোগ্য ব্যাখা হয়ে দেখা দেয়।

আলোচনায় ম্যাগ্নেসিয়ার জনসংখ্যার আকার স্থির করা পাঁচ হাজার চল্লিশ।[২৪] এই যাদুকরী সংখ্যাটি নির্ধারণ করা হয়েছে এক থেকে পর্যায়ক্রমে সাত সংখ্যা দিয়ে গুণ করে; ফলে এমন দাঁড়িয়েছে যে, এদের মধ্যে আটাশটি সংখ্যা সাত দিয়ে ভাজ্য এবং একুশটি তা নয়। এই সংখ্যা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়ম তথা, বারো মাস, বারো ট্রাইব দ্বারা বিভাজ্যতা এবং অন্য আরও কিছুর বিভক্তির ক্ষেত্রে সুবিধেজনক বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু সর্বোপরি এর পেছনে যে ধারণা কাজ করেছে তা হলো রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র

www.pathagar.com

আকৃতি, যা তার ঐক্য, সংহতি ও শাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। আধুনিককালে এ ধরনের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সম্ভাবনা হয়ত খুবই ক্ষীণ, অথবা একেবারেই শূন্য, কিন্তু গণতান্ত্রিক আদর্শ হিসেবে তা বিবেচনাযোগ্য। প্রতি পরিবারপিছু জমির সমবন্টনের কথা বলা হয় নগরীটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, যা হস্তান্তর-অযোগ্য; ভাবীকালেও কোনওভাবে তা পরিবর্তিত হবে না বলে নির্দেশ করা হয়। কিন্তু জমিজমার এই সমতা নগরীর নাগরিকদের সমসম্পদের অধিকারী করে তোলে না। বাস্তবিক কারণেই নগরীতে সম্পদের অধিকারিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণির জন্ম হয়; প্লেটো তাদের চার ভাগে ভাগ করেন – প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি। নগরীর ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ, এর বিভিন্ন আধিকারিক নির্বাচনে ভোটদান, সুবিধাভোগের ক্ষেত্রে শ্রেণিগত পার্থক্য দেখা দেয় নগরীর কার্যকালে। যেহেতু সুখই হলো জীবনের, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের লক্ষ্য, তাই সুখ-বিঘ্নকারী কোনও ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে হেয় চোখে দেখা হয়; তার মধ্যে আছে অধিক অর্থোপার্জন, স্বর্ণরৌপ্যের অধিকারী হওয়া। অধিক সম্পদশালী যেন তার অতিরিক্ত সম্পত্তি নগরী ও দেবতাকে উৎসর্গ করে তার সুপারিশ করা হয়। নগরীকে বারোটি ভাগে ভাগ করে এর মধ্যস্থলে 'আক্রপলিস' নির্মাণ করার কথা বলা হয়।

৭

ষষ্ঠ পুস্তকে বেসামরিক ও বিচারিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা ও বিবাহ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিভিন্ন স্তরে আদালত ও দপ্তর প্রতিষ্ঠা এবং তাতে ম্যাজিস্ট্রেট ও আধিকারিক নির্বাচন ও নিয়োগের কথা বলা হয়, আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নির্বাচন, সামরিক প্রশাসনের নির্বাচন ও প্রতিষ্ঠার বিষয়ও আলোচিত হয়। আইনের প্রশাসনের ক্ষেত্রে অ্যাথেনীয় আগন্তুকের পর্যবেক্ষণে কেবল আইন প্রণয়নের ওপরই নয় তার প্রয়োগের সুষ্ঠুতার ওপরও জোর পড়ে। "সুপ্রণীত আইন প্রয়োগের বেলা প্রতিষ্ঠিত ম্যাজিস্ট্রেটগণ যদি অযোগ্য হন তাহলে উত্তম আইনের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তা যে কাজে লাগবে না তা বলাই বাহুল্য; অধিকন্তু, আইনগুলো যে হাস্যাস্পদ এবং অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে কেবল তা-ই নয়, সে আইন নগরীর জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতি ও ধ্বংসও বয়ে আনবে। (৭৫১সি)"

ম্যাগ্‌নেসিয়া কি *রিপাবলিক*-এর নগরী *কাল্লিপলিস*-এর মতোই আরেক কল্পরাজ্য? প্লেটো *রিপাবলিক*-এর নগরীকে কি 'ধারণা', 'আদল' হিসেবে বিবেচনা করেন? কারণ, তার শাসক আদর্শ-শাসক বটে আর তাতে যে-ব্যবস্থা সুপারিশ করা হয়েছে তা আদর্শ হিসেবেই সুপারিশ করা হয়েছে, পুরোপুরিভাবে তা বাস্তবায়িত করা যাবে এমন বিশ্বাস নিয়ে করা হয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু ম্যাগ্‌নেসিয়াকে বাস্তব নগরী হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। একে আদর্শ বা কল্পরাজ্য বলা হয়নি, 'দ্বিতীয়োত্তম নগরী' বলে বলা হয়েছে। ষষ্ঠ পুস্তকে এসে আমরা এর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অ্যাথেনীয় আগন্তুকের প্রণোদনা ও দৃঢ় প্রত্যয়েরও সন্ধান পাই। তিনি বলেন, "ক্রিটের জনগণের পক্ষে আপনারা একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন; আর আমি অঙ্গীকার করেছিলাম যে, আমরা এখন যে কিংবদন্তিমূলক আলোচনায় ব্যাপৃত তা দিয়ে আমি আপনাকে সাহায্য

www.pathagar.com

করব। আর আমি যখন একটি কিংবদন্তি বয়ান করতে শুরু করেছি তখন স্বেচ্ছায় তা অসমাপ্ত রাখব না। কারণ, তা যদি এভাবে মুণ্ডুহীন অবস্থায় ঘুরতে থাকে তাহলে একে আকারহীন মনে হবে। ... আমি যে কেবল এই কিংবদন্তি তৈরি করেছি, তা-ই নয়, যতদূর সম্ভব একে আমি কার্যেও পরিণত করব। (৭৫১ই-৭৫২এ)"

ম্যাগ্‌নেসিয়া যেহেতু নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তাই তাতে সকল আধিকারিকের নতুন নির্বাচন ও নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে 'আইনের অভিভাবক – ম্যাজিস্ট্রেট', সামরিক কর্মকর্তা, যেমন, সেনাপতি, কোম্পানি কমান্ডার, অশ্বারোহী কমান্ডার নির্বাচন করার প্রস্তাব করা হয় জনগণের অংশগ্রহণ, দৈবচয়ন এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে। সর্বোপরি নগরীর সকল শ্রেণি ও পেশার লোকজনের ভোটের ভিত্তিতে তিনশত ষাট সদস্যের কাউন্সিল নির্বাচিত হবে বলে বলা হয়। কিন্তু তা পুরোপুরিভাবে সমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। একশত আশিজন করে শ্রেণিভিত্তিক চার শ্রেণির নির্বাচনের পর তার অর্ধেক পুরো জনগোষ্ঠীর ভোটে নির্বাচন করা হবে। এতে যে সমতার ধারণা পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি সে সম্পর্কে অ্যাথেনীয় আগন্তুকের সচেতনতার ধারণার মধ্য দিয়ে প্লেটো তাঁর পছন্দের পদ্ধতির কথা উপস্থাপন করেন। আর সেই প্রস্তাবভিত্তির ওপর ন্যায়ের ধারণা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান। অ্যাথেনীয় বলেন:

> যে নির্বাচন-পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো তা রাজতন্ত্র আর গণতন্ত্রের একটি মধ্যপথ – সর্বদাই এই মধ্যপথকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা উচিত রাষ্ট্রের। কারণ প্রভু ও ভৃত্যকে, এমনকি ইতরজন আর ভদ্রলোককে, সম্মানের দিকে থেকে একই বলে বিবেচনা করলেও তারা কখনও বন্ধু হবে না। যেসব মানুষ অসম তাদেরকে যদি সমপরিমাণ পুরস্কার বিতরণ করা হয় আর সেই বিতরণ যদি কোনও একটি মানদণ্ডের মাধ্যমে সামঞ্জস্যসাধন না করা হয়, তবে তা অসম হয়ে উঠে; সমতার যৌক্তিকতা এবং অসমতার যৌক্তিকতা, উভয়ের কারণে তা নগরীর শাসনব্যবস্থায় গৃহযুদ্ধের ব্যাপ্তি ঘটায়। প্রাচীন যে প্রবাদ – 'সমতা বন্ধুত্বের সৃষ্টি করে' খুবই সত্যি কথা আর সেইসাথে আনন্দদায়ীও বটে; কিন্তু সমতা কী – এই কথার মধ্যে রয়েছে অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি। (৭৫৭এ)

কিন্তু কী সেই অস্পষ্টতা? অস্পষ্টতা হলো সমতার ধরনের মধ্যে। একদিকে আছে পরিমাণ, ওজন ও সংখ্যার সমতা, যা বিশ্বজনীন এবং যার সূচনা করা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু আরেকটি সমতার কথা বলা হয় মানুষের অধিকারে থাকা 'জিউসের বিচারশক্তি' নিয়ে। তা সবার ক্ষেত্রে সমান নয়, তা প্রকৃতি অনুসারে নির্ধারিত ও ভিন্ন। প্লেটো মানুষে মানুষে স্বাভাবিক অসমতার কথা বলেন, যা খুবই বাস্তবভিত্তিক আর তাই বৃহত্তর সদ্‌গুণের জন্য বৃহত্তর সম্মান, স্বল্প সদ্‌গুণের জন্য স্বল্পতর সম্মান নির্ধারণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। তাকেই তিনি ন্যায়পরায়ণতা আর তদনুসারে রাজনৈতিক ন্যায়পরায়ণতা বলেন। "কেউ যদি অন্য কোনও সময় অন্য কোনও নগরী প্রতিষ্ঠা করতে চায় তবে তার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য: আইন প্রদান করার সময় মুষ্টিমেয় বা এক ব্যক্তির জুলুমবাজি, অথবা, আমজনতার শাসন নয় বরং আমি যেমনটি বলছিলাম – সর্বদা প্রতি ক্ষেত্রে অসমের মধ্যে সহজাত সমতার বণ্টন – সেই ন্যায়পরায়ণতার সন্ধান করা উচিত।... কিন্তু সময় সময় এমন ঘটে যে, নগরীর কোনও কোনও অংশে গৃহযুদ্ধ এড়ানোর আশায় প্রতি নগরীই 'ন্যায়' ও 'সমতা' পদগুলোকে

www.pathagar.com

গৌণ অর্থে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। কারণ সাম্য এবং ক্ষমা হলো নিখুঁত ও কড়াকড়ি ন্যায়ভিত্তিক শাসনের লঙ্ঘন। (৭৫৮ই)" নগরীকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দুই ধরনের সমতার ব্যবহারের সুপারিশ করেন প্লেটো। আমরা এখানে একটি আপোষরফা লক্ষ করি। প্লেটো যে আদর্শ নগরী কল্পনা করেছেন তাতে সকলের সমান সম্পত্তি, স্ত্রীপুত্র পরিবারে সকলের সমান অধিকারের কল্পনা করেছেন, তা দেবতাশাসিত, তাতে চূড়ান্ত ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিন্তু তাতে কি মানুষের সহজাত ভিন্নতা, সামর্থ্যের পার্থক্য, 'জিউসের বিচারশক্তির' অধিকারিত্বের পার্থক্য লোপ পেয়েছে? যদি তা না পেয়ে থাকে তবে তো তাতে পরম ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয়। তাই মনে করা যায় যে, প্লেটো তাকে আদর্শ হিসেবেই সর্বোত্তম নগরীকে দেখতেন, বাস্তবায়নযোগ্য কোনও প্রকল্প হিসেবে নয়।

আধিকারিকদের নির্বাচন ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাজক, আইনের ব্যাখ্যাকার, ম্যাজিট্রেট, নগর-নিয়ন্ত্রক, বাজার নিয়ন্ত্রক এবং সামরিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে র‍্যাঙ্ক কমান্ডার, ট্রাইব কমান্ডার, প্রভৃতি পদের নির্বাচন ও দৈবচয়নের পদ্ধতি আলোচিত হয়। ম্যাগ্‌নেসিয়া যেহেতু একটি নগর-রাষ্ট্র তাই 'আক্রপলিস'-এই সকল মানুষের বাস ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলেও নগরবাসীদের একটি করে আবাস থাকবে যাতে তাদের কৃষিকার্য চালানো যায়। আর সেই অঞ্চলে শান্তি রক্ষার জন্য গ্রামীণ আদালত প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়। বর্ণিত সকল পদের দায়িত্বপালনে জবাবদিহি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। "বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণকে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁদের আচরণের জন্য জবাবদিহি করতে হবে; তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটবে কেবল রাজার মতো চূড়ান্ত কর্তৃত্বধারীদের বেলা।(৭৬১ই)" যদিও রাজার কথা বলা হয় এবং ম্যাগ্‌নেসিয়াকে রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মধ্যবর্তী একটি শাসনব্যবস্থা বলে বলা হয়, তবু *আইনকানুন*-এর কোথাও রাজার প্রতিষ্ঠান, তাঁর নিয়োগ-নির্বাচন নিয়ে কোনও পদ্ধতির দেখা পাই না আমরা; তবে ম্যাজিস্ট্রেটদের কৃতি-নিরীক্ষকের যে পদ আছে যা সর্বোচ্চ সম্মানীয় পদ, তার উপস্থিতি এবং সদ্‌গুণধারী মানুষজনের রাষ্ট্রকৃত্যে অংশগ্রহণকে যদি রাজতন্ত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, তবে আমরা ম্যাগ্‌নেসিয়াকে রাজতন্ত্রের একটি রূপ হিসেবে গণ্য করতে পারি।

প্লেটো আবারও আইনের সর্বাগ্রতা, সর্বমান্যতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। "প্রত্যেক মানুষেরই বিশ্বজনীন এই নিয়ম স্মরণ রাখা উচিত: যে উত্তম ভৃত্য নয় সে উত্তম প্রভু হতে পারে না; মহৎ শাসনের চাইতে মহৎ দাসত্ব থেকে যে-শ্রীলাভ ঘটে, তার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হওয়া উচিত একজন মানুষের। দ্বিতীয়োক্ত দাসত্ব হলো আইনের দাসত্ব, কারণ, আদতে তা দেবতাদের প্রতিই দাসত্ব; আর পরবর্তী দাসত্ব বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে বয়োকনিষ্ঠদের এবং যারা সম্মানিত জীবন যাপন করেছে তাদের নিকট সর্ব সময়ের দাসত্ব। (৭৬২ই)"

শিক্ষা একটি সমাজে, একটি নগরীতে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা *রিপাবলিক*-এ যেমন সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে, *আইনকানুন*-এও তাকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

www.pathagar.com

> নগরীর উচ্চ পর্যায়ের দপ্তরের মধ্যে এই দপ্তরটিই [শিক্ষা দপ্তর] সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। কারণ, যা কিছু বিকশিত হয় তাদের প্রাথমিক অঙ্কুরোদ্গাম যদি মহৎ পরিচর্যা লাভ করে সম্পন্ন হয় তবেই মাত্র সদ্‌গুণে নিপুণতা আনয়নের ক্ষেত্রে তার সার্বিক প্রভাব থাকে – তা-ই জিনিসপত্রের সহজাত প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। অন্য বিকাশমান জিনিস এবং গৃহপালিত ও বন্য প্রাণী এবং মানুষের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্যি। আমরা বলে থাকি যে, মানুষ শান্ত বা সংস্কৃতিবান প্রাণী; তৎসত্ত্বেও তার জন্য প্রয়োজন হয় যথাযথ শিক্ষা এবং ভাগ্যবান প্রকৃতি, তারপরই সে হয়ে উঠে সবচেয়ে ঐশ্বরিক এবং সবচেয়ে সংস্কৃতিবান; কিন্তু যদি তার শিক্ষা হয় অপর্যাপ্ত বা হীন তাহলে পৃথিবী যাকে বড় করে তোলে সে হয় সবচেয়ে জঘন্য বর্বর। এ-কারণেই আইনদাতাগণের অবশ্যই এমন সুযোগ দেওয়া উচিত নয় যাতে শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা গৌণ বা গুরুত্বহীন কোনও বিষয়ে পরিণত হয়;...। আইনদাতাকে তাঁর সর্বোচ্চ সাধ্যমতো নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে হবে যেন তিনি তাদেরকে নির্দেশ দানের জন্য এমন একজন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করতে পারেন, যিনি সর্ববিচারেই নগরীর মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। (৭৬৬এ-বি)

এই পর্যায়ে এসে অ্যাথেনীয় আগন্তুক বিভিন্ন ধরনের আদালত প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিন গ্রেডের আদালত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। একটি হচ্ছে বিবাদমান পক্ষের নির্বাচিত এবং সম্মত আদালত; দ্বিতীয়তে আছে তার ওপরের আদালত, যেখানে স্থানীয়ভাবে অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে মামলা করতে হবে, আর তৃতীয়তে আছে সর্বোচ্চ আদালত, তথা সুপ্রীম কোর্ট। সেইসব আদালতে ব্যক্তিগত কারণে, তথা অন্য নাগরিক কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে মামলা রুজু করা যাবে আর "সর্বসাধারণের পক্ষে যদি কাউকে অভিযুক্ত করার থাকে, যেখানে কোনও নাগরিক এমন ধারণা পোষণ করে যে, কোনও ব্যক্তির দ্বারা সর্বসাধারণের ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং তিনি সেই ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চান", তবে মামলা রুজু করা যাবে। এই পদ্ধতিটি প্লেটোর কালে বিদ্যমান অ্যাথেন্সের বিচারব্যবস্থার অনুরূপ; সেখানে রাষ্ট্র কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ দায়ের করত না, ব্যক্তিই জনস্বার্থে মামলা করত। সক্রেটিসের বিচারের ক্ষেত্রে আমরা তেমন পদ্ধতি লক্ষ করেছি। অ্যাথেনীয় আরও দুই আদালত – জনতার আদালত ও ট্রাইব বা গোষ্ঠী আদালতের কথাও তুলে ধরেন।

এই *(ষষ্ঠ)* পুস্তকেই বিবাহ সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি বর্ণনা করা হয়। অন্য সকল কার্যের ক্ষেত্রে সদ্‌গুণ অর্জনই যে মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য তা বিবাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে তুলে ধরা হয়। বিবাহ করা থেকে বিরত থাকাকে, সন্তান রেখে না যাওয়াকে অসদ্‌গুণ হিসেবে, অমরত্বে অংশগ্রহণ না করা হিসেবে দেখা হয়। "একজন মানুষের আকড়ে থাকা উচিত অমরত্ব এবং তাঁর উচিত চিরকাল দেবতার দাস হওয়ার জন্য পেছনে সন্তানের সন্তান রেখে যাওয়া।(৭৭৪এ)" একজন মানুষের জন্য বিবাহ সবচেয়ে আনন্দায়ক জিনিস হিসেবে দেখা হয় না, বরং তাকে রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর হিসেবে দেখা হয়। আলোচনায় বিবাহের আইন, বিবাহের সঙ্গী নির্বাচন পদ্ধতি, বিবাহের ব্যর্থতা, যৌতুক গ্রহণের অনৈতিকতা, বিবাহ উপলক্ষে ভোজে মিতব্যয়িতা, সঠিক গর্ভধারণ এবং নববিবাহিতের জীবন যাপন, ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য ও পদ্ধতি তুলে ধরা হয়। গর্ভধারণের ক্ষেত্রে সুরাপানকে মন্দ হিসেবে দেখা হয়। এই সংলাপটির গোড়াতে আমরা দেখেছি যে, অ্যাথেনীয় আগন্তুক নাগরিকদের সুরপানকে ভোগসুখের একটি

www.pathagar.com

উপায় হিসেবে বিবেচনা করে তাদেরকে তাতে অভ্যস্ত করে সদ্‌গুণধারী করে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু সন্তান উৎপাদনের বেলায় তার যে খারাপ প্রভাব তা তুলে ধরেন তিনি। "মাতলামির পর্যায়ে উপনীত-হওয়া সুরাপান সর্বদাই অসমীচীন; যে-দেবতা সুরা দান করেছেন তাঁর উৎসব ব্যতীত এতে সম্ভবত কারও কোনও উপকারেও লাগে না; সর্বোপরি কেউ যখন বিবাহের ক্রিয়াকাণ্ডে নিয়োজিত থাকবেন তখন তাঁর জন্য এ ধরনের আচরণ নিরাপদও নয়। (৭৭৫বি)" "একজন মাতাল ব্যক্তি হলো আনাড়ি এবং মন্দ বীজ-বপনকারী, আর সে এমন সময়ে সন্তানের গর্ভসৃষ্টি করবে যখন সে থাকবে মানসিক ভারসাম্যহীন এবং বিশ্বাসের অযোগ্য; আর চরিত্র বা দেহের দিক থেকে সে তখন কোনওক্রমেই সোজাপথে হাঁটবে না। (৭৭৫ডি)"

ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিপরীতে রাষ্ট্রের অগ্রমান্যতা এবং সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কল্যাণ নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা ও নিয়ন্ত্রণ যে প্লেটোর লক্ষ্য, আইনকানুন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে তা বিবেচ্য, প্লেটো আবারও তুলে ধরেন তা। এখানেও প্লেটোর সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী মতবাদ লক্ষ করা যায়। প্লেটো বিবাহ না করাকে অমরত্বের প্রতি অবহেলা হিসেবে দেখেন; তাকে মানুষের প্রাকৃতিক প্রবণতার প্রতি অবহেলা হিসেবে ধরা হয়। মানুষের প্রবণতা যে অমরত্বেও তার প্রকাশ ঘটে বিভিন্নভাবে। *সিম্পোজিয়াম*-এ বলা হয়েছে পুনরুৎপাদন তার একটি রূপ। "...শারীরিক ও মানসিক, উভয় পুনরোৎপাদন হলো সর্বজনীন মানবীয় কর্মকাণ্ড। কোনও একটি বয়সে আমাদের প্রকৃতি জন্ম দেওয়ার বাসনা করে। ...নর ও নারীর মধ্যে যৌনসংগম হলো এমন পুনরোৎপাদন। সুতরাং দেখা যায় যে, নশ্বর মানুষের মধ্যে এই ঐশ্বরিক উপাদান, এই অমরত্বের বীজ, অর্থাৎ গর্ভধারণ ও জন্মদান আছে।" (*সিম্পোজিয়াম*, ২০৬ডি) তাই জন্মদান এবং তার জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। প্লেটো যে আইন করার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সূত্রকে নিয়ামক মানেন নিশ্চিতই এটি তার একটি উদাহরণ ।

অ্যাথেনীয় পুনর্বার সম্মত প্রস্তাব স্মরণে আনেন: "উত্তম মানুষের ক্ষেত্রে যা যথাযথ তার জন্য, তথা, আত্মার মধ্যে তেমন সদ্‌গুণ অর্জনের লক্ষ্যে একজন মানুষের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা উচিত। সেই অর্জন বিদ্যাচর্চা বা অভ্যাস বা কোনও কিছু অধিকার করা অথবা বাসনা বা অভিমত বা জ্ঞানার্জন – যে-কোনও কিছুর মাধ্যমেই হতে পারে; এ-কথাটি নারী পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবক, সবার ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য; আমরা যা বলেছি তা হলো একজন মানুষের সারা জীবনব্যাপী সকল ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা উচিত তা অর্জনের লক্ষ্যে; যা কিছু তার প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দেবে তার ক্ষেত্রে একজন প্রকৃষ্ট মানুষকে দেখাতে হবে যে, তিনি তাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেন। (৭৭০ডি) "

সদ্‌গুণ অর্জন, সদ্‌গুণধারী জীবনকে এতই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় যে, অ্যাথেনীয় মন্তব্য করেন: "সর্বশেষে প্রয়োজন যদি তাকে সরাসরি বাধ্য করে তার নিজের নগরী থেকে ফেরারি হতে, দাসত্বের জোয়ালে নিজেকে আবদ্ধ করা এবং নিকৃষ্ট মানুষদের দ্বারা শাসিত হওয়ার বদলে পালিয়ে যেতে, তাহলে তাকে দেশান্তরিত হতে হবে এবং এসব দুঃখ-কষ্ট সইতেই হবে; তবু তিনি অন্য এমন কোনও ধরনের শাসনব্যবস্থা মেনে নেবেন না যা মানুষকে নিকৃষ্ট করে তুলতে পারে। (৭৭০ই)" সন্দেহ হয়, এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্লেটো হয়ত পরোক্ষে তাঁর গুরু সক্রেটিসকে দেওয়া দেশান্তরী হওয়ার প্রস্তাবের

www.pathagar.com

পক্ষে তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করছেন কি না। আমরা জানি ভিন্ন কারণে, বিশেষত, নৈতিক কারণে এবং রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সামাজিক চুক্তি অগ্রাহ্য না করার যৌক্তিক কারণে, সক্রেটিস সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং সেই যুক্তিকে খণ্ডন করেছিলেন (*ক্রিতো*-তে)। সক্রেটিসকে তাঁর শিষ্যকুল এ-ধরনের যুক্তিই দিয়েছিলেন।

সদ্‌গুণের সাথে আইনকানুনের সম্পর্ক হলো এই যে, আইনকানুন প্রণীত হয় এবং হওয়া উচিত সদ্‌গুণ অর্জনের লক্ষ্যে। প্লেটো যে *রিপাবলিক* ও *রাষ্ট্রনায়ক*-এর পর *আইনকানুন* রচনা করতে উদ্যোগী হন তার যৌক্তিকতা বোধহয় এই যে, *রিপাবলিক*-এ দার্শনিক-রাজা সকল আইন দান করেন আর *রাষ্ট্রনায়ক*-এ রাষ্ট্রনায়ক; কিছু কিছু ক্ষেত্র ব্যতীত আইন প্রণীত থাকে না, আর সেরূপ দার্শনিক-রাজা ও রাষ্ট্রনায়কের দেখা মিলবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ জেগে উঠে। কিন্তু *আইনকানুন*-এ আইন প্রণীত থাকে, তা অনুসরণ ও পালন করা নাগরিকের জন্য সহজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্লেটো নির্দেশ করেন যে, সেই আইনকানুনের অনুসরণ নাগরিকদের সদ্‌গুণধারী করবে, প্রকৃষ্ট করবে। সেইসব আইনই অনুসরণীয় যা মানুষকে প্রকৃষ্ট করবে; যা তা করবে না তাদের পরিত্যাগ করতে হবে। "দোষারোপ করো সেইসব আইনকে যাদের ক্ষমতা নেই একজন নাগরিককে প্রকৃষ্টতর করার কিন্তু আলিঙ্গন করো তাদের যাদের সেই ক্ষমতা আছে; আর আনন্দের সাথে তাদের গ্রহণ করো, তাদের ছায়ায় জীবন কাটিয়ো; অন্যসব প্রতিষ্ঠান বর্ণনামতো ভাল বলে পরিচিত থাকলেও, ভিন্ন হলেও, তাদের বিদায় জানিয়ে দিয়ো। (৭৭১এ)"

ষষ্ঠ এই পুস্তকে প্লেটো ক্রীতদাসত্বের প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা করেন এবং স্বাধীনতার প্রতি সকল মানুষের স্বাভাবিক আকুতির প্রকৃতি তুলে ধরেন। অ্যাথেনীয়ের জবানীতে আমরা জানতে পারি: "মানুষ-প্রাণীর মালিকানা খুবই কঠিন এক মালিকানা; কারণ, এই প্রাণীটি একগুঁয়ে ধরনের আর কেউ যদি ক্রীতদাস, স্বাধীন মানুষ আর প্রভুর মধ্যে পার্থক্যের সূচনা করার উদ্যোগ নেয়, তখন সে কিছুতেই ঘাড় নোয়াতে চায় না, সহজে নোয়ায়ও না। (৭৭৭বি)" এই নতুন নগরীতে প্লেটো ক্রীতদাস-ব্যবস্থার সমাপ্তি সুপারিশ করেন না। তিনি একে একটি সর্বজনীন সমস্যা হিসেবে দেখেন এবং এর ক্ষেত্রে দুই সমাধান দেখতে পান। প্রথমত, ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ করার সুযোগ না দেওয়া। তার পথ হলো একদেশবাসী, এক ভাষাভাষী ক্রীতদাস না রাখা; তাহলে পরস্পরের অপরিচিতির কারণে তারা যৌথভাবে বিদ্রোহের সুযোগ নিতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, "ক্রীতদাসদের যথাযথ সম্মান দিয়ে সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত করা উচিত – তা কেবল তাদের খাতিরে নয়, আরও বেশি করে আমাদের নিজেদের সম্মানের খাতিরে। ক্রীতদাসদের প্রতি ন্যায্যতা প্রদর্শন হলো তাদের প্রতি সঠিক আচরণ আর যদি সম্ভব হয় আমাদের সমমর্যাদার লোকের প্রতি আমরা যে ন্যায়পরায়ণ কাজ করি তার চাইতে অধিকতর ন্যায়পরায়ণ কাজ করা। (৭৭৭ডি)" প্লেটোর বিরুদ্ধে যথার্থেই এই অভিযোগ করা হয় যে, তিনি ক্রীতদাসত্ব সমর্থন করেন যা নিশ্চিতই গণতন্ত্রবিরোধী এবং উপনিবেশবাদী চরিত্রধারী।[২৫] তবে এমনও বলা হয়ে থাকে যে, ক্রীতদাসদের প্রতি আচরণে প্লেটো খুবই মানবিক। বলা হয়েছে, জনগণের সম্পত্তি চুরি করলে একজন ক্রীতদাসকে জরিমানা দিতে হবে (সেক্ষেত্রে তার জরিমানা দেওয়ার মতো অর্থ আছে ধরা নেওয়া যায়) আর জেলভোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে আদালত ধরে নেবে সে

www.pathagar.com

সংশোধনযোগ্য, কিন্তু একজন নাগরিকের ক্ষেত্রে সেই শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। নিজের দোষ গোপন রাখার জন্য একজন ক্রীতদাসকে খুন করার শাস্তি হলো একজন নাগরিককে খুন করার শামিল। খুন করলে একজন ক্রীতদাসকে শাস্তিপ্রদানের জন্য তার খুন-হওয়া ব্যক্তির পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু অন্য অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন শাস্তির কথাও বলা হয়েছে। যদি বলা হয় যে, ক্রীতদাস ব্যবস্থার অবলুপ্তির ধারণা তখন গ্রিক সমাজে ছিল না তাহলে সত্য বলা হয় না। ন্যায়ের স্বার্থে এই ব্যবস্থার বিলুপ্তির কথা কোনও কোনও দার্শনিক বলেছেন, কিন্তু তা হালে পানি পায়নি। যেমন: গর্জিয়াসের শিষ্য আলসিদামাস।[২৬] আর ক্রীতদাসদের অপরাধের ব্যাপারে যেসব শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে তা-ও কঠোর, সাধারণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তির চাইতে তীব্র তো বটেই। কান তাঁর মূল্যায়নে যেমন বলেছেন, "প্লেটোর সহজাত মানবিকতা নিয়ে কোনও সন্দেহ করা চলে না: এটি অত্যন্ত স্পষ্ট ... এমনকি ক্রীতদাসদের প্রতি আচরণে তার সাধারণ মন্তব্যেও তা প্রতিভাত হয়। (পুস্তক ছয়, ৭৭৭ডি)। তৎসত্ত্বেও তাঁর শৃঙ্খলা ও ক্রমসোপানের ধারণা তাঁর মানবিক অনুভূতিকে এতটাই অতিক্রম করে যায় যে, তিনি ক্রীতদাসদের জন্য তার যুগের চাইতে কঠোরতর এবং পশ্চাৎমুখী আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করেন।"[২৭]

সপ্তম পুস্তকের পুরোটিতে শিক্ষার বিষয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে; এক এবং ছয় নম্বর পুস্তকেও শিক্ষার বিষয় অবতারণা করা হয়েছে; যেমন, ষষ্ঠ পুস্তকে শিক্ষা আধিকারিকের নিয়োগ এবং 'নারী ও পুরুষের সাধারণ শিক্ষার তত্ত্বাবধায়ক' – শিক্ষামন্ত্রীর নিয়োগের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, শিক্ষা মন্ত্রীই হবেন 'সর্ববিচারে নগরীর মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি' এবং 'উচ্চ পর্যায়ের দপ্তরের মধ্যে এই দপ্তরটিই হবে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন'। "কারণ যা কিছু বিকশিত হয় তাদের প্রাথমিক অঙ্কুরোদ্গম যদি মহৎ পরিচর্যা লাভ করে সম্পন্ন হয়, তাহলেই মাত্র সদ্‌গুণে নিপুণতা আনয়নের ক্ষেত্রে তার সার্বিক প্রভাব থাকে -- তা-ই জিনিসপত্রের সহজাত প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ... আমরা বলে থাকি যে, মানুষ শান্ত বা সংস্কৃতিবান প্রাণী; তৎসত্ত্বেও তার জন্য প্রয়োজন হয় যথাযথ শিক্ষা এবং ভাগ্যবান প্রকৃতি আর তারপরই সে হয়ে উঠে সবচেয়ে ঐশ্বরিক এবং সবচেয়ে সংস্কৃতিবান; কিন্তু যদি তার শিক্ষা হয় অপর্যাপ্ত বা হীন, তাহলে পৃথিবী যাকে বড় করে তোলে সে হয় সবচেয়ে জঘন্য বর্বর।(৭৬৫ই-৭৬৬এ)"

গণভোজে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার সূত্রে নারীদেরও গণভোজে অংশগ্রহণ করার কথা বলা হয়। নারীকুল যে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে তা সহজেই অনুমেয়; তৎসত্ত্বেও প্লেটো বলেন যে, 'এ রীতিটি ভাল তো বটেই, সেইসাথে যথার্থও'। তবে এ নিয়ে জোরাজুরি না করাই ভাল। এ পর্যায়ে ব্যক্তিগত ক্রিয়াকর্মে রাষ্ট্রের হাত কতদূর প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন, তার কথাও আলোচিত হয়। প্লেটোকে যে সর্বনিয়ন্ত্রণাবাদী বলে দোষারোপ করা হয় তার পেছনে এমন কারণও কাজ করে যে, তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ের ক্রিয়াকাণ্ডে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সুপারিশ করেন।

> কেউ যদি নগরীর জন্য আইন প্রণয়ন করতে চান এবং জনস্বার্থ ও সবার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে পরিচালিত ক্রিয়াকাণ্ডে মানুষ কী ধরনের আচরণ করবে তা

www.pathagar.com

> সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চান, কিন্তু একই সাথে এমনটি ধরে নেন যে, ব্যক্তিগত জিনিসের বেলা তাঁর কোনও মাত্রারই বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই এবং এমনও মনে করেন যে, প্রত্যেক মানুষই তার ইচ্ছেমাফিক দৈনন্দিন জীবন যাপন করতে পারবে, সকল জিনিসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই, তখন আমি বলি, যিনি ব্যক্তিগত জীবনের নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া করেন এবং ধরে নেন যে, সর্বসাধারণের প্রযোজ্যক্ষেত্রে এবং নাগরিক জীবনে মানুষজন নিজেরাই আইনের সাথে খাপ খাইয়ে চলবে, তাহলে তিনি বিরাট ভুল করেন। (৭৮০এ)

গণভোজকে ব্যক্তিগত ক্রিয়া হিসেবে ভাবা হয়, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণ করা যে প্রয়োজন সে প্রসঙ্গেই এই আপ্তবাক্য উচ্চারিত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনে হয়ত এসব বিষয় অপ্রাসঙ্গিক এবং পশ্চাৎমুখী মনে হতে পারে, যেহেতু মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতা এখানে অধিক মাত্রায় স্বীকৃত। কিন্তু ধর্মতাত্ত্বিক রাষ্ট্রে, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্রে যে তা স্বীকৃত নয়, সে বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য এই ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

আলোচনার একেবারে গোড়ার প্রসঙ্গে ফিরে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে অ্যাথেনীয় আইন প্রণয়ন ও যুক্তির আগ্রাধিকারের প্রশ্নটি আবারও তুলে ধরেন। তিনি বলেন:

> সব মানুষের মধ্যে সকল কিছুই নির্ভর করে তিনটি চাহিদা ও বাসনার ওপর; তাদের যদি সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তবে তার ফলাফল দাঁড়ায় সদ্‌গুণ; আর যদি মন্দভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তবে ফল হয় বিপরীত। এদের মধ্যে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং পানীয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাদের জন্মের পরপরই। এসব ব্যাপারে প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে প্রচণ্ড তীব্রতাসহ সহজাত জৈবিক পিপাসা আর বুভুক্ষা থাকে; আর এসব কিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট সুখ ও বাসনার সন্তুষ্টিবিধান করা এবং তাদের সাথে যুক্ত বেদনা পরিহার করার বাইরে তাদেরকে যদি অন্য কিছু করতে বলা হয় তবে সে-কথায় তারা কানই দেয় না। আমাদের তৃতীয় এবং অন্তিম চাহিদা বা জৈবিক বাসনা হল তা-ই যা সবগুলোর পরে দেখা দেয় – তা হচ্ছে যৌন কামনার আগুন; এটি মানুষের মধ্যে সকল ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং উন্মত্ততা জাগিয়ে তোলে। তাই প্রয়োজনীয় জিনিসটি হল 'মিউজ' এবং প্রতিযোগিতায় কর্তৃত্বকারী দেবতাদের ব্যবহার করে তাদের বৃদ্ধি নির্বাপিত করা এবং অন্তঃপ্রবাহকে রুদ্ধ করা এবং তার মাধ্যমে যাকে সবচেয়ে সুখকর বলা হয়, সেসব কিছু থেকে তাদের সবচেয়ে উত্তম জিনিসে ফিরিয়ে এনে ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং আইন এবং সঠিক যুক্তিবোধের তিন বড় নীতির মাধ্যমে এই তিন অসুখের প্রতিবিধান করা। (৭৮২ডি-৭৮৩বি)

আমরা আবারও এখানে প্লেটোর প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের কথা শুনতে পাই।

৮

রিপাবলিক-এর মতো *আইনকানুন*-এও শিক্ষা সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়। জীবনের মোক্ষ যেহেতু সদ্‌গুণ অর্জন, তাই তার প্রধান উপায় শিক্ষাকে এমন গুরুত্ব প্রদান করা হয়। পুস্তক *এক*-এ যেমন বলা হয়েছে: "সদ্‌গুণের মধ্যকার সেই শিক্ষার কথা বিবেচনা করছি,

www.pathagar.com

যা মানুষকে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী করে তোলে নিখুঁত নাগরিকত্বের আদর্শ অর্জনে এবং যা তাকে শিক্ষা দেয় কী করে ন্যায়ের সাথে শাসন পরিচালনা করতে হয় এবং শাসন মানতে হয়। আমার কাছে মনে হয়, একমাত্র এই লালনকার্যই আলাদাভাবে আলোচিত হওয়া এবং শিক্ষা হিসেবে অভিহিত হওয়ার দাবি রাখে। (৬৪৩ই-৬৪৪এ)" দক্ষতা নয় বরং সার্বিক শিক্ষা, মানবিক শিক্ষাকেই শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়ঃ যে-শিক্ষা 'আত্মাকে সবচেয়ে সুন্দর ও সর্বোত্তম করে গড়ে তোলার জন্য শিশুর সর্বোত্তম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়' — তার কথা বলা হয়। প্লেটো যে শিক্ষার কথা বলেন তাতে শারীরিক উন্নতি এবং আত্মার উন্নয়ন উভয়কেই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। *আইনকানুন*-এর *সপ্তম পুস্তকেও* বিষয়টিতে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বিদ্যাচর্চা যদি দু'ধরনের হয় তবে ধরে নেওয়া যায় যে, তা উপকারী হবেঃ যে চর্চা শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট তা হবে জিমনাস্টিক আর অন্যটি হবে মিউজিক[২৮], যা আত্মার দৃঢ়তার লক্ষ্যে প্রণীত। তাই গর্ভাবস্থা থেকেই মায়েদের শরীরচর্চার মাধ্যমে বাচ্চাদের শক্তিশালী শরীর-গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শিক্ষার ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিও উপস্থাপন করা হয়, যাতে বলা হয়, বাচ্চারা তিন বছর বয়স থেকেই 'প্লে-গ্রুপে' খেলাধুলার মাধ্যমে লেখাপড়া শুরু করবে; তারা নিজেরাই বিভিন্ন খেলা আবিষ্কার করে নিজেদের শিক্ষাকে প্রসারিত করবে, শরীরচর্চা ও সামরিক শিক্ষাসহ সকল শিক্ষা ছেলে ও মেয়ে উভয় বাচ্চাদের জন্য হবে বাধ্যতামূলক এবং ছয় বছরের পর আনুষ্ঠানিকভাবে তা শুরু হবে; ছেলে ও মেয়ে উভয়েই সঙ্গীত ও নৃত্যে প্রশিক্ষালাভ করবে; তেরো থেকে ষোল বছর বয়সে তারা লিখতে ও পড়তে শিখবে। অন্যান্য বিষয়, যেমন, অংক, জ্যোতির্বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হবে, যাতে ঘরসংসারের কার্য পরিচালনা ও যুদ্ধকর্ম চালানো যায়, উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে দিনক্ষণ স্থির করে দেবতাদের সম্মান প্রদর্শন করা যায়। শিক্ষার পরিচালক পাঠ্য বিষয়াদি সরবরাহ করবেন। সকল গ্রিক সাহিত্য এক্ষেত্রে পাঠ্য বলে বিবেচিত হবে না; রাষ্ট্রীয় দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামগ্রীই শুধু পাঠযোগ্য এবং তাতে এখন যা আলোচিত হচ্ছে সেই আইনকানুন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। "যে রাজনৈতিক-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে তার উপযোগী ও তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নৃত্যগীত বাছাই করার ক্ষেত্রে কোনও দ্বিধা করা উচিত নয়। (৮০২বি)"

প্রস্তাবিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় কবিদের সকল রচনাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত মনে করা হয় না। রাষ্ট্র, তার অভিভাবকগণ স্থির করবেন কী পাঠ করানো হবে আর কবিকুল এমন কিছু প্রকাশ করতে পারবেন না যা রাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধে যায়। "ঘটনাটি কি এমন নয় যে, কোন্ জিনিস ভাল, আর কোন্ জিনিস তা নয়, তা পুরোপুরিভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সমগ্র কবিগোষ্ঠী একেবারেই অক্ষম? অনুমান করা যায়, কোনও কবি যদি কথায় বা সুরে এমন কোনও কিছু সৃষ্টি করেন যা এই বিচারে ভুল, অন্য কথায়, তিনি যদি এমন প্রার্থনা রচনা করেন যা বেঠিক, তাহলে সবচেয়ে বড় বড় বিষয়ে আমরা যে-আইন প্রণয়ন করলাম তার ক্ষেত্রে তো তাঁরা নাগরিকদের বিপরীতপক্ষে প্রার্থনা করাবেন। আমরা যেমনটি বলেছি, এর চাইতে অধিক মারাত্মক ভুল আর কোথায় মিলবে? অতএব এটিকে আমরা কি একটি আইন এবং মিউজদের সম্পর্কিত মডেল হিসেবে প্রণয়ন করব? (৮০১বি-সি)"। রাষ্ট্র কর্তৃক সকল কিছু সেন্সর

www.pathagar.com

করার পরিপ্রেক্ষিতে প্লেটোকে যে সমগ্রতাবাদী ধ্যানধারণার দোষে দুষ্ট বলে অভিহিত করা হয়, তার পেছনের তাঁর এই বক্তব্য কাজ করে। আর সেইসাথে একথাও ধরা পড়ে যে, নৈতিকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে, জীবনদৃষ্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষাই নিয়ামকশক্তি।

প্লেটো আনন্দের সাথে বাচ্চাদের শিক্ষাপ্রদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, কিন্তু ভোগসুখ থেকে তাদেরকে দূরে রাখার জন্য শাস্তিবিধানের কথাও বলেন। প্রসঙ্গক্রমে প্লেটো সর্বাত্মক ভোগসুখ এবং সর্বাত্মক বেদনায় জীবনকে ডুবিয়ে দেওয়ার বিপক্ষে কথা বলেন – তাঁর নৈতিকতায় মধ্যপন্থা যে উত্তম পন্থা তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। "প্রত্যেকেরই লাগামহীন ব্যথা-বেদনা ও ভোগসুখের জীবন পরিহার করা উচিত আর একটি মধ্যপথ অনুসরণ করা উচিত। (৭৯৩এ)" পরবর্তীকালে প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল যে মধ্যপন্থার নৈতিক জীবন গড়ে তোলার উপদেশ দিয়েছিলেন, তার সূত্র আমরা তাঁর এই উক্তির মধ্যে খুঁজে পাই। প্লেটো যেমন লিখিত আইনের গুরুত্ব ও তার কড়াকড়ি প্রয়োগের কথা জোর দিয়ে বলেন তেমনই তিনি পূর্বপুরুষের আচরিত আইন ও প্রথা, 'অলিখিত প্রথা'-র ওপর – যাকে 'আইন, অভ্যাস বা প্রথা' বলা হয় – সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। অ্যাথেনীয় বলেন যে, "এগুলোই হলো সকল শাসনব্যবস্থার বন্ধন; তাদের অবস্থান হলো হালে-প্রচলিত লিখিত আইন, আর এরপর যে-আইন প্রণয়ন করা হবে, তার মধ্যখানে; তাদেরকে যদি মহৎ উপায়ে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সবাইকে তাতে অভ্যস্ত করে তোলা হয়, তাহলে তারা পরবর্তী সময়ের লিখিত আইনের হেফাজতের ক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে বর্ম্য হিসেবে কাজ করবে; কিন্তু তারা যদি সঠিক বিন্যাস থেকে সরে যায় আর বিশৃঙ্খলার কবলে নিপতিত হয়, তাহলে তারা হয়ে দাঁড়াবে নির্মাতাদের ঠেকনার মতো; তারা তাদের যথার্থ স্থান থেকে সরে যাবে এবং সর্বিক ধ্বংসের কারণ হবে; এক অংশ অন্য অংশকে টেনে নামাবে এবং পরবর্তী যে-অংশ সুন্দরভাবে নির্মাণ করা হয়েছে তা-ও ঠেকনার সাথে সাথে ভূপাতিত হবে, কারণ তাতে পুরনো ভিত্তি দুর্বল করে ফেলা হয়েছে। (৭৯৩বি-সি)"

প্লেটো নতুন কিছু উদ্ভাবনের বিপক্ষে, পরিবর্তনের বিপক্ষে, কথা বলেন এবং তা শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। খেলাধুলার ক্ষেত্রে যে-উদ্ভাবন ঘটে তাকেও তিনি কঠোরভাবে প্রতিহত করার কথা বলেন। অ্যাথেনীয়ের জবানীতে আমরা শুনতে পাই যে, "প্রতিটি নগরীতে যে-খেলা খেলা হয় তার প্রকৃতিই যে আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে, তার ব্যাপারে সবাই অসচেতন থাকে – এটিই নির্ধারণ করে প্রতিষ্ঠিত আইন বজায় থাকবে কি থাকবে না। (৭৯৭এ)" "যে-ব্যক্তি স্পোর্টকে বদলে দেয় সে গোপনে তরুণদের আচার-আচরণ পরিবর্তন করে ফেলে, যা কিছু প্রাচীন তাকে অসম্মান করা এবং যা কিছু নতুন তাকে সম্মান করতে শেখায়। (৭৯৭সি)" আর পরিবর্তন নিয়ে প্লেটোর রয়েছে গভীর অনীহা। পপার যে প্লেটোকে পরিবর্তনবিরোধী এবং পরিবর্তনের টানাপোড়েনে প্রাচীনত্বের প্রতি অনুগত বলেছিলেন তা ছিল গ্রিসের পরিবর্তমান অবস্থায় কল্পিত সোনালী অতীতের প্রতি তাঁর অন্ধ আনুগত্যের কারণে, সেইসাথে তাঁর আদর্শ আদল থেকে যে-কোনও পরিবর্তনের বিচ্যুতির আশঙ্কার কারণে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রসঙ্গক্রমে তিনি সেকথা বলেন: "মন্দ থেকে পরিবর্তন ছাড়া অন্য যে-কোনও পরিবর্তনই সকল জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক: এটি ঋতুর ক্ষেত্রে,

www.pathagar.com

বায়ুপ্রবাহের ক্ষেত্রে, আমাদের দেহের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেমন সত্য তেমনই আমাদের আত্মার বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও সত্য; তবে ব্যতিক্রম একটিই -- একটু আগেই যে-কথা বলেছি, খারাপ জিনিসের পরিবর্তন। (৭৯৭ই)" খেলাধুলার পরিবর্তন যে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় তার কারণ হল: "যারা খেলাধুলার ক্ষেত্রে নতুন জিনিসের অনুশীলন করে সেই বালকেরা আবশ্যিকভাবেই পুরুষ হিসেবে বড় হবে এবং আগের শিশুরা যে-ধরনের পুরুষ হয়ে বড় হয়ে উঠেছিল তার চাইতে ভিন্নতর পুরুষ হিসেবে বড় হবে; আর ভিন্ন হয়ে ওঠে তারা ভিন্নতর জীবনযাত্রা যাচঞা করবে এবং তা যাচঞা করে তারা ভিন্ন রীতিনীতি ও আইনকানুন যাচঞা করবে; আর তার পরিণাম হবে এমন: যার কথা আমি এইমাত্র বললাম – নগরীর শিরে সবেচেয়ে ভয়ঙ্কর অশুভ নিপতিত হবে। বাস্তবিকপক্ষে, অন্য আরও অনেক পরিবর্তন আছে যা বাহ্যিক দৃশ্যমানতাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত – তার ক্ষতি কম; কিন্তু আচার-আচরণের ক্ষেত্রে প্রশংসা ও দোষারোপের ঘন ঘন পরিবর্তন হল সবচেয়ে বড় অশুভ এবং তার ক্ষেত্রেই সবচেয়ে গভীর নজরদারি প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। (৭৯৮সি-ডি)" পরিবর্তনের বিরোধিতার আরও কারণ আছে। কোনও সমাজে মানুষজন যদি একই ধরনের সুখ উপভোগ না করে, একই ধরনের বেদনায় ব্যথিত না হয় তবে সেই সমাজ সংহতি পায় না। সুতরাং অভিনবত্ব পরিত্যাজ্য, নতুনত্ব নিন্দার্হ। "একই নগরীতে একই নাগরিকবৃন্দের (নাগরিকদের যতদূর সম্ভব একই ধরনের হওয়া উচিত) একই পদ্ধতিতে একই সুখ উপভোগ করা উচিত: সুখী এবং আশীর্বাদপ্রাপ্ত জীবনের এই হল গোপন কথা। (৮১৬ডি) "

ম্যাগ্‌নেসিয়ায় ঘরগেরস্থালি, চাষাবাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ক্রীতদাসেরা তাতে নিযুক্ত থাকবে, শিল্পসম্পর্কিত বিষয়াদিও অন্যকে দেওয়া হয়েছে। পুরুষ নারী শিশু সকলের জন্য গণভোজের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটগণও শৃঙ্খলারক্ষায় তাদের দায়িত্ব পালন করছেন, দেবতাদের পবিত্রকরণ ও সুরাতর্পন আর যাগযজ্ঞেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন তাহলে জীবনযাপন কেমন দাঁড়াবে? ম্যাগ্‌নেসিয়াবাসী কি কেবল অবসরের জীবন যাপন করবে? তার নাগরিকরা কি 'গাভীর মতো আয়েশ করে কেবল মোটাতাজা' হতে থাকবে? কোনও মতেই নয়। কারণ "যে-মানুষ তার দেহকে সকল দিক থেকে এবং আত্মাকে সদ্‌গুণের লক্ষ্যে আবাদ করার মানসে পুরোপুরিভাবে নিবেদন করতে চায়, তার সেই জীবন – যাকে যথার্থ অর্থে 'জীবন' বলা যাবে – দ্বিগুণ মাত্রায়, বা বলা চলে দ্বিগুণেরও অধিক মাত্রায়, অবসর হারায়। (৮০সি-ডি)" কিন্তু তেমন আয়েশী জীবন, অথবা ক্লান্তিহীনভাবে দেহ ও আত্মার আবাদকরা জীবনও প্লেটোর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম জীবন নয়; তাঁর মতে তা পুরোপুরি বাস্তবায়নও সম্ভব নয়, কারণ, আমরা যেসব জিনিস চাচ্ছি, তা সম্ভবত যথেষ্ট নিখুঁতভাবে বাস্তবায়িত হবে না যতদিন রমণীকুল, সন্তানসন্ততি এবং ঘরবাড়ি ব্যক্তিমালিকানাধীন থাকবে, আর এসব জিনিস আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবস্থার পরিচালিত হবে; কিন্তু এখন যেমনটি বর্ণনা করা হলো – আমাদের জন্য যদি দ্বিতীয়োত্তম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পায়, তাহলে আমাদের অবস্থার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হবে। সর্বোত্তম বলে যে-ব্যবস্থা বিবেচিত হতে পারে তার আংশিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে *রিপাবলিক*-এ। সেখানে অভিভাবককুলের কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না, তাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিরাও

www.pathagar.com

এজমালি সম্পত্তি। কিন্তু তার অন্য নাগরিকবৃন্দ এমন জীবনযাপন করে যাতে তাদের স্ত্রী-সন্তান থাকে, সম্পত্তি থাকে, বন্ধুগণ সকল কিছু সমভাবে ভোগ করে না, আর তাতে দেবতার শাসনও প্রতিষ্ঠিত থাকে না। তাই হয়ত এমন ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে, *রিপাবলিক*-এর *কাল্লিপলিস* আর *আইনকানুন*-এর ম্যাগ্‌নেসিয়াকে যেহেতু বাস্তব পৃথিবীর রাষ্ট্র হিসেবে প্রস্তাব করা হচ্ছে তাই তারা আদর্শ থেকে, 'ধারণা' থেকে ঊনই বটে, তা হতেও বাধ্য। প্লেটোর অধিবিদ্যাগত যে প্রত্যয় তাতে কেবল 'ধারণা' বা 'আদল'ই সত্য, অন্য সব কিছুই তার দূষিত রূপ; তবে আভিজ্ঞাতিক বিশ্বে সেই আদর্শের সবচেয়ে নিকটবর্তী যাওয়াই প্লেটোর আরাধ্য, সেইসূত্রে এটি প্লেটোর একটি আভিজ্ঞাতিক প্রকল্প বটে, কেবল ভাববাদী প্রত্যয় নয়।

প্লেটো আইন-প্রণয়নকেই কেবল সবচেয়ে প্রশংসনীয় কাজ হিসেবে দেখেন না; লোকজনকে সেই আইনের প্রতি প্রত্যয়ী করে তোলে রাষ্ট্রে ও সামাজে সেই আইনের প্রতিষ্ঠাও আইনপ্রণেতার কাজ। "আইনপ্রণেতার আদত কাজ কেবল তাঁর আইন লেখাই নয়; অধিকন্তু, যাকে তিনি সম্মানজনক মনে করেন এবং যাকে তা মনে করেন না, তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সেই সাথে বুনে দেওয়াও তাঁর কাজ। একজন নিখুঁত নাগরিক আইনি বিধিনিষেধ প্রতিপালনে যেমন বাধ্য থাকবে তেমনই বাধ্য থাকবে এসব বিষয় অনুসরণে। (৮২৩এ)"

৯

অষ্টম পুস্তক নিবেদিত হয়েছে খেলাধুলা ও সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে; এখানে আরেকটি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হয়েছে – তা হল যৌন আচরণ। প্রেম-ভালবাসা ও যৌন-আচরণ নিয়ে *ফিদ্রাস* নামে প্লেটোর অন্য একটি সংলাপ আছে, যাতে প্রেমকে প্লেটো একটি তুরীয় স্তরে স্থাপন করেছেন। 'প্লেটোনীয়' নিষ্কাম প্রেম, দৈহিক সৌন্দর্যপূজা থেকে যার যাত্রা এবং অন্তিমে যা নিখুঁত 'ধারণার' স্তরে উন্নীত, তেমন কোনও প্রেম-ভালবাসার কথা আলোচিত হয় না এতে। পার্থিব শুদ্ধাচারী জীবনযাপনের জন্য যে-যৌনসম্পর্ক আদর্শ হিসেবে কাম্য, যা দেবতা অনুমোদিত, তা-ই এখানে উপস্থাপিত হয়। প্লেটোর কালে পুরুষের সমকামিতা যৌনজীবনের একটি প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে বিদ্যমান ছিল; তা-ও এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে। অন্য যা এই পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে তা বাস্তব জীবনের প্রসঙ্গ, অর্থনীতি, বাণিজ্য ও কৃষি সম্পর্কিত। আধুনিক যুগে আমরা অর্থনীতিকে যেভাবে বুঝি, গ্রিকরা তাকে সেভাবে বুঝত না, কোনও 'এস্টেটের' ব্যবস্থাপনা ছিল তাদের দৃষ্টিতে অর্থনীতি।

সামরিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য। কারণ, "যারা সুখে বসবাস করবে তাদেরকে অবশ্যই প্রথমেই অন্যের প্রতি অন্যায় করা, এবং অন্যের হাতে অন্যায় সহ্য করাকে পরিহার করতে হবে। এ দুয়ের মধ্যে প্রথমোক্তটি খুব একটা কঠিন কাজ নয়; যা খুবই কঠিন তা হল তেমন ক্ষমতা অর্জন করা, যার মাধ্যমে অন্যায়ের শিকার হওয়াকে প্রতিরোধ করা যায় – কেউ যদি পুরোপুরি উত্তম হয়ে উঠতে না পারে, তবে তা পুরোপুরিভাবে অর্জন করা সম্ভব হয় না। একই জিনিস নগরীর

www.pathagar.com

ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য: নগরী যদি উত্তম হয় তবে তা শান্তির জীবন যাপন করে, কিন্তু যদি মন্দ হয় তবে তা বাইরের এবং ভেতরের যুদ্ধের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। (৮২৯এ)" কিন্তু যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য যুদ্ধকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে চলবে না; শান্তির সময় তা অব্যাহতভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে, নারী ও শিশুদের অংশগ্রহণ করতে হবে, যুদ্ধের কালে বাচ্চাদের তা প্রত্যক্ষ করতে দিতে হবে – এসব প্রস্তাবে অ্যাথেনীয় *রিপাবলিক*-এর প্রস্তাবই পুনরাবৃত্তি করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এসব প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করা বা তাতে অনীহা প্রদর্শন করার কারণ কী? অ্যাথেনীয় আগন্তুকের মতে তার কারণ হল 'সম্পত্তির লোভ' – ক্রেইনিয়াসের ভাষায় 'চির অতৃপ্তি এবং জীবনভর সম্পদ আহরণের তাড়না'; এবং সর্বোপরি 'সংবিধানহীনতা'। প্লেটো এখানেও রাষ্ট্র নিয়ে তাঁর যে-মতবাদ তুলে ধরেন তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। তিনি যে গণতন্ত্র, গোষ্ঠীশাসন এবং স্বৈরশাসনের বিপক্ষে এবং পূর্বে অ্যাথেনীয়ের জবানীতে বলা 'রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মাঝামাঝি' অবস্থানের কোনও সংবিধানের সমর্থক, তা এই বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠে। কোনও সংবিধান যে কেবল শাসনেরই হাতিয়ার নয়, তা যে নাগরিকদের উচ্চ নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রণীত, তাতেও জোর পড়ে এখানে। *রিপাবলিক* ও *রাষ্ট্রনায়ক*-এ প্লেটো যথাক্রমে দার্শনিক-রাজা ও রাষ্ট্রনায়নককে সেই আদর্শ ভূমিকায় স্থাপন করেছেন; *আইনকানুন*-এ নির্বাচিত এবং দৈবচয়নের ভিত্তিতে স্থিরীকৃত শাসকদের বাইরেও নীতিনির্ধারণী, সর্বোচ্চ স্তরের যে-শাসকের কথা প্লেটো বলবেন তাদের দেখা মিলবে এই সংলাপের শেষ দিকে, *দ্বাদশ পুস্তকে*। তাঁরা হবেন সংবিধানের রক্ষাকর্তা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন আইনের প্রণেতা, এবং সেইসাথে নৈতিক জীবন উন্নয়নের অভিভাবক।

> ...গণতন্ত্র, গোষ্ঠীশাসন এবং স্বৈরশাসন। এর কোনওটিই সত্যিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়: তাদের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ হওয়া উচিত 'দলীয়-শাসন', কারণ তাদের কোনওটিতেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জনতার ওপর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শাসন পরিচালিত হয় না, বরং তা গঠিত হয় স্বেচ্ছাপ্রণোদনা-বিরহিত মানুষের ওপর সহিংসতার সমন্বয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শাসন নিয়ে। শাসক যেহেতু এক্ষেত্রে ভীত থাকেন তাই তিনি কখনও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে শাসিতের মহৎ হওয়া, সম্পদশালী, অথবা শক্তিশালী, অথবা সাহসী হওয়া, অথবা কোনওভাবে যুদ্ধপ্রণোদিত হওয়ার সুযোগ দেবেন না। তাই দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় সবকিছুর ক্ষেত্রেই এই দুটিই হলো মূল কারণ; আর নিশ্চিত করেই বলা যায়, এইমাত্র যেকথা বলা হলো, তারও মূল কারণ। এখন যে-শাসনব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে – যার আইন প্রণয়নে ব্যাপৃত আমরা, তা এই দুই কারণের উভয়টিকেই এড়িয়ে গেছে। ধরে নেওয়া যায় যে, আমাদের নগরী অতুলনীয় অবসর ভোগ করে, নাগরিকগণ একে অন্যের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থেকে জীবনযাপন করে; আর আমার ধারণা, এসব আইনের কারণে তাদের অর্থ-সম্পত্তির প্রেমিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সুতরাং, এটি একটি স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্ত অনুমান যে, এই লাইনে সংগঠিত একটি রাজনৈতিক-ব্যবস্থা সাম্প্রতিককালে প্রণীত সংবিধানগুলোর মধ্যে অনন্য হবে; আমরা কিছুক্ষণ আগে যেমনটি বলেছি – তাতে একইসাথে সামরিক প্রশিক্ষণ এবং স্পোর্ট-এর সুযোগ থাকবে; আর তাকে বিশদভাবে বর্ণনা করারও সুযোগ থাকবে। (৮৩২সি-ডি)।

www.pathagar.com

যৌনাচরণের ক্ষেত্রে অ্যাথেনীয় যে-সমস্যা চিহ্নিত করেন তা হল 'কামনা-বাসনার অতল গভীর টান', 'যুক্তিবোধের অস্বীকৃতি'। তিন ধরনের বন্ধুত্ব চিহ্নিত করা হয়, যার মধ্যে এক ধরন আছে বিপরীতধর্মী চরিত্রের বন্ধুত্ব যা 'হয়ে উঠে ভয়ঙ্কর ও নির্মম', আর দ্বিতীয় ধরন হল সমরূপী চরিত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব যা 'শান্ত ও ভালবাসায় পূর্ণ'। তৃতীয় আরেক ধরনের ভালবাসাও আছে যা এ দুয়ের সমাহার কিন্তু যাতে প্রেমিক সর্বদাই এক ধরনের টানাপোড়েনে ভোগে: সেখানে দেহভোগের তীব্র টান থাকে, আর থাকে প্রেমিক বন্ধুর আত্মার প্রতি কামনা এবং 'দেহের মাধ্যমে দেহকে তুষ্টিসাধন'-এর অনীহা; তাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্ম বলে বিবেচনা করা হয়। এই প্রেম "আত্মনিয়ন্ত্রণ, সাহস, উচ্চ নীতিবোধ এবং সুষ্ঠু বিচারবুদ্ধির প্রতি তার শ্রদ্ধা এবং সম্মানবোধ; এটি তাকে এমন করে গড়ে তুলবে যাতে সে পবিত্র জীবন, এবং নিষ্পাপ প্রেমাস্পদের সাথে নিষ্পাপ প্রেমিক হিসেবে জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ হবে। (৮৩৭ডি)" স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের যৌন জীবন আচরণের ক্ষেত্রে সংযমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে, তদনুসারেই আইন প্রণয়ন করতে হবে। আইনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনকে গুরুত্ব দিতে হবে — তাহলেই আইন স্থায়ীত্ব পাবে। ম্যাগ্নেসিয়ায় যৌনাচরণের যে-আইন থাকবে তা হবে প্রাকৃতিক আইন, স্বাভাবিক যৌনসম্পর্কের আইন। "এই আইন কেবল প্রাকৃতিক উদ্দেশ্যে, প্রজননের উদ্দেশ্যে যৌনক্রিয়ার অনুমতি দেয়; আর মানবগোষ্ঠীকে যেক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করা হয়, এবং যে-ক্ষেত্রে কখনও কোনও কিছু শিকড় গাড়ে না এবং তাতে নতুন কোনও মানুষ হিসেবে কেউ বড় হয় না, তথা, যেখানে পাথরখণ্ডে, শিলাখণ্ডে বীজ লাগানো হয় — তেমন সম্পর্ক, তথা সমকামী সম্পর্ককে তা নিষিদ্ধ বলে গণ্য করে। বীজের বিকাশের ব্যাপারে যাতে আমাদেরকে দুঃখিত হতে না হয় তার জন্য সেইসব রমণীর 'জমিন' থেকে আমাদের নিজেদের দূরে রাখা উচিত। (৮৩৮ই-৮৩৯এ)" যা প্রত্যাশিত তা-ই সুপারিশ করা হয় যৌনাচরণের ক্ষেত্রে। আত্মার পরিচর্যাই মোক্ষ, দেহের ভোগ নয়; সদ্‌গুণের চর্চা যেহেতু লক্ষ্য তাই দেহের ভোগ কাম্য হতে পারে না। 'দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ' আর 'সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষা', 'দেহের প্রতি কামনা নয় বরং আত্মার সুন্দর বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকুতি'-ই, আচরণীয়।

অ্যাথেনীয়ের জবানিতে সুনির্দিষ্ট আইনও নির্দেশ করা হয়: "(১) আদর্শক্ষেত্রে কেউই তার স্ত্রী ব্যতীত ভাল ঘরের কোনও স্বাধীন মহিলাকে স্পর্শ করার সাহস করবে না, অথবা, কেউই কোনও অপবিত্র এবং জারজ বীর্য কোনও রক্ষিতার মধ্যে বপন করবে না, অথবা, প্রকৃতির বিপরীতে গিয়ে পুরুষের মধ্যে বন্ধ্যা বীজ বপন করবে না। (২) বিকল্পে, পুরুষে পুরুষে যৌনমিলন পুরোপুরি বিলোপ করতে গিয়ে আমরা হয়ত এমন জোর প্রস্তাব করতে পারি যে, দেবতাদের আশীর্বাদের মাধ্যমে পবিত্র বিবাহ অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা ব্যতীত কোনও রমণীর সাথে (তা সেটি ভাড়া করা রমণী হোক, অথবা অন্যভাবে জোগাড় করা রমণীই হোক) যদি কেউ রতিক্রিয়া করে, তাহলে তাকে অন্য কোনও পুরুষ ব্যতীত, অন্য কোনও রমণীর অজ্ঞাতে তা করতে হবে। (৮৪১ডি)"

এরপর আলোচনা আবর্তিত হয় পুরোপুরি ইহলৌকিক বিষয়াদি ঘিরে — কৃষি, অর্থনীতি ও বাণিজ্যকে ঘিরে। ফসল ফলানো এবং তা গণভোজে তা ভোগ করাই হবে ম্যাগ্নেসিয়াবাসীর প্রধান কাজ; অন্যান্য গ্রিকবাসীর মতো তাদেরকে বিভিন্ন উৎস হতে

www.pathagar.com

খাবার-দাবার আর সম্পদ আহরণ করতে হবে না, তাই আইনকানুনের প্রয়োজন পড়বে কম। এই পুস্তকে প্লেটো সম্পত্তির অধিকার, তার সংরক্ষণ, ফসল তোলা, প্রতিবেশীর সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, বাড়িঘর, হাটবাজার ব্যবস্থাপনা, পানির সরবরাহ ও সংরক্ষণ, এমনকি কীভাবে ফসল বাড়িতে বয়ে আনা হবে তা নিয়ে আইন প্রণয়ন করেন। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাই যেহেতু লক্ষ্য তা-ই প্লেটো *রিপাবলিক*-এ কঠোরভাবে এক ব্যক্তি এক বৃত্তির সুপারিশ করেছিলেন। রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, স্থিত শ্রেণিবিন্যাস গড়ে তোলা এবং অধিক অর্থসম্পত্তির লিপ্সা প্রতিরোধের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ছিল তার লক্ষ্য। *আইনকানুন*-এও জোর দিয়ে একথা বলা হয় যে, "আমাদের নগরীতে একজন মানুষের একটিই বৃত্তি থাকবে"। "কোনও নাগরিক, এমনকি নাগরিকের কোনও চাকর-বাকর – কেউই কারিগরের শিল্পে শ্রমিক হিসেবে কাজ করবে না। কারণ, যেব্যক্তি একজন নাগরিক, তার জন্য ইতোমধ্যেই যে-বৃত্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, তথা নগরীর মধ্যে সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং বজায় রাখা, তার প্রভূত অনুশীলন এবং বিভিন্ন বিদ্যাবিভাগের জ্ঞান এমন কিছু দাবি করবে, যা খণ্ডকালীন কাজ নয়। নিপুণভাবে দুইটি বৃত্তি অথবা দুইটি চাহিদার দাবি পূরণ করা – এমনকি একটিকে অনুসরণ করা এবং অন্যটিতে একজন শ্রমিকের তদারকি করা – মানবপ্রকৃতির জন্য প্রায় সকল সময়ই অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দেখা দেয়। (৮৪৬ডি-ই)" এখানে প্লেটো *রিপাবলিক*-এ সুপারিশকৃত কড়াকড়ি শ্রেণিবিভক্ত সমাজেরই বক্তব্যই পুনর্ব্যক্ত করেছেন। প্লেটোর ন্যায়কে পপার সমগ্রতাবাদী ন্যায় বলেছেন, তা থেকে কোনও ভিন্নতা লক্ষ করা যায় না এখানে। তিনি লিখেছেন "প্রতি শ্রেণির তার নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকা উচিত – সংক্ষেপে এবং উচ্চকণ্ঠে বললে এই কথার অর্থ দাঁড়ায় একটি রাষ্ট্র তখনই ন্যায়পরায়ণ হয়ে উঠে যখন শাসকগণ শাসন করেন, শ্রমিকরা শ্রমের কাজ করে, আর ক্রীতদাসেরা দাসত্ব করে।"[২৯] আইনকানুন-এ ভিন্ন কোনও মত পরিদৃষ্ট হয় না।

১০

নবম পুস্তক থেকে আইনকানুন প্রণয়নের কাজ শুরু হয় – এ পর্যায়ে প্লেটো প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে প্রদেয় শাস্তি নির্ধারণ করেন। তার মধ্যে আছে প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধ – 'মন্দির হতে চুরি', 'অন্তর্ঘাত', 'রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা', ইত্যাদি। তারপর তুলে ধরা হয় অন্যান্য অপরাধের বর্ণনা, 'ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত এবং ক্রোধবশত নরহত্যা', 'আত্মহত্যা', 'ঘাতক হিসেবে জড়বস্তু', 'জখম ও আঘাত প্রদান', 'ক্রোধবশত জখমকরণ', 'হামলা', 'চুরি' এবং তাদের ক্ষেত্রে জন্য প্রদেয় শাস্তি। এ পর্যায়ে প্লেটোর একটি দার্শনিক মতবাদের ক্ষেত্রে ব্যতয়ী ধারণা উপস্থাপন করা হয়, এবং তার অগ্রগতিতে প্লেটো অসামঞ্জস্যের ব্যাখ্যা দেন, এবং তুলে ধরেন যে, কোনও অপরাধকে ইচ্ছাকৃত বলা হলেও তা অন্তিম বিশ্লেষণে ইচ্ছাকৃত নয়, তা অনিচ্ছাকৃতই এবং অজ্ঞতাপ্রসূত। প্লেটোর মতবাদটি হল, "মন্দ সর্ববিচারেই অনিচ্ছাকৃতভাবে মন্দ", আর "প্রত্যেক মানুষই অন্যায় করে অনিচ্ছাকৃতভাবে। (৮৬০ডি)" তাহলে 'ইচ্ছাকৃত' আর 'অনিচ্ছাকৃত' অপরাধের পার্থক্য কী? আমরা এখানে হালে পোষিত আইনশাস্ত্রীয় দার্শনিক ভিত্তির সাথে ভিন্নতা লক্ষ করতে পারি। হালে একজন অপরাধীকে শাস্তি

www.pathagar.com

দেওয়া হয় তার দায় বিবেচনা করে, অপরাধের ব্যাপারে তাদের জ্ঞাত থাকার ওপরে, আর রাষ্ট্র-নির্ধারিত কোনও অপরাধ অপরাধী জ্ঞাত নয় বলে তার ওজর দেওয়ার সুযোগ নেই ধরে নিয়ে।

যে অপরাধকে 'ইচ্ছাকৃত কর্ম' বলে বলা হয় তাতে প্লেটো এখানে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্ণয় করেন, তার কারণ আবিষ্কার করেন এবং পথ কেটে বেরিয়ে যান। তাঁর মতে আমরা যদি "অজ্ঞতাকে সকল অন্যায় কাজের কারণ হিসেবে নামায়িত করি, তবে আমরা সত্য বই অন্য কিছুই বলি না। বাস্তবিকপক্ষে আইনদাতা প্রকৃষ্টতর কাজ করবেন যদি তিনি অজ্ঞতাকে দু'ভাগে ভাগ করেন: (১) 'সাধারণ অজ্ঞতা' – তুচ্ছ ভুলত্রুটির কারণ হিসেবে যাকে তিনি বিবেচনা করেন; (২) 'দ্বিগুণ পারমাপী অজ্ঞতা' – যা হচ্ছে সেই মানুষের ত্রুটি, যিনি কেবল অজ্ঞতার কবলে বন্দিই নন, অধিকন্তু, কোনও বিষয়ে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞতা সত্ত্বেও বিশ্বাস করেন যে, সেই বিষয়ে সর্বোতভাবে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে তাঁর এবং যিনি তাতে নিজের প্রাজ্ঞতা সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয়ী; বাস্তবিকপক্ষে তার অজ্ঞতা সার্বিক। (৮৬৩সি)" আর অন্যায় কী? "ক্রোধ, ভীতি, ভোগসুখ, বেদনা, ঈর্ষা এবং বাসনা দ্বারা আত্মার পরাভূত হওয়া হল অন্যায়। কিন্তু যখন অন্যদিকে, যা সর্বোত্তম, তার সম্পর্কিত অভিমত (একটি নগরী বা নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তি সেই উত্তমের ব্যাপারে যা-ই ভাবুক না কেন) আত্মায় পরিব্যাপ্ত হয়, আর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তা শৃঙ্খলা আনে, তখন যদি তা কোনও এক বিচারে ভ্রান্তও হয় – কিন্তু তা দিয়ে যে-কাজ সম্পন্ন করা হয়, এবং সেই নিয়মকানুনে প্রত্যেক মানুষের যে-অংশ অনুগত হয়ে ওঠে – তাকে অবশ্যই সমগ্র মানবজীবনের জন্য ন্যায়পরায়ণ এবং সর্বোত্তম হিসেবে ঘোষণা করতে হবে; এমন পরিস্থিতিতে হয়ত অনেকেই এমন অভিমত পোষণ করবেন যে, যে-ক্ষতি সাধিত হবে তা হবে 'অনিচ্ছাকৃত' অন্যায় (৮৬৪এ)।"

অপরাধ যেহেতু অনিচ্ছাকৃত, এবং অজ্ঞতাপ্রসূত তাই তার শাস্তির বিধানও তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্লেটো তা-ই নির্দেশ করেন। এক্ষেত্রে আইনপ্রণেতাকে সব সময় দুটি জিনিসের প্রতি লক্ষ রেখে আইন প্রণয়ন করতে হবে: একটি হল অন্যায়ের সংঘটন আর দ্বিতীয়ত আঘাতপ্রাপ্তি। "আঘাতের প্রতিবিধান করার জন্য আইনের মাধ্যমে যা করা সম্ভব তা-ই করা উচিত তাঁর; যা ধ্বংস পেয়েছে তা সংরক্ষণ করা, যা পতিত হয়েছে তাকে দণ্ডায়মান করা; কোনও কিছুকে যদি হত্যা করা হয়ে থাকে, অথবা আহত করা হয়ে থাকে, তবে তাকে সঠিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে তাঁর কাজ। আর ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেলে, তিনি সর্বদা তাঁর আইনের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিটি কেইসে অপরাধীকারী এবং ক্ষতির শিকার হওয়া ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শত্রুতার বদলে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাবেন (৮৬২সি)।" অন্যায় কার্যের প্রতিবিধানের জন্য আইন নির্দেশনা প্রদান করবে, বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে, যাতে অন্যায়কারী ভবিষ্যতে আর অন্যায় করতে সাহসী না হয়, আর সাহসী হলেও তুলনামূলক কম সময়ই তাতে প্রবৃত্ত হয়। সে যেন কৃত ক্ষতি পূরণ করতে বাধ্য হয়। এ তো হল শোধনযোগ্য অপরাধীর ক্ষেত্রে প্রদত্ত নির্দেশ। কিন্তু যে আরোগ্যাতীত, যাকে এসব বিধান ও তার বাস্তবায়নও শোধরাতে সক্ষম হয় না, তার ক্ষেত্রে কী শাস্তি নির্দেশ করা হবে? "এসব লোকের বেঁচে না থাকাই শ্রেয় – এমনকি তাদের নিজেদের জন্যও

www.pathagar.com

তা-ই উত্তম। জীবন পরিত্যাগ করে তারা অন্যের প্রতি দ্বিগুণ উপকার সাধন করবে: প্রথমত, এটি অন্যদের প্রতি একটি সতর্ক-সংকেত হয়ে দেখা দেবে; আর দ্বিতীয়ত, তারা নগরীকে মন্দ মানুষমুক্ত করবে। সে-কারণেই এসব কেইসে আইনদাতার উচিত তাদের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড সুপারিশ করা; ... । (৮৬৩এ) ”

আমরা নবম পুস্তকে এসে পুনর্বার প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয়োত্তম রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা এবং তার ঊনতার কারণ খুঁজে পাই। অজ্ঞতাই অপরাধ সংঘটনের কারণ, শিক্ষা মানুষকে অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করবে এটিই প্রত্যাশিত, আর প্লেটো রাষ্ট্রটির জন্য সর্বোত্তম শিক্ষা প্রস্তাব করেছেন। তাহলে তো প্লেটোর রাষ্ট্রে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কথা নয়। আর সেই অপরাধের প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানের জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে 'তা কোনও কোনও দিক থেকে লজ্জাজনকও বটে।' প্লেটো তার যৌক্তিকতা খুঁজে পান মানুষের এক ধরনের প্রবণতার মধ্যে যা তিনি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেননি। সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ মন্দিরের চুরির পেছনে তাড়নার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে অ্যাথেনীয় বলেন: “... মন্দিরে ডাকাতি করার যে-তাড়না আপনাকে পেয়ে বসেছে তার উৎস মনুষ্যগত নয়, আর ঐশীও নয়, বরং তার কারণ হল নির্দিষ্ট এক ধরনের ডাঁশমশা[৩০], তা প্রাচীন এবং ব্যাখ্যার অতীত অবিচারের কারণে মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে জন্মলাভ করেছে; এটি হল এক অভিশপ্ত জিনিস; ধ্বংস ও ক্ষতি সাধন করে তা সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়; তার বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য একজন মানুষের সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করা উচিত। (৮৫৪বি) ” মানুষের মধ্যে যেহেতু এই তাড়না থাকবে, তাই তার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে।

এমন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মনুষ্যসন্তানের যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে তা কি সর্বোত্তম রাষ্ট্র হবে? তা হবে না, কারণ, মনুষ্যপ্রকৃতি সেই রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করবে। দেবতাদের জন্য দেবতাদের প্রণীত আইনসম্বলিত রাষ্ট্রই হল আদর্শ রাষ্ট্র, আর তা-ই হল সর্বোত্তম রাষ্ট্র। মানুষের জন্য যদি কোনও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, তার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়, তাতে মানুষের প্রকৃতিকে বিবেচনায় নিতে হয়, তাহলে তা সর্বোত্তম রাষ্ট্র হবে না। “কিন্তু, প্রাচীন আইনদাতাগণ যারা বীরপুরুষদের, দেবতাদের সন্তানদের (হালে যেমন বলা হয়ে থাকে, তাঁরা নিজেরা দেবতার মধ্য থেকেই জন্মেছিলেন এবং তাঁদের উৎস ছিল এক; তাঁদের জন্য তাঁরা আইন প্রণয়ন করতেন) জন্য আইন প্রদান করতেন, তাঁদের অবস্থানটি যেমন ছিল আমাদের অবস্থান ঠিক তেমন নয় – আমরা মানুষ এবং মানুষের বীজের জন্য আইন প্রণয়ন করছি (৮৫৩ডি)।” সেইসূত্রেও প্লেটোর ম্যাগ্নেসিয়া তাঁর সর্বোত্তম বা আদর্শ প্রকল্প নয়। আমরা দেখেছি যে, *রিপাবলিক*কে আদর্শ অথবা সর্বোত্তম রাষ্ট্র ধরে নেওয়া হয়। *রিপাবলিক*-এর সাম্যবাদ তার একটি কারণ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্লেটোর আদর্শ হল সর্বোত্তমের শাসন, সেই সর্বোত্তম হলেন দার্শনিক রাজা। রিপাবলিক শাসিত হয় তাঁর প্রজ্ঞার মাধ্যমে, সেখানে আইনের কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ রাজার প্রজ্ঞাই হল আইন। কিন্তু প্রশ্ন জাগে *রিপাবলিক*-এর *কাল্লিপলিস* কি সেই আদর্শ বা সর্বোত্তম রাষ্ট্র? তাহলে প্লেটো দেবতাদের সৃষ্ট দেবতাদের রাষ্ট্রের কথা বলেন কেন? কেন সেই রাষ্ট্রের কথা বলেন যেখানে বন্ধুগণ স্ত্রী, সম্পত্তি, সন্তান সন্ততিসহ সকল সমভাবে ভোগ করে, এমন রাষ্ট্রের কথা বলেন যেখানে

www.pathagar.com

সবাই একই চোখ দিয়ে দেখে, একই অঙ্গপ্রত্যাঙ্গাদি দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে। তাতে এমন প্রত্যয় জেগে উঠতে পারে যে, প্লেটো দেবতাদের জন্য দেবতাদের সৃষ্ট রাষ্ট্রকেই সর্বোত্তম রাষ্ট মানতেন, তা কল্পলোকের রাষ্ট্র, আর বাস্তব যে-রাষ্ট্র মনুষ্যসন্তানের জন্য সৃষ্ট তা দ্বিতীয়োত্তমই। *রিপাবলিক*-এর *কাল্লিপলিস* আর *আইনকানুন*-এর ম্যাগ্নেশিয়া এই দ্বিতীয়োত্তম রাষ্ট্রের দুটি ভিন্ন রূপ; একটিতে প্রজ্ঞাবান শাসক শাসন করে, যে আদল-এর অধিকারী, ধারণার অধিকারী; আরেকটিতে মূলত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠালাভ করে।

দ্বিতীয়োত্তম পথ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচিত হয় এবং তাতে স্পষ্টতই প্লেটোর ধারণার বিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্লেটো যে মানুষের দেবচরিত্রের ওপর আস্থা হারিয়েছিলেন এমন হয়ত জোর দিয়ে বলা যাবে না, কিন্তু প্রজ্ঞার অধিকারী, আদলের জ্ঞানসম্পন্ন দার্শনিক রাজার (*রিপাবলিক*) আর রাষ্ট্রনায়কের (*রাষ্ট্রনায়ক*) দেখা পাওয়া যে দুষ্কর হয়ে উঠবে, তার বোধও প্লেটোর মধ্যে লক্ষ যায়।

> মানুষের নিজের জন্য আইন প্রতিষ্ঠা করা এবং আইন অনুসরণে জীবনযাপন করা অপরিহার্য; তা করা না হলে জন্তুজানোয়ারের সাথে, যারা সর্ববিচারে সবদিক থেকেই অসংস্কৃত তাদের সাথে, মানুষের কোনও তফাত থাকে না। তার কারণ হল এই: কোনও মানুষেরই এমন সহজাত প্রতিভা থাকে না যা দিয়ে সে জানতে পারে তার সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপকারী জিনিস কী, সেইসাথে অব্যাহতভাবে প্রস্তুত থাকতে পারে; তার জানা থাকে না, কীভাবে সেই জ্ঞানকে সর্বোত্তম উপায়ে ব্যবহারিক কাজে লাগাবে। প্রথমত, একথা জানা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যে, সত্যিকার রাজনৈতিক শিল্পকে আবশ্যিকভাবে যা নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে হবে, তা ব্যক্তির নয়, বরং জনসাধারণ্যের স্বার্থ; কারণ, সাধারণ্যের স্বার্থ নগরীকে একত্রে গ্রথিত করে, আর ব্যক্তিস্বার্থ তাকে খণ্ডিত করে। ব্যক্তিস্বার্থের বদলে জনস্বার্থ যদি যথাযথভাবে মেটানো হয়, তবে ব্যক্তিমানুষ এবং একইভাবে সাধারণ জনগোষ্ঠী উপকৃত হয়। দ্বিতীয় অসুবিধাটি হল এমন: এ-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে কোনও মানুষ যদি তাত্ত্বিক উপলব্ধি অর্জনও করে, তবু সে নগরীর ওপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠতে পারে; এমন অবস্থার উদ্ভব হতে পারে যে, কারও কাছে তার জবাবদিহির প্রয়োজন নেই। সেই অবস্থায় সে কখনও তার বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার সাহস রাখবে না; সে কখনও কম্যুনিটির কল্যাণকে সর্বাগ্রগণ্য বিবেচনা করে জনস্বার্থকে প্রথমে স্থান দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে দ্বিতীয় স্থানে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে না। তার মনুষ্যপ্রকৃতি তাকে সব সময় নিজের সুবিধা অন্বেষণ করা এবং নিজের পকেট পূর্ণ করার জন্য তাড়া করে বেড়াবে। বেদনার অযৌক্তিক পরিহার এবং ভোগসুখ লাভের প্রচেষ্টা তার চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে; অধিকতর ন্যায্য এবং প্রকৃষ্টতর কিছুর বদলে সে এগুলোকেই অগ্রাধিকার দেবে। স্ব-আরোপিত অন্ধত্ব তখন একজন মানুষের সার্বিক সত্তাকে ও সমগ্র নগরীকে গ্রাস করবে এবং তা-ই তাকে সর্বপ্রকার মন্দের পানে ধাবিত করবে। কিন্তু দেবতার কৃপায় যদি কখনও সহজাত কোনও প্রতিভার জন্ম হয় এবং এ ধরনের ক্ষমতালাভের সুযোগ ঘটে তাঁর, তাহলে নিজকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাঁর কোনও আইনের প্রয়োজন পড়বে না। কারণ, কোনও আইন, কোনও আদেশই, জ্ঞানের চেয়ে শক্তিশালী নয়; যুক্তিবোধ যদি খাঁটি হয়, আর তা যদি সহজাত স্বাধীনতা

www.pathagar.com

> ভোগ করে, তবে তা সর্বজনীন ক্ষমতার অধিকারী হয়: এটি অন্য কোনও কিছুর নিয়ন্ত্রাণাধীন হবে, যেন বা এটি কারও ক্রীতদাস – তা ঠিক নয়। কিন্তু, এখানে সেখানে সামান্য ইঙ্গিত ছাড়া কোথাও তো এ-ধরনের চরিত্রের দেখা মেলে না। সেজন্যই আমাদেরকে দ্বিতীয় বিকল্প বেছে নিতে হয় – তা হলো শৃঙ্খলা ও আইন, যা সাধারণ নীতিমালায় রূপলাভ করে, কিন্তু যা আলাদা আলাদা প্রতি কেইসের প্রতি দৃষ্টিদানে সক্ষম হয় না। (৮৭৪ই-৮৭৫ডি)

এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্লেটোর মতবাদ থেকে আমরা অনুধাবন করি যে, তিনি অধিক পরিমাণে অভিজ্ঞতাবাদী হয়ে উঠেছেন, তাঁর আদলের, ধারণার জগতের সাথে বাস্তব পৃথিবীর পার্থক্য দেখতে পেয়েছেন, মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে অধিক সচেতন হয়ে উঠেছেন। তিনি এখন আর তাঁর 'দার্শনিক রাজা', আর 'রাষ্ট্রনায়কের' কথা বলছেন না, তবে তিনি বিশ্বাস লালন করছেন, 'এখানে সেখানে সামান্য ইঙ্গিত' আছে তার। মানুষ সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়ার ক্ষমতা রাখে। আর যুক্তিবোধই যে সকল কিছুর উর্ধ্বে, আর তা-ই যে 'সমস্ত ক্ষমতার' অধিকারী হয়, তাতেও প্লেটোর বিশ্বাস অবিচল।

১১

দশম পুস্তকে প্লেটো তাঁর মতবাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাত্রা – ধর্মতত্ত্ব উপস্থাপন করেন। ধার্মিকতা যেহেতু সদ্‌গুণের একটি রূপ[৩১] তাই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ধর্ম, ধর্মতত্ত্ব প্রাসঙ্গিক বলেই ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু প্লেটো কেবল প্রচলিত ধর্মাচরণ, অথবা তার বিরুদ্ধাচরণকে ধর্মবিরোধিতা হিসেবে চিহ্নিত করেই ক্ষান্ত হন না, মিথ্যা বিশ্বাসজনিত কারণেও যে অধার্মিকতার সৃষ্টি হয় তা-ও বলেন তিনি। তার জন্য শাস্তির বিধান দেন। ধর্ম নিয়ে ভ্রান্ত ধারণাকে তিনি তিন শ্রেণিতে ভাগ করেন: যেসব ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হয় বলে তিনি লক্ষ করেন তা হলো এমন যে, লোকজন, বিশেষত তরুণরা ভাবে, "দেবতাদের অস্তিত্ব নেই; অথবা, তাঁদের অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু মনুষ্যগোষ্ঠী নিয়ে তাঁরা আদৌ কিছু ভাবে না; অথবা, বলিদান ও প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁদেরকে সহজেই প্রভাবিত করা যায়। (৮৮৫বি)" এই প্রেক্ষাপটে এ.ই. টেলর প্লেটোকে প্রাকৃতিক অথবা দার্শনিক ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং প্লেটোর এই বিভাজনকে তিন ধরনের ধর্মতত্ত্বে, তথা 'দেবতাদের নিয়ে প্রতর্কে' বিভাজিত করে উপস্থাপন করেছেন (এম. তেরিনতিয়াস ভাররো-র বিভাজন সূত্রে)। এর মধ্যে প্রথম হলো কাব্যিক ধর্মতত্ত্ব, দ্বিতীয়ত, 'সিভিল' ধর্মতত্ত্ব আর তৃতীয়ত হল প্রাকৃতিক অথবা দার্শনিক ধর্মতত্ত্ব এবং প্লেটোকে তিনি এই দার্শনিক ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে অভিহিত করেন।[৩২]

ধর্মকে যদি আইনের আওতাভুক্ত বলে ধরতে হয় তবে ধর্ম ও আইনকে প্রাকৃতিক জিনিস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, আর আত্মা এবং দেবতাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হয়। প্লেটো গতির প্রস্তাবভিত্তি থেকে তা প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেন। তার পূর্বে তিনি প্রতিপক্ষের, তথা দেবতায় অবিশ্বাসী ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের অবস্থান তুলে ধরার উদ্যোগ নেন।

> তাঁরা এমন বলেন যে, অগ্নি, পানি, মাটি এবং বায়ুর অস্তিত্বের জন্য তারা কোনওক্রমেই শিল্পের কাছে নয়, বরং প্রকৃতি ও দৈবের কাছে ঋণী; এবং সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

> জড়বস্তুর সাহায্যে অপ্রধান এইসব ভৌত সামগ্রী – পৃথিবী, সূর্য , চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি হয়েছে; তারা পুরোপুরিভাবে আত্মাশূন্য। এসব সামগ্রী তাদের প্রত্যেকেই নিজের সহজাত শক্তিবলে বলীয়ান হয়ে যথেচ্ছ চলাচল করে, যা নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের মিশ্রণের ওপর, তথা, উত্তপ্ত ও শীতল, শুষ্ক ও আর্দ্র, নরম ও শক্ত জিনিসের মিশ্রণের ওপর, এবং অন্য সকল এলোপাথাড়ি সংযুক্তির ওপর; বিপরীতধর্মী জিনিসের মিশ্রণের পর তা অপরিহার্যরূপে উদ্ভূত হয়। আকাশমণ্ডল এবং তার অন্তর্ভুক্ত সকল কিছুরই জন্ম হয়েছে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই; তারই পরিণামে পরবর্তী সময়ে চার ঋতুর প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং তা-ই সকল গাছপালা, উদ্ভিদ ও জীবিত প্রাণীর আবির্ভাবের পেছনে কাজ করেছে। তাঁরা বলেন, এসবের পেছনে কোনও কারণসূত্র নেই – কোনও বুদ্ধিমান পরিকল্পনা, কোনও ঐশী সত্তা, এমনকি কোনও শিল্পও নয়, বরং আমরা যেমন ব্যাখ্যা করেছি, এদের পেছনে যে-কারণ কাজ করেছে, তা হলো প্রকৃতি ও দৈব। শিল্প এসেছে পরে, এসবের পরে তার সৃষ্টি; এটি নশ্বর মানুষের সৃষ্টি, তা নিজেও নশ্বর; পরবর্তী সময়ে এটি মজার মজার সব তুচ্ছ জিনিসের জন্ম দিয়েছে – সত্যে যার খুব একটা অংশগ্রহণ নেই; এটি কিছু কিছু প্রতিচিত্রের জন্ম দিয়েছে যা একটি আরেকটির সদৃশ; উদাহরণস্বরূপ, আমি পেইন্টিং এবং মিউজিক এবং তাদের সহায়ক সব দক্ষতার কথা বুঝাতে চাচ্ছি। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে কিছু কিছু শিল্প গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্রের জন্ম দেয়; তাদের ক্ষমতা প্রকৃতির সমদর্শী, যেমন ঔষধ এবং কৃষিকাজ এবং জিমনাস্টিক। আর সত্যিকার অর্থে রাজনীতির কলার ক্ষেত্রে তাদের দাবি হলোঃ এর কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশেরই অংশীদারিত্ব আছে প্রকৃতির সাথে, কিন্তু এর বৃহত্তর অংশ হল শিল্প; ফলে আইন প্রণয়নের পুরো প্রক্রিয়াটি কখনও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া নয়, এবং পুরোপুরি কৃত্রিম; এটি কৌশলের ওপর নির্ভরশীল। . . .।
>
> এসব লোক দেবতাদের সম্পর্কে প্রথমে যে-কথা বলে তা হলঃ এগুলো কৃত্রিম প্রত্যয়, প্রকৃতির কোনও কিছুর সাথে তাদের সাযুজ্য নেই; তারা হল নির্দিষ্ট কিছু আইনগত প্রচলিত মতবাদ; স্থানভেদে এদের রূপও ভিন্ন, একেক জায়গার লোকজন যখন তাদের আইন তৈরি করেছে তখন সেই গ্রুপ তাদের নিজেদের মধ্যে যে-ব্যাপারে একমত হয়েছে তার প্রতিফলন হলো এগুলো। আর নির্দিষ্ট করে বললে বলতে হয়, প্রকৃতি অনুসারে ভালত্ব এবং আইন অনুসারে ভালত্ব দুই জিনিস এবং ন্যায়ের কোনওই প্রাকৃতিক মানদণ্ড নেই; বরং উল্টো, মানুষ সর্বদা তাদের নৈতিক মানদণ্ড নিয়ে কলহে প্রবৃত্ত হচ্ছে, তাদেরকে বদল করছে, আর যখনই কোনও পরিবর্তনের সূচনা করা হচ্ছে তখনই তা পালন করা বাধ্যতামূলক হয়ে দেখা দিচ্ছে – তা সেটি সম্পূর্ণত কৃত্রিমই হোক, এবং প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে রচিত হোক, তাতে প্রকৃতির লেশ মাত্র না-ই থাকুক। (৮৮৯বি-৮৯০এ)

প্রতিপক্ষের এসব অবস্থান থেকে ধারণা করা যায় যে, প্লেটো যখন তাঁর দার্শনিক ধর্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন আর আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন তাকে এসব যুক্তিই খণ্ডন করতে হয়েছিল। হালের ধর্মতাত্ত্বিক প্রতর্কের সাথে এর সাযুজ্য লক্ষ করে যে-কেউ চমৎকৃত বোধ করতে পারেন। প্লেটো পূর্বোল্লিখিত যে তিন ধরনের ধর্মবিরোধিতা চিহ্নিত করেছিলেন, টেলর তাকে 'নাস্তিকতা', 'সুখবাদ' এবং 'উৎকোচের মাধ্যমে দেবতাকে খুশি করার' মতবাদ হিসেবে অভিহিত করেন। এর প্রতিটির ক্ষেত্রে প্লেটো যুক্তি উপস্থাপন করেন।

নাস্তিকতার পেছনে ঐতিহাসিকভাবে যে দুটি মতবাদ যুক্ত ছিল তার একটি হলো ইউনানী 'ভৌতবাদ' এবং সফিস্টদের 'নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ'। ইউনানী চিন্তাধারায়, বিশেষত, যাদের ভৌতবাদী বলা হয়, তাঁদের চিন্তায় আমরা দেখেছি যে, প্রথমবারের মতো বিশ্বে অতিপ্রাকৃত শক্তির ভূমিকা না রেখে কেবল বস্তুর নিজস্ব গুণাগুণ ও প্রকৃতির মাধ্যমে পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল।[৩৩] সেক্ষেত্রে আগুন, পানি, মাটি আর বায়ু ছিল মূল উপাদান। তাই ভৌতবাদের বিপরীতে আত্মার অগ্রবর্তিতা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আত্মাই যে প্রথম এবং অন্য জড়বস্তু যে এর পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট, রূপান্তরিত, তা প্রমাণ করা দরকার হয়ে পড়ে। "রূপান্তর ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সকল কিছু সত্তায় আবির্ভূত হয়।" এই সত্তালাভের ক্ষেত্রে গতিদান প্রয়োজন পড়ে কিন্তু কার সেই গতিদানের শক্তি আছে? সকল জড় বস্তুতে যে গতি কাজ করে, তা তো অন্য কোনও কিছু থেকে আহরিত গতি। কেবল জীবন্ত কিছুরই আছে স্ব-উৎপাদিত গতি ও শক্তি। আর তা-ই হল আত্মা। আত্মার জন্ম সকল ভৌত জিনিসপত্রের পূর্বে, তাদের সকল পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাসের জন্য তা দায়ী। আর আত্মা জীবন্ত জিনিস এবং জীবন্ত জিনিসই কেবল অন্য কিছুকে গতি দিতে সক্ষম। যত ধরনের গতি আছে প্লেটো দশ ধরনের গতি ও বিচলন চিহ্নিত করেন (একটু জটিল বাক্যবন্ধে তারা হল: 'সেই গতি যা স্থায়ীভাবে অন্য জিনিসকে গতি দিতে পারে কিন্তু নিজেকে কিছুতেই গতি দিতে পারে না', 'আরেক ধরনের গতি যা সংযুক্তি ও বিচ্ছিন্নকরণ, বৃদ্ধিকরণ ও হ্রাসকরণ, বিকাশ ও ধ্বংসাধনের মাধ্যমে নিজেদের ও অন্যদের গতিময় করে', আরেক ধরনের গতি 'যা অন্য কিছুকে গতি দেয় আর নিজে অন্য জিনিসের দ্বারা রূপান্তরিত হয়', এবং 'যা নিজেকে এবং সেইসাথে অন্য জিনিসকেও গতি দেয় এবং যা সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উপযোগী এবং যাকে যথাযথভাবেই অস্তিমান সকল জিনিসের সত্যিকার রূপান্তর ও গতি হিসেবে অভিহিত করা যায়') তার মধ্যে আত্মার গতিই কেবল স্বউৎপাদিত, অন্য সকল গতিই রূপান্তরিত, পরিবর্তিত এবং দ্বিতীয় এবং পরবর্তী পর্যায়ের গতি। কিন্তু আত্মা যে সর্বাগ্রের জিনিস তার তো যৌক্তিক প্রমাণ চাই। যে অনুমানভিত্তি থেকে প্লেটো যাত্রা শুরু করেন তা হলো এমন:

> 'ধরা যাক পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একত্র মিলিত হয়ে পড়ল এবং স্থবির হয়ে গেল – আমাদের মধ্যে অধিকাংশ দার্শনিকই আদতে অত্যন্ত জোরাশোরে এমনই দাবি করে থাকেন – তখন আমাদের চিহ্নিত কোন্ গতিটি অনিবার্যভাবে তা থেকে সর্বপ্রথমে আবির্ভূত হবে?' 'নিশ্চিতভাবে বলা যায় তা হবে স্ব-উৎপাদিত গতি, কারণ, যেখানে পূর্ববর্তী কোনও বেগের অস্তিত্ব থাকে না, সেখানে কোনও কিছুতে তো পূর্ববর্তী কোনও বেগ সঞ্চারিত করা যাবে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে স্ব-উৎপাদিত গতিই সকল গতির উৎস, এবং স্থির এবং গতিমান জিনিসে উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রাথমিক শক্তি; এক্ষেত্রে আমরা এই উপসংহারকে এড়িয়ে যেতে পারব না যে, এটিই হল সবচেয়ে প্রাচীন এবং সকল পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী পরিবর্তন; আর অন্যদিকে অন্য কোনও কিছুর দ্বারা সৃষ্ট পরিবর্তন এবং যা পরম্পরায় অন্য জিনিসে সঞ্চারিত করা হয়, তা দ্বিতীয় কাতারের পরিবর্তন।' (৮৯৫এ-বি)

এই 'স্ব-উৎপাদিত গতিই আত্মা, যা নিজেকে নাড়াতে সক্ষম।' এটি একটি মহৎ ধারণা, সেইসাথে তা বিপুলভাবে ভ্রান্তও বটে। সূর্য চন্দ্র এবং গতিশীল অন্য 'বডিকে'

www.pathagar.com

যে প্লেটো দেবতা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তাদের পূজা করার আইন করেছিলেন তার পেছনে এটিই ছিল তাঁর অধিবিদ্যাগত অবস্থান। "যারা স্বর্গলোকের সকল জিনিসকে পরিচালনা করে, সেই আত্মাকে আমরা দেবতা বলে অভিহিত করব। এমন কেউ কি আছে যে এসব জিনিসে একমত হবে এবং সেইসাথে এমন কথাও বলবে যে, তারা দেবতাপূর্ণ নয়?" প্রচলিত প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়কে দেবতা বলে মান্য করার ক্ষেত্রে থেইলীজের যুগ থেকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত যে-ধার্মিকতা তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন প্লেটো; কিন্তু তিনি তাকে দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন, আর তার প্রস্তাবভিত্তিগুলো হল গতির অস্তিত্ব – তার মাধ্যমেই সকল কিছুর গতিলাভ ও রূপান্তর। সকল গতির মূল গতি হল স্বউৎপাদিত গতি, যা জীবন্ত; তা-ই প্রাকৃতিক নিয়ম।

প্লেটো নৈতিক আপেক্ষিকতা নিয়ে অন্যত্র তাঁর মতবাদ উপস্থাপন করেছেন, যেমন *সফিস্ট*। সফিস্টদের নাস্তিকতাবাদী ভ্রান্ত ধারণার পেছনে এই ধ্যানধারণা যে কাজ করছিল তা মনে করতেন প্লেটো। কিন্তু তাঁর প্রত্যয় ছিল যে, দেবতা বা ঐশী সত্তার শুভ ইচ্ছা মঙ্গলের পথে জাগরূক আছে, যদিও মন্দ দেবতার অস্তিত্ব থাকতে পারে, যা ব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলা, সেইসাথে মনুষ্যসমাজের শৃঙ্খলাও বিঘ্নিত করতে পারে। তা না হলে বিরাজমান অশুভের অস্তিত্বের কারণ বোঝা যাবে না। আর সবকিছুই যে একটি মঙ্গলময় আত্মা, তথা বিধাতার নিয়ন্ত্রণাধীন, তা আপেক্ষিক নয়; সবকিছুই শৃঙ্খলার অধীন। "এবার বিবেচনা করুন সেই গতির কথা, যা সমরূপী নয়, নিয়মিতও নয়, অথবা যা একই 'স্পেসে', অথবা একই পয়েন্টে অবস্থিত নয়, অথবা একই কেন্দ্রবিন্দুর চতুর্দিকে, অথবা, একই তুলনামূলক অবস্থান, অথবা, একক অবস্থানে অবস্থিত নয়, এমনকি যা পরিকল্পনামাফিক নয়, সংগঠিত নয়, এমনকি পদ্ধতিমাফিকও নয়। সেই গতি কি সব ধরনের নি-যুক্তির সাথে যুক্ত থাকবে না? ...যেহেতু আত্মা আমাদের জন্য চতুর্দিকের সকল কিছুকে গতিশীল করে, তাই দাবি করতে হবে যে, স্বর্গলোকের আবর্তন আবশ্যিকভাবেই সর্বোত্তম আত্মা, অথবা, এর বিপরীত ধরনের আত্মার তত্ত্বাবধান ও শৃঙ্খলাবিধানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। (৮৯৮বি-সি)"। ব্রহ্মাণ্ডের এই শৃঙ্খলার অবস্থান প্লেটোর 'ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বে'-র কেন্দ্রে অবস্থিত। আর তা সমাজে, রাষ্ট্রে, মানুষের আত্মায়ও পরিব্যাপ্ত। তাতেও সোপানক্রম অনুসারে শৃঙ্খলা অনুসরণীয়। *আইনকানুন*-এর সর্বক্ষেত্রেই এই শৃঙ্খলাই দাবি করা হয়েছে। প্লেটো যে রাষ্ট্রের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি ধরনের কড়াকড়ি আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেছেন তার পেছনে রাষ্ট্রের শৃঙ্খলার প্রতি তার গুরুত্বারোপ কাজ করেছিল।

বিধাতা হল শৃঙ্খলা; আইনও শৃঙ্খলা। আইনের ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার স্থান নেই; তা সর্বজনীন হতেই হবে; কোনও আইন প্রকৃতি অনুসারী আর কোনওটি প্রথা বা কনভেনশন অনুসারী তা হওয়ার জো নেই। তা হলে আইন কাজ করবে না। সত্য নিয়ে প্রত্যেকের ধারণা যদি আলাদা আলাদা হয় তবে আইনই প্রণয়ন করা যাবে না, তা বাস্তবায়ন তো দূরের কথা। অ্যাথেনীয় বলছেন, অবস্থাটি এমনভাবে উপস্থাপন করা যায়: প্রকৃতি অনুসারে ভালত্ব এবং আইন অনুসারে ভালত্ব দুই জিনিস, এবং ন্যায়ের কোনওই প্রাকৃতিক মানদণ্ড নেই; বরং উল্টো, মানুষ সর্বদা তাদের নৈতিক মানদণ্ড নিয়ে কলহে প্রবৃত্ত হচ্ছে, তাদেরকে বদল করছে, আর যখনই কোনও পরিবর্তনের সূচনা করা হচ্ছে

www.pathagar.com

তখনই তা পালন করা বাধ্যতামূলক হয়ে দেখা দিচ্ছে। আইন প্রণয়নের বেলা এই অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করা ছাড়া প্লেটোর গত্যন্তর ছিল না। আইনকে হতে হবে ঐশ্বরিক, তাকে হতে হবে সর্বজনীন সত্য। তাতে ধার্মিকতা থাকবে, যা প্রকৃতি অনুসারে এবং আইন অনুসারে সত্য। প্লেটোর রাষ্ট্র সদ্‌গুণের চর্চার নিমিত্তে গঠিত আর তাতে ধার্মিকতা একটি প্রধান অংশ। নাস্তিকতা তাই পরিত্যাজ্য, তাকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে, অন্য অপরাধ যেমন দমন করতে হয়, তেমনভাবেই তাকেও দমন করতে হবে।

অধার্মিকতার আরেকটি রূপ হল 'সুখবাদ'। ভৌতবাদের মতো তা সরাসরি দেবতার অস্তিত্বের অস্বীকৃতি নয়, বরং অবস্থানটি এমন যে, দেবতাদের 'অস্তিত্ব আছে বটে কিন্তু তারা মানবীয় কর্মকাণ্ডকে ঘৃণা ও অবহেলা করে।' এই বিশ্বাস পোষণকারী লোকজন হয়ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখতে পেয়েছেন যে, 'অধার্মিকতার অনেক ভয়ঙ্কর কাজের মধ্যে কিছু কিছু কাজের সাহায্যেই... এসব মানুষ অত্যন্ত নগণ্য অবস্থা থেকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও একনায়কত্বের আসনে আসীন হয়েছে।' তাই দেবতাদের শুভবুদ্ধি নিয়ে তাদের সন্দেহ জেগেছে। দেবতাদের সাথে আত্মীয়তার সূত্রে তাদের দোষ খুঁজে বের করা যাচ্ছে না, কিন্তু তারা যে মানুষের সুনৈতিক অবস্থানকে সমর্থন করছে না, তা-ও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাই সুখ ভোগ করা, অন্যায়ভাবে ক্ষমতা আহরণ করাই যথার্থ পথ; দেবতাগণ তো আর এ-ব্যাপারে মাথা ঘামাতে যাচ্ছে না; তারা তো মনুষ্যকুলের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি উদাসীনই। এর বিপরীতে প্লেটোর যুক্তি অনেক। দেবতাগণ যেহেতু সদ্‌গুণধারী, তাই তারা ভীরু নয়; "কোনও দেবতাই ঢিলেমি আলস্যের জন্য কোনও কিছুকে অবহেলা করে না, কারণ, ধরে নেওয়া যায় কোনও দেবতাই ভীরুতায় ভোগে না। (৯০১ই)" দ্বিতীয়ত, সবকিছুর ওপরই দেবতার সমান দৃষ্টি, সমান মনোযোগ। দেবতার যেহেতু সবকিছুর রক্ষাকর্তা, সবকিছুর তত্ত্বাবধানকারী, তাই কোনও কিছুই তার নজরের বাইরে থাকে না, সবার ব্যাপারেই তাঁদের খেয়াল রাখতে হয়। "তাঁরা আমাদের জন্য যতটা ব্যাকুল এবং ভাল, তা বিবেচনায় নিলে এদের কোনও অবস্থাতেই আমাদেরকে অবহেলা করা মালিকের উচিত কাজ নয়। (৯০২সি)" "তাহলে আমরা না হয় বিধাতাকে নিদেনপক্ষে নশ্বর কারিগর বলে বিচার না করি; তিনি তো তাঁর লাইনের সমস্ত কাজেই একই ধরনের দক্ষতাকে কাজে লাগান – তা সেটি ছোট কাজ হোক, অথবা বড়ই হোক। আর যেহেতু তাঁর নিজের কাজে তিনি অধিকতর পারদর্শী, তাই তাঁর ফলাফলও অধিকতর সম্পূর্ণ এবং নিখুঁত। আমরা যেন এমন না ভাবি যে, চূড়ান্ত জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও, বিশ্বকে তদারকি করার ক্ষেত্রে সম্মত এবং সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও, বিধাতা কেবল বড় বড় জিনিসের প্রতি লক্ষ রাখেন, কিন্তু দুর্বল-চিত্তের হদ্দ আলসেদের মতো শক্ত কাজ দেখলে হাত গুটিয়ে বসে থাকেন, এবং তদারকির ক্ষেত্রে ছোট যে-কাজকে আমরা সহজ বলে স্থির করেছিলাম, তাকে অবহেলা করেন। (৯০৩এ)"

দেবতাদেরকে সকল কিছুর মধ্যে শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয় এবং শৃঙ্খলা অনুসারে বিধান দিতে হয়। সকল কিছুর মধ্যে যে শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয় তা হয় শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবর্তনের কারণে, যা দেবতাগণ সম্পাদন করেন। প্লেটো গতির সূত্র কাজে লাগিয়ে তুলে ধরেন যে, আদি গতিদায়ী শক্তি, তথা দেবতার শক্তি থেকে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তা সম্পাদিত হয় সুশৃঙ্খলভাবেই, তাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলকিছুই সমভাবে

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ। "কেউ যদি সর্বদা সমগ্র জিনিসের প্রতি দৃষ্টি না রেখে সকল জিনিসকে বিভিন্ন ছাঁচে গড়তে থাকে, পরিবর্তন করতে থাকে, এবং কথার কথা, আগুনের মধ্য থেকে ঠাণ্ডা পানি বের করে আনার ব্যবস্থা করে, এক জিনিস থেকে বহু জিনিস এবং বহু জিনিস থেকে এক জিনিস তৈরি করতে থাকে, তাহলে তো সৃষ্টির প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ধাপের পর প্রতিটি জিনিসই অসীম সংখ্যক অনন্তকালীয় পরিবর্তনশীল প্যাটার্নে বিন্যস্ত হবে। (৯০৩ই-৯০৪এ)" অ্যাথেনীয় আরও বলছে "... যেসব জিনিস আত্মার অংশগ্রহণকারী, তারা নিজেদের মধ্যে রূপান্তরের কারণ বহন করে এবং রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে রূপান্তরিত হয়; তারা নিয়তির শৃঙ্খলা ও আইনের মাধ্যমে চালিত হয়। (৯০৪সি)" "আমরা কী ধরনের মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হব, তার দায়িত্ব তিনি অর্পণ করলেন আমাদের প্রত্যেকের ইচ্ছার হাতে; যেভাবে একজন মানুষ ইচ্ছা করে, এবং তার আত্মায় সে যে-রকম, তা-ই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেকটা স্থির করে আমরা যা হয়ে উঠি তার টাইপ ও চরিত্র। (৯০৪সি)"

এখানে প্লেটো নির্ধারণবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য করেন। তাই প্লেটো ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন: "হে তরুণ, যদিও তুমি বিশ্বাস কর দেবতাগণ তোমাকে অবহেলা করে, তবু বলতে হয় 'অলিম্পাসে যে-দেবতাগণ বাস করেন তাঁদের ন্যায়বিধান হল এটি[৩৪] – তুমি যদি নিকৃষ্ট হতে থাক তাহলে তুমি নিকৃষ্টতর আত্মার সাথে মিলিত হবে, আর যদি অধিকতর উত্তম হতে থাক, তবে প্রকৃষ্টতর আত্মার সাথে মিলিত হবে, আর জীবন এবং সকল মৃত্যুতে[৩৫] তুমি তাই করবে এবং তাই ভোগ করবে, যা সমধর্মীদের ক্ষেত্রে সমধর্মীদের করা যথার্থ। (৯০৪ই-৯০৫এ) "

গোড়ায় আমরা একটি প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করেছিলাম: প্লেটো কি তাঁর শেষ জীবনে মনুষ্যপ্রকৃতির উচ্চসম্ভাবনার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন, মানুষের দেবসম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন? মানুষকে নিম্ন পর্যায়ের পশুর সাথে তুলনা করে উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে তেমনই মনে হতে পারে বটে। আর, যেখানে প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের শাসন হলো দার্শনিক-রাজার শাসন, প্রজ্ঞার শাসন, তা থেকে নিম্ন পর্যায়ের, তথা আইনের শাসনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে প্লেটো কি মানুষের প্রকৃতিকে নিম্ন পর্যায়ের বলে ধরে নেন? এখানে এসে প্লেটো তা স্পষ্ট করেন। তিনি মানুষের দেবসম্ভাবনার ওপর আস্থা হারাননি, কিন্তু এ তো স্পষ্ট যে, পৃথিবীতে অশুভই অধিক, আর তা মানুষেরই সৃষ্টি। "বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বহু ভাল জিনিসে, এবং সেইসাথে খারাপ জিনিসেও ভরপুর, এবং শেষোক্ত জিনিস প্রথমোক্ত জিনিসের চাইতে সংখ্যার দিকে থেকে অধিক, তাই আমরা জোরেশোরে বলি যে, আমরা সামনে যে-যুদ্ধ অপক্ষো করছে, তা কখনও শেষ হওয়ার নয়, এবং তা প্রচণ্ড সতর্কতার দাবি রাখে। যাহোক, সেইসব দেবতা আর স্পিরিট, আমরা যাদের অস্থাবর সম্পত্তি, তারা হচ্ছে আমাদের পক্ষশক্তি। আমাদেরকে যা ধ্বংস করে তা হলো অন্যায়-অবিচার এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন আগ্রাসন; আর আমাদেরকে যা সুরক্ষা দেয় তা হলো ন্যায় এবং কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন সংযম – দেবতাদের স্পিরিচুয়্যাল বৈশিষ্ট্যের অংশ যেসব সদ্‌গুণ, তা; পুরোপুরি স্পষ্টভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, স্বল্পমাত্রায় হলেও আমাদের মধ্যে তাদের অবস্থান আছে। (৯০৬এ-বি)" মানুষের দেবত্বের সম্ভাবনা না থাকলে, মানুষের প্রকৃতিতে উচ্চমাত্রা অর্জনের সম্ভাবনা না থাকলে শিক্ষার কোনও ভূমিকা

www.pathagar.com

থাকে না, ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ না নেওয়া গেলে নৈতিকতা নিয়ে কথাবার্তা বলারও কোনও অর্থ থাকে না। আর সকল কিছুই যদি নির্ধারিত থাকে, শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে তবে তো মানুষেরও যথার্থ কোনও ভূমিকা থাকে না, সে কেবল নিয়মের হাতে বন্দি এজেন্ট হয়ে থাকে; যেখানে স্বাধীন ইচ্ছার ভূমিকা থাকে না সেখানে ন্যায়ার্জন সম্ভব হবে বা কীভাবে? আমরা দেখতে পাই যে, প্লেটো এখানে ব্রহ্মাণ্ডীয় শৃঙ্খলা, আর তার সাথে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শৃঙ্খলা, ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার সম্পর্কের একটি সুবিন্যস্ত চিত্র তুলে ধরেছেন।

অধার্মিকতার আরেকটি রূপ হলো দেবতাদের সন্তুষ্টিবিধান করে নিজের স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা। দেবতাদের সদ্‌গুণের কারণে, 'দুর্নীতির ঊর্ধ্বে' তাঁদের অবস্থানের কারণে, তাকে এক অসম্ভব ব্যাপার হয়ে হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। যারা ভাবে যে, উৎকোচ দিয়ে নিজেদের সুরক্ষা দিতে পারবে তাদের যা যুক্তি প্লেটো তা উপস্থাপন করেন এভাবে: "নেকড়ে যদি পাহারাদার কুকুরকে তার শিকারের কিছু একটা ভাগ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারে, তবে তো সেই কুকুর লুটের অংশ পেয়ে খুশিই থাকবেই, আর পশুপালের লুণ্ঠন দেখেও চোখ বন্ধ করে থাকবে। (৯০৬ডি)" তা কি হওয়া সম্ভব? প্লেটোর যুক্তি হলো তাঁরা যদি 'জাহাজের নাবিক' হন, 'রথের সারথী', 'সমরনায়ক', অথবা 'চিকিৎসক', অথবা 'কৃষক', অথবা 'রাখাল', অথবা 'পাহারাদার কুকুর' হন, তবে তো উৎকোচের মাধ্যমে তাঁদের পথ ও দায়িত্ব থেকে তাঁদেরকে বিচ্যুত করা যাবে না। প্লেটো দেবতাকে সর্বোচ্চ রক্ষাকর্তা হিসেবে সাব্যস্ত করেন। "সকল দেবতাই কি সবার ক্ষেত্রে সকল রক্ষকের সেরা রক্ষক নয়? তাঁরা কি আমাদের সবচেয়ে বড় স্বার্থের প্রহরী নন? (৯০৭এ)" এই প্রত্যয়ের পেছনে প্লেটোর নিজস্ব ধর্মীয় প্রত্যয় কাজ করেছে বলে মনে হয়। প্রচলিত গ্রিক ধর্মবিশ্বাস এখানে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। আর দেবতা যে সর্বোচ্চ রক্ষাকর্তা তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্লেটো কোনও সম্মত ভিত্তিপ্রস্তাব থেকে যাত্রা শুরু করে তা প্রতিষ্ঠা করারও উদ্যোগ নেননি। তিনি দেবতার ভূমিকার যেসব উদাহরণ তুলে ধরেছেন তাঁরা তাঁদের ভূমিকার দিক থেকে স্বতঃসিদ্ধভাবেই রক্ষাকর্তা।

অধার্মিকতাকে গ্রিসের সকল নগররাষ্ট্রেই অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হত, অ্যাথেন্সে তো বটেই। *সক্রেটিসের জবানবন্দি*-তে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে যে-অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল তার অন্যতম ছিল প্রচলিত ধর্মের বিরোধিতা, রাষ্ট্র-অনুমোদিত দেবতার বাইরে নতুন দেবতার সূচনা করা। তার প্রাক্-আলোচনা হিসেবে আমরা *এউথাফ্রো* নামীয় একটি সংলাপ লাভ করেছি যেখানে ধার্মিকতা কী সেই প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছিল। সেখানে এউথাফ্রো যে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তা হল এমন: ধার্মিকতা হল তা-ই যা দেবতাগণ অনুমোদন করেন। কিন্তু দেবতাদের অনুমোদন জানার কোনও পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও সেখানে ধার্মিকতার কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যায় না, তবু এমন ধারণা পোষণের যুক্তি মেলে যে, "উত্তম এ-কারণে উত্তম নয় যে, দেবতাগণ তা অনুমোদন করেন, বরং জিনিসটি উত্তম বলেই দেবতাগণ তা অনুমোদন করেন।" *আইনকানুন*-এ তেমন কোনও সংজ্ঞাদানের চেষ্টা করা হয় না, কিন্তু অধার্মিকতার বাস্তব প্রকার কী তা তুলে ধরা হয়। আর এই পুস্তকের অন্তিমে প্লেটো তার শাস্তিবিধানের কথা বলেন।

www.pathagar.com

অধার্মিকতার ছয় ধরনের অপরাধ চিহ্নিত করে তাদের জন্য বিভিন্ন মেয়াদের জেলবাসের শাস্তি প্রস্তাব করা হয়, আর এর সাথে যুক্ত থাকে – যাকে আজকের ভাষায় বলা চলে – 'মগজধোলাই'। আর এই অবস্থানের সাথে সঙ্গতি রেখে বিধান দেওয়া হয় যে, "ব্যক্তিগত বাসস্থানে কেউ কোনও পূজাগৃহ স্থাপন করতে পারবে না। কারও মাথায় যদি কোনও যাগযজ্ঞের চিন্তা আসে, তাহলে তা নিবেদন করার জন্য তাকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত মন্দিরে যেতে হবে এবং নৈবেদ্য পবিত্রকরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত যাজক অথবা যাজিকার কাছে তা নিবেদন করতে হবে। (৯০৯ই)"

ধর্মতাত্ত্বিক এবং শাস্তিবিধানের এসব মতবাদ কি সক্রেটিস অনুমোদন করতেন? এখানে তরুণদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে; কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদেরকে ধমক-ধামকও দেওয়া হয়েছে। এটি একটি সক্রেটিস-বিরোধী অবস্থান। আর সেম্পরশীপের যে কঠোর অবস্থান তা কি কখনও সক্রেটিস অনুমোদন করতেন? প্লেটোর এই ধর্মতত্ত্ব যে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাতে কি তিনি বিশ্বাস করতেন? *জবানবন্দীতে* আমরা দেখেছি তিনি বলেছেন যে, তিনি প্রাকৃতিক দর্শন পরিত্যাগ করেছিলেন। নৈতিকতাকে প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের সাথে সম্পর্কিত করে, প্রাকৃতিক সূত্রকে ভিত্তি করে ন্যায়কে যুক্তিযুক্ত করার প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই সক্রেটিস অনুমোদন করতেন না। প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ নিয়ে যে-সংলাপগুলোতে সবচেয়ে বেশি আলোচনা চলেছে তা হলো *তাইমিয়াস* ও *ক্রিতিয়াস*। অন্যসব সংলাপে সক্রেটিস যেমন মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকেছেন, এ দুটো সংলাপে তেমন ঘটেনি। সক্রেটিস কেবল আলোচনার সূত্রপাত করেন এ দুটো সংলাপে। আর *আইনকানুনই* একমাত্র সংলাপ যেখানে সক্রেটিস উপস্থিত নেই। সুতরাং, একথা কি বলা যায় যে, *আইনকানুন* পুরোপুরি প্লেটোনীয় সংলাপ, অনেক বেশি রক্ষণশীল, তাই তাতে সক্রেটিসের অবস্থানকে প্লেটো যথাযথ মনে করেননি। আর তা করলে তাঁর অবস্থান সন্দেহের কবলে পড়ত আর তাই সক্রেটিস স্বাভাবিকভাবেই বাদ পড়েছেন?

এই সংলাপটি আরও একটি বিষয় তুলে ধরেছে আমাদের সামনে। পুরো ব্রহ্মাণ্ড-বিজ্ঞান সম্পর্কে প্লেটোর ধারণা গড়ে উঠেছে আত্মার অগ্রবর্তিতা নিয়ে। যে-প্রস্তাবভিত্তি থেকে সবকিছু গড়ে তোলা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে দৃশ্যমান যে-ব্রহ্মাণ্ড, এই পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-তারা যদি আত্মাহীন হয়, যদি একসময় তারা একত্রে জড় বস্তু হিসেবে থেকে থাকে – যেমনটি গ্রিসের তখনকার কোনও কোনও দার্শনিক বলতেন – তাহলে তাদের কে সচল করেছিল, জড় বস্তু তো স্বতঃচলের শক্তি ধরে না, কেবল আদি শক্তি, নিজেকে সচল করার শক্তি আত্মাই তা ধরে। সেইসূত্রে সকল বড় 'বডি', গ্রহ-তারার বিচলনের শক্তি হল আত্মার শক্তি। তাই তারা দেবতা হওয়ার দাবি রাখে। তাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, তাদেরকে দেবতা হিসেবে পুজো করতে হবে। প্লেটোকে যে 'দার্শনিক আস্তিক্যবাদের' স্রষ্টা বলা হয়, তা প্রতিষ্ঠিত সত্য; তাঁর দার্শনিক পদ্ধতি সমর্থনের দাবি রাখে, কিন্তু তা কি আধেয়ের ক্ষেত্রে সত্য হওয়ার দাবি রাখে? হয়ত এমন বলা যায় যে, বড় ধারণা বড়ভাবে মিথ্যা হতে পারে। প্লেটোর এই প্রত্যয় তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ।

বিশ্বের কার্যক্রম, তার পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় যে প্লেটো আত্মার, ঐশী শক্তির ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাকেও চিন্তার পশ্চাদ্‌পসরণ হিসেবে চিহ্নিত করা

www.pathagar.com

যায়। 'সকল কিছুই দেবতাপূর্ণ' বলে হোমারের যে কাব্যিক-ধর্মীয় অবস্থান, তারই পুনরাবৃত্তি করেন তিনি। প্লেটো যে কাব্যিক ধর্মতত্ত্বে প্রত্যাবর্তন করে তাকে দার্শনিক ভিত্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তা স্পষ্ট হয়ে উঠে এতে। সত্য বটে. প্লেটোর পক্ষে সাম্প্রতিককালে প্রণীত সৃষ্টির কিংবদন্তি (অথবা যদি বলা যায়, সৃষ্টিতত্ত্ব) যেমন 'বিগ ব্যাং' তত্ত্ব জানা সম্ভব ছিল না, জড় পদার্থ থেকে যে বিবর্তনের মাধ্যমে অজড় জিনিসের জন্ম হতে পারে, তা জানা সম্ভব ছিল না; কিন্তু যৌক্তিক পরম্পরা নির্মাণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছুনোর আকুতি প্লেটোকে যে-অধিবিদ্যাগত স্তরে নিয়ে গিয়েছিল, তা যে ভুল ছিল, পশ্চাৎমুখী ছিল, তা আমরা এখন জানি। কেবল আমরা কেন, প্লেটোর যুগে অন্যান্যরাও তা দেখতে পেয়েছিলেন, *আইনকানুন*-এও তার বিবরণ আছে, কিন্তু প্লেটো তা দেখতে পাননি। হয়ত সক্রেটিস তা আঁচ করতেন, প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ নিয়ে প্রণীত দার্শনিক প্রত্যয়ের যে চিরকালীন সত্য হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তা যে নিয়ত পরিবর্তনশীল, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই এ নিয়ে তাঁর আগ্রহ এগুয়নি, কূলকিনারা করতে পারবেন না ভেবে হয়ত কেবল কিংবদন্তির ওপর নির্ভর করতে চাননি, হাতের কাছের বাস্তব পৃথিবী, তার নৈতিকতার সমস্যা নিয়ে সারা জীবন ব্যাপৃত থেকেছেন।

প্লেটোর এই ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে পেছনে টেনে ধরেছিলেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন করা যায়। বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এর উল্টো মতই প্রতিষ্ঠা পায়। প্রচলিত গ্রিক ধর্মবিশ্বাসে দেবতাদের ক্রিয়াকাণ্ড নিয়মানুগ ছিল না। "... প্লেটোর ধর্ম প্রথাসিদ্ধ গ্রিক ধার্মিকতার ওপর বিপরীত কোটির প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রচলিত ধর্ম মানুষজনকে উৎসাহিত করত সংঘটিত ঘটনাকে স্বেচ্ছাচারী ঐশী কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করতে আর প্লেটোর ধর্মমতের আলোকে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয় প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের পেছনে সূত্র অনুসন্ধানে। প্রকৃত প্রস্তাবে, প্লেটো দেবতাদের ওপর একমাত্র যে বৈশিষ্ট্য আরোপ করেন, তা হলো যৌক্তিক উপায়ে সকল কিছুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা; তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শেষবিচারে যে স্বশাসিত, এই বিশ্বাসের অধিক কিছু হয়ে উঠে না তাঁর ধর্ম। গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাখ্যা করার জন্য প্লেটোনীয় জোর দাবি, সক্রেটিসপূর্ব দার্শনিকদের কিংবদন্তিমূলক ব্যাখ্যার বদলে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার অনুসন্ধানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। প্লেটো যে ধর্মতাত্ত্বিক ভাষায় তাঁর বিশ্বাসকে প্রকাশ করেছলেন তা বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে কোনও প্রভাব ফেলে না।"[৩৬] এই স্বশাসনের ধারণা বিশ্বের চিন্তাজগতে এক 'প্যারাডাইম' বদলই বটে। প্লেটো এই চিন্তার প্রথম প্রবক্তা নন, মনে করা হয় থেইলীজ তার সূচনাকারী। কিন্তু সবকিছুই নিয়মের অধীন, শৃঙ্খলার অধীন, তা সেটি নিরেট বস্তু হোক, আর দেবতাই হোক – এই ধারণা অভিনব বটে এবং প্লেটোই তার প্রবক্তা।

১২

একাদশ পুস্তকটি নিবেদিত হয়েছে মূলত দেওয়ানি, বাণিজ্যিক ও পারিবারিক আইন এবং সেইসাথে গৌণ কিছু আইন নিয়ে। সমাধিস্থ সম্পত্তি অপসারণ না করা, তার প্রতি লোভ না করা, পড়ে থাকা কোনও জিনিসে ('রাস্তাঘাটের দেবীর পবিত্র জিনিস') হাত

www.pathagar.com

না দেওয়া এবং খুচরা ব্যবসা সংক্রান্ত নৈতিক আচরণ নিয়ে অ্যাথেনীয় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন এ পর্যায়ে। অনৈতিক কাজ সুবিধার দোহাইয়ের মাধ্যমে কখনও সঠিকতা পায় না। আত্মার শুদ্ধতাই আরাধ্য – এই প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। "পকেটে অর্থপ্রাপ্তির বদলে আত্মার ন্যায়প্রাপ্তির মাধ্যমে আমি স্বল্প সম্পদের বদলে অধিক সম্পদলাভে আর সেইসাথে আমার আত্মার প্রকৃষ্ট অংশের অধিকারী হতে সক্ষম হব। (৯১৩বি)" এই পুস্তকে বাণিজ্যিক ও খুচরা ব্যবসা সংক্রান্ত আইনকানুনও উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে কড়াকড়ি নিয়মকানুন ও সততা অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। বিনিময় ও বেচাকেনার কড়াকড়ি আইন উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে প্লেটো শৃঙ্খলা ও মানমর্যাদার ক্রমসোপানের বিন্যাস, শৃঙ্খলা ও ধার্মিকতা ও সম্মানীয় সত্তার মধ্যে সম্পর্ক তুলে ধরেন। "কোনও একজন মানুষ যদি দেবতার সবচেয়ে ঘৃণ্য বলে পরিগণিত হতে না চায় তবে দেবতাকে আহ্বান করার সময় কিছুতেই তিনি মিথ্যা বলবেন না, মিথ্যা কাজ করবেন না, কথায় ও কাজে কোনও প্রতারণা করবেন না। এই মানুষ হলো সেই ধরনের মানুষ যে মিথ্যা শপথ নেওয়ার বেলায়ও দেবতার কথা ভাবেন না; দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর চাইতে বড়দের সামনে মিথ্যা কথা বলেন। যারা মন্দদের চাইতে 'প্রকৃষ্ট' মানুষ, তারা হলেন উত্তম মানুষ, এবং (সাধারণত) কমবয়েসীদের চাইতে বড় হলেন বয়োজ্যেষ্ঠগণ – তার অর্থ হলো পিতামাতা তাদের সন্তানদের চাইতে বড়, আর আবশ্যিকভাবেই পুরুষমানুষ মেয়েলোক ও শিশুদের চাইতে, এবং শাসক প্রজাদের চাইতে, বড়। এই বড় মানুষজনকে যেন আমরা সকলেই ভয় করি, সকল ধরনের শাসনের ক্ষেত্রে, বিশেষত, রাজনৈতিক কর্তৃত্বে আসীন হিসেবে বড় যাঁরা, যাঁরা আমাদের হাল আলোচনার মধ্যমণি, তাঁদের যেন আমরা শ্রদ্ধা করি। (৯১৭এ)"

ম্যাগ্নেসিয়াকে যেহেতু নৈতিকতার বিচারে উচ্চ মানের রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাই যা-কিছু সদ্‌গুণ অর্জনকে বিঘ্নিত করে তা পরিহার করতে হবে। খুচরা ব্যবসাকে প্রয়োজনীয় ও সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর 'সমান বিতরণের' একটি উপায় বিবেচনা করা হলেও তার অপব্যবহার যে অনৈতিক হয়ে দাঁড়ায় তার কথা বলেন প্লেটো। এই খুচরা ব্যবসার আলোচনার সূত্রেই আমরা প্লেটো কর্তৃক অনুভূত মনুষ্যচরিত্রের সর্বজনীন ও চিরকালীন এক মতবাদের দেখা পাই, যা তাঁর অভিজাততন্ত্রের পক্ষে যেমন একটি যুক্তি হয়ে দেখা দেয় তেমনই সকল মানুষের দেব-সম্ভাবনার প্রতি এক নৈরাশ্যজনক প্রত্যয়ও হয়ে উঠে। "বিভিন্ন ধরনের চাহিদা এবং বাসনা যখন মনুষ্যগোষ্ঠীর ওপর আঘাত হানে তখন কেবল ক্ষুদ্র একটি অংশ – বিরল সহজাত প্রতিভাধারী উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত গুটিকয়েক মানুষই কেবল দৃঢ়ভাবে সংযম দেখাতে পারে; প্রভূত অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ দেখা দিলে তা না নিয়ে সম্পদের সামান্য শক্তি-অর্জন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে, এমন লোকের দেখা পাওয়া বিরল (৯১৮ডি)"। সমাজে অধিক সম্পদ সৃষ্টি যেমন বিপজ্জনক, তা যেমন সমাজের নৈতিকতাকে পঙ্কে নিমজ্জিত করে দিতে পারে তেমনই সম্পদের অভাবও, মানুষের দারিদ্র্যও তার চরিত্রনাশ করতে পারে। অ্যাথেনীয় বলেন, "এক্ষেত্রে প্রাচীন প্রবাদ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক: অসুখবিসুখ ও এ-ধরনের অন্য ক্ষেত্রে 'বিপরীত দুই ঘরের শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা কঠিন'। আমাদের হালের লড়াই এমনই একটি কেইস: এটি দুই শত্রু – সম্পদ ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই; বিলাসিতার মাধ্যমে সম্পদ

www.pathagar.com

আমাদের আত্মাকে কলুষিত করে, আর দারিদ্র্য আমাদের তাড়িত করে নিদারুণ বেদনায়, তার কারণে আমরা সকল ধরনের লজ্জা-চিন্তা হারিয়ে ফেলি। (৯১৯সি)" এই রোগের ক্ষেত্রে একটি আলোকিত সমাজের জন্য কী সমাধান দেওয়া যাবে? "প্রথমত, এই সমাজের উচিত খুচরা ব্যবসায়ী শ্রেণিকে যতদূর সম্ভব ছোট রাখা; দ্বিতীয়ত, খুচরা ব্যবসায় এমন লোকজনকে নিয়োজিত করা যাদের দুর্নীতি নগরের জন্য সবচেয়ে কম ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেয়; তৃতীয়ত, এ ধরনের কাজে যারা নিয়োজিত হয়, তারা যাতে সহজে পুরোপুরি নির্লজ্জ এবং ক্ষুদ্রমনা কাজে ডুবে যেতে না পারে, তা প্রতিরোধ করার জন্য কোনও একটা পথ বের করা। (৯১৯ সি-ডি)" প্লেটো সেই পথ খুঁজে নেন ম্যাগ্‌নেসিয়ার নাগারিকদের ব্যবসাকার্য থেকে দূরে রেখে, এই কাজ অন্যদের হাতে অর্পণ করে। "এখানে পাঁচ হাজার চল্লিশ খানার কোনওটির স্বত্বাধিকারী মানুষই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় খুচরা অথবা পাইকারি বিক্রেতা হবে না" এবং "যে-ব্যক্তি খুচরা ব্যবসায় নিয়োজিত হতে চায়, তাকে অবশ্যই হতে হবে ভিনদেশি-অধিবাসী অথবা একজন আগন্তুক।" এই ভিনদেশি অধিবাসী কারা? অনুমান করা যায় তারা গ্রিসের অন্য নগররাষ্ট্রের বাসিন্দা, কারণ, ভিনদেশি অন্য মানুষ মাত্রই 'বর্বর', আর অন্যদের সাথে, যেমন ফার্সিদের সাথে, বিরোধিতার সূত্রে লেনদেন থাকার প্রশ্নই উঠে না। তাই দেখা যায় যে, প্লেটো কেবল ম্যাগ্‌নেসিয়ার অভ্যন্তরেই শ্রেণিবিভাজন ও অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেন না, গ্রিক কমনওয়েলথ-এর অন্য নগররাষ্ট্রের মধ্যে ম্যাগ্‌নেসিয়াকে আদর্শতম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব করেন।

এই পুস্তকে বিভিন্ন খুঁটিনাটি পারিবারিক আইন উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাদের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, প্রথা ও আইনভঙ্গের জন্য কী ধরনের শাস্তি বিধান করা হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যতম প্রসঙ্গগুলো হল, উইল, উত্তরাধিকারসূত্রে সন্তানদের সম্পত্তি লাভ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার হওয়ার যোগ্যতা হতে কাদেরকে কীভাবে বঞ্চিত করা যাবে তার বিধান, বয়সের কারণে ভীমরতিগ্রস্ত হওয়া, ব্যক্তিদের পরিবারের অভিভাবকত্ব প্রদানের সুযোগ হতে বঞ্চিত করার রীতি, বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ, স্ত্রী অথবা স্বামীর মৃত্যুতে পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা, মিশ্র সামাজিক অবস্থানে জন্ম নেওয়া সন্তানদের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় এবং তাদের অভিভাবকত্ব নির্ধারণ এবং এতিমদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। সম্পত্তির অধিকার ও উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনাসূত্রে প্লেটো যে-মতবাদ উপস্থাপন করেন তাতে এমন ভাবার কারণ দেখা দেয় যে, তিনি রাষ্ট্রের সর্বাগ্রতা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার সামগ্রিক প্রভাবের কথা বলেন। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রের কল্যাণই মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। আইনপ্রণেতার যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সত্য হিসেবে বিবেচিত হল তা হলো এমন: "এমনকি তোমাদের সম্পত্তিও, তোমাদের নিজের মালিকানাধীন নয়, বরং, সমভাবে তার মালিক হলো তোমার পুরো গোষ্ঠী, পূর্বপুরুষ এবং বংশধরেরা; আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে তোমাদের পুরো গোষ্ঠী আর তার সম্পূর্ণ সম্পত্তির মালিক হল নগরী। ... তোমাদের গোষ্ঠী ও সমগ্র নগরীর স্বার্থরক্ষা, এবং ন্যায়তই ব্যক্তির স্বার্থকে গৌণ বলে বিবেচনা করা ব্যতীত অন্য কোনওভাবেই আমি আইন প্রণয়ন করব না। সুতরাং, তোমরা যখন তোমাদের তোমাদের ভ্রমণপথ – যা পুরোটাই দেহের পথ – পেরুচ্ছ, তখন আমাদের

www.pathagar.com

প্রতি সংযম ও শুভেচ্ছা প্রদর্শন কর: আমরা তোমাদের ভষ্যিতের হাল-হকিকতের প্রতি দৃষ্টি রাখব, এবং একেবারে খুঁটিনাটিসহ তোমাদের সকল স্বার্থকে সুরক্ষা দেব। (৯২৩বি-সি)" এখানে প্লেটোর সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী চিন্তার দর্শন দেখতে পাওয়া খুব একটা কষ্টকর হয়ে দেখা দেয় না। পূর্বেও আমরা তাঁকে বলতে শুনেছি "ব্যক্তিস্বার্থের বদলে জনস্বার্থ যদি যথাযথভাবে মেটানো হয়, তবে ব্যক্তিমানুষ এবং একইভাবে সাধারণ জনগোষ্ঠী উপকৃত হয়।" অধিকন্তু অধার্মিকতার প্রতিবিধান করা এবং ধার্মিকতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে প্লেটো আমরা তরুণদের শাসাতে দেখেছি: "... তুমি নিছক একটি ক্ষুদ্র বালিকণা, যা সবকিছু সত্ত্বেও সমগ্রের মঙ্গলে অবদান রাখে; আর তুমিই ভুলে গেছ, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সমৃদ্ধির জীবনদানের উদ্দেশ্য ছাড়া কোনও কিছুই সৃষ্টি করা হয় না। তুমি ভুলে গেছ, সৃষ্টি তোমার লাভের জন্য নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খাতিরে তুমি অস্তিমান আছ। (৯০৩সি)"

মানুষের ব্যক্তিগত ভূমিকাকে এতটা খাটো করা, সমগ্রের জন্য এককেকে অগুরুত্বপূর্ণ করে তোলা এবং ব্যক্তির চিন্তা ও বক্তব্য রাখার স্বাধীনতা খর্ব করার এই মতবাদকে কি সক্রেটিস সমর্থন করতেন? পপার প্লেটোর এই ভূমিকাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি লিখেছেন[৩৭]:

> তার সবচেয়ে প্রতিভাবান শিষ্য অচিরেই প্রমাণ করবে সে সবচেয়ে কম বিশ্বস্ত। তাঁর পিতৃব্য যেমন সক্রেটিসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তিনিও তা-ই করেছিলেন।... প্লেটো একটি রুদ্ধ সমাজের তত্ত্ব নির্মাণের লক্ষ্যে তাঁর বিপুল উদ্যোগের ক্ষেত্রে সক্রেটিসকে জড়িত করতে চেয়েছিলেন; এ-ব্যাপারে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি, কারণ ততদিনে সক্রেটিসের জীবনাবসান ঘটেছে।...।
>
> আমরা যদি *জবানবন্দি* ও *ক্রিতো*-কে সক্রেটিসের অন্তিম উইল হিসেবে, আর তার সাথে যদি প্লেটোর শেষ ইচ্ছাপত্র – *আইনকানুন*-এর তুলনা করি, তাহলে তা অন্য কোনওভাবে বিচার করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সক্রেটিস মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন কিন্তু বিচারের সূচনাকারীদের ইচ্ছা তা ছিল না। প্লেটোর *আইনকানুন* ইচ্ছার সেই অভাবকে পূরণ করেছিল। এখানে তিনি ঠাণ্ডা মাথায় ও সাবধানে তাঁর 'ইনকোয়িজিশন'-এর তত্ত্বের বিশদায়ন করেছেন। কারণ, মুক্ত চিন্তা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা, তরুণদের নতুন ধ্যান-ধারণা শিক্ষা দেওয়া, নতুন ধর্মীয় পদ্ধতি এমনকি মতামতের প্রবর্তনকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এতে। প্লেটোর রাষ্ট্রে সক্রেটিসকে হয়ত কখনও জনসমক্ষে জবানবন্দি দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হত না; নিশ্চিতই বলা যায়, তাঁর রুগ্ন আত্মার আরোগ্য সাধনের জন্য এবং পরিশেষে তার শাস্তি প্রদানির তাঁকে নৈশ-কাউন্সিলের হাতে তুলে দেওয়া হত।"

পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ম্যাগ্‌নেসিয়ার আইনপ্রণেতা খুবই কঠোর ও নিয়মনিষ্ঠ। অ্যাথেনীয় তাদেরকে 'জীবন্ত প্রার্থনালয়' বলে অভিহিত করেন। পিতামাতার প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধাপ্রদর্শনকে যে কেবল সামাজিক প্রথা হিসেব প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা-ই নয়, তাদেরকে অপমান করা, অবহেলা করার কারণে আইনি আদালতে অভিযোগও দায়ের করা যাবে; শুধু পিতামাতাই নয়, অন্য যে-ই তা দেখতে

www.pathagar.com

পাবে সে-ই অভিযোগ রুজু করতে করতে পারবে। প্লেটো এ পর্যায়ে এসে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য, এক্ষেত্রে আইনি দর্শন, তথা আইনশাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শন করেন। অ্যাথেনীয় বলেন:

> কোনও মানুষ অন্য কোনও মানুষের নির্বুদ্ধিতার কবলে পড়ে, বয়সের স্বল্পতা অথবা এ-ধরনের অন্য কোনও কারণে যদি অন্যায়কার্য করে, তবে তার দণ্ড তুলনামূলকভাবে কম হওয়া উচিত; কিন্তু যদি অপরাধ করা হয় নিজের বুদ্ধির অভাবে এবং ভোগসুখ ও বেদনার অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করার অক্ষমতার কারণে – যেমন করা হয় ভীরুতা ও ভীতি অথবা গভীরভাবে প্রোথিত হিংসা, লালসা অথবা ক্রোধের শিকার হওয়ার কারণে – তাহলে দণ্ড হবে প্রচণ্ড। অতিরিক্ত যে-দণ্ড প্রদান করা হবে, তা অপরাধ করার জন্য নয় (যা ঘটে গেছে তাকে তো মুছে ফেলা যাবে না) বরং ভবিষ্যতের জন্য; আমরা আশা করি, অপরাধী নিজে এবং যারা তার শাস্তি প্রত্যক্ষ করে তারা অন্যায়কে ঘৃণা করতে উদ্বুদ্ধ হবে, অথবা নিদেনপক্ষে এই ধ্বংসাত্মক রোগ থেকে যথেষ্ট ভালোভাবে আরোগ্যলাভ করবে। এই আইনটিকে ভাল তীরন্দাজের মতো লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে এমন দণ্ডরূপে প্রদান করা যায় যাতে অপরাধের পরিসর প্রতিফলিত হয় এবং একইসাথে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত হয়; এসব কারণ ও বিবেচনাই তাকে অপরিহার্য করে তোলে। বিচারকের লক্ষ্য হবে একই; তাঁকে নির্ধারণ করতে হবে বিবাদি কী পরিমাণ দণ্ড বা জরিমানা দেবে, তথা, তাঁর আইনগত দায়িত্বপালনকালে তাঁকে হুবহু আইনপ্রণেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে; আর আইনপ্রণেতাকেও অবশ্যই নিজেকে এক ধরনের শিল্পীতে রূপান্তরিত করতে হবে এবং তার লিখিত ব্যবস্থাপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষ ব্যবস্থা নির্দেশ করতে হবে। (৯৩৪এ-সি)

অপরাধীর অবস্থান সম্পর্কে প্লেটো এখানে আবারও তাঁর ধারণা তুলে ধরেন। 'কেউ স্বেচ্ছায় অপরাধ করে না' মর্মে সক্রেটিসের যে মতবাদকে প্লেটো তাঁর আপন মতবাদ করে নিয়েছিলেন, তাতে অজ্ঞতাকে, তথা এখানে যেমন বলা হয়েছে – 'নিজের বুদ্ধির অভাব এবং ভোগসুখ ও বেদনার অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করার অক্ষমতা'-কে, অপরাধের কারণ হিসেবে দেখা হয়। শাস্তিবিধানের ক্ষেত্রে অপরাধী ও অন্য মানুষ যাতে ভবিষ্যতে অপরাধ করতে বারিত থাকে, তা নিশ্চিত করাই আইনের উদ্দেশ্য হিসেবে দেখা দেয়।

১৩

দ্বাদশ ও সর্বশেষ পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন এবং অভিনব কিছু প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে বলে অনেকে ধারণা করেছেন যে, এটি 'উত্তরলেখ' হিসেবে লেখা হয়েছিল। পুস্তকটি পাঠ করলে আমাদের ধারণা হয় যে, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক, সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণও বটে। এতে শাসনব্যবস্থা ও শাসক নিয়ে নতুন সমাধান দেওয়া হয়েছে, 'নৈশ-কাউন্সিল' নামে সর্বোচ্চ একটি কাউন্সিলের কথা বলা হয়েছে, যা রাষ্ট্রের আইনকানুনের সুরক্ষা দেবে। রাষ্ট্র কীভাবে টেকসই হবে তার আলোচনা করা হয়েছে এতে। প্লেটো যে পূর্বে বলেছিলেন তার প্রস্তাবিত ব্যবস্থাটি রাজতন্ত্র আর গণতন্ত্রের মধ্যবর্তী একটি ব্যবস্থা, তার রূপরেখা কিছুটা স্পষ্টতা পায় এই পুস্তকটিতে। *রিপাবলিক*-এ যাকে দার্শনিক-রাজার শাসন এবং *রাষ্ট্রনায়ক*-এ শাসন-পারদর্শী 'আদল-জানা' রাষ্ট্রনায়কের, তথা সর্বোত্তমের শাসন হিসেবে দেখানো হয়েছিল তার দাবি

www.pathagar.com

সম্পর্কে বিস্মৃত না হয়েও তিনি এখানে অভিনব উপায়ে তার সাথে গণতন্ত্রের সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন। আর রাষ্ট্র গঠনই যে কেবল গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাকে যে স্থায়িত্ব দিতে হবে এবং কীভাবে তা দিতে হবে তার আলোচনাও করা হয় এই পুস্তকটিতে। পুস্তকটি রচনার সময় প্লেটোর হয়ত মনে পড়েছিল কিছু কিছু বিধান বাদ পড়েছে, তা নিয়ে এই অন্তিম পুস্তকটিতে যুক্ত করেছিলেন, যেমন, 'কূটনৈতিক মিশনের লোকজনের করণীয় এবং তাঁদের অপরাধ', 'জনসম্পদ চুরি', 'সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব-কর্তব্য', 'অস্ত্রত্যাগের অপরাধ নির্ধারণ ও তার শাস্তি'। ম্যাগ্নেসিয়ার শাসকদের মধ্যে তিনি আইনের অভিভাবক তথা ম্যাজিস্ট্রেট, সেইসাথে ম্যাজিস্ট্রেট অনুসন্ধানকারী, সামরিক কর্মকর্তা – সেনাপতি, কোম্পানি কমান্ডার, অশ্বারোহী কমান্ডার, তিনশত ষাট জনের কাউন্সিল ও তার নির্বাহী কমিটি, যাজক, ব্যাখ্যাকার, কোষাধ্যক্ষ, মাঠ-নিয়ন্ত্রক, বাজার-নিয়ন্ত্রক, নগর-নিয়ন্ত্রক, শিক্ষা আধিকারিক, শিক্ষা মন্ত্রীর নির্বাচন প্রস্তাব করেছিলেন; তার বাইরে এখন 'নিরীক্ষক' নির্বাচনের প্রস্তাব করছেন। এই নিরীক্ষকগণ সর্বোচ্চ মর্যাদার শাসক হিসেবে আবির্ভূত হবে। তাঁদের অংশগ্রহণসহ অন্য অনেকের যুক্ততায় একটি 'নৈশ-কাউন্সিলের' প্রস্তাবও এই পুস্তকেই প্রথমবারের মতে প্রস্তাব করা হয়। 'বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক', 'বিদেশ ভ্রমণ' 'বিদেশে পাঠানো পর্যবেক্ষদের প্রয়োজনীয়তা ও তাদের ভূমিকা', 'বিদেশি পর্যটকদের নগরীতে আগমনের অনুমতিদান', 'স্বত্ব নিয়ে মামলা মোকদ্দমার পদ্ধতি ও তার সময়সীমা', 'আদালতে হাজির হতে বাধাদানের ক্ষেত্রে প্রদেয় শাস্তি', 'প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে বাধাদানের শাস্তি', 'চুরির মালামাল গ্রহণের শাস্তি', 'নির্বাসিত ব্যক্তিকে আশ্রয়দান', 'ব্যক্তিগত যুদ্ধ ঘোষণা ও তার জন্য প্রদেয় শাস্তি', 'উৎকোচ গ্রহণের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তি প্রদান', 'অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার নিয়মকানুন', ইত্যাদিও আলোচিত হয়েছে পুস্তকটিতে। আইনের অন্যান্য বিষয় যেমন, 'রায়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতি', 'আইনী পদ্ধতি ও আইনচর্চার গুরুত্ব'ও স্থান পেয়েছে এই পুস্তকে। সর্বোপরি, প্লেটো এখানে শাসনপদ্ধতিতে যে 'নৈশ কাউন্সিলের' প্রস্তাব করেন তাকে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের আইনের তত্ত্বাবধান করা ও স্থায়িত্ব রক্ষার কাজে নিয়োজিত হবে বলে বলা হয়। প্লেটোর প্রথম পর্বের রাষ্ট্রদর্শন, যা মূলত *রিপাবলিক*-এ উপস্থাপিত হয়েছে তাতে ক্ষমতা ও দায়িত্বের এত ক্রমসোপান নেই; অভিভাবক, শাসক ও আধিকারিকদের নির্বাচনের ব্যবস্থাও নেই। প্লেটো *রাষ্ট্রনায়ক* এবং *ফাইলেবস* হয়ে যখন অন্তিমে *আইনকানুন*-এ পৌছেন তখন আমরা প্রভূত সেই পরিবর্তন লক্ষ করি। এসব সংলাপে বিধৃত মতবাদসমূহকে অন্তিম পর্বের রাজনৈতিক চিন্তা হিসেবে দেখা হয়।

সামরিক সার্ভিসের সূত্রে প্লেটো শৃঙ্খলা ও নির্দেশ প্রদান ও কড়াকড়িভাবে তা প্রতিপালনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সেইসূত্রে অ্যাথেনীয় যে-প্রস্তাব করেন তা বিশদভাবে তুলে ধরা হয়; তা নিম্নোক্তরূপে বলা হয়: "কেউই – কোনও পুরুষ ও নারী যেন কোনও শাসক ব্যতীত না থাকে; কোনও আত্মা যেন সত্যিকার ক্রিয়াকর্মে অথবা লড়াইয়ের খেলায় একা একা এবং নিজে নিজে কোনও কিছু করার অভ্যাস পরিগ্রহ না করে; সকল সময়ে, যুদ্ধে ও শান্তিতে, সেই আত্মার উচিত অব্যাহতভাবে নেতার দিকে তাকিয়ে থাকা এবং তাকে অনুসরণ করা, এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিসের ক্ষেত্রেও তার

www.pathagar.com

নির্দেশ যাচঞা করা। (৯৪২এ-বি)" "আমাদের নিজদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন সঙ্গীসাথী ভিন্ন কোনও কিছু করার ভাবনাকে আমরা প্রবৃত্তিগতভাবে প্রত্যাখ্যান করি; সম্ভব হলে, আমরা যেন এমন জীবনই যাপন করি যেখানে কোনও গ্রুপের সদস্য হিসেবে সম্মিলিত ও যৌথ অ্যাকশন্ ব্যতীত কোনও কিছুই করা না হয়। যুদ্ধে নিরাপত্তা ও চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করার জন্য এর চাইতে অধিক শক্তিশালী এবং কার্যকর হাতিয়ার আর নেই, আর কখনও হবেও না। শান্তিকালে, একবারে শৈশব থেকেই, আমাদেরকে এই জিনিসটিরই অনুশীলন চালাতে হবে: অন্যের ওপর কর্তৃত্ব করা, এবং প্রতিপক্ষে, সেই কর্তৃত্বের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। সকল মানুষের জীবন হতে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সকল প্রাণীর জীবন হতে, নিয়ন্ত্রণ-মুক্তির বিষয়টি আপোষহীনভাবে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। (৯৪২সি-ডি) " এই যে অবস্থা তাকে অনেকে প্লেটোর সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী মতবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

একে পুরো সমাজের সার্বিক অবস্থা হিসেবে বিবেচনা না করে কেবল সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা হিসেবে দেখিয়ে অনেকে এমন যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এ-কারণে প্লেটোকে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী বলা যথাযথ নয়। কিন্তু আমরা দেখেছি কেবল যে সামরিক শৃঙ্খলা ও সামরিক বাহিনীর সদস্যগণের সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করার জন্যই তাঁকে সর্বনিয়ন্ত্রয়ণবাদী বলা হয়, তা নয়, *আইনকানুন*-এ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণীত হয়, সমাজকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হয় এবং ব্যক্তিমানুষকে তার অগুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা হয়; এমন যে সমগ্রতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তার জন্যও প্লেটোকে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী বলা হয়।

কার্ল পপার *রিপাবলিক*-এর সূত্রে প্লেটোর সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী মতবাদ তুলে ধরেছেন এবং তাঁর ন্যায়ের ধারণাকে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ন্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, এবং তিনি তার বিপরীতে ন্যায়ের মানবতাবাদী তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ন্যায়ের মানবতাবাদী তত্ত্ব তিনটি মূল দাবি বা প্রস্তাব উপস্থাপন করে, যা নামত (ক) খোদ সমতাবাদী নীতি, অর্থাৎ, 'প্রাকৃতিক' সুবিধা অবসানের প্রস্তাব, (খ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সাধারণ নীতি, এবং (গ) নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষা করা, অর্থাৎ রাষ্ট্রের কাজ ও উদ্দেশ্য হল সেই নীতি প্রতিষ্ঠা করা। এই রাজনৈতিক দাবি বা প্রস্তাবের প্রতিটির সরাসরি বিপরীতে আছে প্লেটোবাদী নীতি, নামত (ক১) প্রাকৃতিক সুবিধার নীতি, (খ২) সমগ্রতাবাদ অথবা যুথবাদ, এবং (গ৩) ব্যক্তিমানুষের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত রাষ্ট্রের স্থায়িত্বকে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং জোরদার করা – এইমর্মে অনুসৃত নীতি।"[৩৮] এই দৃষ্টিকোণ থেকে *আইনকানুন*-এর বিচারেও প্লেটোকে সর্বনিয়ন্ত্রয়ণবাদী বলাই যুক্তিযুক্ত। *রিপাবলিক*-এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, শাসক ও অভিভাবক শ্রেণিক প্রাকৃতিক বা সহজাত উচ্চমর্যাদা ও সুবিধালাভকে যুক্তিযুক্ত বলে তুলে ধরা হয়েছে এবং তাকে ন্যায় বলে অভিহিত করা হয়েছে। *আইনকানুন*-এ এই সমতার প্রাকৃতিক সুবিধার নীতি, শ্রেণিশাসনের যৌক্তিকতায় উপস্থাপন করা হয়নি, তা সদ্‌গুণ তথা জিউসের বিচারশক্তির পরিপ্রেক্ষিত থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে। যূথবাদিতাও সেখানে স্পষ্ট। রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ও স্থায়ীত্ব সেখানেও জোর পেয়েছে। ষষ্ঠ পুস্তকে আমরা প্লেটো অসমতাবাদী মতবাদের পরিচয় পেয়েছি। এই অসমতা গড়ে উঠে সম্পত্তির অসমতা

www.pathagar.com

এবং সেইসাথে যুক্তিবোধের ক্ষমতার ভিন্নতার কারণে। ন্যায়ের এই ধারণা সত্তাসারে *রিপাবলিক*-এর ধারণার সাথে এক হয়ে দেখা দেয় যখন বলা হয় 'প্রত্যেকে তার প্রকৃতি অনুসারে' তার ক্ষমতা লাভ করবে আর 'প্রত্যেককে তার সদ্‌গুণ এবং শিক্ষার অনুপাত অনুযায়ী সম্মান প্রদানই তার লক্ষ্য।'

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদবিরোধিতা ও যুথবাদের মাত্রাও *আইনকানুন*-এ সমভাবেই স্পষ্ট। সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারণের সূত্রে আইনদাতা যখন বলেন যে, "তোমরা, এমনকি তোমাদের সম্পত্তিও, তোমাদের নিজের মালিকানাধীন নয়, বরং, সমভাবে তার মালিক হলো তোমার পুরো গোষ্ঠী, পূর্বপুরুষ এবং বংশধরেরা; আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে তোমাদের পুরো গোষ্ঠী এবং (৯২৩বি) তার সম্পূর্ণ সম্পত্তির মালিক হলো নগরী। ... তোমাদের গোষ্ঠী ও সমগ্র নগরীর স্বার্থরক্ষা, এবং ন্যায়তই ব্যক্তির স্বার্থকে গৌণ বলে বিবেচনা করা ব্যতীত অন্য কোনওভাবেই আমি আইন প্রণয়ন করব না। ... আমরা তোমাদের ভবিষ্যতের হাল-হকিকতের প্রতি দৃষ্টি রাখব এবং একেবারে খুঁটিনাটিসহ তোমাদের সকল স্বার্থকে সুরক্ষা দেব (৯২৩এ-সি)"– তখন তিনি ব্যক্তিমানুষের বদলে রাষ্ট্রের সর্বাত্মক ভূমিকাকেই স্পষ্ট করে তোলেন। পুরো ব্রহ্মাণ্ডে রাষ্ট্রের অবস্থান আর তাতে ব্যক্তিমানুষের অবস্থানের এক সমগ্রতাবাদী পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরেন। বিধাতার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী যুবকদের প্রতি আইনপ্রণেতা যে বক্তব্য রাখেন তাতেও এই সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী প্রত্যয় ধরা পড়ে। "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি তত্ত্বাবধায়ক তিনি এর সংরক্ষণ এবং পরম উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি রেখে সবকিছুকে বিন্যস্ত করেছেন; এর প্রতিটি অংশ তাদের বিভিন্ন ক্ষমতা অনুসারে এককভাবে যথাযথ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই অংশসমূহের সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় ক্ষমতার ক্ষুদ্রতম কৃত্যের প্রতিটিকে নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির নিয়ন্ত্রণে বিন্যস্ত করা হয়েছে যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রতম উপাদানকেও নিখুঁত করে তুলেছে। আর এর একটি অংশ হচ্ছ একগুঁয়ে তুমি – নিছক একটি ক্ষুদ্র বালিকণা, যা সবকিছু সত্ত্বেও সমগ্রের মঙ্গলে অবদান রাখে; আর তুমিই ভুলে গেছ, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সমৃদ্ধির জীবনদানের উদ্দেশ্য ছাড়া কোনও কিছুই সৃষ্টি করা হয় না। তুমি ভুলে গেছ সৃষ্টি তোমার লাভের জন্য নয়: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খাতিরে তুমি অস্তিমান আছ। (৯০৩বি-সি)" যদিও এই সাবধানবাণী অবিশ্বাসী যুবকদের উদ্দেশে প্রদত্ত, তবু অনুধাবন করতে কষ্ট হয় না সকল মানুষের ব্যাপারে এটিই প্লেটোর দৃষ্টিভঙ্গি। পপার লিখেছেন,[৩৯]

> ... *রিপাবলিক* ও পরবর্তী কালের লেখায় প্লেটোর ন্যায়ের তত্ত্ব যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা হল তাঁর কালের সমতাবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং সংরক্ষণবাদী প্রবণতাকে পরাস্ত করার এবং সর্বনিয়ন্ত্রবাদী ন্যায়-নৈতিকতার বিকাশসাধন করে গোত্রবাদের দাবি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার সচেতন প্রয়াস। একই সাথে তিনি নতুন মানবতাবাদী নৈতিকতা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন; কিন্তু সমতাবাদকে যুক্তি দিয়ে মোকাবেলা না করে তিনি এমনকি তার আলোচনা থেকেও বিরত থেকেছেন। তিনি সফলভাবেই মানবতাবাদী মনোভাবকে প্রাকৃতিকভাবে উচ্চতর প্রভু নৃগোষ্ঠীর সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী শ্রেণি শাসনের পক্ষে তালিকাভুক্ত করেছিলেন; তার শক্তি তিনি ভাল করেই জানতেন।

www.pathagar.com

> তিনি দাবি করেছেন রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব উর্ধ্বে ধরে রাখার জন্য এইসব শ্রেণি প্রাধিকার জরুরি। সেজন্যই এগুলোই হলো ন্যায়ের উপাদান। অন্তিম বিশ্লেষণে এই দাবির যৌক্তিক ভিত্তি হল এই যে, ন্যায় রাষ্ট্রের শক্তি, স্বাস্থ্য ও স্থায়ীত্বের জন্য প্রয়োজনীয়; এই যুক্তি আধুনিক সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী সংজ্ঞার পুরোপুরি সদৃশ: জাতির শুভ, অথবা আমার শ্রেণি, অথবা আমার পার্টির জন্য যা উপকারী, তা-ই ন্যায্য।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্লেটোকে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী হিসেবে স্থির করা সত্ত্বেও আমরা *আইনকানুন*-এ এসে নিয়ন্ত্রণের কিছুটা নরম প্রকৃতি লক্ষ করি – ধনী দরিদ্রের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি এবং আধিকারিকদের বিচক্ষণতা ও স্ব-মত প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এবং শাসকদের দায়বদ্ধতা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণের সেই সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী মাত্রার রাশ নরম হয়। স্যন্ডারস্ লিখেছেন, "যদিও প্লেটো অনেকটা নিশ্চল পদে ম্যাগ্নেসিয়ার সংবিধানকে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের 'মধ্যপথ' বলে আলোচনা করেন, তবু আদতে তিনি যা করেন তা হলো তিনি বিপরীতমুখী চাপ ও টানাপোড়েনের সুযোগদান। তাতে নির্বাচন ও লটারির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বকারী সমতার দুই প্রত্যয়ের মধ্যে পরিবর্তনমান ভারসাম্য সৃষ্টি হয়, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়; অধিকন্তু, (১) একদিকে আধিকারিকদের স্বাধীনতা এবং স্বমত এবং অন্যদিকে কার্যকালে অসদাচরণের জন্য অভিযুক্ত হওয়ার ঝুঁকি এবং তার সমাপনান্তে "নিরীক্ষিত" হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, এবং (২) নিজ থেকে নিজের ওপর বাধ্যবাধকতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আধিকারিক বোর্ডের কর্তৃত্ব এবং অন্য আধিকারিকদের সাথে মিলেমিশে সামগ্রিকভাবে কাজ করার বাধ্যবাধকতা, অথবা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে মামলার হস্তান্তরের মাধ্যমে, ভারসাম্যের সৃষ্টি করা হয়।... প্লেটো যে এক চাপকে অন্য চাপের বিরুদ্ধে কাজে লাগান তা ঘটে ভেতরে ভেতরে, সময়ের পরিসরে যার লক্ষ্য হচ্ছে একক আদর্শ গড়ে তোলা; মনে করা হয় তাতে সমাজের লক্ষ্য বিতর্কিত হয়ে দেখা দেবে না। এটি যদি সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী সমাজের লক্ষণ হয় তাহলে প্লেটো একজন সর্বনিয়ন্ত্রণবাদীই।"[৪০] আমরা স্যন্ডারস্-এর এই বিশ্লেষণকে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করতে পারি।

আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং তার অব্যাহত বাস্তবায়নের জন্য প্লেটো শেষাব্দি এসে নিরীক্ষক (আক্ষরিকভাবে 'সোজা-করনেওয়ালা') নির্বাচন করার কথা বলেন। রাষ্ট্রের অব্যাহত স্থায়িত্বদানের জন্য তাঁদের (বারোজন) প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এদের নির্বাচন হবে সবার ভোটে সর্বোচ্চ সদ্‌গুণধারী হিসেবে। সর্বনিম্ন পঞ্চাশ বছর বয়েসী এইসব নির্বাচিত নিরীক্ষক এবং তাদের মধ্যকার প্রধান নিরীক্ষক বা যাজক সত্তর বছর পর্যন্ত নিরীক্ষার কাজ করবেন এবং কর্মকালে *আগরার* (বিপনিবিতান) পাশে বসবাস করবেন এবং নিরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করবেন। বস্তুত এরা হবেন 'শাসকের শাসক'।

> . . . শাসকের ওপরে শাসন করবে এমন উচ্চতর নৈতিক গুণসম্পন্ন মানুষের দেখা পাওয়া ভার, কিন্তু আমাদেরকে তা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কোথায় মিলবে আমাদের সেই দেবতাসম 'সোজা-করনেওয়ালা'। বিষয়টি এমন: একটি জাহাজের যেমন মাস্তুল বাঁধার, শক্ত করে বেঁধে রাখার দড়ি থাকে, দেহের যেমন শিরা উপশিরা থাকে, তেমনই একটি শাসনব্যবস্থার থাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা একে বিখণ্ডায়ন

www.pathagar.com

থেকে রক্ষা করে। যদিও তারা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে যদিও তাদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়, তবু তাদের প্রকৃতি একই। কোনও শাসনব্যবস্থা টিকে থাকবে, না ধ্বংস হয়ে যাবে, তার ক্ষেত্রে নিরীক্ষকদের এই প্রতিষ্ঠানটি এককভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। কারণ, ম্যাজিস্ট্রেটদের যারা নিরীক্ষা করবেন, সেই নিরীক্ষকগণ যদি তাঁদের চাইতে প্রকৃষ্টতর হন, আর নিষ্কলঙ্ক পক্ষপাতহীনতা এবং সততা প্রদর্শন করেন, তাহলে পুরো দেশ ও নগরী সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবে উঠবে এবং সুখী হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, ম্যাজিস্ট্রেটদের ব্যাপারে তাঁদের অনুসন্ধান মন্দভাবে সম্পাদন করা হয়েছে, তাহলে সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডকে যা একত্রে গ্রথিত করে রাখে সেই ন্যায়বোধ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আর তার ফলে সকল আধিকারিক যে যার ভিন্ন ভিন্ন পথে চলতে থাকে এবং সামনের দিকে একসাথে হতে অস্বীকৃতি জানায়; এক জিনিসে সম্মতি জ্ঞাপনের বদলে তারা এক নগরীকে বহু নগরী করে তোলে, একে ঝগড়া-ফ্যাসাদের স্বর্গভূমি করে তোলে এবং অচিরেই তাকে ধ্বংস করে। একারণেই, নিরীক্ষকদের নৈতিক মান উদাহরণযোগ্য উচ্চমানের হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (৯৪৫সি-ই)

এই নিরীক্ষকদেরই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সবচেয়ে ক্ষমতাধর, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ আসনে আসীন বলে ধরে নেওয়া যুক্তিযুক্ত। কারণ, অন্য সকল ম্যাজিস্ট্রেটের নিরীক্ষা করবেন তাঁরা, তাঁদের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়াই সবচেয়ে জাঁকজমকের সাথে পালিত হবে, রাষ্ট্রীয় কোনও অনুষ্ঠানে তাঁদেরকে সর্বোচ্চ আসনে আসীন হতে দেওয়া হবে, প্রধান যাজক বা নিরীক্ষকের নামেই বর্ষ গণনা হবে, প্রতিবছর এই বারোজন নিরীক্ষকের মধ্যে 'কৃতি-নিরীক্ষার' দায়িত্বে নিয়োজিত নিরীক্ষকের সম্মানে একটি করে মিউজিক, জিমনাস্টিক এবং অশ্বারোহণ নৈপুণ্যের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে, বিদেশি প্রতিনিধি প্রেরণের সময় তাঁদের মধ্যকার একজনকেই করা হবে দলনেতা। কিন্তু আমরা এই পুস্তকের শেষদিকে দেখতে পাই যে, রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় যথাযথ এবং অব্যাহত শৃঙ্খলা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্লেটো এই ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি তাঁর প্রথম পর্বের রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিনিধিত্বকারীর আদলে জ্ঞানের, তথা সদ্‌গুণের (তাঁর সোনালি সূত্র হলো 'জ্ঞানই সদ্‌গুণ') 'আদল-জানা', 'ধারণাধারী' একদল কাউন্সিলর নিয়োগেরও (নৈশ-কাউন্সিল) প্রস্তাব করেন। (দশম পুস্তক: ৯০৯এ অবশ্য আমরা তার প্রথম উল্লেখ দেখতে পাই।)

অ্যাথেনীয় বলেন, "আপনি যদি আপনার সৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ এবং ধারাবাহিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেন তখনই কেবল বলতে পারবেন যা-কিছু করা উচিত ছিল তার সবই আপনি করেছেন। তার পূর্ব পর্যন্ত এটি একটি 'অসমাপ্ত সমগ্র' (৯৬০বি-সি)।" এই সমগ্রতা প্রদানের কাজটি হল নগরীর অব্যাহত স্থায়ীত্ব, একে তার সঠিক যাত্রাপথে পরিচালনা অব্যাহত রাখা। এই কাজ সম্পাদন করবে নৈশ-কাউন্সিল। কারা হবে নৈশ কাউন্সিলের সদস্য? (ক) 'ডিস্টিংশন' অর্জন করেছেন এমন জ্যেষ্ঠতম দশজন আইনের অভিভাবক, (খ) সংশ্লিষ্ট সময়ের শিক্ষা-তত্ত্বাবধায়ক এবং দায়িত্ব পরিত্যাগকারী পূর্ববর্তী তত্ত্বাবধায়ক, (গ) যারা নগরীতে যোগদানকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও আধিকারিকদের যোগ্যতা যাচাই করেন এবং তাদের কর্ম সমাপনান্তে তাদের কর্মের নিরীক্ষা করেন সেই নিরীক্ষকগণ ('সোজা-করনেওয়ালা), (ঘ) যেসব নাগরিক

www.pathagar.com

সম্মানজনক পুরস্কার লাভ করেছেন, (ঙ) যেসব নাগরিক দাপ্তরিকভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণ করেছেন এবং কাউন্সিল কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তার সভায় যোগদানের জন্য যোগ্য হয়েছেন, (চ) প্রতি সদস্যের সাথে ত্রিশ ও চল্লিশ বছরের মাঝামাঝি বয়সের একজন করে বয়োকনিষ্ঠ সদস্য (তাদের অন্তর্ভুক্তি অন্য সদস্যগণ কর্তৃক অনুমাদিত ও গৃহীত হতে হবে)। এই কাউন্সিলের কাজ কী? রাষ্ট্রশাসনে তাদের ভূমিকা কী, তাঁদের কর্তৃত্বই বা কী?

তাঁরা প্রতিদিন অতিপ্রত্যুষে জমায়েত হবেন এবং সূর্য যথেষ্ট পরিমাণে ঊর্ধ্বাকাশে ওঠা পর্যন্ত সেই সভায় অংশগ্রহণ করবেন। "সেই জমায়েতে আলোচনা সর্বদা আবশ্যিকভাবে আবর্তিত হবে তাঁদের নগরীকে ঘিরে, তাঁদের আইন প্রণয়নের সমস্যা এবং এসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বাইরের উৎস থেকে আহরিত যে-বিষয় আবিষ্কার করা যায় তাদের ঘিরে। তাঁদেরকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে সেইসব পর্যেষণার (study) ওপর, যা পরিচালনা করলে আইন প্রণয়নের সমস্যার ওপর আলোকপাত করা যাবে, অন্যথায় তা কঠিন এবং অস্পষ্ট থেকে যাবে। বয়োজ্যেষ্ঠগণ যে-পর্যেষণাকেই অনুমোদন করবেন বয়োকনিষ্ঠদের উচিত হবে তার ওপর অনুসন্ধান পরিচালনা করা। (৯৫১ডি-৯৫২এ)"

এই কাউন্সিলের গঠনের ক্ষেত্রে প্লেটো তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের প্রয়োগ ঘটান। এখানে কনিষ্ঠ সদস্যগণ কাজ করবে ইন্দ্রিয়ের মতো আর জ্যেষ্ঠ সদস্যগণ আত্মা বা মনের মতো। জাহাজ চালনার উপমা ব্যবহারের মাধ্যমেই প্লেটো এই কাউন্সিলের গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তিবাদী জ্ঞানতত্ত্ব প্রয়োগ ঘটান "আত্মা হচ্ছে যুক্তিবোধের আসন আর মাথার আছে দৃশ্য ও শ্রবণের ক্ষমতা। ... যুক্তিবোধের সাথে সর্বোচ্চ ইন্দ্রিয়-ক্ষমতার সম্মিলন ঘটলে তা একক চিত্তবৃত্তি গঠন করে; তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তাকেই নিশ্চিতভাবে মুক্তি বলা যায়।" আর নগরীতে নৈশ-কাউন্সিল কীভাবে এই দুই শক্তিকে কাজে লাগান? অ্যাথেনীয় বলেন যে, "নৈশ-কাউন্সিলের বয়োকনিষ্ঠ সদস্যগণ তাঁদের সহজাত প্রতিভা এবং মানসিক দূরদৃষ্টির জন্য যেন পর্বতচূড়ায় বাস করেন এবং ঘুরে ঘুরে সমগ্র নগরীকে জরিপ করেন; তাঁরা যখন পাহারা দেন তখন যে-সব ইন্দ্রিয়ানুভূতি তাঁরা লাভ করেন, তা যেন তাঁরা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেন এবং নগরীতে যা কিছু ঘটে তার ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মীদের সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেন; যাঁরা বয়স্ক লোক, গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রশ্নে তাঁদের উচ্চপর্যায়ের প্রজ্ঞার জন্য তাঁদেরকে আমরা বুদ্ধিমত্তার সাথে তুলনা করতে পারি – নীতি নিয়ে বিতর্ক করার কালে তাঁরা যেন তাঁদের বয়োকনিষ্ঠদের সাহায্য ও পরামর্শের সুযোগ গ্রহণ করেন। আর তার মাধ্যমেই উভয়ে যৌথভাবে, সত্যিকার-অর্থে, পুরো নগরীকে কার্যকর উপায়ে রক্ষা করে। (৯৬৪ই ৯৬৫এ)" আমরা *আইনকানুন*-এর একেবারে অন্তিম পর্যায়ে দেখি যে, প্লেটো আশাবাদ ব্যক্ত করছেন, "আমাদের সেই চমৎকার কাউন্সিল যদি গঠন করা যায়, তাহলে আমাদের নগরীর দায়িত্ব তাঁদের হাতেই অর্পণ করা উচিত; আর বাস্তবিকপক্ষে হালের কোনও আইনদাতাই তো আমাদের বিরুদ্ধাচার করতে চাইবে না। মুহূর্তপূর্বে আমরা আমাদের মাথা এবং বুদ্ধিমত্তার যুক্ত প্রতীক নিয়ে ভেবেছিলাম, এবং তাকে আমরা একটি আদর্শবাদী স্বপ্নদর্শন হিসেবে অভিহিত করেছিলাম – কিন্তু যদি কড়াকড়ি

www.pathagar.com

নিয়মকানুন অনুসরণ করে কাউন্সিলের সদস্যগণকে নির্বাচন করা হয়, তাঁদের যদি যথাযথভাবে শিক্ষাদান করা হয়, আর শিক্ষা সমাপনান্তে তাঁদের যদি নগরীর দুর্গে বাস করতে দেওয়া হয়, এবং তাঁদেরকে যদি এমন অভিভাবক করে তোলা হয় যাঁদের সুরক্ষা প্রদানের ক্ষমতার উৎকর্ষ আমাদের জীবনে পূর্বে অদেখা ছিল, তবে এর সমস্ত কিছুই নিখুঁত জাগ্রত স্বপ্ন হয়ে উঠবে। (৯৬৯বি-সি)"

প্লেটো এই কাউন্সিলের সদস্যগণের উচ্চশিক্ষার কথা বলেন। সেই উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হল আইনকে সুরাক্ষা প্রদান। রাষ্ট্রের কিছু সদস্য যদি সত্তাসারে আইনকে অনুধাবন না করে, সবাই যদি কেবল যান্ত্রিকভাবে আইন অনুসরণ করতে থাকে, তবে রাষ্ট্র টিকে থাকবে না। নৈশ কাউন্সিল সেই আইনকে তার সত্তাসারে অনুধাবন করবে। রাষ্ট্রের লক্ষ্য যেহেতু সদ্‌গুণ অর্জনে নাগরিকদের সমর্থ করা, তাই কাউন্সিলকে সদ্‌গুণের চার উপাদান – প্রজ্ঞা, সাহস, সংযম ও ন্যায়-নৈতিকতা নিয়ে, তাদের সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে হবে (৯৬৩এ-সি); তাদেরকে বহু ও একই জিনিস হিসেবে দেখার প্রজ্ঞা লাভ করতে হবে, অনুধাবন করতে হবে, তথা প্রকৃতি এবং অন্য সকল কিছুকে সত্তাসারে বুঝতে হবে; তাদেরকে ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি আত্মস্থ করতে হবে (৯৬৫বি) এবং দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হবে এবং তার দার্শনিক যুক্তি অনুধাবন করতে হবে (৯৬৬সি-ডি); আত্মার প্রকৃতি এবং ঐশী বস্তুনিচয়ের বিচলন বুঝতে হবে (৯৬৬ডি-৬৭৬এ)। এই উচ্চশিক্ষিত, উচ্চগুণান্বিত লোকজনের ভূমিকা নিয়েও বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। সংলাপটিতে আমরা সরাসরি যে ভূমিকায় নৈশ-কাউন্সিলকে দেখতে পাই তা হলো পর্যেষণা পরিচালনা করা, বিদেশে পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত করে নগরীতে পত্যাবর্তনকারী নাগরিকের উপস্থাপনা শ্রবণ করা এবং আইনে কোনও পরিমার্জন সম্ভব হলে তার সুপারিশ করা আর কয়েদিদের সাথে জেলখানায় দেখা করে তাদের নৈতিক জীবনের উন্নয়ন সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। আইন পরিবর্তন করার কোনও ক্ষমতা নেই তাদের, আর সামান্য কিছু ক্ষেত্রে যেখানে কেবল সময়ের দীর্ঘ পরিসরে এবং অনুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন দেখা দেবে, সেখানেই প্লেটো কেবল নতুন আইন প্রণয়নের কথা বলেন, কিন্তু অন্য সকল ক্ষেত্রে আইনের পরিবর্তন একেবারেই নিষিদ্ধ।

প্লেটোর ব্যবহৃত ভাষা থেকে এমন ধারণা জন্মাতে পারে কাউন্সিলই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও দায়িত্বের সর্বোচ্চ ধাপ। যেমন তিনি বলেন কাউন্সিল হলো 'নোঙ্গর', তাঁদেরকে তিনি বারবার 'রাষ্ট্রের অভিভাবক' বলে অভিহিত করেন (৯৬৪ডি-ই)। তাঁদেরকে 'আইনের সত্যিকার অভিভাবক'ও বলা হয় (৯৬৬বি)। *রিপাবলিক*-এর মতো আইনকানুন-এও গবেষণার কথা বলা হয়, দুটোতেই অভিভাবকদের বিশদ শিক্ষার প্রস্তাব করা হয়, যদিও *আইনকানুন*-এ সেই শিক্ষার পাঠ্যসূচি বিশদভাবে উপস্থাপন করা হয় না। এসব কারণেই সম্ভবত *আইনকানুন*-এর নৈশ-কাউন্সিলকে *রিপাবলিক*-এর দার্শনিক-রাজার সাথে তুলনা করা হয়। রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে উভয় সংলাপে সমধর্মী ধারণা লাভ করা সম্ভব কিন্তু রাষ্ট্রকাঠামো এবং শাসকদের বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা সম্পর্কে সংলাপ দুটি স্পষ্টতই দুটি ভিন্ন ধারণা দেয়। "... *আইনকানুন*-এর পুরোটিতে প্লেটো যেভাবে খুঁটিনাটি বিষয়ে অবিশ্বাস্য রকমের বিশদায়ন করেন তা সুস্পষ্টভাবে তার শাসকদের

www.pathagar.com

রিপাবলিক-এর শাসকদের থেকে আলাদা করে তোলে; *আইনকানুন* পরিবর্তন অগ্রাহ্য করার প্রয়োজনীয়তার ওপর সমধিক গুরুত্বারোপ করে আর তাতে আইন প্রণয়নের কাজ খুব সামান্যই স্বীকৃতি পায়। অধিকন্তু, কারও আইন পরিবর্তনের ক্ষমতা থাকার বিষয়টি প্লেটো বিশ্বাস করেন কি না তা-ও সন্দেহযুক্ত। আর *রিপাবলিক*-এর দার্শনিকদের বৈশিষ্ট্য যে ঐশী ক্ষমতা, কেউ তা ধরে কি না, তার ব্যাপারে প্লেটো বারবারই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।"[৪১]

ম্যাগ্নেসিয়া হবে একটি কৃষি সমাজ। এতে ব্যবসা-বাণিজ্য গুরুত্ব পাবে না, সমুদ্রযাত্রাও করতে হবে না। আর নগরীটি তো সমুদ্র থেকে দূরেই অবস্থিত। তাই নগরীর বাইরে অন্য নগরীর লোকজনের সাথে মেলামেশার সুযোগ থাকবে না। নিজের মধ্যে আবদ্ধ থেকে এটি বাইরের দূষণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। "প্রকৃতিগতভাবে এক নগরীর সাথে আরেক নগরীর মেলামেশা সকল ধরনের মিশ্র প্রকৃতির চরিত্রের জন্ম দেয়, কারণ আগন্তুকদের অপরিচিত প্রথা আতিথ্যকারীদের ওপর প্রভাব ফেলে, আর যেসব নগরী সঠিক আইনকানুনের অধীনে বসবাসরত সেই সুস্থ সমাজের ওপর তার প্রতিক্রিয়া হয় পুরোপুরি ধ্বংসাত্মক। (৯৫০এ)" তাই প্লেটো প্রস্তাব হলো, ম্যাগ্নেসিয়ার কোনও নাগরিককে ব্যক্তিগত কারণে বিদেশে যেতে দেওয়া যাবে না, কেবল জনকর্ম সম্পাদনের জন্য নকীব অথবা রাষ্ট্রদূত অথবা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণকারী পর্যবেক্ষককে অন্য নগরী ভ্রমণ করতে দেওয়া হবে। আন্তঃনগরীর খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অন্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগীগণ বিদেশে যেতে পারবেন। প্লেটো সচেতন আছেন যে, বিদেশ ভ্রমণ পুরোপুরি নিষেধ করা যাবে না, আবার বিদেশি আগন্তুকদের ম্যাগ্নেসিয়ায় আগমনকে নিষিদ্ধও করা যাবে না, তাহলে অন্যরা তাকে 'বর্বর নগরী' হিসেবে ভাবতে পারে; আর অন্যদের নগরীটিকে আসাও পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা যাবে না, তাহলে 'বিদেশি বিতাড়নকারী' হিসেবে তার বদনাম রটবে। অধিকন্তু, 'সদগুণের পরিপ্রেক্ষিতে মহৎ ও উত্তম সুখ্যাতি অর্জন' হবে নগরীটির একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য, তাই সাবধানে এই দুটি কর্ম সারতে হবে। যারা বিদেশ গমন করে তারা যেন প্রত্যাবর্তনের পর নগরীটির আইন ও প্রথাপদ্ধতিকে নতুন কিছু, ক্ষতিকর কিছুর সূচনা করে নগরীর জীবযাত্রা বিনষ্ট না করতে পারে তা-ও লক্ষ রাখতে হবে।

যারা অন্য নগরী থেকে আসে তাদের মধ্যে প্লেটো চার ধরনের পর্যটক চিহ্নিত করেন: (১) ব্যবসায়ী, যারা পরিযায়ী পাখির মতো, লাভের ঋতুতে এসে ব্যবসার লাভ নিয়ে ফিরে যায়; (২) দ্বিতীয় শ্রেণির পর্যটক ভ্রমণে আসে বিভিন্ন জায়গা ও শিল্প-স্থাপনা দেখতে, (৩) আরেক দল হলো জনস্বার্থে নিয়োজিত বিদেশি প্রতিনিধি, (৪) আর আসে পর্যবেক্ষক, যারা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে নগরীতে আগমন করে। তাদের সবার ব্যাপারেই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সাবধানতা অবলম্বনের কথা বলেন প্লেটো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হতে পারে যে, আইনপ্রণেতা রাষ্ট্রটিকে সকল ধরনের দূষণ থেকে রক্ষা করার মানসে তাকে রুদ্ধ করে রাখতে চান, অন্য রাষ্ট্র ও সমাজের সাথে অবাধ মেলামেশা করতে দিতে চান না, কোনও ধরনের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রথা-পদ্ধতি ও আইনকানুনের পরিবর্তনও তিনি সমর্থন করেন না, তাকে সর্বোতভাবে প্রতিহত করতে

www.pathagar.com

চান। এতে প্লেটোর দার্শনিক প্রত্যয়, পপারের ভাষায় উন্মুক্ত সমাজের বিপরীতে রুদ্ধ সমাজের প্রতি তাঁর সমর্থন প্রকাশ পায়।

১৪

রিপাবলিক ও *আইনকানুন*-এর পার্থক্য লক্ষ করলে প্লেটোর রাজনৈতিক দর্শনের পরিবর্তন অনুধাবন করা যায় । রাষ্ট্রীয় রূপের দিকে থেকে *রিপাবলিক* হল রাজতন্ত্র আর *আইনকানুন* হল, প্লেটোর নিজের ভাষায়, 'রাজতন্ত্র আর গণতন্ত্রের একটি মধ্যপথ'। *রিপাবলিক*-এ দার্শনিক রাজা হলেন আইনদাতা, আইনপ্রণয়নকারী এবং আইন-পরিবর্তনকারী। রাজা শাসন করেন সদ্‌গুণের বলে, সদ্‌গুণের বিভিন্ন অংশ, তথা প্রজ্ঞা, ন্যায়-নৈতিকতা, সংযম, ধার্মিকতা আর সাহসের বলে। আইন প্রদান করা, বাস্তবায়ন আর তার পরিবর্তন করা দার্শনিক-রাজার কাজ। *রিপাবলিক*-এ আইনের পরিবর্তন সাধনের সুযোগ অবারিত। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় আচার ছাড়া সেখানে স্থায়ী কোনও আইন নেই, আর লিখিত আইনও নেই। *আইনকানুন*-এ সেই দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছড়িয়ে দেওয়া হয় নৈশ-কাউন্সিল ও আইনের অভিভাবক ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে। আইনকে ব্যাখ্যা করা, তাদেরকে সত্তাসারে অনুধাবন করা এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা তাঁদের প্রধান কাজ। তারা দক্ষ নাবিকের মতো রাষ্ট্র নামক জাহাজটিকে যথা গতিপথে এগিয়ে নিয়ে যান।

আইনের কোনও প্রণীত রূপকে কেন অপ্রাসঙ্গিক মনে করা হয় তার যৌক্তিকতা আমরা দেখতে পাই *রিপাবলিক*-এ, সক্রেটিসের জবানিতে। কেবল ধর্মীয় আচার পদ্ধতিতেই আইন প্রণয়ন প্রয়োজন পড়তে পারে। কিন্তু সম্ভবত লিখিত রূপে নয়, প্রথা হিসেবে কোনও কিছু প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবেন সক্রেটিস।

> সে (আদেইমানতাস) তখন জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমাদের আর কিছুই তো বকি রইল না?'
>
> আমি (সক্রেটিস) উত্তর দিলাম, 'আমাদের জন্য আর কিছু করার নেই বটে কিন্তু দেলফাইয়ের অ্যাপলো কর্তৃক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মূল্যবান এবং মৌলিক আইন প্রণয়ণ করার কাজ এখনও বাকি।'
>
> সে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ আইন?'
>
> 'কীভাবে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাগযজ্ঞ করতে হবে, আর সাধারণত কীভাবে দেবতা, উপদেবতা আর বীরদের পূজা দিতে হবে; আর আছে মৃতের কবর দেওয়া — যারা অন্য দুনিয়ায় চলে গেছে সেই দুনিয়ার শক্তির সন্তুষ্টিবিধানের জন্য যেসব ধর্মকৃত্য পালন করতে হবে, তা। আমরা নিজেরা এসব জিনিসের কিছুই জানি না, আর আমাদের শুভবুদ্ধি থাকলে আমরা তো আমাদের নগরী প্রতিষ্ঠার সময়ে তো তাদের ঐতিহ্যিক ব্যাখাকারের বদলে অন্য কারও হাতে এ ব্যাপারটি ছেড়ে দেব না; আর নিশ্চিতই বলা যায় সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে অ্যাপলোই হলেন সেই ব্যাখ্যাকার যিনি পৃথিবীর নাভিমূলে বসে সেইসব ব্যাখ্যা প্রদান করেন।' (৪২৭বি-ডি)

নাগরিকদের সঠিক শিক্ষা তাদেরকে নৈতিকভাবে সক্ষম করে তুলবে আর দার্শনিক রাজা তাদের শাসন করবেন; আইনের সেখানে প্রয়োজন নেই — আর

www.pathagar.com

প্রয়োজন হলেও প্রথাগতভাবে তা প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। আদেইমানতাসের সাথে সক্রেটিসের সংলাপের সূত্রে আইন প্রণয়নের অপ্রাসঙ্গিতা স্পষ্ট হয়:

> সে (আদেইমানতাস) বলল, 'ভাল মানুষের কোনও আইনের প্রয়োজন পড়ে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিষয়ে নৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন তা তারা সহজেই নির্ধারণ করতে পারবে।'
>
> আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তা পারবে বটে; আমরা যেসব আইনের কথা বলেছি, তা রক্ষা করার সক্ষমতা যদি কেবল দেবতা তাদের দেন।'
>
> সে বলল, 'তা না হলে সারাজীবন তারা একটার পর একটা প্রণয়ন করে যেতে থাকবে, আর কোনও না কোনও সময় একটা সফল ফর্মুলা পেয়ে যাবে সেই আশায় তা সংশোধন করেই যেতে থাকবে।'(৪২৫ডি-ই)
>
> . . .
>
> '... কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা যে-আইনের কথা বলেছি সে ধরনের আইনই প্রণয়ন করে তারা, তারপর তার সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা চালায় আর অব্যাহতভাবে প্রত্যাশা করে যে, চুক্তির ক্ষেত্রে, এইমাত্র ব্যক্ত অন্য অপরাধের ক্ষেত্রে, পরবর্তী অমান্যকরণই হবে শেষ আইন-লঙ্ঘন; তারা জানে না যে, তারা যে-আশাবাদ লালন করে চলেছে তা হল হিড্রার মাথা কর্তন করে তাকে শেষ করার চেষ্টার নামান্তর।'
>
> সে তখন বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক এই কাজটিই করছে তারা।'
>
> আমি তখন বললাম, 'ফলে আমি কস্মিকালেও এমন ভাবব না যে, মন্দ রাষ্ট্রে হোক আর উত্তম রাষ্ট্রেই হোক, এ ধরনের কোনও আইন প্রণয়ন অথবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে একজন সত্যিকার আইনপ্রণেতার মাথা ঘামানো উচিতঃ তা এ-কারণে যে, এক রাষ্ট্রে তাদের কোনও প্রয়োজন নেই, তাতে কোনও ফায়দাও হয় না; আর অন্য রাষ্ট্রে তা অংশত স্বতঃসিদ্ধ আর অংশত পূর্বতন শিক্ষার স্বয়ংক্রিয় ফল।' (৪২৬ই-৪২৭এ)

রিপাবলিক-এ আইন সার্বভৌম নয়, *আইনকানুন*-এ আইন সর্বপ্রধান, সার্বভৌম, পরিবর্তন-অযোগ্য। যদি কখনও কখনও তাতে শাসকদের আইনের অভিভাবক বলা হয়েছে তবু শাসকগণের ওপরেই আইনের অবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে — আদতে তাদের ভূমিকা আইনের ভৃত্যের। অ্যাথেনীয়ের জবানীতে এখানে আমরা শুনতে পাই : “যাদের সাধারণত শাসক বলা হয় তাদের এখন আমি 'আইনের ভৃত্য' বলে আখ্যায়িত করছি।” “যেখানে আইন নিজেই শাসিত হয় এবং যার সার্বভৌম কর্তৃত্ব থাকে না, সেই জায়গার জন্য আমি কেবল ধ্বংসের প্রশস্ত পথই দেখতে পাই। কিন্তু যেখানে শাসকদের ঊর্ধ্বে আইনের অবস্থান, আর শাসকগণ আইনের ক্রীতদাস, সেখানে আমি নিরাপত্তার দেখা পাই, দেখতে পাই দেবতাপ্রদত্ত সকল প্রকৃষ্ট জিনিস।”

আমাদের পক্ষে আপাতত এমন ধরে নেওয়াই সহজ যে, *রিপাবলিক* আইন প্রণয়নকে গুরুত্ব দেয় না, আর অন্যদিকে *আইনকানুন*-এ আইনই মুখ্য। সেই গ্রিক আমল থেকে অদ্যাবধি রাজনৈতিক চিন্তায় এবং রাষ্ট্রের রূপ নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে মূল যে-প্রশ্ন ছিল, এবং যা এখনও তা বিদ্যমান আছে তা হল : প্রশ্ন হলো 'শাসন করার অধিকার কার?' প্লেটোর উত্তর হলো সর্বোত্তমের। *রিপাবলিক*-এ সেই সর্বোত্তম হলেন দার্শনিক-

www.pathagar.com

রাজা। দার্শনিক-রাজা 'আদল' বা 'ধারণা'-র জ্ঞান রাখেন, তিনি প্রজ্ঞা ধরেন। *রাষ্ট্রনায়কেও* সমধর্মী প্রশ্ন তোলা হয়। তার ক্ষেত্রে উত্তর মেলে শাসন করার অধিকার রাষ্ট্রনায়কের, যিনি শাসন করার শিল্পে পারদর্শী; তিনি আইন দিয়ে শাসন করেন বটে, কিন্তু সেই সেই আইন বদল করার যোগ্যতাও রাখেন। আর *আইনকানুন*-এ এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে। এখানে আইনই সম্মুখভাগে উপস্থিত; একটি নগরীর ভোগসুখ আর বেদনার হিসেবনিকাশ মূর্ত হয়ে উঠে তার আইনকানুনে। কিন্তু সেই আইন প্রয়োগ করে কে, কে করবে সেই রাষ্ট্র শাসন। ম্যাগ্নেসিয়াতে সেই শাসনের অধিকারকে যোগ্যতা ও দৈবচয়নের ভিত্তিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে রাষ্ট্রকে মানবদেহের মতো শিরাউপশিরা দিয়ে বেধে রাখার জন্য প্রণয়ন করা হয় আইনকানুন, আর তার লাগাম দেওয়া হয় 'নৈশ-কাউন্সিলের' ওপর। নৈশ-কাউন্সিলের প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়; ধরে নেওয়া যায় যে, তাঁদেরকে উচ্চতর অধিবিদ্যাগত, শাসনকার্যের শিল্পগত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, কিন্তু আইনের প্রয়োজনীয়তাই গুরুত্ব পায়। *রিপাবলিক*-এ আইন প্রণয়নকে অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়নি, আরও স্পষ্ট করে বললে গুরুত্বহীন বলে বিবেচনা করা হয়েছে; আদর্শরাষ্ট্রে আদর্শ শাসকের শাসনই অপরিহার্য। *রাষ্ট্রনায়ক-এও* রাষ্ট্রনায়কই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা আইনপ্রণয়নে তাঁর/ তাঁদের প্রজ্ঞার কারণে আর শাসনে পারদর্শিতার কারণে। কিন্তু *আইনকানুন*-এ আইনই মুখ্য। সেইসূত্রে বলা যায় প্লেটো তাঁর শেষ পর্যায়ের রাজনৈতিক চিন্তায় আদর্শ ভাবনা থেকে সরে গিয়ে অনেকে বেশি অভিজ্ঞতাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। 'ধারণা' আর 'আদল'-এ নিয়ে অধিবিদ্যাগত বিশ্বাস হয়ত কিছুটা পশ্চাতে সরে গিয়েছিল। 'ধারণা' বা 'আদল' অনুসারে রাষ্ট্রশাসন করার মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ভেবে তিনি আইনের অগ্রমান্যতার কথা ভেবেছিলেন। আর তাই হয়ত আইনকানুন সম্বলিত এমন দীর্ঘ 'ট্রিটিজ' রচনা করেছিলেন তিনি।

রিপাবলিক এবং *আইনকানুন*-এর ভিন্নতা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এই লাইনেই মূলত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অগ্রসর হয়েছে। *রিপাবলিক*-এর রাষ্ট্রকে দেখা হয়েছে আদর্শ-রাষ্ট্র হিসেবে, এবং *আইনকানুন*-এ বর্ণিত রাষ্ট্রকে তার ঊন রূপ, বাস্তব রূপ হিসেবে। সেইসূত্রেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্লেটো যে ম্যাগ্নেসিয়াকে 'দ্বিতীয়োত্তম' রাষ্ট্র বলেছেন তা *রিপাবলিক*-এর *কাল্লিপলিস*-এর তুলনায় দ্বিতীয়োত্তম। *কাল্লিপলিস*-এর ব্যাপারে স্বপ্নভঙ্গের কারণেই তিনি অধিকতর বাস্তবরূপী ম্যাগ্নেসিয়ার বাস্তবায়নে তাঁর মতবাদ তুলে ধরেছিলেন। প্লেটোর রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে যে একটি ধারাবাহিকতা ছিল, তা-ও বলা হয়ে থাকে। "... যে-কোনও পাঠেই এ দুই সংলাপের ভিন্নপথ, বিশেষত নৈতিকতার তত্ত্বের ভিন্নমুখী পথ ধরা পড়ে। তৎসত্ত্বেও এমন ধরে নেওয়া সম্ভব যে, *রিপাবলিক*-এ পরোক্ষে যে রাজনৈতিক মতবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং *আইনকানুন*-এ যার বিশদায়ন করা হয়েছে তার মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা আছে।"[৪২] গ্রিক রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রখ্যাত তাত্ত্বিক স্যার আর্নেস্ট বেকার প্লেটোর রাজনৈতিক আদর্শের পরিবর্তন এবং *রিপাবলিক* ও *আইনকানুন* -এর ভিন্নতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, "এই পরিবর্তনটি বিশাল: এটি প্লেটোর রাজনৈতিক তত্ত্বকে দুটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করে। একটিতে আছে রিপাবলিকের অভিভাবক যিনি

www.pathagar.com

আইনের বেড়িতে কোনওক্রমেই শৃঙ্খলিত নয়; আর অন্যটিতে আছে 'আইনের অভিভাবক', যারা তার 'ভৃত্য' এমনকি 'ক্রীতদাস' হিসেবেও বর্ণিত।" তিনি এ দু'য়ের লক্ষ্য. উদ্দেশ্য ও ভিন্নতা তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছেন:

> *রিপাবলিক*-এ প্লেটো পুরনো রাষ্ট্রগুলোর জন্য বিপ্লবধর্মী আরোগ্যের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন, *আইনকানুন*-এ তিনি নতুন একটি রাষ্ট্রের জন্য মাঝারি মাপের রক্ষণশীল সংবিধানের সুপারিশ করেছেন। তিনি তাঁর পূর্বেকার বহু আইনপ্রণেতার মতো একটি উপনিবেশের আইনপ্রণেতা হিসেবে কাজ করছেন; তিনি বিরাজমান রাষ্ট্রের গভর্নরদের দার্শনিকে, আর তাদের সামাজিক জীবন-পদ্ধতিকে বৈপ্লবিক উপায়ে সাম্যবাদী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে তাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চাচ্ছেন না। এই অর্থেও *রিপাবলিক*-এর তুলনায় *আইনকানুন* নিম্ন স্তরে বিরাজ করে। এর আকাঙ্ক্ষাও স্বল্পমানের; পুরনো এবং দুর্দমনীয় মালমশলাকে ছাঁচে ফেলে গড়ে তোলার উদ্যোগ নয় এটি, বরং নতুন ও নমনীয় জিনিসকে গড়ে তোলার উদ্যোগ। প্লেটো স্পষ্ট করেই তুলে ধরেছেন তিনি পরিষ্কার শ্লেট থেকে শুরু করছেন, তাতে কায়েমী স্বার্থবাদী কোনও বাধাবিপত্তি নেই।[৪৩] এবং,

> ... কিন্তু একটি রাষ্ট্র যদি পরোক্ষে দর্শনের মাধ্যমে শাসন করা যায়, দার্শনিক আইনের নৈর্ব্যক্তিক কোডের মাধ্যমে শাসন করা যায়, তাহলে 'দ্বিতীয়োত্তম' রাষ্ট্র অর্জন করা সম্ভব হবে। এভাবে শাসিত রাষ্ট্রে তখনও কোনও না কোনও ধরনের আইনের শাসনের ব্যক্তিগতায়িত রূপ অনুসরণ করা প্রয়োজন হবে; আর দার্শনিক রাজতন্ত্রের বদলে, অন্য আর সকল দাবিদার বাদ দিলেও, বিভিন্ন উপাদানের –রাজা এবং জনগণ, ধনী ও দরিদ্র – মিশ্রণ বা যুক্ততার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, যা বাস্তব রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য লড়াই করে। এভাবেই মিশ্র সংবিধানসহ আইনি-রাষ্ট্র প্লেটো শেষের দিকের বছরগুলোতে আধিপত্যকারী রাজনৈতিক ধ্যানধারণা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। এটি যেন অনেকটাই মধ্যপথের ঘর – আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যবর্তী আবাস: এটি হচ্ছে একটি উপ-আদর্শ রাষ্ট্র, বাস্তব জীবনের সাথে চটজলদি জুড়ে দেওয়ার মতো নিকটবর্তী অবস্থা যাতে বিদ্যমান। আমরা আরও লক্ষ করি যে, যার বিরুদ্ধে ভিন্ন-মতাবলম্বী হিসেবে প্লেটো এতকাল ক্রিয়াশীল ছিলেন – আইনের স্থানে মনকে, তথা, খোদ যে-মন আইন তৈরি করে তাকে তার জায়গায় প্রতিস্থাপন করার জন্য এবং আইনের লিখিত রূপের পেছনে যে নীতি কাজ করে, তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যিনি এতদিন ক্রিয়াশীল ছিলেন, সেই ধারণার কাছে তথা মৌলিক আইনের শাসনের ক্ষেত্রে গ্রিক ধারণার কাছে, প্রত্যাবর্তন করেছেন তিনি।[৪৪]

প্রখ্যাত প্লেটোবিদ ফ্রেন্ডলিয়ার-এর বিশ্লেষণেও বিষয়টি এই লাইনেই বিধৃত হয়। সর্বোত্তম সফর যখন লভ্য নয় তখন অক্ষরে অক্ষরে আইনের প্রতিপালন হলো 'দ্বিতীয়োত্তম সফর'। অজ্ঞ লোকজন আইন ছাড়াই জীবনযাপন করছে বলে যখন ধরে নেওয়া হয় তখন তা হয় নিখাদ প্রজ্ঞার মন্দ অনুলিপি, যা আদর্শ রাষ্ট্রে লিখিত আইনকে অনাবশ্যক করে তোলে। এখানেই দুই প্লেটোনীয় লেখার বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠে: *রিপাবলিক* সেই ধরনের রাষ্ট্র নির্মাণ করে যাতে সত্যিকার প্রজ্ঞা বিদ্যমান থাকে, এবং ফলে তার আইনের প্রয়োজন পড়ে না; প্রথম পথটি যেহেতু 'দেবতা এবং দেবতার সন্তানদের জন্য' এবং তা বস্তবায়ন করা যায় না, তাই *আইনকানুন* 'দ্বিতীয় পথে'

www.pathagar.com

অগ্রসর হয়, কড়াকড়ি আইনের মাধ্যমে নির্মিত দ্বিতীয়োত্তম রাষ্ট্রের কাঠামো অটুট রাখার জন্য লক্ষ্যে তা ডিজাইন করা হয়।[৪৫]

প্লেটো নিজেও যে এই পর্বের সংবিধানকে 'রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের একটি মধ্যপথ' বলে বর্ণনা করেন; তাতেও আমাদের এমন দাবি প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পায় যে, প্লেটোর রাজনৈতিক মতবাদের পরিবর্তন ঘটেছিল; তাঁর পূর্বেকার মতবাদ থেকে এই মতবাদ প্রগতিশীল, না কি অধিকতর রক্ষণশীল– সে বিচার না করেও তা বলা যায়। তবে এমনও ব্যাখ্যা করা হয় প্লেটো নিজে নিজের মতবাদের ভুল পাঠ করেছিলেন। এই ব্যাখ্যাকে উস্কে দেয় *আইনকানুন*-এ বর্ণিত প্লেটোর রাষ্ট্রের রূপ সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের বিশ্লেষণ। অ্যারিস্টটল পলিটিক্স-এ এমন বিশ্লেষণ তুলে ধরেন:

> *আইনকানুন*-এ যে সংবিধান প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে রাজতন্ত্রের কোনও উপাদানই নেই; এটি গোষ্ঠীশাসন (oligarchy) এবং গোষ্ঠীশাসনের প্রবণতাসম্পন্ন গণতন্ত্র ব্যতীত অধিক কিছু নয়। তার দেখা মেলে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের পদ্ধতিতে (৭৫৬, ৭৬৩ই, ৭৬৫), কারণ, ইতোমধ্যে বাছাইকৃত লোকজনের মধ্যে লটারির ব্যবস্থা সত্ত্বেও এটি দুই উপাদানকেই যুক্ত করে। ধনীরা আইন অনুসরণে জমায়েতে উপস্থিত হতে, ম্যাজিট্রেটদের ক্ষেত্রে ভোটদানে এবং অন্য রাজনৈতিক কর্তব্য পালনে বাধ্য হয়, এবং অপরপক্ষে অন্যরা তাদের ইচ্ছেমতো কাজ করতে পারে, এবং যাদের অধিকতর আয় আছে সেই ধনিক শ্রেণি থেকে অধিকতর সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট এবং সর্বোচ্চ দপ্তরের আধিকারিক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়; উভয়ই গোষ্ঠীশাসনের বৈশিষ্ট্য। কাউন্সিলের বাছাইয়েও গোষ্ঠীশাসনের নীতিই প্রাধান্য পায়, সবাইকে তা বাছাই করতে বাধ্য হতে হয়, কিন্তু সেই বাধ্যবাধকতা প্রথম শ্রেণি থেকে, এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণি সমসংখ্যক হারে বাছাইয়ের ক্ষেত্রেই সম্প্রসারিত; এক্ষেত্রে নির্বাচন সবার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত নয় বরং কেবল প্রথম তিন শ্রেণির ক্ষেত্রে উন্মুক্ত; চতুর্থ শ্রেণি থেকে প্রার্থী বাছাই কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। তিনি বলেন, ফলে যেসব মানুষ এভাবে নির্বাচিত হবেন তারা হবেন প্রতি শ্রেণির সমানসংখ্যক লোক। তাতে অধিক আয়ধারী প্রকৃষ্টতর ব্যক্তিবৃন্দকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, কারণ বাধ্য হবে না বলে নিম্ন শ্রেণির অনেকে ভোট দেবে না। এসব বিবেচনা ...এমন প্রতীয়মান করে যে, প্লেটোর রাষ্ট্রের মতো রাষ্ট্র গণতন্ত্র এবং রাজতন্ত্র নিয়ে গঠিত হবে না।... আইনকানুন-এ যে সংবিধান বর্ণনা করা হয়েছে তার রূপ এমনই দাঁড়াবে " (*পলিটিক্স*, ১২৬৬[এ])

তাহলে কি অ্যারিস্টটল প্লেটোর তত্ত্বের ভুল পাঠ নিয়েছিলেন, না কি প্লেটো নিজেই তাঁর তত্ত্বকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে উপস্থাপন ব্যাখ্যা করেছিলেন। মরোর আলোচনায় আমরা এর একটি সমাধান খুঁজে পাই।[৪৬] তিনি সেখানে বিভিন্ন মত ও প্রতিমত তুলে ধরেছেন। "কিছু পণ্ডিত মনে করে যে, এই দাবির ভিত্তি হলো বাকচাতুর্য। প্লেটো রাজতন্ত্রকে একভাবে ব্যবহার করছেন (সদ্গুণ ও প্রজ্ঞা বোঝানোর জন্য) আর অ্যারিস্টটল তা ব্যবহার করছেন অন্য অর্থে (এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতার দণ্ড থাকা)। একই কথা গোষ্ঠীতন্ত্র সম্পর্কেও সত্য। যাকে অ্যারিস্টটল গোষ্ঠীতন্ত্র (ধনিক গোষ্ঠীর শাসন) বলেন তা আদতে প্লেটোর ইচ্ছে অনুযায়ী আবারও সদ্গুণ ও প্রজ্ঞার নীতি। কোনও কোনও পণ্ডিত এমন মনে করেন যে, অ্যারিস্টটলই ঠিক, আর

www.pathagar.com

আইনকানুন-এর শাসনব্যবস্থা আদতেই গোষ্ঠীবাদী। তাঁদের মত হলো প্লেটোর কথা আর কাজ এক সুরে বাধা হয়নি, তিনি এক লক্ষ্যে কাজ করছিলেন – সদ্‌গুণ ও প্রজ্ঞার অভিজাততন্ত্র গড়তে চাচ্ছিলেন, কিন্তু না চেয়েও অন্য কিছু, তথা কেবল সম্পদশালীদের কর্তৃত্বে গোষ্ঠীবাদ গড়ে তুলছিলেন।" মরোর সমাধানটি হলো "অ্যারিস্টটল যেমন বলেছেন, *আইনকানুন* আর *রিপাবলিক* একই জিনিস। ভিন্নতাটি হলো এর উপস্থাপনা – এটি ভিন্ন দর্শকের কাছে তার বক্তব্য তুলে ধরে।" "*রিপাবলিক* হলো তরুণদের প্রতি প্লেটোর উপদেশমূলক কথা, যারা স্বৈরাচারের উদ্দাম কিন্তু স্থূল ভোগের প্রতি আকুল সেই তরুণদের প্রতি উপদেশমূলক পুস্তক, তেমনই *আইনকানুন* হচ্ছে বয়েসী মানুষজনের প্রতি উপদেশ – যারা ঐতিহ্যিগত সম্মানের কোলে স্বস্তিতে বসবাসরত। দু'ক্ষেত্রেই আমন্ত্রণ কাজ করে: তা দর্শনের প্রতি আকুতির জন্ম দেয়।"

প্রায় সমধর্মী আরেকটি পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরেন স্যন্ডারস্ যখন তিনি বলেন যে, আইনকানুন আর রিপাবলিক একই বস্ত্রের এপিঠ ওপিঠ। "*রিপাবলিক* ও *আইনকানুন* – উভয়ের রাজনৈতিক কাঠামোই সাধারণ পরিভাষায় পরম্পরাবিন্যস্ত এবং স্বৈরতন্ত্রী; *রিপাবলিকের* কাঠামো সত্তাসারে আদলের তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল; সুতরাং এটি ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক যে, *আইনকানুন*-এর ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। *আইনকানুন* যে রূপ লাভ করার কথা, তা তেমন রূপই লাভ করে এ-কারণে যে, প্লেটো সেই নির্ভরশীলতার ফল অধিবিদ্যার আলোচনা না করেই অদার্শনিকদের আস্বাদনের জন্য উপস্থাপন করতে চান – তা তিনি আগে থাকতেই ধরে নেন, অথবা যে-কোনওভাবেই হোক চাপা দিয়ে রাখতে চান। ফলে, এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে যে, প্লেটোর কোনও দ্বিতীয় পর্বের রাজনৈতিক দর্শন নেই এবং *আইনকানুন* একই বস্ত্রের উল্টোপিঠ মাত্র।"[৪৭]

স্যন্ডারস্ প্রশ্ন তুলেছেন, *রিপাবলিক*-এর *কাল্লিপলিস* আর *আইনকানুন*-এর ম্যাগ্‌নেসিয়ার মধ্যে সম্পর্ক কী? তার উত্তরে তিনি মত দিয়েছেন যে, "সবচেয়ে সূক্ষ্মভাবে যদি প্রকাশ করতে হয় তবে আমার উত্তর হবে: কোনওই সম্পর্ক নেই। তারা একই ধরনের প্লেটোনীয় রাষ্ট্র – রাজনৈতিক পরিপক্বতার একই 'স্লাইডিং স্কেলে'-র ভিন্ন পয়েন্টে অবস্থিত। রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ব একটি প্লেটোনীয় রাষ্ট্র আবশ্যিকভাবে এমন এক রাষ্ট্র যা অধিবিদ্যাগত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ দ্বারা শাসিত; আর *কাল্লিপলিস*-এর অনুকল্প হচ্ছে সে-ধরনের শাসন অর্জনযোগ্য। ম্যাগ্‌নেসিয়ার অনুকল্প হচ্ছে এটি এখনও প্রতিষ্ঠা করা হয়নি, হয়ত কখনও করাও যাবে না; তৎসত্ত্বেও তা তার নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উৎসাহ-উদ্দীপনা ধরে।"[৪৮] স্যন্ডারস্ যে এই দুই সংলাপকে ভিন্ন না বলে একই বলেছেন, তার পেছনে যে পর্যবেক্ষণ ছিল তা হলো এমন: দু'রাষ্ট্রই সৃষ্টি হবে সুখের উদ্দেশ্যে, আর সদ্‌গুণধারী জীবন অর্জনের মাধ্যমেই তা অর্জন করা সম্ভব হবে। *আইনকানুন*-এর সর্বত্রই প্লেটো সেই সদ্‌গুণের ওপর জোর দিয়েছেন। আর তা-ই যে দর্শন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই অনুকল্পকে মূর্ত করার জন্য স্যন্ডারস্ প্লেটোর সাথে এক কাল্পনিক সংলাপে নিরত হন। সেখানে অপ্রবুদ্ধ এক তরুণের উদ্দেশ্যে প্লেটো বলেন, "তুমি যখন সদ্‌গুণ নিয়ে তোমার অনুধাবনের উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় রত থাক, তখন তা হয়ে উঠে এক পরমোৎকৃষ্ট জীবনের প্রস্তুতি এবং ভিত্তি, যা তুমি জীবন যাপন করবে। সেই অর্থে *আইনকানুন*

www.pathagar.com

একটি দার্শনিক লেখা – যদিও কিছু মানুষ আছেন যারা ভালবেসে এমন বিশ্বাস করে যে, আমি অধিবিদ্যাগত ভাববাদ পরিত্যাগ করেছি। এই লেখাটি হচ্ছে মানবগোষ্ঠীকে *ইউদেইমোনিয়া* (সুখ)-র পথনির্দেশ করার অন্তিম প্রচেষ্টা; কারণ আমি তো স্পষ্টত এবং অহরহই বলি যে, সদ্গুণ ভিন্ন কোনও মানুষই সুখী হতে পারে না। এর ভিত্তিতেই আমার *আইনকানুন* রচিত।"[৪৯] স্যান্ডারস্ তাঁর উল্লিখিত প্রবন্ধের উপসংহার টানতে গিয়ে বলেছেন:

> তিনি যখন *আইনকানুন* রচনা করেন তখন তাঁর বয়স সত্তরেরও দিকে। তিনি জানতেন তিনি খুব বেশি দিন বাঁচবেন না। সদ্গুণের প্রকৃতির অনুসন্ধান তখনও তাঁর অসমাপ্ত কাজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদায়নের মাধ্যমে দ্বিতীয়োত্তম আদর্শ রাষ্ট্রের নীলনকশা তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন, যা বৃহত্তম পরিসরে মানবীয় সদ্গুণের বিকাশসাধন করবে; তাকে তিনি বাস্তবানুগ মনে করেছিলেন এবং তিনি নৈশ-কাউন্সিলের সদস্যদের অধিকতর দার্শনিক অনুসন্ধানে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তাদের নিজেদের মাধ্যমে এবং আকাদেমির মধ্যকার আলোচনার মাধ্যমে (সেই অঙ্গন থেকে সাহায্যের জোর ইঙ্গিত আছে)। অবশ্যই বলা যায়, যেখানে আকাদেমি এমন একটি অনুসন্ধানের এতদিন ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে এমন একটি নৈশ-কাউন্সিল সফল হবে বলে প্লেটো নিজেও তেমন প্রত্যাশা করতে পারেন না। কিন্তু *আইনকানুন*-এর অন্তিম প্যারাগ্রাফ আকাদেমি থেকে কাউন্সিল পর্যন্ত আর পরিশেষে আকাদেমি থেকে এমনকি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত রাখে। *আরেতে* (সদ্গুণ) *ইউদাইমোনিয়া*-র (সুখ) ব্যাপারে তাতে উৎসাহ-উদ্দীপনার কোনও ঘাটতি ছিল না; শেষ বিচারে তা-ই তো দর্শন।[৫০]

স্যান্ডারস্-এর এই পর্যবেক্ষণ – সত্তাসারে *রিপাবলিক* ও *আইনকানুন* একই, এই অভিমত মেনে নিয়েও আমরা এর একটি ভিন্নতর পাঠ গ্রহণ করেছি। আমাদের মতে *রিপাবলিক* ও *আইনকানুন* একই বস্ত্রের এপিঠ ওপিঠ নয়; একই মূল্যমানের হলেও দুই বস্ত্রের উপাদান ভিন্ন, একটি নিখাদ রাজতন্ত্র, আরেকটি হল মিশ্র উপাদানসম্পন্ন – অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মিশ্র বস্ত্র। আমরা দেখেছি যে, প্লেটো কট্টর গণতন্ত্রবিরোধিতা থেকে সরে এসে গণমানুষের অংশ্রগহণমূলক শাসনব্যবস্থা সুপারিশ করেছেন; তাতে নির্বাচন, দৈবচয়ন আছে, তাতে দায়বদ্ধতা আছে, মানুষের পেশাগত সচলতা আছে, সদ্গুণধারীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সোপানক্রমে আরোহণের ব্যবস্থা আছে; আবার সেই পদ্ধতির কারণে শাসক হিসেবে কতিপয়ের ক্ষমতায় আসীন হওয়ারও ব্যবস্থা আছে। স্বাভাবিক কারণেই তা সদ্গুণধারীদেরও শাসন হয়ে উঠবে। তাই শেষ বিচারে তা গোষ্ঠীশাসন হবে না, অভিজাততন্ত্রই হবে। সংবিধানের এই বিভাজনের পাঠ আমরা নিয়েছি *রাষ্ট্রনায়ক* থেকে।

প্লেটোর রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল প্রশ্ন ছিল: কে শাসন করবে বা শাসন করার অধিকার কার এবং কীভাবে সেই শাসন পরিচালিত হবে। সেই শাসন সদ্গুণসম্পন্ন, তথা তার উদ্দেশ্য কি হবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা; তা কি প্রজ্ঞার শাসন, না কি তা নয়? এই 'কে' এবং 'কীভাবে' প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্লেটো সাত ধরনের সংবিধান চিহ্নিত করেছেন। *রাষ্ট্রনায়ক* থেকে তা উদ্ধৃত করা হলো। এখানে ইলিয়া থেকে আগত একজন আগন্তুক

www.pathagar.com

এবং অ্যাথেন্সবাসী তরুণ সক্রেটিসের (সর্বাগ্রগণ্য দার্শনিক সক্রেটিস নয়, অন্য এক জন) মধ্যে আলোচনার সূত্রে এই বিভাজন উপস্থাপিত হয়:

আগন্তুক: এই সম্পূরক আলোচনার গোড়ার দিকে আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম যে, আমরা তিন ধরনের সংবিধান চিহ্নিত করেছি – এক ব্যক্তির শাসন, গুটিকয়েক ব্যক্তির শাসন এবং বহু মানুষের শাসন।

তরুণ সক্রেটিস: হ্যাঁ, তা করেছিলাম।

আগন্তুক: তাদের প্রত্যেকটিকে দু'ভাগে ভাগ করলে দাঁড়ায় ছয় ধরনের সংবিধান, এবং প্রথমে তাদের থেকে সত্যিকার সংবিধান আলাদা করে দেখলে তাকে বলা যায় সপ্তম সংবিধান।

তরুণ সক্রেটিস: অন্য তিনটিকে আমরা কী করে ভাগ করব?

আগন্তুক: একজনের শাসনে আমরা পাই রাজকীয় শাসন এবং স্বৈরশাসন; আমরা যেমন বলেছিলাম, কতিপয়ের শাসনে উত্তমের আদলে আমরা পাই অভিজাততন্ত্র এবং মন্দরূপে গোষ্ঠীতন্ত্র। গণতন্ত্রকে উপবিভাগে ভাগ করতে গিয়ে উভয় রূপকেই আমরা গণতন্ত্র নামে অভিহিত করেছিলাম, কিন্তু একে এখন আমাদের দু'ভাগে দেখাতে হবে।

তরুণ সক্রেটিস: তা কী করে করা যাবে – একে ভাগ করা যাবে কীভাবে?

আগন্তুক: অন্যগুলোর মতোই একইভাবে ভাগ করে – যদিও দেখা যাবে যে, 'গণতন্ত্র' শব্দটি দুই অর্থের ভার নিচ্ছে। অন্য সংবিধানের অধীনে যেমন আইনের শাসন সম্ভব তেমনই গণতন্ত্রের অধীনেও তা সম্ভব।

তরুণ সক্রেটিস: হ্যাঁ, তা ঠিক।

আগন্তুক: সেসময় আমাদের পক্ষে গণতন্ত্রকে দু'ভাগে ভাগ করা সম্ভব হয়নি কারণ আমরা একটি নিখুঁত সংবিধানের সন্ধানে ছিলাম। এখন আমরা আমাদের অনুসন্ধানক্ষেত্র থেকে নিখুঁত সংবিধানকে বাদ দিয়েছি এবং তাতে সেইসব সংবিধানকে অন্তর্ভুক্ত করেছি যা তাদের ব্যত্যয়। এই গ্রুপে আমরা আইনের প্রতি আনুগত্য এবং লঙ্ঘনের নীতি লক্ষ করেছি, যা প্রতি টাইপের শাসককে দু'ভাগে ভাগ করেছে।

তরুণ সক্রেটিস: এইমাত্র যে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে তা থেকে এমনই মনে হয়।

আগন্তুক: বেশ; দেখা যাচ্ছে যে, উত্তম লিখিত বিধিবিধান, যাকে আমরা আইন বলি, সেই জোয়ালে যখন রাজতন্ত্রকে বেঁধে দেওয়া হয়, তখন তা হয়ে ওঠে তা এই ছয়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু যখন তা যদি আইনছাড়া কাজ করে তখন তার অধীনে বাস করা সবচেয়ে কঠিন ও দুঃখময়।

তরুণ সক্রেটিস: তা-ই তো মনে হয়।

▸ আগন্তুক: কতিপয়ের শাসনে কথা বললে বলতে হয় যে, কিছু সংখ্যক যেমন এক ও বহুর মধ্যে মধ্যপদ হিসেবে বিরাজ করে, তেমনই কতিপয়ের শাসন উত্তম ও মন্দের মধ্যে মধ্যসম্ভাবনা ধরে। 'বহুর' শাসন সবদিক থেকেই সবচেয়ে দুর্বল; অন্য দুটি শাসনের তুলনায় সত্যিকার কোনও মঙ্গল অথবা গুরুতর কোনও মন্দ কাজ, কোনওটি করারই ক্ষমতা নেই তার। এর কারণ হল গণতন্ত্রে বিপুল সংখ্যক

www.pathagar.com

> শাসকের মধ্যে সার্বভৌমত্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বেটে দেওয়া হয়েছে। তিন সংবিধানের মধ্যে সবগুলোই যদি আইন-মান্যকারী হয়, তবে তার মধ্যে গণতন্ত্র সবচেয়ে নিকৃষ্ট, কিন্তু তিনটিই যদি আইন অবজ্ঞা করে তবে গণতন্ত্রই তাদের মধ্যে সর্বোত্তম। ফলে সমস্ত সংবিধান যদি নীতিবিরহিত হয়, তাহলে সর্বোত্তম কাজ হলো গণতন্ত্রের অধীনে বাস করা। কিন্তু সংবিধান যখন হয় আইন-অনুসারী এবং সুশৃঙ্খল তখন গণতন্ত্র হয়ে উঠে সবচেয়ে স্বল্প-কাম্য, আর যেহেতু নশ্বর জীবকুলে দেবতাদের মতোই সপ্তম ধরনের সংবিধানকে অনেক উঁচুতে স্থান দিতে হয়, তাই তার অধীনে যদি বাস করা সম্ভবপর না হয়, তবে বাকি ছয় ধরনের সংবিধানের মধ্যে যেটি প্রথম – সেই রাজতন্ত্রের অধীনে বাস হয়ে উঠে সর্বোত্তম। (৩০২সি-৩০৩বি)

এই পাঠ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, প্লেটো রাজতন্ত্রকে কেন উত্তম শাসন বলে মনে করেন। কিন্তু 'সর্বোত্তম' শাসন বলতে প্লেটো কী বুঝেন? তাঁর কথামতো তা 'সত্যিকার সংবিধান' 'নিখুঁত সংবিধান' আর তা হলো 'নশ্বর জীবকুলে দেবতাদের মতো'। আমাদের ধারণা প্লেটো এই সপ্তম সংবিধান বলতে 'আদর্শ' সংবিধানের কথা বলেন; এই শাসন হল দেবতা কর্তৃক দেবতাদের শাসন। তা এক ধারণা, 'তাকে অনেক উঁচুতে স্থান দিতে হয়', কখনও তা মনুষ্যের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়; সেই আদর্শে, সেই আদলে যা-কিছু অংশগ্রহণ করবে তা উন হবে, দুষ্ট হবে, তাই তা 'সর্বোত্তম' হবে না, নিদেন পক্ষে 'দ্বিতীয়োত্তম' হতে পারে। আর *আইনকানুন* তা-ই হবে – দ্বিতীয়োত্তম সংবিধান, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংমিশ্রণে দ্বিতীয়োত্তম। সেইসূত্রে রাজতন্ত্রও দ্বিতীয়োত্তম। *রিপাবলিক*-এর *কাল্লিপলিসও* যেমন সর্বোত্তম রাষ্ট্র নয়, *আইনকানুন*-এর ম্যাগ্‌নেসিয়াও তেমনই-সর্বোত্তম নয়, দ্বিতীয়োত্তম।

প্লেটো সর্বোত্তম যে নগরীর ধারণা পোষণ করতেন তার সম্পর্কে অ্যাথেনীয় বলেন যে, তা 'দেবতাদের দ্বারা বা দেবপুত্রদের দ্বারা শাসিত', তাতে চূড়ান্তরূপে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত থাকে, এবং 'রমণীকুল, সন্তান-সন্ততিতে সবার সমাধিকার' বিদ্যমান থাকে , 'সব ধরনের সম্পত্তিই যৌথ সম্পত্তি' হিসেবে গণ্য করা হয়। আমরা *রিপাবলিক*-এ কেবল শাসক ও সহযোগী শ্রেণি তথা সৈন্যবাহিনীর ক্ষেত্রে এ-ধরনের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা লক্ষ করি, সকলের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয় না। সেদিক থেকে তো তা আদর্শ রাষ্ট্রীয় রূপের উনতাই।

আমরা দেখতে পাই যে, প্লেটোর সকল সংলাপের মধ্যে *রিপাবলিক* ও *আইনকানুন* এবং *রাষ্ট্রনায়ক*-ই তাত্ত্বিক এবং একইসাথে ব্যবহারিক রচনা। উপরন্তু, যথার্থে *আইনকানুন*-ই কেবল আভিজ্ঞাতিক রচনা। আর সকল সংলাপই অন্তিম বিচারে তাত্ত্বিক, বিষয়ের সত্তাসার অনুধাবনের লক্ষ্যে রচিত হয়েছে সেইসব সংলাপ। এ তিনটি সংলাপের নির্দেশিত বিষয়ই মাত্র ইহলোকে প্রতিষ্ঠার বিষয়, বাকি সকল কিছুর বিচরণই মনোভূমে, তথা আত্মায়; বাকি সবই আদর্শ। তাই এসব সংলাপে যা প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয় তাদের উনতা অবধারিত। 'আদলে', 'ধারণায়' তাদের অংশগ্রহণ হতে পারে, কিন্তু তাদের সর্বোত্তম হওয়ার জো নেই; একমাত্র 'আদল', 'ধারণাই' সর্বোত্তম। আভিজ্ঞাতিক বিষয়াদির সর্বোত্তম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না । যা আদর্শ, যা সর্বোত্তম

www.pathagar.com

তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে প্লেটো বলেছেন: "ব্যক্তিগত এবং একক অধিকারভুক্ত বলে সকল কিছুই জীবন থেকে পুরোপুরিভাবে নির্বাসিত আর প্রকৃতিগতভাবে যেসব জিনিস ব্যক্তিগত, যেমন চক্ষু, কর্ণ, হস্ত তা-ও যৌথ সামগ্রী হয়ে উঠেছে এবং কোনও এক উপায়ে আমরা যৌথভাবে দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি এবং ক্রিয়া করছি আর নগরীতে যে-আইন বলবৎ আছে তা নগরীকে সর্বোতভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছে।" এই যৌথ অভিজ্ঞতা, তুরীয় অভিজ্ঞান কেবল 'ধারণা, 'আদলের' ক্ষেত্রেই লাভ করা সম্ভব, বাস্তব ক্ষেত্রে নয়।

সেইসূত্রে বলা যায়, প্লেটো এই সংলাপসমূহে তাঁর মূল দার্শনিক মতবাদ – 'আদলের' আর 'ধারণার' মতবাদ থেকে বিচ্যুত হননি। মানুষের চরিত্রের সীমাবদ্ধতা জেনেও মানবমুক্তির জন্য আভিজ্ঞাতিক বিশ্বে তার দ্বিতীয়োত্তম রূপ বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছিলেন প্লেটো। সেই লক্ষ্যেই তাঁর যেমন সিরাকুজ যাত্রা তেমনই আকাদেমির প্রশিক্ষিত দার্শনিকদের বিভিন্ন নগররাষ্ট্রে প্রেরণ। "বিভিন্ন প্রাচীন লেখক পনের থেকে বিশ জন লোকের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন যাদেরকে প্লেটোর জীবদ্দশায় আইন-প্রণেতা অথবা আইন প্রণয়ণের পরামর্শক হিসেবে বিভিন্ন নগরীতে প্রেরণ করা হয়েছিল।"[৫১] এমন কি বলা যায় যে, আমরা যখন রাষ্ট্রদর্শনের কথা বলি, রাষ্ট্রসংস্কার করি, 'সকল শিল্পের শিল্প' – রাষ্ট্রশাসন আর সংবিধান রচনা, পর্যালোচনা, পর্যেষণা করি, তখন আমরা আমরা প্লেটোর মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষায়, উদ্যোগে অংশগ্রহণ করি?

১৫

আড়াই হাজার বছর পরও আমরা কেন *আইনকানুন* পাঠ করি? প্রথমত, উল্লেখিত অন্য দুটি সংলাপের সাথে এটি সম্ভবত সভ্য জগতের প্রথম ইহলৌকিক রাষ্ট্রীয় দর্শনের 'ট্রিটিজ'। কালের দিক থেকে কিছুটা ব্যবধানে বা সমসময়ে রচিত রাষ্ট্রশাসন ও নৈতিকতার দর্শন – কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*, এবং কনফুসিয়াসের *এনালেক্টস* (রচনাকাল হিসেবে যথাক্রমে খ্রি.পূ. ৩৫০-২৮৩ ও ৪৭৫-২২১ সাল) বাদ দিলে প্লেটো রাষ্ট্রদর্শনের সংলাপই বিশ্বের প্রথম সমন্বিত এবং সুসমঞ্জস্য রাষ্ট্রদর্শনের পুস্তক। রাষ্ট্র কেন গড়ে উঠে, রাষ্ট্র গড়ার উদ্দেশ্য কী, শাসনব্যবস্থার সূত্র কী, কে শাসন করবে, রাষ্ট্রকে কীভাবে স্থায়ী করা যাবে, আইনকানুনের দর্শন কী, এমতো প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে প্লেটো পাঠ অত্যন্ত জরুরি। প্লেটোর দুই শ্রেষ্ঠ কীর্তি *রিপাবলিক* ও *আইনকানুন* এবং অন্য প্রণিধানযোগ্য সংলাপ *রাষ্ট্রনায়ক*-এ তা বিধৃত হয়েছে। এমন নয় যে, প্লেটো সংবিধান রচয়িতাদের মধ্যে প্রথম; গ্রিসের রাষ্ট্রপুঞ্জে সংবিধানের অস্তিত্ব ছিল; সোলন প্রথম অ্যাথেন্সের সংবিধান দিয়েছিলেন, পেরিক্লেস ছিলেন গণতান্ত্রিক অ্যাথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক ও তার সংবিধানদাতা। কিন্তু প্লেটোই প্রথম গ্রিসের সকল নগররাষ্ট্রের সংবিধান পর্যালোচনা করে তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রণয়ন করেছিলেন; শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ নির্ণয় করেছিলেন; সকল নগররাষ্ট্রের আইন পরীক্ষা করেছিলেন এবং *আইনকানুন*-এ আদর্শ আইন রীতিবদ্ধ করেছিলেন। মরো তাঁর *ক্রেটান সিটি* বইতে প্লেটোর সেই কষ্টসাধ্য কাজের বর্ণনা দিয়েছেন। আর প্লেটো যে তাঁর আকাদেমি স্থাপন করেছিলেন তাতে

www.pathagar.com

জ্যামিতি, তথা দর্শন (আকাদেমির মূল ফটকে লেখা ছিল 'জ্যামিতিতে অজ্ঞ কেউ যেন প্রবেশ না করে') এবং রাষ্ট্রতত্ত্ব ছিল মূল পাঠ্যসূচি।

আজ যে আমরা আইনের শাসনের কথা বলি সেই ধারারও সূচনা প্লেটো থেকে; রোমানদের হাত ঘুরে তা আমাদের জীবনে, রাষ্ট্রে এসেছে। আধুনিক যে রাষ্ট্রতত্ত্ব আর শাসনব্যবস্থা তার আদি বাস খুঁজতে আমাদের গ্রিকদের কাছেই হাত বাড়াতে হয়; আর তার বিভাজনের কথা আমরা জানতে পারি প্লেটো পাঠ করে। *রাষ্ট্রনায়ক*-এ শাসনব্যবস্থার যে-বিভাজন করা হয়েছে – যেমন, রাজতন্ত্র, স্বৈরাচার/একনায়কতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র, গণতন্ত্র –তা তো এখনও শাসনব্যবস্থার মূল বিভাজন হয়ে রয়েছে। পপার তা মেনে নিয়েই বলেছেন এই রূপবিভক্তি সত্ত্বেও রাষ্ট্র নিয়ে আমরা এ-যাবৎ ভুল প্রশ্ন করে এসেছি; আমরা প্লেটোর সাথে একই প্রশ্ন করে এসেছি। প্রশ্নটি হল 'শাসন করার অধিকার কার?' এক ব্যক্তির হলে তার উত্তর হলো রাজতন্ত্র ও স্বৈরাচার/একনায়কতন্ত্র, কতিপয়ের হলে অভিজাততন্ত্র ও গোষ্ঠীতন্ত্র এবং বহুর হলে গণতন্ত্র। তাঁর মতে আসল প্রশ্ন হওয়া উচিত কীভাবে সহিংসতা ছাড়া 'রেজিম' বদলানো যাবে। গণতন্ত্রে তা বাস্তবায়ন করাকে সম্ভব করে তোলে, তাই গণতন্ত্র 'মন্দ শাসনের মধ্যে সবচেয়ে কম মন্দ।'

আমরা সহজেই ভাবতে পারি যে, *আইনকানুন*-এ যে রাষ্ট্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ আইনকানুন তুলে ধরা হয়েছে, তা আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয় – প্রথমত রাষ্ট্রের আকারের জন্য, দ্বিতীয়ত, সময়ের দীর্ঘ পরিসরে গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তনের কারণে। সকল মানুষের অধিকারকে, তাদের সম্ভাবনাকে স্ফূরিত করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে পৃথিবীতে। যে-নৈতিকতার দোহাই দিয়ে প্লেটো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেন তা যদি বিচার করতে হয় তবে সকল মানুষের দেবসম্ভাবনা মেনে নিতে হয় আর তাই দাসত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি থাকে না। কিন্তু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারও রয়েছে কিছু বাস্তবতা – তার শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, তার ঐক্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, তাকে স্থায়ী করার উপায় খুঁজে বের করা। সেইসূত্রে প্লেটোর রাষ্ট্রভাবনা প্রাসঙ্গিক। আর সর্বোপরি সর্বপ্রধান প্রশ্ন নৈতিকতার প্রশ্নটি তো রয়েছেই। রাষ্ট্র যে নাগরিকদের সদ্‌গুণধারী করে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, তা তো অনিবার্য হিসেবেই দেখা দেয়। রাষ্ট্রের নৈতিকতা ও ব্যক্তির নৈতিকতার যে সাযুয্য এবং সমন্বয় প্লেটো চিন্তা করেন, তা এক বিশ্বজনীন এবং সর্বকালীন অপরিহার্যতা। প্লেটো পাঠ ও অনুশীলনে সেই প্রয়োজনীয়তা মেটানোর সুযোগ ঘটে।

দর্শন এবং বিশেষত রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে *রিপাবলিক* অধিক পরিচিত ও খ্যাতিমান। প্লেটোর পরিণত চিন্তার প্রতিফলন হিসেবে *আইনকানুন*-কে স্বীকৃত দেওয়া হলেও *রিপাবলিক*-কেই তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা হিসেবে দেখা হয়। হয়ত প্লেটো যে মূলত ভাববাদী দার্শনিক, তাকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণে আভিজ্ঞাতিক প্রত্যয় ও মতবাদ সম্বলিত *আইনকানুন*-কে ততটা উৎকৃষ্ট রচনা বলে মনে করা হয় না। কিন্তু আমরা যদি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রদর্শনের অগ্রগতি ও প্রয়োগ লক্ষ করি, তাহলে বুঝতে পারি, *আইনকানুন*-এরই জয় হয়েছে। পৃথিবী এখন আর কোনও দার্শনিক-রাজার সন্ধান করে

www.pathagar.com

না, বরং আইনের শাসনই তার আরাধ্য। *আইনকানুন*-এর সাহিত্যিক ফর্মের ত্রুটি স্বীকার করেও কেউ কেউ একে *রিপাবলিক*-এর চাইতে উন্নততর রচনা বলে বর্ণনা করেছেন। গ্রিক রাষ্ট্রতত্ত্বের তাত্ত্বিক স্যার আর্নেস্ট বেকার-এর পর্যবেক্ষণ আমাদেরকে এ-ব্যাপারে আলোকিত করতে পারে। কেবল তিনি নিজেই নন, অন্য 'অথরিটিকেও' তিনি এর উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য সাক্ষী মানেন। তিনি লিখেছেন, "... *আইনকানুন*-এ শেষ চারটি পুস্তক কেবল আইনকানুন-এর প্রকৃষ্টতম অংশই নয় – তারা প্লেটো সকল রচনার মধ্যে সর্বোত্তম ও বটে।"[৫২] তিনি আরও বলেন, "আমি কনস্টেনটেই রিটার-এর সাথে একমত যিনি লিখেছেন (...), 'আমি একথা বলতে দ্বিধাগ্রস্ত নই যে, এই রচনাটি (*আইনকানুন*) এবং সেইসাথে *রিপাবলিক* প্রাচীন হেলাস-এর সংস্কৃতির সুন্দরতম কীর্তির অন্যতম, এবং আমার জানা সবচেয়ে চমৎকার ও প্রশংসনীয় বই। আমি আরও যোগ করতে চাই যে, মনুষ্য-প্রকৃতি এবং মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের জ্ঞানের সম্পদে, এবং বাস্তব জীবনে তাদের বিশদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে *আইনকানুন রিপাবলিক*-কে ছাড়িয়ে যায়।'"[৫৩]

বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় জুড়ে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী শাসন-ব্যবস্থার অশুভ প্রভাব দেখে কার্ল পপার প্লেটোর ধ্যানধারণা ও মতবাদে তার সমদর্শিতা খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি প্লেটোর মতবাদের বিধ্বংসী প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য বিশ্বের নাগরিকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। "আমাদের যে শিক্ষা নিতে হবে তা হল প্লেটো আমাদের যে-শিক্ষা দিতে চান ঠিক তার বিপরীত শিক্ষা।"[৫৪] কিন্তু পৃথিবী এমনটি গ্রহণ করেনি। অতীতে যেমন প্লেটো পাঠে মানুষ আলোড়িত হয়েছে, বর্তমানেও তেমনই আলোড়িত হচ্ছে। দর্শনের আদিগুরু যে এখনও তাঁর প্রভাব ছড়াচ্ছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেবল রাষ্ট্রদর্শনেই নয়, জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, গাণিতিক দর্শন, বিজ্ঞান-দর্শন, ন্যায়-নৈতিকতা, প্রেম-ভালবাসা, ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, এমতো দর্শনের সকল শাখায় প্লেটোর যে বিচরণ তা এড়িয়ে দর্শনচর্চায় নিরত হওয়া যে-কারও পক্ষেই অসাধ্য। তাই প্লেটো আমাদের পাঠ করতেই হয়। বিংশ শতাব্দীর সেরা এক দার্শনিক বার্টান্ড রাসেলকে সাক্ষী মেনে তাঁর ভাষায় বলা যায় যে, "কেউ কেউ প্লেটোর মতো পরিসর ও গভীরতায় পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছে বলা গেলেও তাঁদের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়; তাঁকে অতিক্রম করে গেছে এমন কেউই নেই। তাঁকে অবজ্ঞা করে দার্শনিক অনুসন্ধানে নিরত হওয়া নির্বুদ্ধিতা বই কিছুই নয়।"[৫৫]

টীকা

১ বক্ষ্যমাণ লেখাটিতে রাষ্ট্র, নগররাষ্ট্র, নগরী, কম্যুনিটি, সমাজ শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মূল গ্রিক শব্দটি হল 'পলিস'; তার মাধ্যমে সংঘবদ্ধ কোনও একটি কম্যুনিটিকে, বা সমাজকে বোঝানো হত, (সাম্প্রতিককালে বাংলায় ধর্মসম্প্রদায়কে 'কম্যুনিটি' হিসেবে ব্যবহার করা হয়; সমাজ ও রাষ্ট্রকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়) তার সমস্ত রূপ হালের রাষ্ট্র অর্থেও প্রযোজ্য। গ্রিসে এই কম্যুনিটির স্থায়ী আবাস ছিল নগরীতে। তাই কখনও কখনও তাকে নগরী বলা হয়েছে আর সেইসূত্রে নগর-রাষ্ট্র, আবার সমাজও বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

২ প্রশ্ন উঠেছিল এই সংলাপটি প্লেটোর লেখা কি না। প্লেটোর সাথে বেমানান স্টাইল, 'সিনটেক্স'-এর অনিয়ম, পুনরাবৃত্তি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতার কারণে উনবিংশ শতাব্দীর কিছু প্লেটোবাদী পণ্ডিত এটি প্লেটোর লেখা বলে সন্দেহ করেছিলেন। যেমন, আসত্ লিখেছেন যে, 'যিনি প্লেটোকে চেনেন তাঁর যদি নিজের মধ্যে এই প্রতীতি জন্মাতে হয় যে, তাঁর সামনে তিনি যে লেখাটি দেখতে পাচ্ছেন তা প্লেটোর রচনা নয় তবে তাঁর জন্য *আইনকানুনের* কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়ে দেখাই যথেষ্ট।' কিন্তু এই প্রশ্নের সমাধান ঘটেছে। প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে, এটি প্লেটোরই লেখা, যদিও তাঁর মৃত্যুর পর অনুলিপি তৈরির কালে তাঁর শিষ্যগণ হয়ত তাতে সংশোধনী এনেছিলেন। অ্যারিস্টটলের *পলিটিক্স*-এর আলোচনাও এটিকে প্লেটোর লেখা বলে বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েছে।

আইনকানুন প্লেটোর সমগ্র রচনার প্রায় এক পঞ্চমাংশ।

৩ কার্ল পপার তাঁর বিখ্যাত বই *The Open Society and Its Enemies*-এ (Routledge & Kegan Paul, London, (5th edition), ১৯৭৪) প্লেটোকে উন্মুক্ত সমাজের, গণতন্ত্রের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর এই বইটির যখন প্রথম নাম নির্বাচন করা হয় তখন তিনি তাঁর নাম রেখেছিলেন *Three False Prophets – Plato, Hegel and Marx*। প্রশ্ন ওঠে, এযুগ যেখানে গণতন্ত্রের, সেখানে প্লেটোর ধ্যানধারণার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? তার দার্শনিক, বাস্তব প্রয়োজনভিত্তিক জোরই বা কোথায়? কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, রাষ্ট্রতত্ত্বের, গণতন্ত্রের সর্বাগ্রের আলোচনায় প্লেটো পাঠের বিকল্প খুঁজে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের যত রূপের আলোচনাই করা হোক না কেন, এখনও তা প্লেটোর বিভাজনের স্তরেই রয়ে গেছে। রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র ও গণতন্ত্রের আকারেই রাষ্ট্র রূপলাভ করেছে। প্লেটোকে মিথ্যা নবী বলে দোষারোপ করা যায়, কিন্তু তাঁর নবীত্বের গভীর প্রভাব এখনও পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠিত।

৪ পপার, পূর্বোক্ত।

৫ Saunders, Trevor J., 'Plato's Later Political Thought', in Richard Kraut (ed.) *The Cambridge Companion to Plato*, 1992, পৃ. ৪৭৬-৭৭।

৬ Saunders, Trevor J., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৬. স্যন্ডরস উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন যে, প্লেটোর এই সংলাপটিতে তাঁর অধিবিদ্যাগত প্রত্যয়, আদল বা ধারণার প্রত্যয় পরোক্ষে অস্তিমান। সুতরাং, পদ্ধতিগতভাবে এবং অধিবিদ্যাগতভাবে প্লেটো যে তার মূল অবস্থান থেকে দূরে গিয়ে *আইনকানুন* রচনা করেছিলেন তা ঠিক নয়। বরং '*রিপাবলিক* ও *আইনকানুন* হলো একই বস্ত্রের দুই পিঠ।'

৭ Grube, G.M.A.; *Plato's Thought*, Beacon Press, Beacon Hill. Boston, ১৯৩৫, পৃ. ১।

৮ প্লেটোর রাজনৈতিক দর্শনের প্রায় সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই আদি পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের রাজনৈতিক তত্ত্বের বিভাজন লক্ষ করা যায়। তবে এতে বিতর্কও লক্ষণীয়। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের বিবর্তন যে একটি ধারবাহিকতায় প্রবাহিত তা-ও বলেছেন কেউ কেউ।

৯ প্লেটোর সকল সংলাপেই মূল চরিত্র হলো সক্রেটিস। *আইনকানুন*-ই একমাত্র ব্যতিক্রম – এখানে প্রধান যে তিনটি চরিত্র সংলাপে নিরত হয় তার একজন ক্রিটবাসী, একজন স্পার্টাবাসী আর মূল কথক হলো একজন অ্যাথেনীয় – যাকে খোদ প্লেটো হিসেবে অনেক সময় চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। আরেকটি সংলাপ *তাইমিয়াস*-এ সক্রেটিস আবির্ভূত হন

www.pathagar.com

বটে, কিন্তু প্রাথমিক আলাপচারিতার পর তিনি পেছনে সরে যান, মূল আলোচনায় বলতে গেলে তাঁর কোনও ভূমিকাই থাকে না। মনে করা হয় যে, সক্রেটিস যেহেতু প্রাকৃতিক দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন না, এবং *তাইমিয়াস* যেহেতু সেই প্রসঙ্গে রচিত, তা-ই তিনি তাতে গভীরভাবে আলোচনায় সম্পৃক্ত হননি। *আইনকানুন*-এ হয়ত তাই সক্রেটিস অপসৃত হয়েছিলেন। প্রথমত, তাতে 'আদল' বা 'ধারণার' প্রত্যয় অপসৃত হয়েছিল, অনেক অভিজ্ঞতাবাদী প্রত্যয়ের সমাবেশ ঘটানো হয়েছিল তাতে, তাই হয়ত 'ভাববাদীদের ভাববাদী' সক্রেটিসের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ যথাযথ মনে হয়নি প্লেটোর কাছে, আর দ্বিতীয়ত প্লেটো হয়ত বা তাঁর অন্তিম পর্যায়ে সক্রেটিসের প্রভাববলয় কাটিয়ে নিজের আলাদা বলয় তৈরি করে নিয়েছিলেন।

১০ পপার প্লেটোকে উন্মুক্ত সমাজের শত্রু মনে করলেও সক্রেটিসকে গণতন্ত্রের প্রতিভূ বলে মনে করেন। কোন্ পর্যায়ে এসে প্লেটোর এই পরিবর্তন ঘটেছে তা বলা মুস্কিল, কিন্তু প্লেটোর চিন্তায় যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা জোর দিয়েই বলা যায়।

১১ *রিপাবলিক*-এর নাম আদলে লাতিন ভাষার হাত ধরে 'রিপাবলিক' বা 'গণরাষ্ট্র' হিসেবে পরিচিত পেয়েছে। বাংলায় *রিপাবলিক*-এর একটি অনুবাদ আছে *গণরাষ্ট্র* নামে (শ্রীসুধাকান্ত দে প্রণীত)। কিন্তু আমরা জানি প্লেটো *রিপাবলিক*-এ জনতার শাসন বা গণতন্ত্রের কথা বলেননি, তিনি প্রজ্ঞাবান, দার্শনিক রাজার শাসনের কথা বলেছেন। সংলাপটির মূল গ্রিক শব্দ *'পলিতেইয়া'*-র ইংরেজি অর্থ দাঁড়াবে নগররাষ্ট্রের সংবিধান। কার্ল পপার বলেছেন, এর অর্থ হল 'The Constitution', বা 'The City State' বা 'State'; 'The Republic' কোনওমতেই নয়। (পপার, পূর্বোল্লেখিত, পৃ. ৮৮)

১২ গ্রিক শব্দ 'দিকাইওসোনি', তথা 'সঠিক কর্ম সম্পাদন'-কে সাধারণত (Justice) 'ন্যায়', 'ন্যায়পরতা' হিসেবে অনুবাদ করা হয়। এটিই *রিপাবলিকের* মূল থীম। সংলাপটির উপশিরোনাম 'সঠিক কর্ম নিয়ে'। গ্রিক ভাষাবিশারদগণ অবশ্য জোর দিয়েই বলেন যে, এই শব্দটির অর্থ 'ন্যায়' হওয়া কোনওক্রমেই ঠিক নয়। শব্দটিতে আইনগত দ্যোতনার চাইতে নৈতিকতার, তথা ব্যক্তিগত নৈতিক চেতনা এবং এবং তার ভিত্তিতে সঠিক কর্মের চেতনার দ্যোতনা অধিকতর জোরালো। *রিপাবলিক*-এর কোনও কোনও অনুবাদক, যেমন ওয়াটারফিল্ড একে নৈতিকতা (morality) হিসেবে অনুবাদ করেছেন। এটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ন্যায় হিসেবে অধিক প্রযোজ্য, আর ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নৈতিকতা হিসেবে। বাংলায় আমরা এটিকে ক্ষেত্রবিশেষে ন্যায়, 'ন্যায়-নৈতিকতা' এবং শুধু নৈতিকতা হিসেবে অনুবাদ করেছি।

১৩ শব্দটি হলো *plutos*; এর অর্থ হয় সম্পদ, আর সম্পদের দেবতা হলেন Plutos; তাকে অন্ধ দেবতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

১৪ Guthrie, W.K.C., *A History of Greek Philosophy*, (vol. 4) Cambridge University Press, Cambridge, ১৯৭৮, পৃ. ৩২৯ ।

১৫ প্লেটোর ধারণার পরিকাঠামোতে রাষ্ট্র ও সমাজ বা 'কম্যুনিটি' সমার্থক। তাই অনেকে *রিপাবলিক*-এর অনুবাদে মূল শব্দ 'পলিস'-কে রাষ্ট্র হিসেবে যেমন অনুবাদ করেছেন, তেমনই 'কম্যুনিটি' হিসেবেও অনুবাদ করেছেন। এই সমার্থকতা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সার্বিকতাও নির্দেশ করে বলে মনে হতে পারে।

১৬ অ্যাথেনীয় এখানে যে কিংবদন্তি বর্ণনা করেন তা হল মহাপ্লাবনের কথা এবং তার কারণে স্বল্পসংখ্যক মাত্র লোকের বেঁচে থাকার কথা। সেই মহাপ্লাবনের পর কিছুসংখ্যক মানুষ

www.pathagar.com

পাহাড়চূড়ায় বেঁচে ছিল এবং প্লাবনের পরে সমভূমিতে নেমে এসে সমাজ তৈরি করেছিল। এই কিংবদন্তিটিকে প্লেটো সমাজের উৎস হিসেবে বিবেচনা তার মূল প্রস্তাবভিত্তি ধরে তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস নেন। আমরা এখন জানি যে, এ ধরনের বিভিন্ন কিংবদন্তি সারা পৃথিবীব্যাপী প্রচলিত ছিল এবং হালেও প্রচলিত আছে। ফ্রেজার সমধর্মী এমন বহুসংখ্যক কিংবদন্তির বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর বইতে (*Folklore in the Old Testament*)। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ও সংস্কৃতিতে, যেমন বেবিলোনিয়া, হিব্রু, গ্রিক, প্রাচীন ভারত, আধুনিক ভারত, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ. পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউ গিনি, ম্যালেনেশিয়া, পলিনেশিয়া, মাউক্রোনেশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা এবং ম্যাক্সিকো, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকার মহাপ্লাবনের কিংবদন্তি ও উপকথার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, সকল কিংবদন্তি যে একই উৎস থেকে সর্বত্র প্রচারিত প্রসারিত হয়েছে এমন ভাবার কারণ নেই। কোনও কোনও কিংবদন্তিতে হয়ত যোগাযোগের কারণে তেমনটি ঘটেছিল, কিন্তু অধিকাংশের ক্ষেত্রেই স্থানীয় কারণ ছিল। প্লেটো এখানে যে কিংবদন্তিকে ভিত্তি করে তার সমাজের উৎস বর্ণনা করার প্রয়াস পান তাকে বিশ্বজনীন ভাবার কোনও কারণ নেই।

১৭ *আইনকানুন*-এ যেমন মহাপ্লাবনের ধ্বংসলীলার পর কিছু সংখ্যক মানুষের বেঁচে যাওয়া তাদের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি এবং শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক বর্ণনা দেওয়া হয়, এক ধরনের শাসনব্যবস্থা থেকে যৌক্তিক কারণে অন্য ধরনের শাসনব্যবস্থায় উত্তরণ ও পরিবর্তনের কথা বলা হয়, *রিপাবলিক*-এ সমাজের উৎস সম্পর্কে তেমন বলা হয় না। যেমনঃ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল কারণই তো ছিল 'পারস্পরিক বিনিময়ের ব্যবস্থা করা।' 'সুতরাং, মানুষজন তাদের বিবিধ প্রয়োজন (৩৬৯সি) মেটানোর জন্য বিভিন্ন লোকের সাথে সম্পৃক্ত হয়, আর আমাদের প্রয়োজন যেহেতু প্রচুর তাই আমরা প্রচুরসংখ্যক লোকের সাথে যুক্ত হই এবং আমাদের সহযোগী ও সহকারী হিসেবে কোনও একটি জায়গায় তাদের সাথে একত্রে বসবাসের আয়োজন করি। এই একত্র-বাসকে আমরা বলি রাষ্ট্র।'

১৮ সামাজিক চুক্তির ধারণা ও তার আলোচনা সপ্তদশ শতাব্দীর পরে হবস, লক্, রুশোর আলোচনায় দেখতে পাই আমরা। প্রতীচ্যে বুদ্ধের উপদেশ, অশোকের নির্দেশের মধ্যে এ ধরনের চুক্তির প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ আছে বটে কিন্তু যথার্থ অর্থে সামাজিক চুক্তির ঐতিহাসিক উৎসের সন্ধান পাই আমরা প্লেটোর এই লেখায়ই।

১৯ হীসিয়াদ (*থিওগিনি*) অনুসারে টাইটানরা ছিল জিউস এবং অলিম্পিয়দের আগে স্বর্গশাসনকারী দেবতা। তারদেরকে টাইটান বলা হত এ-কারণে যে, তারা তাদের পিতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছিলঃ কনিষ্ঠতম ভ্রাতা ক্রনসের নেতৃত্বে তাঁরা তাঁদের পিতাকে খোজা করে দিয়েছিল।

২০ Barker, Sir Ernest, *Greek Political Theory*, Methuen & Co., London, 1952 reprint, পৃ. ৩০৪।

২১ Morrow, Glenn R., The Demiurge in Politics: *The* Timaeus and *The* Laws' in *Plato: Critical Assessment*, Vol. IV, ed. By Nicholas D. Smith, Routlege, ১৯৯৮, পৃ. ৩১০।

২২ Morrow, *ibid.* পৃ. ৩১১।

২৩ পেলোপন্নেজীয় যুদ্ধে নিহতদের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার তাঁদের সম্মানে পেরিক্লিজ প্রদত্ত বক্তৃতা। 'Pericles's Funeral Oration' in *Wikipedia.*

www.pathagar.com

২৪ মনে হয় এখানে গ্রিক নগররাষ্ট্রের অভিজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলো জনসংখ্যার বিচারে ছিল ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। অ্যাথেন্সের জনসংখ্যা তাঁর সোনালী যুগ – পেরিক্লেসের যুগে, ৩০,০০০ হাজার অথবা তার চাইতে কিছুটা বেশি ছিল। এই সংখ্যায় অবশ্য নারী, শিশু ও ক্রীতদাসদের ধরা হয়নি। এখানে যদিও জনসংখ্যা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, *রিপাবলিক*-এ তা করা হয়নি। সেখানে তার আকার সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'তার আকৃতি এমন হবে যেন তা তার ঐক্য বিনষ্ট না করে বিকশিত হতে পারে।' নাগরিকদের সংখ্যা একটি রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় একারণে যে, গণতন্ত্র বৃহৎ পরিসরের জনসংখ্যায় কতদূর কার্যকর তা পরখ করার বিষয়। যে আবহে গণতন্ত্র বিকশিত হওয়া সম্ভব তাতে জনসংখ্যা একটি বিশেষ মাত্রা। এখানে নির্ধারিত পাঁচ হাজার চল্লিশ পারিবারিক প্রধান ধরে মরো ম্যাগ্‌নেসিয়ার জনসংখ্যার প্রাক্কলন করেছিলেন চল্লিশ থেকে আটচল্লিশ হাজার। (Guthrie, *A History of Greek Philosophy*, vol IV, পৃ. ৩৪১-২)

২৫ *আইনকানুন*-এ এসে প্লেটো ক্রীতদাসত্বের অস্তিত্ব ও আদর্শরাষ্ট্রে ক্রীতদাসের প্রয়োজনীয়তার কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। *রিপাবলিক*-এ ক্রীতদাসদের অস্তিত্বের কথা খোলাখুলিভাবে বলা হয়নি। তাই প্রশ্ন উঠেছে, '*রিপাবলিক*-এ কি ক্রীতদাসত্বের অস্তিত্ব আছে?' ('Does Slavery Exist in Plato's Republic?', Gregory Vlastos. *Platonic Studies*, ১৯৮১, পৃ. ১৪০-৪৬)। একথা সুবিদিত যে, প্লেটো গণতন্ত্রবাদী ছিলেন না, তাই তিনি সকলের সম-অধিকারের কথা বলেন না, শ্রেষ্ঠ লোকের শাসকের কথা বলেন, তা সেটি দার্শনিক রাজা হোক, রাষ্ট্রনায়ক হোক আর নৈশকালীন অধিবেশনের জ্যেষ্ঠ শাসকগোষ্ঠীই হোক। প্লেটোর দৃষ্টিতে ক্রীতদাসদের সমাধিকার দেওয়ার সুযোগ নেই একারণে যে, তার অভিজ্ঞতা তাকে জ্ঞান দিতে পারে না; তার *doxa* আছে *logos* নেই। ভ্লাসটস উল্লিখিত পুস্তকের আরেকটি প্রবন্ধে ('Slavery in Plato's Thought') লিখেছেন যে, "প্লেটো ক্রীতদাসত্বের প্রতিষ্ঠানকে আদর্শায়িত করেছিলেন আর চুক্তি তাত্ত্বিকগণ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানকে। তাদের পরস্পরবিরোধী আদর্শ অ্যাথেনীয় সমাজের, একটি স্বাধীন রাজনৈতিক কম্যুনিটির – যা দাস অর্থনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত – বিরোধিতা স্পষ্ট করে তুলেছিল।" একথার সত্যতা চ্যালেঞ্জ করার খুব একটা যুক্তি থাকে না।

২৬ আলসিদামাস ক্রীতদাসত্বের প্রতিষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ করেছিনে। তিনি বলেছিলেন, "বিধাতা সকল মানুষকে মুক্ত মানুষ হিসেবে ছেড়ে দিয়েছেন; প্রকৃতি কাউকেই দাস করেনি।" (I.F. Stone. *Socrates on Trial*, Little Brown & Company, Boston, Toronto, ১৯৯৮, পৃ. ৪৪) সক্রেটিস, প্লেটো অথবা অ্যারিস্টটল কেউই এই পদ্ধতিটির মধ্যে অনৈতিকতা এবং অমানবিকতা দেখতে পাননি। অ্যারিস্টটল একে প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক বলেই মনে করতেন। পপারের কথা মেনে নিয়ে বলা যায়, বড় মানুষেরা বড় ভুলও করে।

২৭ Khan. C.H. 'Plato's Cretan City' (review Article on Morrow's Book), JHI, ১৯৬১, ৪১৮-২৪; W.K.C. Guthrie's *A History of Greek Philosophy*,(vol. 4), -এ উদ্ধৃত, পৃ.৩৪৯।

২৮ গ্রিসের শিক্ষায় 'মিউজিক' বলতে কেবল সংগীত বোঝানো হয় না, সাত মিউজের আওতাধীন যে সমস্ত মানবীয় কলা আছে, যেমন কবিতা, সহিত্য, খোদ সংগীত, নৃত্য,

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন এবং সকল বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সবকিছুকে বোঝানো হয়। আর যা বিশেষ দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রণীত তাকে বলা হয় 'তেকনে'; যার অর্থ করা হয় কারিগরি-শিক্ষা।

২৯ Popper, Karl, *The Open Society and Its Enemies*, Vol.I, Routledge & Kegan Paul, London, (5th edition), ১৯৭৪, পৃ. ৯০।

৩০ সক্রেটিস *জবানবন্দি*-তে যে-ডাঁশমশার কথা বলে এটি সেই ডাঁশমশা নয়; তবে উভয় ক্ষেত্রেই তা প্রতীকী অর্থে – 'খোচানো' এবং 'উন্মত্ত আবেগের' জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

৩১ আমরা দেখেছি *ক্রিতিয়াস* ও *মেনো*-তে প্লেটো ধার্মিকতাকে সদ্‌গুণ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং সেইসূত্রে সদ্‌গুণের অন্যান্য রূপের সাথে তার ঐক্যের কথা বলেছেন এবং তা প্রমাণের উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু *আইনকানুন*-এ সুনির্দিষ্টভাবে তা বলা হয়নি। প্রজ্ঞা, সংযম, ন্যায় ও সাহসকে তার প্রতিভূ বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এখানে ধর্মতত্ত্ব ও ধার্মিকতার ওপর গুরুত্বারোপের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি তা তালিকা থেকে বাদ পড়েনি, বরং অন্যরূপে জোরেশোরে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে।

৩২ Taylor, A.E., Plato: *The Man and His Work*, Mathuen & Co. Ltd., London, ১৯৩৭ (চতুর্থ সংস্করণ.), পৃ. ৪৮৯, ৪৯১।

৩৩ প্লেটো-তাত্ত্বিকগণ এ নিয়ে আইন এবং প্রকৃতির দ্বৈততার কথা আলোচনা করেছেন। প্লেটো যাঁদের দার্শনিক অবস্থানের মুখোমুখি হয়েছিলেন বলে মনে করা হয় তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এমপেদিক্লিজ, দেমোক্রিতাস, এনাক্সাগোরাস, আর্কালেয়াস, ক্রিতিয়াস, প্রোতাগারাস ও থ্রাসিমাকাস, প্রমুখ।

৩৪ হোমার, *ওদিসি*, ১৯, ৮৩।

৩৫ পুনর্জন্মের পরম্পরায় যেসব মৃত্যু ভোগ করতে হয়, তার কথাই হয়ত এখানে বলা হচ্ছে।

৩৬ Stalley, R.F., *An Introduction to Plato's Laws*, Hackett Publishing Co.Indiana, ১৯৮৩, পৃ. ১৭৫।

৩৭ Popper, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-৫।

৩৮ Popper, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

৩৯ Popper, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

৪০ Saunders, Trevor J., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬-৭.

৪১ Klosko, George, *The Development of Plato's Political Theory*, (2nd edn.). Oxford University Press, ২০০৬. পৃ. ২৫৪।

৪২. Stalley, R.F. *An Introduction to Plato's Laws*, Hacket Publishing House, ১৯৮৩, পৃ. ১৪।

৪৩ Barker, Sir Ernest. *Greek Political Theory*, Metheuen & Co. Ltd., London (reprint), ১৯৫২, পৃ. ২৯৬, পাদটীকা ১।

৪৪ Barker, প্রাগুক্ত. পৃ. ২৯৪।

৪৫ Friedlander, Paul, *Plato: An Introduction*, Bollingen Foundation Inc. New York, ১৯৫৮, পৃ. ১১৬।

www.pathagar.com

৪৬ 'Plato's Laws in the Hands of Aristotle' in *A Philosophical Commentry on the Politics of Aristotle* (University of North Carolina Press, ১৯৮৮), পৃ. ৯১-৯৯ ।

৪৭ 'Plato's Later Political Thought', Saunders, Travor, J., in *The Cambridge Companion to Plato*, ed. Richard Kraut, ১৯৯২, পৃ. ৪৬৫-৬৬ ।

৪৮ Saunders, Travor, প্রাগুক্ত. পৃ. ৪৮৩ ।

৪৯ ঐ, পৃ. ৪৮৩ ।

৫০ ঐ, পৃ. ৪৮৪ ।

৫১ Morrow, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩ ।

৫২ Barker, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩ ।

৫৩ Barker, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩-৪ (পাদটীকা, ২) ।

৫৪ Popper, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০ ।

৫৫ Russell, Bertrand, *Wisdom of the West* (ed. Paul Foulkes), Crescent Books, Inc., London, পৃ. ৭৯ ।

www.pathagar.com

আইনকানুন

www.pathagar.com

সংলাপের কুশীলব

একজন অ্যাথেনীয় আগন্তুক[১]
ক্লেইনিয়াস নামধারী একজন ক্রিটবাসী;
মেগিল্লাস নামধারী একজন স্পার্টাবাসী

www.pathagar.com

পুস্তক এক

১. স্পার্টীয় ও ক্রিটীয় আইনের অপর্যাপ্ততা

প্রাথমিক আলাপচারিতা

অ্যাথেনীয়: আগন্তুক মহোদয়গণ, আমায় বলুন দেখি আপনাদের আইনকানুনের প্রণেতা কে – দেবতা, না কি, কোনও মনুষ্য[২]? ৬২৪এ

ক্লেইনিয়াস: দেবতা, আগন্তুক মহোদয়; সত্য কথা হল একজন দেবতাই তাদের প্রণেতা: বলা হয়ে থাকে ক্রিটবাসীদের মধ্যে তিনি জিউস নামে পরিচিত কিন্তু আমার বিশ্বাস, লাসাদাইমোনিয়া – যেখান থেকে আমাদের বন্ধুটি এসেছেন, সেখানে তারা বলবেন যে, অ্যাপলো তাদের আইনদাতা; তা-ই না মেগিল্লাস?

মেগিল্লাস: হ্যাঁ, তা-ই।

অ্যাথেনীয়: ক্লেইনিয়াস, হোমার[৩] যেমন বলেন প্রতি নয় বছর অন্তর অন্তর মাইনাস তাঁর পিতার সাথে মিলিত হতে যান আর তাঁর আপ্তোত্তরের নির্দেশনা মোতাবেকই আপনাদের নগরীসমূহের সকল আইন প্রতিষ্ঠা করেন – তা কি আপনি বিশ্বাস করেন? ৬২৪বি

ক্লেইনিয়াস: আমাদের ঐতিহ্য তো তা-ই। তাঁর আরেক ভাই ছিল, নাম রাধামান্থুস[৪] – তাঁর নামের সাথে তো আপনারা দুজনেই পরিচিত; সবচেয়ে ৬২৫এ
ন্যায়পরায়ণ লোক বলে খ্যাতি আছে তাঁর; আর আমাদের ক্রিটবাসীদের অভিমত হল তাঁর জীবদ্দশায় যথাযথ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি এই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

অ্যাথেনীয়: হ্যাঁ, জিউসের পুত্রের পক্ষে এ-ধরনের মহৎ[৫] সুখ্যাতিই যথার্থ। আপনি আর মেগিল্লাস এ ধরনের প্রথা এবং অভ্যাসের মধ্যে বড় হয়েছেন বলে আমার মনে হয়; পথে যেতে যেতে সরকারপদ্ধতি[৬] ও আইনকানুন নিয়ে কথা বলে আর শুনে শুনে যাত্রাকালটি কাটানো যাবে; আশা করি 'আপনাদের জন্য তা অপ্রিয় ৬২৫বি
ব্যাপার হয়ে উঠবে না'[৭]। আমরা তো শুনতে পাই নসাস থেকে গুহা ও জিউসের মন্দির[৮] বেশ দীর্ঘ পাড়ি; এই গরমে আশ্রয় নেওয়ার জন্য পথিমধ্যে বিশ্রামেরও জায়গা আছে; পথে পথে লম্বা লম্বা বৃক্ষের ছায়াও পাওয়া যাবে, আমাদের বয়েসী লোকজন মাঝেমধ্যেই তাতে জিরোনোর সুযোগ পাবে। পরস্পরকে কথা বলায় উৎসাহিত করে আয়েশে পুরো পথটি পার করা যাবে।

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, আগন্তুকবর, আমরা যদি আরেকটু এগিয়ে যাই তাহলে
৬২৫সি সাইপ্রাসের[৯] তরুদল পাব, খুব উঁচুউঁচু, দেখতেও অতি মনোরম; তারপর আরও আছে সবুজ প্রান্তর; সেখানেও বিশ্রাম নেওয়া যাবে, সময় কাটানো যাবে।

অ্যাথেনীয়: আপনি ঠিকই বলেছেন।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ তা বটে; দেখার পর একথা আরও সত্য বলে মনে হবে। এবার তাহলে সৌভাগ্যের হাত ধরে যাত্রা করা যাক।

স্পার্টীয় ও ক্রিটীয় আইনের লক্ষ্য

অ্যাথেনীয় আগন্তুক: হ্যাঁ, যাত্রা করা যাক। এবার আমায় একটা কথা বলুন: কী কারণে আপনাদের আইনে গণভোজ এবং জিমনাস্টিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুক মহাশয়, আমার মনে হয় আমাদের আচার-আচরণ বোঝা খুবই সহজ। আপনারা উভয়েই তো দেখতে পাচ্ছেন পুরো ক্রিটের গ্রামাঞ্চলের প্রকৃতি[১০] থেস্‌সালিয়ার মতো সমান নয়; তাই তারা বেশি করে
৬২৫ডি ব্যবহার করে ঘোড়া, আর আমরা নির্ভর করি দৌড়ের ওপর। এখানকার ভূমি যেহেতু উঁচু-নিচু তাই তা পায়ের দৌড়ের জন্যই অধিক উপযোগী। এমন দেশে ভারী অস্ত্রের বদলে হাল্কা অস্ত্রই দৌড়ের জন্য অধিক উপযোগী; আর তীর ধনুক যেহেতু হালকা তাই তীরন্দাজি সেই প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠে বলে মনে হয়।[১১] আমাদের এসব রীতি করা হয়েছে
৬২৫ই যুদ্ধকে লক্ষ্য করে আর নিদেনপক্ষে আমার মনে হয় আইনদাতা যা কিছু করেছেন এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই করেছেন। গণভোজের ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়: তিনি যখন দেখলেন সামরিক অভিযান চলার সময় সকল মানুষকেই পারস্পরিক নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে একসাথে আহার করতে হয় তখন তিনি এই প্রথা চালু করেন – এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। সারাজীবনব্যাপী প্রতিটি লোকই সকল নগরীর বিরুদ্ধে অন্তহীন যুদ্ধে নিরত থাকে আর যুদ্ধাবস্থা যখন বিরাজমান থাকে তখন প্রতিরক্ষার জন্য গণভোজের আয়োজন করতেই হয়; সৈন্যবাহিনীকে রক্ষা করার জন্য
৬২৬এ নিয়মিতভাবে কিছু লোককে অন্য কিছু লোকের অধীনে নিযুক্ত করতে হয় আর শান্তিকালেও তা অব্যাহত রাখতে হয় – আমার বিশ্বাস যারা তা অনুবাধন করে না সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের নির্বুদ্ধিতাকে তিনি এর মধ্য দিয়ে নিন্দা করেছিলেন। অধিকাংশ লোক যাকে শান্তি হিসেবে জানে তাকে তিনি কেবল একটি পদ বলে ভাবেন: কারণ সর্বদা প্রত্যেকটি মানুষই সেখানে বেঁচে আছে প্রকৃতিগতভাবে প্রতিটি নগরীর বিরুদ্ধে অন্য নগরীর যুদ্ধের অবস্থার মধ্যে। আপনি যদি বিষয়টিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন

www.pathagar.com

তাহলে নিশ্চিতই দেখতে পাবেন যে, ক্রিটবাসীদের আইনপ্রণেতা যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টি রেখেই ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় সব প্রথা প্রতিষ্ঠা করছিলেন এবং এই ৬২৬বি
নীতিমালা অনুসারেই আইনকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। কারণ তাঁর ধারণামতে যদি কেউ যুদ্ধে জয়লাভ না করে তবে তার ক্ষেত্রে কোনও সম্পত্তি, কোনও প্রথাই, সত্যিকার অর্থে উপকারে লাগে না; কারণ বিজিতের সকল ভালো জিনিস বিজয়ীর কব্জায় চলে যায়।

অ্যাথেনীয়ঃ আগন্তুক মহাশয়, আমার তো মনে হচ্ছে ক্রিটবাসীদের আইনগত প্রথা অনুধাবনের ক্ষেত্রে আপনার চমৎকার জিমনাস্টিক প্রশিক্ষণ[১২]আছে। কিন্তু এ-ব্যাপারটি আমার কাছে আরেকটু স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করুন তো দেখি। সুশাসিত নগরীর যে-সংজ্ঞা আপনি আমাদের দিয়েছেন বলে ধারণা করা যায়, তা হলঃ তাকে এমনভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে যাতে তা অন্য ৬২৬সি
সকল নগরীকে পরাজিত করতে পারে। এই তো আপনার উত্তর, তা-ই না?

ক্রেইনিয়াসঃ নিশ্চয়ই। আর আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তবে আমার মনে হয় আমাদের লাসাইদাইমোনীয় বন্ধুটিও তাতে একমত হবেন।

মেগিল্লাসঃ ঐশী বন্ধুবর,[১৩] একজন লাসাদাইমোনিয়াবাসী অন্য আর কী উত্তর দিতে পারে?

অ্যাথেনীয়ঃ বেশ, অবস্থাটি কি এমন যে, এই সংজ্ঞাটি কেবল এক নগরীর সাথে অন্য নগরীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেই সঠিক; না কি গ্রামাঞ্চলের সাথে গ্রামাঞ্চলের[১৪] সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্য কোনও সংজ্ঞা খুঁজতে হবে?

ক্রেইনিয়াসঃ তার কোনও প্রয়োজন নেই।

অ্যাথেনীয়ঃ দুটির ক্ষেত্রেই একই জিনিস প্রযোজ্য?

ক্রেইনিয়াসঃ হ্যাঁ।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে কী দাঁড়াল? গ্রামাঞ্চলে এক পরিবারের সাথে অন্য পরিবারের, এক মানুষের সাথে অন্য মানুষের সম্পর্ক একই হবে?

ক্রেইনিয়াসঃ একই।

অ্যাথেনীয়ঃ একজন মানুষের নিজের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে? তাকে কি শত্রুর ৬২৬ডি
সাথে শত্রুর সম্পর্ক হিসেবে বুঝতে হবে? তা না হলে এই সম্পর্ককে আমরা কীভাবে বর্ণনা করব?

ক্রেইনিয়াসঃ আথেনীয় আগন্তুক মহাশয়, আপনাকে আমার কেবল 'এতিকাবাসী' বলে সম্বোধন করাই যথেষ্ট নয়, বরং আমার মনে হয় আপনি আদতে দেবীর নামেই সম্বোধিত হওয়ার যোগ্য; আপনি এই যুক্তিটিকে ঠিক ঠিক তার উৎস-তক্ অনুসরণ করেছেন, তাকে অধিকতর স্পষ্ট করে তুলেছেন; আর আমি এখন যা বলছিলাম – সকল মানুষই অন্যের সাথে সম্পর্ক-বিচারে সকল মানুষের শত্রু, আর একান্তভাবে নিজের শত্রু – একথা যে ঠিক, তা সহজে আবিষ্কার করতে পারবেন।

অ্যাথেনীয়ঃ আরে, আপনি তো দেখি আশ্চর্য লোক – বলছেন কী মহাশয়! ৬২৬ই

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: অধিকন্তু, তাতে যেমন বিজয় আছে আবার পরাজয়ও আছে – প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়, সবচেয়ে লজ্জাকর এবং নিকৃষ্ট পরাজয়; প্রতিটি মানুষ অন্য কারও হাতে নয় নিজের হাতেই তা অর্জন করে, নিজের কাছেই বরণ করে; এ থেকেই দেখা যায় আমাদের প্রত্যেকের ভেতর নিয়ত নিজের বিরুদ্ধে নিজের যুদ্ধ চলছে।

অ্যাথেনীয়: এই যুক্তি-প্রস্তাবটিকে উল্টো দিক থেকে বিবেচনা করা যাক। এমন দেখা যায় যে, আমরা প্রত্যেকেই নিজের থেকে উৎকৃষ্ট বা নিজের তুলনায়
৬২৭এ অপকৃষ্ট; সেক্ষেত্রে আমাদের কি এমন দাবি করা উচিত যে, একটি গৃহ, একটি গ্রাম, একটি নগরীর ভেতরেও একই জিনিস কাজ করে? না কি, এমন বলা উচিত হবে না?

ক্লেইনিয়াস: আপনি কি এমন বলতে চাচ্ছেন যে, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আত্মসত্তার সাথে উৎকৃষ্টতা আর অপকৃষ্টতার একটি নীতি রয়েছে?

অ্যাথেনীয়: হ্যাঁ।

ক্লেইনিয়াস: আপনি যে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন তা ঠিকই হয়েছে। নিশ্চিতই বলা যায় এ ধরনের অবস্থার অস্তিত্ব আছে আর নগরীতে তো বটেই। কারণ, যেসব নগরীতে অধিকতর ভালো মানুষেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও নিকৃষ্ট মানুষের ওপর বিজয়ী সেখানে ঠিক ঠিক বলা যায় যে, তারা নিজেদের চাইতে উৎকৃষ্ট এবং সেই বিজয়ের জন্য ন্যায়তই তারা প্রশংসার দাবি রাখে; আর এর বিপরীত ঘটনা যেখানে ঘটবে সেখানে এর পাল্টা কথা প্রযোজ্য হবে।

৬২৭বি **অ্যাথেনীয়:** অধিকতর নিকৃষ্ট কি আদৌ প্রকৃষ্টতরের চাইতে কোনওভাবে উন্নততর হতে পারে কি না, তার আলোচনা এখানে মুলতবি রাখা যাক (এর জন্য দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন)। আপনি যা বলছেন তা আমি এখন যেভাবে বুঝি তা হল এই: কখনও কখনও একই নৃগোষ্ঠীর এবং একই নগরীর অন্যায়পরায়ণ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকরা ন্যায়পরায়ণ সংখ্যালঘিষ্ঠ নাগরিকদের বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে পারে। তারাই যখন বড় বলে প্রমাণিত হয় তখন যথার্থভাবেই একথা বলা যায় যে, নগরীটি নিজের তুলনায় অপকৃষ্ট এবং একই সময়ে মন্দও বটে; কিন্তু তারা যখন পরাজিত হয় তখন বলতে হবে যে, এটি নিজের চাইতে শক্তিশালী এবং উৎকৃষ্ট।

৬২৭সি **ক্লেইনিয়াস:** আগন্তুক মশাই, এখন যেকথা বলা হচ্ছে তা অত্যন্ত পুরনো: কিন্তু তার সাথে একমত হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

অ্যাথেনীয়: একটু থামুন। যেখানে অনেক সংখ্যক ভাইবেরাদর আছে সেখানে যদি একজন মানুষ আর একজন রমণীর পুত্রদের মধ্যে অধিক সংখ্যকই হয় অন্যায়পরায়ণ এবং কম সংখ্যক হয় ন্যায়পরায়ণ তবে তা নিয়েও আবার ভেবে দেখা দরকার।

www.pathagar.com

মেগিল্লাস: বিবেচনা করে দেখার জন্য আরেকটি কেইস উল্লেখ করা যায়: একটি দম্পতির সন্তানদের নিয়ে গঠিত পরিবারে অনেকগুলো ভাই থাকতে পারে; এমন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যে, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠই হবে অন্যায়পরায়ণ, আর ন্যায়পরায়ণরা হবে সংখ্যালঘিষ্ঠ।

ক্লেইনিয়াস: না, তা হবার নয়।

অ্যাথেনীয়: সেক্ষেত্রে, অসৎ লোকগুলো যদি জয়ী হয়, তাদের পুরো খানা বা পরিবারকে 'নিকৃষ্ট' বলা এবং যখন যারা নিকৃষ্ট তখন তাদের উৎকৃষ্ট বলার জন্য খুঁজে বেড়ানো আমার এবং আপনাদের দুজনের জন্য যথাযথ কাজ নয় — ৬২৭ডি
এ পর্যায়ে তা আমাদের জন্য অপ্রাসঙ্গিকও বটে। আমরা এখন যে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত বাচন ব্যবহার করছি তা করছি এই কারণে: সে ঠিকমতো ভাষা ব্যবহার করছে কি করছে না তা অনুসন্ধান করাই আমাদের লক্ষ্য নয়, বরং, আইনের মধ্যে আবশ্যকীয়ভাবে কী ঠিক আর কী বেঠিক তা নির্ধারণ করতে চাই আমরা।

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুক মহোদয়, আপনি যা বলছেন তা খুবই সত্যি কথা।

মেগিল্লাস: এতক্ষণ ধরে আপনারা যা বললেন তার সাথে আমি একমত — তা অত্যন্ত চমৎকারও বটে।

অ্যাথেনীয়: তাহলে এখন এই বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা যাক: ধরে নেওয়া যায় আমরা এইমাত্র যে-ভাইদের কথা বললাম, তাদের মধ্যে কেউ একজন বিচার-আচার করার জন্য থাকবেন?

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: সেক্ষেত্রে কে ভালো বিচারক হবেন — যিনি মন্দ ভাইদের ধ্বংস করে ৬২৭ই
নিজেদের শাসন করার জন্য ভালো ভাইদের নিযুক্ত করেন, না কি, তিনি, যিনি ভালোকে শাসন করতে দেন এবং মন্দকে বেঁচে থাকতে এবং স্বেচ্ছায় শাসিত হওয়ার সুযোগ দেন? আমার মনে হয় যদি সে-রকম বিচারক (যদি) থাকার সুযোগ থেকেই থাকে — সদ্‌গুণের[১৫] বিচারে তৃতীয় একজন বিচারক থাকেন তবে তাঁর কথা আমাদের উল্লেখ করা উচিত; সেই বিচারক যখন দেখতে পান যে, একটি পরিবার বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে উপনীত, তখন তিনি যে ৬২৮এ
কেবল তাদের কোনও একজনকে ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকেন, তা-ই নয়, বরং, চিরদিনের জন্য তাদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করেন, তাদেরকে আইন প্রদান করেন — যা তারা পরস্পরের ক্ষেত্রে প্রতিপালন করতে পারে; এবং তিনি একের প্রতি অন্যের বন্ধুত্বও নিশ্চিত করেন।

ক্লেইনিয়াস: শেষোক্ত ধরনের বিচারক এবং আইনপ্রণেতাই তো সবচেয়ে ভালো হবে মনে হয়।

অ্যাথেনীয়: কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের জন্য প্রণীত সকল আইনের উদ্দেশ্য তো হবে যুদ্ধের পুরোপুরি বিপরীত কিছু।

ক্লেইনিয়াস: তা বটে।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়: আর যে-লোক নগরীতে সম্প্রীতি আনেন, তার বেলা? তিনি কি নগরীর জীবনযাত্রা-পদ্ধতি বিন্যস্ত করার বেলা বেশি করে দৃষ্টি দেন বাইরের যুদ্ধের প্রতি, না কি ভেতরের যুদ্ধ, যাকে গৃহযুদ্ধ বলা হয় তার প্রতি? প্রায়শই তো নগরীতে এ ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়; কেউই চায় না এমন যুদ্ধ দেখা দিক আর যদি দেখাও দেয় তবু সবাই কামনা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার অবসান ঘটুক; তা-ই না?

ক্লেইনিয়াস: স্পষ্টতই বলা যায় তিনি দৃষ্টি দেন দ্বিতীয়ভাগে উল্লিখিত জিনিসের প্রতি।

অ্যাথেনীয়: সেক্ষেত্রে একজন মানুষ কোন্ ধরনের পরিস্থিতিকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে: কারও কারও ধ্বংস এবং অন্য কারও কারও বিজয়ের মাধ্যমে
৬২৮বি 'গণশান্তি' প্রতিষ্ঠা তথা গৃহযুদ্ধের অবসান, না কি, সমঝোতার মাধ্যমে বন্ধুত্ব এবং একইসাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা, আর সমঝোতায় উপনীত হওয়ার পর প্রয়োজনে বিদেশী শত্রুর প্রতি মনোযোগ প্রদান?

ক্লেইনিয়াস: স্পষ্টতই বলা যায় দ্বিতীয়টিই হবে লক্ষ্য।

অ্যাথেনীয়: ধরুন, বহিঃশত্রুর প্রতি খেয়াল রাখার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন এ ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে কোন্‌টিকে বেছে নেওয়া হবে: কিছু লোকের ধ্বংস ও অন্যদের বিজয়ের মাধ্যমে জনশান্তি প্রতিষ্ঠা, না কি, সমঝোতার মাধ্যমে বন্ধুত্ব এবং সেইসাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা?

৬২৮সি **ক্লেইনিয়াস:** নিজের নগরীর জন্য সবাই তো প্রথম পথের বদলে দ্বিতীয় পথটিকেই বেছে নেবে।

অ্যাথেনীয়: আইনপ্রণেতার ইচ্ছাও কি একই হবে না?

ক্লেইনিয়াস: তাঁর ক্ষেত্রে এ-ইচ্ছার অন্যথা হওয়ার কি কোনও জো আছে?

অ্যাথেনীয়: প্রত্যেকে কি সর্বদা সর্বোত্তম জিনিসের জন্য আইনগত প্রথা প্রণয়ন করে না?

ক্লেইনিয়াস: তা না করার কি কোনও কারণ আছে?

অ্যাথেনীয়: সর্বোত্তম জিনিসটি কিন্তু যুদ্ধও নয়, গৃহযুদ্ধও নয় – এদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিতাপ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না – বরং, তা হল শান্তি এবং একের প্রতি অন্যের শুভকামনা। নিজের ওপর নগরীর
৬২৮ডি বিজয়কেও ভালো জিনিস হিসেবে দেখার জো নেই, বরং, তাকে দেখতে হবে প্রয়োজনীয় জিনিস হিসেবে; কেউ হয়ত এমন বলতে পারে যে, যখন দেহ অসুস্থ ছিল এবং ঔষধ প্রয়োগের পর অসুখমুক্ত হয়েছে তখনই তা সবচেয়ে সক্রিয় অবস্থায় ছিল; সে হয়ত এ-কথাটি বেমালুম ভুলে থাকতে পারে যে, দেহের অন্য আরেকটি অবস্থাও রয়েছে যার আরোগ্যের প্রয়োজন পড়ে না। একইভাবে, কোনও নগরীর বা ব্যক্তিমানুষের সুখ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে যদি কেউ সর্বাগ্রে এবং একমাত্র বাইরের যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে

www.pathagar.com

তবে তার পক্ষে সত্যিকার রাষ্ট্রনায়ক হওয়া সম্ভব নয়; আর কেউ যদি শান্তির খাতিরে যুদ্ধের আইন না করে, বরং, যুদ্ধের খাতিরে শান্তির আইন করে, তবে তিনি কখনও যথার্থ আইনপ্রণেতাও হয়ে উঠতে পারেন না । ৬২৮ই

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, আমার মনে হয় আপনার কথায় সত্য আছে; কিন্তু আমাদের নিজেদের এবং লাসাদাইমোনীয়দের প্রথার সমগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি যুদ্ধ না হয়ে থাকে তাহলে আমি কিছুটা আশ্চর্যই হব।

অ্যাথেনীয়: হয়ত তা-ই ঠিক। কিন্তু হাল বিষয়ে আপনাদের আইনপ্রণেতাদের ৬২৯এ
ভদ্রভাবে প্রশ্ন করার বদলে নিজেদের একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনের নিষ্ঠুর লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন কী? আমরা যেমন বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত আন্তরিক তারাও তো সমভাবেই আন্তরিক। তাই বলি, আমার সাথে তর্কযুক্তিটিকে মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করুন না। আমরা না হয় তারতিয়াস্-এর কাছে আবেদন রাখি; তিনি জন্মসূত্রে ছিলেন অ্যাথেনীয়[১৬] কিন্তু সেইসাথে প্রাকৃতিকভাবে এই মহাশয়ের নগরীর নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন[১৭]; বলা চলে সমগ্র মুনুষ্যকুলে যুদ্ধের ব্যাপারে তিনিই ছিলেন সবেচেয়ে বেশি আগ্রহী। তিনি বলেন যে, "আমি সেই মানুষের প্রশংসাগীতি
গাই না, তাকে নিয়ে মাথাও ঘামাই না, হোক না সে সবচেয়ে ধনী কোনও ৬২৯বি
মানুষ, থাকুক না সকল ভালো জিনিস তার করায়ত্ত (তারপর তিনি এদের সবগুলোর তালিকা তুলে ধরেন), যদি না সে হয় সকল সময়ের তরে অমিত সাহসী যোদ্ধা।" কল্পনা করি আপনারাও কবিতাটির এইসব লাইন শুনেছেন; আর আমাদের লাসাদাইমোনীয় বন্ধুটি তো তার চাইতেও অধিক কিছু শুনতে পেয়েছেন।

মেগিল্লাস: তা ঠিক।

ক্লেইনিয়াস: লাসাদাইমোনিয়া থেকেই তো এগুলো আমাদের কাছে এসেছে।

অ্যাথেনীয়: এবার আসুন, সবাই মিলে এই কবিবরকে এই প্রশ্ন করি:
"তারতিয়াস, হে ঐশী কবি! যুদ্ধে যাঁরা বীরত্ব দেখিয়েছে তাঁদের শিরে ৬২৯সি
আপনি যে-চমৎকার শব্দবিন্যাসে প্রশংসা বর্ষণ করেছেন তাতে তো মনে হয় আপনি জ্ঞানী, আপনি ভালমানুষ। আমি আর এই মহাশয় আর অন্যজন নসাসের ক্লেইনিয়াস – আমাদের বিশ্বাস এ-ব্যাপারে আমরা সবাই আপনার সাথে একমত। কিন্তু আমরা নিশ্চিত হতে চাই আমরা একই লোকদের সম্পর্কে কথা বলছি। সেক্ষেত্রে আমাদের বলুন: আমরা যেমন স্পষ্টত মনে
করি যে, যুদ্ধ দু আদলের[১৮], আপনিও কি তাই মনে করেন? না কি, আপনি ৬২৯ডি
ভিন্ন কিছু মনে করেন? এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমার মনে তারতিয়াসের চাইতে স্বল্পতর সম্মানীয় ব্যক্তিও সহজেই ঠিক উত্তর করতে সক্ষম হবে – বলতে পারবে, দুই আদলের যুদ্ধ আছে; তার মধ্যে প্রথমটি হল, যাকে আমরা বলি, গৃহযুদ্ধ – খানিক আগে আমরা যেমন বললাম যুদ্ধের মধ্যে এটিই সবচেয়ে খারাপ যুদ্ধ। অন্য যুদ্ধটি – আমরা সকলেরই স্বীকার করা উচিত – আমরা

www.pathagar.com

করি বাইরের লোকজন এবং অন্য নৃগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আর পূর্বেরটির চাইতে এটি অনেক কম সহিংস যুদ্ধ।"

ক্লেইনিয়াস: তা-ই তো হওয়ার কথা।

অ্যাথেনীয়: "বেশ; আপনি যখন কাউকে উচ্চ প্রশংসা করছিলেন এবং কাউকে কাউকে প্রচণ্ডভাবে দোষারোপ করছিলেন তখন কোন্ ধরনের যুদ্ধের কথা, কোন্ ধরনের মানুষের কথা ছিল আপনার মনে? আমার ধারণা যারা বাইরের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তাদের কথা বলছিলেন আপনি। কারণ, আপনি তো আপনার কবিতায় এমন বলেছেন যে, আপনি তেমন
৬২৯ই লোকজনকে একবারে সহ্যই করতে পারেন না যারা হৃদয়ে সাহস ধরে না, যারা পারে না –

> " ... রক্তাক্ত মৃত্যুর প্রান্তর অবলোকন করতে,
> শত্রুর নিকটে যেতে, তাদের অস্ত্রাঘাত করতে।"[১৯]

সুতরাং, এ-কথার পর আমরা বলব যে, "তারতিয়াস, এমন মনে হয় যেন আপনি বিশেষ করে তাঁদেরই প্রশংসা করেন যাঁরা বইরের যুদ্ধে, বিদেশী যুদ্ধে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে।" এমন ধারণা কি করা যায় যে, তিনি এ কথার সত্যতা স্বীকার করবেন, একমত হবেন?

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা তো করবেনই।

৬৩০এ **অ্যাথেনীয়:** তারা ভালো বটে; কিন্তু তাঁদের চাইতে ভালো মানুষও তো আছে যাঁরা সবচেয়ে বড় যুদ্ধগুলোতে তাঁদের গুণাগুণের প্রমাণ রেখেছেন। সিসিলীয় মেগারার নাগরিক কবি থিয়াগনাস তো[২০] মজুতই আছেন; তাঁকে সাক্ষী হিসেবে ডাকা যায়। তিনি লিখেছেন:

> "সিরনাস, নিষ্ঠুর গৃহবিবাদের সময় যে-মানুষ বিশ্বাসী থাকে
> তার ওজন করতে হয় সোনা আর রূপা দিয়ে।"

আমাদের দাবি হল অন্য নিষ্ঠুর ধরনের যুদ্ধে যেসব মানুষ যুক্ত থাকে তাদের
৬৩০বি চাইতে তিনি অধিকতর ভালো মানুষ; ন্যায় এবং সংযম এবং প্রজ্ঞা যখন সাহসের সাথে যুক্ত হয়, তখন তা যেমন কেবল সাহসের চাইতে প্রকৃষ্টতর হয়ে ওঠে তেমন মাত্রায়ই প্রকৃষ্ট তিনি; কারণ, সকল সদ্‌গুণ না থাকলে কোনও মানুষ গৃহবিবাদের সময় বিশ্বাসী এবং ভালো থাকতে পারে না। তারতিয়াস যেসব যুদ্ধের কথা বলেন তাতে অনেক ভাড়াটে সৈন্যই কোনও একটি অবস্থান গ্রহণ করে যুদ্ধ করে মরতে প্রস্তুত থাকতে পারে; তাদের মধ্যে অধিকাংশই হল হঠকারী, অন্যায়পরায়ণ, উদ্ধত এবং অত্যন্ত দুর্বিনীত; আর যারা তা নয় তাদের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। আপনি তো এখন আমায়
৬৩০সি জিজ্ঞেস করবেন – আমার সিদ্ধান্ত কী, আর আমি কী-ই বা প্রমাণ করার চেষ্টা করছি। এটি কি এখন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেনি যে, এই কবিতা সবকিছুর ওপরে আমাদের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছে যে, এখানকার আইনদাতা – যার পরম্পরা জিউস হতে নির্ণিত হয় – এবং নামযোগ্য অন্য

www.pathagar.com

যে-কোনও আইনদাতাই সবচেয়ে মহৎ সদ্‌গুণের প্রতি লক্ষ না রেখে কখনওই কোনও আইন প্রদান করবে না? আর থিয়াগনাসের দাবিমতে তা হল বিপদের মুখে বিশ্বস্ত থাকা – এই গুণকে যে-কেউই নির্ভেজাল ন্যায় বলবে। অন্যদিকে তার্‌তিয়াস যে-সদ্‌গুণের উচ্চপ্রশংসা করেন তা সত্যিই মহৎ এক গুণ; ঠিক সময়েই কবি তার প্রশংসা করেন, তবে স্থান এবং মহিমার বিচারে তা কেবল চতুর্থ শ্রেণীর বলে বিচার্য। ৬৩০ডি

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুক মহাশয়, আইনদাতাদের মধ্যে আমাদের এই আইনদাতাকে কি অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণিতে ফেলা হল না?

অ্যাথেনীয়: না, আমরা যদি এমন ভাবি যে, লাইকারগাস আর মাইনাস লাসাদাইমোনিয়া আর এখানে (ক্রিটেতে) প্রধানত যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টি রেখেই আইন প্রণয়ন করেছিলেন তাহলে আমার মনে হয় আমরা তাঁকে নয়, বরং, আমাদের নিজেদেরকেই নিচু পর্যায়ে নামিয়ে আনছি!

ক্লেইনিয়াস: তাহলে আমাদের কী বলা উচিত ছিল?

অ্যাথেনীয়: যেহেতু একজন ঐশী মানুষের[২১] হয়ে আমরা সংলাপে বৃত হয়েছি তাই আমার মনে হয় আমাদের তা-ই বলা উচিত যা সত্য, যা ন্যায়সঙ্গত। আমার মনে হয় আমাদের বলা উচিত ছিল যে, তাঁর দৃষ্টিতে কেবল সদ্‌গুণের ৬৩০ই একটি অংশই – তার মানে সবচেয়ে নিচু অংশই জীবন্ত ছিল না, বরং সদ্‌গুণের পুরোটিতেই তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন সদ্‌গুণের উত্তর দিতে গিয়ে বিভিন্ন শ্রেণির আইন তৈরি করেছিলেন আর আইনের অনুসন্ধান চালিয়ে তাদের এমন আদলে বিন্যস্ত করিছিলেন, যা হাল আমলে আইন-প্রণয়নেচ্ছু লোকজনের আদলের তুলনায় ভিন্নতর। আজকাল তো প্রত্যেকে তার ইচ্ছে অনুযায়ী সেই আদলের সাথে কোনও কিছুকে যোগ করে দিতে চায়। কেউ হয়ত কেবল উত্তরাধিকার স্বত্ব এবং উত্তরাধিকারিনীদের নিয়ে ৬৩১এ কারবার করে, অন্যজনের কায়কারবার হয়ত দৈহিক আক্রমণ নিয়ে, আবার অন্যরা হয়ত অন্য হাজারো জিনিস নিয়ে আইন প্রদান করে। কিন্তু আমাদের কথা হল আইন নিয়ে অনুসন্ধানের সঠিক পথ হচ্ছে সেইভাবে অগ্রসর হওয়া যেভাবে আমরা এখন অগ্রসর হচ্ছি; আর আপনি যেভাবে আইনকানুনকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করছেন তাকে আমি গভীরভাবে প্রশংসা করি; সদ্‌গুণ থেকে শুরু করা এবং তার খাতিরেই তিনি আইন প্রণয়ন করেছিলেন এমন বলাই যথার্থ। কিন্তু আপনি যখন দাবি করলেন যে, তিনি সদ্‌গুণের একটিমাত্র অংশের – তাও আবার সবচেয়ে ক্ষুদ্র অংশ – প্রতি দৃষ্টি রেখে সবকিছু প্রণয়ন করেছিলেন তখন আমার নিশ্চিতই মনে হয়েছিল আপনার কথা ঠিক হতে পারে না এবং সেজন্যই এখন তর্কযুক্তির শেষাংশটি উত্থাপন করা হয়েছে। আপনি কী করে বিষয়টি ব্যাখ্যা ৬৩১বি করবেন, তা নিয়ে আমার পছন্দের কথা কী, আমাকে কি সেটি ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেবেন?

www.pathagar.com

ক্রেইনিয়াস: অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: "আগন্তুকবর" আপনার বলা দরকার ছিল, "সমগ্র গ্রিসে যে ক্রিটের আইন এতটা বিখ্যাত তা অকারণে নয়; এগুলো সঠিক আইন – যারা এই আইন ব্যবহার করে তাদেরকে তা সুখী করে তোলে। কারণ, তারা সব ভালো ভালো জিনিস প্রদান করে। ভালো জিনিস আবার দুই প্রকারের; তাদের মধ্যে কিছু আছে মানবীয়, আর কিছু ঐশী; উপরন্তু, মানবীয় ভালো জিনিস নির্ভর করে ঐশী জিনিসের ওপর; আর কোনও নগরী যদি বড় মাত্রার প্রকৃষ্টতাটি লাভ করে তাহলে সাথে সাথে ছোটটিও লাভ করে। আর তা না হলে তার দু'টিরই
৬৩১সি অভাব ঘটে। স্বল্পমাত্রার প্রকৃষ্টতাটির মধ্যে সর্বাগ্রে আছে স্বাস্থ্য; দ্বিতীয় স্থানে সৌন্দর্য; তৃতীয় হল দৌড়ের ক্ষেত্রে দ্রুততা ও শারীরিক ক্ষিপ্রতাসহ শক্তি; আর চতুর্থত হল সম্পদ[২২]– তা যেন অন্ধ দেবতার (প্লুটোর) মতো না হয়, বরং তা যেন হয় অনন্ত প্রজ্ঞা অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন। পরম্পরা অনুসারে প্রজ্ঞা হল ঐশী প্রকৃষ্টতার মধ্যে সর্বপ্রথম এবং নেতৃস্থানীয়। তার পরপরই আসে সংযম; আর এ দুয়ের যোগফলের সাথে যখন সাহস যুক্ত হয়
৬৩১ডি তখনই উদ্ভব হয় ন্যায়ের; সদ্‌গুণের চতুর্থ স্থান তাই সাহসের। শেষোক্ত সবগুলো জিনিসই প্রকৃতিগতভাবে প্রথমটির আগের স্থান পাওয়ার যোগ্য; আইন-প্রণেতারও এমন ক্রমই নির্ধারণ করা উচিত।

এসব জিনিসের পরে নাগরিকদেরকে একথা অবগত করানো উচিত যে, প্রকৃষ্ট এসব জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রেখেই অন্যান্য জিনিস বিন্যস্ত করা হয়েছে – সেখানে মানুষ ঐশ্বরিকতার সন্ধান করে আর ঐশ্বরিকতা তার নেতা বুদ্ধিমত্তার দিকে নিবদ্ধ রাখে তার দৃষ্টি। নাগরিকদের মধ্যে সঠিকভাবে সম্মান ও অসম্মান বিতরণ করে তাদের উন্নয়ন সাধন করতে হবে; আইনপ্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত কিছু কিছু আইন সম্পর্কিত থাকবে বিবাহের চুক্তির সাথে – পুরুষ ও নারী একে অপরের সাথে যে-চুক্তিতে উপনীত হয়, সেই চুক্তির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে; তারপর আছে সন্তানের জন্মাদান, পুত্র ও
৬৩১ই মেয়ে সন্তানদের শিক্ষা সম্পর্কিত আইন; আর তাদের মাধ্যমেই নাগরিকদের পরিচর্যা করতে হবে। আইনদাতার কর্তব্য হবে যৌবনে এবং বৃদ্ধবয়সে এবং সকল সময়ে তাঁর নাগরিকদের দায়িত্ব গ্রহণ এবং তাদেরকে শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান; এবং তাঁর কাজ তাদের পরস্পরের মধ্যকার সকল মেলামেশার সূত্রে তাদের আনন্দ-বেদনা এবং কামনা-বাসনা এবং তাদের সকল আবেগের
৬৩২এ প্রচণ্ডতা বিবেচনা করা; তাঁর উচিত তাদের ওপর নজর রাখা এবং আইনের মুখ দিয়ে সঠিকভাবে তাদের দোষারোপ ও প্রশংসা করা। অধিকন্তু ক্রোধ এবং সন্ত্রাসের সূত্রে এবং দুর্ভাগ্যের সাথে আগত আত্মার অন্যসব উত্তেজনার কালে এবং সৌভাগ্যের সময়ে, তাদের থেকে মুক্তির কালে, রোগশোক, যুদ্ধবিগ্রহ ও দারিদ্রতার অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্রে এবং বিপরীত পরিস্থিতির

www.pathagar.com

কারণে মানুষের যে-অভিজ্ঞতা লাভ ঘটে তার কালে, তথা, এসব পরিস্থিতির ৬৩২বি
প্রতিটির ক্ষেত্রে মহৎ কী, আর হীন-জঘন্য জিনিস কী, তা নির্ধারণ করতে হবে এবং অবশ্যই তার শিক্ষা দিতে হবে তাঁকে।

এসব বিষয়ের পর – যেভাবেই ঘটুক না কেন – প্রয়োজনীয়তার দাবি হল নাগরিকদের সম্পদ-আহরণ এবং ব্যয়ের বিষয়ে আইনপ্রণেতা কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদান; তারপর আরও দাবি হল –স্বেচ্ছাকৃতভাবেই হোক, অথবা, বাধ্য হয়েই হোক – পারস্পরিকভাবে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া ও তা রদকরণের ওপর দৃষ্টি রাখা; এগুলোকে তারা কী ক্রমে বিন্যস্ত করে তার ওপর তাঁকে লক্ষ রাখতে হবে। তাঁর আরও বিবেচনা করে দেখা উচিত একজনের সাথে আরেকজনের বিভিন্ন কায়কারবারের সময় তাতে ন্যায় অথবা অন্যায়ের উপাদান দেখতে পাওয়া যায় কি না। কারণ, যারা আইন মান্য করে তাদেরকে পুরস্কৃত করতে হবে আর যারা তা অমান্য করে তাদের নির্ধারিত পরিমাণ দণ্ড প্রদান করতে হবে। তাঁকে বিবেচনা করতে হবে সমগ্র
রাজনৈতিক জীবনের যখন অবসান ঘটে, যখন তারা মৃত্যুবরণ করে, তখন ৬৩২সি
তাদের প্রত্যেককে কীভাবে সমাধিস্থ করা উচিত, তাদের কী সম্মান-শিরোপা প্রদান করা উচিত।

তারপর আইনদাতা তার কৃতি পর্যালোচনা করে অভিভাবক নিয়োগ করবেন – এদের মধ্যে হয়ত কেউ কেউ বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচালিত হয় আবার কেউ কেউ পরিচালিত হয় সত্য অভিমত দ্বারা; আর তারপর বুদ্ধিমত্তা এই সমস্ত আইনকে একত্রে গ্রথিত করবে এবং এমন কথা তুলে ধরবে যে, তারা সম্পদ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে নয়, সংযম ও ন্যায়নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।"

আগন্তুকবর, আপনি বিষয়টিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার-বিবেচনা ৬৩২ডি
করবেন তা-ই ছিল আমার ইচ্ছা; এখনও তা-ই ইচ্ছা। যাকে বলা হয় জিউস-প্রদত্ত আইন এবং যে-আইন মাইনাস ও লাইকারগাস কর্তৃক প্রণীত এবং যে-আইন পিথিয়ার অ্যাপলোতে আছে, তারা কীভাবে বিন্যস্ত তা আপনি ব্যাখ্যা করবেন – এমনটিই আগ্রহ আমার। বাকি আমাদের সবার কাছে অস্পষ্ট হয়ে থাকা সত্ত্বেও আইনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনও কোনও মানুষের কাছে সেই ক্রমটি কেন এতটা স্পষ্ট; তা কি তাদের কিছু কিছু অভ্যাসের কারণে, না কি, কারিগরি[২৩] দক্ষতার কারণে? আমি আরও চেয়েছিলাম আপনি তা দেখিয়ে দেবেন।

ক্লেইনিয়াসঃ আগন্তুকবর, এরপর কোন্‌দিকে যাব আমরা?

www.pathagar.com

সাহস ও ভোগসুখ

৬৩২ই **অ্যাথেনীয়:** আমার তো মনে হয় আমাদেরকে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে; প্রথমে বিবেচনা করতে হবে সাহসের অভ্যাস; তারপর আপনারা যদি চান আমরা একে একে প্রত্যেকটি সদ্‌গুণের আদল বিচার করতে পারি। আর প্রথমটির কাজ সমাপ্ত করার পর তাকে আমরা অন্যগুলোর ব্যাপারে একটি প্যাটার্ন ব্যবহার করতে পারি আর আমাদের পথে এগুতে এগুতে স্বস্তিকর আলোচনা সম্পন্ন করতে পারি। তারপর বিধাতার ইচ্ছায় আমরা হয়ত এমন তুলে ধরতে পারব যে, যে-প্রতিষ্ঠানের কথা আমি বলছিলাম তা সামগ্রিকভাবে সদ্‌গুণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত।

৬৩৩এ **মেগিল্লাস:** আপনি যা বলছেন তা খুবই চমৎকার। এবেলা তাহলে প্রথমেই জিউসের প্রশংসাকারীকে পরখ করা যাক?

আথেনীয় আগন্তুক: তা-ই করব বটে; কিন্তু সেইসাথে আপনাকে আর আমাকেও পরখ করব, কারণ, তর্কযুক্তিটি আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আপনারা দু'জনেই এখন আমাকে বলেন: আমরা তো দাবি করেছিলাম যে, আইনপ্রণেতা যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টি রেখেই গণভোজ আর জিমনাস্টিক আবিষ্কার করেছিলেন?

মেগিল্লাস: হ্যাঁ।

অ্যাথেনীয়: সেক্ষেত্রে তৃতীয় ও চতুর্থ কী? সম্ভবত, যেসব জিনিস সদ্‌গুণের বাকি অংশগুলো নিয়ে গঠিত তাদের এভাবেই গণনা করা উচিত (তাদেরকে সদ্‌গুণের 'অংশাবলি' বলা হোক, বা খোদ সেই জিনিসই বলা হোক, তাতে কিছু যায় আসে না; কী বলতে চাওয়া হচ্ছে তা স্পষ্ট থাকলেই হল)।

৬৩৩বি **মেগিল্লাস:** সেক্ষেত্রে আমি অথবা অন্য যে-কোনও লাসাদাইমোনীয়ই উত্তর দেবে যে, শিকারের স্থান হল তৃতীয়।

অ্যাথেনীয়: তাহলে দেখা যাক চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে কারা আসে তা আবিষ্কার করা যায় কি না।

মেগিল্লাস: আমি নিদেনপক্ষে চতুর্থ স্থানে ফেলতে চেষ্টা করব অহরহ ব্যথা-বেদনা সহ্য করাকে – আমাদের স্পার্টাবাসীদের মধ্যে হাতাহাতি যুদ্ধের সময় যে-জিনিসটি দেখা যায়; আচ্ছা রকমের মার-খাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে চৌর্যকর্মের মধ্যেও যেমনটি পরিলক্ষিত হয়; আরও আছে সেই ধরনের রীতি
৬৩৩সি যাকে বলা হয় "গুপ্তচরবৃত্তি", যাতে অভিনব রকমের সহ্যক্ষমতা প্রদর্শিত হয়; এ-কাজ করতে গিয়ে আমাদের লোকেরা দিনে রাত সারা দেশ চষে বেড়ায়, এমনকি শীতকালেও তাদের পায়ে কোনও পাদুকা থাকে না, কোনও বিছানাপত্রের তো প্রশ্নই উঠে না, আর কোনও চাকর-বাকর ছাড়া কেবল নিজেদের ওপর নির্ভর করেই চলতে হয়। আরও আছে – খেলাধুলার নগ্ন মেলায়[২৪] অংশগ্রহণ করে প্রচণ্ড গরমে আমাদের নাগরিকগণ যে সহ্যশক্তি

www.pathagar.com

প্রদর্শন করে তা-ও অত্যন্ত চমৎকার। এ-ধরনের আরও বহু রীতির কথা বলা যায়, যা শুনে শেষ করা যাবে না।

অ্যাথেনীয়: লাসাদাইমোনীয় আগন্তুকবর, আপনি সত্যিই চমৎকার কথা বলেছেন। কিন্তু সাহসের দিকে তাকিয়ে দেখুন – আমরা তাকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করব? একে কি কেবল ভীতি ও বেদনার বিরুদ্ধে, না কি, তারও ৬৩৩ডি
অতিরিক্ত কামনা-বাসনা এবং সুখের এবং চাটুকারিতার বিরুদ্ধেও লড়াই হিসেবে বিবেচনা করব; চাটুকারিতার এমন শক্তি যে, যারা নিজেদেরকে গম্ভীর বলে মনে করেন তাদের স্পিরিটকেও[২৫] তা মোমের মতো গলিয়ে ফেলতে পারে।

মেগিল্লাস: এটি সবকিছুর বিরুদ্ধেই লড়াই করে; আমি এ-ব্যাপারে একমত।

অ্যাথেনীয়: এখানে এই মহাশয় যা বলেছিলেন – আমাদের পূর্বেকার সেই তর্কযুক্তির কথা হয়ত আপনার মনে আছে: কোনও কোনও নগরী নিজের তুলনায় নিকৃষ্টতর; আর কোনও কোনও ধরনের মানুষের বেলায়ও একথা খাটে; ঠিক না, নসাসবাসী আগন্তুক মহাশয়?

ক্রেইনিয়াস: তা তো নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়: আমরা কি এখন বলছি যে, যে-লোকটি ব্যথা-বেদনার কাছে পরাভূত সে নিকৃষ্ট, না কি, আমরা এমনও বুঝাতে চাচ্ছি যে, যে সুখের কাছে পরাভূত সে-ও নিকৃষ্ট?

ক্রেইনিয়াস: আমার মতে যে সুখের কাছে পরাভূত সে-ই অধিকতর নিকৃষ্ট; ৬৩৩ই
কারণ, যে ব্যথা-বেদনার কাছে পরাভূত তার চাইতে যে সুখের কাছে পরাভূত তাকে মানুষজন অধিকতর লজ্জাজনক অর্থে নিকৃষ্ট মনে করে।

অ্যাথেনীয়: কিন্তু ক্রিটে (জিউস) ও লাসাদাইমোনিয়ার (পিথিয়া) আইনদাতাগণ ৬৩৪এ
নিশ্চয়ই সাহসের জন্য এমন আইন প্রণয়ন করেনি যা একপায়ে খোঁড়া, যা কেবল বাম দিক থেকে আগত আক্রমণের মোকাবেলা করতে পারে কিন্তু ডান দিকে থেকে আগত ধূর্ততা আর চাটুকারিতার আক্রমণ প্রতিহত করতে অপারগ?

ক্রেইনিয়াস: আমি তো বলব তা উভয়টিকেই মোকাবেলা করতে সক্ষম।

অ্যাথেনীয়: বেশ; তাহলে আবার ফিরে গিয়ে প্রশ্ন করি – সেই প্রথাগুলো কী, যা আপনাদের উভয়ের নগরীতে বিদ্যমান এবং যা সুখের স্বাদ দেয়, যা ব্যথা-বেদনাকে আর সমভাবে সুখকেও পরিহার করে না, যা একজন মানুষকে তাদের মধ্যিখানে টেনে আনে এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এবং সম্মানপ্রাপ্তির ৬৩৪বি
সম্ভাবনা তুলে ধ'রে তা জয় করার জন্য তাদের প্ররোচিত করে? আপনাদের আইনে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে ব্যথা-বেদনার সমতুল্য ভোগসুখ নিয়ে আইন? বলুন দেখি, যা একই নাগরিককে দুঃখকষ্টভোগ ও ভোগসুখের সামনে সমভাবে সাহসী করে তোলে, যা জয় করা উচিত তাকে জয় করায়

www.pathagar.com

সক্ষম করে তোলে, যে-সব শত্রু সবচেয়ে বিপজ্জনক ও নিকটবর্তী তাদের তুলনায় প্রকৃষ্টতর করে তোলে – তার ব্যাপারে আপনাদের প্রথাটি কী?

মেগিল্লাস: আগন্তুকবর, যদিও দুঃখকষ্ট ভোগ নিয়ে প্রণীত বহু আইনই আমি
৬৩৪সি তুলে ধরতে সক্ষম তবু সমপরিমাণ স্বচ্ছন্দে ভোগসুখ নিয়ে বড় ধরনের এবং উল্লেখযোগ্য কোনও আইনের উদাহরণ তুলে ধরতে পারব কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত নই। তবে ছোটখাট উদাহরণ খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

ক্লেইনিয়াস: ক্রিটের আইনের ক্ষেত্রেও একই কথা – এ-ব্যাপারে সমগুরুত্বপূর্ণ কোনও আইন আমার পক্ষে দেখানো সম্ভব নয়।

অ্যাথেনীয়: আগন্তুক মহাশয়গণ, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু সত্য এবং প্রকৃষ্ট কিছুর অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে আমাদের কাউকে যদি বাকি অন্যদের মধ্যকার কারও আইনের কোনও একটি বিষয়ের সমালোচনা করতে হয় তাহলে তাঁর আচরণকে আমাদের খুশিমনে গ্রহণ করতে হবে, তা নিয়ে অসন্তুষ্ট হওয়া চলবে না।

ক্লেইনিয়াস: আথেনীয় আগন্তুক মহাশয়, আপনি যা বললেন তা-ই পুরোপুরি ঠিক; আপনি যা বলেন তা-ই অনুসরণ করব আমরা।

৬৩৪ডি **অ্যাথেনীয়:** ক্লেইনিয়াস, আমরা জীবনের যে-পর্যায়ে পৌঁছেছি তাতে তো আমাদের মধ্যে বিরক্তিবোধ থাকার কথা নয় ।

ক্লেইনিয়াস: নিশ্চয়ই, তা তো থাকার কথা নয়ই।

অ্যাথেনীয়: কেউ একজন ঠিকভাবে ক্রিটীয় বা লাসাদাইমোনীয় শাসব্যবস্থাকে দোষারূপ করতে পারছে কি না, তা হালের বিবেচ্য বিষয় নয়। কিন্তু বহু মানুষই তাদের সম্পর্কে কী বলে তা উপস্থাপন করার ব্যাপারে আমি হয়ত আপনাদের দু'জনের যে-কারও চাইতে ভালো অবস্থানে অবস্থিত। কারণ, আমরা যদি একথা ধরে নেই যে, আপনাদের আইন যথেষ্ট পরিমাণে ভালো, তাহলে তাদের মধ্যকার প্রকৃষ্টতম কোনও একটি আইন এমন হবে যে, তা তরুণদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেবে যাতে তারা প্রশ্ন তুলতে না পারে – কোন্
৬৩৪ই আইনটি ঠিক আর কোনটি বেঠিক; বরং একমুখে এবং এক গলায় তাদের সবাইকে একমত হতে হবে যে, আইনকানুনের সবই ভালো, কারণ তার সবই দেবতাদের সৃষ্টি; আর কেউ যদি এর বিপরীত কোনও কথা বলে তবে তার প্রতি কর্ণপাত করা যাবে না। তৎসত্ত্বেও, আপনাদের আইনের ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে যদি কোনও বয়স্ক-মানুষ ভাবনাচিন্তা করে থাকে তাহলে তা তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে বা তার সমবয়েসী কাউকে জানাতে পারেন; কিন্তু সেখানে কোনও তরুণের থাকা চলবে না।

৬৩৫এ **ক্লেইনিয়াস:** আপনি পুরোপুরি ঠিক কথা বলেছেন আগন্তুকবর; ঐশী বক্তার মতো কথা বলেছেন! যিনি এসব নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন তার চিন্তাভাবনা থেকে

www.pathagar.com

সময়ের অনেক দূরত্বে আপনার অবস্থান, তবু আমার মনে হয় আপনি তার কথা ঠিক ধরেছেন। আপনি যা বলেছেন তা খুবই খাঁটি কথা।

অ্যাথেনীয়ঃ আমাদের আশেপাশে যেহেতু তরুণবয়েসী কেউ উপস্থিত নেই আর আইনপ্রণেতা যেহেতু কেবল বৃদ্ধবয়েসী লোকজনকে নিজেদের মধ্যে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন তাই আমাদের বিষয়টি নিয়ে এখন কথাবার্তা বলাতে কোনও অনৌচিত্য ঘটবে না; তা-ই না?

ক্লেইনিয়াসঃ তা সত্য। তাই বলি, আমাদের আইনকে দোষারোপ করায় পিছপা হবেন না; কারণ কোনও কিছু যদি ভুল হয় তবে তা জানার মধ্যে অগৌরবের কিছু নেই; বাস্তবিকপক্ষে যিনি তা শুনতে পান তিনি যদি ক্ষুব্ধ না হয়ে খুশিমনে তা গ্রহণ করেন, তাহলে তার ফলাফল হতে পারে সেই ভ্রান্তির সংশোধন। ৬৩৫বি

অ্যাথেনীয়ঃ চমৎকার বলেছেন। আমার যা বলার কথা তা আদতে আইনকে দোষারোপ নয় – অন্ততপক্ষে গভীরভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে শক্ত মাটিতে পা রাখার আগে নয়, বরং, তা দ্বিধাদ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি মাত্র। কারণ, আমাদের জানামতে গ্রিক ও বর্বরদের মধ্যে আপনারাই হলেন একমাত্র জনগোষ্ঠী যাদের আইনদাতা চূড়ান্ত ধরনের ভোগসুখ ও ফুর্তি উপভোগ না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন; আর অপরপক্ষে যে ব্যথা-বেদনা ও ভীতির কথা
আমরা আলোচনা করছিলাম তার ব্যাপারে তাঁর অভিমত এমন ছিল যে, কেউ ৬৩৫সি
যদি শৈশব থেকে জীবনের শেষাব্দি তা থেকে পালিয়ে বেড়ায় তবে তার ফল এমন দাঁড়াবে যে, যখন সে অনিবার্য কষ্ট এবং ভীতি এবং বেদনার কবলে নিপতিত হবে তখন এসব বিষয়ে যাদের জমনাস্টিক প্রশিক্ষণ আছে তাদের আগে পালিয়ে যাবে এবং তাদের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়বে। আমার মনে হয় এই একই আইনপ্রণেতা ভোগসুখ সম্পর্কেও একই কথা ভেবেছিলেন। তিনি হয়ত নিজেকে একথা বলেছিলেন যে, "নাগরিকরা যদি তরুণ বয়সের পর থেকে সবচেয়ে বড় ভোগসুখের অভিজ্ঞতার ঘাটতি নিয়ে
বড় হয়, ভোগসুখের আসক্তি অগ্রাহ্য করার অনুশীলন না করে এবং কখনও ৬৩৫ডি
লজ্জাকর কিছু করতে বাধ্য না হয়, তাহলে যেমনটি ঘটে ভয়ের ক্ষেত্রে ঘটে – ভোগসুখের মিস্টিমধুর অনুভূতি তাদের পরাভূত করবে। আর যারা ভোগসুখ সহ্য করতে সক্ষম, যারা ভোগসুখ কী তা জানে, যারা মানুষ হিসেবে কখনও কখনও পাপাচারী, তাদের হাতে তারা অন্য আরেকভাবে, আরও লজ্জাজনক উপায়ে, দাসত্ব বরণ করে। তাদের আত্মার অর্ধেকাংশ হবে ক্রীতদাসের আর বাকি অর্ধেক থাকবে মুক্ত; আর সত্যিকার অর্থে তাদেরকে সাহসী এবং স্বাধীন মানুষ অভিহিত করা যাবে না।" এবার বলুন, এতক্ষণ যা বলা হল তা যথাযথ বলা হল কি না।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি বক্তব্য শোনার পর তো তা সত্য বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু ৬৩৫ই
এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তড়িঘড়ি কোনও সিদ্ধান্ত করা বালসুলভ এবং চিন্তাভাবনা-বিরহিত মনে হতে পারে।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ বেশ ক্লেইনিয়াস, বেশ লাসাদাইমোনীয় আগন্তুক মশাই; এরপর অন্য যে সদ্‌গুণ আছে, যা নিয়ে আমরা আলোচনা করব বলেছিলাম, তাতেই না হয় ফিরে যাওয়া যাক। সাহসের পর সংযম নিয়ে আলোচনা করা যাক। ক্রিট বা লাসাদাইমোনিয়ায় সংযমের সাথে সম্পর্কিত আপনাদের সামরিক
৬৩৬এ শাসনব্যবস্থা থেকে পৃথক কী শাসনব্যবস্থা খুঁজে পেতে পারি আমরা?

মেগিল্লাসঃ উত্তরদানের জন্য এটি সহজ প্রশ্ন নয়; তৎসত্ত্বেও বলব যে, গণভোজ এবং জিমনাস্টিককে অত্যন্ত চমৎকারভাবে গড়ে তোলা হয়েছে সংযম ও সাহস গড়ার জন্য।

অ্যাথেনীয়ঃ আগন্তুকবর, সত্যি সত্যি এমন হতে পারে যে, কোনও শাসনব্যবস্থার পক্ষে একইসাথে বাক্যে এবং কর্মে অবিতর্কিত হওয়া কঠিন। মনুষ্য দেহের মতোই ব্যাপার এটিঃ যে স্বাস্থ্যবিধান এক দেহকে ভালো করে অন্য দেহে তা
৬৩৬বি ক্ষতিসাধন করে; আর নির্দিষ্ট কোনও গঠনের ক্ষেত্রে কোনও একটি চিকিৎসা উপকারী কি না তা বলা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন । জিমিনাস্টিক ও গণভোজ নিয়েও একই কথা বলা যায়ঃ অন্য অনেকভাবে এটি এখন নগরীসমূহকে উপকৃত করে কিন্তু যখন গৃহযুদ্ধ দেখা দেয় তখন তা ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেয় (উদাহরণত, মাইলেশীয়, বইয়োশীয় ও থোরীয় তরুণদের কার্যকলাপ থেকে যেমন দেখা গেছে)[২৬]। অধিকন্তু, কেবল মানুষের নয় পশুদের যৌনসুখভোগ[২৭] নিয়েও প্রাচীন একটি আইন আছে; এই আইনটি এমনকি প্রকৃতিতেও দেওয়া আছে – মনে হয় এই অনুশীলন তা বিকৃত করে ফেলেছে। আপনাদের নগরীসমূহকে নিয়ে ন্যায়তই সবকিছুর ওপর এই
৬৩৬সি অভিযোগ তোলা যায় আর অন্য যেসব নগরী জিমনাস্টিকস চর্চা করে তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই একথাটি সত্য বলে ধরা যেতে পারে। যাহোক, গুরুত্ব দিয়ে অথবা ঠাট্টামস্করা করে – যেভাবেই এসব বিষয় বিবেচনা করা হোক না কেন, আমার মনে হয় একথা বোঝা উচিত যে, ভোগসুখ প্রকৃতিগত ব্যাপার এবং সন্তান জন্মদানের জন্য পুরুষ ও নারী যৌনসঙ্গমের মাধ্যমে তা লভ্য; কিন্তু পুরুষের সাথে পুরুষের এবং নারীর সাথে নারীর সঙ্গম প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার; আর যারা এ কাজগুলো করার দুঃসাহস করেছিল, মনে করা যায়, তাদের সেই সাহস জেগেছিল ভোগসুখ নিয়ে সংযমের অভাব থেকে। কিন্তু
৬৩৬ডি ঘটনা হল আমরা সবাই গেনিমিদের কিংবদন্তির সূচনাকারী বলে ক্রিটবাসীদের দোষারোপ করি, কারণ বিশ্বাস ছিল যে, তাদের আইন এসেছে জিউসের কাছ থেকে আর তারা জিউস সম্পর্কে এই কিংবদন্তিটি যোগ করে দিয়েছিল যাতে দেবতাকে অনুসরণ করে তারা এই অস্বাভাবিক ভোগসুখ উপভোগ করা অব্যাহত রাখতে পারে। এই কিংবদন্তিটি নিয়ে অধিক আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই; আমরা এখানে লক্ষ করে দেখতে পারি যে, যে-মানুষ আইন নিয়ে অনুসন্ধান করে, তার সেই অনুসন্ধান নগরীর ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রায় পুরোপুরিভাবে ভোগসুখ ও বেদনাকে ঘিরে আবর্তিত

www.pathagar.com

হয়। এই দুটি ঝর্ণাই প্রকৃতি হতে উৎসারিত হয় আর যে সঠিক সময়ে সঠিক
ঝর্ণা থেকে সঠিক পরিমাণে এইসব উপাদান সংগ্রহ করে সে-ই সুখী হয়; ৬৩৬ই
একথা যেমন নগরীর ক্ষেত্রে সত্যি তেমনই সত্যি ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রে এবং
প্রতিটি জীবন্ত জিনিসের ক্ষেত্রে। কিন্তু ভুল সময়ে অজ্ঞতা নিয়ে যে তাতে ডুব
দেয় তার জন্য তা হয়ে ওঠে সুখের বিপরীত জীবন।

www.pathagar.com

২. শিক্ষাপদ্ধতি হিসেবে পানাসর

আসবপান পরিহারকারীর বিভ্রান্তি

মেগিল্লাস: আগন্তুকবর, যা বলা হল তা কোনও কোনও দিক থেকে ঠিকই আছে আর এসব জিনিসের জবাবে আমরা যে অন্য কিছু একটা বলব তার জো নেই; তবে লাসেদাইমোনীয় আইনদাতা যখন ভোগসুখ থেকে পালিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন তখন তিনি যথার্থ আদেশই দিয়েছিলেন। আর
৬৩৭এ নসাসের আইন নিয়ে বলতে হয় যে, এখানে আমাদের সাথে যে মহোদয় আছেন তিনি ইচ্ছা করলে তাদের পক্ষে মাঠে নামতে পারেন। কিন্তু স্পার্টার আইন,[২৮] বিশেষত যদি ভোগসুখের সাথে·সম্পর্কিত আইনের কথা বলতে হয় তবে বলা যায়, আমার কাছে তা মনুষ্যসমাজের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আইন বলে মনে হয়। কারণ, যা মানুষকে সবচেয়ে গভীর ভোগসুখে এবং চরম ধরনের ঔদ্ধত্যে এবং পুরোপুরি নির্মননে নিপতিত করে আমাদের আইন পুরো দেশ থেকে সেই চলকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। মাঠে-ময়দানে বা স্পার্টার তত্ত্বাবধানের থাকা কোনও নগরীতে আপনি মদ্যপানের আসর[২৯] বা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনও ধরনের ভোগগসুখ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম, তেমন
৬৩৭বি কোনও কিছুর দেখা পাবেন না। আমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই যিনি মাতাল উচ্ছৃঙ্খল কারও দেখা পেলে তাকে সাথে সাথে সবচেয়ে কঠোর শাস্তি না দেন, তাকে কোনও অজুহাতে ছেড়ে দেন; এমনকি দাইয়ানিসাসের মেলাকালেও[৩০] তাদের এই অপরাধের ছাড় নেই; তবে আপনাদের জনগণের মধ্যে একবার আমি গাড়িতে এ-ব্যাপারটি ঘটতে দেখেছি। কেবল তার কথাই বলি কেন, আমাদের উপনিবেশ তারেনতাম্[৩১]-এও তো দেখেছি দাইয়ানিসাসের মেলায় পুরো নগরী মাতাল হয়ে গেছে! কিন্তু তাতে তো এমন ঘটতে দেখিনি।

অ্যাথেনীয়: লাসাদাইমোনীয় আগন্তুকবর, যেখানে সহ্য করার স্পিরিট আছে
৬৩৭সি সেখানে এমন আনন্দফুর্তি প্রশংসনীয় ব্যাপার, কিন্তু তাতে যদি কোনও নিয়ম-কানুনের বালাই না থাকে তবে তা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এর পাল্টিতে আমাদের দিককার কেউ হয়ত তার পক্ষে যুক্তি দেখাতে পারেন, আপনাদের রমণীদের দুশ্চরিত্র[৩২] দিকটি তুলে ধরতে পারেন। তা তারেন্তামের মানুষজন হোক, আমরা বা আপনারা হন – যে-কারও বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

অভিযোগ আনা হলে একটি উত্তর দিলেই সেই প্রথার অনাচারের ব্যাপারে যে-কেউ রক্ষা পেয়ে যেতে পারে। কোনও আগন্তুক যখন কোনও এক জায়গার কোনও একটি আচার দেখে তার বিস্ময় প্রকাশ করে তখন সেখানকার যে-কোনও অধিবাসী বলতে পারে: "আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, আগন্তুক মহাশয়। এটিই আমাদের আইন – একই জিনিস নিয়ে আপনাদের জনগণের মধ্যে ভিন্ন কোনও আইন থাকতেই পারে।" কিন্তু বন্ধুগণ, এখন
তো আমরা বাকি মনুষ্যগোষ্ঠী নিয়ে আলোচনা করছি না, আমাদের ৬৩৭ডি
আলোচনার বিষয়বস্তু হল আইনদাতাদের নিজেদের দোষগুণ। তাই নেশার পুরো বিষয়টা নিয়ে কিছুটা বিশদভাবে আলোচনা করা যাক। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় – এটি বোঝা যেন তেন প্রকারের কোনও আইনদাতার কাজ নয়। আমি এখন সাধারণভাবে মদ্যপান করা এবং তা না করার ব্যাপারে কথা বলছি না, আমি কথা বলছি নেশাগ্রস্ততা নিয়ে। আমরা কি সিথীয় এবং ফার্সি এবং কার্থেজীয় এবং কেল্ট এবং আইবিরীয় এবং
থ্রাসীয়দের[৩৩]– যারা সবাই যোদ্ধা-জাতি বলে খ্যাত তাদের অনুসরণ করব, ৬৩৭ই
না কি, যারা মদ্যপান থেকে বিরত থাকে, মানে আপনাদের অনুসরণ করব? আপনারা তো বলেন আপনারা মদ্যপান থেকে পুরোপুরি বিরত থাকেন, থ্রাসীয় আর সিথীয় নারী ও পুরুষ উভয়েই তো নির্জলা মদ্য পান করে, পান করার সময় তাদের কাপড়-চোপড় ভাসিয়ে ফেলে; তারা মনে করে এটি একটি আনন্দঘন মহৎ আচার। ফার্সিরা আবার অন্য আরও অনেক ভোগবিলাস উপভোগ করে যা আপনারা করেন না, প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু থ্রাসীয় ও সিথীয়দের চাইতে তারা অনেক বেশি শৃঙ্খলা মানে।

মেগিল্লাস: কিন্তু ভালো মানুষেরা চেয়ে দেখুন, আমরা যখনই অস্ত্র হাতে নেই ৬৩৮এ
তখনই এইসব জনগোষ্ঠী কেবল পালাবার পথ খোঁজে।

অ্যাথেনীয়: না, না প্রিয় বন্ধুবর, এমন কথা বলবেন না; যুদ্ধে এমন অনেক তাড়া-করা আর পিছু-হটার ঘটনা ঘটেছে যাদের স্পষ্ট কোনও কারণ নেই। তাই কোনও আচার মহৎ কি মহৎ নয় তা যুদ্ধে জয়পরাজয়ের পেছনে কাজ করেছে বলে স্পষ্ট বলা যাবে না, তাতে বিতর্ক থাকবেই। বাস্তবতা হল
বড় নগরী ছোট নগরীকে যুদ্ধে পরাজিত করে: সিরাকুজীয়রা লক্রয়ীদের[৩৪] ৬৩৮বি
দাসত্বে আবদ্ধ করে – মনে তো হয় যে, তারা সেই এলাকার সবচেয়ে সুশাসিত জনগোষ্ঠী; অ্যাথেনীয়রা সিয়সবাসীদের দাসত্বপাশে বন্দি করে; এ রকম হাজারটা উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। সুতরাং যে আচার-ব্যবস্থা নিয়েই আমরা এখন আলোচনা করি না কেন তাদের প্রতিটির বেলায়ই আমরা না হয় জয় আর পরাজয়ের কথা বাদ রাখি, বরং, যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বিবেচনা করে দেখি এক ধরনের জিনিস কিভাবে মহৎ হয়ে ওঠে, আবার আরেক ধরনের জিনিস কী করে তা হয় না। কিন্তু প্রথমে আমাকে না হয় বলতে দিন এসব জিনিসের সূত্রে কী করে ভালো আর মন্দ অনুসন্ধান করতে হবে।

www.pathagar.com

৬৩৮সি **মেগিল্লাস:** কীভাবে তার অনুসন্ধান করতে হবে বলে বলেন আপনি?

অ্যাথেনীয়: আমার মনে হয় কোনও জিনিস শোনা মাত্রই যদি কেউ তাকে প্রশংসা বা দোষারোপ করার পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করে তবে তার সেই পদ্ধতি কোনওক্রমেই যথার্থ বলে বিবেচিত হওয়ার নয়। আমি কী বুঝাতে চাচ্ছি তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক: ধরে নিন, কোনও একজন মানুষ আটাকে[৩৫] খাদ্য হিসেবে ভালো বলে প্রশংসা করছে, অন্যদিকে এর প্রভাব কী, এর ব্যবহার কী, অথবা কীভাবে, কার কাছে, কিসের সাথে, কী অবস্থায় এবং কীভাবে আটা দিতে হবে তার অনুসন্ধান না করেই আরেকজন মানুষ আটাকে তাৎক্ষণিকভাবে দোষারোপ করল। আমরা আমাদের
৬৩৮ডি আলোচনায় হুবহু এই ব্যাপারটিই করছি। মাতলামি শব্দটি শোনার সাথে সাথেই আমাদের কেউ কেউ তাকে প্রশংসা করতে লাগলাম, আবার অন্যরা শুরু করল দোষারোপ – উভয়ের বেলায়ই ব্যাপারটি অদ্ভুত হয়ে দাঁড়াল। উভয় দিকেই আমরা সাক্ষী আর প্রশংসাকারী তুলে ধরি: এক দিকের লোকজন যা বলেন তা-ই শেষ কথা হয়ে উঠে, কারণ তাদের সাক্ষীর সংখ্যা অংসংখ্য; অপরপক্ষে, অন্যদলের উত্তর হল তাদের দাবিই চূড়ান্ত, কারণ আমরা তো দেখতে পাচ্ছি, যারা এই আচার পালন করে না তারাই লড়াইতে জয়ী হয়। তার ফলে আমাদের মধ্যে এটি একটি বিতর্কিত বিষয় হিসেবে
৬৩৮ই দেখা দিয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে, এই পর্যায়ে একে একে বাকি অন্য সকল আইনগত প্রথাকে পরখ করে দেখার কোনও অর্থ দেখি না আমি। বরং এই প্রথাটি – নেশাগ্রস্ততা নিয়ে অন্যভাবে কথা বলতে চাই; আমার ধারণা এসব জিনিস অনুসন্ধান করার জন্য সেটিই সঠিক পদ্ধতি; কারণ, হাজারো নগরী আপনাদের এই দুই নগরীর সাথে ভিন্নমত পোষণ করবে এবং এসব জিনিস নিয়ে আপনাদের সাথে বাকযুদ্ধে প্রস্তুত থাকবে।

৬৩৯এ **মেগিল্লাস:** বেশ; এসব জিনিস অনুসন্ধানের জন্য সঠিক কোনও পদ্ধতি যদি থেকেই থাকে তাহলে তো তার কথা শোনার ব্যাপারে কোনও দ্বিধা থাকতে পারে না।

অ্যাথেনীয়: আমরা না হয় আমাদের আলোচনাটিকে এভাবে সাজাই: ধরুন, একজন মানুষ ছাগল প্রতিপালনকে প্রশংসা করবে আর তাই বলছে যে, খোদ ছাগলের মালিক হওয়া তো মূল্যবান জিনিসের মালিক হওয়া; আর এমনও ধরা যাক, অন্য একজন তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে, কারণ সে দেখতে পেয়েছে যে, ছাগলের রাখাল ছাড়াই সব ছাগল চড়ে বেড়াচ্ছে আর ফসলী ক্ষেত নষ্ট করছে; তখন সেই ছাগলকে এবং অন্য যে-প্রাণীর পালক নেই, তাকে, অথবা, যে বাজে-পালক, তাকে, ধিক্কার দেওয়া হল – তখন সেই ধিক্কারদানের মধ্যে কি কোনও অর্থ বা ন্যায্যতা থাকবে?

মেগিল্লাস: তা থাকবে কী করে?

৬৩৯বি **অ্যাথেনীয়:** একজন মানুষকে যদি জাহাজের ভালো ক্যাপ্টেন হতে হয় তাহলে তার কি কেবল নৌচালনার জ্ঞান থাকলেই চলে, সমুদ্রপীড়ায় সে কাতর হয়ে পড়ে কি না, তা-ও কি আমাদের বিবেচনা করতে হয় না?

www.pathagar.com

মগিল্লাসঃ তা তো করতেই হয়; সেই শিল্প জানা থাকার পরও সে যদি সমুদ্রপীড়ায় কাতর হয়ে পড়ে তবে আমি বলব সে ভালো ক্যাপ্টেন নয়।

অ্যাথেনীয়ঃ আর একটি সেনাবাহিনীর অধিনায়ক সম্পর্কে কী বলবেন? ভীতু হওয়া সত্ত্বেও, তার মানে, যখন বিপদ আসে তখন যে ভয়ে অসুস্থ এবং মাতাল হয়ে যায়, সে কি কেবল যুদ্ধকৌশল জানলেই সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে সক্ষম হবে?

মেগিল্লাসঃ অসম্ভব।

অ্যাথেনীয়ঃ অধিকন্তু, ভীতু হওয়া ছাড়াও তার যদি যুদ্ধের দক্ষতাও না থাকে?

মেগিল্লাসঃ সে তো তাহলে পুরোপুরি হতচ্ছাড়া; পুরুষ তো দূরে থাক, বুড়ো মাগীদের শাসক হওয়া ছাড়া অন্য কিছু হওয়ারই তো যোগ্যতা থাকবে না তার।

অ্যাথেনীয়ঃ সেক্ষেত্রে একটি কম্যুনিটির কথা ধরুন যাতে প্রাকৃতিকভাবেই ৬৩৯সি
একজন শাসক আছে আর শাসক যখন উপস্থিত তখন তার শাসনাধীনে তা ভালো থাকেঃ যখন কেউ কোনও শাসকের শাসনাধীনে ঠিকঠাকমতো কম্যুনিটির স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে তা শাসিত হল কি হল না তা না দেখে বরং কোনও শাসক ব্যতীত অথবা মন্দ শাসকদের অধীনে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া কী হয় তা দেখে তার প্রশংসা করে বা তাকে দোষারোপ করে, তখন তার ব্যাপারে আমরা কী বলব? আপনার কি এমন বিশ্বাস হয় যে, সেই কম্যুনিটির ব্যাপারে এ ধরনের বাইরের দর্শকের প্রশংসা বা অপ্রশংসার কোনও দাম আছে?

মেগিল্লাসঃ তা কী করে হবে? তারা তো সেইসব কম্যুনিটিকে কখনও দেখেনি, ৬৩৯ডি
তাদের কোনও সঠিক ভার্সানে কখনও অংশগ্রহণও করেনি।

অ্যাথেনীয়ঃ একটুখানি ভেবে বলুন। বিভিন্ন ধরনের কম্যুনিটির মধ্যে মদ্যপানের আসর, মদ্যপানের জমায়েতকে কি এক ধরনের সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বলা যায় না?

মেগিল্লাসঃ তা তো অবশ্যই বলা যায়।

অ্যাথেনীয়ঃ বেশ, এবার বলুন দেখি আপনাদের কেউ কি এমন দেখেছেন যে, এইসব আসর ঠিকঠাকমতো চলে? আপনারা সহজেই উত্তর করতে পারেন যে 'কখনও না', কারণ, আপনাদের মধ্যে এই প্রথার চলও নেই আবার তা আইনগতভাবে সিদ্ধও নয়; কিন্তু আমি অনেক জায়গায় অনেক পানের আসর দেখেছি; অধিকন্তু, আমি যেখানে গেছি তাদের নিয়ে অনুসন্ধানও চালিয়েছি। কিন্তু কোথাও কোনও সময় সেগুলো যে পুরোপুরি ঠিকঠাকমতো ৬৩৯ই
চলেছে তা দেখিওনি, শুনতেও পাইনি; তবে কিছু কিছু মাত্রার বিচারে সামান্য গুটিকয়েক আসর ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু অধিকাংশই ছিল পুরোপুরি বেঠিক।

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, এ দিয়ে আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন? আর একটু স্পষ্ট করে বলুন। আপনি বলেছেন এ ধরনের জমায়েতের ব্যাপারে আমাদের কোনও অভিজ্ঞতা নেই, তাই এ ধরনের জমায়েত যদি আমাদের বেলায়
৬৪০এ ঘটেও আমরা হয়ত সরাসরি জানবও না তার সঠিক ব্যবস্থাপনা কোন্‌টি আর কোন্‌টি ভুল।

অ্যাথেনীয়: তা-ই হয়ত ঠিক। আমার ব্যাখ্যা থেকে কিছুটা শেখার চেষ্টা করতে পারেন। আপনারা তো বুঝেন, প্রতিটি জমায়েতে, যে-কোনও কাজের লক্ষ্যে গঠিত প্রতিটি কম্যুনিটিতে, প্রতিটি কেইসেই, একজন সঠিক শাসক থাকেন; তা তো বোঝেন?

ক্লেইনিয়াস: তা না থাকলে চলবে কী করে?

অ্যাথেনীয়: আর এইমাত্র আমরা বলেছি যে, যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে নেতা হওয়া উচিত একজন সাহসী মানুষ?

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: একজন ভীতু মানুষের তুলনায় একজন সাহসী মানুষের ভয় দ্বারা বিচলিত হওয়ার সম্ভাবনা তো কম?

৬৪০বি **ক্লেইনিয়াস:** তা-ও ঠিক।

অ্যাথেনীয়: যদি এমন কোনও উপায় থাকে যার মাধ্যমে এমন একজন সেনানায়ককে সেনাবাহিনীর প্রধান করা যায় যিনি ভীত হন না, বিচলিত হন না, তাহলে কি তার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত নয়?

ক্লেইনিয়াস: আলবৎ।

অ্যাথেনীয়: এই মুহূর্তে অবশ্য আমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধ-করা কোনও সেনাবাহিনীর শাসকের কথা বলছি না, বরং যেখানে শান্তিকালে বন্ধুরা বন্ধুদের সাথে মিলিত হয় সে ধরনের জমায়েত যিনি পরিচালনা করবেন, তার কথা বলছি।

ক্লেইনিয়াস: তা ঠিক।

৬৪০সি **অ্যাথেনীয়:** আর এ ধরনের মেলামেশা যদি মাতলামির সাথে যুক্ত থাকে তবে তা উচ্ছৃঙ্খল না হয়েই যায় না; তা-ই না?

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই; তার বিপরীত অবস্থায় তো পুরো শান্তির অবস্থা!

অ্যাথেনীয়: তাহলে প্রথম কথা হল এগুলোরও একজন শাসক দরকার।

ক্লেইনিয়াস: তা না হলে চলবে কী করে? অন্য কাজের চাইতে তো এখানে তার দরকার বেশি!

অ্যাথেনীয়: সম্ভব হলে সেখানে কি তাহলে এমন একজন শাসক দেওয়া দরকার যিনি অবিচলিত থাকেন?

ক্লেইনিয়াস: অবশ্যই।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়: সেই শাসক এমন হওয়া উচিত, যাকে বলা যায়, সামাজিক মেলামেশার ব্যাপারে প্রাজ্ঞ। কারণ, তাঁর কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় হাল সময়ে তাদের মধ্যকার ৬৪০ডি বন্ধুত্বের অনুভূতিকে রক্ষা করা এবং সেই জমায়েতকে ব্যবহার করে ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে সেই বন্ধুত্বকে বাড়িয়ে তোলা।

ক্রেইনিয়াস: খুবই সত্যি কথা।

অ্যাথেনীয়: সেক্ষেত্রে মাতালদের শাসক হিসেবে কি একজন ধীরশান্ত এবং জ্ঞানী লোককে নিয়োগ করা উচিত নয়? তার বিপরীত হলে কি চলবে? কারণ, মদ্যপায়ীদের শাসক নিজে যদি অধিক জ্ঞানী না হন, কমবয়েসী এবং মাতাল হন, তাহলে কেবল বড় কপালজোর ছাড়া কেউই তাকে মহা-অনর্থের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

ক্রেইনিয়াস: হ্যাঁ, তার সেই ভাগ্যকে হতে হবে বিশেষ সৌভাগ্য।

অ্যাথেনীয়: এক্ষণে মনে করুন, যেসব নগরীতে সবচেয়ে ভালোভাবে এই ধরনের মেলামেশার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাকে নিয়ে যদি কেউ দোষারোপ করেন, এই মেলামেশা নিয়েই যদি কারও আপত্তি থাকে, তাহলে সম্ভবত বলা ৬৪০ই যাবে যে, তাঁর সেই দোষারোপ সঠিক। কিন্তু কেউ যদি কেবল ভুল অবস্থায় প্রথাটিতে চলতে দেখে তাকে দোষারোপ করেন, তাহলে তিনি প্রথমত এমন তুলে ধরেন যে, বেঠিক ভার্সানের উদাহরণ কী, তা তিনি জানেন না; তদুপরি তিনি এমনও দেখিয়ে দেন যে, যে-কোনও কার্যক্রম যদি এভাবে, তার মানে, একজন ধীরশান্ত একনায়ক এবং শাসক ব্যতীত অগ্রসর হয়, তাহলে যে তা ভুলে পর্যবসিত হয়, সে সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ। আপনারা কি এব্যাপারে একমত নন যে, একজন মাতাল পাইলট এবং বাস্তবিকপক্ষে যে-কোনও ৬৪১এ কিছুর মাতাল শাসক যে-কোনও কিছুকেই – তা সেটি জাহাজ হোক, বা সেনাবাহিনী হোক, বা তার শাসনাধীনে অন্য যে-কোনও জিনিসই হোক – তছনছ করে দেয়?

পানাসর কি শিক্ষামূলক হতে পারে?

ক্রেইনিয়াস: আগন্তুকবর, আপনি যা বললেন তা সর্বাংশে সঠিক। কিন্তু এরপর আমাদের একথা বলুন: ধরা যাক, মদ্যপান নিয়ে যে-প্রথা আছে তা যদি ঠিকঠাকমতো চলে তখন তা আমাদের কী উপকারে লাগে? একটু আগেই আমরা যেমন বলছিলাম – যদি একটি সেনাবাহিনীকে ঠিকমতো পরিচালনা করা হয়, তাহলে তার অনুসারীদের বিজয় মেলে (তা সামান্য কোনও পুরস্কার নয়); অন্য জিনিসের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়? আর ৬৪১বি ঠিকঠাকমতো পাঠদান-করা[৩৬] মদ্যপানের আসর থেকে এককভাবে কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে বা নগরীর ক্ষেত্রে থেকে বিরাট কী লাভপ্রাপ্তি ঘটে?

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়: ঠিকঠাকমতো শিক্ষাদানকৃত একটি শিশু বা একটি কোরাস[৩৭] থেকে একটি নগরীর বিরাট কী লাভ হয় বলে দাবি করতে পারি আমরা? আমাদেরকে যদি এ ধরনের প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমরা কি নিম্নোক্ত ধরনের উত্তর দেব না? "এক জনের কাছ থেকে একটি নগরীর লাভ আসে অতি সামান্য, কিন্তু যারা শিক্ষিত হয় তাদের সকলের শিক্ষার ব্যাপারে যদি জিজ্ঞেস করেন তা নগরীকে বড় কী লাভ এনে দেয়, তাহলে উত্তরটি খুব কঠিন কিছু একটা হয়ে ওঠে না: যারা ভালভাবে শিক্ষালাভ করে তারা ভালো মানুষ হয়ে উঠে এবং
৬৪১সি শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে যেমন তারা জয়লাভ করে তেমনি অন্য দিকেও তা মহৎভাবে কাজ করে। শিক্ষা বিজয় আনে যদিও কখনও কখনও বিজয় শিক্ষার বিনষ্টি সাধন করে; কারণ, দেখা গেছে যে, যুদ্ধে জয়লাভ করার কারণে অনেকে অধিকতর উদ্ধত হয়ে পড়েছে আর সেই ঔদ্ধত্যের কারণে তাদের মধ্যে হাজারো অশুভ জিনিস জন্মলাভ করেছে; আর অনেক বিজয়ই বিজয়ীর জন্য আত্মঘাতী হয়েছে আর ভবিষ্যতেও তা তা-ই হবে; কিন্তু শিক্ষা কখনও আত্মঘাতী[৩৮] হয়ে উঠবে না।"

ক্রেইনিয়াস: বন্ধুবর, আপনি মনে হয় এমন বলছেন যে, একসাথে মদ্যপান হল
৬৪১ডি সময় অতিবাহন; তা যদি ঠিকঠাকমতো করা হয় তবে তা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিরাট অবদান হয়ে দেখা দেয়!

অ্যাথেনীয়: তাই তো বলছি।

ক্রেইনিয়াস: বেশ; আপনি কি ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন এইমাত্র যেকথা বললেন তা সত্য?

অ্যাথেনীয়: আগন্তুকবর, যখন এত বেশি মানুষ এতে অসম্মতি প্রকাশ করে তখন এসব ব্যাপারের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া মানুষের কম্ম নয়, তা দেবতার কাজ। কিন্তু আমি নিজে কী ভাবি তা আমি খুশিমনেই আপনাদের বলতে রাজি, বিশেষত, এখন যেহেতু আমরা আইন এবং শাসনব্যবস্থা নিয়ে আলোচনায় বৃত হয়েছি।

ক্রেইনিয়াস: বিশেষত এই জিনিসই – এখন যেসব বিষয় নিয়ে বিতর্ক উঠেছে,
৬৪১ই তাতে আপনার মত কী, তা আমাদের বুঝতে চেষ্টা করা উচিত।

অন্তবর্তী আলোচনা

অ্যাথেনীয়: বেশ, ভালো কথা। তা-ই আমাদের করতে হবে। আপনাদের দু'জনকে কোনও না কোনওভাবে অবশ্যই চেষ্টা চালাতে হবে তর্কযুক্তিটি অনুধাবনের আর আমাকে কোনও না কোনওভাবে চেষ্টা চালাতে হবে তাকে অধিকতর স্পষ্ট করে তোলার। প্রথমেই ক্ষমাপ্রার্থনা করে নেই। সকল গ্রিকবাসী আমাদের নগরী সম্পর্কে এমন মনে করে যে, আমরা কথা বলতে

www.pathagar.com

ভালবাসি আর আমরা কথা বলিও বেশি বেশি; কিন্তু লাসাদাইমোনিয়া আর ক্রিটের ব্যাপারে সবাই মনে করে যে, প্রথমোক্তরা সংক্ষিপ্ত সারবান কথা বলার জন্য খ্যাত আর দ্বিতীয়োক্তদের পেটে কথার চাইতে বুদ্ধি বেশি। তাই
এ-সময়ে ছোট একটি বিষয় নিয়ে লম্বা বিতর্কে রত হতে ভয় পাচ্ছি আমি; ৬৪২এ
কারণ' মদ্যপান একটি তুচ্ছ ব্যাপার হিসেবে প্রতিভাত হতে পারে। মিউজিকের[৩৯] ক্ষেত্রে যা সঠিক তার যথেষ্ট বৃত্তান্ত তুলে না ধরে প্রকৃতি অনুসরণে একে কখনও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না; অধিকন্তু শিক্ষার পুরো বিষয়বস্তুতে প্রবেশ না করে কখনও মিউজিককে বর্ণনা করা যাবে না। এর সবকিছুর অর্থ হল লম্বা লম্বা বক্তৃতা। তাই বিবেচনা করে দেখুন, এখন আমাদের কী করা উচিত। আমরা যদি আমাদের এই আলোচনা এখানে ক্ষান্ত
করি, পরে কোনও এক সময় তা নিয়ে আলোচনা করি এবং আইন নিয়ে ভিন্ন ৬৪২বি
আলোচনা শুরু করি, তাহলে কেমন হয়!

মেগিল্লাস: আথেনীয় আগন্তুকবর, আপনি হয়ত জানেন না, তাই আপনাকে জানাই, আমাদের পরিবার হল আপনাদের নগরীর 'কনস্যুলেট'[৪০]। আর আমরা যারা তার সন্তান তারা যখন শুনি যে, আমরা কোনও একটি নগরীর 'কনসাল', তখন হয়ত ছোটবেলা থেকেই আমাদের মধ্যে সেই নগরীর প্রতি একটি বন্ধুত্বসুলভ অনুভূতির জন্ম হয়, মনে হতে থাকে নিজের নগরীর পরে যেন বা তা দ্বিতীয় পিতৃভূমি। এক্ষণে আমার ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে। লাসাদাইমোনীয়রা কোনও
কিছু নিয়ে যখনই অ্যাথেনীয়দের প্রশংসা করেছে বা দোষারোপ করেছে, তখন ৬৪২সি
সাথেসাথেই আমি সেই শিশুদের চীৎকার শুনতে পেয়েছি, "মেগিল্লাস, তোমার নগরীর কথা বলা হচ্ছে; একে মহৎ করে অথবা ন্যক্কারজনকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।" এসব কথা শুনে শুনে আর যারা আপনার নগরীকে দোষারোপ করে তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের পক্ষে লড়াই করে করে আমি আপনাদের সাথে গভীর আন্তরিকতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি; এখনও অ্যাথেনীয় বাচন আমার অত্যন্ত প্রিয় বাচন; আর অন্য অনেকে যেকথা বলে তাকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি: অ্যাথেনীয়রা ভালো আর তারা সারধারণের চাইতে অধিক
ভালো। কারণ, একজন অ্যাথেনীয়ই মাত্র মুক্তভাবে, তার প্রকৃতির ঐশী ৬৪২ডি
অনুপ্রেরণার মাধ্যমে, সত্যিকার অর্থে ভালো; এমন বলা যাবে না যে, সে কৃত্রিমভাবে ভালো। তাই বলি, আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনার যা বলার আছে তা বললে আমি খুশি মনেই তা শুনব।

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুক মহাশয়, আমার যা বলার আছে তা তো আপনি শুনেছেন আর মেনেও নিয়েছেন; তাই বলি, আপনি জোরেশোরে আপনার কথা বলতে পারেন। আপনি হয়ত সেই ঐশী মানব (নবী) এপিমেনিদেসের[৪১] কথা শুনেছেন; তিনি এই এলাকায়ই জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর বাস্তবিকপক্ষে তিনি আমাদের পরিবারের সাথে সম্পর্কিতও বটে। দেবতার দৈববাণীর নির্দেশ পালনার্থে তিনি ফার্সি যুদ্ধের দশ বছর আগে আপনাদের জনগণকে দেখতে গিয়েছিলেন এবং দেবতাদের দাবিমতো কিছু কিছু জিনিস উৎসর্গ ও তর্পণ

www.pathagar.com

করেছিলেন। অ্যাথেনীয়রা তখন ফার্সিদের আক্রমণের ভীতির মধ্যে দিন
৬৪২ই কাটাচ্ছিল; তিনি অ্যাথেনীয়দের বলেছিলেন যে, "আগামী দশ বছর ফার্সিরা আসবে না আর তারা যখন আসবে তখন তারা যে আশা নিয়ে আসবে তার কোনও কিছুই পূরণ না করে ফিরে যাবে; তারা যে অনিষ্ট সাধন করবে তার চাইতে অধিক অনিষ্ট তাদের সইতে হবে।" সেই সময়ে আমার পূর্বপুরুষেরা আপনাদের সাথে আতিথেয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়; আর সেই দিন
৬৪৩এ থেকেই আমি ও আমার পরিবারের সাথে আপনাদের জনগণের সহমর্মিতাবোধ অব্যাহত আছে।

শিক্ষার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য (১)

অ্যাথেনীয়: মনে হচ্ছে আপনি আপনার ভূমিকা পালনে রাজি আছেন – আমার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত আছেন। আমি আমার ভূমিকা পালনে সম্মত বটে কিন্তু তা খুব একটা সহজ ভূমিকা নয়। তবু তা পালনের চেষ্টা তো করতেই হবে। আলোচনার প্রথমেই তাহলে শিক্ষার প্রকৃতি ও শক্তি কী তা সংজ্ঞায়িত করা যাক: কারণ দেবতা থিয়াগনাসের কাছে পৌঁছুনোর জন্য আমাদেরকে এই পথই ধরতে হবে।

ক্লেইনিয়াস: এই যদি আপনি ভালো মনে করেন তবে তা-ই হোক।

৬৪৩বি **অ্যাথেনীয়:** এক্ষণে শিক্ষা কী – সেই প্রত্যয় নিয়ে যদি আমি কথা বলি তাহলে আমার কথা কি আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে?

ক্লেইনিয়াস: আগে শুনি।

অ্যাথেনীয়: বলছি। আমার যা দাবি তা হল: একজন মানুষ যদি – খেলাচ্ছলেই হোক বা পুরো ঐকান্তিকতার সাথেই হোক – কোনও কিছুতে দক্ষ হয়ে উঠতে চায়, তাহলে ছোটবেলা থেকেই তাকে তার অনুশীলন করতে হবে; সেই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য জিনিসেও সময় দিতে হবে তাকে। তাই কেউ যদি ভালো কৃষক বা কোনও ধরনের ভালো গৃহনির্মাতা হতে চায় তাহলে সেই গৃহনির্মাতার সেই ধরনের খেলাই খেলা উচিত যা তাকে
৬৪৩সি গৃহনির্মাণে প্রশিক্ষিত করে, একইভাবে কৃষককে কৃষিকাজে শিক্ষিত করে; আর যে-লোক সন্তান বড় করে তার উচিত সেই সন্তানের প্রত্যেককে বড় যন্ত্রপাতির ছোট মডেল সরবরাহ করা। অধিকন্তু, সেই সন্তানের প্রয়োজনীয় সব প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা দরকার: উদাহরণস্বরূপ, কাঠমিস্ত্রির উচিত মাপজোক শেখা, রেখা টানতে শেখা; খেলাচ্ছলে সৈনিকের শেখা উচিত ঘোড়ায় চড়া এবং এ ধরনের সব জিনিসপত্র। খেলাধুলাকে এমনভাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া উচিত যাতে শিশুরা তাতে আনন্দলাভ করে; তাদের যে-বিষয়ে সুদক্ষ হয়ে উঠতে হবে তার দিকে যেন সেই খেলার মাধ্যমে

www.pathagar.com

তাদের আগ্রহ ঘনীভূত হয়, আবশ্যিকভাবে তা লক্ষ রাখতে হবে। শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল নার্সারিতে তার সঠিক প্রশিক্ষণ। খেলার ৬৪৩ডি
মাধ্যমে শিশুর আত্মাকে এমন পরমোৎকর্ষের ভালবাসার লক্ষ্যে পরিচালিত করা উচিত যাতে পুরুষ হয়ে উঠার পর সে তার সেই পেশায় সদ্‌গুণের ক্ষেত্রে নিখুঁত হয়ে উঠতে পারে। এ পর্যন্ত যা বলা হল তার ব্যাপারে কি আপনারা আমরা সাথে একমত?

ক্লেইনিয়াস: নিশ্চয়ই একমত।

অ্যাথেনীয়: তাহলে শিক্ষার অর্থকে অস্পষ্ট বা অসংজ্ঞায়িত না রাখাই ভালো। এইক্ষণে আমরা বিভিন্ন ব্যক্তির মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে এমন বলি যে, এই একজন আছেন যিনি 'শিক্ষিত', বা আরেকজনের ক্ষেত্রে বলি যে, সে "শিক্ষাদীক্ষা" পায়নি – যদিও দেখা যায় যে, অশিক্ষিত মানুষটি খুচরা ৬৪৩ই
ব্যবসায় বা জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাজে বা এমন কিছু পেশায় অনেক বেশি শিক্ষিত। আমরা এখানে শিক্ষাকে সেই সীমিত অর্থে বিবেচনা করছি না; বরং সদ্‌গুণের মধ্যকার সেই শিক্ষার কথা বিবেচনা করছি যা মানুষকে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী করে তোলে নিখুঁত নাগরিকত্বের আদর্শ অর্জনে এবং যা তাকে শিক্ষা দেয় কী করে ন্যায়ের সাথে শাসন পরিচালনা করতে হয় এবং শাসন মানতে হয়। আমার কাছে মনে হয়, একমাত্র এই লালনকার্যই আলাদাভাবে ৬৪৪এ
আলোচিত হওয়া এবং শিক্ষা হিসেবে অভিহিত হওয়ার দাবি রাখে। যে লালনকার্যের লক্ষ্য অর্থসম্পত্তি বা অন্য কোনও ধরনের শারীরিক শক্তি অথবা বুদ্ধিমত্তা এবং ন্যায়বিরহিত কোনও চালাকি তা অত্যন্ত স্থূল এবং অনুদার; তাকে কোনওক্রমেই শিক্ষা বলা যাবে না। কিন্তু নাম নিয়ে একজন অপরজনের সাথে ঝগড়া-ফ্যাসাদে মেতে ওঠার কোনও দরকার নেই। যে তর্কযুক্তির ব্যাপারে এখন একমত হয়েছি তা না হয় শক্তহাতে ধরে থাকি আমরা; তর্কযুক্তিটির কথা হল, "যারা সঠিকভাবে শিক্ষিত তারা সাধারণত ভালো মানুষ হয়; আর শিক্ষাকে কোথাও অসম্মান করা উচিত নয়, কারণ, ৬৪৪বি
সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মহৎ জিনিসগুলোর মধ্যে এর স্থান সর্বাগ্রে; কখনও কখনও বেপথে যেতে পারে বটে কিন্তু তাকে সংশোধন করা যায়। প্রতিটি মানুষের সারা জীবনের কাজ হল অব্যাহতভাবে এই সংশোধন সাধন।"

ক্লেইনিয়াস: ঠিক কথা; আপনি যা বলছেন তার সাথে আমরা একমত।

অ্যাথেনীয়: আগে আমরা এ-কথায় একমত হয়েছিলাম যে, যারা নিজেরা নিজেদের কর্তৃত্ব করতে পারে তারা ভালো মানুষ আর যারা তা পারে না তারা মন্দ লোক।

ক্লেইনিয়াস: আপনি যা বললেন তা ঠিক।

অ্যাথেনীয়: একথা দিয়ে আমি কী বুঝাতে চাচ্ছি তা অধিকতর স্পষ্ট করে ৬৪৪সি
বলছি। একটি উদাহরণ দিলে হয় তা আরেকটু খোলাশা হবে।

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: ঠিক আছে, তা-ই দিন।

অ্যাথেনীয়: আমরা কি ধরে নিতে পারি যে, আমরা প্রত্যেকে এক এক জন আলাদা ব্যক্তি?

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ।

অ্যাথেনীয়: কিন্তু প্রত্যেকেরই পেটের ভেতর তো দুজন করে উপদেষ্টা আছে, দু'জনই অবিবেচক, আবার একজন আরেকজনের বিরোধী – তাদের আমরা নাম দিয়েছি ভোগসুখ আর বেদনা।

ক্লেইনিয়াস: ঠিক তা-ই।

অ্যাথেনীয়: এ দুটির সাথে সম্পর্কযুক্ত আরও একজন আছে – তা হল ভবিষ্যৎ নিয়ে অভিমত; এর সাধারণ নাম হল 'প্রত্যাশা'। যখন বেদনার প্রত্যাশা করা হয় তখন তার নাম হল 'ভীতি'; আর যখন ভোগসুখের প্রত্যাশা দেখা দেয়
৬৪৪ডি তখন তা হয়ে ওঠে 'আশা'। এর সবকিছু নিয়ে, এদের মধ্যে কোনটি প্রকৃষ্টতর, কোনটি অধিক মন্দ – তা নিয়ে একটি হিসাব-নিকাশ আছে আর সেই হিসাব-নিকাশ যখন কোনও নগরীর সাধারণ অভিমত হয়ে উঠে তখন তাকে বলা হয় আইন।

ক্লেইনিয়াস: আপনার কথা অনুসরণ করা শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবে যা বলছিলেন বলুন, ধরে নিন আমি আপনার সাথে আছি।

মেগিল্লাস: আমারও একই ধরনের অসুবিধা হচ্ছে।

অ্যাথেনীয়: এসব জিনিসকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখা যাক: ভাবা যাক যে, আমরা যারা জীবন্ত সত্তা তারা প্রত্যেকেই ঐশী-নাচের একেকটি পুতুল – দেবতাদের খেলার জিনিস, অথবা কোনও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট পুতুল; তাদের যে উদ্দেশ্য কী তা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা একথা জানি
৬৪৪ই যে, আমাদের মধ্যে এই যে আসক্তি আছে তা তন্ত্রী অথবা নাড়ির মতো বিপরীতধর্মী কাজে বিপরীত মুখে একটি আরেকটির বিপক্ষে কাজ করে চলেছে; যে এলাকায় সদ্‌গুণ ও অধর্ম আলাদা আলাদা অবস্থিত থাকে সেখানে তারা লড়াই করে চলেছে। যুক্তির[৪২] দাবি হল এমন যে, প্রত্যেকে মানুষ একটিমাত্র তন্ত্রীই ধরে থাকুক, এটি যাতে হাতছাড়া না হয় তা লক্ষ রাখুক আর অন্য সমস্ত তন্ত্রীকে তা দিয়ে বেধে রাখুক; আর এটিই হল
৬৪৫এ যুক্তিবুদ্ধির পবিত্র ও সোনালি তন্ত্রী – আমরা তাকে বলি নগরীর সাধারণ অলিখিত আইন; অন্য তন্ত্রীও আছে যা শক্ত, যা লোহার তৈরি, কিন্তু এটি যেহেতু সোনালি তাই নরম; আর বাকিগুলোর মধ্যে অনেক ধরনের তন্ত্রী আছে। তবে সর্বদা আইনের মহান টানের সাথে আমাদের সহযোগিতা করা উচিত; কারণ যুক্তিবুদ্ধি মহৎ এবং সহিংস না হয়ে তা শান্তশিষ্ট; যদি এই নীতির দৌড়ে অন্য দৌড়কে পরাস্ত করতে হয় তবে এর টানের ক্ষেত্রে
৬৪৫বি সহায়তাকারী প্রয়োজন।

www.pathagar.com

আর এর মাধ্যমেই সদ্‌গুণের কিংবদন্তি – আমরা যে নাচের-পুতুল, সেই কিংবদন্তি রক্ষা পাবে[৪৩]; আর "মানুষের নিজের তুলনায় প্রকৃষ্টতর বা নিকৃষ্টতর" হওয়ার কিংবদন্তিও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অধিকন্তু, নগরী এবং ব্যক্তিমানুষ সম্পর্কে এমন বলা যায়: একথা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে হয়ে উঠেছে যে, ব্যক্তিমানুষের নিজের ভেতরে এইসব তন্ত্রী সম্পর্কে অধিকতর যুক্তিবোধ সংগ্রহ করা দরকার এবং তদনুসারে জীবন যাপন করা উচিত; অপরপক্ষে নগরীর ক্ষেত্রে যুক্তিবোধ পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত কোনও একটি দেবতা থেকে অথবা এসব জিনিস সম্পর্কে জ্ঞাত কারও কাছ থেকে; তারপর সেই যুক্তিবোধকে নিজের জন্য এবং অন্য নগরীর সাথে সম্পর্কের জন্য ৬৪৫সি
আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। তাহলে নিশ্চয়ই সদ্‌গুণ এবং অধর্ম আমাদের সামনে আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে। এই পার্থক্যটি যখন সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা যাবে তখন সম্ভবত শিক্ষা এবং অন্যান্য রীতিনীতিও অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং একত্র মদ্যপানে সময় অতিবাহনের রীতিকে – যাকে প্রথমে দৃষ্টিতে এত অধিক কথায় বয়ান করার জন্য তুচ্ছ বিষয় বলে মনে করছি – দীর্ঘ আলোচনার জন্য তেমন অযোগ্য বিষয় বলে মনে হবে না।

পানাসরের শিক্ষামূলক প্রভাব (১)

ক্লেইনিয়াস: আপনি বলেন চমৎকার; আমাদের হাতে যেটুকু সময় আছে, তার সদ্ব্যবহার করা যাক – যে-বিষয়ে কথা হচ্ছিল তা শেষ করা যাক।

অ্যাথেনীয়: সুন্দর কথা; যে-বিষয় এখন আমাদের লক্ষ্য তার উপর প্রভাব রাখে এমন বিষয় নিয়ে তাহলে অনুসন্ধান করা যাক।

ক্লেইনিয়াস: এগিয়ে যান।

আথেনীয় আগন্তুক: তাহলে বলুন: আমরা যদি এই নাচের পুতুলটিকে মদ্যপান ৬৪৫ডি
করতে দেই তাহলে তার পরিণতি কী হবে?

ক্লেইনিয়াস: আপনি যে এই প্রশ্ন করলেন তার পেছনে পরিপ্রেক্ষিতটা কী?

অ্যাথেনীয়: বিশেষ কিছু নয়; আমি বরং সাধারণভাবেই জিজ্ঞেস করছি নাচের পুতুলটিকে যখন পানীয়ের কাছে নিয়ে আসা হয় তখন কী ধরনের ঘটনা ঘটে। কিন্তু আমি যা জানতে চাচ্ছি তা আরেকটু স্পষ্ট করে বলি। আমি এখন যা জানতে চাচ্ছি তা হল এই: মদ্যপান কি ভোগসুখ, বেদনা, স্পিরিটের আবেগ এবং যৌন আবেগকে তীব্রতর করে তোলে না?

ক্লেইনিয়াস: তা তো করেই।

অ্যাথেনীয়: আর প্রত্যক্ষণের অনুভূতি, স্মৃতি, অভিমত আর বিজ্ঞ চিন্তাভাবনা? ৬৪৫ই
তারাও কি একইভাবে তীব্রতর হয়? কেউ যদি নেশায় চুর হয়ে যায় তবে কি এইসব গুণাগুণ তাকে পুরোপুরি ত্যাগ করে না?

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তারা তাকে পুরোপুরিভাবেই ছেড়ে যায়।

অ্যাথেনীয়: তাহলে বলা যায়, সে তখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয় যে-অবস্থায় সে ছোট্ট শিশু হিসেবে বিরাজ করত?

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, সে অবস্থায়ই উপনীত হয়।

অ্যাথেনীয়: সেই সময় তার নিজের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণের মাত্রা থাকে সবচেয়ে কম?

৬৪৬এ **ক্লেইনিয়াস**: হ্যাঁ, সবচেয়ে কম।

অ্যাথেনীয়: সেক্ষেত্রে আপনাদের মত কী? লোকটি কি চরম দুর্গতিতে নিপতিত হয় না?

ক্লেইনিয়াস: তা আর বলতে!

অ্যাথেনীয়: তাহলে দেখা যাচ্ছে কেবল একজন বৃদ্ধই নয় একজন মাতালও দ্বিতীয়বার শিশু হয়ে যায়?

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, চমৎকার বলেছেন।

অ্যাথেনীয়: তাহলে বলুন, এমন কোনও যুক্তি কি আছে যাতে আমাদের কাছে প্রমাণ করা যাবে যে, সুরাপানের স্বাদগ্রহণ এড়িয়ে যাওয়ার বদলে তাকে উৎসাহিত করাই উচিত আমাদের?

ক্লেইনিয়াস: আমার তো ধারণা তেমন যুক্তি আছে; আর আপনিই তো এমন দাবি করেন যে, তার যুক্তি আছে; একটু আগেই আপনি তা বর্ণনা করতেও প্রস্তুত ছিলেন বলে মনে হল।

৬৪৬বি **অ্যাথেনীয়**: আপনাদের সেকথা স্মরণ আছে দেখছি – কথা সত্যি। দুজনই যেহেতু ঘোষণা করলেন যে, আপনারা গভীর আগ্রহ নিয়ে আমার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত আছেন তাই আমিও এখন প্রস্তুত আছি।

ক্লেইনিয়াস: যদি না একজন মানুষ স্বেচ্ছায় নিজেকে পুরোপুরি অধঃপাতে ছুড়ে দেওয়ার কূটাভাষের অদৃষ্টপূর্ব অবস্থায় নিপতিত হয়, আমাদের না শোনার তো কোনওই কারণ নেই।

অ্যাথেনীয়: ... আপনি কি আত্মার অধঃপতনের কথা বলতে চাচ্ছেন? না কি তা নয়?

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা-ই বলতে চাচ্ছি।

অ্যাথেনীয়: বন্ধুবর, দেহ সম্পর্কে কী বলবেন? কেউ যদি স্বেচ্ছায় নিজের মধ্যে
৬৪৬সি বিকৃতি, শীর্ণতা, কদর্যতা, জীর্ণতা আনে, তাহলে কি আপনি আশ্চর্য হবেন না?

ক্লেইনিয়াস: তা না হয়ে কি উপায় আছে?

অ্যাথেনীয়: বেশ। কিন্তু সেইসব মানুষের ব্যাপারে আপনি কী বলবেন যারা ঔষধ সেবনের জন্য নিজ থেকেই ঔষধের দোকানে যায়: আপনি কি মনে করেন তারা এ-ব্যাপারটি সম্পর্কে অবহিত নয় যে, কিছুক্ষণ পরে বা বেশ

www.pathagar.com

কিছুদিন পরেই তাদের শারীরিক অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে যে, জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত যদি তাদের এভাবে বেঁচে থাকতে হয় তবে তারা বেঁচে থাকাই অস্বীকার করবে? আর আমরা কি একথা জানি না যে, যারা জিমনেজিয়ামে শরীরচর্চা করার জন্য যায় তারা শরীরচর্চার পর পর পুরোপুরি ক্লান্ত হয়ে পড়ে?

ক্লেইনিয়াস: আমরা এর সব কিছুই জানি।

অ্যাথেনীয়: স্বেচ্ছায় তাদের একাজ করতে যাওয়ার কারণ হল এর পরবর্তী উপকার লাভ: তাই না?

ক্লেইনিয়াস: আপনি খুব চমৎকারভাবে কথাটা তুলে ধরলেন। ৬৪৬ডি

অ্যাথেনীয়: অন্য রীতিনীতি নিয়েও কি আমাদের একইভাবে চিন্তাভাবনা করা উচিত নয়?

ক্লেইনিয়াস: নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়: মদ্যপানে সময় অতিবাহিত করলে তার প্রভাব ভালো হয় — একথা ধরে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা যদি ঠিক হয় তবে একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক্লেইনিয়াস: অবশ্যই; অসুবিধে কী?

অ্যাথেনীয়: এ-ধরনের আনন্দোল্লাসের মধ্যে পাপ্য সুবিধা যদি জিমনাস্টিকের মাধ্যমে লভ্য সুবিধার মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে প্রকৃতিগতভাবেই কেবল শরীরচর্চার চাইতে এটিকে বেছে নেওয়াই তো অধিকতর কাম্য; অধিকন্তু, যখন এমনও দেখা যাচ্ছে যে, এর সাথে ব্যথা-বেদনার কোনও সংশ্লিষ্টতা নেই।

ক্লেইনিয়াস: তা সত্য বটে; তবে তাদের থেকে এ ধরনের কোনও উপকার লাভ ৬৪৬ই
করা যায় কি না, এমনটি আবিষ্কার করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে আমার সন্দেহ জাগে।

অ্যাথেনীয়: ঠিক এই জিনিসটিই আমাদের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে হবে। আমাকে এই কথা বলুন: আমাদের মনের মধ্যে প্রায় পুরোপুরি বিপরীতধর্মী দু'ধরনের যে ভীতি আছে তা কি আমরা চিহ্নিত করতে পারি?

ক্লেইনিয়াস: সেগুলো কী?

অ্যাথেনীয়: প্রত্যাশিত মন্দের ভয়।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা আছে।

অ্যাথেনীয়: তারপর আছে বদনামের ভয়; আমাদের ভয় — কোনও লজ্জাজনক কাজ করা বা তেমন কথা বলার কারণে আমাদেরকে মন্দ ভাবা হবে; এই
ভয়কে নিদেনপক্ষে আমরা, আর আমার বিশ্বাস আমরা সবাই, 'লজ্জা' নামে ৬৪৭এ
অভিহিত করি।

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: আর কী আছে?

অ্যাথেনীয়: এই দুই ভয়ের কথাই বলেছি আমি। দ্বিতীয়ভাগে উল্লেখিত ভয়টি দুঃখ-যাতনা এবং অন্যান্য ভীতির বিরোধিতা করে, সেইসাথে তা সবচেয়ে বড় এবং অধিক সংখ্যার ভোগসুখের বিরোধিতা করে।

ক্লেইনিয়াস: আপনি যা বললেন তা পুরোপুরি ঠিক।

অ্যাথেনীয়: আর আইনপ্রণেতা এবং অন্য যে-কোনও কাজের লোকই কি এই ধরনের ভীতিকে উচ্চ সম্মান দিয়ে হৃদয়ে ধারণ করে না? একে তিনি অভিহিত করেন গভীর শ্রদ্ধা বলে আর এর বিপরীত যে পদ তা হল ঔদ্ধত্য;
৬৪৭বি দ্বিতীয়োক্ত জিনিসটিকে সর্বদাই বিবেচনা করা হয় ব্যক্তিমানুষ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মন্দ বলে।

ক্লেইনিয়াস: সত্য বটে।

অ্যাথেনীয়: এ ধরনের ভীতি কি আমাদেরকে বহু বড় বড় মন্দ জিনিস থেকে রক্ষা করে না? আর বিশেষ করে, যুদ্ধে আমাদের জন্য বিজয় এবং নিরাপত্তা এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে কি অন্য কিছুর চাইতে এটি বৃহত্তর ভূমিকা পালন করে না? কারণ, দুটি জিনিস বিজয় আনে: শত্রুর সামনে দৃঢ়তা এবং বন্ধুদের সামনে লজ্জায় পড়ার ভয়।

ক্লেইনিয়াস: তা ঠিক।

অ্যাথেনীয়: তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের যেমন নির্ভীক হওয়া উচিত
৬৪৭সি তেমনই ভীতও হওয়া উচিত: কী কারণে কোন্‌টি হওয়া উচিত তা এখন চিহ্নিত করা হল।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ।

অ্যাথেনীয়: আর যখন কাউকে আমরা নির্ভীক করে তুলতে চাই তখন তাকে অসংখ্য ভীতির সামনে দাঁড় করিয়ে দেই, যা আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ক্লেইনিয়াস: স্পষ্টতই তা-ই।

অ্যাথেনীয়: আর যখন আমরা তাকে এমনভাবে ভীত-শঙ্কিত করতে চাই যা ন্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তখন? তখন কি তাকে লজ্জাহীন ভোগসুখের মুখে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সে যেন বিজয়ী হতে পারে তার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়? মানুষ তার ভেতর থাকা ভীরুতার
৬৪৭ডি বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং তাকে জয় করেই কেবল সাহসের দিকে থেকে নিখুঁত হয়ে উঠতে পারে; নিশ্চিতই বলা যায়, এইসব সংগ্রামে যার অভিজ্ঞতা ও জিমনাস্টিক প্রশিক্ষণের অভাব থাকে সে কখনও সদ্‌গুণের ক্ষেত্রে তার অর্ধেক সম্ভাবনারও স্ফূরণ ঘটাতে পারে না। যে-ভোগসুখ ও কামনা-বাসনা একজন মানুষকে লজ্জাহীনতা আর অন্যায়ে নিমজ্জিত করার চেষ্টা চালায় তার বিরুদ্ধে বাচ্য, কর্ম এবং কলা ব্যবহার না করে, আর খেলাধুলা এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে যদি বিজয়ীর বেশে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে, তবে কি

www.pathagar.com

তার পক্ষে সংযমের ক্ষেত্রে নিখুঁত হয়ে ওঠা সম্ভব? এসব ব্যাপারে কি সে অনভিজ্ঞ হয়ে থাকতে পারে?

ক্লেইনিয়াস: না, তার কোনও অর্থ হয় না।

অ্যাথেনীয়: বেশ, এখন চিন্তা করে দেখুন দেবতার দেওয়া এমন কোনও ৬৪৭ই
ভয়ের অষুধ আছে কি না যার প্রভাব এমন যে, একজন মানুষ এটি যত বেশি পান করার ইচ্ছা করবে সে প্রতি ঢোকে ঢোকে নিজেকে তত বেশি দুর্ভাগ্যবান বলে মনে করতে থাকবে, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের সবকিছু
নিয়ে ভয়ে কম্পমান হবে আর শেষমেষ সবচেয়ে সাহসী মানুষটিও ৬৪৮এ
পুরোপুরি আতঙ্কে মুহ্যমান হয়ে পড়বে; আর সে যখন ঘুম দিয়ে সেই ঔষধের প্রভাব থেকে মুক্ত হবে তখনই মাত্র প্রতিবার তার আসল রূপে আবির্ভূত হতে পারবে?

ক্লেইনিয়াস: মানুষের হাতে এ ধরনের কোনও পানীয় আছে বলে কি তারা দাবি করতে পারে, আগন্তুকবর?

অ্যাথেনীয়: না তা নেই; কিন্তু যদি থাকত তবে সাহস পরীক্ষার সামগ্রী হিসেবে আইনপ্রণেতা কি সেই পানীয় ব্যবহার করতে পারতেন না? আমরা কি তার
কাছে গিয়ে একথা বলতে পারতাম না: "হে আইনপ্রণেতা, আপনি ক্রিটবাসী ৬৪৮বি
বা অন্য কোনও নগরীর অধিবাসী – যার জন্যই আইন প্রণয়ন করেন না কেন, আপনার নাগরিকদের সাহস ও ভীরুতা পরীক্ষা করার জন্য আপনার কি কোনও কষ্টিপাথরের প্রয়োজন নেই?"

ক্লেইনিয়াস: সেক্ষেত্রে সবাই তো বলবে অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

অ্যাথেনীয়: "তাহলে আপনি কি এমন কষ্টিপাথর বেছে নেবেন যাতে কোনও ঝুঁকি নেই, বিপদ-আপদ নেই, না কি, তার উল্টোটি বেছে নেবেন?"

ক্লেইনিয়াস: সবাই তো সেই পরীক্ষাই বেছে নেবে যা নিরাপদ।

অ্যাথেনীয়: "আপনি কি তাদেরকে ভয়ভীতিতে টেনে নেওয়ার জন্য, তাদেরকে দুঃখকষ্টে পরীক্ষা করার জন্য, যাতে তাদেরকে নির্ভীক হওয়ার জন্য বাধ্য করা
যায় সেই লক্ষ্যে উৎসাহিত করার জন্য, প্রেরণাদান, সম্মানে ভূষিত করার জন্য ৬৪৮সি
তা ব্যবহার করবেন? যারা আপনার আদেশ পালন করা অস্বীকার করবে তাদের সবাইকে অসম্মানিত করার জন্য তা কাজে লাগাবেন এবং আপনি একজনকে যেমন হওয়ার আদেশ করেন সবদিকে থেকে সে যেন তেমন মানুষই হয়ে উঠে সেই কাজে লাগাবেন তাকে? এই জিমনাস্টিকে যে ভালো করবে এবং সাহস দেখাবে তাকে তো আপনি শাস্তি না দিয়েই ছেড়ে দেবেন, তা-ই না? আর যে খারাপ ফল করবে তাকে তো আপনি দণ্ডই দেবেন? না কি, এর বিরুদ্ধে অন্য কোনও অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও আপনি এই ওষুধ একেবারেই ব্যবহার করবেন না?"

ক্লেইনিয়াস: তা ব্যবহার না করার কী কারণ থাকতে পারে আগন্তুকবর?

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়: যাই হোক বন্ধুবর, আমাদের হালের জিমনাস্টিকের তুলনায় এই জিমনাস্টিক নিশ্চয়ই আশ্চর্য রকমের সহজ হবে; একে একজনের ক্ষেত্রে, কয়েকজনের ক্ষেত্রে, বহুজনের ক্ষেত্রে, আর বাস্তবিকপক্ষে যে-কোনও
৬৪৮ডি সংখ্যক লোকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে। তারপর আরও আছে, কেউ যদি – যাকে সে ভালো অবস্থা বলে বিবেচনা করে তার আগে যাতে দেখা দিতে না হয় – সেই লজ্জা থেকে নিজেকে আড়াল করার লক্ষ্যে একা কোনও জনমানবশূন্য জায়গায় চলে গিয়ে থাকে এবং হাজারো অন্য কর্মে নিয়োজিত থাকার বদলে ভীতির বিপরীতে কেবল সুরাপান করে জিমনাস্টিক চর্চায় নিযুক্ত থাকে, তাহলে সে সঠিকভাবেই কর্ম সম্পাদন করে। অন্যদিকে, একজন মানুষ যদি প্রকৃতি এবং প্রশিক্ষণ কর্তৃক প্রদত্ত সুন্দর প্রস্তুতির ভিত্তিতে নিজের ওপর আস্থা রেখে বহু সংখ্যক সুরাপায়ীর সম্মুখে সুরা কর্তৃক অনিবার্যভাবে আনয়নকারী পরিবর্তনের শক্তিকে কাটিয়ে ওঠা ও তাকে পার
৬৪৮ই হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা প্রদর্শন ক'রে এ ধরনের জিমনাস্টিক খেলা খেলতে দ্বিধা না করে, তবে সে একই ধরনের সঠিকতার সাথে কাজ করে। তার মাধ্যমেই সে তুলে ধরতে সক্ষম হয় যে, তার সদ্‌গুণের জন্যই সে বড় ধরনের কোনও লজ্জাজনক কাজে নিমজ্জিত হয়নি, ভিন্ন কোনও লোকের মতোও আচরণ করেনি, শেষ পেয়ালা খতম করার আগেই উঠে যেতে সক্ষম হয়েছে – কারণ, সকল মানুষেরই তো সুরাপানের মুখে দুর্বলতা দেখা দেয়, তা নিয়ে তারও ভয় হয়েছিল।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, আগন্তুকবর, যে-লোক এভাবে আচরণ করবে, সে-ও একইভাবে সংযম দেখাবে।

৬৪৯এ **অ্যাথেনীয়:** এবার আবার আইনদাতার সাথে আলোচনা করা যাক: "আইনদাতা মহোদয়, একথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, ভীতি-ওষুধ বলে কোনও জিনিসই মানুষ দেবতা থেকে লাভ করেনি, অথবা, নিজেও আবিষ্কার করেনি; আমি এই ভোজের পালায় যাদুকরদের অন্তর্ভুক্ত করছি না। কিন্তু এমন ওষুধ কি আছে যা নির্ভীকতা এবং ভুল সময়ে ও ভুল জিনিসের লক্ষ্যে অতি বড় দুঃসাহসকে উদ্বুদ্ধ করে – তা বলার কি কোনও উপায় আছে?"

ক্লেইনিয়াস: আমার ধারণা তিনি বলবেন, "হ্যাঁ, আছে"। তিনি সুরাকেই হয়ত এ ধরনের ওষুধ বলে বলবেন।

অ্যাথেনীয়: এইমাত্র আমরা যে-প্রভাবের কথা বললাম, এটি কি তার বিপরীত প্রভাব নয়? একজন মানুষ যখন সুরাপান করে তখন সে নিজের ব্যাপারে
৬৪৯বি অধিক থেকে অধিকতর সন্তুষ্ট বোধ করতে থাকে আর তারপর যত বেশি করে পান করতে থাকে ততই তার মধ্যে সাহসী আশা এবং নিজের ক্ষমতার আত্মম্ভরিতা জেগে উঠতে থাকে এবং শেষমেষ তার মুখের লাগাম খুলে যায়, সে নিজেকে জ্ঞানী ভাবতে থাকে। স্বাধীনতা লাভ ক'রে এবং পুরোপুরি ভয়শূন্য হয়ে সে কি তখন যা ইচ্ছা তাই বলে না আর করে না? আমাদের এই বয়ানের সাথে সবাই একমত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

www.pathagar.com

ক্রেইনিয়াসঃ তা না হয়ে কি উপায় আছে?

অ্যাথেনীয়ঃ আমরা যা বলছিলাম তা আরেকবার স্মরণ করা যাক; আমরা বলছিলাম যে, দুটি জিনিস আছে, আত্মার মধ্যে তাদের চাষ করা দরকারঃ প্রথমত হল দুর্দমনীয় সাহস আর দ্বিতীয়ত, তীব্রতম ভীতি। ৬৪৯সি

ক্রেইনিয়াসঃ আমার যদি ভুল না হয় তবে বলি, আপনি বোধহয় বলেছিলেন যে, তা-ই হল শ্রদ্ধার বৈশিষ্ট্য।

অ্যাথেনীয়ঃ স্মরণ করানোর জন্য ধন্যবাদ। সাহস এবং নির্ভীকতার প্রশিক্ষণ যেহেতু দেওয়া উচিত ভীতির মধ্যে তাই বিবেচনা করে দেখা যাক বিপরীতের মধ্যে বিপরীত গুণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে কি না।

ক্রেইনিয়াসঃ তা-ই তো যথাযথ হবে বলে মনে হয়।

অ্যাথেনীয়ঃ এমন সময় এবং ঋতু আছে যখন প্রকৃতিগতভাবেই আমরা হঠকারী ও দুঃসাহসী হয়ে উঠি; যাতে আমরা ধৃষ্টতা ও লজ্জাহীনতা থেকে যতদূর সম্ভব মুক্ত হতে পারি আর যা কিছু লজ্জাজনক তা বলা এবং এবং সহার ৬৪৯ডি
ব্যাপারে ভীত হয়ে উঠি, তাই সেইসব কালে আমাদের নিজেদের প্রশিক্ষিত করা উচিত ।

ক্রেইনিয়াসঃ ঠিকই বলেছেন।

অ্যাথেনীয়ঃ যেসব মুহূর্তে আমরা দুঃসাহসী ও নির্লজ্জ হয়ে উঠতে পারি তা কি এমন নয়ঃ যখন আমরা ক্রোধ, যৌনকামনা, ঔদ্ধত্য, অজ্ঞতা, ধনলিপ্সা এবং কাপুরুষতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত থাকি? অথবা, যখন সম্পদ, সৌন্দর্য, শক্তি এবং ভোগসুখের নেশাগ্রস্তকারী ক্রিয়া আমাদের উন্মত্ত করে দেয়? এখন বলুন, একজন মানুষের চরিত্রের যদি দেখভাল করতে হয় সুরার উৎসব ছাড়া যথাযোগ্য আর কিইবা থাকতে পারে – প্রথমত পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে, আর দ্বিতীয়ত তাকে প্রশিক্ষিত করার ক্ষেত্রে; এর চেয়ে সস্তা এবং তুলনামূলকভাবে নির্দোষ আর কি-ই বা আছে? বিবেচনা করে দেখুন, ৬৪৯ই
কোন্‌টিতে ঝুঁকি বেশিঃ একজন অসামাজিক ও বর্বর প্রকৃতির লোক, যে হাজার হাজার অন্যায়কর্মের হোতা, তার বেলা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কি আপনি তার সাথে দরকাষাকষি করবেন, না কি, তাকে দাইয়ানিসাসের উৎসবে সহযোগী করে পরীক্ষা করবেন? অথবা যৌন কামনা-বাসনা দ্বারা ৬৫০এ
পরাভূত কোনও আত্মার উদাহরণ ভাবুনঃ তার আত্মার অবস্থা দেখার জন্য, তাকে কষ্টিপাথরের বিচারে পরখ করার ক্ষেত্রে, আপনি কি আপনার স্ত্রী, অথবা আপনার পুত্র, অথবা আপনার কন্যাকে বিশ্বাস করে তার কাছে সমর্পণ করতে পারবেন? আমার পক্ষে এমন অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া সম্ভব যা থেকে দেখা যেতে পারে যে, অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্রে উচ্চমূল্য না দিয়েই খেলাধুলার চরিত্রদের জানা সম্ভব হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে, আমার বিশ্বাস, এই ৬৫০বি
পরীক্ষা যে খুবই ভালো পরীক্ষা, নিরাপদ পরীক্ষা, সস্তা এবং অন্য যে-কোনও পরীক্ষা থেকে দ্রুত, সে-ব্যাপারে কোনও ক্রিটবাসী বা অন্য কোনও লোকই সন্দেহ পোষণ করবে না।

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: তা তো বটেই।

অ্যাথেনীয়: সেক্ষেত্রে এটি – মানুষের আত্মার প্রকৃতি এবং অভ্যাস সম্পর্কিত জ্ঞান সেই শিল্পের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে যার কায়কারবার হল আত্মার পরিচর্যা করা; আর আমার মনে হয়, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সেই শিল্পটি হল রাজনীতি। না কি অন্য কিছু?

ক্লেইনিয়াস: না, নিশ্চয়ই তা-ই।

টীকা

১ এই সংলাপটিতে অ্যাথেনীয় আগন্তুক যে কে, তা কখনও বলা হয় না; তার নাম দেওয়া হয় না। ক্লেইনিয়াস আর মেগিল্লাস যে কখনও তার নাম উচ্চারণ করেন না তা খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হয়ে দেখা দেয়। এই সংলাপটি শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই তাঁদের সাথে এই আগন্তুকের সাক্ষাৎ ঘটে, কিন্তু তাঁর নাম না নেওয়াটা অভিনব মনে হয়। তারা কি শ্রদ্ধাবশত তার নাম নেয়নি, না কি আগন্তুক কোনও কারণে তার পরিচিতি লুকিয়ে রেখে ভ্রমণ করতে চেয়েছিল? সিসেরো (*Laws*) এবং অন্য অনেকে উল্লেখ করেছেন যে, অ্যাথেনীয় আগন্তুক খোদ প্লেটোর প্রতিনিধিত্ব করেন। অন্যদিকে অ্যারিস্টটল তাঁকে সক্রেটিস বলে চিহ্নিত করেছেন। মূল গ্রিক শব্দটি *ক্সেনস*; এর আক্ষরিক অর্থ হল বিদেশি অতিথি, তা আবার বিদেশি আমন্ত্রণকারীও হতে পারে। তবে বিদেশি মাত্রাটি স্পষ্ট।

২ মূল গ্রিক শব্দটি হল 'আনথ্রোপস'। সাধারণত এর অর্থ করা হয় মনুষ্যসত্তা (human being); মানুষ (man) অর্থাৎ পুরুষ; অর্থে অন্য একটি শব্দ 'আনের' ব্যবহৃত হয়। দুই প্রেক্ষাপটে 'আনথ্রোপস' শব্দটি বিশেষভাবে ব্যহৃত হয়: যখন ঐশী সত্তার সাথে এর পার্থক্য করা হয়, অথবা পুরুষ হওয়াকে কোনও পার্থক্য হিসেবে ধরা হয় না, অথবা তা অগুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এখানে সহজেই 'মানুষ' অথবা 'মানব' শব্দটি ব্যবহার করা যেত, কিন্তু ধ্বনিগত কারণে যেমন 'মনুষ্যসৃষ্ট', 'মনুষ্যকর্ম' এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়, তেমনই এখানে 'মনুষ্য' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে; কিছুটা প্রাচীনত্বের দ্যোতনা প্রদানের চেষ্টাও কাজ করেছে।

৩ *ওদিসি*, XIX, 178-9।

৪ মাইনাসের মতো রাধামানথুস-ও ইউরোপার গর্ভে জিউসের আরেক পুত্র।

৫ গ্রিক শব্দটি হল *kalon*; এর অর্থ হয় 'সুন্দর', 'মহৎ' 'চমৎকার' ইত্যাদি।

৬ গ্রিক শব্দটি হল *politeia*; *রিপাবলিক* নামে যে সংলাপ রয়েছে তার মূল গ্রিক শব্দটিও তা-ই। সাধারণত একে অনুবাদ করার সময় লেখা হয় 'সংবিধান', কিন্তু ইংরেজিতে বা বাংলায় 'সংবিধান' শব্দটির চাইতে এর অর্থ আরও ব্যাপ্ত; যাকে 'সংবিধান' বলা হয়, অর্থাৎ মৌলিক আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিন্যাস, তা ছাড়াও এর দ্বারা পুরো নগরীর জীবনধারা বুঝানো হয়ে থাকে। একথাও বলা যায় যে, *politeia* হল আইনের সমন্বয়কারী নীতি অথবা আইনের স্পিরিট। কিন্তু প্লেটোর যে ধ্রুপদী সংলাপ *রিপাবলিক* তা আমাদের হাতে এসেছে লাতিন ভাষার হাত ধরে। সেখানে *politeia* -কে অনুবাদ করা হয়েছে *রিপাবলিক* হিসেবে। তাই আমরা তাকে রিপাবলিক বা গণরাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করি। *রিপাবলিক*-এ জনগণের শাসন সুপারিশ করা হয়নি, তা সদ্‌গুণ তথা প্রজ্ঞাধারী রাজতন্ত্র সুপারিশকারী সংলাপ বই কিছু নয়।

www.pathagar.com

৭ এই বাগ্‌ধারাটি *Apology*-তে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানেও তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে বলে মনে হয়।

৮ যে গুহা-মন্দিরের দিকে এই তিন বৃদ্ধ যাত্রা করেছে (যাতে পৌঁছুতে পেরেছে বলে সংলাপে উল্লেখ নেই), আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তা সেই মন্দির যেখানে মাইনাস জিউসের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। এটি গ্রিক ধর্মীয় স্থানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং পুরনো। এই গুহাটি সম্ভবত আইদা পাহাড়ে অবস্থিত, যেখানে জিউস বড় হয়েছিলেন, সম্ভবত তাঁর জন্মও সেখানেই। (তার মা রিয়া-কে পিতা ক্রোনাসের কাছ থেকে তাঁকে লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল)। তাঁর জন্ম স্মরণ করে প্রতি বছর নৃত্যগীত সহকারে সেখানে অনুষ্ঠান হত।

৯ সাইপ্রাসের সাথে মৃত্যু ও কবরের সংশ্লেষ আছে বলে মনে করা হয়।

১০ প্রকৃতি: মূল গ্রিক শব্দটি হল *phusis*। এটি গ্রিক দর্শনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ। প্রকৃতির ধারণা সক্রেটিস-পূর্ব দর্শনের আবিষ্কার; সক্রেটিস ও প্লেটো তাকে গ্রহণ করে পরিমার্জন করেছেন। এখানে প্রকৃতির অর্থ যেভাবে ধরা হয়েছে তা হল: প্রকৃতি তা-ই যা তার অস্তিত্ব ও শক্তির জন্য মানবীয় বিশ্বাস, গঠন, বা প্রচলিত প্রথার ওপর নির্ভরশীল নয়। আর 'প্রাকৃতিক'-কে তাই 'প্রচলিত ধারা' এবং 'শিল্পকলা' থেকে আলাদা বলে ধরা হয়; তাদের থেকে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ, অধিকতর স্থায়ী এবং অধিকতর শক্তিশালী মনে করা হয়। 'প্রাকৃতিক' হল সেই অপরিহরণীয় আবহ যার মধ্যে প্রচলিত ধারা ও শিল্প অস্তিমান থাকে।

১১ এখানে ব্যাখ্যাকারগণ নির্দেশ করছেন যে, মনে হচ্ছে বক্তা তীর-ধনুক ব্যবহারের জন্য কছুটা কৈফিয়ত দিচ্ছেন।

১২ 'জিমনাস্টিক' বলতে নগ্ন হয়ে শরীরচর্চা এবং প্রশিক্ষণ বুঝাত। একজন ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, পূর্বেকার 'জিমনাস্টিক প্রশিক্ষণের' সূত্রে এখানে জিমনাস্টিক শব্দটি রসিকতা করে ব্যবহার করা হয়েছে। অনুধাবন করা বা আত্মার ক্ষেত্রে জিমিনাস্টিক প্রশিক্ষণের ব্যবহার একটি সমস্যা নির্দেশ করে; পুরো সংলাপটিতেই 'মিউজিক', তথা, আত্মার প্রশিক্ষণে সাথে জিমনাস্টিকের সম্পর্ক কী তার অনিশ্চিত অবস্থা আলোচিত হয়েছে।

১৩ ব্যাখ্যাকারগণ তুলে ধরেছেন যে, স্পার্টাবাসীর কাছে উচ্চ-প্রশংসার জন্য ব্যহারযোগ্য প্রিয় শব্দ ছিল 'ঐশী'; এখানেও সম্বোধনে তারই ব্যবহার ঘটানো হয়েছে।

১৪ এখানে মূল গ্রিক শব্দটি হল *kome*; এর অর্থ স্পষ্ট নয়। এই শব্দ দিয়ে 'গ্রাম' বুঝানো হতে পারে, আবার একটি নগরীর 'এক-চতুর্থাংশ'-ও বুঝানো হতে পারে।

১৫ মূল শব্দটি হল (*aretê*) যার প্রচলিত অর্থ হল 'পরমোৎকর্ষ'; কিন্তু এতিহ্যগত এবং এর নৈতিক তাৎপর্যের কথা মনে রাখলে একে সদ্‌গুণ হিসেবেও ধরা যায়। প্যাঙ্গেল সর্বত্র এই শব্দটির অনুবাদ করেছেন সদ্‌গুণ; আর বেঞ্জামিন জুয়েট তার অনুবাদ করেছেন 'পরমোৎকর্ষ'।

১৬ তার্তিয়াস ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মানুষ; তিনি যুদ্ধ নিয়ে শোকগীতি এবং প্রেরণাগীতি এবং সেইসাথে কোরাসদের জন্য গান রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখার বিভিন্ন যে খণ্ডাংশ এখনও খুঁজে পাওয়া যায় তার মধ্যে এই গানটিও আছে যা থেকে নিম্নে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

১৭ এখানে 'প্রাকৃতিকভাবে' শব্দটি প্রচলিত ইংরেজি অর্থের একবারে উল্টো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অ্যাথেনীয়ের বক্তব্য হল: 'এই ভদ্রলোক প্রাকৃতিকভাবে অ্যাথেনীয়, কিন্তু তিনি এই মহাশয়ের লোকজনের কাতারের নাগরিক হয়ে উঠেছেন।'

www.pathagar.com

১৮ এই সংলাপে প্লেটোর বিখ্যাত 'আদলের' প্রথম প্রয়োগ (অন্য চয়ন হল 'ধারণা')। ইংরেজিতে এটি form/Form (গ্রিক *eidos*) হিসেবে সুখ্যাত।

১৯ পূর্বোল্লিখিত তারতিয়াসের লেখা একই কবিতা; সেই কবিতার ১১-১২ নম্বর লাইন। পরবর্তী দুটি লাইন এমন: "এটিই সদ্‌গুণ, এটিই মানুষের সবচেয়ে বড় পুরস্কার/ একজন তরুণের জিতে নেওয়ার জন্য সবচেয়ে সুন্দর জিনিস।"

২০ থিয়াগনাসের জীবৎকাল হল ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষপাদ; সম্ভবত তিনি সিসিলির নন এতিকার অন্তর্গত মেগারার বাসিন্দা ছিলেন। প্রাচীনকালের একজন সমালোচক (দিদাইমস) প্লেটোকে এই বলে সমালোচনা করছিলেন যে, তিনি (প্লেটো) ইচ্ছাকৃতভাবে থিয়াগনাসের উৎস সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন। থিয়াগনাস বেশকিছু শোকগীতি লিখিছিলেন, তাদের অধিকাংশই তার বন্ধু সিরনাসকে নিয়ে লিখিত। থিয়াগনাস জোর দিয়ে একথা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন যে, কেবল সামান্য সংখ্যক মানুষই বিশ্বাসযোগ্য; তাই গোপনীয়তা ও প্রতারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ – এমনকি তার বন্ধুর সাথে হলেও তা অনুমোদনযোগ্য।

২১ এখানে মূল পাণ্ডুলিপিতে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে বলে চিহ্নিত হয়েছে – তাতে শুধু 'ঐশী' কথাটি বলা হয়েছে। তাই বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যায় উদ্যোগী হয়েছেন। কেউ কেউ 'ঐশী মানুষের' বদলে 'ঐশী শাসন' বলেছেন।

২২ শব্দটি হল *plutos*; এর অর্থ হয় সম্পদ, আর সম্পদের দেবতা হলেন Plutos; তাকে অন্ধ দেবতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

২৩ শব্দটি হল *technē*; এর অর্থ হল শিল্প বা কারিগরি শিল্প; সাধারণভাবে বলা যায় যে ধরনের জ্ঞান শিক্ষাদানযোগ্য পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করা যায়, যার স্পষ্ট ফলাফল আছে, কোনও বিষয়ে সর্বজনীনভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে যার স্পষ্ট নীতিমালা আছে তাকে *তেক্‌নে* বলা যায়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় সকল নিখাদ জ্ঞানই *তেক্‌নে*, এ প্রশ্নটি প্লেটোনীয় সংলাপের সর্বত্র বিরাজমান।

২৪ অনুমান করা হয় যে, এখানে গুরুগম্ভীর একদিনের এক মেলার কথা বলা হচ্ছে যা মধ্যগ্রীষ্মে অনুষ্ঠিত হত। আথেনইয়স বলেছেন যে, সেখানে বালক, যুবক ও বৃদ্ধদের তিনটি পুরুষ কোরাসদল থাকত; তারা নগ্ন হয়ে নৃত্য করত।

২৫ শব্দটি হল *thumos*। প্লেটোর লেখায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মনস্তাত্ত্বিক পদ। প্রাথমিকভাবে *thumos*-এর অর্থ হল ক্রোধ লেখায় বা এক ধরনের গর্বিত স্পিরিটসম্পন্নতা: কিন্তু এটি বৃহত্তর পরিসরের প্রপঞ্চে ব্যবহৃত হয়, যার সবগুলোই আত্মার সুনির্দিষ্ট একটি অংশে অবস্থিত, যা কামনা-বাসনা বা যুক্তিবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। *রিপাবলিকে* এই প্রত্যয়টির বিশদায়ন করা হয়েছে।

২৬ মাইলেশিয়া ছিল এশিয়া মাইনর উপকূলে একটি ইউনানী নগরী; খ্রিস্টপূর্ব ৪০৫ সালে স্পার্টার এডমিরাল লিসান্দ্রসের প্ররোচনায় সেখানে একটি গোষ্ঠীবাদী বিদ্রোহ ঘটে। বইয়োশিয়া এতিকার উত্তরে তার সংলগ্ন একটি অঞ্চল। এর প্রধান নগরী ছিল থিবজ্‌, পেলোপন্নেজীয় যুদ্ধের পর পর স্পার্টাবিরোধী একটি গোষ্ঠীবাদী রাজনৈতিক বিচ্ছিন্ন দল স্পার্টাসমর্থক একটি গোষ্ঠীবাদী অংশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করছিল; এই অংশটি বহু বছর বইয়োশিয়াকে শাসন করছিল। থোরী ছিল দক্ষিণ ইতালির সমুদ্রকূলে পেরিক্লেস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি হেলেনীয় উপনিবেশ। গৃহযুদ্ধে উপনিবেশটি নষ্ট হয়ে যায় – বিশেষত সিসিলিতে অ্যাথেনীয়দের পরাজয়ের পর এটি যখন স্পার্টারর আচার-আচরণ এবং স্পার্টামুখী নীতিগ্রহণ করে।

www.pathagar.com

২৭ যৌনসুখভোগ শব্দটি আক্ষরিকভাবে মূল লেখায় নেই। বিভিন্ন অনুবাদক একে বিভিন্নরূপে অনুবাদ করেছেন কারণ, প্রাচীন গ্রিক ভাষায় 'সেক্স' বা 'সেক্স সম্পর্কিত' কোনও শব্দ ছিল না, বরং 'এরোস', 'এরস-এর সাথে সম্পর্কিত ক্রিয়া বা বিষয়', 'এফ্রোদিতি, তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে' আমাদের আজকের দিনের 'সেক্সঘটিত বা সম্পর্কিত বিষয়াদির' সাথে সমরূপী বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

২৮ লাসাদাইমোনিয়া ছিল নগরী ও এবং অঞ্চলটির পোশাকি নাম। আর 'স্পার্টা' প্রযোজ্য ছিল কেবল নগরীটির ক্ষেত্রে; এর বহু কাব্যিক ও দেশপ্রেমমূলক ব্যঞ্জনা আছে।

২৯ শব্দটি হল *symposium;* (সিম্পোজিয়াম)। মেগিল্লাস যেমনটি দাবি করছেন, স্পার্টাতে মদ্যপানের আসর একেবারেই বসত না, তা ঠিক নয়; তার প্রমাণও মেলে।

৩০ দাইয়ানিসাস-এর (বা রোমানদের দেবতা 'বাকাস') সম্মানে এই মেলা; দাইয়ানিসাস হলেন মিনয়ী দেবতা; ধ্রুপদীকালে তিনি ছিলেন মদ্য এবং তার সাথে জড়িত ধর্মাচারের দেবতা। গ্রিসে অন্যান্য দেবতার প্রতিষ্ঠালাভের পর থ্রাসে ও ফ্রিগিয়া হতে গ্রিসে এই দেবতার আগমন ঘটে থাকতে পারে। এই দেবতার পূজা এবং অন্যান্য আচারে যৌনকেলি এবং আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। গ্রিক পুরুষগণ প্রথম থেকেই এই আচারটির বিরোধী ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু ধ্রুপদীযুগে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অ্যাথেন্সে চারটি দাইয়ানিসাস ছিল—বড়, আন্তেসতেরিয়ান, লেনেইয়ন ও গ্রামীণ দাইয়ানিসাস; গ্রামীণ, লেনেউয়ন এবং সর্বোপরি বড় দাইয়ানিসাস মেলায় নাটকের প্রতিযোগিতা হত; ট্র্যাজেডি, কমেডি নাটক অভিনীত হত। নিশ্চিত করেই বলা যায় বিদেশি হিসেবে মেগিল্লাস বড় মেলায়ই উপস্থিত ছিলেন। এসব মেলায়ই পানের মৎসব হত; নারী পুরুষ, ক্রীতদাস, নারগরিকদের মাখামাখি হত। অন্যান্য মেলার মতোই দাইয়ানিসাসের মেলায়ও গাড়ীর শোভাযাত্রা হত; দেবতাকে স্বাগত করা হত; গাড়ি থেকে খিস্তিখেউর করা হত; জনতা উল্লাস করত।

৩১ আধুনিক তারেন্তাম ইতালির সমুদ্রোপকূলে সেইকালের একটি নগরী। স্পার্টার রমণীদের অবৈধ সন্তানদের জন্য পত্তন করা হয় এই নগরী। খিস্টপূর্ব ৪৭৫ সালের পর তাতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়।

৩২ স্পার্টাতে মেয়েদের শিক্ষাদান এবং শাসন করার জন্য যথাযথ কোনও ব্যবস্থা ছিল না। তারা বাড়িতেই থাকত এবং গণভোজে অংশগ্রহণ করত না। আর সমস্যা ছিল এই যে, তারা জমিজমা ও সম্পত্তি লাভ করতে পারত, উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি পেত, দেন-মোহরানাও পেত। পুরুষদের সমকামিতায় কোনও আইনগত অপরাধ ছিল না। ফলে স্পার্টার রমণীদের মধ্যে নিঃসঙ্গতা ছিল প্রবল। হেলেন তার একটি বড় উদাহরণ।

৩৩ কার্থেজ ও পারস্যসহ অন্য সবগুলো ছিল অ-গ্রিক জনগোষ্ঠী। কার্থেজ ও পারস্যকেও বর্বর মনে করা হত।

৩৪ লক্রয়ী ছিল ইতালির পাদদেশে একটি দোরীয়ান নগরী, গোষ্ঠীবাদী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য তা ছিল বিখ্যাত। এটি প্রায় সর্বসময়ব্যাপী সিরাকুজের অনুসারী ছিল এবং কখনও দাসত্বে আবদ্ধ হয়নি। কিয়স-এর ক্ষেত্রেও একই কথা। এখানে অ্যাথেনীয় আগন্তুক নির্দিষ্ট কোনও ঘটনা উল্লেখ করছেন না, হয়তবা, উদাহরণত 'দাসত্বের' অবস্থা উপস্থাপন করছেন। কিয়সের আইন তাদের ন্যায়পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিল।

৩৫ আক্ষরিকভাবে পাণ্ডুলিপি অনুসরণ করলে 'আটা-ই' পড়তে হবে। কিছু কিছু ব্যাখ্যাকার এটিকে 'পনির' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার কারণ হল, পনিরকে ডাক্তাররা পুষ্টিকর খাবার হিসেবে গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দিত। তাই মনে করা হয় অ্যাথেনীয় আগন্তুক হয়ত তার কথাই বলেছিলেন।

www.pathagar.com

৩৬ আথেনীয়ের উত্তরে এখানে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হল *paidagogeō*; এই শব্দটি মূলত শিশুদের পাঠদান ও শাসনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো।

৩৭ কোরাস হল অভিনয়কারী একটি দল যারা গান গায়, নৃত্য করে, এবং আবৃত্তি করে। কোরাসের বিভিন্ন ধরনের উপস্থাপনা আছে যেমন, 'হিম' 'ডাজ' (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোকগীতি), 'নমই', 'পীয়ান' (বন্দনাগান, বিশেষত অ্যাপলোর) 'ডিথিরাম্ব', 'ট্র্যাজেডি', এবং 'স্যাটার প্লে' ইত্যাদি। দাইয়ানিসাসের মেলায় শেষের চার ধরনের বিষয়ের প্রতিযোগিতা হত।

৩৮ এখানে যে শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে তা হল 'ক্যাদ্‌মাসীয় বিজয়'। এটিকে নিজের ধ্বংসসাধনের মাধ্যমে বিজয়লাভের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এই প্রবাদটি এসেছে থিবজ্-এর প্রতিষ্ঠাতা ক্যাদ্‌মাসের ঘটনা থেকে। ক্যাদ্‌মাস ছিলেন গ্রিসে বর্ণমালা আনয়নকারী। ক্যাদ্‌মাস যখন নগরী পত্তন করেন তখন প্রয়োজন পড়েছিল; কিন্তু যে-ঝর্ণা থেকে পানি আনতে হত তাতে পাহারায় ছিল দৈত্যাকৃতির এক সর্প। সেই সর্প ধ্বংস করার জন্য তিনি তাঁর সহযোগীদের পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তারা সবাই মারা পড়েছিল। যদিও শেষমেষ ক্যাদ্‌মাস্ জয়লাভ করেছিলেন তবু যারা নতুন বসতি থেকে লাভবান হত তাদের জীবনের বিনিময়ে সেই বিজয় অর্জিত হয়েছিল। তাই 'ক্যাদ্‌মাসীয় বিজয়'।

৩৯ এখানে ব্যবহৃত শব্দটিকে ইংরেজিতে 'music' হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। বর্তমান পাশ্চাত্যে এবং আমাদের ঐতিহ্যেও, যাকে 'সঙ্গীত' বলা হয়ে থাকে, এটি তার চাইতে অধিক কিছু অর্থ বহন করত প্রাচীন গ্রিসে। প্লেটো শব্দটিকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন তাতে তা সাধারণভাবে ললিত কলা এবং রুচির চর্চা বোঝায়; কোনও কোনও প্রেক্ষাপটে তা দর্শনও বুঝিয়ে থাকে। 'সঙ্গীত' শব্দটি *আইনকানুন* ও *রিপাবলিক*-এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ হিসবে দেখা দিয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তা পরীক্ষিত ও পর্যালোচিত হয়েছে।

৪০ 'কনস্যুলেট' হল কোনও ব্যক্তি বা পরিবার যে বিদেশি অন্য নগরীর হয়ে তার স্বার্থ দেখে; সেখান থেকে অতিথি এলে তাদের দেখাশোনা করে।

৪১ *এপিমেনিদেস* একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। তিনি ছিলেন একজন কবি এবং চিকিৎসক, ক্রিটবাসীর জিউস-পূজার সাথেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সূত্র অনুসারে দেখা যায় যে, এপিমেনিদেস অ্যাথেন্স ভ্রমণ করেছিলেন এবং তাকে পবিত্র করেছিলেন।

৪২ এখানে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হল *logos*; এর অর্থ যেমন 'যুক্তি' তেমনই 'তর্কযুক্তি' বা argument-ও হয়।

৪৩ প্লেটো এখানে 'রক্ষা পাওয়া' বলতে প্রতিষ্ঠা পাওয়া বোঝাতে চান। *রিপাবলিক*-এর ভাষার সাথে এর মিল আছে; "*এর*-এর কিংবদন্তি' শেষে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

www.pathagar.com

পুস্তক দুই

৩. শিক্ষার সেবায় নিয়োজিত শিল্প

শিক্ষার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য

অ্যাথেনীয়ঃ এখন আমাদের যে-জিনিসটি বিবেচনা করা দরকার তা সম্ভবত এই: ৬৫২এ
ঠিকঠাকমতো পরিচালিত সুরার আসর থেকে আমরা কি কেবল আমাদের প্রকৃতি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভের মতো উপকারই লাভ করি, না কি, তা থেকে আরও বড় কোনও উপকার লাভ করার আছে; সেই বিষয়টিকেই কি অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া দরকার? তা নিয়ে আমরা কী বলব? যুক্তিমতে বোঝা যায় যে, এমন বড় ধরনের সুফল আছে। কিন্তু কীভাবে, কোন্ পথে,
সে সুফল অর্জন করা যাবে, তা গভীর মনোযোগের সাথে বিবেচনা করতে ৬৫২বি
হবে; তা না হলে আমরা ভুল পথে ঘুরে মরব।

ক্লেইনিয়াসঃ এগিয়ে যান।

অ্যাথেনীয়ঃ আমাদের মতে সঠিক শিক্ষা কী তা নিয়ে আমি পূর্বকথা স্মরণ করতে ৬৫৩এ
চাই। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয় শিক্ষা নির্ভর করে আনন্দোল্লোসে ভরপুর মিথষ্ক্রিয়ার যথাযথ নিয়ন্ত্রণের ওপর।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনার দাবিটি খুব বড় দাবি হয়ে যাচ্ছে না!

অ্যাথেনীয়ঃ বাচ্চাদের প্রথম প্রত্যক্ষণ হচ্ছে ভোগসুখ এবং বেদনা, আর আমি বলি এদের মধ্য দিয়েই প্রথমে আত্মায় সদ্‌গুণ ও অধর্ম জন্ম নেয়। আর প্রজ্ঞা ও সত্য এবং স্থির অভিমতের বিষয়ে বলতে হয় যে, এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও যদি কেউ তা অর্জন করতে পারে তবে সে অত্যন্ত সুখী মানুষ; আর আমরা এ-কথাও বলতে পারি যে, যিনি তাদের এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত
আশীর্বাদের অধিকারী হন তিনি আদতেই একজন প্রকৃষ্ট মানুষ। আমি বলি, ৬৫৩বি
শিক্ষা হলো সেই সদ্‌গুণ যা প্রথমে গড়ে ওঠে শিশুদের মধ্যে। যারা এখনও যুক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েনি তাদের আত্মায় সুখভোগ এবং পছন্দ-অপছন্দ, বেদনা এবং ঘৃণা সঠিকভাবে বিন্যস্ত হয় এবং তারপর আত্মা যখন যুক্তিপাতে সক্ষম হয়ে ওঠে তখন যুক্তিবোধের সাথে সমন্বয় সাধন করে এইসব আবেগ জোরেশোরে ঘোষণা করতে পারে যে, তারা যথাযোগ্য অভ্যাসে স্থায়ী আসন গড়েছে। সামগ্রিকভাবে এই সমন্বয়ই হলো সদ্‌গুণ[১];

www.pathagar.com

অন্য কথায়, সদ্‌গুণের সেই অংশ যা ভোগসুখ ও ব্যথা-বেদনার ব্যাপারে সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত হওয়া নিয়ে গঠিত হয়; এই প্রশিক্ষণের ফলেই যাকে
৬৫৩সি ঘৃণা করার তাকে একজন মানুষ একেবারে গোড়া থেকে শেষাব্ধি ঘৃণা করতে পারে এবং যাকে ভালোবাসার তাকে ভালোবাসতে পারে; আপনি যদি আপনার কথায় শিক্ষাকে এভাবে আলাদা করে উপস্থাপন করেন আর তাকে এই নামে অভিহিত করেন তাহলে আমার দৃষ্টিতে আপনি ঠিক দাবি করেন।

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, শিক্ষা নিয়ে আপনি আগে যেকথা বলেছিলেন আর এখনও যা বলছেন তা আমাদের কাছে ঠিক বলেই মনে হচ্ছে।

শিল্প কীভাবে শিক্ষাকে জোরদার করবে

অ্যাথেনীয়: আপনারা যে আমার সাথে একমত পোষণ করছেন তা দেখে আমি প্রীত। কারণ শিক্ষা, যা ভোগসুখ ও ব্যথাবেদনার সঠিক প্রশিক্ষণ নিয়ে গঠিত তা প্রায়শই মানুষের জীবনে শিথিল হয়ে যায় এবং জীবনের দীর্ঘ পরিসরে অনেকটাই বিকৃত হয়ে পড়ে। আমাদের মানবগোষ্ঠীকে স্বাভাবিকভাবেই যে
৬৫৩ডি দুঃখ-যাতনা সইতে হয় তার প্রতি দয়াপরাবশ হয়ে দেবতাগণ পরিশ্রম থেকে মুক্তিদানের লক্ষ্যে ছুটির দিন স্থির করেছেন; তাদের আনন্দোল্লাসে সহযোগী হওয়ার জন্য তাদেরকে মিউজ (দেবকন্যা) আর মিউজদের নেতা অ্যাপলো, আর দাইয়ানিসাস দান করেছেন যাতে এই দেবতাগণ তাদেরকে ঠিক করতে পারেন। আর এভাবেই দেবতাদের সাহচর্যে ছুটির মাধ্যমে মানুষজন প্রতিপালিত হয়।

এক্ষণে আমি যা জানতে চাই তা হলো গান গাওয়া নিয়ে যে সাধারণ একটি প্রবাদ আছে তা প্রকৃতির বিচারে কি ঠিক, না কি ঠিক নয়। প্রবাদে বলা হয় যে, প্রতিটি বাচ্চা জিনিসই দেহের দিক থেকে, কণ্ঠধ্বনির দিক
৬৫৩ই থেকে, শান্ত থাকতে অপারগ, সব সময়ই এটি চলাচল করতে চায় এবং চীৎকার করতে চায়: তাদের কোনও কোনওটি সারাক্ষণই লাফ-ঝাপ করে, যেন আনন্দে নৃত্য করে, একসাথে খেলা করে; কোনও কোনওটি আবার চীৎকার চেঁচামেচি করে। কিন্তু অন্য প্রাণিকুলের যেখানে চলাচলের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বা শৃঙ্খলাহীনতার (শৃঙ্খলা 'ছন্দ' এবং 'সুসঙ্গতি' নাম পরিগ্রহ করেছে) কোনও দৃষ্টি নেই, সেখানে তার উল্টোপক্ষে আমাদেরকে সহযোগী
৬৫৪এ নর্তক (নৃত্যকারী) হিসেবে দেওয়া হয়েছে উল্লিখিত দেবতাদের এবং তারাই আমাদের দিয়েছে ছন্দ এবং সুসঙ্গতির সুখকর প্রত্যক্ষদৃষ্টি। এই দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার করেই তারা আমাদেরকে জীবনের দোলায় দোলায়, নৃত্যগীতে আমাদের সাথে যোগ দিয়ে আমাদেরকে কোরাসে পথ দেখায়; আর এই অনুষ্ঠানের স্বাভাবিক আনন্দের (*কারা/charā*) কথা ভেবেই তারা এর নামটি রেখেছিল 'কোরাস'।

www.pathagar.com

এখন বলুন, আমরা একথা মানি কি না? আমরা কি একথা স্বীকার করলাম যে, শিক্ষা প্রথমে দেওয়া হয় অ্যাপলো ও মিউজদের মাধ্যমে? না কি অন্য কিছু বলবেন আপনি?

ক্লেইনিয়াস: না, আপনার কথাই মানছি।

অ্যাথেনীয়: সুতরাং, আমাদের দৃষ্টিতে সে-জনই অশিক্ষিত বলে গণ্য হবে যে ৬৫৪বি
কোরাসে প্রশিক্ষিত নয়; আর যে তাতে সুপ্রশিক্ষিত সে-ই শিক্ষিত।

ক্লেইনিয়াস: তা তো নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়: কোরাস হলো নৃত্য ও সঙ্গীতের সংযুক্তি – দুটিকে একত্রে এবং সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হয়।

ক্লেইনিয়াস: তা সত্য।

অ্যাথেনীয়: সেক্ষেত্রে যে-ব্যক্তি সুশিক্ষিত সে সুন্দরভাবে নাচতে ও গাইতে সক্ষম?

ক্লেইনিয়াস: তা-ই হওয়ার কথা।

অ্যাথেনীয়: এইমাত্র আমরা যা বললাম তা ঠিক কী, তা বিবেচনা করে দেখা যাক।

ক্লেইনিয়াস: আমার কথার কোন্ অংশটি?

অ্যাথেনীয়: আমরা বলেছি "সে ভালো গাইতে পারে", "ভাল নাচতে পারে"; ৬৫৪সি
আমাদের কি এ-কথাও বলা উচিত "সে সুন্দর গান গায়" আর "সুন্দর নাচ নাচে"?

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, আমাদের তা যোগ করা উচিত।

অ্যাথেনীয়: এবার একজন মানুষের কথা ধরুন যার 'উত্তম' সম্পর্কিত অভিমত সঠিক (আর যা যথার্থই উত্তম) আর একইভাবে যা 'মন্দ' (যা যথার্থই মন্দ) তা নিয়েও অভিমত সঠিক এবং তিনি ব্যবহারিকভাবে সেই বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেন। কথায় ও অঙ্গভঙ্গিতে তিনি অনিবার্য সাফল্যের সাথে সেই 'উত্তমের' বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণা তুলে ধরতে পারেন, কিন্তু তিনি তা থেকে কোনও সুখলাভ করেন না আর যা মন্দ তাকে ঘৃণাও করেন না। অন্য আরেকজন মানুষ আছেন তিনি এমন যে, তিনি যখন 'উত্তমের' প্রতিনিধিত্ব করেন, অথবা, তার সম্পর্কে কোনও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রত্যয় গড়ার চেষ্টা করেন তখন তাঁর দেহ ও কণ্ঠস্বরকে ব্যবহার করতে গিয়ে ঠিক পথ অনুসরণ করতে সক্ষম হন না ৬৫৪ডি
কিন্তু তার সুখ ও বেদনা বোধ করার ক্ষেত্রে সঠিক পথ অনুসরণ করেন, কারণ, যা উত্তম তাকে তিনি স্বাগত করেন আর যা মন্দ তাকে ঘৃণা করেন। এক্ষণে বলুন, মিউজিকের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন্‌জন প্রকৃষ্টতর উপায়ে শিক্ষিত এবং কোরাসের অধিকতর কার্যকর সদস্য বলে গণ্য হবে?

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, শিক্ষা নিয়ে আপনি বিপুল পার্থক্যের কথা বলছেন।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ আমরা তিনজন যদি জানি গানে এবং নাচে সুন্দর জিনিসটি কী, তাহলে আমরা এ-ও জানব কে ঠিকমতো শিক্ষিত হয়েছে এবং কে অশিক্ষিত;
৬৫৪ই আর তা যদি না জানি তবে শিক্ষার রক্ষাকবচ কোথায় নিহিত তা-ও জানতে পারব না, আর আছে কি নেই, তা-ও জানব না; তা-ই না?

ক্রেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, তা-ই।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে চলুন, শিকারি কুকুরের মতো গন্ধ শুকে শুকে এগুতে থাকি; ফিগার আর সুরে, গান আর নৃত্যে, সুন্দর কী তার অনুসন্ধান করি; আর যদি এগুলো আমাদের ফাঁকি দেয়, আমাদের আওতার বাইরে চলে যায়, তবে এরপর আলোচনায় যা আসতে পারে – গ্রিক বা বর্বর, যে শিক্ষার কথাই আসুক না কেন – তা নিয়ে আলোচনা করার কোনও অর্থ থাকবে না।

ক্রেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, তা-ই!

অ্যাথেনীয় আগন্তুকঃ বেশ, তাহলে এখন বলুন, ফিগার বা সুরের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য
৬৫৫এ কী নিয়ে গঠিত হয়? এ কথাটি বিবেচনা করুনঃ যদি একটি সাহসী এবং তারপর একটি ভীরু আত্মা একই ধরনের যাতনার মধ্যে দিয়ে যায় তাহলে তারা কি একই ধরনের ফিগার, অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করে, একই ধরনের ধ্বনি উচ্চারণ করে?

ক্রেইনিয়াসঃ তাদের মুখের রং-ই যেখানে ভিন্ন হয়ে যায় সেখানে তা কী করে হবে?

অ্যাথেনীয়ঃ আপনি সুন্দর কথাই বলেছেন, বন্ধুবর। তবে আমি যা বলতে পারি তা হলো এইঃ যেহেতু মিউজিকে ছন্দ ও সঙ্গতি থাকতে হয় তাই মিউজিকে অন্তর্ভুক্ত থাকে অঙ্গভঙ্গি এবং সুর; কেউ হয়ত 'ভাল ছন্দ' এবং 'ভাল সঙ্গতির' কথা বলতে পারেন কিন্তু কোরাসের শিক্ষকগণ রূপকভাবে যেমনটি করে থাকেন, সুর অথবা অঙ্গভঙ্গি বা প্রতিচ্ছবির ক্ষেত্রে তিনি "ভাল রং" শব্দবন্ধটি যথার্থ অর্থে প্রয়োগ করতে পারবেন না। অপরপক্ষে, সাহসী এবং ভীরু মানুষের অঙ্গভঙ্গি ও ধ্বনির ক্ষেত্রে প্রথমোক্তদের বেলা 'সুন্দর' এবং
৬৫৫বি দ্বিতীয়োক্তদের বেলা 'কুৎসিত' বলাই সঠিক। আমাদেরকে যাতে এ-বিষয়ে কোনও দীর্ঘ আলোচনায় জড়িয়ে পড়তে না হয় তাই বলি, যে-ভঙ্গি ও সুর আত্মা এবং দেহের সদ্‌গুণে অন্তর্ভুক্ত (তা খোদ সদ্‌গুণে অন্তর্ভুক্ত থাকুক, বা তার প্রতিচ্ছবিতেই থাকুক, তা বিবেচ্য নয়) তাকে আমরা সুন্দর বলে অভিহিত করি, আর যা অধর্মে অন্তর্ভুক্ত তাকে সম্পূর্ণ বিপরীত কিছু বলি।

ক্রেইনিয়াসঃ আপনার প্রস্তাবটি অত্যন্ত চমৎকার; এবারে তাহলে উত্তরে বলা যাক, এগুলো তা-ই।

www.pathagar.com

ভোগসুখ কি শিল্পের যথার্থ মানদণ্ড?

অ্যাথেনীয়ঃ আরেকটি প্রশ্ন: সকল কোরাস উপস্থাপনায়ই কি আমরা একই ধরনের আনন্দ অনুভব করি, না কি, ব্যাপারটি একেবারেই তা নয়? ৬৫৫সি

ক্লেইনিয়াসঃ ব্যাপারটি একেবারেই তা নয়।

অ্যাথেনীয়ঃ আমাদের এই ভিন্ন ভিন্ন রকম বোধ করার কারণ কী? সুন্দর জিনিস কি আমাদের সবার কাছে এক নয়? না কি, তারা এক হলেও সবার কাছে এক মনে হয় না? নিদেনপক্ষে কেউ নিশ্চয়ই এমন বলবে না যে, অধর্ম নিয়ে কোরাস-উপস্থাপনা সদ্‌গুণ নিয়ে উপস্থাপনার চাইতে অধিক সুন্দর, অথবা এমনও বলবে না যে, যেখানে অন্যেরা বিপরীত *মিউজ*-এ খুশি হয় সেখানে দুষ্কর্মের ভঙ্গির সাথে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ তাতে তার আনন্দ হয়। অধিকাংশ লোক নিদেনপক্ষে এ-কথা বলে যে, সঠিক সঙ্গীতের মাপকাঠি হলো আত্মায় ৬৫৫ডি
সুখ প্রদান। কিন্তু এমন কথা উচ্চারণ করা গ্রহণযোগ্য নয়, আবার ধর্মসম্মতও[২] নয়।

আমাদের দোলাচলের কারণ বোধহয় এ-রকম –

ক্লেইনিয়াসঃ কী রকম?

অ্যাথেনীয়ঃ কোরাসের অভিনয় হলো সকল ধরনের ক্রিয়াকলাপ ও ভাগ্যাবস্থার বিভিন্ন চরিত্রের অনুকরণ এবং প্রতিটি চরিত্রই তাতে তার অভ্যাস ও প্রবণতা এবং তার অনুকরণ করার ক্ষমতা উপস্থাপন করে। তাই কেউ যদি কোনও কিছুকে কোনও চরিত্র, ব্যক্ত কথা এবং গীত গান এবং অভিনয়ধারার সাথে – প্রকৃতি অথবা অভ্যাস বা উভয়ের কারণে – সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখে ৬৫৫ই
তখন সে তাতে আনন্দিত বোধ না করে পারে না, তাকে প্রশংসা না করে, তাকে সুন্দর না বলে, ক্ষান্ত থাকতে পারে না। কিন্তু অপরপক্ষে যারা দেখতে পায় যে, উপস্থাপিত জিনিস তাদের বৈশিষ্ট্য, তাদের চরিত্র এবং অভ্যাসের বিরোধী, তখন তারা তাতে আনন্দও পায় না, তাকে প্রশংসাও করতে পারে না; তখন তাকে তাদেরকে কুৎসিত বলতেই হয়। তবে আরও আছেঃ যাদের প্রকৃতি সঠিক কিন্তু অভ্যাস-আচরণ ভুল, আবার অভ্যাস ঠিক কিন্তু চরিত্র ভুল, তারা এক জিনিসের প্রশংসা করে বটে, কিন্তু প্রীত হয় অন্য জিনিসে। ৬৫৬এ
এর প্রতিটি উপস্থাপনাকে তারা আনন্দদায়ক বলে বটে কিন্তু ভালো বলে না। আর যাদেরকে তারা জ্ঞানী বলে ভাবে তাদের উপস্থিতিতে অপরিশীলতভাবে নাচগান করতে, অথবা তাদেরকে সুন্দর জিনিস বলে বিবেচনা করতে, বা সে হিসেবে গ্রহণ করছে বলে ধারণা দিতে, লজ্জিত বোধ করে। তৎসত্ত্বেও এমন দেখা যায় যে, যখন তারা একা থাকে তখন এসব জিনিসে আনন্দ পায়।

ক্লেইনিয়াসঃ খুবই সত্য কথা।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ যেসব মানুষ পাপাচারী নৃত্য বা গানের প্রেমিক তাদের কি কোনও ক্ষতি সইতে হয়, অথবা বিপরীত ধরনের ভোগসুখ যারা অনুমোদন করে তারা কি কোনওভাবে উপকৃত হয়?

ক্লেইনিয়াসঃ আমার মনে হয় তা ঘটার সম্ভাবনাই বেশি।

৬৫৬বি **অ্যাথেনীয়ঃ** 'মনে হয়' শব্দটি যথার্থ নয় – না কি আমি বলব, 'আমি নিশ্চিতই বলতে পারি'। কারণ, একজন মানুষ যখন মন্দ চরিত্রের সাথে মেশে, যখন তাদেরকে সে অপছন্দ করার চাইতে পছন্দই করে বেশি, তাদের কাজকে অনুমোদনও করে এবং তার নিজের মন্দত্ব সম্পর্কে নিজের মধ্যে সন্দেহ জাগার কারণে কেবল হাস্য-পরিহাসচ্ছলে তাদের সামালোচনা করে, তখন তার ওপর কি আবশ্যিকভাবেই একই প্রভাব পড়বে না? সেক্ষেত্রে তো তাদের নিয়ে যার সুখ হয় সে তাদের মতোই হবে – যদিও তাদের প্রশংসা করার ক্ষেত্রে সে লজ্জিত বোধ করবে। আর এর চাইতে বড় কী ভালো বা মন্দ ভাগ্যের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে পার হওয়ার আছে?

ক্লেইনিয়াসঃ আমার বিশ্বাস তার চাইতে বড় কিছু নেই।

মিশরে শিল্প-সম্পর্কিত সেন্সরশীপ

৬৫৬সি **অ্যাথেনীয়ঃ** সেক্ষেত্রে মিউজিক যে আদেশ-নির্দেশ ও আনন্দ দান করে তা মনে রেখে যে-নগরীর আইন ভালো, অথবা, ভবিষ্যতে যে-নগরীতে তেমন আইন লাভ করবে বলে আশা করা যায় তার ক্ষেত্রে কি আমরা ধরে নিতে পারি যে, সেখানে সুপ্রশিক্ষিত পিতামাতার ছোট্ট শিশুদের নাচ এবং যুবকদের কোরাস শিক্ষা দেওয়ার জন্য কবিদের নিয়োজিত করা উচিত, আর সদ্‌গুণ বা অধার্মিকতা স্মরণে না নিয়েই ছন্দ বা সুর বা কবিতার ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে তারা নিজেরা যা ভালো মনে করে তা-ই তাদের শিক্ষা দিতে দেওয়া উচিত?

ক্লেইনিয়াসঃ তা পুরোপুরিভাবে অযৌক্তিক – এমন কথা তো ভাবাও যায় না।

৬৫৫ডি **অ্যাথেনীয়ঃ** কিন্তু আজকের দিনে তা-ই করা সম্ভব – মিশর ছাড়া সব নগরীতেই তা করা সম্ভব।

ক্লেইনিয়াসঃ মিশরে মিউজিক ও নাচ নিয়ে কী আইন আছে?

অ্যাথেনীয়ঃ আপনাদের সেকথা বললে তো আপনারা তাজ্জব বনে যাবেন। আমরা এখন বলছি যে, নগরীতে তরুণ নাগরিকদের সুন্দর অঙ্গভঙ্গি ও সুন্দর গান অনুশীলন করা প্রয়োজন – একথা অনেকদিন আগেই তাদের জানা ছিল। তারা তার একটি তালিকা তৈরি করেছিল, তাতে উল্লেখ ছিল সেগুলো
৬৫৬ই কী, তাদের ধরন কী; সেই তালিকা তারা তাদের মন্দিরে প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করেছিল। কোনও চিত্রকর এবং শিল্পীকেই তাতে নতুনত্ব আনার সুযোগ দেওয়া হতো না অথবা ঐতিহ্যগত আদল বাদ দিতে এবং নতুন কোনও

www.pathagar.com

আদল আবিষ্কার করতে দেওয়া হতো না। আজকের কাল পর্যন্তও এইসব শিল্প, এমনকি মিউজিকেও কোনও ধরনের পরিবর্তনই আনতে দেওয়া হয় না। আপনারা দেখতে পাবেন দশ হাজার বছর আগে তারা যে-ধাঁচে তাদের শিল্পকর্ম করত, ছবি আঁকত, ভাস্কর্য গড়ত, এখনও তারা সেই একই ধাঁচে তা করে চলেছে; এটি আক্ষরিকভাবেই সত্য, এতে কোনও অতিকথন নেই; তাদের আজকের ছবি ও ভাস্কর্য থেকে প্রাচীন কালের ছবি ও ভাস্কর্য
সৌন্দর্যের দিকে থেকে একবিন্দু অধিকও নয়, ন্যূনও নয়; তার সবই একই ৬৫৭এ
দক্ষতা দিয়ে গড়া।

ক্লেইনিয়াস: আপনি যা বলছেন তাতে তো স্তম্ভিত হতে হয়।

অ্যাথেনীয়: আইনদান ও রাজনৈতিক শিল্পের ক্ষেত্রে এটি একটি চরম কেইস। তবে তাদের আইনে অন্য অনেক মাত্রা পাবেন যা খুবই দুর্বল। কিন্তু মিউজিক নিয়ে আমি যা বলছি তা সত্যি, তা চিন্তাভাবনার দাবি রাখে: যেসব গান সঠিক, তাদের আইনসিদ্ধ করা এবং এমন ধরনের জিনিস নিয়ে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করা, তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এটি অবশ্যই হয় কোনও দেবতার কাজ না
হয় ঐশী কারও[৩] কাজ – যদিও তাদের দাবি হলো এতদিন যাবৎ যেসব গান ৬৫৭বি
সংরক্ষণ করা হয়েছে তা আইসিসের[৪] কবিতা। সুতরাং, আমি যেমনটি বললাম: কোনও মানুষ যদি কোনও প্রাকৃতিক উপায়ে কোনও সুরেলা গান আয়ত্ত করার পথ খুঁজে পায় তাহলে আত্মবিশ্বাসের সাথে তা আইনে সন্নিবেশিত করা উচিত। কারণ, নতুনত্বের ভালবাসা জাগে নতুনের সুখ থেকে আর পুরাতনের ক্লান্তি থেকে; আর দেবতার নামে উৎসর্গিত নাচ ও গান মান্ধাতা আমলের জিনিসের মতো পুরনো হয়ে গেছে বলে দোহাই দিয়ে তাকে বিকৃত করার যথেষ্ট শক্তি নেই এই অনুসন্ধানের। যাই হোক না কেন, মিশরে বোধহয় তাদেরকে বিকৃত করার শক্তি একদমই ছিল না।

ক্লেইনিয়াস: আপনার যুক্তি থেকে তা-ই মনে হয়। ৬৫৭সি

উচিত ও অনুচিত ভোগসুখ

অ্যাথেনীয়: তাহলে কি এখন আমরা দ্বিধাহীনভাবে এ-কথা বলতে পারি না যে, মিউজিকের সঠিক ব্যবহার ও কোরাস শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সঠিক নাটক নিম্নরূপ: আমরা যখন উন্নতি করি বলে বোধ করি তখন আমরা উল্লসিত হই? আর যখন উল্লসিত হই তখন কি আমরা উন্নতি করছি বলে বোধ করি?

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা-ই ঘটে।

অ্যাথেনীয়: আমাদের সৌভাগ্য নিয়ে যখন আমরা আনন্দ-ফুর্তিতে মাতি তখন তো আমরা আর স্থির থাকতে পারি না, তা-ই না?

ক্লেইনিয়াস: সত্যিই তা-ই।

www.pathagar.com

৬৫৭ডি **অ্যাথেনীয়ঃ** আমাদের তরুণেরা তখন নাচে গানে ফেটে পড়ে আর আমরা যারা বয়স্ক তারা মনে করি তাদের এই মাতামাতি অবলোকন করে আমরা আমাদের ভূমিকা পালন করছি। আমাদের যেহেতু প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে তাই তাদের খেলাধুলা আনন্দফুর্তি দেখে আমরা আনন্দ লাভ করি, কারণ, আমরা আমাদের আগের সত্তাকে স্মরণ করতে চাই; উৎসাহভরে আমরা তাদের জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করি যাতে সেগুলো আমাদের যৌবনের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলতে পারে।

ক্লেইনিয়াসঃ খুবই সত্যি কথা।

৬৫৭ই **অ্যাথেনীয়ঃ** উৎসব সম্পর্কে সাধারণ মানুষ যখন বলে যে, আমাদের জন্য যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে খুশি বয়ে আনে, যে আমাদের আনন্দ দেয়, তাকেই আমাদের সবচেয়ে জ্ঞানী বিবেচনা করা উচিত, বিজয়ী ঘোষণা করা উচিত – তখন সেকথা কি সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়? কারণ, এ-রকম উৎসবের কালে যেখানে সবাই নিজেদেরকে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের হাতে সপে দেয় সেখানে সবচেয়ে বেশি লোককে যে সবচেয়ে বেশি করে আনন্দ দেয় তারই কি
৬৫৮এ সবচেয়ে বড় সম্মান লাভ করা উচিত নয়, তাকেই কি বিজয়মুকুট পরানো উচিত নয়? ঠিকমতো বলা হলো তো? আর এভাবে কর্মসম্পাদন করলে ঠিকমতো সম্পাদন করা হয়েছে বলে বলা হবে তো?

ক্লেইনিয়াসঃ সম্ভবত তা-ই বলা হবে।

অ্যাথেনীয়ঃ বন্ধুবর, কোনও জিনিসকে এত তড়িঘড়ি বিচার করার দরকার নেই। বরং, তার বদলে চলুন একে একে বিভিন্ন অংশে তাকে বিশ্লেষণ করি এবং নিম্নোক্ত উপায়ে বিবেচনা করে দেখি: ধরুন, কোনও এক সময় একজন কেউ একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করল – তা জিমনাস্টিকের, অথবা, মিউজিকের অথবা ঘোড়দৌড়ের কি না, তার কিছুই বলা হলো না। ধরুন, তিনি নগরী সবাইকে সেখানে জড়ো করলেন এবং বিজয়ীর জন্য একটি পুরস্কার ঘোষণা করলেন যা সবার জন্য উন্মুক্ত; তাতে যে-কেউ কেবল
৬৫৮বি ভোগসুখের ব্যাপারেই প্রতিযোগিতা করতে পারে – যে দর্শকদের সবচেয়ে বেশি খুশি করতে পারবে সে-ই পুরস্কার জিতে নেবে। কী উপায়ে তা করা হলো সে ব্যাপারে কোনও নিয়মের বালাই নেই: সেই ব্যক্তিই বিজয়ী হবে যে সবচেয়ে বেশি করে আনন্দ দিতে পারে, সমস্ত প্রতিযোগীর মধ্যে যে সবচেয়ে মনোজ্ঞ। এ ধরনের ঘোষণার ফল কী দাঁড়াবে বলে মনে করেন আপনি?

ক্লেইনিয়াসঃ কোন্ বিচারে?

অ্যাথেনীয়ঃ আমার তো ধারণা বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী হবে: কোনও একজন হয়ত হোমারের মতো আনন্দোচ্ছ্বাসের কবিতা গাইবে, কেউ কিথারা[৫] বাজাবে, কেউ বা ট্র্যাজেডি, আবার অন্য কেউ হয়ত উপস্থাপন করবে
৬৫৮সি কমেডি; আর কেউ একজন যদি ভাবে যে, সে নাচের পুতুল উপস্থাপন করবে, তাহলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। ধরুন, এ ধরনের বহু

www.pathagar.com

প্রতিযোগী এবং হাজারো অন্য প্রতিযোগী মিলিত হলো – সেক্ষেত্রে কে বিজয়ী হবে, তা কি বলতে পারবেন?

ক্লেইনিয়াস: আপনার প্রশ্নটি তো আজব। কেউ যদি নিজে বিভিন্ন প্রতিযোগীকে না শুনে থাকে, নিজের চোখে না দেখে থাকে, তাহলে সে কীভাবে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবে অথবা জানারই বা ভান করবে?

অ্যাথেনীয়: বেশ; আপনাদের দুজনের কেউই যদি উত্তর দিতে না পারেন, তাহলে আপনারা যাকে এতটা অদ্ভুত ভাবছেন, সেই উত্তরটি কি আমি দিয়ে দেব?

ক্লেইনিয়াস: তা দিন না কেন?

অ্যাথেনীয়: যদি খুব ছোট্ট শিশুদের বিচারক করা হয় তাহলে তারা পুতুল নাচের পক্ষে রায় দেবে। তা-ই না?

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই। ৬৫৮ডি

অ্যাথেনীয়: একটু বড় বাচ্চারা কমেডির পক্ষে ওকালতি করবে; শিক্ষিত রমণী, যুবক এবং সম্ভবত সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ বেছে নেবে ট্র্যাজেডি।

ক্লেইনিয়াস: খুব সম্ভবত।

অ্যাথেনীয়: কিন্তু যে-কবিয়াল *ইদিপাস* এবং *ওদিসি*-র পালা, অথবা হীসিয়াদ থেকে সবেচেয়ে সুন্দর করে কোনও পাঠ আবৃত্তি করতে পারবে সে-ই হয়ত আমাদের মতো বুড়ো মানুষদের সবচেয়ে বেশি খুশি করতে পারবে আর বিজয়ী বলে ঘোষিত হবে। এবার বলুন, এখানে কে সঠিক বিজয়ী হলো? এটিই হলো এর পরের প্রশ্ন, তা-ই না?

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ।

অ্যাথেনীয়: স্পষ্টতই দেখা যাছে, আপনাদের আর আমার ঘোষণা করতে হবে ৬৫৮ই
যে, বুড়ো লোকেরা যাদেরকে বিজয়ী বলে বিচার করে তাদেরই বিজয়ী হওয়া উচিত; কারণ, আমাদের যা রীতিনীতি তা আজকাল সকল নগরী এবং অন্য সকল জায়গায় লভ্য আচার-আচরণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।[৬]

ক্লেইনিয়াস: তা তো নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়: অন্য অনেকের সাথে আমি এই পর্যন্ত একমত যে, মিউজিক বিচার করতে হবে আনন্দের মাত্রা দিয়ে; কিন্তু সে-বিচার কোনও হুট-করে-আসা শ্রোতার বিচার হলে চলবে না। প্রায় সবচয়ে সুন্দর মিউজ হলো সে যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের, যথাযথভাবে শিক্ষিত মানুষদের, সন্তুষ্ট করে আর যে
সদ্‌গুণে ও শিক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত মানুষটিকে আনন্দিত করে। ৬৫৯এ

সুতরাং বিচারককে হতে হবে চরিত্রবলে বলীয়ান, তার জন্য প্রজ্ঞা ও সাহস উভয়ই প্রয়োজন। বিচারক কীভাবে বিচার করবেন তা তার দর্শকের কাছ থেকে শেখা চলবে না; বহু লোকের হল্লোচিল্লা শুনে তাতে গা করলে চলবে না তার; তার নিজের অযোগ্যতা থাকা চলবে না কোনওমতেই। সত্য জানার পর ভীরুতার জন্য আর পৌরুষের অভাবের কারণে, অসাবধানে মিথ্যা রায়

www.pathagar.com

দেওয়া চলবে না, দুর্বল রায়ও দেওয়া চলবে না; যে-মুখ দিয়ে এইমাত্র দেবতার নাম শপথ গ্রহণ করা হয়েছে সেই একই মুখ দিয়ে মিথ্যা বলা চলবে
৬৫৯বি না। তিনি রঙ্গনাট্যের দর্শক হিসেবে তাঁর আসনে আসীন থাকেন না, বরং, তাঁর যথাযোগ্য স্থানে তিনি হলেন শিক্ষক; যেসব লোক দর্শকদের ফুর্তিদানের জন্য এমনসব কাজ করে যা মানানসই নয়, ঠিক নয়, তিনি নিজে হবেন তাদের বিরোধী। প্রাচীন গ্রিসের আইনের অধীনে অবস্থাটি তা-ই ছিল – হালের সিসিলি ও ইতালির আইন যা নির্দেশ করে, তার বিপরীত।[৭] সেখানে অধিকাংশ দর্শকের মতই বিজয়ী নির্ধারণ করা হয় হাত তুলে। ফলে এটি কবিদের নিজদেরকে ধ্বংস করেছে, কারণ, তারা এখন বিচারকদের বাজে
৬৫৯সি রুচিকে সন্তুষ্ট করার জন্য কবিতা রচনা করেন; আর তার ফল হলো দর্শকরাই কবিদের শিক্ষাদাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে! অধিকন্তু, তা থিয়েটারকেও ধ্বংস করে ছেড়েছে: দর্শকের তো অনুক্ষণ তাদের চাইতে প্রকৃষ্ট চরিত্রের কথা শোনা দরকার যাতে তারা অব্যাহতভাবে আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে; কিন্তু তাদের হালের কাজের মাধ্যমে পুরোপুরি বিপরীত ফল ঘটে। এ থেকে কী সিদ্ধান্ত করা যায়? আপনাদের কি আমি সেকথা শোনাব?

ক্লেইনিয়াস: তা কী?

৬৫৯ডি **অ্যাথেনীয়**: তৃতীয় কি চতুর্থবারের মতো আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই তা হলো: শিক্ষা হচ্ছে আইনের দাবি অনুযায়ী সঠিক যুক্তিবোধ, এবং বয়স্ক ও শ্রেষ্ঠ মানুষদের অভিজ্ঞতা যাকে সত্যিকার অর্থেই সঠিক বলে চিহ্নিত করে তাতে যুবকদের আকৃষ্ট করা এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করা। সুতরাং, আমি বলি, শিশুদের আত্মা যাতে আইনের বিরোধী অথবা আইন অনুসরণ করা মানুষের বিরোধী কোনও আনন্দ ও বেদনার অনুভূতিতে অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে, তা প্রতিরোধ করার জন্য এবং তারা যাতে আইন মেনে চলার ব্যাপারে অভ্যস্ত
৬৫৯ই হয়ে ওঠে এবং একজন বৃদ্ধ মানুষ যে-ধরনের আনন্দ ও বেদনা অনুভব করে তেমনই আনন্দ-বেদনা অনুভব করতে পারে সেই ছাপ ফেলার জন্যই, যাকে আমরা এখন বলি গান, তার উদ্ভব হয়েছে – কিন্তু আদতে তা আত্মার জন্য এক যাদুমন্ত্র। আমরা যে সুসঙ্গতির কথা বলি তা-ই এর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কিন্তু কম-বয়েসীদের আত্মা যেহেতু গুরুগম্ভীর কোনও কিছু সহ্য করতে পারে না তাই এইসব সম্মোহনকে বলা হয় 'খেলাধুলা' এবং 'গান-বাজনা'; তাদেরকে দেখাও হয় সেভাবেই। মানুষ যখন অসুস্থ থাকে, যখন তার দেহ থাকে দুর্বল, তখন যেমন তার পরিচর্যাকারী তাকে সুস্বাদু খাবার ও পানীয়ের
৬৬০এ সাথে মিশিয়ে পুষ্টিকর খাবার খেতে দেয় আর অপুষ্টিকর জিনিস খেতে দেয় বিস্বাদ সব খাবারের সাথে মিশিয়ে তেমনি শিশুদের যা শেখা উচিত, তথা, এক ধরনের জিনিসকে পছন্দ করা এবং অন্য ধরনের জিনিসকে ঘৃণা করা যেন তারা শিখতে পারে তাই এই গান-বজনা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা। সঠিক আইনদাতা এই জিনিসটিই প্রণোদিত করার চেষ্টা করবেন – আর তিনি যদি সেই প্রণোদণা জাগাতে না পারেন তবে কবিকে তিনি বাধ্য করবেন

www.pathagar.com

সঠিকভাবে কবিতা রচনা করতে; ছন্দে এবং মিলে সর্বদিকে থেকে ভালো, সংযত সাহসী মানুষের ভঙ্গি চিত্রিত করে এবং তার জন্য গান রচনা করে সুন্দর ও প্রশংসনীয় বাক্যবন্ধে সেই প্রণোদনা জাগিয়ে তুলতে।

ক্লেইনিয়াস: জিউসের নামে জিজ্ঞেস করি আগন্তুকবর! আপনার কি মনে হয় ৬৬০বি
অন্যান্য নগরীতে লোকজন আজকাল এ ধরনের কবিতা রচনা করে? আমি যতদূর লক্ষ করেছি, তাতে তো মনে হয় আপনি এখন যেমনটি বলছেন, আমাদের এবং লাসেদাইমোনীয়দের মধ্যে ছাড়া অন্যত্র তেমনভাবে কোনও কিছু সম্পন্ন করা হয় না। নাচের ক্ষেত্রে এবং মিউজিকের বাকি অংশের ক্ষেত্রেও অবিরাম অভিনব কিছু সৃষ্টির কাজ চলছে আর সেই পরিবর্তনগুলো আইনের নির্দেশে ঘটছে না, বরং ঘটছে আইনবহির্ভূত প্ররোচনার কারণে;
আর এইসব জিনিস কখনও এক হয় না – মিশরীয়দের ক্ষেত্রে যেমন একই ৬৬০সি
থাকে অথবা তাতে যেমন একই নীতি বজায় থাকে – কখনও এক থাকেও না।

অ্যাথেনীয়: অত্যন্ত খাঁটি কথা ক্লেইনিয়াস; সাহস করে আমি একথাও বলতে পারি: আমি যদি একথা বলতে যেতাম তাহলে তা ঠিকমতো প্রকাশও করতে পারতাম না; হয়ত আদতে কোনও বিদ্যমান জিনিসের কথা বলছি বলে আমি আপনাদের ভাবিয়ে তুলতাম; বস্তুতপক্ষে আমি মিউজিক সম্পর্কে যেসব নিয়মকানুন কামনা করি তা-ই বলছিলাম; আর সেজন্যই আপনাদের তা বুঝতে বিপত্তি ঘটেছে। কারণ, মন্দ যখন অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে এবং সংশোধনের অতীত হয়ে গেছে তখন তার সমালোচনা করা সুখের কাজ নয়
– তবে কোনও কোনও সময় তা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। ৬৬০ডি

কিন্তু আমাদের সবার মত যেহেতু খুব একটা ভিন্ন কিছু নয় তাই জিজ্ঞেস করছি – আমরা কি এমন দাবি করি যে, অন্য গ্রিকদের চাইতে আপনাদের এবং ওনার জনগণের মধ্যে এটি অধিক পরিমাণে অনুসরণ করা হয়?

ক্লেইনিয়াস: তা তো নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়: আর অন্যদের মধ্যে যদি একে ছড়িয়ে দেওয়া হয়? তখন কি আমরা বলতে পারব যে, অবস্থাটি বর্তমানের চাইতে ভালো হয়েছে?

ক্লেইনিয়াস: ধারণা করা যায়, তাদের জনগণ ও আমাদের জনগণের মধ্যে যে রীতিনীতি আছে আর তা যেমন হওয়া উচিত বলে আপনি এখনই বলছেন, তা যদি করা হয় তাহলে বিরাট এক পরিবর্তন সাধিত হবে।

ন্যায়-নৈতিকতা এবং সুখের হাত ধরাধরি করে চলা

অ্যাথেনীয়: আচ্ছা, এবার আলোচ্য বিষয়ে আমাদের মধ্যে একমতে আসা যাক।
শিক্ষা ও মিউজিকের ক্ষেত্রে আপনাদের জনগণের মধ্যে নিম্নোক্ত জিনিসপত্র ৬৬০ই
ছাড়া অন্য কিছু কি বলা হয়? আপনারা আপনাদের কবিদের কি একথা

www.pathagar.com

বলতে বাধ্য করেন যে, যিনি ভালো মানুষ, যিনি সংযত এবং ন্যায়পরায়ণ তিনি ভাগ্যবান ও সুখী এবং দুঃখেকষ্টে জীবন যাবে তাঁর – তা তিনি বড় আর শক্তিশালীই হোন, ছোট আর দুর্বল হোন, ধনী হোন বা না হোন, তাতে কিছু যায় আসে না; কিন্তু কেউ যদি 'সিনিরাস ও মাইদাস-এর'[৮] চাইতে ধনীও হন এবং অন্যায়পরায়ণ হন তাহলে তিনি হবেন হতভাগ্য?। কবি বলেন এবং তিনি সত্যই বলেন: কেউ যদি হাজারো মহৎকর্মও সম্পাদন করে
৬৬১এ এবং তা যদি ন্যায়সঙ্গত না হয় তাহলে "আমি তার স্মৃতিতর্পণ করি না", "আমার কথায় তার নাম নেই না"; সে-মানুষ যদি "কাছে দাঁড়ায়, শত্রুকে আক্রমণে জর্জরিতও করে", কিন্তু অন্যায়কারী হয়, তবু আমি চাইব না "রক্তাক্ত মৃত্যুর সামনে সে নির্নিমেষে চেয়ে থাকুক"; এমনও চাইব না যে, "দ্রুততায় সে থ্রাসের উত্তুরে হাওয়াকে ছাড়িয়ে যাক"; আর যা কিছুকে বলা হয় ভালো তার কোনও কিছুই যেন তার না হয়। কারণ, অনেকে যাকে ভালো বলে তা আদতে ভালো নয়। বলা হয়ে থাকে, প্রকৃষ্টতম জিনিস হলো স্বাস্থ্য, দ্বিতীয় হলো সৌন্দর্য আর তৃতীয় সম্পদ – এরপর অসংখ্য হাজারো
৬৬১বি জিনিস: তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, শ্রবণশক্তি এবং ইন্দ্রিয়গাহ্য বস্তুর সকল ভালো হলো প্রত্যক্ষণ; তারপর আছে স্বেচ্ছাচারী হওয়া – যা ইচ্ছা তা-ই করা; এবং সুখের সর্বশেষ উপায় হলো এসব জিনিস আয়ত্ত করা আর একবার সবকিছু আয়ত্ত করার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অমর হওয়া। কিন্তু আপনারা দুজন এবং আমি বোধহয় এমন কিছু বলছি: স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিসই যখন ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক লোকের আয়ত্তাধীন থাকে তখন তা খুব ভালো কিন্তু অন্যায়পরায়ণ লোকের অধিকারে থাকলেই তা চরম মন্দ; কারণ, তথাকথিত এসব উত্তম জিনিস যদি একজন মানুষের আয়ত্তাধীন থাকা সত্ত্বেও
৬৬১সি সাধারণভাবে তিনি ন্যায় ও সদ্‌গুণ ছাড়াই অমরত্ব লাভ করেন তবে দর্শন, শ্রবণ, ইন্দ্রিয়শক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা এবং নিছক বেঁচে থাকা হয়ে ওঠে মহামন্দ। এমন মানুষের জীবন যত সংক্ষিপ্ত হবে অশুভের পরিমাণ ততই কম হবে।

আমার ধারণা, আমি যা বলছি, ঠিক এই কথাগুলোই আপনাদের দু'জনকে আপনাদের কবিদের বোঝাতে হবে, তাদেরকে বলতে বাধ্য করতে হবে; অধিকন্তু, এর সাথে তাদেরকে যুক্ত করতে হবে ছন্দ ও মিল; এভাবেই
৬৬১ডি শিক্ষিত করে তুলতে হবে আপনাদের তরুণদের। আমার কথাগুলো ঠিক কি না? আপনাদের চিন্তাভাবনা কী? সাদামাটা কথায় বলতে হয়, যেসব জিনিসকে 'মন্দ' বলা হয় তা অন্যায়পরায়ণ মানুষের জন্য ভালো, আর ন্যায়পরায়ণ মানুষের জন্য মন্দ, অপরপক্ষে ভালো জিনিস আদতেই ভালো মানুষের জন্য ভালো এবং মন্দ লোকের জন্য মন্দ।

আরেকবার জিজ্ঞেস করি, আমরা কি একমত, না কি একমত নই?

ক্রেইনিয়াস: আমার মনে হয় আমরা অংশত একমত, সবকিছুতে নই।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ একজন মানুষের যদি সুস্বাস্থ্য ও সম্পদ এবং জুলুমবাজির ক্ষমতা থাকে – আর আপনাদের জন্য তাতে আমি যোগ করছি, অমরত্বসহ অনন্যসাধারণ শক্তি এবং সাহস – আর যা কিছুকে মন্দ বলা হয়, তাছাড়া, ৬৬১ই
অন্য কিছু যদি তার না থাকে, যদি তার অভ্যন্তরে কেবল অন্যায় এবং ঔদ্ধত্য থাকে, এই যদি হয় তার অস্তিত্বের রূপ, তাহলে আমার সন্দেহ, আপনারা হয়ত বিশ্বাস করতে রাজি হবেন না যে, সে সুখী নয়, সে হতভাগ্য।

ক্লেইনিয়াসঃ খুবই ঠিক কথা বলেছেন।

অ্যাথেনীয়ঃ আরেকটু বলিঃ ধরুন সে খুবই সাহসী এবং শক্তিশালী, কন্দর্পকান্তি এবং ধনী, আর সারজীবন সে যা-ই ইচ্ছে তা-ই করে, তৎসত্ত্বেও সে যদি ৬৬২এ
অন্যায়পরায়ণ এবং উদ্ধত হয়, তাহলে আপনারা দুজনে কি এ-ব্যাপারে একমত হবেন না যে, সে কদর্য জীবন যাপন করবে? এইটুকু তো অন্তত আপনারা স্বীকার করেন?

ক্লইনিয়াসঃ তা তো নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়ঃ মন্দ জীবনও?

ক্লেইনিয়াসঃ না, এ ব্যাপারে ঠিক একমত নই।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে কী? সে কি অসুখে জীবন কাটাবে না, তার জন্য যা উপকারী নয়, তেমন জীবন কাটাবে না?

ক্লেইনিয়াসঃ তা কী করে বলি?

অ্যাথেনীয়ঃ কীভাবে বলবেন? বন্ধুগণ, তাহলে বোধহয় কেবল দেবতাই ৬৬২বি
আমাদের একমন করতে পারে – এখনও দেখতে পাচ্ছি আমরা একেকজন ভিন্ন ভিন্ন সুরে গাইছি। প্রিয়বর ক্লেইনিয়াস, ক্রিট একটি দ্বীপ, এই ফ্যাক্টটি আমার কছে যেমন দিবালোকের মতো স্পষ্ট, তেমনি আমি যা বলছি তার সত্যতাও তেমনি স্পষ্ট। আর আমি যদি আইনপ্রণেতা হতাম তাহলে কবিদেরকে এবং নগরীর সকলকে এই সুরে কথা বলতে বাধ্য করতাম; আর যে এই কথা বলার সাহস দেখাবে যে, এমন মন্দ লোক আছে যারা সুখে জীবন কাটায়, অথবা লাভজনক ও অর্থপ্রদ এক জিনিস, আর ন্যায়সঙ্গত অন্য ৬৬২সি
জিনিস, তাকে এবং সেই নগরীর প্রত্যেককে আমি চরম দণ্ড দিতাম। আমি আমার নাগরিকদের এমন করে বোঝাতাম যাতে – এখনকার ক্রিটবাসী আর লাসাদাইমোনীয়রা যেমন বলে, আর বৃহত্তর পরিসরে বিশ্ববাসীও যেভাবে বলে – তার চাইতে ভিন্নভাবে তারা এসব কথা বলে।

জিউস ও অ্যাপলোর দোহাই, এবার বলুন, আমার প্রিয় বন্ধুবৃন্দ! ধরুন, আপনাদের যে-দেবতাগণ আইন প্রদান করেন, তাঁদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হলো আর আমরা তাদের জিজ্ঞেস করলামঃ "সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ জীবনই কি সবচেয়ে সুখের জীবন? জীবনের ধরন কি দুটি – যা সবচেয়ে ৬৬২ডি
সুখের তা কি এক ধরনের জীবন, আর যা সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ তা আরেক ধরনের?" তারা যদি ঘোষণা করে যে, জীবন দুই ধরনের, আর আমাদের

www.pathagar.com

যদি ঠিকঠাকমতো আরও প্রশ্ন করার থাকে, তাহলে আমরা হয়ত তাদের আবার প্রশ্ন করব: "তাহলে কোন্ ধরনের লোককে অধিকতর সুখী বলে বলব – যারা সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ জীবন যাপন করে তাদের, না কি, যারা সবচেয়ে বেশি ভোগসুখের জীবন যাপন করে, তাদের?" তারা যদি উত্তর করেন, "যারা সবচেয়ে ভোগসুখের জীবন যাপন করে", তাহলে তাদের উত্তরে আশ্চর্য হওয়া ছাড়া গতি থাকবে না।

কিন্তু আমি দেবতার মুখে এমন কথা জোগাতে চাই না; বরং, একথা
৬৬২ই অধিক মানায় পিতৃবর্গ আর আইনপ্রণেতাদের মুখে। এখনই আমি যে-প্রশ্ন করলাম তা আবার একজন পিতা ও আইনদাতাকে করলাম, তিনি বলুন – যে সবচেয়ে সুখের জীবন যাপন করে তার জীবনই সবচেয়ে আশীর্বাদপুষ্ট জীবন কি না। অন্তত তার পরই আমি ঘোষণা করতে পারব: " হে পিতা, তুমি কি চাও না যত সুখে থাকা সম্ভব আমি তত সুখে থাকি? কিন্তু যতদূর সম্ভব ন্যায়পরায়ণতার সাথে জীবনযাপন করা উচিত আমার – এ-কথা বলায় তুমি তো কখনও ক্ষান্তি দাওনি।" যিনি আইন প্রণয়ন করেছেন – আইনদাতা বা পিতা, আমার মনে হয়, এখানে এসে অদ্ভুত হিসেবে প্রতিভাত হবেন – নিজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে কথা বলতে পারবেন না তিনি। কিন্তু তিনি যদি এমন ঘোষণা করেন যে, সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ জীবন হচ্ছে সবচেয়ে সুখী
৬৬৩এ জীবন তাহলে –আমার যদি ভুল না হয় – প্রত্যেকেই তাকে জিজ্ঞেস করবে জীবনের ভালো ও মহৎ নীতি কী, যা আইন অনুমোদন করে এবং যা ভোগসুখ থেকে উৎকৃষ্ট?

আমরা কি একথা বলব যে, গৌরব ও খ্যাতি – যা মানুষ এবং দেবতা থেকে আসে, তা ভালো ও মহৎ, কিন্তু অপ্রীতিকর? অপযশ কি তার বিপরীত? আমরা কি বরং ঘোষণা করব, "প্রিয় আইনদাতা, তা কোনওভাবেই নয়"। না কি আমরা বলব যে, কারও প্রতি অন্যায় না করা, বা কারও অন্যায়ের শিকার না হওয়া হচ্ছে ভালো ও সম্মানজনক – অপ্রীতিকর হলেও তা ভালো এবং মহৎ?

ক্লেইনিয়াস: তা কী করে হয়?

৬৬৩বি **অ্যাথেনীয়:** সুতরাং যে-যুক্তি সুখ থেকে ন্যায়পরায়ণকে, এবং ভালো থেকে মহৎকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে না, তার মধ্যে চমৎকার একটি নৈতিক ও ধর্মীয় প্রবণতা রয়েছে। আর তার বিপরীত-মত আইনপ্রণেতার দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে একবারেই ভিন্ন এক পরিপ্রেক্ষিত, আর তার মতে তা লজ্জাজনকও বটে; কারণ, কেউ যদি কোনও কিছুতে সুখের চাইতে ব্যথা-বেদনাই বেশি লাভ করে, তবে তাকে সেই কাজে বৃত হওয়ার জন্য বোঝানো যাবে কী করে?

বলা চলে, দূর থেকে কোনও জিনিসকে দেখলে সবার মধ্যেই, বিশেষত বাচ্চাদের মধ্যে, এক ধরনের হতবুদ্ধি-করা অস্পষ্টতা জেগে উঠে; কিন্তু আমাদের আইনদাতা সেই অস্পষ্টতার অন্ধকার দূর করা এবং সত্যকে

www.pathagar.com

প্রতীয়মান করার চেষ্টা করবেন; তিনি রীতি-নীতি এবং প্রশংসা এবং কথার ৬৬৩সি
মাধ্যমে কোনও না কোনওভাবে নাগরিকদের মধ্যে এই প্রতীতি সৃষ্টির চেষ্টা করবেন যে, ন্যায় এবং অন্যায় ছায়ামাত্র। অন্যায়কারী ও মন্দলোকের দৃষ্টিকোণ থেকে, অন্যায্য জিনিস সুখকর মনে হয়; ন্যায়পরায়ণ মানুষের কাছে তার অনুভূতি হয় এর বিপরীত; অপরপক্ষে তার কাছে ন্যায্য জিনিস মনে হয় অরুচিকর; কিন্তু ন্যায়পরায়ণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু পুরোপুরি বিপরীত বলে মনে হয়।

ক্লেইনিয়াস: সত্য।

অ্যাথেনীয়: সত্য বিচার করার ক্ষেত্রে কাকে আমরা অধিকতর যোগ্য মনে করব – নিকৃষ্টতর আত্মাকে, না কি, প্রকৃষ্টতরকে?

ক্লেইনিয়াস: নিশ্চিতই বলা যায় প্রকৃষ্টতরকে। ৬৬৩ডি

অ্যাথেনীয়: তাহলে অন্যায় জীবনধারা কেবল যে অধিকতর লজ্জাজনক এবং অধিকতর খারাপ, তা-ই নয়, এটি সত্যিকার অর্থে অধিকতর ন্যায়পরায়ণ এবং পবিত্র জীবনের তুলনায় অধিক অরুচিকরও বটে?

ক্লেইনিয়াস: মনে হয় পরোক্ষে এই তর্কযুক্তির মধ্য এই কথাই নিহিত আছে।

শিশুদের সহজ-বিশ্বাস

অ্যাথেনীয়: এমনকি এখন যে যুক্তিটি প্রতিষ্ঠা পেল, তা যদি সত্য না-ও হয়, সেক্ষেত্রে যোগ্য কোনও আইনদাতা কি কখনও এর চাইতে লাভজনক কোনও মিথ্যা বলতে পারবেন (তার মানে, কোনও ভালো উদ্দেশ্যে তিনি যদি
কমবয়েসীদের কাছে মিথ্যা বলার সাহস দেখান), অথবা, বাধ্য হয়ে নয়, বরং ৬৬৩ই
স্বেচ্ছায় যাতে সবাই ন্যায্য কাজ করে, সেই লক্ষ্যে তাঁর সেই কথার অধিক আর কিছু কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন?

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, সত্য মহৎ এবং স্থায়ী একটি জিনিস; কিন্তু তাতে লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন।

অ্যাথেনীয় আগন্তুক: তা হতে পারে; কিন্তু সাইদনীয়[১] কিংবদন্তিমতে লোকজনকে তা বোঝানো কি সহজ বলে প্রমাণিত হয়নি – যদিও তা অবিশ্বাস্য এবং অন্য হাজারটা কিংবদন্তি মতো এর ততটা যুক্তির জোর নেই?

ক্লেইনিয়াস: কিংবদন্তিটি কী?

অ্যাথেনীয়: কিংবদন্তিটি দাঁত নিয়ে – দাঁতগুলো মাটিতে রোপণ করা হয়েছিল যা থেকে ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধার জন্ম হয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে, চেষ্টা
করলে যুবকদের আত্মাকে যে যে-কোনও কিছু সম্পর্কে বোঝানো সম্ভব হয়, ৬৬৪এ
আইনদাতাদের জন্য তার একটি বিরাট উদাহরণ হলো এটি। আইনদাতাকে কেবল চিন্তাভাবনা করতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে একটি নগরীর জন্য

কী হবে সবচেয়ে ভালো জিনিস -- আর তারপর পুরো কম্যুনিটি যাতে তাদের গানে, তাদের কিংবদন্তিতে এবং তর্কযুক্তিতে যতদূর সম্ভব সারাজীবন ধরে একই কণ্ঠে, একই কথায় তা বলে যায়, তার জন্য তাঁকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হবে।

আপনারা যদি এব্যাপারে আমার সাথে একমত পোষণ না করেন, তাহলে এর বিপরীতে যুক্তি না দেওয়ার তো কোনও কারণ দেখছি না আমি।

৬৬৪বি **ক্লেইনিয়াসঃ** আপনি এখন যা বললেন তার বিরুদ্ধে আমাদের দুজনের কারোরই কোনও যুক্তি উত্থাপনের সুযোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

তিন কোরাস

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে এরপর যা বলার আমাকেই তা বলতে হবে। সুতরাং আমি একথা জোর দিয়েই বলছি যে, শিশুদের কোমল নবীন আত্মার জন্য পুনারাবৃত্তি করে আমাদের এই তিন কোরাসের সবারই যাদুমন্ত্র গাইতে হবে – যেসব মহৎ জিনিসের কথা আমরা বলছিলাম, এবং যা পরবর্তী সময়ে আমরা বলব, তা তাদের কানে ঢালতে হবে; সেই কথা মোদ্দাভাবে এমন: দেবতারা বলে সবচেয়ে সুখকর জীবন আর সবেচেয়ে উৎকৃষ্ট জীবন একই
৬৬৪সি জীবন – আমরা তাকে সবচেয়ে নিশ্চিত সত্য বলে ঘোষণা করব; আমাদের কমবয়েসী শিষ্যরাই হয়ত আমাদের কথাগুলো অন্যদের চাইতে বেশি করে হৃদয়ে ধারণ করবে।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি যা বলছেন তাতে তো একমত না হয়ে উপায় নেই।

অ্যাথেনীয়ঃ প্রথমত, সর্বাগ্রে মিউজদের নামে উৎসর্গিত বাচ্চাদের কোরাস থাকাটাই সবেচেয়ে সঠিক হবে – পুরো নগরীর সামনে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এসব জিনিস তারা উপস্থাপন করবে। এরপর থাকবে ত্রিশ বছরের কমবয়েসী যুবকদের কোরাস – তারা তাদের কথার সত্যতা নিয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য
৬৬৪ডি দেবতা পাইয়ানকে[১০] আহ্বান জানাবে; তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে যাতে যুবকদের প্রতি তিনি সদয় হন, তাদেরকে তিনি বিশ্বাসী করে তোলেন। তারপর থাকবে একটু অধিক বয়েসী – যাদের বয়স ত্রিশ থেকে ষাটের মধ্যে তাদের কোরাস; তারাও গান করবে। এরপর যারা থাকবে তারা অত্যন্ত বয়েসী, গান করার বয়স তাদের নেই; ঐশী অনুপ্রাণিত কণ্ঠ ব্যবহার করে একই ধরনের চরিত্র সম্পর্কে তারা কিংবদন্তিময় গল্প বলবে।

ক্লেইনিয়াসঃ কারা তৃতীয় কোরাসে থাকবে বলে বললেন, আগন্তুকবর? তাদের সম্পর্কে আপনি যা ব্যাখ্যা করতে চাইলেন তা আমি ঠিক অনুসরণ করতে পারিনি।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলেছি তা কিন্তু তাদেরকে লক্ষ্য করেই বলা।

ক্রেইনিয়াসঃ আপনি কি আরেকটু সহজ করে বলবেন? ৬৬৪ই

অ্যাথেনীয়ঃ আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, আমাদের আলোচনার গোড়াতেই আমি বলেছিলাম, সকল বাচ্চা জিনিসের প্রকৃতিই হলো অস্থির; দেহের দিক থেকে হোক, কথায়ই হোক, সেটি একেবারেই শান্ত থাকতে পারে না; সর্বদা কান্নাকাটি করে, বিশৃঙ্খলভাবে লাফালাফি করে। আমরা বলেছিলাম, মানুষ ছাড়া অন্য কোনও প্রাণীরই শৃঙ্খলার প্রত্যক্ষদৃষ্টি নেই, মনুষ্য-প্রকৃতিরই
৬৬৫এ কেবল তা আছে। চলাচলের ক্ষেত্রে যে-শৃঙ্খলা তার নাম হলো 'ছন্দ', আর কণ্ঠস্বরের যে-শৃঙ্খলা, যেখানে উচ্চস্বর আর নিম্নস্বর একত্র মেশে তাকে বলে 'সুরসঙ্গতি'; আর এই দুটি জিনিসকে একত্রিতভাবে বলা হয় 'কোরাস'। আমি বলেছিলাম, আমাদের ওপর দেবতাদের দয়া হয়েছিল এবং তাঁরা আমাদের সহযোগী হিসেবে বা আমাদের কোরাসের দলনেতা হিসেবে অ্যাপলো এবং মিউজদের দান করেছিলেন; আপনাদের যদি স্মরণ থাকে, আমি বলেছিলাম, তৃতীয় আরেকজন ছিলেন – দাইয়ানিসাস।

ক্রেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, আমার খুব মনে আছে।

অ্যাথেনীয়ঃ অ্যাপলো ও মিউজদের কোরাস তো বর্ণনা করা হলোঃ তৃতীয় এবং শেষ ৬৬৫বি
কোরাস, দাইয়ানিসাস কোরাসকে তো এখন বর্ণনা করতেই হয়।

ক্রেইনিয়াসঃ কী বললেন? একটু ব্যাখ্যা করে বলুন তো। বৃদ্ধদের দাইয়ানিসাস-কোরাস – প্রথমে শুনে তো অদ্ভুত ঠেকছে; তা-ই যদি হয় তবে কি তাতে ত্রিশের বেশি বা পঞ্চাশের বেশি বয়েসী লোকজনকে দেবতার সম্মানে নৃত্য করতে হবে?

অ্যাথেনীয়ঃ খুবই সত্যি কথা; আর সেজন্যই দেখাতে হবে যে, এই প্রস্তাবের পক্ষে সঠিক যুক্তি আছে।

ক্রেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই।

আথেনীয় আগন্তুকঃ তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত যা বললাম, তাতে আমরা একমত?

ক্রেইনিয়াসঃ কী নিয়ে? ৬৬৫সি

অ্যাথেনীয়ঃ যেসব জিনিস আমরা বর্ণনা করেছি তাতে নিজেদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ করার জন্য পুরুষ এবং শিশু, ক্রীতদাস এবং স্বাধীন মানুষ, উভয় লিঙ্গের প্রতিটি মানুষ এবং পুরো নগরীকে অংশগ্রহণ করতে হবে, তাদেরকে কখনও গান গাওয়ায় ইতি দেওয়া চলবে না; সেই গানে থাকবে সকল ধরনের পরিবর্তন ও ভিন্নতা – যেন অভিন্নতার একঘেয়েমি না থাকে; তাদের সেই স্তোত্রগীত থেকে গায়করা যেন সর্বদা আনন্দ পায়, কখনও যেন তারা ক্লিষ্ট বোধ না করে।

ক্রেইনিয়াসঃ সবকিছু যে এভাবেই সম্পাদন করতে হবে তাতে একমত না হওয়ার কি কিছু আছে?

www.pathagar.com

৬৬৫ডি **অ্যাথেনীয়ঃ** সেক্ষেত্র আমাদের নগরীর সর্বোৎকৃষ্ট অংশটি কোন্‌টি হবে – যা বয়স ও বুদ্ধিমত্তার কারণে সবচেয়ে সুন্দর জিনিসের গান করতে সক্ষম হবে, যাতে করে তা সবচেয়ে প্রকৃষ্ট প্রভাব রাখতে পারে? আমরা কি নির্বোধের মতো সেই অংশটিকে অবহেলা করব যা আমাদেরকে সবচেয়ে সুন্দর আর সবেচেয়ে প্রযোজনীয় গান উপহার দেবে?

ক্লেইনিয়াসঃ না, তা কী করে হয়? এখন যা বলা হলো তার পরিপ্রেক্ষিতে তো একে অবহেলা করা অসম্ভব।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে এই অংশটির ক্ষেত্রে যথাযোগ্য জিনিস কী হবে? লক্ষ করে দেখুন, এই পথ ধরা যায় কি না ...?

ক্লেইনিয়াসঃ কী সেটি?

অ্যাথেনীয়ঃ একজন মানুষের যখন বয়স বাড়তে থাকে তখন সে গান গাওয়ার
৬৬৫ই প্রতি বিরূপ হতে থাকে; গান করার ক্ষেত্রে তার আনন্দের মাত্রা কমতে থাকে – আর গান করতে বাধ্য হলে সে লজ্জায় পড়ে যায়। আর তার বয়স যত বাড়তে থাকে সে ততই সংকোচে মুহ্যমান হতে থাকে, সংকোচও বাড়তে থাকে। তা-ই না?

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো বটেই।

অ্যাথেনীয়ঃ বেশ, সেক্ষেত্রে তাকে যদি থিয়েটারে বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা ও বয়সের দর্শকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, আর গান করতে হয়, তাহলে কি সে অধিক হারে লজ্জা পাবে না? বিশেষত, যে-ধরনের কোরাস গায়ক প্রতিযোগিতায় নামার জন্য প্রশিক্ষণ নেয় তাদের মতো অবস্থায় এবং ক্ষুধার্ত পেটে তাকে যদি গান করার জন্য চেপে ধরা হয়, তাহলে তো সে সেই কাজে কোনও ধরনের আনন্দই পাবে না, বরং লজ্জিত বোধ করবে, এবং তাতে তার কোনও আগ্রহই থাকবে না।

৬৬৬এ **ক্লেইনিয়াসঃ** তাতে আর সন্দেহ কী!

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে তাদের উৎসাহিত করা যাবে কীভাবে? তাদের স্পিরিটকে গান গাওয়ার জন্য আকুল করে তোলা যাবে কীভাবে? আমরা কি এ ধরনের আইন তৈরি করব? প্রথমত, আঠারো বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চারা কোনওক্রমেই সুরার স্বাদ নেবে না। আমরা তাদের শিক্ষা দেব যে, আগুনের মধ্যে আগুন ঢালা উচিত নয়, দেহের মধ্যে ইতোমধ্যেই তার অস্তিত্ব আছে; আর আত্মা যতদিন তার দায়িত্ব গ্রহণ না করে, ততদিন এই আগুন ঢালা ঠিক নয়; আর যৌবনের স্বাভাবিক যে উন্মাদনা তার বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এরপর ত্রিশ বছর পর্যন্ত তারা সংযমের সাথে সুরাপান
৬৬৬বি করতে পারবে; কিন্তু একজন মানুষ যখন তরুণ বয়সের থাকে তখন নেশাগ্রস্ত হওয়া এবং অতিরিক্ত মদ্যপান করা থেকে তার পুরোপুরি দূরে থাকা উচিত। আর একজন মানুষ যখন চল্লিশে পা দেবে তখন অন্যান্য দেবতা, বিশেষত দাইয়ানিসাসের গুহ্য-ধর্মকৃত্যে[১১] এবং বুড়ো মানুষদের নাটকে

www.pathagar.com

দেবতাদের আবাহন করে যৌথভোজের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে তাকে অংশীদার হতে হবে; দেবতা ওষুধ হিসেবে মনুষ্যগোষ্ঠীকে এই উপহার দিয়েছেন যাতে তারা বৃদ্ধ বয়সের কষ্ট লাঘব করতে পারে; তিনি এটি দিয়েছেন এই কারণে যাতে আমরা আমাদের যৌবনকে ফিরে পাই, আমাদের দুঃখ ভুলে যাই;
অধিকন্তু আত্মার প্রকৃতি যেন আগুনে পুড়ে গলে যায়, নরম হয়ে পড়ে এবং ৬৬৬সি
তার ফলে সংস্কারযোগ্য হয়।

প্রথম কথা হলো, প্রত্যেকটি মানুষ যদি এরকম নরম অবস্থায় উপনীত হয় তখন কি সে স্পিরিটের দিক থেকে অধিক আগ্রহী হয়ে উঠবে না; বহিরাগত অপরিচিত মানুষজন নয় বরং কেবল পরিচিতি লোকজনের সামনে – অনেক লোক না হোক, হাতে-গোনা কয়েক জনের সামনে হলেও – যাদুমন্ত্র-করার গান গাইতে গিয়ে কি তার লজ্জা হ্রাস পাবে না (লজ্জা পাওয়ার কথা আমরা অনেকবার বলেছি)?

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা-ই তো ঘটবে!

অ্যাথেনীয়: তাহলে বলুন, আমাদের গানে তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কি অনুপযুক্ত হয়ে উঠবে?

ক্লেইনিয়াস: না, কিছুতেই নয়। ৬৬৬ডি

অ্যাথেনীয়: কী ধরনের গলায় গান করবে তারা? না কি, তাদের ক্ষেত্রে তাদের উপযুক্ত মিউজ আগে থেকেই ঠিক করা থাকবে?

ক্লেইনিয়াস: তা নয়ত কী?

অ্যাথেনীয়: তা বলুন, ঐশী মানুষের জন্য কোন্‌টি উপযুক্ত? তা কি কোরাসের গান হতে পারে?

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, সত্যি করে বলি – আমরা ক্রিটবাসী আর লাসাদাইমোনীয়রাও, কোরাসে যে গান গাইতে অভ্যস্ত তার বাইরে কোনও গান গাইতে পারি না।

অ্যাথেনীয়: আমাকে বাধ্য হয়েই এ-কথা বলতে হচ্ছে: আপনাদের জীবন নগরে ৬৬৬ই
থিতু-হওয়া জীবন নয়, আপনাদের সৈনিক জীবনধারায় আপনারা কখনও সবচেয়ে সুরেলা গানের স্বাদ পাননি। অশ্বশাবকরা যেমন একত্রে চড়ে বেড়ায় আপনারাও তেমনই আপনাদের কমবয়েসীদের একত্রে খাবারদাবার দেন। কেউই তার নিজের শাবকটিকে আলাদা করে নেয় না, শাবকটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সহযোগী চারণকারীদের[১২] কাছ থেকে ছিনিয়েও নেয় না। আপনারা কেউই তাকে আলাদাভাবে লালন-পালন করেন না, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে এবং স্বস্তি-সান্ত্বনা দিয়ে তাকে শিক্ষা দেন না, বাচ্চাদের বড় করে তোলার জন্য যা যা দেওয়া প্রয়োজন তা-ও দেন না। তা যদি করতেন
আপনারা তাহলে সে যেমন একজন ভালো সৈনিক হয়ে উঠত তেমনই ৬৬৭এ
কোনও নগরী এবং শহরের শাসনকর্তাও হতে পারত। আমরা প্রথমদিকে যে-কথা বলেছি, তারতিয়াস যার প্রশংসা করেন, তার চাইতেও বড় যোদ্ধা

www.pathagar.com

হয়ে উঠতে পারত সে; সে সর্বত্র সাহসকে সম্মান জানাত বটে তবে ব্যক্তিমানুষ ও সমগ্র নগরীর ক্ষেত্রে প্রথম সদ্‌গুণ হিসেবে নয়, বরং সর্বদাই চতুর্থ হিসেবে।

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, আপনি আবারও কোনও না কোনওভাবে আমাদের আইনদাতাদের খাটো করছেন।

অ্যাথেনীয়: প্রিয় বন্ধুবর, ব্যাপারটি তা নয়; যদি তা করেই থাকি তবে ইচ্ছাকৃতভাবে নয়। আমাদের যুক্তিধারা আমাদের যেপথে নিয়ে যায়, সেপথেই
৬৬৭বি যাওয়া যাক। কোরাস অথবা গণ-থিয়েটারের বাইরে আমাদের হাতে অন্য কোথাও যদি অধিকতর সুরেলা কোনও মিউজ থেকে থাকে, তাহলে তাকে না হয় তাদের হাতে অর্পণ করা যাক, যারা – আমরা যেমনটি বলি – এগুলো নিয়ে লজ্জিত, আর যারা সবচেয়ে ভালোটি পেতে ইচ্ছুক।

ক্লেইনিয়াস: নিশ্চয়ই।

তৃতীয় কোরাসের যোগ্যতা এবং শিল্পের সাম্প্রতিক প্রবণতার ওপর আক্রমণ

অ্যাথেনীয়: যেসব জিনিসের কোনও না কোনও সহজাত আকর্ষণীয় গুণ থাকে তাদের সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো: তার সেই গুণটিই প্রণিধানযোগ্য, অথবা তার কোনও না কোনও ধরনের 'সঠিকতা', অথবা (তৃতীয়ত) তার প্রয়োজনীয়তা আছে। উদাহরণস্বরূপ, খানাপিনা এবং সাধারণভাবে পুষ্টিগ্রহণ সুনির্দিষ্টভাবে আকর্ষণীয় একটি গুণের হাত ধরাধরি করে চলে, যাকে আমরা ভোগসুখ বলতে পারি; আর তাদের প্রয়োজনীয়তা
৬৬৭সি আর 'সঠিকতা' নিয়ে আমরা ব্যতিক্রমহীনভাবে পরিবেশিত খাদ্যের স্বাস্থ্যকর গুণের কথা বলি, আর তাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে 'সঠিক' জিনিসটি সুনির্দিষ্টভাবে তা-ই।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, আদতেই তা-ই।

অ্যাথেনীয়: শিক্ষার প্রক্রিয়ার সাথেও এক ধরনের আকর্ষণ জড়িয়ে থাকে, আমরা যে-সুখ উপভোগ করি তা জড়িয়ে থাকে; কিন্তু এর 'সঠিকতা' এবং উপকার, এর চরম উৎকর্ষ এবং মহত্ব আসে তার সত্যতা থেকে।

ক্লেইনিয়াস: তা ঠিক।

অ্যাথেনীয় আগন্তুক: অনুকরণের শিল্প, যার কাজ হলো সাদৃশ্য সৃষ্টি, তার সম্পর্কে
৬৬৭ডি তাহলে কী বলা যাবে? তারা যখন এটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সফল হয়, তখন একথা বলা যথার্থ হবে যে, সেই সাফল্যের মধ্য দিয়ে যা উদ্ভূত হয়, এবং যা তার সহযোগী হয়, সেই ভোগসুখই সেইসব শিল্পের আকর্ষণীয় গুণ তৈরি করে।

www.pathagar.com

ক্রেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা বলা যায়।

অ্যাথেনীয়: সাধারণভাবে বললে ধরা যায়, এসব জিনিসে যা সঠিকতা প্রদান করে তা ভোগসুখ নয়, বরং আকার ও গুণাগুণের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ভুল প্রতিনিধিত্ব।

ক্রেইনিয়াস: খুব ভালো বলেছেন।

অ্যাথেনীয়: সুতরাং, একটি কেইসেই মাত্র ভোগসুখ হবে যথাযথ মানদণ্ড। প্রয়োজনীয়তা, অথবা সত্য, অথবা প্রতিচ্ছবি সৃষ্টির নির্ভুলতার (আর ক্ষতিসাধন তো বটেই) পরিপ্রেক্ষিত ছাড়াও কোনও একটি শিল্পকাজ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এই উপাদানটি, যা সাধারণত আন্যগুলোর সহযোগী হয়, ৬৬৭ই
তথা সবচেয়ে আকর্ষণীয় উপাদানটির কারণেই তা সৃষ্টি করা যেতে পারে (বাস্তবিকপক্ষে, এটি তখনই ঘটে যখন অন্য কোনওটি নয়, বরং 'ভোগসুখের' সাথে তা যুক্ত থাকে।)

ক্রেইনিয়াস: আপনি তো ক্ষতিকারক নয়, এমন সুখের কথাই বলছেন কেবল, তা-ই না?

অ্যাথেনীয়: হ্যাঁ, যখন কোনও কিছু কোনও ক্ষতি করে না, আবার উল্লেখযোগ্য কোনও উপকারও করে না, তখন তাকে আমি 'আমোদ-ফুর্তি' বলি।

ক্রেইনিয়াস: খুবই খাঁটি কথা।

অ্যাথেনীয়: আর এই যদি আমাদের নীতি হয়, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই এমন দাবি করতে হয় যে, অনুকরণকে সুখ এবং মিথ্যা অভিমত দিয়ে বিচার করা যাবে না; আর এটি সমস্ত সমতার ক্ষেত্রেই সত্য: কারণ, সমতা সমতা নয়, বা প্রতিসমরূপও প্রতিসমরূপ নয় – এমন যদি কেউ ভাবে, অথবা ৬৬৮এ
তেমন ভাবে বলে বলে, অথবা পছন্দ করে বলে, তা কি অন্য কিছু না হলেও সত্যের কারণে হবে না?

ক্রেইনিয়াস: পুরোপুরিভাবে তারই কারণে।

অ্যাথেনীয়: এবার বলুন, আপনি কি সকল মিউজিককে বৈশিষ্ট্য-রূপায়নমূলক এবং অনুকরণমূলক বলে বিচার করেন না?

ক্রেইনিয়াস: অবশ্যই করি।

অ্যাথেনীয়: সেক্ষেত্রে কেউ যখন দাবি করবে যে, মিউজিককে বিচার করতে হবে ভোগসুখের মানদণ্ডে, তখন তার মতবাদ মেনে নেওয়ার কোনও কারণ থাকে না; আর যার মানদণ্ড সুখ, তেমন কোনও মিউজিক যদি থেকেও থাকে, তার ৬৬৮বি
খোঁজ করার প্রয়োজন নেই, তার সত্যিকার উৎকর্ষ আছে তেমন ভাবার দরকার নেই; সন্ধান করতে হবে তাকে, যার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় সুন্দরের অনুকরণে।

ক্রেইনিয়াস: পুরোপুরি সত্য।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ যারা প্রকৃষ্টতম গান ও মিউজিকের অনুসন্ধান করে তাদের এমন কিছু খোঁজা উচিত নয় যা সুখকর, বরং তাদের খোঁজা উচিত তেমন কিছু যা সঠিক। কারণ আমরা দাবি করেছি, অনুকরণের সঠিকতা তখনই প্রতিষ্ঠা পায় যখন অনুকৃত জিনিসটি পরিমাণ ও গুণাগুণের দিকে থেকে পুরোপুরি মূলের মতো হয়।

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়ঃ আর প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই একথা স্বীকার করবেন যে, সৃষ্টির সকল
৬৬৮সি কাজই হলো অনুকরণ ও প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি; কবিকুল, দর্শক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সবাই কি অন্তত একথা মেনে নেবে না?

ক্লেইনিয়াসঃ অবশ্যই মেনে নেবে।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে যিনি সঠিকভাবে বিচার করবেন তাকে অবশ্যই প্রতিটি সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য কী, তা জানতে হবে; কারণ তিনি যদি না জানেন সেই সৃষ্টিটির বৈশিষ্ট্য কী, আর তার অর্থই বা কী, এটি কিসের প্রতিচ্ছবি, তাহলে অভিপ্রায়ের দিক থেকে তা সঠিক না ভুল, তা তিনি কখনও নির্ণয় করতে পারবেন না ।

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো পারবেনই না।

অ্যাথেনীয় আগন্তুকঃ আর তা ঠিকমতো করা হলো কি না, তা যদি কেউ না
৬৬৮ডি জানে, তাহলে তা ভালভাবে করা হলো, না মন্দভাবে করা হলো, তা-ও তো কেউ কখনও জানবে না? আমার কথা বোধহয় খুব একটা স্পষ্ট করে বলা হলো না; অন্যভাবে বললে হয়ত বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হবে।

ক্লেইনিয়াসঃ কীভাবে?

অ্যাথেনীয়ঃ আমাদের চোখে দৃশ্যমান এমনতো হাজারো জিনসের প্রতিচ্ছবি আছে।

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, তা আছে।

অ্যাথেনীয়ঃ কেউ যদি না জানেন প্রতিটি জিনিসে কিসের অনুকরণ করা হয়েছে, তাহলে কি তিনি কখনও জানতে পারবেন সেই সাদৃশ্য ঠিকমতো বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি না? আমি যা বুঝাতে চাচ্ছি তা অনেকটা এরকমঃ তাকে কি
৬৬৮ই জানতে হবে না, অনুকরণে কি প্রতিটি অঙ্গকে সংখ্যার দিকে থেকে এবং বিন্যাসের দিকে থেকে ঠিকমতো ধরা হয়েছে; তাদের সংখ্যা কত, আর তারা মানানসইক্রমে বিন্যস্ত হলো কি না; তাছাড়া তাদের রং ও আকৃতি কীরূপ; না কি, সব জিনিসকেই বিশৃঙ্খলভাবে সাজানো হয়েছে? আপনি কি মনে করেন, যে জীবন্ত জিনিসের অনুকরণ করা হলো তার সম্পর্কে কেউ যদি পুরোপুরি অজ্ঞ থাকেন, তাহলে তার পক্ষে এসব জিনিস জানা সম্ভব?

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো অবশ্যই সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ যদি আমরা একথা জানি যে, যে-জিনিসের ছবি আঁকা হয়েছে বা যার ভাস্কর্য গড়া হয়েছে, তা একজন মানুষ; শিল্পীর হাতে তিনি তার যথাযথ অঙ্গ, তাদের রং এবং আকৃতি, সবকিছুই লাভ করেছেন, তখন কি ৬৬৯এ
আবশ্যিকভাবে আমাদের জানা দরকার হয় না, তা সুন্দর কি না, অথবা সৌন্দর্যের দিক থেকে তাতে কোনও ঘাটতি আছে কি না?

ক্লেইনিয়াসঃ আগন্তুকবর, তার অর্থ তো এমন দাঁড়াবে যে, জীবন্ত জিনিসের পেইন্টিং-এ সৌন্দর্য কী তা আমরা সবাই জানি।

অ্যাথেনীয়ঃ খাঁটি কথা। তাহলে কি একথা সত্য নয় যে, প্রতি অনুকৃত জিনিসের ক্ষেত্রে, তা সে ড্রইং হোক, মিউজিক হোক, অন্য কোনও শিল্পই হোক, কাউকে যদি যোগ্য বিচারক হয়ে উঠতে হয়, তবে তাকে অবশ্যই তিনটি জিনিসের অধিকারী হতে হয়: প্রথমত তাকে অবশ্যই জানতে হয় অনুকরণ করার জিনিসটি কী; দ্বিতীয়ত, তাকে জানতে হয় অনুকরণটি ঠিকঠাকমতো ৬৬৯বি
করা হয়েছে কি না; আর তৃতীয়ত, তাকে জানতে হয় শব্দে, সুরে, ছন্দে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে কি না?

ক্লেইনিয়াসঃ অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ মিউজিকের ক্ষেত্রে যে অদ্ভুত অসুবিধা দেখা দেয় এক্ষণে তা উল্লেখ না করলে চলছে না। অন্য যে-কোনও ধরনের অনুকরণের চাইতে লোকজন মিউজিকের অনুকরণ করে বেশি; তাই এটিকে সর্বোচ্চ সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা উচিত। কারণ, একজন মানুষ যদি এখানে কোনও ভুল করেন, তাহলে তিনি মন্দ চরিত্রের প্রতি প্রসন্ন হয়ে পড়তে পারেন এবং তার ফলে ৬৬৯সি
তিনি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ক্ষতির শিকার হতে পারেন। আর তাছাড়া ভুল করা হলো কি না, তা ধরতে পারাও খুব কঠিন, কারণ মিউজদের নিজেদের থেকে কবিকুল শিল্পী হিসেবে অনেক নিকৃষ্ট। কারণ, মিউজগণ কখনও একজন পুরুষের বাচ্যে রমণীর অঙ্গভঙ্গি ও গান জুড়ে দেওয়ার মতো ভুল করবে না, স্বাধীন মানুষের অঙ্গভঙ্গি ও সুরের সাথে ক্রীতদাস এবং স্বাধীন-নয়-এমন মানুষের ছন্দের মিশ্রণও ঘটাবেন না, অথবা, স্বাধীন মানুষের ছন্দ ও অঙ্গভঙ্গি দিয়ে সূচনা করে তাদের এমন ধরনের গীত ও কথা বরাদ্দ করবেন না যা উল্টো চরিত্রের; তাঁরা মানুষ ও পশুদের স্বর, বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি, আর যত ধরনের শব্দ আছে, তাদের সবগুলোকে এক বলে ধরে নিয়ে একত্রে গুলিয়ে ৬৬৯ডি
ফেলবে না। কিন্তু এ ধরনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ মিশ্রণের সূচনা করা মানব কবিগণের খুবই পছন্দ; তারা এর মাধ্যমে সেইসব মানুষ – যাদের অর্ফেয়ুস "সত্যিকার ভোগসুখের জন্য পরিপক্ব"[১৩] বলে অভিহিত করেন, তাদের দৃষ্টিতে নিজেদের হাস্যাস্পদ করে তোলেন। অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই এসব ভুলভ্রান্তি লক্ষ করা যায়; অধিকন্তু, কবিগণ গীত থেকে ছন্দ এবং অঙ্গভঙ্গি আলাদা করার অপরাধেও অপরাধী – তারা কোনও কিছুর সহযোগ ছাড়া, কেবল ছন্দে নিরেট শব্দ গেথে চলেন, আর কিথারায় বা আউলুসে[১৪] আলাদাভাবে বাজানোর জন্য বাণী ছাড়া সুর এবং ছন্দ সৃষ্টি করেন; আর সে-

www.pathagar.com

৬৬৯ই কারণেই অভিপ্রায়টি কী, বাণী ছাড়া যে ছন্দ ও সঙ্গতি উপস্থাপন করা হচ্ছে তার মাধ্যমে কোন্ অনুকরণ উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা জানাটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই সমস্ত সৃষ্টি – যা গতি, নিপুণতা এবং জন্তু-জানোয়ারের চীৎকারের ওপর নির্ভরশীল, যা নাচ ও গান ব্যতিরেকে আউলুস
৬৭০এ বা কিথারার প্রয়োগ ঘটায়, তাকে পুরোপুরিভাবে অভব্য বলে গণ্য করতে হবে। অন্য কিছুর সহযোগ ব্যতীত কেবল আউলুস বা কিথারার ব্যবহারকে অবশ্যই অসাঙ্গীতিক চালাকি বলে বিবেচনা করতে হবে।

এ-বিষয়টি নিয়ে বহু কিছু বলা হলো। সত্যিকার অর্থে, আমাদের ত্রিশ বছর বয়েসীরা আর পঞ্চাশোর্ধ্বরা মিউজদের নিয়ে কী করবে না, তা বিবেচনা করা আমাদের কাজ নয়, বরং তাদের নিয়ে তারা কী করবে তা বিবেচনা করাই আমাদের কাজ। আর যা বলা হলো তাতে মনে হচ্ছে আমাদের যুক্তিটি এমন ধরনের কথা তুলে ধরছে: যে পঞ্চাশোর্ধ্বদের জন্য গান গাওয়া যথাযথ, তাদেরকে অবশ্যই এমন প্রশিক্ষণ দিতে হবে যা
৬৭০বি কোরাস মিউজদের দেওয়া প্রশিক্ষণের চাইতে উন্নততর। কারণ, তাদের নিজদেরকে ছন্দ ও হারমোনির[১৫] ব্যাপারে সংবেদনশীল হতে হবে, তার সম্পর্কে জ্ঞানবান হতে হবে। তা না হলে তারা কী করে জানবে একটি মেলোডি দোরীয় মেজাজের উপযোগী কি না, আর কবি যে বাণী রচনা করেছে, তা সুরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

ক্লেইনিয়াস: স্পষ্টতই তা-ই; তারা কী করে তা জানবে।

অ্যাথেনীয়: হাস্যকর ব্যাপার, অনেকেই ভাবে যে, ভালো হারমোনি কী, ভালো ছন্দ কী, তা তারা বুঝতে সক্ষম; তারা যে তা জানেও না বুঝেও না, তা বোঝা যায় যখন জোর করে অওলুসের সাথে সঙ্গত করে তাদের গান গাইতে
৬৭০সি বলা হয়, ছন্দে ছন্দে নাচতে বলা হয়; তাদের মাথায় এ জিনসটি ঢোকে না যে, তারা যা করছে, তার ব্যাপারে তারা একবারেই অজ্ঞ। আসল ঘটনা হলো, প্রতিটি গীতই মানানসই হয় যদি তার সাথে সঙ্গত করা সুর থাকে, লয় থাকে; যখন তা থাকে না, তখন তা আর মানানসই থাকে না।

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: কিন্তু আমরা যেমন বলছিলাম, একজন মানুষ যদি কোনও সুর না জানেন, তাহলে তা ঠিকমতো গাওয়া হলো কি না, তা তিনি জানবেন কী করে?

ক্লেইনিয়াস: তা জানা অসম্ভব।

অ্যাথেনীয়: আরেকবার এমন মনে হচ্ছে, আমাদের যেসব গায়ককে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং এক রকম স্বেচ্ছায় গান গাওয়ার জন্য বাধ্য করেছি, তাদেরকে অবশ্যই অপিরিহার্যভাবে এই পয়েন্টটিতে শিক্ষিত হতে হবে –
৬৭০ডি আমরা বোধহয় তা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি: তাদের প্রত্যেককে আবশ্যিকভাবে গানের তাল ও লয়ের বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করা জানতে হবে, যাতে করে হারমোনি ও ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রেখে তারা মানানসই জিনিস বেছে

www.pathagar.com

নিতে পারেন, গান করার জন্য তাঁদের বয়সে কী মানানসই, তা নির্বাচন করতে পারেন; তারপর যা বেছে নেওয়া হলো তা ধরে তাঁরা গান করবেন এবং নিজেরা গান করে সেই মুহূর্তে নির্দোষ সুখ অনুভব করবেন এবং তরুণদের হাত ধরে যথাযথ আনন্দধামে নিয়ে গিয়ে তাদের যোগ্য ৬৭০ই
চরিত্রগঠনে সহায়তা করবেন।

এই পরিমাণ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর তারা আরও সঠিক শিক্ষা অর্জন করবেন যা আপামর জনসাধারণের শিক্ষা এবং কবিদের নিজেদের শিক্ষার চাইতে অধিক নির্ভুল। কারণ, তৃতীয় জিনিসটি জানা, অর্থাৎ কোনও অনুকরণ ভালো কি ভালো নয়, তা জানার প্রয়োজন নেই কবির; কিন্তু এটি প্রায় অপরিহার্য যে, কবি হারমোনি ও ছন্দ (তাল ও লয়) জানবে। কিন্তু বয়েসী কোরাসকে তিনটিই জানতে হবে, যাতে সবচেয়ে মহৎ মিউজিক আর তার কাছাকাছি মহৎ মিউজিক কোন্‌টি, তা বেছে নেওয়া যায়। তা না হলে সদ্‌গুণের পথে তরুণদের আত্মাকে কিছুতেই আকৃষ্ট করা যাবে না। ৬৭১এ

পানাসরের শিক্ষামূলক প্রভাব (২)

দাইয়ানিসাসের কোরাসের পক্ষে বলা যে একটি মহৎ কাজ, তা তুলে ধরাই গোড়াতে এই তর্কযুক্তির প্রধান লক্ষ্য ছিল; তা অত্যন্ত চমৎকারভাবে সম্পন্ন করা হলো। এক্ষণে বিচার-বিবেচনা করে দেখা যাক, আমাদের সেই কাজটি ঠিক ছিল কি না। ৬৭১বি

আমার ধারণা, সুরাপান যত বেশি চলতে থাকবে, আসর তত বেশি হইচইপূর্ণ হতে থাকবে; প্রথম থেকে আমরা যেমন বলছিলাম – এমনই তো হওয়ার কথা।

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ তখন সকল মানুষই নিজের চাইতে অনেক বেশি হালকা হয়ে যায়, ফুর্তি করতে থাকে, যা খুশি তা বলতে উন্মুখ হয়ে ওঠে, পাশে কে কী বলল তার ব্যাপারে খেয়ালও থাকে না তাদের; প্রত্যেকে তখন ভাবতে থাকে যে, সে নিজেকে যেমন শাসন করতে পারছে, পুরো মানবজাতিকে তেমনই শাসন করতে পারবে।

ক্লেইনিয়াসঃ বিলকুল ঠিক বলেছেন।

অ্যাথেনীয়ঃ আমরা তো বলছিলাম যে, এমন ঘটনা যখন ঘটে, তখন সুরাপায়ীদের আত্মা আগুনের তাপলাগা লোহার মতো নরম হয়ে যায়, তা যৌবনপ্রাপ্ত হয়; তারা যখন কমবয়েসী ছিলো তখন যেমন তাঁদের আত্মাকে শিক্ষা দিতে পারতেন, ছাঁচে গড়তে জানা কোনও ব্যক্তি – যাকে পূর্বে আমরা উত্তম আইনদাতা বলেছি – ইচ্ছেমতো গড়ে তুলতে পারতেন, তেমনি এই ৬৭১সি
ঘটনাকালে তেমনি সুযোগ সৃষ্টি হয়। আমরা তো একথাও বলছিলাম যে,

www.pathagar.com

আইনটি হবে এমন: একজন মানুষ যদি আত্মপ্রত্যয়ী, দুঃসাহসী, প্রগল্ভ হয়ে উঠে, কোন্ সময় চুপ করে থাকতে হবে, কোন্ সময় কথা বলতে হবে, তার জন্য অপেক্ষা করতে অনিচ্ছুক হয়ে উঠে, পান এবং মিউজিকে অংশগ্রহণে করণীয় কী, অর্থাৎ, বেঙ্কোয়েটের ক্ষেত্রে, কী করা উচিত, স্থির করতে পারে না – তার জন্য আইন প্রণয়ন করা উচিত; এমন অবস্থায় চরিত্রে বিপরীত মাত্রা আনার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে; সে আইন এমন হবে যে, তার মধ্যে তা ন্যায়পরায়ণ ও মহৎ ভীতির জাগরণ
৬৭১ডি ঘটাবে – ঔদ্ধত্যের ছায়া দেখলেই তা অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে যাবে। একেই বলা হয় ঐশী ভীতি; আমরা কি একই 'শ্রদ্ধাভক্তি' এবং 'লজ্জা' বলে অভিহিত করি না?

ক্লেইনিয়াস: তা-ই করি বটে।

অ্যাথেনীয়: আর যারা অশিষ্ট হবে সেই সুরাপায়ীদের পরিচালনা করার জন্য আমরা ধীরশান্ত, ঠাণ্ডা মেজাজের সেনাপতিদের আইনের অবিভাবক হিসেবে, এবং সহযোগী কর্মী হিসেবে নিয়োগ করব। একজন সেনাপতি যখন নিজে ধীরশান্ত নন, তখন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা যতটা না কঠিন, তুলনায় তাদের ছাড়া সুরামত্ততার প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করা তার চাইতেও অধিকতর বিপজ্জনক হয়ে উঠে। কোনও লোক যদি স্বেচ্ছায় এইসব
৬৭১ই আইনকানুন এবং দাইয়ানিসীয় নেতাদের আদেশনির্দেশ মান্য করতে অনিচ্ছুক হয় (এটি ষাট বছরের অধিক বয়সের লোকজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) তাকে সেই ধরনের লজ্জা পোহাতে হবে যা আরেসের[১৬] অধিনায়কদের আদেশ-অমান্যকারীদের পোহাতে হয়; এমনকি তার চাইতেও অধিক লজ্জা পোহাতে হতে পারে তার।

ক্লেইনিয়াস: যথার্থই বলেছেন।

অ্যাথেনীয়: ধরুন, মদোন্মত্ততা এবং আনন্দ-ফুর্তিকে এভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করার ব্যবস্থা করা হলো; ধরুন, সঙ্গী সুরাপায়ীদের সাথে আইন অনুসারে সুরাপায়ী মেলামেশা করল, ধীরশান্ত লোক নেশাগ্রস্ত কাউকে আদেশ করলে সে তা মেনে চলল, সেক্ষেত্রে যারা একত্র-পানে মিলিত হবে,
৬৭২এ তাদের কি কোনও উপকার হবে না? সেক্ষেত্রে কি তারা এখনকার মতো শত্রুভাবাপন্ন না হয়ে বরং বন্ধু হিসেবে পরস্পরের থেকে বিদায় গ্রহণ করবে না?

ক্লেইনিয়াস: আমি নিজেও মনে করি, আপনি যেভাবে বললেন সেভাবে যদি সুরাপানকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহলে তা-ই হবে।

অ্যাথেনীয়: তাহলে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, সুরাপানকে অশুভ বলে গণ্য করে, যে-কোনও নগরীতেই তা গ্রহণের অযোগ্য বলে গণ্য করে, আমরা না হয় দাইয়ানিসাসের দানকে সোজাসুজি দোষারোপ না করি! কারণ, এর পক্ষে অনেক ভালো ভালো কথা বলার আছে; তবে তার মধ্যে যা অগ্রগণ্য তা

www.pathagar.com

আবার সবার সামনে বলাও যায় না – তারা হয়ত এর ভুল ব্যাখ্যা করবে, ৬৭২বি
এটি কী, তা ঠিকমতো বুঝবেই না।

ক্লেইনিয়াস: আপনি কিসের কথা বলতে চাইছেন?

অ্যাথেনীয়: ঐতিহ্যিগতভাবে একটি উপকথা বা গল্প প্রচলিত আছে – তা আবার সারা পৃথিবীময় ছড়িয়েও গেছে যে, দাইয়ানিসাসের সৎমা হেরা[১৭] তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি লুট করে নিয়ে গিয়েছিল; তাই প্রতিশোধস্পৃহা থেকে তিনি বাকুসের মত্ততা এবং নৃত্যের পাগলামিতে অন্যদের উদ্দীপ্ত করেন; আর সেজন্যই তিনি মানুষকে সুরা দিয়েছেন। এ ধরনের কথা বলা যারা নিরাপদ মনে করে আমি তাদের হাতে একথা বলার ভার দিচ্ছি; কিন্তু আমি অন্তত
এটুকু জানি: কোনও প্রাণীই জন্মের সময় বুদ্ধির দিক থেকে পূর্ণবিকশিত ৬৭২সি
এবং নিখুঁত থাকে না; এবং অন্তবর্তীকালে, যখন সে পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা অর্জন করেনি তখন সে পুরোপুরি উন্মাদই থাকে এবং অকারণে বিশৃঙ্খলভাবেই চীৎকার-চেঁচামেচি করে; আর যখন নিজে নিজে পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পারে তখনও বিশৃঙ্খলভাবে ইতিউতি দৌড়ে বেড়ায়। চলুন, আমরা স্মরণ করার চেষ্টা করি: আমরা এমন বলেছিলাম যে, এই গতি এবং ধ্বনিই মিউজিক ও জিমনাস্টিকের উৎস।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ তা মনে আছে; মনে না থেকে কি উপায় আছে?

অ্যাথেনীয়: আমরা আরও দাবি করেছিলাম যে, মানুষের মধ্যে 'হারমোনি' এবং ৬৭২ডি
ছন্দের (তাল ও লয়) ধারণা গোড়া থেকেই জেগে উঠেছিল; তার জন্য দেবতা অ্যাপলো ও মিউজ ও দাইয়ানিসাসকে ধন্যবাদ জানাতে হয়।

ক্লেইনিয়াস: আলবৎ।

অ্যাথেনীয়: অন্যরা যে যুক্তি তুলে ধরেছে, তাতে মনে হয় এমন দাবি করা হয় যে, মানুষকে সুরা দেওয়া হয়েছে প্রতিশোধস্পৃহা থেকে; এর উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে উন্মাদ করে দেওয়া; আর তার বিপরীতে আমাদের এখনকার যে-যুক্তি তাতে বলা হচ্ছে, তাকে সুরাদান করা হয়েছিল ওষুধ হিসেবে, তার আত্মায় সংযম আনয়নের লক্ষ্যে, দেহে সুস্বাস্থ্য ও শক্তি আনার জন্য।

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, আপনি যুক্তিটিকে চমৎকারভাবে স্মরণে এনেছেন।

সুরাপানের ব্যবহার নিয়ে সংক্ষিপ্তসার

অ্যাথেনীয়: কোরাসের শিল্প নিয়ে অর্ধেক আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে বলে ধরে ৬৭২ই
নেওয়া যায়। আমরা কি বাকি অর্ধেকটা নিয়ে আলোচনা করব, না কি এখানেই ক্ষান্তি দেব?

ক্লেইনিয়াস: বাকি অর্ধেকটা কী? আপনি বিষয়টিকে কীভাবে ভাগ করছেন?

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ সম্পূর্ণ কোরাস-শিল্প আমাদের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ শিক্ষাও বটে; তার বাচ্য মাত্রাটি হলো ছন্দ এবং 'হারমোনি'।

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, তা-ই।

অ্যাথেনীয়ঃ কণ্ঠধ্বনির উঠানামার সাথে সঙ্গতি রেখে দেহের বিচলনের ছন্দ
৬৭৩এ আছে, কিন্তু দেহভঙ্গি এর একটি বিশেষ মাত্রা; অন্যদিকে কণ্ঠের বিশেষত্ব হলো তার মাত্রার ওঠানামা।

ক্লেইনিয়াসঃ খুবই সত্যি কথা।

অ্যাথেনীয়ঃ আর কণ্ঠধ্বনি, যা আত্মায় পৌঁছায় আর আমাদেরকে সদ্‌গুণে শিক্ষিত করে তোলে, তাকে আমরা নাম দিয়েছি – কীভাবে দিয়েছি জানি না – 'মিউজিক'।

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো ঠিকই হয়েছে।

অ্যাথেনীয়ঃ দেহের বিচলনকে যখন আনন্দের বিষয় বলে বিবেচনা করা হয়, তখন তাকে বলা হয় নৃত্য; কিন্তু সেই বিচলন যদি দেহের সদ্‌গুণ সঞ্চার করার ক্ষেত্রে কার্যকর হয়, তাহলে আমরা সেই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের নাম দেই 'জিমনাস্টিক'।

ক্লেইনিয়াসঃ ঠিক বলেছেন।

অ্যাথেনীয়ঃ এই কিছুক্ষণ আগে আমরা মিউজিক সম্পর্কে বলেছি, আবারও
৬৭৩বি বলছি, কোরাস শিল্পের প্রায় অর্ধেকটুকু পুরোপুরি আলোচনা করা হয়েছে। বাকি অর্ধেক নিয়ে কি এখন আলোচনা করব, না কি, অন্য কিছু আলোচনা করব; আপনাদের মত কী?

ক্লেইনিয়াসঃ প্রিয় বন্ধুবর, আপনি যখন একজন ক্রিটবাসী এবং একজন লাসাদাইমোনিয়াবাসীর সাথে কথা বলছেন, আর আমরা যখন জিমনাস্টিক নিয়ে নয়, মিউজিক নিয়ে আলোচনা করেছি, তখন আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের আর অন্য কি বলার থাকে?

অ্যাথেনীয়ঃ আপনাদের প্রশ্নের মধ্যে একটি উত্তর লুকিয়ে আছে; আমি বুঝতে
৬৭৩সি পেরেছি আপনারা কী বলছেন – তা কেবল একটি উত্তরই নয়, অধিকন্তু, তা জিমনাস্টিক নিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ করারও নির্দেশ।

ক্লেইনিয়াসঃ আমার কথা আপনি পুরোপুরি ধরতে পেরেছেন; তা-ই করুন।

অ্যাথেনীয়ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই; আপনারা উভয়ে যে-বিষয় অবগত, তা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলা অসুবিধাজনক কিছু নয়। অন্য শিল্পে – মিউজিকে, আপনাদের অভিজ্ঞতার চাইতে এটিতেই আপনাদের অভিজ্ঞতা বেশি।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনার কথা অনেকটাই ঠিক।

৬৭৩ডি **অ্যাথেনীয়ঃ** বেশ, তাহলে আবারও বলতে হয়, এই খেলার ফ্যাক্টটি হলো এই যে, প্রতিটি জীবিত সত্তাই প্রকৃতিগতভাবে লাফ-ঝাপ দিতে অভ্যস্ত, আর আমরা

www.pathagar.com

যেমনটি দাবি করেছি, মানবগোষ্ঠী ছন্দের ধারণা থেকে নৃত্য সৃষ্টি ও আবিষ্কার করেছে। যখন তার সাথে গান যুক্ত হয়েছে এবং ছন্দের উদ্বোধন ঘটেছে তখন দুটিতে মিলে জন্ম দিয়েছে কোরাসের শিল্প।

ক্লেইনিয়াস: খাঁটি কথা।

অ্যাথেনীয়: এই বিষয়টির একটি অংশ ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে; আরেকটি অংশের আলোচনা এখনও বাকি আছে।

ক্লেইনিয়াস: তা ঠিক।

অ্যাথেনীয়: আপনারা যদি অনুমতি দেন তবে এইবেলা সুরাপান নিয়ে আমার ৬৭৩ই
বক্তব্যের শেষ কথা তুলে ধরতে চাই।

ক্লেইনিয়াস: আপনার অধিক আর কী বলার আছে?

অ্যাথেনীয়: আমাকে এক্ষণে বলতে হয় যে, যথাযথ আইনকানুনের অধীনে এবং সংযম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, কোনও নগরী যদি সুরাপান প্রচলন করতে চায়, তাহলে তা একইভাবে একই নীতির অনুসরণে অন্যান্য ভোগসুখ থেকেও লোকজনকে বিরত করবে না; একই যুক্তিতে তাদের ওপর প্রভুত্ব করার লক্ষ্যে এসব জিনিসের ব্যবস্থা করবে; এভাবেই তখন সব কিছুকে ব্যবহার করা যাবে।

অপরপক্ষে, একে যদি ছেলেখেলা বলে গণ্য করা হয়, যদি যে-কোনও সময়, যে-কারও সাথে, অন্য আরও একই ধরনের ভোগসুখের সাথে মিলে,
যে-কাউকেই (৬৭৪এ) তার ইচ্ছেমাফিক সুরাপান করার সুযোগ দেওয়া হয়, ৬৭৪এ
তাহলে আমি এই নগরীকে, বা এই মানুষকে, সুরাপান করতে দেওয়ার ব্যাপারে কিছুতেই সম্মত হব না। সত্যিকার অর্থে আমি ক্রিটবাসী ও লাসাদাইমোনিয়াবাসীদের চাইতে আরকটু এগিয়ে গিয়ে কার্থেজীয় আইনের পক্ষে ওকালতি করতে চাই; সেই আইন অনুসারে কোনও অভিযানে থাকাকালে সুরাপান নিষিদ্ধ, তখন সবসময় কেবল পানিই পেয়। আমি সেই আইনের সাথে আরও কিছু যোগ করতে চাই – নগরীর মধ্যে পুরুষ এবং নারী ক্রীতদাসদের জন্য, এবং যতদিন পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্মরত থাকেন
ততদিন তাদের জন্য, সুরাপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে চাই; পাইলট এবং ৬৭৪বি
জজগণ যখন তাদের কাজে নিয়োজিত থাকবেন, তখন তারা কিছুতেই সুরার স্বাদ নিতে পারবেন না; আর গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয়ে কোনও সভায় যদি কাউকে পরামর্শ দিতে হয়ে তবে তারও সুরাপান করা চলবে না; অধিকন্তু, শারীরিক প্রশিক্ষণ এবং অসুস্থতার কারণ ছাড়া দিনের বেলায় কাউকেই সুরাপান করতে দেওয়া হবে না; আর তা রাতের বেলায়ও প্রযোজ্য, যখন নারী বা পুরুষদের কেউ সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাবে। এমন হয়ত হাজারো পরিস্থিতির তালিকা তৈরি করা যায় যে-অবস্থায় বুদ্ধিমত্তা এবং সঠিক আইনের অধিকারী কারও বেলা সুরাপান করা উচিত নয়।

সুতরাং, এই যুক্তির নিরিখে কোনও নগরীরই এন্তার দ্রাক্ষার প্রয়োজন নেই ৬৭৪সি
খামার-উৎপাদিত অন্য সামগ্রী এবং সামগ্রিকভাবে খাবারদাবার নিয়ন্ত্রিত হবে

www.pathagar.com

বটে, তবে সুরার উৎপাদন হবে সবচেয়ে সীমবদ্ধ, সবচেয়ে কম। আগন্তুকবৃন্দ, সুরার ব্যাপারে এই হলো আমার শেষ কথাবার্তা।

ক্লেইনিয়াস: চমৎকার বলেছেন। আমরা একমত।

টীকা

১ মূল লেখার এই শব্দগুচ্ছের আরেকটি অর্থও করা যেতে পারে: 'সমন্বয়ই হলো সামগ্রিকভাবে সদ্‌গুণ'।

২ মূল শব্দটিট হলো *hosion;* কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার এর অর্থ করেছেন 'পবিত্র'। কিন্তু বিতর্ক দেখা দিয়েছে এই কারণে যে, 'পবিত্র'-এর ধারণাটি এসেছে ইহুদি-খিস্টান ঐতিহ্য থেকে; প্রাচীন গ্রিসের ঐতিহ্যে তা 'ধার্মিকতার' সমতুল্য।

৩ মূল পাণ্ডুলিপিতে (ইউসিবিয়সের পাণ্ডুলিপিতে, হাতে শুদ্ধ করা) এই শব্দটি হলো *আনের,* তথা, ঐশী মানব।

৪ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিশরীয় দেবী। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে হেলেনীয় বিশ্বে তার পূজা প্রসার লাভ করেছিল।

৫ কিথারা ছিল বীণা টাইপের বাদ্যযন্ত্র, সাধারণত আট থেকে দশ তারের। এটি ছিল ইউ-আকৃতির এবং শব্দের জন্য এর ছিল কচ্ছপের খোল। সাধারণত এর বাদন সীমাবদ্ধ থাকত পেশাদার বাজিয়েদের মধ্যে; তারা জনসমক্ষে এটি বাজাত। লাইয়ার নামে বাদ্যযন্ত্রটি ছিল অধিকতর ছোট আকৃতির, তাতে তারের সংখ্যাও ছিল কম। অপেশাদার, কবিকুল এই লাইয়ার সঙ্গত করত, কিন্তু সুর শিক্ষার জন্য যেতে হত কিথারার কাছে।

৬ এখানে মূল পাণ্ডুলিপির লেখায় অস্পষ্টতার কথা বলেছেন অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকারগণ। যেমন, স্যান্ডারস অনুবাদ করেছেন এভাবে: "আমাদের কাছে মনে হয়, আজকাল পৃথিবীর প্রতিটি নগরীতে যে-রীতিনীতি অনুসরণ করা হয় তার বিচারে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ।"

৭ এখানে পাণ্ডুলিপিতে থাকা অস্পষ্টতা এবং অনুমান-করা মার্জিন-লেখা এবং পরবর্তীকালে মূলে তার যুক্ততার কারণে বিভিন্ন ধরনের অনুবাদ হয়েছে। যেমন বেঞ্জামিন জুয়েট অনুবাদ করেছেন: "হেলাসের সাধারণ রীতিনীতি, যা এখনও ইতালি ও সিসিলি-তে বিদ্যমান ..."।

৮ মাইদাস ছিলেন ফ্রিগিয়ার কিংবদন্তিতুল্য রাজা, যার স্পর্শ সবকিছুকে স্বর্ণ বানিয়ে দিত। তার্‌তিয়াস তাঁর কথা এবং সিনিরাসের কথা উল্লেখ করেছেন; তবে দেখা যায় যে, অ্যাথেনীয় আগন্তুক তাদের উল্লেখের ক্রম বদলে দিয়েছেন, সিনিরাসের কথা প্রথমে বলেছেন, দোরীয় শিল্পের জায়গায় বলেছেন এতিকে শিল্প। সিনিরাস ছিলেন সাইপ্রাসের কিংবদন্তিতুল্য রাজা। তার কথাই আগে বলা উচিত, কারণ, প্রাচীনকালের একটি প্রবাদ আছে: "মাইদাস ছিলেন আশীর্বাদপ্রাপ্ত; সিনিরাস তারও তিনগুণ আশীর্বাদপ্রাপ্ত।" এক নম্বর পুস্তকে তার্‌তিয়াসের যে গানের কথা আছে, তা এখানে অ্যাথেনীয় আগন্তুক আবার উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করতে শুরু করে। অ্যাথেনীয় আবারও ভালো জিনিসের ক্রমে নতুন বিন্যাস আনেন: এইবার আকৃতি আর শক্তিকে ঠিকভাবে প্রথমে স্থান দেওয়া হয়; অ্যাথেনীয় সম্পদের জন্য দ্বিতীয় স্থান নির্ধারণ করেন, দ্রুতগতিকে তৃতীয় স্থানে। তার্‌তিয়াস দুটি ভালো জিনিসের কথা বলেন, খ্যাতি ও বচন; অ্যাথেনীয় যখন কবিতাটির ব্যাখ্যা করেন তখন কোথাও তিনি সরাসরি এ দুটি ভালো জিনিসের কথা বলেন না। অন্যদিকে তিনি জোরেশোরে সুস্বাস্থ্যের কথা বলেন, এবং স্বেচ্ছাচারী হওয়া, যা ইচ্ছা তা-ই করার কথা বলেন। এসব জিনিসের কথা কবি আদপেই বলেননি।

www.pathagar.com

৯ সাইদন হলো ফিনিশিয়া-র আরেক নাম। এখানে যে কিংবদন্তির কথা বলা হয়েছে তা হলো ক্যাদ্‌মাসের কিংবদন্তি।

১০ অ্যাপলোর একটি গুণবাচক অভিধা; এর অর্থ হলো 'মুক্তিদাতা' বা 'শুশ্রূষাকারী'।

১১ মূলে ব্যবহৃত শব্দটি হলো *'তেলেতি'*। গুহ্যধর্মের আচারে এই পদটি ব্যবহৃত হতো। এই আচার বা ধর্মকৃত্যে দেবতার পূজা যতটা না হতো তার চাইতে অধিক হতো যৌনক্রিয়া সহযোগে নাচ-গান, যার মাধ্যমে অংশগহণকারীরা নিজেদেরকে দেবতার সামনে পবিত্র করে তোলার চেষ্টা করত।

১২ এখানে মূল গ্রিক শব্দটি নিয়ে অর্থ ও ব্যঞ্জনার খেলা আছে। "চারণ" এবং "সহযোগী চারণকারী" শব্দের মূল ধাতু আর "আইন (*নমস*)-এর মূল ধাতু একই।

১৩ হোমার-পূর্ব গ্রাসের এই গায়ক কিথারা বাজাতেন; বলা হয়ে থাকে যে, তিনি সবকিছুকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারতেন, এমনকি গাছপালা ও পাথরকেও। দাইয়ানিসাস কাল্টের প্রতিষ্ঠাতা ও পারলৌকিক জীবনধারণার সূচনাকারী। আলোচ্য কাব্যাংশটির সঠিক উৎস খুঁজে পাওয়া যায়নি, কিন্তু অনুমান করা হয় যে, অর্ফেয়ুস এখানে উঠতি বয়সের বালক, যারা বয়ঃসন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছে, তাদের কথা বলছেন।

১৪ আউলুস ছিল দুই রিডের একটি বাদ্যযন্ত্র – অনেকটা আধুনিক ওউবোউ-এর মতো। অনেক সময় ভুল করে একে বাঁশি বলে অনুবাদ করা হয়েছে।

১৫ এটি গ্রিক সঙ্গীতের একটি কারিগরি পদ। গ্রিক মিউজিক কিছু সংখ্যক হারমোনি বা স্কেলে বিভক্ত; মনে করা যায় তারা প্রত্যেকটি কিছু কিছু অভিব্যক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একেকটি মুড বা মেজাজ নির্দেশ করে। 'দোরীয়' হারমোনি এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো, অত্যন্ত নিম্ন লয়ের, কিথারা-র জন্য উপযোগী। 'লিদীয়ান' ও 'মিক্সিলিদিয়ান' হারমোনি অধিকতর সংযত এবং অউলুস-এর জন্য অধিকতর উপযোগী; তাতে সুর অধিক প্রসারিত। 'ফ্রিজিয়ান' হারমোনি ছিল অধিকতর অনিয়ন্ত্রিত, ছড়ানো।

১৬ আরেস হলেন যুদ্ধের দেবতা; এক্ষেত্রে তার অর্থ হলো সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক বা কমান্ডার।

১৭ হেরা হলেন জিউসের স্ত্রী, এরিজের মাতা।

www.pathagar.com

পুস্তক তিন

৪. ইতিহাসের শিক্ষা (১): আইন-প্রণয়ন ও ক্ষমতার ভারসাম্য

মহাপ্লাবন-পরবর্তী জীবন

৬৭৬এ **অ্যাথেনীয়:** তাহলে বলা যায় এভাবেই কার্য সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার মূল উৎস নিয়ে আমরা কী বলব? একজন মানুষ কি এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই তাকে সবচেয়ে সহজভাবে এবং সুন্দরভাবে দেখেতে পাবে না ...?

ক্লেইনিয়াস: যেমন?

অ্যাথেনীয়: আমি বলতে চাচ্ছি, তিনি সময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে তা লক্ষ করতে পারেন – সদ্‌গুণ এবং সেইসাথে বদগুণের ক্ষেত্রে নগরীতে যে পরিবর্তন ঘটে তার অগ্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তাকে অবলোকন করতে পারেন।

ক্লেইনিয়াস: আপনি কোন্ দৃষ্টিকোণের কথা বলছেন?

৬৭৬বি **অ্যাথেনীয়:** আমার ধারণা, আমি সেই দৃষ্টিকোণের কথা বলছি যাতে সম্পৃক্ত থাকে সময়ের অনন্ত পরিসর আর সেই সময়ে সংঘটিত পরিবর্তন।

ক্লেইনিয়াস: তা লাভ করার উপায় কী?

অ্যাথেনীয়: বলছি। কতদিন ধরে নগরীর অস্তিত্ব আছে আর মানুষ কতদিন ধরে রাজনীতিতে যুক্ত আছে তা কি নির্ণয় করতে পারেন আপনি; এ-বিষয়ে আপনার ধারণা কী?

ক্লেইনিয়াস: তা খুব একটা সহজ কাজ নয়।

অ্যাথেনীয়: তাহলে আপনি স্বীকার করেন, এটি বিশাল একটি কাজ, তা পরিমাপ করা সাধ্যের অতীত?

ক্লেইনিয়াস: তা ঠিক।

অ্যাথেনীয়: এই সময়-পরিসরে কি হাজার হাজার নগরী গড়ে উঠেনি আর
৬৭৬সি হাজারো নগরী ধ্বংস হয়ে যায়নি? আর তাদের প্রত্যেকের বেলায় কি বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল না? তারা কি একসময় ছোট থেকে বড় হয়নি, বড় থেকে ছোট হয়নি আর খারাপ শাসনব্যবস্থা

www.pathagar.com

থেকে উত্তম শাসনব্যবস্থায় উত্তরিত হয়নি, আবার উত্তম ব্যবস্থা থেকে নিকৃষ্ট ব্যবস্থায় নিপতিত হয়নি?

ক্লেইনিয়াস: তা তো নিশ্চয়ই ঘটেছে।

অ্যাথেনীয়: তাহলে এই পরিবর্তনের কারণ অনুধাবন করার চেষ্টা করা যাক। তা-ই হয়ত আমাদের কাছে রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার উৎস ও রূপান্তর তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

ক্লেইনিয়াস: খুবই ভালো কথা। আপনার চিন্তাভাবনা আমাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করুন, আমরাও তা অনুধাবনের চেষ্টা করি ।

অ্যাথেনীয়: বেশ, আপনারা কি বিশ্বাস করেন প্রাচীন প্রবাদে কোনও সত্যতা আছে? ৬৭৭এ

ক্লেইনিয়াস: কী প্রবাদ?

অ্যাথেনীয়: সেই প্রবাদ যা অসংখ্য দুর্যোগ, যেমন, বন্যা, প্লেগ এবং এমনতরো সব দুর্যোগের কথা বলে, যা মানুষকে ধ্বংস করেছে এবং যাদের কারণে মনুষ্যগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র এখন বেঁচে আছে।

ক্লেইনিয়াস: একথা তো সবার কাছে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়।

অ্যাথেনীয়: তা বেশ; তাদের একটির কথা বিবেচনা করা যাক – বিখ্যাত সেই মহাপ্লাবনের কথা।

ক্লেইনিয়াস: তা নিয়ে কী কথা বিবেচনা করব?

অ্যাথেনীয়: আমি বলতে চাচ্ছি, সেই ধ্বংসলীলা থেকে যারা রক্ষা পেয়েছিল, ৬৭৭বি
পাহাড়ের চূড়ায় মনুষ্যগোষ্ঠীর যে ক্ষুদ্র কণা বেঁচে ছিল, তাদের সবারই তো পাহাড়ি পশুচারণকারী হওয়ার কথা; তা-ই না?

ক্লেইনিয়াস: স্পষ্টতই তা-ই।

অ্যাথেনীয়: এ ধরনের রক্ষাপ্রাপ্ত মানুষজনের তো শিল্পের কোনও অভিজ্ঞতা থাকবে না, বিশেষত, বিজয় ও অধিক-প্রাপ্তির লোভের বশবর্তী হয়ে নগরীতে বসবাসকারী লোকজন যেমন একে অপরের বিরুদ্ধে ফন্দিফিকির করে এবং পরস্পরের ক্ষতিসাধন করে, তেমন কোনও চিন্তা তো তাদের মধ্যে থাকবে না।

অ্যাথেনীয়: তা-ই হওয়ার কথা।

ক্লেইনিয়াস: আমরা কি ধরে নেব যে, সে-সময় সমুদ্রকূলের সমভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ৬৭৭সি
সকল নগরী পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল?

ক্লেইনিয়াস: তা-ই ধরে নিলাম।

অ্যাথেনীয়: সেক্ষেত্রে কি আমাদের এ-কথাও ধরে নিতে হয় না যে, সেই সময় সব যন্ত্রপাতি, হাতিয়ারও ধ্বংস হয়েছিল আর পূর্বে রাজনীতি অথবা অন্য কোনও ধরনের প্রজ্ঞায় গুরুগম্ভীর আর গুরুত্বপূর্ণ কোনও শিল্পাংশ যদি আবিষ্কৃত হয়েও থাকে, তা-ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল? তা না হলে বন্ধুবৃন্দ,

www.pathagar.com

আজকে যে-অবস্থা বিরাজমান, তা যদি সবসময় এমনই থাকত, তাহলে নুতন কিছু কী করে আবিষ্কৃত হতো?[১]

৬৭৭ডি **ক্রেইনিয়াস**: অন্য কথায় বলা যায় যে, হাজার হাজার বছর ধরে লোকজনের কাছে এসব জিনিস অজানা ছিল আর কেবল বিগত এক বা দুই হাজার বছর ধরে তা পাদপ্রদীপে এসেছে – কিছু জিনিস দাইদলাসের হাত ধরে, কিছু অর্ফেয়ুস হতে, আর বাকিগুলো এসেছে পেলামিদেজ হতে; যেসব জিনিস মিউজিক সম্পর্কিত তা আবিষ্কৃত হয়েছে মার্সিয়াস ও অলিম্পাস দ্বারা আর যা লাইয়ারের সাথে যুক্ত তা এম্‌ফিয়ন দ্বারা; অন্য অনেক কিছুই আবিষ্কৃত হয়েছে অন্য লোকের দ্বারা – বলতে গেলে এই গতকাল বা তার আগের দিন।[২]

অ্যাথেনীয়: ক্রেইনিয়াস, গতকালের লোকটিকে, আপনার বন্ধুটির কথা ভুলে গেলেন?

ক্রেইনিয়াস: আপনি এপিমেনিদেসের কথা বলছেন না তো?

৬৭৭ই **অ্যাথেনীয়**: বন্ধুবর, তিনি আবিষ্কারের দিক থেকে আপনাদের লোকজনের মধ্যে সবাইকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন; অনেকদিন আগে হীসিয়াদ তাঁর ঐশী বাণীতে যা বলে গিয়েছিলেন, আপনাদের দাবি অনুযায়ী, তিনি আদতে তাঁর কাজের মাধ্যমে তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিলেন।[৩]

ক্রেইনিয়াস: হ্যাঁ, আমাদের ঐতিহ্য তা-ই বলে।

অ্যাথেনীয়: তাহলে সেই ধ্বংসলীলার পর মানুষের অবস্থা কেমন ছিল – কী বলব আমরা? তখন কি ভয়াল বিশাল জনমানবশূন্য প্রান্তর ছিল না চারিদিকে? অন্য প্রাণিরাও তো ধ্বংস হয়ে হিয়েছিল; প্রাণিজগতে হয়ত দুয়েকটি
৬৭৮এ গরুবাছুর, ছাগল বেঁচে গিয়েছিল; তারাই হয়ত পশুচারণকারীদের জীবন বাঁচিয়ে রেখেছিল; তা-ই না?

ক্রেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা-ই বটে।

অ্যাথেনীয়: আমরা এখন যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি – নগরীর রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা আর আইনপ্রদান নিয়ে আমাদের কি এমন ধারণা হয় যে, তাদের সম্পর্কে স্মৃতি বলতে যা বুঝায় তার কোনও কিছু বেঁচে ছিল?

ক্রেইনিয়াস: তার কোনও কিছুই তো থাকার কথা নয়।

অ্যাথেনীয়: তাহলে এখন যেসব জিনিস আমাদের আয়ত্তে আছে – নগরী, রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা এবং শিল্প ও আইনকানুন এবং হাজারো শয়তানি, সেইসাথে বহুবিধ সদ্‌গুণ – তা মানুষ সে-অবস্থায়ই তৈরি করেছে?

ক্রেইনিয়াস: আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

৬৭৮বি **অ্যাথেনীয়**: প্রিয়বর বন্ধু, আপনি কি মনে করেন নাগরিক জীবনে প্রচলিত অসংখ্য সুন্দর জিনিসে অনভিজ্ঞ এবং সেইসাথে বিপরীত ধরনের জিনিসেও অনভিজ্ঞ সেই সময়কার মানুষ নিখুঁতভাবে সদ্‌গুণের অধিকারী হতে পারে অথবা শয়তানিতে পুরোপুরি পারদর্শী হতে পারে?

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: আপনি চমৎকার বলেছেন; আপনি কী বলতে চাচ্ছেন তা আমরা বুঝতে পেরেছি।

অ্যাথেনীয়: তাহলে বলতে হয় সময় যতই এগিয়েছে আমাদের জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতিটি জিনিস পরিবর্তিত হয়ে আজকের অবস্থায় উপনীত হয়েছে?

ক্লেইনিয়াস: খাঁটি কথা।

অ্যাথেনীয়: তবে এ ব্যাপারে তো সন্দেহ করার কোনও অবকাশ নেই যে, এক লহমায় সেই পরিবর্তন ঘটেনি; আস্তে আস্তে, দীর্ঘ সময়ের পরিসরে তা ঘটেছে।

ক্লেইনিয়াস: তা-ই তো হবে। ৬৭৮সি

অ্যাথেনীয়: আমার ধারণা পাহাড়ের ওপর থেকে সমভূমিতে নেমে আসার সময় তাদের সবার কানেই ভয়ের ডঙ্কা বাজছিল।

ক্লেইনিয়াস: তা-ই তো স্বাভাবিক।

অ্যাথেনীয়: যারা বেঁচে গিয়েছিল তাদের সংখ্যার স্বল্পতা নিশ্চয়ই তাদের পরস্পরকে দেখার ব্যাপারে অধিকতর আকুল করে তুলেছিল; আর আমার বলা দরকার, শিল্প হারানোর পর তখন স্থলপথে বা সমুদ্রপথে ভ্রমণ করার সমস্ত উপায় নিশ্চয়ই প্রায় পুরোপুরিই হারিয়ে গিয়েছিল এবং একজনের সাথে আরেকজনের যোগাযোগে প্রচণ্ড অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল; কারণ, তখন নিশ্চয়ই লোহা আর তামা আর সমস্ত ধাতু, সমস্ত কিছুই, মাটির নিচে হারিয়ে গিয়েছিল আর তাদের কীভাবে উদ্ধার করা যাবে সে-ব্যাপারেও তারা নিশ্চয়ই ৬৭৮ডি
পুরোপুরি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল; আর সে-কারণেই তাদের হাতে কাটা-কাঠ ছিল খুবই নগণ্য পরিমাণের। পাহাড়ের কোথাও যদি কোনও যন্ত্রপাতি রক্ষাও পেয়ে থাকে তা নিশ্চয়ই অতি ব্যবহারের ফলে অল্প সময়েই ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল আর মনুষ্যসমাজে ধাতুশিল্পের পুনরাবির্ভাবের আগে নিশ্চয়ই তাদের স্থলে নতুন কোনও যন্ত্রপাতির প্রবর্তন হয়নি।

ক্লেইনিয়াস: তা কী করে ঘটবে?

অ্যাথেনীয়: আপনার ধারণা কী – কয় প্রজন্ম পরে তা ঘটে থাকতে পারে?

ক্লেইনিয়াস: তা নিশ্চয়ই বহু বহু প্রজন্ম পরে। ৬৭৮ই

অ্যাথেনীয়: তাহলে যে-শিল্পে লোহা আর তামা আর এমন কিছু ধাতুর প্রয়োজন পড়ে সেই শিল্প কি সেই সময় পরিসরে আর তার কিছুকালের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না?

ক্লেইনিয়াস: এমনটি না হয়ে উপায় কী?

অ্যাথেনীয়: তাহলে বিভিন্ন কারণে গৃহযুদ্ধ ও অন্যান্য যুদ্ধ সেই সময় লোপ পেয়েছিল।

ক্লেইনিয়াস: তা কী করে হবে?

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ প্রথমত, তারা যেহেতু একা একা ছিল তাই একের সাথে অপরের সাক্ষাতের মাধ্যমে তারা যারপর নাই আনন্দিত হয়েছিল, তাদের একের প্রতি অন্যের শুভেচ্ছার জন্ম হয়েছিল। তারপর খাবারের কথা ধরুন – তা নিয়ে তারা ঝগড়া-বিবাদে রত হয়নি; সেই সময় প্রায় সবাই পশুপালন করে জীবন
৬৭৯এ নির্বাহ করত; সম্ভবত প্রথমদিকে কিছু কিছু ক্ষেত্র ব্যতীত চারণভূমির কোনও অভাব ছিল না। সুতরাং, তাদের দুগ্ধ আর মাংসের অভাব হয়নি। তাছাড়া শিকার করে তারা নিজেদের জন্য যে মাংস আহরণ করত তা-ও গুণেমানে কম ছিল না, পারিমাণেও না। কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র, ঘরবাড়ি, আগুনের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য এবং সাধারণভাবে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতিরও প্রাচুর্য ছিল তাদের। ছাঁচে গড়া এবং বুননের শিল্পের কোনওটিতেই লোহার প্রয়োজন পড়ে না;
৬৭৯বি আর দেবতা মানুষকে এই দুটি শিল্প দান করেছেন যাতে মনুষ্যগোষ্ঠী যখন এ ধরনের বিপদে পড়ে তখনও বেড়ে উঠতে পারে, উন্নতি লাভ করতে পারে। তাই তারা চরম দারিদ্র্যে নিপতিত হয়নি আর দারিদ্র্যের কারণে একে অপরের সাথে ভিন্ন হতেও বাধ্য হয়নি। অন্যদিকে, যেহেতু তাদের সোনা রূপা ছিল না তাই ধনীও হয়ে উঠতে পারেনি – এই ছিল তখন তাদের অবস্থা। যে কম্যুনিটির দারিদ্র্য নেই আবার অতিরিক্ত ধন-সম্পদও নেই তার
৬৭৯সি মধ্যেই সর্বদা সবচেয়ে মহৎ নীতির বাস থাকবে: তাতে থাকবে না কোনও ঔদ্ধত্য, কোনও অন্যায়, হিংসাবিদ্বেষ আর খারাপ মনোভাব।

এসব কারণে তারা ভালো ছিল; আর যাকে বলে সরল মন, তার কারণেও তারা ভালো ছিল। কারণ তারা যখন শুনত যে-কোনও কিছুকে মহৎ বলা হচ্ছে, কোনও কিছুকে লজ্জাকর বলা হচ্ছে, তখন সরলতার কারণে তারা ভাবত যে, যা বলা হয়েছে তা সত্য; তারা তা বিশ্বাস করত। এখন যেমন ঘটে, মানুষ মিথ্যা খুঁজে বের করার পথ জানে, তখন তাদের সেই প্রজ্ঞা ছিল না। তারা দেবতা সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে যা শুনত তা-ই সত্যি বলে বিশ্বাস করত আর সে অনুসারেই জীবনযাপন করত। আর সে-কারণেই আমরা এখন তাদের যেভাবে বর্ণনা করলাম ঠিক তেমনই ছিল তারা।

৬৭৯ডি **ক্লেইনিয়াসঃ** আমার চিন্তাভাবনার সাথে এটি পুরোপুরিই মিলে যাচ্ছে; আমাদের বন্ধুটিরও।

অ্যাথেনীয়ঃ আমাদের কি তাহলে একথা বলা উচিত নয় যে, অনেক প্রজন্ম ধরে যারা এ ধরনের জীবন কাটিয়েছে তাদের শিল্পচর্চা এবং জ্ঞানগম্যি, বিশেষত যুদ্ধের শিল্পজ্ঞান, প্লাবনের পূর্বেকার লোক ও বর্তমানের মানুষের চাইতে কম ছিল? তারা তো জলেস্থলে বর্তমান কালে ব্যবহৃত যুদ্ধকলার সবকিছু জানত না, এমনকি নগরীর নিজের যে শিল্প, যাকে আইনি মামলা, গৃহযুদ্ধ বলা হয় এবং পারস্পরিক অনিষ্ট সাধনের লক্ষ্যে যার মধ্য দিয়ে
৬৭৯ই কথাবার্তা ও কাজকর্মের হাজারো ধরনের ফন্দিফিকির খুঁজে বের করা হয় – তার কিছুই জানত না। তাই আমরা যে-যুক্তি এইমাত্র ব্যাখ্যা করলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে কি একথা বলা উচিত নয় যে, তারা ছিল অনেক বেশি

www.pathagar.com

সরল, অনেক বেশি সাহসী, অনেক বেশি সংযত এবং সবদিক থেকে অনেক বেশি ন্যায়পরায়ণ?

ক্রেইনিয়াস: আপনি যা বলছেন তা-ই ঠিক।

স্বৈরতন্ত্র

অ্যাথেনীয়: আপনারা যদি একথা অনুধাবন করেন যে, আমরা যে-কথা বলেছি এবং পরবর্তী সময়ে আমাদের যে-কথা বলার আছে – সে সময়কার ৬৮০এ
লোকদের আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা, কে তাদের আইনদাতা – তা বোঝানোর জন্য তা বলা হয়েছে, তাহলে যথার্থ হয়।

ক্রেইনিয়াস: আপনি চমৎকার কথা বলেছেন।

অ্যাথেনীয়: অবস্থাটি কি তখন এমন ছিল না যে, বলতে গেলে তাদের কোনও আইনদাতারই প্রয়োজন ছিল না; সে সময় এমন কিছুর অস্তিত্বই ছিল না? কারণ, সেই প্রাচীনকালে তো লেখার জন্য বর্ণমালা ছিল না; তাদের জীবন পরিচালিত হতো অভ্যাসের মাধ্যমে আর যাকে পূর্বপুরুষের আইন বলা হয় তার মাধ্যমে।

ক্রেইনিয়াস: সম্ভবত তা-ই।

আথেনীয় আগন্তুক: কিন্তু তা-ও এক ধরনের রাজনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা।

ক্রেইনিয়াস: কী ধরনের?

আথেনীয় আগন্তুক: আমার ধারণা সবাই সেই যুগের শাসনব্যবস্থাকে 'রাজবংশের ৬৮০বি
শাসন' বলে।[৪] অনেক জায়গায়ই এটি এখনও চালু আছে – গ্রিকদের মধ্যে, এমনকি বর্বর জাতিদের মধ্যেও। ধারণা করা যায় যে, হোমার যখন সাইক্লপজের কথা বলেন তখন তিনি তাতে এ ধরনের ব্যবস্থার কথাই বলেন:

> এই লোকজনদের মাঝে না আছে একত্র-জমায়েত
> না আছে গোত্রশাসন[৫],
> তারা বাস করে উঁচু উঁচু পাহাড়ের
> শূন্যগর্ভ গুহায়, আর প্রত্যেকেই শাসনভার দিয়ে যায়
> তার নিজের সন্তান আর স্ত্রীদের করপুটে, আর অন্যদের নিয়ে তাদের ৬৮০সি
> নেই কোনও ভাবনা, কোনও চিন্তা।

ক্রেইনিয়াস: আপনার কবি তো খুবই চমৎকার। আমি তাঁর অন্য কিছু কবিতা পড়েছি – ওগুলো খুবই বুদ্ধিদীপ্ত। কিন্তু আমি তার সম্পর্কে খুব একটা কিছু জানি না, কারণ ক্রিটবাসীদের মধ্যে বিদেশি কবিদের পাঠ বিরল।

মেগিল্লাস: তবে আমরা খুব পাঠ করি; আর তিনি সম্ভবত কবিদের মধ্যে অন্যতম; তবে তিনি যে জীবনধারা তুলে ধরেন তা বোধহয় স্পার্টীয় নয়, বরং, ৬৮০ডি

অনেকটাই ইউনানি। আপনি এখন যা বলছেন – তিনি ঐতিহ্যের সাহায্যে বর্বরতার মধ্যে মানবগোষ্ঠীর প্রাচীন অবস্থা খুঁজে পেতে চান তাতে তার কথায় সত্যতা মেলে বলে মনে হয়।

অ্যাথেনীয়ঃ হ্যাঁ, তিনি এর সাক্ষী; এ ধরনের শাসনব্যবস্থা যে কখনও কখনও দেখা দেয়, তাঁর একথা আমরা না হয় সত্য বলেই মেনে নিলাম।

ক্লেইনিয়াসঃ বেশ।

অ্যাথেনীয়ঃ আর মহাদুর্যোগের ধ্বংসলীলার কারণে যারা একেক সংসার বা গোষ্ঠীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল তাদের মধ্যেই কি এ ধরনের শাসনব্যবস্থার দেখা পাওয়া যায়নি? তখনই কি তাদের মধ্যে পিতামাতার কর্তৃত্ব হস্তান্তর
৬৮০ই করার এবং ঝাকের পাখির মতো অন্যদের অনুসরণ করার মাধ্যমে সর্বজ্যেষ্ঠের শাসন চালু হয়নি? এর মাধ্যমে কি তারা পিতৃতান্ত্রিক আইন এবং সকল রাজতন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ রাজতন্ত্র দ্বারা শাসিত হয়নি?

ক্লেইনিয়াসঃ আলবৎ হয়েছে।

অ্যাথেনীয়ঃ এরপর বহুসংখ্যক মানুষ একত্রিত হয়ে বৃহত্তর কম্যুনিটি, নগরী তৈরি
৬৮১এ করে। তার মধ্যে যারা পাহাড়ের পাদদেশে বাস করে তারাই প্রথমে কৃষিকাজে বৃত হয়; বন্য প্রাণীর আক্রমণ হতে নিজেদের রক্ষা করার জন্য চারিপাশে পাথরের রক্ষা-দেওয়াল তৈরি করে তারা সাধারণের বসবাসযোগ্য বিশাল আবাসস্থল তৈরি করে।

ক্লেইনিয়াসঃ এমন হওয়াই স্বাভাবিক।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে তারপর সম্ভবত এমনটি ঘটবে।

ক্লেইনিয়াসঃ কেমন?

আদিম নগরী এবং আইন প্রণয়নের উৎস

অ্যাথেনীয়ঃ তারপর ছোট ছোট মূল বসতি আস্তে আস্তে বড় হয়ে পড়ে, ছোট ছোট পরিবারগুলো গোত্র ধরে ধরে আসে; তাদের বয়োজ্যেষ্ঠরাও থাকে তাদের
৬৮১বি সাথে আর তারা সাথে করে নিয়ে আসে নির্দিষ্ট আচার-আচরণ। দেবতাদের নিয়ে এবং তাদের নিজেদের নিয়েও তাদের যে বিচিত্র রীতিনীতি তা তারা লাভ করেছে তাদের পিতামাতা আর যারা তাদের বড় করেছে তাদের থেকে; যেখানে শৃঙ্খলা ছিল সেখানে গড়ে উঠেছিল সুশৃঙ্খল রীতিনীতি আর যেখানে পুরুষালি অবস্থা ছিল সেখানে পুরুষালি রীতিনীতি। সেই গোত্র নিশ্চয়ই তাদের সন্তানদের ওপর, তাদের সন্তানদের সন্তানদের ওপর, তাদের পছন্দমতো রীতিনীতির ছাপ দিয়েছিলঃ আর আমরা এখন বলছি যে, সেই বিশেষ রীতিনীতিই এখন বৃহত্তর সমাজে তার স্থান করে নেবে।

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: তা তো নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়: অধিকন্তু, একথা বলা যায় যে, প্রত্যেকের কাছে তার নিজের আইন ৬৮১সি
নিশ্চয়ই অন্যের আইনের চাইতে অনেক বেশি সুখকর।

ক্লেইনিয়াস: তা সত্য।

অ্যাথেনীয়: তাহলে মনে হচ্ছে আমরা বোধহয় অজ্ঞাতেই আইনের উৎসে হোঁচট খেলাম।

ক্লেইনিয়াস: ঠিক তা-ই।

অ্যাথেনীয়: নিশ্চিতই বলা যায়, এরপর যারা একত্রিত হয়েছিল তারা বাধ্য হয়ে কিছু লোককে বেছে নিয়েছিল যারা গোত্রের রীতিনীতি দেখাশোনা ও পর্যালোচনা করেছিল আর বিশেষ করে কম্যুনিটির কাছে যা গ্রহণযোগ্য সেই আইন বাছাই করেছিল, তাদেরকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছিল এবং তারপর
জনগণের নেতাদের কাছে, প্রধানদের কাছে, বা যেমন বলা হয় – রাজার ৬৮১ডি
কাছে, তাদেরকে তুলে ধরেছিল। এই লোকজেনকেই বলা হয় আইনপ্রণেতা; তারা ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগ দিয়েছিল; এক ধরনের অভিজাততন্ত্র বা সম্ভবত বিরাজমান উচ্চকোটির পরিবারগুলো থেকে নির্বাচন করে এক ধরনের রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর এ ধরনের পরিবর্তনকালে তারা নিজেরা শাসনভার হাতে নিয়েছিল।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, এই ঘটনাক্রমেই জিনিসপত্র এগুতে থাকে।

ট্রয়

অ্যাথেনীয়: এখন তৃতীয় আরেক ধরনের শাসন-ব্যবস্থার কথা বলা যাক যেখানে রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা ও নগরীর সকল রূপ ও অভিজ্ঞতা একত্রিত হয়েছে।

ক্লেইনিয়াস: সেটি কী? ৬৮১ই

অ্যাথেনীয়: এটি সেই আদলের শাসনব্যবস্থা যার কথা হোমার দ্বিতীয় ব্যবস্থাটির পরে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, দারদানাস যখন দারদানিয়া প্রতিষ্ঠা করেন তখনই এই তৃতীয় আদলটির আবির্ভাব ঘটে:

> যাদের মুখে জুটেছিল কথা, সমভূমে তাদের নগরী
> এলিয়ামের প্রতিষ্ঠা হয়নি তখনও;
> তাদের বাস তখনও বহু ঝরণা-ঝরা দেশ আইদা পাহাড়ের কোলে।

তিনি যখন এই কবিতা বলেন, সাইক্লপজ্‌দের কথা বলেন, তখন তিনি ৬৮২এ
আদতে দেবতার আর প্রকৃতির বাক্যই বলেন; কারণ, কবিদের গোষ্ঠী হলো ঐশ্বরিক; যখন তাঁরা গান করে তখন অনুপ্রাণিত হয়েই গান করে: প্রতিবার

www.pathagar.com

যখন কোনও 'মিউজ' এবং 'গ্রেইস'-এর সাহায্যে কবি গান করেন, তখন তিনি সত্য লাভ করেন।

ক্লেইনিয়াস: তা ঠিক।

অ্যাথেনীয়: তাহলে যে-কিংবদন্তিটি আমরা হাতে পেলাম তা নিয়ে আরেকটু এগিয়ে যাওয়া যাক – আমাদের অনুসন্ধানের যে বিষয় তার ব্যাপারে এটি হয়ত নতুন কিছু উদ্ঘাটিত করতে পারে। তা-ই না?

৬৮২বি **ক্লেইনিয়াস:** নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়: আমরা বলেছি যে, তারা যখন পাহাড় থেকে বড় ধরনের সমতল জায়গায়, আইদা থেকে আসা নদ-নদীবেষ্টিত ছোট ছোট টিলায় নেমে এসেছিল তখন এলিয়াম নির্মিত হয়েছিল।

ক্লেইনিয়াস: এমন কথাই বলা হয়ে থাকে।

অ্যাথেনীয়: সেক্ষেত্রে কি আমাদের ধরে নিতে হয় না যে, মাহাপ্লাবনের বহু যুগ পরে তা নির্মিত হয়েছিল?

ক্লেইনিয়াস: তা তো বহু কাল, বহু যুগ, হবেই।

অ্যাথেনীয়: হয়ত বা তখন আগেকার সেই ধ্বংসলীলা নিয়ে বিস্ময়কর এক
৬৮২সি বিস্মৃতি তাদের গ্রাস করেছিল; তাই হয়ত তারা পাহাড় থেকে নেমে আসা এতগুলো নদীর এত কাছাকাছি নগরী প্রতিষ্ঠা করছিল, নিরাপত্তার জন্য এমন পাহাড়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল যা খুব একটা উঁচু ছিল না।

ক্লেইনিয়াস: এটি তাই স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, সেই দুঃখ-যাতনা থেকে সময়ের বিচারে তারা বিরাট ব্যবধানে অবস্থিত ছিল।

অ্যাথেনীয়: আমার ধারণা জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে নিচের দিকে অন্য অনেক নগরীতে বসতি তৈরি হচ্ছিল।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: ধারণা করা যায়, ঐসব নগরীই জলে স্থলে এই ট্রয় নগরীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিল; তারা সম্ভবত এসেছিল সমুদ্র দিয়ে –
৬৮২ডি কারণ, ইতোমধ্যে সবাই নির্ভয়ে সমুদ্রকে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল।

ক্লেইনিয়াস: তাই তো মনে হয়।

অ্যাথেনীয়: দশ বছর অবস্থান করে সম্ভবত আকাইয়ীরা[৬] ট্রয়কে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা-ই করেছিল তারা।

অ্যাথেনীয়: এই দশ বছরের কালে, যখন আকাইয়ীয়রা এলিয়ামকে অবরোধ করে রেখেছিল, তখন অবরোধকারীদের ঘরে অশুভ সর্বনাশ নেমে এসেছিল; যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল।[৭] সৈন্যরা যখন তাদের নগরীতে, গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তখন তাদেরকে সম্মানজনকভাবে, এমনকি

www.pathagar.com

ন্যায়পরায়ণতার সাথেও স্বাগত করা হয়নি; বরং, তাদেরকে এমনভাবে গ্রহণ ৬৮২ই
করা হয়েছিল যার পরিণামে অনেক মৃত্যু, হত্যা, দেশান্তরণ ঘটেছিল। যাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল তারা অবশ্য নতুন নাম নিয়ে আবার ফিরে এসেছিল – আকাইয়ীয় নাম নিয়ে নয়, দোরীয় নাম নিয়ে। এই নামটি তারা লাভ করেছিল দারায়ুস[৮] থেকে – তিনিই তাদের একত্রে জড়ো করেছিলন। আর এর পরের ঘটনা আপনারা, লাসাদাইমোনীয়রা স্পার্টার ইতিহাস হিসেবে বলে থাকেন।

মেগিল্লাস: তা সত্য বটে।

দোরীয় লীগ

অ্যাথেনীয়: আমাদের হাতে মূল বিষয় ছিল আইন; মিউজিক আর পানাসরের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সেই বিষয় থেকে সরে গিয়েছিলাম; এখন দেখা যাচ্ছে, আবার সেখানেই ফিরে এলাম। 'জাপটে ধরার জন্য'
আমাদেরকে তা আরেকটি সুযোগ[৯] করে দিল। আমরা লাসাদাইমোনিয়ার ৬৮৩এ
বসতি-স্থাপন দেখলাম; আপনারা যথার্থই বলেছেন, আইন এবং প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে তা ক্রিটের ভগ্নিসম। ঘোরপথের এই ভ্রমণ ভালই হয়েছে; আমরা বিভিন্ন বসতি ও শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করার সুযোগ পেয়েছি: একের পর এক – প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নগরীর বসতি-স্থাপন দেখলাম আমরা; আমাদের বিশ্বাস তা ঘটেছে বহু কালের ব্যবধানে। আর এখন দিগন্তে আমাদের সামনে চতুর্থ ধরনের নগরী, বা বলতে পারেন, জাতি, উদিত হয়েছে – আগে বসতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হালসময় পর্যন্ত অব্যাহতভাবে বসতি হিসেবে স্থাপিত হচ্ছে। মহোদয় মেগিল্লাস ও ক্লেইনিয়াস, আর এসবের
মধ্য থেকে যদি আমরা নির্ণয় করতে পারি এই বসতিতে কী জিনিস ভালভাবে ৬৮৩বি
স্থাপিত হয়েছে, আর কী হয়নি, কোন্ আইন নগরীর মুক্তি দেয়, কোন্ আইন তার ধ্বংস আনে, কোন্ পরিবর্তন নগরীতে সুখ আনে, তাহলে – পূর্বের আলোচনায় যদি কোনও ভুলত্রুটি বের করার না থাকে -- আমরা আবার সেই আলোচনা শুরু করতে পারি।

মেগিল্লাস: আগন্তুকবর, কোনও দেবতা যদি এমন অঙ্গীকার করত যে, আইনদান
নিয়ে অনুসন্ধান করার জন্য আমরা দ্বিতীয়বার উদ্যোগ নিলে যে-যুক্তি তুলে ৬৮৩সি
ধরা হবে, তা হালের যুক্তির চাইতে খারাপ হবে না, তার চাইতে ছোটও হবে না, তাহলে, নিদেনপক্ষে আমি দীর্ঘপথ হাঁটার জন্য সম্মত হতাম আর যদিও আমরা দেবতার বদান্যতায় সবচেয়ে বড় দিনের দিকে এগুচ্ছি আজকের দিনটি আলোচনার জন্য আমার কাছে ছোট মনে হতো।

অ্যাথেনীয়: তাহলে বোঝা যাচ্ছে এসব জিনিস আলোচনা করতেই হবে।

মেগিল্লাস: তা তো অবশ্যই।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ মেগিল্লাস, নিজেদের এখন মনে মনে সেই জায়গায় অবস্থিত বলে
৬৮৩ডি ভাবুন তো যখন কেবল লাসেদাইমোন এবং আর্গস এবং মাসিনিয়া নয়, পেলোপন্নেজিয়ার বাকি এলাকাও আপনার পূর্বপুরুষদের পুরোপুরি অধীন ছিল; কারণ উপকথা বলে যে, এর পরবর্তীকালে তারা তাদের সৈন্যবাহিনীকে তিনভাগে ভাগ করেছিল এবং আর্গস, মেসিনি ও লাসাদাইমন নামে তিনটি নগরী স্থাপন করেছিলেন।

মেগিল্লাসঃ হ্যাঁ, তারা তা-ই করেছিলেন।

অ্যাথেনীয়ঃ তারপর আর্গসের রাজা হয়েছিলেন তেমানাস্, মেসিনির ক্রেস্‌ফান্‌তিজ আর লাসাদাইমনের প্রক্লেস এবং ইউরিস্থেনেস।

মেগিল্লাসঃ হ্যাঁ তা-ই।

অ্যাথেনীয়ঃ সেই সময়কার সকল মানুষ এই রাজাদের কাছে শপথ নিয়েছিল যে,
৬৮৩ই কেউ যদি তাদের রাজত্ব নস্যাৎ করতে আসে তবে তারা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

মেগিল্লাসঃ সত্য।

অ্যাথেনীয়ঃ বলুন তো, শাসকদের নিজেদের ছাড়া অন্য কারও দ্বারা কি রাজতন্ত্র বা অন্য কোনও ধরনের শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করা সম্ভব? জিউসের নামে বলি, তা সম্ভব নয়। একটু আগেই আমরা যেকথা বলেছি তা কি এখনই ভুলে গেলাম?

মেগিল্লাসঃ না, ভুলিনি।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে আমরা তখন যা বলেছিলাম তা কি আবার শক্ত করে বলা যায় না? কারণ, আমরা এমন ফ্যাক্টের ওপর আক্রমণ চালিয়েছি যা আমাদের একই নীতির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে; আর সে-কারণেই পুনরায় আলোচনা শুরু
৬৮৪এ করার বেলা আমরা আর ফাঁপা তত্ত্ব নিয়ে অনুসন্ধান চালাব না, বরং, যে-ঘটনা আদতে সংঘটিত হয়েছে তা নিয়ে অনুসন্ধান চালাব।

যা ঘটেছিল তা এমন: তিন রাজকীয় বীর এবং রাজতন্ত্রের মাধ্যমে শাসিত হবে যে তিন নগরী পরস্পরের কাছে শপথ নিয়েছিল যে, তাঁরা সাধারণ আইন অনুসরণে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে এবং শাসিত হবে: শাসকগণ অঙ্গীকার করেছিলেন যে, সময় এবং জনগোষ্ঠী যখন সামনের দিকে অগ্রসর হবে তখন তাঁরা তাঁদের শাসনকে যথেচ্ছাচারী করে তুলবেন না; আর প্রজাগণ এই অঙ্গীকার করেছিল যে, শাসকগণ যদি তঁদের অঙ্গীকার রক্ষা করেন তবে তারা
৬৮৪বি কখনও রাজতন্ত্রকে উৎখাত করবে না, অন্য কাউকেও তা করতে দেবে না। তাঁরা আরও শপথ করেছিলেন যে, অন্য রাজাদের তাঁরা সাহায্য করবেন, জনগণের প্রতি যদি অন্যায় করা হয় তবে তাঁরা জনগণকে সাহায্য করবেন; আর কোনও জনগোষ্ঠী যদি অন্যায়ের শিকার হয় তবে অন্য জনগোষ্ঠী এবং অন্য রাজা তাদের সাহায্য করবে। ঘটনাটি তো তা-ই ছিল; তা-ই না?

মেগিল্লাসঃ হ্যাঁ, তা-ই।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ আর সেই রাজাগণ বা অন্য যে-কেউই সে তিন শাসনব্যবস্থার জন্য আইন প্রণয়ন করে থাকুক তা কি তাদের সংবিধান সংরক্ষণের জন্য নিরাপত্তা হয়ে দেখা দেয়নি?

মেগিল্লাসঃ কী ধরনের নিরাপত্তা?

অ্যাথেনীয়ঃ এই যেমন, কোনও নগরী যদি প্রতিষ্ঠিত আইন অমান্য করে তবে বাকি দুটি নগরী সর্বদাই মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

মেগিল্লাসঃ সত্য।

অ্যাথেনীয়ঃ অনেক মানুষই বলে থাকে আইনপ্রণেতাদের এমন আইনই আদেশ ৬৮৪সি
করা উচিত যা আপামর জনতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ স্বেচ্ছায় মেনে নেয়; কিন্তু একথা বলার অর্থ তো এমন দাঁড়ায় যে, জিমিনাস্টিক প্রশিক্ষক বা চিৎিসককে নির্দেশ দেওয়া হলো তারা যেন ছাত্রদের বা রোগীদের পছন্দমাফিক উপায়ে প্রশিক্ষণ দেন বা চিকিৎসা করেন।

মেগিল্লাসঃ ঠিক তা-ই।

অ্যাথেনীয়ঃ কিন্তু বাস্তব অবস্থাটি অনেক ক্ষেত্রেই এমন দাঁড়ায় যে, সামান্য কিছু ব্যথা-বেদনা দিয়েও যদি কেউ দেহকে শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান করে তুলতে পারে তবে সে সন্তুষ্ট বোধ করে।

মেগিল্লাসঃ আলবৎ।

অ্যাথেনীয়ঃ আরেকটি সুবিধা সেই সময়কার মানুষজনের করায়ত্ত ছিল যা আইন ৬৮৪ডি
তৈরি করার কাজকে বহুলাংশে সহজ করে দিয়েছিল।

মেগিল্লাসঃ কী সুবিধা?

অ্যাথেনীয়ঃ আইনদাতাগণ যখন তাদের জন্য সম্পদের ক্ষেত্রে কোনও এক ধরনের সমতার ব্যবস্থা করছিলেন তখন আইন-প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত বড় যে অভিযোগ দেখা দেয়, তা দেখা দেয়নি; অভিযোগটা দেখা দেয় তখনই যখন জমির দখলদারিত্ব বদলের চেষ্টা করা হয়, বা, ঋণ মওকুফের চেষ্টা করা হয়; কারণ, আইনদাতা দেখতে পান যে, এগুলো প্রতিষ্ঠা না করলে কখনও যথেষ্ট মাত্রায় সমতা আনয়ন সম্ভব হবে না। আইনদাতা যদি এ-
ধরনের কোনও জিনিস পরিবর্তনের চেষ্টা করেন তৎক্ষণাৎ সবাই তার বিরুদ্ধে ৬৮৪ই
রুখে দাঁড়ায়, চীৎকার করে বলতে থাকে, "স্থাবরকে অস্থাবর করবে না!"[১০]; আর জমির পুনর্ভাগের সূচনা করা এবং ঋণ মওকুফের জন্য যতক্ষণ না তিনি পাগলপারা হয়ে উঠেন ততক্ষণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। কিন্তু দোরীয়দের ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত সুবিধাটি কাজ করেছিল – প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সুচারুরূপে এবং নির্দোষভাবে সম্পাদিত হয়েছিল; কারণ, কোনও বিরোধ ছাড়াই তারা জমি ভাগ করতে সক্ষম হয়েছিল; তদুপরি, বড় কোনও পুরনো ঋণও ছিল না।

মেগিল্লাসঃ সত্য কথা।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ প্রিয় বন্ধুবৃন্দ, তাহলে বলুন, তাদের সম্পত্তির বিলিবন্দোবস্তী এবং আইন-প্রণয়ন কেন তাদের জন্য এত মন্দ হয়ে দেখা দিয়েছিল?

৬৮৫এ **মেগিল্লাসঃ** আপনি ঠিক কী বুঝাতে চাচ্ছেন? তাদের দোষারোপ করছেন কেন?

অ্যাথেনীয়ঃ বিদ্যমান তিনটি আবাসভূমির মধ্যে দু'টি খুব অল্প সময়েই তাদের মূল শাসনব্যবস্থা ও আইনকানুনকে বিকৃত করে ফেলে, আর যেটি বাকি থাকে, তা হলো স্পার্টীয় শাসনব্যবস্থা।

মেগিল্লাসঃ আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন, তা খুব সহজ প্রশ্ন নয়।

অ্যাথেনীয়ঃ আমরা আইন নিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছি, আর আমি যেমন যাত্রা শুরুর কালে বলছিলাম, এই দিয়েই যাত্রার ক্লান্তি ভুলে থাকা যাবে; এটিই বৃদ্ধদের
৬৮৫বি শান্তশিষ্ট খেলা, তাই এর উত্তর আমাদেরকে বের করতেই হবে।

মেগিল্লাসঃ নিশ্চয়ই; আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এমনটি কেন ঘটল।

অ্যাথেনীয়ঃ এসব নগরীকে যে-আইন নিয়ন্ত্রণ করত তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে অনুসন্ধান চালানোর চাইতে যোগ্য কাজ আর কী হতে পারে? এদের তুলনায় অধিক বিখ্যাত এবং বৃহৎ অন্য কোনও নগরীর বসতি-স্থাপনের ব্যাপারে কি অনুসন্ধান চালাতে পারি আমরা?

মেগিলল্লাসঃ এদের বিকল্প খুঁজে পাওয়া ভার!

অ্যাথেনীয়ঃ এখন একথা অত্যন্ত স্পষ্ট, সে-সময় নিদেনপক্ষে তাঁরা এমন চেয়েছিলেন যে, যদি তাদের ব্যবস্থা বর্বরদের হাতে অন্যায়ের শিকার হয় তখন
৬৮৫সি কেবল পেলোপন্নেজীয়দের জন্যই নয় পুরো গ্রিসবাসীদের জন্য তা সুরক্ষা হিসেবে কাজ করবে। এমন ঘটনা একবার ঘটেছিল যখন ট্রয়ের[১১] যুদ্ধের ঔদ্ধত্যের মুখোমুখি হওয়া এলিয়ামের আশেপাশে বসবাসকারী লোকজন এশিরীয় এবং নিনাস সাম্রাজ্যের ওপর নির্ভর করেছিল; তখনও তাদের অস্তিত্ব ছিল এবং গৌরবে মহিমান্বিত ছিল তারা। আমরা যেমন এখন মহান রাজাকে[১২] ভয় করি, তেমনই সেইসময় লোকজন যৌথ এশিরীয় সাম্রাজ্যের ভয়ে কম্পমান থাকত। আর ট্রয়ের দ্বিতীয় দখল[১৩] ছিল তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত
৬৮৫ডি গুরুতর অপরাধ, কারণ ট্রয় ছিল এশিরীয় সাম্রাজ্যের অংশ। এই বিপদ মোকাবেলা করার জন্য হেরাক্লিজের[১৪] তিনি পুত্র — তিন রাজকীয় ভ্রাতার তিন নগরীর মধ্যে এক সেনাবাহিনীকে ভাগ করে দেওয়া হয়; ট্রয়ের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার চাইতে এই ব্যবস্থা ছিল অনেক অনেক ভালো। কারণ, প্রথমত, হেরাক্লিজের পুত্রগণকে পেলেপসের বংশধরদের চাইতে প্রকৃষ্ট
৬৮৫ই শাসক হিসেবে বিবেচনা করা হতো; দ্বিতীয়ত, ইতোপূর্বে যত সৈন্যদল ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়েছিল, তাদের তুলনায় তাদের সৈন্যদল ছিল গুণাবলির দিক থেকে উন্নততর। তারা বিজয় অর্জন করেছিল এবং অন্যরা তাদের হাতে পরাজিত হয়েছিল: আকাইয়ীয়রা দোরীয়দের বিরুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। আমরা কি সেক্ষেত্রে ধরে নিতে পারি না যে, সেই সময়কার মানুষজনের সংবিধান প্রণয়নের পেছনে এই ইচ্ছাই কাজ করেছিল?

www.pathagar.com

মেগিল্লাসঃ আলবৎ।

অ্যাথেনীয়ঃ যেসব মানুষ পরস্পরের সাথে অনেক বিপদ-আপদের মোকাবেলা করেছে, একই গোষ্ঠীর রাজকীয় ভ্রাতৃবৃন্দের দ্বারা শাসিত হয়েছে, ৬৮৬এ
আপ্তোত্তরবাদীদের, বিশেষত দেলফাইয়ের অ্যাপলোর দৈববাণী অনুসরণ করেছে, সেক্ষেত্রে কি এটিই স্বাভাবিক নয় যে, এ ধরনের রাষ্ট্র দীর্ঘকালের জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে?

মেগিল্লাসঃ তা তো নিশ্চয়ই।

লীগ কেন ব্যর্থ হয়েছিল?

অ্যাথেনীয়ঃ তবে এদের নিয়ে যে বিরাট প্রত্যাশার জন্ম হয়েছিল তা কিছুকালের মধ্যেই উবে গিয়েছিল; আমরা একটু আগেই যেকথা বললাম, একটি ছোট্ট অংশে – আপনাদের জায়গায়, সেই আশা জেগে ছিল। কিন্তু সেই অংশটুকু ৬৮৬বি
আজকের দিন পর্যন্তও অন্য দুই অংশের সাথে লড়াই করাতে ক্ষান্তি দেয়নি। মূল যে অভিপ্রায় ছিল তা যদি বাস্তবায়িত হতো, যৌথ যে-সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা যদি প্রতিপালিত হতো, তবে তা যুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য শক্তির অধিকারী হতে পারত।

মেগিল্লাসঃ তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ কীভাবে কোন্ পথে এটি ধ্বংস হলো? এ ধরনের বিশাল একটি সিস্টেমকে কী ধরনের দৈবঘটনা ধ্বংস করে দিল তা অনুসন্ধান করা তো যথার্থ একটি কাজ; তা-ই না?

মেগিল্লাসঃ কেউ যদি এ ধরনের অনুসন্ধানকে এড়িয়ে যায় তাহলে অন্য কোনও আইনকানুন বা শাসনব্যবস্থা সুন্দর ও মহৎ বিষয়কে রক্ষা করে কি না, বা তা ৬৮৬সি
ধ্বংস করে কি না, তা খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে সে অনর্থকই ঘুরে মরবে।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে মনে হচ্ছে সত্যিকার এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের দুয়ারে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সত্যিই ভাগ্যবান।

মেগিল্লাসঃ তা-ই তো মনে হচ্ছে।

অ্যাথেনীয়ঃ কিন্তু সাধু বন্ধুবর, লক্ষ করে দেখুন তো সকল মুনষ্য-সন্তানকে যে ভ্রান্তির কবলে পড়তে হয় আমরা কি এখন তাতেই নিপতিত হইনি? আমরা সর্বদাই এমনটি ধরে নিয়েছিলাম যে, আমরা যখন কোনও সুন্দর জিনিসের ৬৮৬ডি
সন্ধান লাভ করি, তখন একে কী করে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে তা যদি কেউ কোনওভাবে জানতে পারে তাহলে আশ্চর্য ফললাভ হবে; কিন্তু আমাদের বেলা, অথবা, অন্য কারও বেলা, এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তাভাবনা করাটা ভুলও হতে পারে, প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না-ও হতে পারে।

মেগিল্লাসঃ আপনি কিসের কথা বলছেন? আর কীই বা বুঝাতে চাচ্ছেন?

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ বন্ধুবর, আমি নিজের কথা ভেবে নিজের মনেই হেসেছি। আমরা যে সৈন্যদলের কথা আলোচনা করছিলাম তার কথা যখন আমি ভাবতে শুরু করলাম তখন আমার মনে হলো, গ্রিকরা কী আশ্চর্য সুন্দর সম্পদই না করায়ত্ত করেছিল – কেবল একজন কেউ যদি তখন তা ঠিকভাবে ব্যবহার করত!

৬৮৬ই **মেগিল্লাসঃ** কিন্তু আপনি তো তখন ঠিক কথাই বলেছিলেন, আমরাও তার প্রশংসা করেছিলাম; তা-ই না?

অ্যাথেনীয়ঃ হয়ত ঠিকই বলেছিলাম। কিন্তু আমি এমনও ভাবি যে, যার ক্ষমতা ও শক্তি বিপুল সে যখন তেমন বড় কিছু দেখে তৎক্ষণাৎই সে অনুভব করে যে, এর অধিকারী যদি এ ধরনের গুণাগুণসম্পন্ন এবং বহরের জিনিস ব্যবহার করা জানত তাহলে সে কত আশ্চর্য কাণ্ডই না ঘটাতে পারত এবং ফলে সুখীও হতে পারত।

৬৮৭এ **মেগিল্লাসঃ** তা কি ঠিক নয়? না কি আপনি অন্য কিছু বলবেন?

অ্যাথেনীয়ঃ ভেবে দেখুন, কোনও একজন মানুষ যখন প্রতিটি কেইসে কোনও একটি জিনিসের ক্ষেত্রে সঠিক প্রশংসা প্রদান করে তখন তার মনে কী থাকে। প্রথমে আমাদের আলোচ্য কেইসটির কথা ভাবুন। সেই সময়কার অধিনায়কগণ যদি জানতেন কী করে সঠিকভাবে তাঁদের সেনাবহিনীকে বিন্যস্ত করতে হবে তাহলে তাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে তাঁরা কী করতেন? তাঁরা কি তাদের নিজেদের স্বাধীনতা ধরে রাখার জন্য, অন্য যাদের ওপর শাসন প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা হয় তাদের ওপর তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য, আর পুরো মানবগোষ্ঠী – গ্রিক এবং সেইসাথে বর্বরদের নিয়ে যা ইচ্ছে করে তা-ই করার ক্ষেত্রে, নিজেদেরকে এবং
৬৮৭বি বংশধরদের সক্ষম করে তোলার জন্য সেনাবাহিনীকে কঠোরভাবে একত্রিত করে রাখতেন না এবং বাকি সময়ের জন্য তা সংরক্ষণ করতেন না? এজন্যই তো লোকে তাদের প্রশংসা করবে; তা-ই না?

মেগিল্লাসঃ তা তো নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়ঃ আবার ধরুন, একইভাবে বিপুল ঐশ্বর্য, বা পারিবারিক মর্যাদা অথবা এমন ধরনের জিনিস দেখে যদি কারও প্রশংসা করার থাকে তাহলে তো তিনি এই ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রশংসা করবেন যে, এদের মাধ্যমে তিনি যা কামনা করেন তার সবকিছু, অথবা অধিকাংশ, অথবা মূল অংশ, লাভ করতে সক্ষম হবেন?

মেগিল্লাসঃ হ্যাঁ, তা বলা যায় বটে।

অ্যাথেনীয়ঃ বেশ; তাহলে কি এমন কথা বলা যায় যে, পুরো মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে একটি সাধারণ কামনা আছে?

মেগিল্লাসঃ তা কী?

৬৮৭সি **অ্যাথেনীয়ঃ** সমস্ত কিছু, সমস্ত কিছু না হলেও মানবীয় জিনিসপত্র যেন নিজের আত্মার নির্দেশমতো ঘটে, তার কামনা।

www.pathagar.com

মেগিল্লাসঃ আলবৎ।

অ্যাথেনীয়ঃ আমরা সবাই যেহেতু সব সময় – যখন আমরা সবাই শিশু, অথবা পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, অথবা বয়োবৃদ্ধ – এ ধরনের জিনিস কামনা করি সেহেতু যৌক্তিক কথাটি কি এমন দাঁড়ায় না যে, এর জন্য আমরা সর্বদাই প্রার্থনা করি?

মেগিল্লাসঃ তাতে আর সন্দেহ কী?

অ্যাথেনীয়ঃ আর এ-কথাও তো ধরে নেওয়া যায় যে, আমাদের বন্ধুগণ নিজেদের ৬৮৭ডি
জন্য যেসব জিনিস প্রাপ্তির প্রার্থনা জানায় তার সাথে আমরা যোগ দেই?

মেগিল্লাসঃ হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ যদিও তাদের একজন শিশু, আরকজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, তবু একজন পুত্র পিতার বন্ধু হতে পারে।

মেগিল্লাসঃ তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ কিন্তু পুত্র হয়ত এমন জিনিস প্রার্থনা করে যা পিতা চায় না।

মেগিল্লাসঃ আপনি কি বলতে চাচ্ছেন তখন পুত্র ছোট থাকে এবং তার বুদ্ধিবিবেচনা খুব একটা থাকে না?

অ্যাথেনীয়ঃ হ্যা, তা-ই। অধিকন্তু, বিষয়টি হয়ত এমন যে, তিনি একজন বৃদ্ধ
মানুষ বা স্বল্পবয়েসী যুবক; মহৎ জিনিস কী, ন্যায় কী, তা তিনি জানেন না; ৬৮৭ই
আর যে-ধরনের আবেগ অনুভব করে থেসেউস হিপ্পোলিতাসকে অভিশাপ দিয়েছিল[১৫] সে ধরনের আবেগের বশবর্তী হয়েছেন; আর সেক্ষেত্রে আপনার কি এমন মনে হয় যে, পুত্রের যদি সঠিক জিনিস এবং ন্যায়ের জ্ঞান থাকে, তাহলে সে তার পিতার প্রার্থনায় যোগ দেবে?

মেগিল্লাসঃ আপনি কী বলতে চাচ্ছন তা আমি বুঝতে পারছি; আমার মনে হয় আপনি বলতে চাচ্ছেন, কোনও মানুষের এমন প্রার্থনা করা উচিত নয়, এমন ব্যাকুল হওয়া উচিত নয় যে, তার সকল ইচ্ছাই পূরণ হোক, কারণ তার ইচ্ছা তার যুক্তিবোধ হতে ভিন্ন হতে পারে। প্রত্যেক নগরী, প্রত্যেক ব্যক্তির যে-জিনিসের জন্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উচিত তা হলো প্রজ্ঞা।

অ্যাথেনীয়ঃ হ্যাঁ; আমার মনে পড়ে আমি প্রথমে যেকথা বলেছিলাম – আর, ৬৮৮এ
অপনারও নিশ্চয়ই স্মরণ আছে – একজন রাষ্ট্রনায়কের আইন প্রণয়ন করা উচিত প্রজ্ঞার কথা মনে রেখে; আর অন্যদিকে আপনারা যুক্তি দেখাচ্ছিলেন যে, একজন ভালো আইনদাতার আইন প্রণয়ন করা উচিত যুদ্ধকে সামনে রেখে। তখন উত্তরে আমি বলেছিলাম, সদ্‌গুণ আছে চারটি আর আপনাদের
দৃষ্টিতে তাদের একটিই মাত্র আইন-প্রণয়ণের লক্ষ্য; তাছাড়া আপনাদের ৬৮৮বি
বিবেচনায় নেওয়া উচিত সকল সদ্‌গুণ, বিশেষত যেটি প্রথমে আসে, যা সব সদ্‌গুণের মাথা – আমি প্রজ্ঞা এবং আত্মা এবং অভিমতের কথা বুঝাতে চাচ্ছি আর তার পরপরই যাদের স্থান তারা হলো কাম-ভালবাসা এবং কামনা-বাসনা। এখন তো তর্কযুক্তিটি সেই আগের জায়গায় ফিরে এল; তাই আমি

www.pathagar.com

আবারও বলছি – হাসিঠাট্টা করে বলছি অথবা গুরুত্ব দিয়ে বলছি, যা-ই ভাবুন না কেন – নির্বোধের প্রার্থনা অত্যন্ত বিপজ্জনক; সে যা প্রার্থনা করে, ঘটে তার
৬৮৮সি বিপরীত কিছু। এখন যদি আমার কথা আপনাদের মনে ধরে তবে তাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে পারেন।

আমি নিশ্চিতই আশা করি যে, এই কিছুক্ষণ আগে যে-যুক্তিটি উপস্থাপন করা হলো তা যদি আপনারা অনুসরণ করেন তবে দেখতে পাবেন দোরীয় রাজন্যবর্গ এবং তাদের পুরো কাঠামোর ধ্বংসের পেছনে কাপুরুষতা কোনও কারণ ছিল না, রাজাদের অথবা প্রজাদের যুদ্ধবিদ্যার অজ্ঞতাও নয়; তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ ছিল তাদের সার্বিক অবক্ষয় – বিশেষত, সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবীয় বিষয়ে তাদের অজ্ঞতা। সে-সময়ও ঘটনা এভাবেই সংঘটিত হত,
৬৮৮ডি একই পরিস্থিতিতে এখনও তা একইভাবে সংঘটিত হতে পারে, ভবিষ্যতেও একইভাবে তা ঘটবে; যেহেতু আপনারা আমার বন্ধুমানুষ তাই আপনারা যদি এই যুক্তির পথ ধরে এগুতে ইচ্ছুক হন তাহলে আমি তা-ই আবিষ্কার করতে এবং দেখাতে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করব।

ক্লেইনিয়াসঃ প্রার্থনা করি আগন্তুকবর, আপনি এপথেই এগিয়ে যেতে থাকুন; কথার মাধ্যমে আপনার প্রশংসা করলে রুচির পরিচয় হবে না, বরং, কাজের মাধ্যমেই উৎসাহভরে প্রশংসা করব আপনার – আপনার কথাকে গভীর অভিনিবেশ সহকারে শুনব আমরা; একজন মুক্ত মানুষ কোনও কিছুকে প্রশংসাযোগ্য মনে করে কি করে না, তা বিচার করার এটিই উপায়।

৬৮৮ই **মেগিল্লাসঃ** চমৎকার বলেছেন ক্লেইনিয়াস! আপনার কথামতোই এগুনো যাক।

ক্লেইনিয়াসঃ অবশ্যই; দেবতার যেমন ইচ্ছে। এগিয়ে যান।

অ্যাথেনীয়ঃ বেশ; চিন্তাভাবনার একই পথ ধরে এগিয়ে আমি বলছি যে, দোরীয় শক্তির ধ্বংসের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল অজ্ঞতা; এবং এটি এখন যেমন সত্য, তখনও তেমনই সত্যি ছিল – অজ্ঞতাই হলো ধ্বংস। আর তা-ই যদি সত্য হয়, তবে আইনপ্রণেতাকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে নগরীতে যতদূর সম্ভব দূরদর্শিতা সঞ্চারিত করা এবং আর যতদূর সম্ভব বুদ্ধির অভাব দূরীভূত করা।

ক্লেইনিয়াসঃ এ তো খুবই স্পষ্ট।

৬৮৯এ **অ্যাথেনীয়ঃ** তাহলে সবচেয়ে বড় ধরনের অজ্ঞতা কাকে বলা যাবে? বিচার করে দেখুন, আমি এখন যা বলতে যাচ্ছি তার সাথে আপনি আর মেগিল্লাস একমত হন কি না; আমার মত হলো...

মেগিল্লাসঃ বলুন, কী আপনার মত?

অ্যাথেনীয়ঃ সবচেয়ে বড় অজ্ঞতা হলো এই: যখন একজন মানুষ কোনও কিছুকে ভালো ও মহৎ মনে করা সত্ত্বেও তাকে ঘৃণা করে আর তার মতে যা মন্দ এবং অন্যায় তাকে স্বাগত করে। আত্মার মধ্যে সুখভোগের ধারণা এবং যুক্তির বিচারবোধের এই অমিলই হলো আমার মতে নিকৃষ্টতম অজ্ঞতা; তা

www.pathagar.com

আবার সবচেয়ে বড় অজ্ঞতাও বটে, কারণ, এটি আত্মার বৃহদাংশ দখল করে ৬৮৯বি থাকে। আপনারা তো জানেন আত্মার মধ্যে যে-অংশ বেদনা ও সুখ বোধ করে তা আপামর জনতা এবং নগরীর বৃহদাংশের মতো। তাই আত্মা যদি জ্ঞান বা অভিমত বা যুক্তির, অর্থাৎ, তার সহজাত প্রভুর বিরোধিতা করে তবে তাকেই আমি বলি বুদ্ধির অভাব: একটি নগরীতে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শাসক এবং আইন মেনে চলতে অস্বীকার করে আর একটি মানুষের ক্ষেত্রে যখন মহৎ যুক্তি কোনও কিছুই অর্জন করতে পারে না, বরং, তা অন্য পথে হাঁটে, তখনই আমি বুদ্ধিহীনতা দেখতে পাই। ব্যক্তিমানুষের মধ্যেই হোক, নগরীর ক্ষেত্রেই হোক, এর সমস্ত কেইসকেই আমি নিকৃষ্টতম অজ্ঞতা বলি। ৬৮৯সি
আগন্তুকবর, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি সেই অজ্ঞতার কথা বলছি যা হস্তশিল্পের কারিগরের অজ্ঞতা থেক পুরোপুরি ভিন্ন।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ বন্ধুবর, আমরা বুঝতে পারছি; আপনার সাথে আমরা একমত।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে প্রথমেই এমন ঘোষণা করা যাক: নিশ্চিত করে বলা যাক যে, এসব জিনিস যে-নাগরিক জানবে না, তার ওপর কোনও ধরনের কর্তৃত্বের ভার দেওয়া চলবে না; যদি সে সব ধরনের হিসাব-নিকাশে চালাক-চতুরও হয়, এমনকি যা আত্মাকে তৎপর করে, যেসব জিনিস চমৎকার, তাতে তার যদি ৬৮৯ডি
প্রশিক্ষণও থেকেও থাকে, তবু অজ্ঞ বলে তাকে অপবাদ দিতে হবে; আর এর উল্টোপক্ষে অবস্থিত যারা, তাদেরকে, এমনকি প্রবাদে যেমন বলে, তারা যদি "পড়তে না জানে, সাঁতারও না জানে", তবু, তাদেরকে, চিহ্নিত করতে হবে শিক্ষিত বলে; আর বিচক্ষণ মানুষ হিসেবে তাদের ওপর শাসন করার কর্তৃত্ব অর্পণ করতে হবে। কারণ, বন্ধুবর, সঙ্গতিই যদি না থাকে – তা যত ক্ষুদ্ররূপেই হোক না কেন – তবে বিচক্ষণতা আসবে কী করে? তা সম্ভব নয়। সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে বড় সঙ্গতিকে যথার্থই সবচেয়ে বড় প্রজ্ঞা বলা যেতে পারে আর যিনি এতে অংশগ্রহণ করেন তিনি দৃশ্যত যুক্তিবোধ অনুসরণে জীবনযাপন করেন; অপরপক্ষে যিনি তাতে অংশ নেন না তিনি স্পষ্টতই তার গৃহের জন্য ধ্বংস ডেকে আনেন, তিনি কোনওভাবেই তার নগরীর মুক্তিদাতা হন না আর এসব বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে ঠিক এর বিপরীতটি কোটির মানুষ হয়ে উঠেন: তিনি পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবিরহিত। আমি যেমনটি বলেছি, ৬৮৯ই
এ-বিষয়ে এটি ঘোষণা হয়ে থাক।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা-ই আমাদের ঘোষণা হোক।

কর্তৃত্বের সাত নাম

অ্যাথেনীয়ঃ আমার ধারণা, নগরীতে আবশ্যিকভাবে যেমন শাসক থাকবে তেমনই শাসিতও থাকবে।

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

www.pathagar.com

৬৯০এ **অ্যাথেনীয়ঃ** ছোট হোক বা বড় হোক, কোনও একটি নগরীতে আর সমভাবে পরিবারেও, মানুষ যে শাসন করে, শাসনকে মান্য করে, তার নীতিমালা কী? সেগুলো কী, তাদের সংখ্যাই বা কত? একটি কর্তৃত্বের দাবির অস্তিত্ব তো লক্ষ করা যায় যা সর্বদা ন্যায়পরায়ণ: পিতামাতার কর্তৃত্ব, সাধারণভাবে সন্তানদের ওপর শাসন চালানোর ক্ষেত্রে তাদের কর্তৃত্ব?

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ এরপর যে-নীতির কথা বলা যায় তা হলো: উচ্চবংশজাত কর্তৃক নিঁচুবংশজাতদের শাসন। তৃতীয়ত, বয়স্করা শাসন করবে আর কম বয়স্করা শাসন মেনে চলবে।

ক্লেইনিয়াসঃ আলবৎ।

৬৯০বি **অ্যাথেনীয়ঃ** চতুর্থত, ক্রীতদাসেরা শাসন মানবে আর তাদের মনিবরা তাদের শাসন করবে?

ক্লেইনিয়াসঃ এর অন্যথা হওয়ার কি কোনও জো আছে?

অ্যাথেনীয়ঃ আমার যদি ভুল না হয় তাহলে পঞ্চমে আসে সেই নীতি যেখানে বলা হয় যে, অধিকতর শক্তিমানরা শাসন করবে এবং দুর্বলেরা শাসন মানবে?

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি এমন এক ধরনের শাসনের কথা বললেন যা না মানার কোনও উপায় নেই।

অ্যাথেনীয়ঃ হ্যাঁ; সকল জীবন্ত জিনিসের মধ্যেই এই শাসন সর্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত আর থিবজের পিন্দার[১৬] যেমন বলেছেন, তা প্রকৃতি-অনুসারীও বটে। ষষ্ঠ নীতিটি হলো সবচেয়ে বড় নীতি; জ্ঞানীরা নেতৃত্ব দেবে এবং আদেশ করবে এবং অন্যরা তা অনুসরণ ও মান্য করবে। তৎসত্ত্বেও তাঁর কথার যেভাবে
৬৯০সি জবাব দেওয়া দরকার সেভাবে বলি – সবচেয়ে জ্ঞানবান পিন্দার, এটি প্রকৃতি বিরুদ্ধ নয়, বরং এটি প্রকৃতি-অনুসারীই: সহিংসতা ব্যতীত সম্মত প্রজাদের ওপর আইনের মাধ্যমে পরিচালিত প্রাকৃতিক শাসন।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি যা বলছেন তা পুরোপুরিই ঠিক।

অ্যাথেনীয়ঃ আরেকটি নিয়ম আছে – সপ্তম নীতি, যা 'দেবতাদের প্রিয়'; আর যে-ভাবেই বলা হোক না কেন এর অধিকারী 'ভাগ্যবান'-ও বটে। এটি যার ওপর নিপতিত হয় তিনি হয়ে উঠেন শাসক আর যিনি এটি পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন তাকে ত্যাগ করতে হয়, শাসিত হতে হয়; আমরা দাবিও করি যে, তা-ই ন্যায্য।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনার কথাই পুরোপুরি ঠিক।

৬৯০ডি **অ্যাথেনীয়ঃ** তাহলে যিনি আইন প্রণয়নের কাজটিকে ছেলেখেলার কাজ বলে গণ্য করেন এমন একজন আইনদাতার উদ্দেশে বলতে পারি: "আইনদাতা মহোদয়, দেখছেন তো শাসন করার ক্ষেত্রে লাগসই কতগুলো নীতির অস্তিত্ব

www.pathagar.com

আছে আর তারা যে একটি আরেকটির সাথে পরস্পরবিরোধী তা-ও তো দেখছেন? আর বাস্তবিকপক্ষে এখানে আমরা রাষ্ট্রদ্রোহের একটি উৎসও আবিষ্কার করেছি; আপনাকে তার প্রতিবিধান করতে হবে।

"কিন্তু তারও আগে আমাদের সাথে আপনাকে অনুসন্ধান চালাতে হবে এসব বিষয়ে আর্গস ও মাসিনিয়ার রাজাগণ কীভাবে আর কেন ভুল করেছিলেন এবং নিজদেরকে এবং গ্রিকদের শক্তিকে ধ্বংস করেছিলেন? সে-সময় তা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে দেখা দিয়েছিল। তা কি এ-কারণে ঘটেছিল যে, ৬৯০ই
হীসিয়াদের সেই বাণী – "অর্ধেক প্রায়শই পুরোর চাইতে বেশি"[১৭] – যে কত প্রজ্ঞাময় বাণী, তা তারা জানত না? তার অর্থ এমন ছিল যে, পুরোটা নেওয়া যখন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় আর অর্ধেকটা যখন নিরাপদ এবং সংযত পথ বলে বিবেচিত হয় তখন অর্ধেকটা নেওয়াই মঙ্গল।"

ক্লেইনিয়াস: আলবৎ।

অ্যাথেনীয়: আমরা কি ধরে নেব যে, এই অসংযত স্পিরিট প্রতিবারই প্রথমে রাজা ও পরবর্তী সময়ে আপামর জনসাধারণের মধ্যে দুর্নীতির জন্ম দেয়?

ক্লেইনিয়াস: এমন সম্ভাবনাই প্রবল যে, যেসব রাজা বিলাস-ব্যসনে জীবনযাপন ৬৯১এ
করার কারণে উদ্ধত হয়ে উঠেন তাদের রোগ হিসেবেই অধিকাংশ সময় এর আবির্ভাব ঘটে।

অ্যাথেনীয়: তাহলে কি একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে না যে, প্রথমে যারা এই রোগে – প্রতিষ্ঠিত আইন যতদূর সুযোগ দেয় তার বাইরে অধিক কিছু লাভ করার বাসনায় – আক্রান্ত হয়েছিল তারা ছিল সেই সময়কার রাজন্যবর্গ? আর তারা কথায় এবং শপথে যা বলেছিল তার সাথে যে তাদের সেই বাসনা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না তা-ও তো স্পষ্ট ধরা পড়ে? সামঞ্জস্যের এই অভাব বাহ্যত প্রজ্ঞার মতো মনে হয়, কিন্তু আমাদের দাবি হলো আদতে তা সবচেয়ে গভীর অজ্ঞতা; তা-ই পুরো সাম্রাজ্যকে অসঙ্গতি এবং খাপছাড়া অনৈক্যের মাধ্যমে ধ্বংস করেছিল।

ক্লেইনিয়াস: স্পষ্টতই তা-ই।

স্পার্টার সাফল্যের কারণ

অ্যাথেনীয়: বেশ; তাহলে কী বলব – সেই সময় এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা ৬৯১বি
পাওয়ার জন্য আইনপ্রণেতার কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল? দেবতার নামে বলুন! বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার পরে তা জানতে আর তা নিয়ে কথা বলতে খুব বেশি একটা প্রজ্ঞার প্রয়োজন পড়ে না, কিন্তু ঘটনার আগেই যদি কেউ তার আঁচ করতে পারেন তবে সেই দ্রষ্টা যে আমাদের চাইতে অনেক বেশি প্রাজ্ঞ হবেন তা অতি সহজেই বলে দেওয়া যায়।

www.pathagar.com

মেগিল্লাসঃ আপনি কিসের কথা বলছেন?

অ্যাথেনীয়ঃ মেগিল্লাস, আপনাদের জনগণের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তা এখন জানা সম্ভব, আর সেকথা জেনে একথা বলাও সম্ভব সেই সময় কী ঘটা উচিত ছিল।

ক্লেইনিয়াসঃ আরেকটু স্পষ্ট করে বলবেন?

অ্যাথেনীয়ঃ সবচেয়ে স্পষ্টভাবে তা তুলে ধরার পথ হলো এমন –

মেগিল্লাসঃ কেমন?

৬৯১সি **অ্যাথেনীয়ঃ** কেউ যদি নিকৃষ্ট কোনও কিছুকে অধিক ক্ষমতা দিয়ে দেয় – তা সেটি জাহাজের বেলায় অতিবড় পাল হোক, দেহের বেলা অত্যধিক খাবার আর আত্মার বেলা অত্যধিক কর্তৃত্বই হোক তাহলে সে সবকিছুকে লণ্ডভণ্ড করে দেবে; ঔদ্ধত্যের কারণে কিছু কিছু জিনিস বিশৃঙ্খলতার আর কিছু জিনিস ঔদ্ধত্যজাত অন্যায়-অবিচারের শিকার হবে। তাহলে কথাটা কী দাঁড়াল? মহোদয়গণ, বিষয়টি কি অনেকটা এমন নয়? তরুণ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন এমন কোনও নশ্বর আত্মা নেই যা যথেচ্ছাচারী ক্ষমতার প্রলোভন এড়াতে সক্ষম। এই অবস্থায় এমন কেউই থাকে না যে সবেচেয়ে মারাত্মক রোগ – জঘন্যতম
৬৯১ডি নির্বুদ্ধিতার কবলে না পড়ে, নিকটতম এবং প্রিয়তম বন্ধুবান্ধবের দ্বারা ঘৃণিত না হয়। আর এটি যখন ঘটে তখন রাজত্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তার কাছ থেকে সমস্ত ক্ষমতা উবে যায়। এই বিপদের ক্ষেত্রে যথাবিহিত ব্যবস্থা নিতে জানাই হলো মহান আইনপ্রণেতার লক্ষণ। সময়ের এই দূরত্ব থেকে আমরা যা অনুমান করতে পারি, তাতে মনে হয় যা ঘটেছিল তা ছিল এমন –

মেগিল্লাসঃ কেমন?

অ্যাথেনীয়ঃ আপনাদের দেখাশোনা করত যে দেবতা তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে
৬৯১ই পেয়েছিলেন এবং একই বংশে যমজ রাজার জন্ম[১৮] দিয়ে আপনাদের মধ্যে সংযমের সৃষ্টি করেছিলেন।

এরপর কিছু কিছু মানব-প্রকৃতিকে দৈব শক্তির সাথে মেশানোর পরও যখন দেখা গেল যে, তা তখনও অস্থির হয়ে আছে তখন বংশধারার স্বেচ্ছাচারী শক্তির
৬৯২এ সাথে বৃদ্ধ বয়সের সংযম-ক্ষমতা যোগ করা হলো: সবচেয়ে বড় বড় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আটশ' বৃদ্ধকে রাজার সমান ক্ষমতা দেওয়া হলো।[১৯]

কিন্তু আপনাদের তৃতীয় রক্ষক[২০] যখন দেখতে পেলেন যে, আপনাদের শাসনপদ্ধতি তখনও গর্বোদ্ধত হয়ে উঠছে, ফুঁসছে, তখন এফরের[২১] ক্ষমতার মাধ্যমে তাতে লাগাম টানার ব্যবস্থা করলেন; তাঁদের ক্ষমতা হয়ে উঠল সাধারণ্যের নির্বাচিত ম্যাজিস্ট্রেটের সমতুল্য।

সুতরাং, সঠিক উপাদানরাজির সংমিশ্রণ হয়ে এবং সংযত রূপ ধারণ করে রাজশাসনের এই ব্যবস্থাপনা নিজেকে সংরক্ষণ করে এবং অন্যদের সংরক্ষণের উপায় হয়ে দাঁড়ায়। আদি আইনপ্রণেতা তেমানাস, ক্রেস্ফান্তিজ
৬৯২বি এবং তাদের সমকালীন আইনপ্রণেতা – যারাই হোক না কেন, তাঁদের হাতে যদি এ-কাজ ছেড়ে দেওয়া হতো তাহলে এরিস্তোদেমাসের[২২] অংশটুকুও রক্ষা

www.pathagar.com

পেত না; কারণ, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের যথাযথ অভিজ্ঞতা ছিল না; তা না হলে তাঁরা কি আদপেই এমন কল্পনা করতেন যে, কেবল শপথ গ্রহণই তরুণ স্পিরিটকে সংযত করতে পারবে যখন তাতে এমন এমন ক্ষমতা আরোপ করা হয়েছে যা স্বৈরাচারে রূপান্তরিত হতে পারে। যাই হোক, দেবতা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন কোন্ ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা
দরকার, কোন্ ব্যবস্থা স্থায়ী হবে; তাই, আমি গোড়ায় যেমনটি বলেছি, ঘটনা ৬৯২সি
ঘটে যাওয়ার পর তা বিচার করার মধ্যে কোনও প্রজ্ঞার পরিচয় নেই, কারণ যা ঘটে গেছে, তার দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষালাভ কঠিন কিছু নয়। কিন্তু সেই সময় যদি কেউ তা দেখতে পেত, তিন রাজত্বের শাসনব্যবস্থাকে সংযত করতে পারত, তিনটিকে এক করতে পারত, তাহলে তিনি হয়ত সেই সময়কার চমৎকার পরিকল্পনাসমূহকে রক্ষা করতে পারতেন, তাহলে হয়ত গ্রিসের বিরুদ্ধে ফার্সিদের বা অন্য কারও বিজয়-অভিযান পরিচালিত হতে পারত না, তারা হয়ত কখনও হেলাসকে নিচু চোখে দেখার চিন্তা করত না।

ক্লেইনিয়াস: সত্য।

অ্যাথেনীয়: কিন্তু ক্লেইনিয়াস, তাদেরকে যেভাবে প্রতিহত করা হয়েছিল তা ছিল ৬৯২ডি
লজ্জাজনক। আমি যখন এ-ব্যাপারটিকে লজ্জাজনক বলে আখ্যায়িত করি তখন আমি সে সময়ের লোকজনের বিজয়লাভের ব্যাপারটি, জলে স্থলে মহান বিজয় অর্জনের বিষয়টি, অস্বীকার করতে চাই না; কিন্তু সেই সময়ে যে লজ্জাজনক ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল তা ছিল এমন: প্রথমত, নগরী যদিও ছিল তিনটি, তবু কেবল একটি নগরীই গ্রিসকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করেছিল আর বাকি দুটি দুর্নীতিতে এতদূরই নিমজ্জিত ছিল যে, তাদের একটি লাসাদাইমোনিয়াকে গ্রিসের পক্ষে যুদ্ধ নামতে বাধা দিয়েছিল;[২৩] আরেকটি নগরী – আর্গসকে (মূল ভাগের সময় যা অধিকতর শক্তি লাভ
করেছিল) যখন বর্বরদের প্রতিহত করার জন্য আহ্বান করা হয় তখন তারা ৬৯২ই
তাতে কোনও সাড়াই দেয়নি, কোনও ধরনের সাহায্যেই এগিয়ে আসেনি।[২৪] যুদ্ধের সূত্রে গ্রিসের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলা যাবে যা খুব একটা সম্মানজনক ঠেকবে না; আর গ্রিস সাফল্যের সাথে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করেছিল বলাটাও বোধহয় যথার্থ হবে না; সত্য ঘটনাটি হলো, অ্যাথেনীয় ও লাসাদাইমোনীয়রা যদি তখন একজোট হয়ে আসন্ন দাসত্বের জোয়ালকে
প্রতিহত না করত তাহলে সমস্ত গ্রিক নৃগোষ্ঠী হয়ত একটি অপরটির সাথে ৬৯৩এ
মিশে একাকার হয়ে যেত, তখন হয়ত গ্রিকদের মধ্যে বর্বররা, বর্বরদের মধ্যে গ্রিকরা, বাস করত; এমনটিই ঘটেছে ফার্সি শক্তির অধীন লোকজনের ক্ষেত্রে – অস্বাভাবিক বিচ্ছেদ এবং একত্রীকরণের কারণে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, লাঞ্ছনার জীবন অতিবাহিত করছে।

ক্লেইনিয়াস, মেগিল্লাস, এসব জিনিসের জন্যই আমরা পুরনো কালের, সেইসাথে আজকের দিনেরও, তথাকথিত আইনদাতা ও রাষ্ট্রনায়কদের দোষারোপ করতে পারি। কিন্তু এখন যে আমরা এ-ধরনের দোষারোপে ব্রতী

www.pathagar.com

৬৯৩বি হচ্ছি তার কারণটি হলো ভিন্ন – কীভাবে সেইসব জিনিস সম্পাদন করা যেত তা অনুসন্ধান করে বের করাই হলো উদ্দেশ্য। উদাহরণস্বরূপ, এইমাত্র আমরা বলেছি যে, বৃহৎ এবং অমিশ্রিত ক্ষমতা থাকা উচিত নয়; আইনপ্রণেতার এমন কিছু চিন্তা করা উচিত: একটি নগরীর মুক্ত থাকা উচিত, বিচক্ষণ হওয়া উচিত, নিজের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া উচিত; আর আইন প্রণয়নকালে একজন আইনপ্রণেতার এইসব জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, এটি কোনও আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, পূর্বে অনেক
৬৯৩সি সময় আমরা এমনসব লক্ষ্য স্থির করেছিলাম এবং আইনদাতা যখন আইন প্রদান করেন তখন তাকে তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে বলেছিলাম যা সবসময় এক ছিল না; আমরা যখন বলি যে, আমাদের লক্ষ্য হবে সংযম অথবা আমাদের লক্ষ্য হবে প্রজ্ঞা, অথবা আমাদের লক্ষ্য হতে হবে বন্ধুত্ব, তখন আমাদের ভেবে দেখা দরকার এসব লক্ষ্য আদতে একই জিনিস কি না; আর তা-ই যদি হয়ে থাকে তবে অভিব্যক্তির এই ভিন্নতা আমাদেরকে যেন বিরক্ত না করে – তার সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না।

ক্লেইনিয়াস: বেশ, এই স্পিরিট নিয়েই আমাদের তর্কযুক্তিটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক। কিন্তু এখনকার মতো বলুন, আপনি কী বলতে চাচ্ছেন – বন্ধুত্ব এবং বিচক্ষণতা এবং স্বাধীনতা নিয়ে আইনদাতার লক্ষ্য কী হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

www.pathagar.com

৫. ইতিহাসের শিক্ষা (২): রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র

দুটি জন্মদাত্রী সংবিধান

অ্যাথেনীয়: তাহলে শুনুন। বলা চলে, শাসনব্যবস্থার দুটি জন্মদাত্রী আছে। যদি বলা হয় যে এ দুটি থেকেই অন্য সবকিছুর জন্ম তাহলে ঠিকই বলা হবে; সঠিকভাবে বললে, একটিকে বলা যাবে রাজতন্ত্র, আরেকটিকে গণতন্ত্র; ফার্সিদের অধিকারে আছে একটির সর্বোচ্চ রূপ আর আমাদের আরেকটির; আর আমি যেমনটি বলছিলাম, অন্যগুলো হচ্ছে এ দুটিরই কমবেশি ভিন্নরূপ। ৬৯৩ডি
বিচক্ষণতা এবং সেইসাথে স্বাধীনতা ও বন্ধুত্ব যদি পেতে হয় তবে পরিমিত মাত্রায় এ দুটিরই অবস্থান থাকতে হবে; এই যুক্তিটি জোর দিয়ে বলে যে, কোনও নগরী যদি এই দুটি দিয়ে গঠিত না হয় তবে তা সুশাসিত নগরী হয়ে উঠতে পারে না। ৬৯৩ই

ক্রেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা হয়ে উঠা অসম্ভব।

অ্যাথেনীয়: কোনও একটি ব্যবস্থা যদি পুরোপুরিভাবে এবং অতিরিক্ত পরিমাণে রাজতন্ত্রের সাথে সংযুক্ত থাকে, অথবা অন্য একটি যদি একইভাবে স্বাধীনতার সাথে যুক্ত থাকে, তবে তাদের কোনওটিই সংযম অর্জন করতে সক্ষম হয় না; অন্যদিকে, আপনাদের লাকোনীয় এবং ক্রিটীয় শাসনব্যবস্থা অধিক সংযত।
প্রাচীন কালের অ্যাথেনীয়রা ও ফার্সিরাও অধিকতর সংযত ছিল, কিন্তু এখন আর তেমনটি নেই। তারা কেন তেমন নেই তার কারণ বলব? ৬৯৪এ

ক্রেইনিয়াস: বিষয়টি নিয়ে যদি বিশদ আলোচনা করতে হয় তবে তো তা করতেই হবে।

ফার্সি রাজতন্ত্র

অ্যাথেনীয়: তাহলে শুনুন: সাইরাসের অধীনে ফার্সিরা যথোপযুক্ত পরিমাণ দাসত্ব ও স্বাধীনতা আয়ত্ত করার পর অধিকতর স্বাধীন হওয়া শুরু করল; তারপর তারা অন্য অনেকের ওপর স্বৈরাচারী হয়ে দাঁড়াল। শাসকরা তখন শাসিতের সাথে স্বাধীনতা ভাগাভাগি করে নিত, সমানাধিকারী বলে গণ্য হতো; ফলে, সৈন্যরা সেনানায়কদের অনেক বন্ধুভাবাপন্ন হতো এবং বিপদের মুখে তাদের

www.pathagar.com

৬৯৪বি প্রস্তুতি তুলে ধরত। অধিকন্তু, তাদের মধ্যে এমন যদি কেউ থাকত যারা বিচক্ষণ, যারা পরামর্শদানে উপযুক্ত, তাহলে রাজা তাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হতেন না, বরং, তাদের বলার স্বাধীনতা দিতেন, পরামর্শ দিলে পুরস্কৃত করতেন; ফলে, একজন মানুষ সবার সাথে তার ক্ষমতাকে ভাগ করে নেওয়ার ব্যাপারে সম্মত থাকত। সেই কালে তাদের জন্য প্রতিটি জিনিসই উন্নতিলাভ করেছিল, কারণ, স্বাধীনতা আর বন্ধুত্ব ছিল, বুদ্ধিমত্তায় সবার সাধারণ হিস্যা ছিল।[২৫]

ক্লেইনিয়াস: নিশ্চিতই মনে হয়, ঘটনা যেভাবে বর্ণনা করা হলো সেভাবেই তা সংঘটিত হয়েছিল।

৬৯৪সি **অ্যাথেনীয়:** তাহলে এই উন্নতি কী করে কেম্বাইসিজের শাসনাধীনে ধ্বংস হয়ে গেল, আর দারায়ুসের কালে প্রায় পুরোপুরি পুনরুদ্ধার হলো? ঐশী প্রচেষ্টার মতো দেখালেও আমরা কি তা কল্পনা করার চেষ্টা করব?

ক্লেইনিয়াস: যে অনুসন্ধানে আমরা নেমেছি তাকে অন্তত তা সাহায্য করবে।

অ্যাথেনীয়: আমি অনুমান করি যে, সাইরাস যদিও মহান এবং দেশপ্রেমিক সেনানায়ক ছিলেন তিনি কখনও সঠিক শিক্ষার কথা ভাবেননি আর ঘরের ব্যবস্থাপনার দিকে মনোযোগ দেননি।

ক্লেইনিয়াস: আপনি একথা বলছেন কী কারণে?

৬৯৪ডি **অ্যাথেনীয়:** আমার ধারণা, তরুণ বয়স থেকে জীবনের বাকি সময় তিনি সামরিক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন আর ছেলেমেয়ে মানুষ করার ভার দিয়েছিলেন রমণীদের ওপর। তারা তাদের এমন মনোভাবে বড় করেছিল যেন সৌভাগ্যের বরপুত্র তারা – যেন ইতোমধ্যেই আশীর্বাদে পরিপুষ্ট, তাদের আর কোনও আশীর্বাদের প্রয়োজন নেই। এই শিশুদের সুখের অধিকারী ভেবে রমণীগণ চায়নি কেউ তাদের কোনও ব্যাপারে বিরোধিতা করুক; তারা যা বলেছে, যা করেছে, তাকেই প্রশংসা করার জন্য অন্য সবাইকে বাধ্য করেছে; এই ধরনের সন্তানই তারা বড় করেছে।

ক্লেইনিয়াস: সত্যিই তো এটি এক চমৎকার শিক্ষা!

৬৯৪ই **অ্যাথেনীয়:** হ্যাঁ, মেয়েলী শিক্ষা; পুরুষরা যেহেতু যুদ্ধবিগ্রহ আর বিপদ-আপদ মোকাবেলায় ব্যস্ত থাকত তাই তাদের অনুপস্থিতিতে সন্তানেরা বড় হত রমণীদের দ্বারা, বিশেষত, রাজকন্যাদের দ্বারা – সম্প্রতি যারা ধনী হয়ে উঠেছে তাদের দ্বারা।

ক্লেইনিয়াস: তা-ই তো যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

অ্যাথেনীয়: তাদের পিতা এই সময়ে ব্যতিব্যস্ত থেকেছে তাদের পক্ষে গো আর
৬৯৫এ মেষপাল অধিকারে, অন্যান্য পশুর সাথে মনুষ্যপাল অর্জনে; কিন্তু তিনি জানতে পারেননি যাদেরকে তিনি এসব দিতে যাচ্ছেন তারা তাদের পিতার শিল্পে শিক্ষিত হচ্ছে না – সেই শিল্প হলো ফার্সি শিল্প (ফার্সিরা হলো গরু আর মেষের পালক; তাদের উৎস যে-দেশ সেই দেশ বন্ধুর এক দেশ)। এই শিল্প

কঠিন এক শিল্প, মানুষকে তা শক্তিশালী চারণে পরিণত করে, তারা ঘরের বাইরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে, নিদ্রাহীন থেকে তারা সবকিছুর প্রতি ৬৯৫বি খেয়াল রাখতে পারে আর যখনই প্রয়োজন দেখা দেয় সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে যোগ দিতে পারে। তিনি লক্ষ করেননি যে, তাঁর পুত্ররা ভিন্নভাবে প্রশিক্ষিত হচ্ছে; তথাকথিত রাজরক্তধারী হওয়ার আশীর্বাদে তারা রমণী ও খোজাদের দ্বারা এমন এক ধরনের শিক্ষা লাভ করছিল যা মেদেসের[২৬] সুখ দ্বারা দূষিত হয়ে পড়েছিল। কোনও শাসন-নিয়ন্ত্রণ না পেলে মানুষ যা হয় তার পুত্ররা তা-ই হয়ে উঠেছিল। সাইরাসের কাছ থেকে যখন পুত্ররা রাজত্ব লাভ করেছিল তখন তারা নিজদেরকে বিলাসব্যসনে ভাসিয়ে দিয়েছিল, কোনও বাধা-নিষেধই ছিল না তাদের আচরণে। যেহেতু প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করতে পারছিল না তাই প্রথম জন আরেকজনকে হত্যা করেছিল; তার রাজত্বে যা কিছু বাকি ছিল তা অশিক্ষার কারণে এবং নেশায় উন্মত্ততা থাকার কারণে মাদাইদের[২৭] দ্বারা, এবং যাদেরকে একসময় খোজা বলা হতো, তাদের দ্বারা, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল; তারা কেম্বাইসিজের[২৮] বোকামিকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করত।

ক্লেইনিয়াস: গল্প-কাহিনিতে এমনই বলা হয় আর ঘটনা বোধহয় তা-ই ঘটেছিল। ৬৯৫সি

অ্যাথেনীয়: হ্যাঁ তা-ই; আর ঐতিহ্য বলে যে, দারায়ুস ও সাত প্রধানের মাধ্যমে সাম্রাজ্যটি ফার্সিদের অধিকারে ফিরে আসে।

ক্লেইনিয়াস: সত্য বটে।

অ্যাথেনীয়: বাকি কাহিনিটুকু বয়ান করা যাক। দারায়ুস কোনও রাজার পুত্র ছিলেন না, তাঁকে কোনও বিলাসী শিক্ষাদীক্ষার মধ্যেও বড় করা হয়নি। সাতজনের একজন হিসেবে তিনি যখন সিংহাসন অধিকার করলেন, তখন তিনি তাকে সাতটি ভাগে ভাগ করলেন (এই ভাগের চিহ্ন এখনও দেখতে পাওয়া যায়)। তিনি দেখতে পেলেন যে, আইন প্রতিষ্ঠা করে শাসন করাই যথাযথ; তার ৬৯৫ডি মাধ্যমে তিনি সাধারণ সমতার সূচনা করলেন এবং সাইরাস ফার্সিদের জন্য যে খাজনা ধার্যের অঙ্গীকার করেছিলেন, তা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন; এভাবেই তিনি ফার্সিদের মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্ব ও সমাজবোধ সৃষ্টি করলেন এবং অর্থ ও উপহারসামগ্রী দিয়ে ফার্সি জনগণকে জয় করে নিলেন। সে-জন্যই তাঁর সেনাবাহিনী তাঁর প্রতি খুব অনুরক্ত ছিল এবং তাঁকে অতিরিক্ত যে এলাকা দখল করে দিয়েছিল – তা সাইরাস কর্তৃক রেখে-যাওয়া এলাকার চাইতে কম ছিল না। কিন্তু দারায়ুসের পর সেরিজ[২৯] আবার রাজকীয় এবং বিলাসপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষালাভ করে। হয়ত এমন বলাই যুক্তিযুক্ত হবে: "হে দারায়ুস! সাইরাস যেভাবে কেম্বাইসিজকে বড় করেছিল আপনিও একইভাবে জারক্সিজকে বড় ৬৯৫ই করলেন; তাঁর দোষত্রুটি থেকে শিক্ষালাভে ব্যর্থ হলেন!" কারণ, একই শিক্ষার সৃষ্টি হিসেবে তাকেও কেম্বাইসিজের মতো ভাগ্য বরণ করতে হলো; তারপর থেকে আদতে এখন পর্যন্ত ফার্সিদের মধ্যে কোনও বড় রাজের উদয় হলো না যদিও তাদেরকে মহান রাজা বলা হয়ে থাকে। আমার বক্তব্য হলো, এটি কোনও দৈব কারণে ঘটেনি; বরং, এর কারণ হলো অত্যন্ত ধনী ও রাজবংশের পুত্রদের

www.pathagar.com

৬৯৬এ অধিকাংশ সময় ভ্রষ্টাচারী জীবনযাপন। এভাবে যে-মানুষ লালিতপালিত হয় – তা সে শিশু হোক, পুরুষ হোক আর বৃদ্ধই হোক – সে কখনও সদ্‌গুণে উচ্চগুণান্বিত হবে না। আর এসব জিনিসই একজন আইনদাতার খেয়াল করা উচিত; এই মুহূর্তে আমাদেরও এই ব্যাপারটিই বিবেচনায় নেওয়া উচিত। আর আপনাদের নগরী লাসাদাইমোনিয়ার ব্যাপারে বলা যায় যে, তা প্রশংসার
৬৯৬বি দাবিদারঃ আপনারা সম্মানের বিষয়ে এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য এবং সম্পদশালীত্বের·মধ্যে, সাধারণ মানুষ আর রাজার মধ্যে, কোনও পার্থক্য করেন না; আমি এক্ষেত্রে শুধু ব্যতিক্রম দেখতে পাই যখন গোড়াতেই কোনও দেবতা ঐশী কোনও বাণী দেন। কোনও একটি নগরীতে কোনও লোকের যদি সদ্‌গুণ না থাকে তবে কেবল অত্যন্ত সম্পদশালী হওয়ার কারণে – এমনকি তিনি যদি দ্রুতগতিসম্পন্ন বা কন্দর্পকান্তি বা শক্তিশালীও হন তবু তার শিরে বিশেষ সম্মান-শিরোপা পরানো উচিত নয়; আর কেবল সদ্‌গুণ থাকলেই চলবে না, তাতে সংযমও অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

মেগিল্লাসঃ আগন্তুকবর, আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

অ্যাথেনীয়ঃ একথা তো ধরেই নেওয়া যায় যে, সাহস সদ্‌গুণের অংশ?

মেগিল্লাসঃ তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে আমার কথাটি শুনে আপনার নিজের মতো বিচার করুনঃ আপনি কি আপনার সাথে একই ঘরের বাসিন্দা হিসেবে অথবা প্রতিবেশী হিসেবে, তেমন কাউকে চাইবেন যে অত্যন্ত সাহসী মানুষ কিন্তু যার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই?

৬৯৬সি **মেগিল্লাসঃ** কস্মিনকালেও নয়!

অ্যাথেনীয়ঃ অথবা ধরুন, একজন শিল্পী, যিনি নিজ পেশায় অত্যন্ত পারদর্শী কিন্তু দুর্বৃত্ত।

মেগিল্লাসঃ নিশ্চয়ই না।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে নিশ্চিতই বলা যায়, সংযম থেকে আলাদাভাবে ন্যায় জন্মলাভ করে না?

মেগিল্লাসঃ অসম্ভব।

অ্যাথেনীয়ঃ এই কিছুক্ষণ আগে যাকে আমরা জ্ঞানী মানুষ বলে উপস্থাপন করলাম, যার ভোগসুখ ও ব্যথা-বেদনা সঠিক যুক্তিবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যিনি সঠিক যুক্তিবোধ অনুসরণ করে চলেন, তিনি কি অসংযত হতে পারেন?

মেগিল্লাসঃ না, তা হতে পারেন না।

অ্যাথেনীয়ঃ এখন আমাদের আরও বিবেচনা করে দেখা উচিত নগরীতে বিভিন্ন
৬৯৬ডি উপলক্ষে যে সম্মানপদক দেওয়া হয় তার কোন্‌টি সঠিকভাবে দেওয়া হয়, আর কোন্‌টি ভুলভাবে দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

মেগিল্লাস: তা কী?

অ্যাথেনীয়: ধরুন, বাকি অন্য সদ্‌গুণ ব্যতিরেকে কিছু কিছু আত্মায় কেবল সংযম অস্তিমান থাকে: তাকে সম্মানিত করা ন্যায্য হবে, না কি, সম্মানিত না করা ন্যায্য কাজ হবে?

মেগিল্লাস: তা বলতে পারছি না।

অ্যাথেনীয়: এটিই সর্বোত্তম উত্তর; কারণ যে বিকল্প উত্তরই আপনি দিন না কেন, আমার মনে হয় তা ভুল উত্তর হয়ে দাঁড়াবে।

মেগিল্লাস: আমার ভাগ্য ভালো বলতে হয়।

অ্যাথেনীয়: চমৎকার; যেসব জিনিস প্রশংসা বা নিন্দার দাবিদার তার নিছক-আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র অভিমত প্রকাশের দাবি রাখে না, তার সম্পর্কে নীরব ৬৯৬ই
থাকাই শ্রেয়।

মেগিল্লাস: আপনি কি সংযম সম্পর্কে বলছেন?

অ্যাথেনীয়: বাকি অন্যান্য সদ্‌গুণের বেলা সম্মান প্রদানের সবেচেয়ে সঠিক পথ হলো সেই জিনিসকে সবচেয়ে অগ্রগণ্য উপায়ে সম্মানিত করা যা সেই আনুষাঙ্গিক জিনিসের সাথে যুক্ত হলে সবচেয়ে বেশি উপকার দেয়; আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সম্মানিত করা উচিত সেই জিনিসকে যা দ্বিতীয় বৃহত্তম উপকার দেয়। এই নীতি অনুসরণের মাধ্যমে এই ক্রমে যদি বাকি জিনিসপত্রকে সম্মানিত করা হয় তাহলে প্রত্যেকেই তার সঠিক হিস্যা লাভ করবে।

মেগিল্লাস: তা বটে। ৬৯৭এ

অ্যাথেনীয়: তাহলে কী দাঁড়াল? আমাদের কি এমন দাবি করা উচিত নয় যে, এই বিলিবণ্টন আইনদাতার দায়িত্ব?

মেগিল্লাস: অবশ্যই, এটি তাঁরই দায়িত্ব।

অ্যাথেনীয়: ধরুন, বিশদ খুঁটিনাটির বিষয় তার হাতে ছেড়ে দিলাম। আর আমরা যারা আইনের প্রেমিক তারা নিজেরাই গুরুত্বের বিচারে তিন ধরনের পার্থক্য চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হলাম – প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জিনিস।

মেগিল্লাস: অতি উত্তম প্রস্তাব।

অ্যাথেনীয়: তাহলে আমরা বলতে পারি যে, একটি নগরীকে যদি সংরক্ষণ করতে ৬৯৭বি
হয়, তাকে যদি মানবীয় শক্তির সীমাবদ্ধতার মধ্যে সুখী হতে হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই সম্মান এবং অসম্মানের সঠিক বণ্টনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে; তা-ই করা উচিত। আর তার সঠিক ব্যবস্থা হলো (তাতে সংযম অন্তর্ভুক্ত আছে, সর্বদা এমন ধরে নিয়ে) আত্মার সামগ্রীসমূহকে সর্বপ্রথমে এবং মাপকাঠির সর্বোচ্চ পর্যায়ে স্থির করা; আর দেহের সামগ্রীসমূহকে দ্বিতীয় স্থানে চিহ্নিত করা; আর তৃতীয় স্থান অর্থ এবং সম্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট করা। সেক্ষেত্রে কোনও আইনপ্রণেতা বা নগরী যদি অর্থকে সম্মানের পদ
দিয়ে, অথবা আদতে এই শেষ শ্রেণীর জিনিসটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে, এই ৬৯৭সি

www.pathagar.com

নীতি থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে কি আমরা একথা বলব না যে, তিনি, বা সেই নগরী, অপবিত্র ও দেশপ্রেমবিবর্জিত কাজ করছেন?

মেগিল্লাস: হ্যাঁ, সেকথা স্পষ্টভবে ঘোষণা করা যাক।

অ্যাথেনীয়: আমরা এখন বিশদভাবে এসব কথা বলছি এ-কারণে যে, আমরা পারস্যের শাসনব্যবস্থা নিয়ে অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছি। আমরা মন্তব্য করেছি যে, তারা বছরের পর বছর অধঃপতিত হয়েছে; আর তার কারণ চিহ্নিত করতে গিয়ে আমরা দাবি করেছি যে, তারা জনসাধারণের স্বাধীনতা খর্ব
৬৯৭ডি করেছিল, অধিক পরিমাণে স্বৈরাচারিতার সূচনা করেছিল আর নগরীর মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সেইসাথে কম্যুনিটিকেও ধ্বংস করেছিল। আর এটি যখন দূষিত হয়ে পড়ে তখন আর কোনওমতেই শাসিতের পক্ষে এবং জনগণের পক্ষে শাসকের নীতি তৈরি হয় না, বরং, তা তৈরী হয় তাদের নিজেদের শাসনের লক্ষ্যে; আর তারা যদি এমন দেখতে পায় যে, কোনও নগরী দখল করতে পারলে তাদের যৎকিঞ্চিৎ হলেও লাভ হবে তাহলে তারা বন্ধুপরায়ণ নগরীকেও দখল করতে করতে দ্বিধা করে না, আগুন দিয়ে ধ্বংস করতে দ্বিধা করে না।
৬৯৭ই আর যেহেতু তারা নির্মমভাবে এবং ভয়ঙ্কররূপে ঘৃণা করে তাই তারাও একইভাবে ঘৃণার শিকার হয়; তারা যখন কামনা করে যে, জনগণ তাদের হয়ে যুদ্ধ করবে তখন তারা আবিষ্কার করে যে, তাদের পক্ষে জীবনের ঝুঁকি নিতে সম্মত এবং তেমন আবেগসম্পন্ন কোনও কম্যুনিটিরই আর অস্তিত্ব নেই। তাদের কাছে অগণ্য সংখ্যক প্রজা আছে বটে কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে তারা কেউ কোনও কাজেই লাগে না; সুতরাং তখন তাদেরকে ভাড়াটে সৈন্য এবং বাইরের লোকের ওপর নির্ভর করতে হয়, তাদের তারা ভাড়া করে – যেনবা তাদের লোকের ঘাটতি পড়েছে। এসব জিনিস ছাড়াও তারা নির্বোধ হতে বাধ্য হয়
৬৯৮এ যখন তারা তাদের কাজের মাধ্যমে এমন ঘোষণা দেয় যে, স্বর্ণ রৌপ্যের সাথে তুলনা করে নগরীতে ঠিক বেঠিকের ব্যাপারে যে সাধারণ পার্থক্য করা হয় তা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার।

মেগিল্লাস: তা ঠিকই বলেছেন।

অ্যাথেন্স ও পারস্যের যুদ্ধ

অ্যাথেনীয়: তাহলে ফার্সিদের বিষয় নিয়ে এবং দাসত্ব এবং স্বৈরাচারিতা কী করে তাদের প্রশাসনকে অধঃপাতে নিয়ে যাচ্ছে তার আলোচনায় এখানেই ক্ষান্তি দেওয়া যাক।

মেগিল্লাস: তা বেশ, ভালো কথা।

অ্যাথেনীয়: তাহলে এরপর এখন একইভাবে আতিকা অঞ্চল নিয়ে আলোচনা
৬৯৮বি করা যাক; দেখা যাবে যে, সব ধরনের শাসন হতে সম্পূর্ণ মুক্তি, অন্যের দ্বারা

www.pathagar.com

যথাযথভাবে সীমিত শাসনে শাসিত হওয়ার চাইতে, কোনও অংশেই তা কম নিকৃষ্ট নয়।

সেই সময় – যখন গ্রিকদের বিরুদ্ধে এবং সম্ভবত ইউরোপের সকল বসতির বিরুদ্ধে ফার্সি অভিযান পরিচালিত হয়েছিল তখন এখানে কিছু কিছু শাসক নিয়ে একটি প্রাচীন শাসনব্যবস্থা ছিল যার ভিত্তি ছিল চার শ্রেণীতে জনসাধারণের বিভাজন।[৩০] সেই শ্রেণী বিন্যস্ত ছিল জমির জমার শুমারির ভিত্তিতে এবং খাজনা ছিল আমাদের রানি এবং প্রণয়িনী, আর তা-ই আমাদেরকে সম্মত করে তুলেছিল তখনকার বিদ্যমান আইন অনুসরণে জীবনযাপন করতে। অধিকন্তু, জলে স্থলে অনুপ্রবেশকারী শক্তির বিপুলত্ব আমাদেরকে অসহায়ত্বের আতঙ্কে আতঙ্কিত করে তুলেছিল: আর এটিই আমাদেরকে অধিক হারে শাসক এবং আইনকানুনের দাসে পরিণত করেছিল ৬৯৮সি
আর এসব জিনিস আমাদের মধ্যে এক শক্তিশালী বন্ধুত্বের অনুভূতির জন্ম দিয়েছিল।

সেলামাসের নৌ-যুদ্ধের দশ বছর পূর্বে ফার্সি অভিযান নিয়ে দাতী[৩১] এসেছিলেন; সেই অভিযান পাঠিয়েছিল দারায়ুস; অ্যাথেনীয় এবং এরিত্রীয়দের বিরুদ্ধে সেই অভিযান পরিচালনা করার জন্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তাদেরকে বন্দি করে দাস হিসেবে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল দাতী-কে; আর ব্যর্থতার ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডে খড়গ মাথায় নিয়েই তাকে এই হুকুম তামিল করতে হয়েছিল। দাতী এবং তার বিপুল সৈন্যের বাহিনি ৬৯৮ডি
শক্তিবলে ইরিত্রীয়দের সম্পূর্ণরূপে কব্জা করে ফেলেন এবং এইমর্মে আমাদের নগরীতে ভয়াবহ সংবাদ পাঠান যে, একটি এরিত্রীয় প্রাণও রক্ষা পায়নি; কারণ দাতীর সৈন্যরা হাতে হাত ধরে ইরিত্রিয়ার চারপাশ জালের মতো ঘেরাও করে ফেলেছিল। এই সংবাদ সত্য কি মিথ্যা ছিল বা কেত্থেকে শোনা গিয়েছিল, তা বলা যাচ্ছে না, কিন্তু গ্রিসের সর্বত্র, বিশেষত অ্যাথেনীয়দের মধ্যে তা আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। তারা তখন সর্বত্র সাহায্যের জন্য দূত পাঠায় কিন্তু লাসেদাইমোনিয়া ছাড়া কেউই সাহায্যপ্রদানে সম্মত হয় না।[৩২] যাহোক, ৬৯৮ই
মেসিনির সাথে যুদ্ধরত থাকার কারণে অথবা এমন হতে পারে অন্য কোনও কারণে – যার কথা আমরা জানতে পারিনি – তারা আটকা পড়ে যায় যার জন্য ম্যারাথনের যুদ্ধে যোগদানের ক্ষেত্রে একদিন দেরি করে ফেলে।

এরপর খবর আসে, যুদ্ধের জন্য বিপুল প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে, রাজার কাছ থেকে অসংখ্য হুমকি আসতে থাকে। কিছুকাল যাওয়ার পর খবর আসে যে, রাজা দারায়ুস মারা গেছেন, কিন্তু তার এক কমবয়েসী মাথা-গরম পুত্র ৬৯৯এ
সিংহাসনে বসেছে এবং সে তার আক্রমণ পরিকল্পনা অব্যাহত রেখেছে। অ্যাথেনীয়রা ধরে নেয় যে, ম্যারাথনে যা ঘটেছে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই সমস্ত প্রস্তুতিই তাদেরকে লক্ষ্য করে গ্রহণ করা হচ্ছে। তারা যখন শুনতে পেল যে, আথসের[৩৩] উপদ্বীপের আড়াআড়ি একটি খাল খনন করা হচ্ছে, হেলেসপন্তের[৩৪] ওপর সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে আর বিপুল সংখ্যক জাহাজ

www.pathagar.com

সেখানে জমা করা হয়েছে তখন তাদের বিশ্বাস জন্মাতে লাগল যে, জলে স্থলে কোথাও নিজেদেরকে বাঁচানোর আর কোনও উপায় নেই। আগের ঘটনায় যেমনটি ঘটেছিল, তাদের সাহায্যে যে অন্য কেউ এগিয়ে আসবে
৬৯৯বি এমন আশাও নেই – ইরিত্রিয়ার যখন পতন ঘটে তখন কেউই তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি, তাদের পক্ষে লড়াই করার সাহসই দেখায়নি। তারা মনে করেছিল এবারও, নিদেনপক্ষে স্থলভাগে, তেমনটিই ঘটবে; আর জলভাগে তাদের একবারে অবস্থা দাঁড়াল সম্পূর্ণ দিশেহারা – কারণ, হাজার খানেকেরও বেশি জাহাজ তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য রওয়ানা হচ্ছে। তারা চিন্তা করল বাঁচার একটাই উপায় আছে – অকিঞ্চিৎকর এবং প্রচণ্ড ঝুঁকিপূর্ণ উপায় বটে কিন্তু তা-ই হাতের কাছে একমাত্র উপায়। তারা চিন্তা করে দেখল যে, এর আগের বার তারা ধরতে গেলে একটি অসম্ভব বিজয়
৬৯৯সি অর্জন করেছিল আর সেই আশায় বুক বেধে তারা মনে করল তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল হচ্ছে তারা নিজেরা এবং দেবতাগণ[৩৫]।

আর এসব জিনিসই তাদের মধ্যে একের জন্য অন্যের বন্ধুত্বের চেতনা সঞ্চারিত করেছিল; সেইসাথে ছিল হাল সময়ের ভীতি, আর ছিল উচ্চতর পর্যায়ের এক ভীতি যা তারা অর্জন করেছিল তাদের প্রাচীন আইন অনুসরণ করে; এর কথা আমি আমার পূর্বের আলোচনায় অনেক বারই শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেছি। আমরা আরও দাবি করেছিলাম যে, যারা ভালো হবে তাদেরকে অবশ্যই এর দাসত্ব করতে হবে। আর যে কাপুরুষ সে এটি থেকে মুক্ত, এ সম্পর্কে সে নির্ভয়ও বটে। কিন্তু আমাদের জনগণ যদি সেই সময় এই ভয় দ্বারা আক্রান্ত না হতো তাহলে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য যেমন একাট্টা হয়েছিল তা হতো না কখনও, তারা কখনও তাদের মন্দির, সমাধিস্থল
৬৯৯ডি এবং পিতৃভূমি, তাদের আত্মীয়-স্বজন এবং সেইসাথে বন্ধুবান্ধবদের রক্ষা করার জন্য জোট বাঁধত না। তার বদলে আমরা সেই সময় একজন আরেকজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তাম আর একে একে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়তাম।

মেগিল্লাস: আগন্তুকবর, আপনি পাক্কা কথা বলেছেন, আপনার এবং আপনার পিতৃভূমির যোগ্য কথাই বলেছেন।

অ্যাথেনীয়: সে কথাই ঠিক মেগিল্লাস; আপনি তো আপনার পূর্বপুরুষের সদ্‌গুণ পেয়েছেন মেগিল্লাস; আপনাকে বলি, সেইসময় আপনাদের সাথে কী
৬৯৯ই ঘটেছিল। আপনি আর ক্লেইনিয়াস, বিবেচনা করে দেখুন, আমার কথার মধ্যে আইনপ্রণয়নের কোনও সম্পর্ক আছে কি না। কারণ, আমি কেবল আলোচনার আনন্দেই আলোচনা করছি না, বরং, একটি যুক্তিকে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে কথা বলছি। আপনাদের কাছে বিষয়টি কেমন মনে হয় ভেবে দেখুন: আমাদের জনগণ আর পারস্যের জনগণ একইরকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পার হয়েছে – তারা তাদের জনগণকে নিয়ে গেছে সম্পূর্ণ দাসত্বের মধ্য দিয়ে আর আমরা আমাদের জনগণকে এগিয়ে নিয়ে গেছি পুরোপুরি স্বাধীনতা মধ্য দিয়ে। এরপর

www.pathagar.com

আমরা কোন্ পথে এগুব? কারণ, আমি চাই আপনারা এ-বিষয়টি লক্ষ করে দেখুন যে, আমরা এখন যা বলছি তার সাথে আমাদের পূর্বেকার তর্কযুক্তিগুলোর মিল আছে।

মেগিল্লাস: আপনি খুব চমৎকার বলেন: কিন্তু আমি আশা করব আপনি আমাদের ৭০০এ
সামনে অধিকতর পূর্ণ ব্যাখ্যা তুলে ধরবেন।

অ্যাথেনীয় গণতন্ত্রের বিকৃতি

অ্যাথেনীয়: বেশ। বন্ধুবর, প্রাচীন আইনের আওতায় আমাদের জনগণ কোনও কোনও বিষয়ে সার্বভৌম ছিল না, বরং, কোনও কোনও অর্থে আইনের অধীনে স্বেচ্ছায় দাসত্ব বরণ করত।

মেগিল্লাস: আপনি কোন্ আইনের কথা বলছেন?

অ্যাথেনীয়: প্রথমত মিউজিক, তার মানে, সে-সময় যে-মিউজিকের অস্তিত্ব ছিল, তা নিয়ে যে-আইন ছিল, তার ব্যাপারে আলোচনা করা যাক; তাহলে হয়ত গোড়া থেকে স্বাধীনতার যে অপরিমিতি জন্মলাভ করেছিল তার তথ্যভিত্তিক অনুসন্ধান চালাতে পারব আমরা। সেই কালে আমাদের মিউজিককে ভাগ করা
হতো তার আদল ও ভঙ্গি অনুসারে। তাদের মধ্যে একটি ধরন ছিল ৭০০বি
দেবতাদের উদ্দেশে প্রার্থনা; তাদের বলা হতো 'হিম'; তার বিপরীত ধরনের কিছু মিউজিকও ছিল, তাদের বলা হতো 'ডাজ' (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-কালের শোকগীতি); আরেকটি ছিল 'পীয়ান' (বন্দনা বা বিজয়গান); আরও একটি ছিল যাকে বলা হতো 'ডিথিরাম্ব', আমার বিশ্বাস তা ছিল দাইয়ানিসাসের জন্মকাহিনি নিয়ে। অন্য এক ধরনের গানকেও তারা 'আইনকানুন'(*নমই*) নামে অভিহিত করেছিল – সেই ধরনটিকে তারা বলত কিথারা। এসব ও অন্য আর কিছু গান যখন আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা শেষ হলো তখন এক
স্টাইলের মিউজিকের সাথে আরেকটি স্টাইলের মিউজিককে গুলিয়ে ফেলার ৭০০সি
কোনও সুযোগ দেওয়া হত না। যে কর্তৃপক্ষ এসব কিছু নির্ধারণ করত, বিচার করত, তারা তার অমান্যকারীদেরও দণ্ড দিত; সেই বিচার আজকের দিনের মতো শিষ্যের মাধ্যমে প্রকাশ পেত না, এমনকি সঙ্গীতজ্ঞানশূন্য জনতার দঙ্গলের চীৎকারের মধ্য দিয়েও নয়; বাহবা এবং হাততালি দিয়েও তা প্রকাশ করা হতো না। বরং, শিক্ষিত মানুষজনের সবাই শেষ পর্যন্ত নীরবে মিউজিক শ্রবণ করত – তা-ই ছিল প্রচলিত নিয়ম; অন্যদিকে বাচ্চাকাচ্চা, তাদের তত্ত্বাবধানকারী লোকজন এবং আপামর জনসাধারণকে লাঠির ভয় দেখিয়ে শান্ত রাখা হতো।

তাই অধিকাংশ নাগরিক এসব বিষয়ে সুশৃঙ্খল আচরণ করতে সম্মত ছিল ৭০০ডি
এবং চীৎকার-চেঁচামেচি করে তাদের রায় দেখানোর দুঃসাহস করত না। এরপর যতই দিন এগুতে থাকল ততই কবিরা নিজেরাই অশ্লীল এবং

www.pathagar.com

নিয়মবহির্ভূত নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে লাগল। কবিরা প্রকৃতিগতভাবেই প্রতিভাবান হলেও মিউজিকের ক্ষেত্রে কোন্‌টি ন্যায়সঙ্গত এবং আইনসঙ্গত তা তারা জানত না। যে-ধরনের সুখে তাদের আবিষ্ট থাকার কথা তার চেয়ে বেশি সুখাবিষ্ট হয়ে বাকাসীয় উন্মত্ততায় তারা 'ডাজ'-কে
৭০০ই 'হিম'-এর সাথে 'পীয়ান'কে 'ডিথিরাম্ব'-এর সাথে গুলিয়ে ফেলে; তারা কিথারা ধ্বনিকে আউলুসের ধ্বনি নকল করার কাজে নিযুক্ত করে – সর্বোপরি তারা সবকিছুতেই বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। তারা যখন দাবি করে যে, খাঁটি মিউজিক বলে কোনও জিনিস নেই, যিনি মিউজিক উপভোগ করতে চান তিনি প্রকৃষ্টতম কি না তা দিয়ে বিচার না করে মিউজিককে বিচার করা উচিত সুখের মাপকাঠি দিয়ে, তখন অজ্ঞতার কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তারা খোদ মিউজিককে মিথ্যায় পরিণত করে। এ ধরনের লম্পট জিনিস সৃষ্টি করে এবং তার সাথে এ
৭০১এ ধরনের যুক্তি যোগ করে তারা অনেকের মধ্যে মিউজিক সম্পর্কে এক ধরনের বেআইনি ধারণার জন্ম দিয়েছে আর এমন ধরে নেওয়ার দুঃসাহস করেছে যে, তারা মিউজিকের যথার্থ সমঝদার। এর ফল কী হয়েছে? থিয়েটার নিঃশব্দ হওয়ার বদলে হয়েছে চেঁচামেচিপূর্ণ; এমন দাবি করা হচ্ছে যে, মিউজিকের ক্ষেত্রে কোন্‌টি প্রকৃষ্ট, কোন্‌টি তা নয়, তারাই ভালো বুঝে; আর মিউজিকে অভিজাততন্ত্রের বদলে অশুভ ধরনের এক থিয়েটারতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে।

মিউজিকের ক্ষেত্রে যদি স্বাধীন মানুষদের গণতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটত তাহলে যা ঘটেছে তা এতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত না। কিন্তু এমন হয়ে উঠল যে, ধরে নেওয়া হলো মিউজিকের ক্ষেত্রে সবাই জ্ঞানী বলে অভিমত দেওয়ার দাবি রাখে; তার সাথে যুক্ত হলো সাধারণ নিয়মকানুনের বিশৃঙ্খলা; এরপর আসল স্বাধীনতার জোয়ার। মানুষ ভয়মুক্ত হয়ে গেল, যেন তারা সবকিছু
৭০১বি জানে; যেহেতু ভয় পালিয়ে গেল তাই নির্লজ্জতারও কোনও শেষ রইল না। কারণ, অন্য যে-জন প্রকৃষ্টতর তার অভিমতকে ভয় না করাই হলো এই দুঃসাহস, যা প্রায় নির্লজ্জতার পর্যায়ে পড়ে; তার উৎস হলো অপরিমিত উদ্ধত স্বাধীনতা।

মেগিল্লাসঃ আপনি যা বললেন তা খুবই খাঁটি কথা।

অ্যাথেনীয়ঃ এই স্বাধীনতার পরিণামে আগমন ঘটল অন্য এক স্বাধীনতার – তা হলো শাসকদের অধীনতা স্বীকার না করার স্বাধীনতা; তার পরপরই আসে পিতামাতা বয়োজ্যেষ্ঠদের অধীনতা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা; আর এর শেষ ধাপে আছে আইনের নিয়ন্ত্রণ না মানার স্বাধীনতা; আর
৭০১সি সবশেষে দেবতাদের ক্ষেত্রে প্রদত্ত শপথ এবং অঙ্গীকারের প্রতি কোনও মূল্য না দেওয়ার চূড়ান্ত স্বাধীনতা; আর এই পর্যায়েই তারা সেই প্রকৃতিকে অনুকরণ করে যাকে বলা হয় প্রাচীন টাইটানিক[৩৬] প্রকৃতি; টাইটানরা যখন দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তখন যেমন একই অবস্থায় ফিরে এসেছিল, সেই রাজ্যে ফিরে এসেছিল; যেখানে অশুভের কোনও ক্ষান্তি নেই তেমন অবস্থায়ই তাদের প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু আমি এসব কথা কেন বললাম? আমার মতে, নিদেনপক্ষে, মাঝে মাঝে ঘোড়ার মতোই যুক্তির রাশ টেনে ধরতে হয়; এমন অবস্থা যেন না হয় যে, যুক্তির কোনও রাশ নেই, সে যে-দিকে ইচ্ছে সেদিকে যেতে পারে। প্রবাদে যেমন বলে আমাদের অবস্থা যেন এমন না হয় যে, "আগাপাছতলা ৭০১ডি
সহ ডুবে গেলাম।"[৩৭] তাই চলুন, কী উদ্দেশ্যে এসব কথা বলা হলো আবার সেই পশ্নটি সামনে তুলে ধরি।

পুনরাবৃত্তি

মেগিল্লাসঃ বেশ, তা-ই করা যাক।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে এটি তার খাতিরে বলা হয়েছে. . .

মেগিল্লাসঃ কীসের খাতিরে?

অ্যাথেনীয়ঃ আমরা বলেছিলাম যে, আইনদাতা যখন আইন প্রণয়ন করবেন তখন তাকে তিনটি জিনিসের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। প্রথমত, যে-নগরীর জন্য তিনি আইন প্রণয়ন করবেন তাকে স্বাধীন হতে হবে; তাকে নিজের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন হতে হবে আর তৃতীয়ত তাকে অনুধ্যানশক্তির অধিকারী হতে হবে। এই ছিল লক্ষ্য। তা-ই না?

মেগিল্লাসঃ হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ এসব জিনিসের খাতিরে আমরা বেছে নিয়েছিলাম সবচেয়ে স্বৈরাচারী ৭০১ই
শাসনব্যবস্থা এবং সবচেয়ে স্বাধীন ব্যবস্থা আর এখন অনুসন্ধান চালাচ্ছি তাদের মধ্যে কোনটি সঠিকভাবে শাসিত তা দেখার জন্য। আমরা দেখেছি যে, স্বৈরাচারীই হোক অথবা মুক্তই হোক, সেই শাসনব্যবস্থা যদি তার সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে তার কর্মকাণ্ড থাকে অস্বাভাবিক রকমের ভালো; কিন্তু তাদের কোনওটি যদি চূড়ান্ত বিপরীতবিন্দুতে যাত্রা করে – একটি দাসত্বে, অন্যটি তার বিপরীতে – তাহলে কোনওটিরই কোনও লাভ হয় না।

মেগিল্লাসঃ আপনি যা বললেন তা খুবই খাঁটি কথা। ৭০২এ

অ্যাথেনীয়ঃ এসব জিনিসের খাতিরেই আমরা দোরীয় সশস্ত্র ক্যাম্প প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করেছিলাম আর পাহাড়ের পাদদেশে দারদানিজের নগরী নির্মাণের বিষয়, সমুদ্রকূলে নগরী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, আর যারা মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পেয়েছিল সেইসব প্রথম মানুষ সম্পর্কে আমাদের উল্লেখ বিবেচনা করেছিলাম। মিউজিক এবং সুরাপান সম্পর্কে পূর্বে যা-কিছু বলা হয়েছিল, তা এরও আগে এসেছিল। একজন মানুষ কী করে সবচেয়ে ভালোভাবে তার জীবনকে বিন্যস্ত ৭০২বি
করতে পারেন সেইসব জিনিস দৃষ্টিতে রেখে একটি নগরীতে কী করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় তার ব্যাপারে এসব জিনিসই আলোচনা করা হয়েছিল।

এবার বলুন, মেগিল্লাস ও ক্লেইনিয়াস, আমাদের কথার মূল্য দেওয়ার জন্য আমরা প্রমাণ হিসেবে কী তুলে ধরতে পারি?

www.pathagar.com

প্রস্তাবিত নতুন ক্রিটীয় উপনিবেশ

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, আমার ধারণা, আমি একটি প্রমাণের দেখা পেয়েছি। আমার মনে হয় আমাদের এই আলোচনাটি খুবই ব্যতিক্রমীভাবে ভাগ্যবান; এই মুহূর্তে এটিই আমি চাই; আপনি এবং বন্ধুবর মেগিল্লাস এই মুহূর্তেই হাজির হলেন। আমি আপনাদের কাছে আমার হাল-অবস্থাটি লুকোব না,
৭০২সি বরং, একে একটি শুভ লক্ষণ বলে মনে করব। ক্রিটের বৃহদাংশ কিছু উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে এবং নসাসীয়দের ওপর দায়িত্ব দিয়েছে তার ব্যবস্থাপনা করার জন্য। নসাসীয়দের নগরী ক্রমানুসারে সেই দায়িত্ব দিয়েছে আমাকে এবং আরও নয়জনকে। তাদের ইচ্ছা হলো আমরা যেন তাদেরকে আমাদের মর্জিমাফিক যে-কোনও আইন প্রদান করি – তা সেটি ক্রিটীয় মডেল থেকে নেওয়া হোক অথবা অন্য কোথাও থেকেই নেওয়া হোক; আর সেই আইনকানুন যদি বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত হয়েও অধিকতর
৭০২ডি উত্তম হয় তবে তাদের মনে করার কিছু থাকবে না। এবার তাহলে আমাকে একটি অনুগ্রহ করুন – আপনাদের নিজেদের ক্ষেত্রে একটি লাভও হবে – যে-সব জিনিস বলা হয়েছে তা থেকে একটি জিনিস নির্বাচন করে আমরা না হয় কথার মাধ্যমে একটি নগরী নির্মাণ করি; ধরে নেই, এটি গোড়া থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। যে-বিষয় অনুসন্ধান করছি তার মাধ্যমেই আমরা তা পরীক্ষা করতে পারব; অন্যদিকে, একই সময়ে যে-নগরী আমাদের হাতে অস্তিমান হতে যাচ্ছে তার কাঠামোতে তা ব্যবহার করতে পারব।

অ্যাথেনীয়: আপনি কোনওক্রমে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন না তো ক্লেইনয়াস! মেগিল্লসের কাছে যদি এটি বিরক্তিকর হয়ে দেখা না দেয় তবে আপনারা ধরে নিতে পারেন আমি আপনাদের অভীপ্সা পূরণের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

ক্লেইনিয়াস: বেড়ে বলছেন!

মেগিল্লাস: আমিও আমার সাধ্যমতো করব।

৭০২ই **ক্লেইনিয়াস:** আপনারা দুজনেই চমৎকার বলেছেন! তাহলে চলুন আমরা কথার মাধ্যমে একটি নগরী গড়তে লেগে যাই!

টীকা

১ এই বাক্যটিকে অনেক ব্যাখ্যাকার ক্লেইনিয়াসের উক্তিতে যুক্ত করেছেন। অনুবাদক বেঞ্জামিন জুয়েট-ও তা-ই করেছেন। অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার প্যাঙ্গেল, ব্যাখ্যাকার ইমিসথের বরাতে বারনেটের ব্যাখ্যা গ্রহণ করে এ ব্যক্যটিতে অ্যাথেনীয় আগন্তুকের মুখে জুড়েছেন।

২ *দাইদলাস* – একজন অ্যাথেনীয়, বিখ্যাত গ্রিক কিংবদন্তিশাস্ত্রের আবিষ্কর্তা: বলা হয়ে থাকে তিনি কাঠের কাজ এবং অন্য অনেক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছিলেন; যে-মূর্তি হাঁটাচলা করতে পারে তা-ও ছিল তার সৃষ্টি। মানুষের জন্য পাখা তৈরি করেছিলেন তিনি।

www.pathagar.com

অ্যাথেন্স থেকে যখন তাকে নির্বাসন দেওয়া হয় তখন তিনি ক্রিট চলে যান এবং মাইনাসের অধীনে কাজ করেন। তিনিই সেই গোলকধাঁধা তৈরি করেছিল যেখানে দৈত্য মিনোতাউর থাকত এবং অ্যাথেনীয় যুবকদের উৎসর্গ করা হত। তিনি আবার আরিয়াদনিকে রশি দিয়েছিলেন যা ধরে থেসেউস গোলকধাঁধা থেকে পথ খুঁজে পেয়েছিল আর মিনোতাউরকে হত্যা করে মুক্তিলাভ করেছিল। মাইনাস তাকে হত্যা করেন কিন্তু পরিণামে তারও মৃত্যু ঘটে। সক্রেটিস দাবি করেছিলেন যে, তিনি দাইদলাসের উত্তরাধিকারী।

অর্ফিয়ুস-এর জন্য দ্রষ্টব্য, পুস্তক দুই, টীকা ১৩। *পেলামিদেজ:* বর্ণমালার আবিষ্কারক।

মার্সিয়াস: ছিল এক 'স্যাটা' যে আউলুসের জন্য প্রথম মিউজিক তৈরি করেছিলেন; তিনি অ্যাপলোকে মিউজিক নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, দাবি করেছিলেন তাঁর মিউজিক অ্যাপলোর মিউজিকের চাইতে উৎকৃষ্ট। হেরে যাওয়ার পর তার ঔদ্ধত্যের জন্য জীবন্ত অবস্থায় তার চামড়া ছিলে নেওয়া হয়। *অলিম্পাস* ছিল মার্সিয়াসের প্রেমিক; তিনি গুটিকয়েক সুর আবিষ্কার করেছিলেন।

এম্ফিয়ন ছিলেন আন্তিপোর গর্ভে জিউসের সন্তান; আউলুসের জন্য তিনিও কিছু সুর আবিষ্কার করেছিলেন এবং সে-সুরের সাথে পাথর সরিয়ে থিব্‌জের দেওয়াল তৈরি করেছিলেন।

৩ *এপিমেনিদেস* একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। তিনি ছিলেন একজন কবি এবং চিকিৎসক, ক্রিটবাসীর জিউসপূজার সাথেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সূত্র অনুসারে দেখা যায় যে, এপিমেনিদেস অ্যাথেন্স ভ্রমণ করেছিলেন এবং তাকে পবিত্র করেছিলেন।

৪ মূল গ্রিকে শব্দটি হলো *দুনাস্তেইয়া,* অর্থাৎ যথেচ্ছাচারী শাসন।

৫ মূল গ্রিক শব্দটি হলো "*থেমিস*"; "ন্যায়বিচার" ও "আইন"-এর ক্ষেত্রে এটি একটি আদি শব্দ। *থেমিস* ছিল পরিবার-গোত্রীয় সমাজের শাসনব্যবস্থা; এমন মনে করা হত, দেবতারা নিজেরা এই আইন তৈরি করেছিলেন। অন্য শব্দ "*দেকে*" ব্যবহৃত হত গোত্রের বাইরের মানুষের সাথে আইনী সম্পর্কের বেলা, ন্যায়বিচারের বেলা।

৬ গ্রিকদের একটি হোমারীয় নাম।

৭ হোমারের *ওদিসি* ও এস্কালাসের *আগামেমনন* অনুপস্থিত যোদ্ধাদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে চিত্রিত করেছেন, কিন্তু সেই বিদ্রোহ যে সর্বব্যাপী হয়েছিল এমন কথা বলা হয়নি তাতে। ট্রয়ের পতনের পর অসামরিক ফ্যাসাদ হয়েছিল বলে থুসিদাদিজ থেকে জানা যায়।

৮ ইতিহাস এবং উপকথা থেকে যা পাওয়া যায় তাতে ধারণা করা যায় যে, দোরীয়রা আকাইয়ীয়দের বংশধর নয়। এমন মনে করা হয় যে, ট্রয়ের যুদ্ধের আশি বছর পর তারা গ্রিস দখল করে নিয়েছিল; গ্রিস তখন কয়েক প্রজন্মের জন্য অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। অ্যাথেনীয়রা দোরীয় দখলকে আত্মস্থ করে তাকে বিশ্বস্ততা দিয়েছিল।

৯ এই বাগ্‌ধারাটি এসেছে মল্লযুদ্ধ থেকে।

১০ ব্যাখ্যাকারদের ধারণা এটি একটি বাগ্‌ধারামূলক অভিব্যক্তি, যা সাধারণত ভাস্কর্য, বেদী, কবরস্থল, এবং সীমান্ত-চিহ্নায়নকারী পাথরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো।

১১ হোমারের কাহিনিতে এমন উল্লেখ নেই যে, যুদ্ধের কালে ট্রয় কোনও প্রাচ্যদেশীয় সাম্রাজ্যের ওপর নির্ভর করেছিল। অ্যাথেনীয় এখানে ট্রয়ের যুদ্ধের মূল কারণ হেলেনের অপহরণ নিয়ে কোনও কথা বলেন না ।

১২ এটিই ছিল পারস্য সম্রাটের বিধিবদ্ধ পদবি।

১৩ *ইলিয়াদ* অনুসারে জানা যায়, ট্রয়ের যুদ্ধের এক প্রজন্ম আগে হেরাক্লিজ ট্রয়ের ওপর ধ্বংসলীলা চালিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

১৪ আথেনীয় আগন্তুক এই পর্যায়ে তার দোরীয় উৎস থেকে সরে গিয়ে দোরীয়দের নিজেদের কিংবদন্তিময় ঐতিহ্য অনুসরণে আরেকটি উৎসের কথা উপস্থাপন করেন। সেই ঐতিহ্য অনুসারে দোরীয়রা হয় হেরাক্লিজের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছিল অথবা তারা বীর হেরাক্লিজের বংশধর। হেরাক্লিজের পূর্বপুরুষ হলেন পারসিয়াস, যিনি পেলোপন্নেজিয়া নিয়ন্ত্রণ করতেন। ট্রয়ের যুদ্ধে কিছুকাল আগে পারসিয়াসের হাত হতে আগামেনন ও মেনেলাউসের পিতামহ পেলেপস পেলোপন্নেজিয়া দখল করে নেন। যুদ্ধের পর হেরাক্লিজের বংশধররা ফিরে আসে এবং পুনরায় তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এখানে বিধৃত দাবি আকাইয়ীয় বলে দোরীয়দের পূর্বেকার দাবির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৫ হিপ্পোলিতাস ছিলেন আমাজনীয় হিপ্পোলিতাসের গর্ভে থেসেউসের পুত্র। হিপ্পোলিতাসের মৃত্যুর পর থেসেউস বিয়ে করে মাইনাসের কন্যা ফাইদ্রাকে। কিংবদন্তিমূলে দেখা যায় যে, এফ্রোদিতি হিপ্পোলিতাসের ওপর রাগান্বিত ছিল একারণে যে, তিনি ছিলেন কামাবেগশূন্য এবং তিনি পূজা করতেন সতী দেবী আর্তেমিসের। সুতরাং স্বামীর অনুপস্থিতিতে ফাইদ্রা যাতে তার পুত্রের প্রেমে পড়ে সেই ব্যবস্থা করলেন এফ্রোদিতি। হিপ্পোলিতাস যখন তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করলেন তখন ফাইদ্রা আত্মহত্যা করেন এবং চিঠি লিখে যান যে হিপ্পোলিতাস তাকে ধর্ষণ করেছে। রাগান্বিত হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার মানসে থেসেউস তার পুত্রকে দেশান্তরী করেন এবং অভিশাপ দেন; আর এই অভিশাপের কারণেই পসাইদন তার যন্ত্রণাময় মৃত্যু ঘটায়। পরবর্তী এক সময়ে থেসেউস আর্তেমিসের কাছ থেকে সত্য ঘটনা জানতে পারেন, কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

১৬ এখানে এবং ৭১৫এ-তে অ্যাথেনীয় আগন্তুক একটি কবিতার উল্লেখ করেন যার খণ্ডাংশ কেবল এখন পাওয়া যায়। সেই খণ্ডাংশটি এমন:

> আইন (*নমস*) হলো সবকিছুর রাজা
> নশ্বর কিংবা অবিনশ্বর যা-ই হোক না কেন;
> যথেচ্ছাচারিতায় সবকিছুকে প্লাবিত করে তা, সৃষ্টি করে সবচেয়ে বড় সহিংসতার।
> আমি তার সাক্ষ্য-প্রমাণ তুলে ধরতে গিয়ে বলি –
> কোনও অনুমতি ভিন্ন, দাম দেওয়ারও বালাই নেই,
> গেরিয়োনের গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এরিস্‌থেয়সের কোকপ্লাসীয় আঙ্গিনায়।

এই একই লেখা কালিক্লেস অনুমোদনের ভঙ্গিতে (*গর্জিয়াস*-এ; ৪৮৪বি) উদ্ধৃত করেন; এটি সফিস্টদের মধ্যেও খুব মশহুর ছিল (*প্রোতাগারাস*; ৩৩৭ডি)। কবিতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মতভেদ আছে। মনে হয় যেন প্লেটোর কালিক্লেস, অ্যাথেনীয় আগন্তুক, এবং হারোদাতাস, সবাই পিন্দারকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করছেন যেন পিন্দার এখানে নৈতিক যথেচ্ছাচারিতা এবং আইন, সেইসাথে প্রথা ও প্রকৃতির অন্ধ শক্তির কথা বলছেন। পরবর্তীকালে, স্টোয়িকদের মধ্যে পিন্দার সম্পর্কে এমন ধারণা প্রচলিত ছিল যে, তিনি উচ্চতর আইনের কথা বলছেন যেখানে যৎসামান্য সহিংসতা ন্যায্য। আধুনিককালে পুরনো ধারার ব্যাখ্যাকে খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করা হয় না; মনে করা হয় ধার্মিক পিন্দারের পক্ষে এ ধরনের অভিমত পোষণ করা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

১৭ হীসিয়াদ: Works and Days, 80।

www.pathagar.com

১৮ হারোদাতাস এ-ব্যাপারে স্পার্টীয় ঐতিহ্য বর্ণনা করেছেন ভিন্নভাবে: সেখানে যমজ সন্তানের জন্মদানের ব্যাপারে দেবতার ভূমিকা নিয়ে কিছুই বলা হয়নি; বরং বলা হয়েছিল যে, জমজ সন্তানদের কে সিংহাসন পাবে এ নিয়ে যখন স্পার্টীয়রা মুস্কিলে পড়েছিল তখন তারা দেলফায়ী দৈবজ্ঞের শরণাপন্ন হয়েছিল; দৈবজ্ঞ তখন দুটি রাজত্ব প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়েছিল। হারদাতাস তার লেখায় আরও যোগ করেছেন যে, রাজত্ব দুটি সর্বক্ষণ একে অপরের বিরুদ্ধে বিবাদে জড়িত থাকত। অ্যাথেনীয় আলোচনার সর্বত্রই দেলফয়ী দৈবজ্ঞের ভূমিকা নিয়ে নীরব থাকেন।

১৯ অ্যাথেনীয় এখানে যে-কথা ইঙ্গিত করছেন তার চাইতে রাজার ক্ষমতা সম্ভবত কম ছিল; হারোদাতাস তেমনটিই বলেছেন।

২০ এই বাগ্‌ধারাটি ভোজের রক্ষক জিউসের প্রতি তৃতীয় তর্পণ বোঝায়।

২১ এফরবৃন্দ এবং বয়সীদের কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব সাধারণত দেওয়া হয়ে থাকে লাইকারগাসকে। কিন্তু অ্যাথেনীয় আগন্তুক লাইকারগাসের কথা কোথাও উল্লেখ করেননি। এফরগণ ছিল পছন্দ-করা পাঁচ সরকারি কর্মকর্তা যারা বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষত অভ্যন্তরীণ বিষয়ে, প্রভূত ক্ষমতা প্রয়োগ করত।

২২ এরিস্তোদেমাস: ইউরিস্থেনেস ও প্রক্লেসের পিতা।

২৩ হারোদাতাসের বয়ান অনুসারে স্পার্টীয়রা মেসিনির সাথে যুদ্ধের কারণে দেরি করেনি বরং মাসের এক শুভ দিন ছাড়া যুদ্ধযাত্রা করা যাবে না মর্মে ধারণা থেকেই দেরি করেছিল।

২৪ হারদাতাসের বয়ান অনুসারে আর্গসবাসীরা দাবি করেছিল যে, দেলফায়ী দৈবজ্ঞ তাদের নিরপেক্ষ থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল।

২৫ একে সাইরাসের পারস্যের একটি অলঙ্কৃত উপস্থাপনা বলে গণ্য করা যায়। জেনাফান তাঁর *সাইরাসের শিক্ষা*-য় পারস্যকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তেমন চিত্রই লক্ষ করা যায় এখানে।

২৬ এক প্রাচীন ইরানি জনগোষ্ঠী।

২৭ ইংরেজিতে Medes (গ্রিক মাদই; পুরনো ফার্সিতে মাদাই) ছিল প্রাচীন ইরানি জনগোষ্ঠী যারা বর্তমানকালের ইরানের উত্তর-পশ্চিমাংশে বাস করত।

২৮ কেম্বাইসিজ-২ ছিলেন পারস্য সাম্রাজ্যের মহান প্রতিষ্ঠাতা সাইরাসের পুত্র। তার পিতামহ ছিলেন কেম্বাইসিজ-১, আসনহান-এর রাজা।

২৯ *সেরিজ:* তার শিক্ষা নিয়ে অন্য কোনও উৎস থেকে সমর্থন পাওয়া যায় না। আর তার অধীনে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল বলে যে আলোচনা, তার কোনও সমর্থন মেলে না।

৩০ চার শ্রেণীতে বিভক্তিটি ছিল সোলনের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা।

৩১ *দাতী* বা দাতুস ছিলেন একজন ফার্সি নৌ-সেনাপতি যিনি দারায়ুসের অধীনে নৌবাহিনীতে নিযুক্ত ছিলেন। গ্রিকদের বিরুদ্ধে ফার্সিদের প্রথম যুদ্ধে তিনি আরতাফারনেসের সাথে যৌথ নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালনা করে মশহুর হয়েছিলেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯০ সালে নাক্সস দখল ও এরিত্রিয়ার ধ্বংসের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ফার্সি সেনাপতিদের মধ্যে অন্যতম। একই বছর সংঘটিত ম্যারাথনের যুদ্ধেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

৩২ প্লাতিয়া হতে যে যথেষ্ট পরিমাণের সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল অ্যাথেনীয় আগন্তুক এখানে তার কথা উল্লেখ করেননি।

৩৩ আথস পাহাড়: উত্তর গ্রিসের মেসাদনিয়ায় অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। পবিত্র পাহাড় নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

৩৪ হেল্লেসপন্ত হচ্ছে দারদানেলিজের পুরনো নাম। এটি হচ্ছে উত্তর-পশ্চিম তুরস্কে সরু একটি প্রণালি যা এজিয়ান সাগর আর মারমারা সাগরকে যুক্ত করেছে। বসফরাসের মতো এটিও ইউরোপকে এশিয়া থেকে আলাদা করেছে।

৩৫ অ্যাথেনীয় আগন্তুক এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেনি যে, অ্যাথেনীয়রা দেলফাই দৈবজ্ঞের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করেছিল এবং এরপর যে-যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল তা ছিল সেলামাসের নৌ-যুদ্ধ।

৩৬ হীসিয়াদ (*থিওগিনি*) অনুসারে টাইটানরা ছিল জিউস এবং অলিম্পিয়দের আগে স্বর্গশাসনকারী দেবতা। তাঁরদেরকে টাইটান বলা হতো এ-কারণে যে, তাঁরা তাঁদের পিতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছিল: কনিষ্ঠতম ভ্রাতা ক্রনোসের নেতৃত্বে তারা তাদের পিতাকে খোজা করে দিয়েছিল।

৩৭ এই বাগ্‌ধারাটি অ্যারিস্তোফানিজের কমেডি – *মেঘমালা*-য় যুক্ত করা হয়েছে। (১২৭৪)

www.pathagar.com

পুস্তক চার

৬. ম্যাগ্‌নেসিয়া ও তার জনগণ

প্রাকৃতিক সম্পদ

অ্যাথেনীয়ঃ এক্ষণে বলুন, নগরীটি কী হতে যাচ্ছে – আমরা আবশ্যিকভাবে কী ধরে নেব? একথা বলতে গিয়ে আমি নগরীটির এখনকার নাম কী বা ভবিষ্যতে এর নাম কী হতে যাচ্ছে, তা জিজ্ঞেস করছি না; কারণ, তা সম্ভবত নির্ধারিত হবে বসতি স্থাপনের পরিস্থিতি দিয়ে অথবা মূল বসতির নাম কী ছিল তা দিয়ে – কোনও নদী বা ঝর্ণা বা স্থানীয় কোনও দেবতার নাম দিয়ে। এদের কোনও একটি হয়ত নগরীটির শুভ নাম দেবে। এক্ষণে আমি যে-কথা জানতে চাচ্ছি তা হলোঃ এটি কি সমুদ্রপারে প্রতিষ্ঠিত হবে, না কি, স্থলভাগে? ৭০৪এ ৭০৪বি

ক্রেইনিয়াসঃ আগন্তুকবর, আমরা এখন যে নগরীর কথা আলোচনা করছি তা সমুদ্র থেকে আনুমানিক আশি স্তাদ[১] দূরে অবস্থিত।

অ্যাথেনীয়ঃ এর কাছাকাছি সমুদ্রকূলে কি কোনও পোতাশ্রয় আছে, না কি, তা পুরোপুরি পোতাশ্রয়হীন?

ক্রেইনিয়াসঃ আগন্তুকবর, এর রয়েছে সম্ভাব্য সবচেয়ে চমৎকার পোতাশ্রয়।

অ্যাথেনীয়ঃ হায়, আপনারা বলছেন কী! আর এর চারপাশের জমিজমা? সেগুলো কি সবদিক থেকে উৎপাদনশীল, না কি, কোনও কিছুতে তার ঘাটতি আছে? ৭০৪সি

ক্রেইনিয়াসঃ বাস্তবিকপক্ষে এর কোনও কিছুরই ঘাটতি নেই।

অ্যাথেনীয়ঃ এর পাশে কি কোনও নগরী আছে?

ক্রেইনিয়াসঃ না নেই; আর সেজন্যই নগরীটি পত্তন করা হচ্ছে; বহুকাল আগে লোকজন এই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিল; স্মরণাতীত কাল থেকেই জায়গাটি জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে আছে।

অ্যাথেনীয় আগন্তুকঃ এতে কি যথেষ্ট পরিমাণ সমভূমি, পাহাড়-পর্বত আর বনভূমি আছে? প্রত্যেকটির হিস্যা কতটুকু?

ক্রেইনিয়াসঃ ক্রিটের বাকি জায়গা যেমন, সামগ্রিকভাবে এর প্রকৃতিও প্রায় তেমনই। ৭০৪ডি

অ্যাথেনীয়ঃ আপনি কি বলতে চাচ্ছেন এতে যতটা না সমভূমি তার চাইতে বেশি পাথুরে এলাকা?

www.pathagar.com

ক্রেইনিয়াস: হ্যাঁ, ঠিক তা-ই।

অ্যাথেনীয়: সেক্ষেত্রে আপনাদের নাগরিকদের সদ্‌গুণসম্পন্ন হওয়ার আশা কিছুটা আছে বলে মনে হচ্ছে। নগরীটি যদি একেবারে সমুদ্রপাড়ে অবস্থিত হত, তার যদি ভালো পোতাশ্রয় থাকত, সবদিক থেকে উৎপাদনশীল না হয়ে যদি এর অনেক জিনিসের অভাব থাকত, তাহলে অবক্ষয় হতে নগরীটিকে রক্ষা করা এবং নিম্নস্তরের আচরণ থেকে দূরে রাখার জন্য তার হয়ত শক্তিশালী কোনও উদ্ধারকর্তার প্রয়োজন পড়ত, ঐশী আইনদাতার দরকার হত। যহোক, এতে অন্তত আশি স্তাদের স্বস্তি আছে। সমুদ্র থেকে এর দূরত্ব
৭০৫এ যতদূর হওয়া উচিত তার চাইতে বরং অধিকতর নিকটে এর অবস্থান; কথাটি অধিকতর সত্য এ-কারণে যে, আপনি বলেছেন, নগরীটির ভালো একটি পোতাশ্রয় আছে। যাহোক এতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি। প্রতিদিনকার সঙ্গী হিসেবে সমুদ্র খুবই মনোরম কিন্তু তা আদতে 'নোনা এবং তিক্ত এক প্রতিবেশী'[২]। বাণিজ্য ও পয়সা-বানানোর প্রচেষ্টায় খুচরা ব্যবসার মাধ্যমে এটি বসতিকে দূষিত করে ফেলে, মানুষের আত্মায় অনিশ্চিত ও অবিশ্বাসী উপায় ঢুকিয়ে দেয়; একটি নগরীর নিজের প্রতি এবং বাকি মনুষ্যসমাজের প্রতি আস্থা এবং বন্ধুত্ববোধ নস্যাৎ করে দেয়। এই দিকে থেকে অন্তত এইটুকু স্বস্তি আছে যে, নগরীটি সব দিক থেকে উৎপাদশীল বটে কিন্তু
৭০৫বি সেইসাথে মাটির বন্ধুরতার কারণে কোনও কিছুই বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করতে পারে না। যদি প্রাচুর্য থাকত তাহলে হয়ত বিপুল আকারের রপ্তানি বাণিজ্য থাকত, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিপুল আয় থাকত; সেক্ষেত্রে আমরা হয়ত সহজেই দাবি করতে পারতাম – আপনাদের হয়ত স্মরণ আছে, আমরা পূর্বে একসময় বলেছিলাম – নগরীর লক্ষ্য যদি হয় ন্যায়পরায়ণ এবং মহৎ স্বভাব অর্জন, তবে এর চাইতে বড় ক্ষতি আর কিছুই হতে পারে না।

৭০৫সি **ক্রেইনিয়াস:** হ্যাঁ, আমাদের সেকথা স্মরণ আছে; আর তখন আমরা ঠিক কথাই বলেছিলাম, এখনও তা-ই বলছি।

অ্যাথেনীয়: বেশ; এখন আমার প্রশ্ন হলো, জাহাজ নির্মাণের জন্য নগরীকে কাঠের জোগান দেওয়া যাবে কীভাবে?

ক্রেইনিয়াস: এতে উল্লেখযোগ্য দেবদারু জাতের গাছ নেই, পাইন নেই, সাইপ্রাসও নেই; কিছু স্টোন-পাইন বা সাধারণ কাঠ হয়ত মিলবে যা জাহাজ-নির্মাতারা সবসময় জাহাজের ভেতরের অংশের নির্মাণের কাজে লাগায়।

অ্যাথেনীয়: এগুলোর একটি সহজাত সুবিধা আছে।

ক্রেইনিয়াস: তা কী?

৭০৫ডি **অ্যাথেনীয়:** যখন মন্দ জিনিসের অনুকরণের ব্যাপার দেখা দেয় তখন যেন কোনও নগরী তার শত্রুকে সহজে অনুকরণ করতে না পারে।

ক্রেইনিয়াস: আমরা যে-প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম তার সাথে এ কথার সম্পর্ক কী?

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ প্রিয় বন্ধুবর, আপনার হয়ত মনে আছে ক্রিটীয় আইন সম্পর্কে আমি গোড়ায় কী বলেছিলামঃ আমি বলেছিলাম, তারা কেবল একটি বিষয়েই নজর দেয় আর তা হলো যুদ্ধ; আপনারা উভয়ে তাতে একমত প্রকাশ করেছিলেন; আমি উত্তর করেছিলাম যে, সদ্‌গুণের বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে তা ভালো বটে
কিন্তু যেহেতু সেইসব আইন পুরো সদ্‌গুণকে বিবেচনায় নেয় না, তার ৭০৫ই
অংশকেই মাত্র বিবেচনা করে, তাই আমি তাদের অনুমোদন করি না। তাই আমি এখন আশা করছি আপনারা আমাকে অনুসরণ করবেন, লক্ষ রাখবেন আমি সদ্‌গুণ ব্যতীত অন্য কিছু নিয়ে আইন প্রণয়ন করি কি না, সদ্‌গুণের একাংশ নিয়ে আইন তৈরী করি কি না। কারণ, আমার বিবেচনায় সঠিক আইনদাতা তীরন্দাজের মতো সেই দিকেই সর্বদা তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন
যার সাথে অব্যাহতভাবে যুক্ত থাকে মহৎ কিছু; এইমাত্র যার কথা উল্লেখ করা ৭০৬এ
হলো সেই সদ্‌গুণকে অগ্রাহ্য করে তার যদি সম্পদ বা এমন কিছু উৎপাদন করার সুযোগও থাকে তবু তিনি তার সবকিছুকেই দূরে সরিয়ে রাখেন।

আমি বলছিলাম যে, শত্রুদের অনুকরণ করা মন্দ কাজ; আমি এমন একটি কেইসের কথা ভাবছিলাম যেখানে সমুদ্রপারে বসবাসকারী লোকজন শত্রু কর্তৃক হয়রানির শিকার হয় – মাইনাসের[৩] হাতে অ্যাথেনীয়রা যেমন হয়রানির শিকার হয়েছিল (আগের তিক্ত স্মৃতি স্মরণ করানোর জন্য আমি
একথা বলছি না)। সমুদ্রে মাইনাসের শক্তি ছিল অপরিসীম এবং আতিকার ৭০৬বি
অধিবাসীদের ওপর তিনি নির্মম করভার চাপিয়ে দিয়েছিলেন। এখন যেমন তাদের যুদ্ধ করার জন্য জাহাজ আছে তখন তা ছিল না, আর সহজে নৌশক্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাহাজ নির্মাণের রসদ হিসেবে যে-কাঠের প্রয়োজন হয় তার ভাণ্ডার-সম্বলিত কোনও এলাকাও তাদের ছিল না। ফলে, সমুদ্রে কী করে শত্রুদের অনুকরণ করতে হয় আর তার মাধ্যমে নাবিক হয়ে সরাসরি
শত্রুকে প্রতিহত করতে হয়, তা তারা শিখতে পারেনি। বহুবার সাত যুবককে ৭০৬সি
হত হতে দিয়েও তারা যদি অটল থাকতে পারে, নৌসেনাদের অভ্যাস পরিগ্রহ করার বদলে ভারী অস্ত্রসজ্জিত পদাতিক সৈন্য থাকতে পারে, তাহলে তা তাদের স্বার্থেই কাজে লাগবে। নৌসেনারা অতি দ্রুত সামনে এগিয়ে যায় আর তারা অতি দ্রুতই পিছু হটে জাহাজে ফিরে আসে; আক্রমণকারী শত্রুর মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণের সাহস প্রদর্শন এবং মৃত্যুবরণ না করার মধ্যে তারা লজ্জাকর কিছু দেখতে পায় না। কোনও কোনও যুদ্ধে পশ্চাদ্‌পসরণের সময় অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে পালিয়ে আসা লজ্জাকর কিছু নয় বলে তারা সহজেই
ওজর তৈরি করে। সশস্ত্র নৌযোদ্ধারা এ ধরনের মনোভাবই সাধারণত প্রকাশ ৭০৬ডি
করে থাকে; এ ধরনের মনোভাবকে বিপুলভাবে এবং ঘনঘন প্রশংসা করার প্রয়োজন পড়ে না, বরং, ঠিক তার উল্টোটিই করা প্রয়োজন। কারণ, আমাদের নাগরিকদের মন্দ অভ্যাস শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, বিশেষত, তার প্রকৃষ্টতম অংশকে তো কোনওক্রমেই নয়।

www.pathagar.com

এ ধরনের আচারের অশুভ ফল হোমার থেকে শেখা যায়। কারণ, আমরা দেখতে পাই যে, যুদ্ধে আকাইয়ীয়রা[৪] ট্রয়বাসীদের দ্বারা প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়ার পর যুদ্ধের জাহাজগুলোকে সমুদ্রের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলে ওদিসিয়াস আগামেমনন্‌কে ভর্ৎসনা করেছিলেন। তাঁর ওপর রাগান্বিত হয়ে তিনি বলেছিলেন:

৭০৬ই …যখন যুদ্ধ আর মানুষের চীৎকার আকাশ বিদীর্ণ করছে, তখন আপনি
আমাদের সৈন্যভরা জাহাজগুলো টেনে নিয়ে যান সমুদ্রের পানে, যেন বেশি করে
মঞ্জুর হওয়ার সুযোগ পায় ট্রয়বাসীদের প্রার্থনা – বহুকাল ধরে তারা তা-ই কামনা করে আসছিল –
আমাদের যেন হয় সম্পূর্ণ বিনাশ।
কারণ, একবার যদি সমুদ্রের পানে ফিরে যায় জাহাজ
আকাইয়ীয়রা পেছনের দিকেই তাকাবে কেবল, যুদ্ধ থেকে মুখ ফেরাবে তারা।
৭০৭এ আপনি যে পরামর্শ ঘোষণা করলেন তা-ই হবে এর পরিণতি।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে এই মানুষটি এসব জিনিস জানতেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে, যুদ্ধরত সৈন্যদের আশে পাশে *ট্রাইরেম*-এর[৫] অবস্থান অশুভ ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধরনের আচার ব্যবহার করে সিংহদের কেবল হরিণ তাড়ানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়!

অধিকন্তু, যেসব নগরীর শক্তির ভিত্তি নৌবাহিনী তারা রক্ষাপ্রাপ্তির পর তাদের মহত্তম যোদ্ধাদের পুরস্কৃত করে না; যেহেতু পাইলট, দাঁড়ি আর হালচালক – বাস্তবিকপক্ষে সেই সমস্ত লোক যারা খুব একটা ঐকান্তিক নয়, তাদের দক্ষতার কারণেই তারা উদ্ধার পায় তাই তাদের মধ্যে যারা সম্মানলাভের যোগ্য তাদেরও
৭০৭বি তারা সম্মানিত করে না। কোনও একটি শাসনব্যবস্থায় যদি এর অভাব থাকে তবে তা কী করে সঠিক ব্যবস্থা হয়ে উঠবে?

ক্লেইনিয়াস: এটি অনেকটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু আগন্তুকবর, আপনি লক্ষ করে দেখুন, আমরা ক্রিটবাসীরা অন্তত একথা দাবি করি যে, বর্বরদের বিরুদ্ধে সেলামাসে গ্রিক নৌবাহিনী পরিচালিত যুদ্ধই[৬] গ্রিকদের রক্ষা করেছিল।

অ্যাথেনীয়: হ্যাঁ, অ্যাথেনীয়রা আর বর্বররাও – অনেকেই, এমন কথাই বলে।
৭০৭সি কিন্তু বন্ধুবর, আমরা – আমাদের সাথে আছেন যিনি, মেগিল্লাস আর আমি নিজেও দাবি করি যে, রক্ষাকারী ছিল ম্যারাথন ও প্লাতিয়ার যুদ্ধ; প্রথমোক্তটি গ্রিকদের মুক্ত করতে শুরু করেছিল আর শেষোক্তটি সেই প্রক্রিয়া সমাপ্ত করেছিল। অধিকন্তু আমরা এ-ও দাবি করি যে, এইসব যুদ্ধ গ্রিকদের প্রকৃষ্টতর করে তুলেছিল; সেইসাথে এ-কথাও বলা যায়, অন্যান্য লড়াইও তাদের জন্য কম মঙ্গলজনক হয়নি। সেই কালে আমাদের মুক্তির ক্ষেত্রে যেসব যুদ্ধ অবদান রেখেছিল তার ব্যাপারে হয়ত এমন কথা বলাই শ্রেয়। আর আপনি সেলামিসের যে যুদ্ধের কথা উল্লেখ করলেন তার সাথে আমি আর্তামিজিয়ামের নৌযুদ্ধও[৭] যোগ করব।

www.pathagar.com

যা-ই হোক না কেন, কোনও জায়গার প্রকৃতি এবং আইনের নির্দেশ ৭০৭ডি
বিবেচনা করার জন্য আমরা সেখানকার শাসনব্যবস্থার সদ্‌গুণ বিবেচনা করছি। অনেকে যেমন মনে করে, আমরা তেমনটি মনে করি না: আমরা মনে করি অস্তিত্ব রক্ষাই মানুষের জন্য সবচেয়ে সম্মানজনক ব্যাপার নয়; তাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সম্মানজনক জিনিস হলো অস্তিত্ব বজায় থাকার কালে সম্ভবপর প্রকৃষ্টতম জীবন যাপন করা, তা অব্যাহত রাখা। আমার ধারণা আমাদের পূর্বের আলোচনায়ও আমরা একথা বলেছি।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা ঠিক।

অ্যাথেনীয়: আমাদের নিজেদেরকে এখন কেবল জিজ্ঞেস করতে হবে নগরী পত্তন ও তার আইন প্রণয়নের জন্য আমরা যেপথ বেছে নিয়েছিলাম এখনও সে-পথেই হাঁটছি কি না।

ক্লেইনিয়াস: এখনও সর্বোত্তম পথেই আছি।

নয়া উপনিবেশবাদী

অ্যাথেনীয়: এখন বলুন, এসব জিনিসের পর কী আসে? কারা হবে আপনার ৭০৭ই
উপনিবেশে বসবাসকারী? পুরো ক্রিট থেকে যে-কেউ কি সেখানে যেতে পারবে? ভাবনাটি কি এমন যে, বিভিন্ন নগরীতে লোকসংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, খাদ্য জোগানই কঠিন হয়ে পড়েছে? কারণ, আমার ধারণা আপনি সকল গ্রিকবাসীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলবেন না যে, যে-কেউ সেখানে আসতে পারে। তবে আমি এ-ও লক্ষ করেছি আপনার এলাকায় ইতোমধ্যেই কিছু
ঔপনিবেশক বসতি স্থাপন করেছে, যারা এসেছে আর্গস থেকে, আইজিনা ৭০৮এ
এবং গ্রিসের অন্যান্য জায়গা থেকে। এবার আমায় বলুন, কোথা থেকে আসবে আপনার এই নাগরিকের দল?

ক্লেইনিয়াস: তারা আসবে ক্রিটের সকল জায়গা থেকে; আর গ্রিসের বাদবাকি জায়গার কথা যদি বলেন, পেলোপন্নেজের সহযোগী ঔপনিবেশকরা বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আপনি এইমাত্র আর্গসের মানুষজন সম্পর্কে যা লক্ষ করেছেন তা ঠিক: আর্গস গোষ্ঠীরও ক্রিটবাসী আছে; বর্তমান সময়ে ক্রিটের নৃগোষ্ঠীর মধ্যে প্রকৃষ্টতম চরিত্রের লোকজন হচ্ছে গর্তিনীয়রা; তারা এসেছে পেলোপন্নেজিয়ার গর্তিন[৮] থেকে।

অ্যাথেনীয়: নগরীর জন্য উপনিবেশ কিছু কিছু দিক থেকে সহজ হয়ে উঠে না ৭০৮বি
যদি ঔপনিবেশিকরা মৌমাছির ঝাঁকের মতো একই নৃগোষ্ঠীর লোক না হয়; যদি কোনও একটি এলাকা থেকে একটি জনগোষ্ঠী নতুন বসতিতে স্থানান্তরিত হয় আর বন্ধুকে ছেড়ে বন্ধু নতুন জায়গায় যায়; যদি দেখা যায় যে, এর কারণ এমন যে জমির স্বল্পতা দেখা দিয়েছে অথবা অন্য কোনও ধরনের দুঃখ-কষ্টে বাধ্য হয়ে পূর্বের জায়গা ত্যাগ করতে হচ্ছে। আবার অনেকসময়

www.pathagar.com

এমনও ঘটে যে, গৃহযুদ্ধের কারণে নগরীর একটি অংশ দেশান্তরিত হতে বাধ্য হয়। আবার এমনও ঘটতে দেখা গেছে যে, অপ্রতিরোধ্য আক্রমণে
৭০৮সি পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়ে সম্পূর্ণ নগরীই নির্বাসনে গেছে। এমন সব পরিস্থিতিতে এক অর্থে বসতিস্থাপন এবং আইন প্রণয়ন খুবই সোজা, কিন্তু অন্য এক অর্থে তা অধিকতর কঠিনও বটে। গোষ্ঠীগত ঐক্য, ভাষা এবং আইনকানুনের সাদৃশ্য – যেহেতু তা পবিত্র জিনিস এবং এ-ধরনের জিনিসে একত্রে অংশগ্রহণ বুঝায় – কিছু কিছু ধরনের বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে; কিন্তু সেক্ষেত্রে এমনও ঘটে যে, তারা সহজে তাদের নিজেদের অনুসৃত আইনকানুন এবং শাসনব্যবস্থা থেকে ভিন্নতর কোনও ব্যবস্থা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে না। কখনও কখনও এমন ঘটে যে, তাদের নিজেদের আইনের মন্দ চরিত্রের কারণে
৭০৮ডি তারা গৃহযুদ্ধে শিকার হলেও যে-প্রথাগত আইন তাদের পূর্বে দূষিত করেছিল, অভ্যাসবশে তারা সেই একই আইন নিয়ে বসবাস করতে চায় এবং উপনিবেশের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, যিনি তাদের আইন প্রদানকারী, তিনি তাদেরকে গোলমালসৃষ্টিকারী এবং বিদ্রোহী হিসেবে দেখতে পান। এর উল্টোপক্ষে, যে-নৃগোষ্ঠীকে সর্বত্র থেকে সংগ্রহ করা হয় তা সম্ভবত কিছু কিছু নতুন আইন মান্য করার জন্য অধিকতর প্রস্তুত থাকে; কিন্তু একটি অশ্বদলের মতো অব্যাহতভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য একত্র নিঃশ্বাস নেওয়া এবং বেড়ে উঠা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ, পুরুষালি সদ্‌গুণের সবচেয়ে নিখুঁত পরীক্ষা হলো আইনদান এবং নগরীর পত্তন।

ক্লেইনিয়াস: সন্দেহ কী! কিন্তু আপনি একথা কেন বলছেন তা জানতে গভীর আগ্রহ হচ্ছে।

সদাশয় স্বৈরাচারীর প্রয়োজনীয়তা

৭০৮ই **অ্যাথেনীয় আগন্তুক:** প্রিয় বন্ধুবর, আমার ভয় হচ্ছে পশ্চাৎযাত্রা করে আমি যদি আইনদাতাদের বিষয়টি আবার বিবেচনা করি তাহলে আমি হয়ত তাঁদের মর্যাদাকে খাটো করে কোনও কিছু একটা বলে ফেলব; কিন্তু কথা ক'টি যদি উপলক্ষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে ক্ষতির আশঙ্কা নেই। সর্বোপরি, আমার এ নিয়ে বিক্ষুব্ধ হওয়ারই বা কী আছে! আমার বিশ্বাস সকল মানবীয় বিষয়ের বেলা একই নীতি কাজ করে।

ক্লেইনিয়াস: আপনি কিসের কথা বলছেন?

৭০৯এ **অ্যাথেনীয়:** আমি বলতে যাচ্ছিলাম, মানুষ কখনও আইন প্রণয়ন করে না, বরং, বিভিন্নভাবে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের দৈব ঘটনা, দুর্ঘটনা, আমাদের জন্য সব আইন তৈরি করে দেয়। যুদ্ধের সহিংসতা এবং দারিদ্র্যের ঘোর অপরিহার্যতা আইন পরিবর্তন করে লাগাতার শাসনব্যবস্থা পাল্টে দেয়। রোগ-বালাইও –

www.pathagar.com

যখন মহামারি দেখা দেয়, অথবা খারাপ আবহাওয়া আবির্ভূত হয় আর তা অনেক বছরব্যাপী স্থায়ী হয়, অনেক উদ্ভাবনকে অপরিহার্য করে তোলে। কেউ যদি এসব জিনিসের দিকে দৃষ্টি দেন তাহলে হয়ত তিনি আমার মতোই – একটু আগে যে-কথা বলেছি – তা বলতে ব্যগ্র হয়ে উঠবেন: কোনও নশ্বর
মানুষ কখনও কোনও আইন প্রণয়ন করে না, বরং, সমস্ত মানবীয় কর্মকাণ্ডে ৭০৯বি
দৈবই হলো সব। এসব কথা নৌচালনার শিল্প, পাইলটের শিল্প, সেনানায়কের শিল্প – সবার ক্ষেত্রেই একইভাবে প্রাসঙ্গিক; তাছাড়া আরও একটি ব্যাপার আছে যে-কথা সমান সত্যতার সাথে তাদের সবার ব্যাপারেই বলা যায়।

ক্লেইনিয়াস: তা কী?

অ্যাথেনীয়: বিধাতা সকল জিনিস শাসন-নিয়ন্ত্রণ করেন আর মানবীয় জিনিসের ক্ষেত্রে দৈব এবং সুযোগ তাকে সহযোগিতা করে। তবে একথা অবশ্য স্বীকার
করতে হয় যে, এদের সাথে যুক্ত থাকে তৃতীয় আরেকটি জিনিস, নরমগোছের ৭০৯সি
জিনিস: শিল্প। কারণ, আমি নিদেনপক্ষে এমন কথা বলব যে, ঝড়ের বেলা পাইলটের শিল্পের সাহায্যলাভ অবশ্যই বিরাট এক লাভ। আপনি কি একমত?

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, একমত।

অ্যাথেনীয়: সুতরাং, এই একই যুক্তি সমভাবে অন্যান্য কেইসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য আর বিশেষত আইনদানের ক্ষেত্রে এই বিশেষ জিনিসটিকে মানতেই হবে। যদি এমন ধরেও নেওয়া হয় যে, কোনও নগরীতে সুখের জন্য সকল শর্তই বিদ্যমান তাহলেও এ ধরনের নগরীতে একজন আইনদাতার অস্তিত্ব থাকতে হবে যিনি সত্যের অধিকারী।

ক্লেইনিয়াস: আপনি যা বললেন তা অত্যন্ত খাঁটি কথা।

অ্যাথেনীয়: ধরে নেওয়া যায়, উল্লিখিত প্রতিটি কেইসেই সংশ্লিষ্ট শিল্পের অধিকারী ৭০৯ডি
ব্যক্তি নির্দিষ্ট কিছু অবস্থার জন্য সঠিক প্রার্থনা জানাতে সক্ষম; আর ভাগ্য যদি তাকে তা মঞ্জুর করে তবেই মাত্র তার সেই শিল্প প্রয়োগ করার প্রয়োজন পড়বে।

ক্লেইনিয়াস: তা তো নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়: এইমাত্র অন্য যে-সব শিল্পীর কথা বলা হলো তাদেরকে যদি তাদের প্রার্থনা জ্ঞাপন করতে বলা হয় তাহলে কি তারা তা জানাবে?

ক্লেইনিয়াস: অবশ্যই জানাবে; জানাবে না কেন?

অ্যাথেনীয়: আইনপ্রণেতাও তা-ই করবেন?

ক্লেইনিয়াস: আমার বিশ্বাস তিনিও তা-ই করবেন।

অ্যাথেনীয়: তখন আমরা হয়ত বলব, "আইনপ্রণেতা মহোদয়, আপনি যে একটি ৭০৯ই
নগরীকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজাতে চান তার জন্য কী কী শর্ত পূরণ দরকার আপনার?" তিনি কীভাবে এ প্রশ্নের উত্তর করবেন? আমি কি তার হয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব?

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, দিন।

অ্যাথেনীয়: তিনি বলবেন: "আমাকে স্বৈরাচারশাসিত একটি নগরী দিন, সেই স্বৈরাচারীর তরুণ হওয়াই ভালো; তার থাকতে হবে ভালো স্মৃতিশক্তি; তিনি হবেন ভালো শিক্ষার্থী, সাহসী এবং মহৎ চরিত্রের অধিকারী। আর আমি পূর্বে
৭১০এ যেকথা বলেছি – তার অন্য গুণাগুণকে যদি উপকারী করে তুলতে হয় তবে তার যেন এমন গুণ থাকে যা সদ্গুণের অন্যান্য অংশের অবিচ্ছেদ্য সহযোগী।

ক্লেইনিয়াস: মেগিল্লাস, আমার ধারণা আগন্তুকবর অন্য যে সহযোগী গুণের কথা বলছেন তা অবশ্যই সংযম।

অ্যাথেনীয়: হ্যাঁ, তা স্থূল অর্থে তা-ই ক্লেইনিয়াস; কোনও কোনও দার্শনিক যাকে জোরালো ও আতিশয্যমূলক ভাষায় বিচক্ষণতা বলেন তেমন অর্থে নয়, বরং, যা শিশুদের এবং প্রাণীদের ক্ষেত্রে সহজাত প্রতিভা বলে বিবেচিত, যা নিয়ে কেউ তুষ্টিতে জীবনযাপন করে থাকেন, কেউ আবার অতুষ্টিতে। আমরা দাবি করেছিলাম যে, অন্য অনেক জিনিস, যাদেরকে ভালো বলা হয়, তাদের থেকে
৭১০বি যখন একে আলাদা করে ফেলা হয় তখন তা উল্লেখ করার পর্যায়ভুক্ত থাকে না। আমার ধারণা আপনি অবশ্যই এর অর্থ ধরতে পারছেন।

ক্লেইনিয়াস: নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়: সেক্ষেত্রে যদি নগরীটিকে সবচেয়ে ভালো উপায়ে স্বল্পতম সময়ে এমন রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা অর্জন করতে হয় যা সুখের জন্য সবেচেয়ে উপযোগী, তাহলে আমাদের স্বৈরাচারীর আয়ত্তে অন্যান্য স্বাভাবিক গুণাগুণের অতিরিক্ত এই প্রকৃতি থাকতে হবে। কারণ, স্বৈরাচারের সাহায্য ব্যতীত এত দ্রুত এত প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে কোনও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কোনও জো নেই – এখন তো নেই-ই, ভবিষ্যতেও তা হওয়ার নয়।

৭১০সি **ক্লেইনিয়াস**: কিন্তু আগন্তুকবর, কী যুক্তিতে কেউ একজন এমন কথা বলবে আর নিজেকে এই বলে শান্ত করবে যে, যা বলা হচ্ছে তা-ই সঠিক?

অ্যাথেনীয়: ক্লেইনিয়াস, নিদেনপক্ষে সম্ভবত এমন ভাবাটা সহজ যে, এটি প্রকৃতিরই ব্যবস্থা।

ক্লেইনিয়াস: আপনি বলছেন কী? আপনার দাবিমতো কাউকে যদি স্বৈরাচারী হতে হয় তবে তাকে হতে হবে তরুণ, সংযমী, ভালো শিক্ষার্থী, তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিধর, সাহসী এবং মহান?

অ্যাথেনীয়: এর সাথে আরও যোগ করুন 'সৌভাগ্যবান' – তা অন্য কোনও অর্থে নয়, বরং এ-অর্থে যে, তাঁর যুগে, জন্ম নেবে মহান এক আইনপ্রণেতা আর
৭১০ডি কোনও এক দৈব-ঘটনা তাদের দুটিকে একত্রিত করবে। আর এ-কাজ যদি পূর্ণ হয় তাহলে কোনও নগরীকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ঋদ্ধ করার জন্য বিধাতা যা করে থাকেন তার সবই তিনি করেছেন বলে ধরে নেওয়া যাবে। বিধাতা দ্বিতীয় প্রকৃষ্ট কাজটি সম্পাদন করবেন যখন এ ধরনের দু'জন শাসকের জন্ম হবে; আর তৃতীয় প্রকৃষ্ট কাজটি হলো যখন এমন তিনজন

www.pathagar.com

শাসকের আবির্ভাব ঘটবে। এর সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সাথে বিপত্তিও বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর তার হ্রাসপ্রাপ্তির সাথে সাথে সমস্যার কমতি।

ক্লেইনিয়াস: মনে হচ্ছে আপনি এমন দাবি করছেন যে, সবচেয়ে ভালো নগরীর উদ্ভব হয় স্বৈরাচার থেকে; যদি তার সাথে যুক্ত থাকে সুপরিচিত কোনও আইনদাতা এবং সদাশয় স্বৈরাচারী তবেই একটি নগরী সবচেয়ে সহজ উপায়ে এবং সবচেয়ে দ্রুত সময়ে রূপান্তরিত হয়; এই ক্রমে দ্বিতীয় প্রকৃষ্ট ৭১০ই
রূপান্তর হয় গোষ্ঠী শাসন থেকে – তাই তো বোঝাতে চাচ্ছেন আপনি? আর তৃতীয় স্থানে থাকে গণতন্ত্র থেকে রূপান্তর।

অ্যাথেনীয়: না, তা পুরোপুরি ঠিক নয়। আমি বরং বলতে চাচ্ছি, স্বৈরাচারের মধ্য থেকেই সবচেয়ে ভালোভাবে পরিবর্তন সংঘটিত হয়; আর দ্বিতীয় হলো রাজতন্ত্র; আর এর তৃতীয় ক্রমে আছে কোনও না কোনও ধরনের গণতন্ত্র; আর উন্নয়নের সক্ষমতার দিক থেকে চতুর্থ ক্রমে আসে গোষ্ঠীতন্ত্র – পরিবর্তন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এই শাসনব্যবস্থাটির অসুবিধা সবচেয়ে বেশি, কারণ, তাতে শাসনব্যবস্থার লাগাম থাকে কিছু সংখ্যক সর্বশক্তিমান ব্যক্তির হাতে।

আমরা এমন বলি যে, এমন ব্যাপার তখনই ঘটে যখন প্রকৃতিগতভাবেই একজন আইনদাতার আবির্ভাব ঘটে যিনি ঘটনাক্রমে নগরীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান লোকজনের শক্তির কিছু অংশ নিজের মধ্যে ধরেন। আর এটি যদি এমন সময়ে ঘটে যখন ক্ষমতাশালীরা সংখ্যায় স্বল্পতম আর স্বৈরাচারের ৭১১এ
মতো শক্তিতে প্রচণ্ডতম, তাহলে পরিবর্তন সংঘটিত হয় সবচেয়ে স্বল্প সময়ে এবং সবচেয়ে সহজে।

ক্লেইনিয়াস: তা কী করে হয়? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

অ্যাথেনীয়: আমার মনে হয় আমরা একবার নয়, বহুবারই এ-কথা বলেছি! কিন্তু আপনারা বোধহয় কোনও নগরীকে স্বৈরাচার-কবলিত হতে দেখেননি।

ক্লেইনিয়াস: না, তা দেখার জন্য আমার গভীর কোনও বাসনাও নেই।

অ্যাথেনীয়: কিন্তু আমি এখন যে-কথা বলব তার মধ্যেই আপনি স্বৈরাচার ৭১১বি
দেখতে পাবেন।

ক্লেইনিয়াস: আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

অ্যাথেনীয়: আমি বুঝাতে চাচ্ছি, কোনও ঝুট-ঝামেলা ছাড়া, দীর্ঘ কোনও সময় না নিয়েই, ইচ্ছে করলে স্বৈরাচারী নগরীর হাল-হকিকত পরিবর্তন করে ফেলতে পারেন। তাকে যা করতে হবে তা হলো: যে-পথে নাগরিকরা অগ্রসর হবে বলে তিনি ইচ্ছা করেন – তা সেটি সদ্‌গুণের পরিশীলন হোক, বা তার বিপরীত কিছু হোক – সে-পথে প্রথমে নিজে এগিয়ে যাওয়া। আর কী কী করতে হবে সে-ব্যাপারে নিজের আচরণের একটি মডেল দাঁড় করাতে হবে তাঁকে; তাতে ৭১১সি
থাকবে কোনও কোনও কাজের ক্ষেত্রে প্রশংসা এবং কোনও কোনওটার প্রতি ভর্ৎসনা আর যারা তা অমান্য করবে তাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন।

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: কিন্তু আমরা কী করে ভাবব যে, সাধারণভাবে সাথে সাথেই নাগরিকগণ উপস্থাপিত উদাহরণ অনুসরণ করতে থাকবে? তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করানো এবং একইসাথে বাধ্য করার ক্ষমতা কী করে হবে তার?

অ্যাথেনীয়: বন্ধুবর, কেউ যেন আমাদের একথা না বোঝায় যে, শাসক নেতৃত্ব না দিলে নগরী আইন বদল করার ক্ষেত্রে অন্য কোনও দ্রুত ও সহজ পথ খুঁজে
৭১১ডি পাওয়া যাবে। এটিই হলো এখনকার অবস্থা আর ভবিষ্যতেও তা এমনই থাকবে। আদত অসম্ভাব্যতা বা বিপত্তি হলো অন্য ধরনের; কালের দীর্ঘ পরিসরেও তা উতরানো যায়নি; তবে একবার যদি সেই অসুবিধা কাটানো যায়, তবে সকল আশীর্বাদের দুয়ার খুলে যায়।

ক্লেইনিয়াস: আপনি কীসের কথা বলছেন?

অ্যাথেনীয়: আমি এমন সম্ভাবনার কথা বলছি যেখানে সংযত এবং ন্যায়ানুগ অনুশীলনের জন্য কোনও কোনও মহৎ ও সর্বশক্তিধর শাসকের মধ্যে তীব্র ঐশী আবেগ জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন; তা তারা রাজতন্ত্র থেকে অথবা সম্পদ
৭১১ই অথবা কৌলিন্যের শ্রেষ্ঠত্ব, – যেখান থেকেই তাদের শক্তি সংগ্রহ করুক না কেন; অথবা, নেস্তরের[৭] প্রকৃতির অধিকারীত্বও তাদের কারও কারও শক্তির উৎস হতে পারে। নেস্তর সম্পর্কে মানুষজনের দাবি হলো, সংযমে তিনি মুনষ্যকুলের সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, এমনকি বাচন ক্ষমতায় তিনি যে-মাত্রায় তাদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন তারও অধিক মাত্রায় সংযমী ছিলেন তিনি। দাবি করা হয়, এই মানুষটি ট্রয়ের যুদ্ধের সময় বেঁচে ছিলেন; আমাদের কালে এমন কারও দেখা পাওয়া ভার। কিন্তু অতীতের কোনও কালে যদি এমন একজন মানুষের অস্তিত্ব থেকেই থাকে অথবা ভবিষ্যতে যদি তার দেখা পাওয়া যায়, অথবা, এখন আমাদের মধ্যে থেকে থাকে, তাহলে তার জীবন এক আশীর্বাদের জীবন আর যারা তাঁর সংযত মুখ থেকে নিঃসরিত বাক্যের প্রতি কর্ণপাত করতে তার সাথে যোগ দিয়েছে, তাঁরাও আশীর্বাদিত।

একই কথা সাধারণভাবে ক্ষমতার ব্যাপারেও বলা যেতে পারে: মানুষের সর্বোচ্চ ক্ষমতা যখন বিচক্ষণতা এবং সংযমের সাথে যুক্ত হয় তখন
৭১২এ সর্বোৎকৃষ্ট আইন এবং প্রকৃষ্টতম শাসনব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে; অন্য কোনও উপায়েই তা সংঘটিত হওয়ার সুযোগ নেই।

আর আমি যা বলছিলাম তাকে যেন এক ধরনের পবিত্র উপকথা বা দৈববাণী হিসেবে বিবেচনা করা হয়; আর এটি আমাদের প্রমাণ হিসেবে দেখা দিক যে, কোনও একটি দৃষ্টিকোণ থেকে কোনও একটি নগরীর প্রকৃষ্ট আইন প্রাপ্তিতে বিপত্তি দেখা দিতে পারে; কিন্তু অন্যদিকে – আমরা যা আলোচনা করেছি – তা যদি ঘটে তবে একটি নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়ে উঠবে স্বল্পতম সময়সাপেক্ষ এবং সবচেয়ে সহজ।

ক্লেইনিয়াস: তা কীভাবে?

www.pathagar.com

কোন্ সংবিধান আরোপ করতে হবে?

অ্যাথেনীয়ঃ আমরা তো বৃদ্ধ বালক; তাই চলুন না কথায় কথায় আপনাদের নগরীর জন্য প্রাসঙ্গিক আইন বানিয়ে আমরা নিজেদের আমোদিত করি। ৭১২বি

ক্লেইনিয়াসঃ তাই করা যাক – দেরি করে লাভ কী?

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে নগরী পত্তনের সূচনায় দেবতার বন্দনা করা যাক। হে দেবতা, আমাদের ডাক শুনুন, আর আমাদের ডাক শুনে সদয় হয়ে প্রসন্নচিত্তে আমাদের কাছে নেমে আসুন, নগরীর বিন্যাস এবং আইন ধার্য করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করুন।

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, সত্যিই যেন তিনি আমাদের দুয়ারে উপস্থিত হন!

অ্যাথেনীয়ঃ নগরীর জন্য কী ধরনের শাসনব্যবস্থা আমাদের মনে ঠাঁই নিয়েছে? ৭১২সি

ক্লেইনিয়াসঃ এই প্রশ্ন দিয়ে আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন? আরেকটু স্পষ্ট করে বলবেন? আপনি কি এ দিয়ে কোনও ধরনের গণতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র অথবা রাজতন্ত্র বুঝাতে চাচ্ছেন? কারণ, আপনি তাতে স্বৈরতন্ত্র যোগ করবেন এমন কথা আমাদের কল্পনায় ধরে না।

অ্যাথেনীয়ঃ এবার বলুন, আপনাদের দু'জনের মধ্যে কে প্রথমে উত্তর দিতে রাজি আছেন? এদের মধ্যে কোন্‌টি আপনাদের শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

মেগিল্লাসঃ আমি যেহেতু বয়সে বড় তাই প্রথমে আমার উত্তরদানই কি সমীচীন নয়?

ক্লেইনিয়াসঃ তা-ই বোধহয় ঠিক। ৭১২ডি

মেগিল্লাসঃ বেশ আগন্তুকবর; আমি যখন ব্যাপারটি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করি তখন লাসাদাইমনের শাসনব্যবস্থাকে এদের মধ্য কোন্ নামটি দিয়ে চিহ্নিত করব তা ব্যাখ্যা করতে পারি না। আমার কাছে মনে হয় শাসনব্যবস্থাটি স্বৈরতন্ত্রের সদৃশ, কারণ, এর অভ্যন্তরে এফরদের যে প্রতিষ্ঠান আছে তা আশ্চর্যজনকভাবে স্বৈরাচারী; কিন্তু আবার কখনও কখনও এমন মনে হয়, সকল নগরীর মধ্যে আমাদের নগরীই সবচেয়ে বেশি গণতন্ত্রের সদৃশ। আর যৌক্তিকভাবে তো অস্বীকার করার জো নেই যে, এটি একটি অভিজাততন্ত্র। তারপর এতে তো
রাজতন্ত্রও রয়েছে – তা তো রাজার জীবনকালব্যাপী বিস্তৃত; বস্তুবিকপক্ষে ৭১২ই
কেবল আমরাই নই, সমস্ত মানবগোষ্ঠীই বলে যে, সকল রাজতন্ত্রের মধ্যে এটিই সবচেয়ে প্রাচীন। তাই এখন যখন আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দেওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তখন স্পার্টীয় শাসনব্যবস্থাটি সুনির্দিষ্টভাবে কী, তা বলতে পারছি না।

ক্লেইনিয়াসঃ ক্লেইনিয়াস, আমারও আপনার মতোই একই বিপত্তি। নসাসের শাসনব্যবস্থার চরিত্র নির্দেশ করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কী বলব, তা নিয়ে আমি দ্বিধায় পড়েছি।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়: সাধু বন্ধুবৃন্দ, আমার মনে হয়, তার কারণ আপনারা দু'জনই *শাসনব্যবস্থায়* অন্তর্ভুক্ত মানুষ। আর অন্য যেসব জিনিসপত্রের কথা এইমাত্র আমরা বললাম, তা শাসনব্যবস্থা নয়, বরং, তা হলো নগরপ্রশাসন
৭১৩এ যেখানে নগরীটি স্বৈরশাসকের অধীনে বন্দি – যার নিজের কিছু কিছু অংশ অন্য অংশের দাসত্ববন্ধনে শৃঙ্খলিত। এদের প্রতিটিই স্বৈরশাসকের কর্তৃত্ব থেকে তাদের নাম ধারণ করে। এভাবেই যদি কোনও নগরীর নামকরণ করতে হয় তাহলে দেবতার নামেই নগরীর নাম রাখা উচিত, কারণ, যারা বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী, তাদের ওপর স্বৈরশাসক হিসেবে সে-ই শাসন চালায়।

ক্লেইনিয়াস: কে এই দেবতা?

ক্রোনাসের যুগ

অ্যাথেনীয়: আমি কি কিছুটা কংবদন্তি ব্যবহার করব? তাহলে হয়ত আমি আপনার প্রশ্নটির অধিকতর ভালো উত্তর দিতে সক্ষম হব। তা-ই করব?

ক্লেইনিয়াস: তাহলে এগিয়ে যাওয়ার এটিই পথ?

৭১৩বি **অ্যাথেনীয়:** তা তো বটেই। যে-নগরীটির গঠন আমরা এই একটু আগে বর্ণনা করলাম, তার ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে, ক্রোনাসের কালে তাতে সুখের শাসন ও জীবনব্যবস্থা বিরাজ করত। বর্তমানকালে প্রকৃষ্টতম যে-ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়, তা আদতে তারই অনুকরণ।

ক্লেইনিয়াস: তাহলে তো তার কথা শুনতেই হয়।

অ্যাথেনীয়: আমার কাছেও তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে হয়; সেজন্য আমি আলোচনার এই মধ্যভাগে তার সূত্রপাত করেছি।

ক্লেইনিয়াস: আপনি খুব ঠিক কাজ করেছেন। আর এটি যদি সত্যি সত্যি প্রাসঙ্গিক
৭১৩সি হয় তাহলে আপনি কিংবদন্তির বাকিটুকুর উপস্থাপনা সম্পন্ন করতে পারবেন।

অ্যাথেনীয়: আপনারা দু'জনে যা বলছেন তা ধরেই এগুব আমি। মানবগোষ্ঠীর সুখী জীবনের এমন একটি ঐতিহ্য-কথা আছে যে, সেকালে সবকিছুই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাচুর্যভরা। এসব জিনিসের পেছনে যে কারণ কাজ করেছিল তার সম্পর্কে অনেকটা এমন কথা বলা হয়ে থাকে: আমরা যেমনটি ব্যাখ্যা করেছি – ক্রোনাস বুঝতে পেরেছিলেন যে, যখন মানব-প্রকৃতি সবকিছুর ওপর সর্বময় স্বৈরাচারী ক্ষমতা লাভ করে তখন তা কিছুতেই ঔদ্ধত্য এবং অন্যায়ে গর্বিত না হয়ে মানবীয় জিনিসপত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সুতরাং,
৭১৩ডি সেই কথা চিন্তা করে তিনি আমাদের নগরীতে মানুষ নয়, বরং, উচ্চকোটি ও ঐশী প্রজাতির উপদেবতাদের রাজা এবং শাসক নিয়োগ করেছিলেন। মেষের পাল ও অন্যান্য পোষা প্রাণীদের ক্ষেত্রে এখন আমরা যা করি, তিনি তা-ই করেছিলেন। গরুর পাল শাসন করতে আমরা খোদ গরুদের নিয়োগ

www.pathagar.com

করি না, ছাগলদেরও ছাগলের শাসক করি না; তার বদলে বরং তাদের ওপর আমরা স্বৈরাচারী শাসন চালাই, কারণ, আমাদের প্রজাতি তাদের চাইতে উৎকৃষ্ট। মানবতার বন্ধু – দেবতা একই জিনিস করেছিলেন; তিনি আমাদের মাথার ওপর প্রকৃষ্টতর প্রজাতির অতিমানব বসিয়েছিলেন; তিনি আমাদের এমনভাবে তত্ত্বাবধান করেছিলেন যা তাদের জন্য এবং আমাদের জন্য খুবই সুখকর হয়েছিল। তিনি আমাদেরকে অব্যাহতভাবে শান্তি এবং ভীতি-শ্রদ্ধা ৭১৩ই
এবং ভালো আইন এবং ন্যায়বিচার দিয়েছিলেন। তিনি মনুষ্যগোষ্ঠীকে গৃহযুদ্ধবিমুখ এবং ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছিলেন।

সেই সত্যকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান যুক্তি যা বলছে তা হলো, দেবতা ভিন্ন কোনও নশ্বর মানুষ যদি কোনও নগরী শাসন করে তবে তার অশুভ পরিণতি ও কষ্টের সীমা-পরিসীমা থাকবে না। তৎসত্ত্বেও, ক্রোনাসের কালে যে-জীবনধারা ছিল, তা অনুকরণ করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে; জনজীবনে এবং ব্যক্তিগত জীবনেও – আমাদের সংসার ও ৭১৪এ
আমাদের নগরীর ব্যবস্থায় – আমাদের ভেতরে যতদূর পরিমাণ অমরত্বের নীতি বাস করে তাকে মান্য করা উচিত এবং বুদ্ধিমত্তা-নির্দেশিত বন্টনকে 'আইন' বলে নামায়িত করা উচিত। কিন্তু কোনও একক ব্যক্তি বা কোনও গোষ্ঠীতন্ত্র বা কোনও গণতন্ত্রের আত্মা যদি ভোগসুখ কামনা-বাসনার প্রতি ব্যাকুল হয় আর আত্মায় তা-ই পরিপূর্ণভাবে ধারণ করার কথা চিন্তা করে, কোনও কিছুকে সংরক্ষণ না করে এবং অব্যাহতভাবে অশেষ এবং অতৃপ্ত বিশৃঙ্খলা দ্বারা আক্রান্ত থাকে -- আমি যেমনটি বলছিলাম – এবং যদি এমন অশুভ স্পিরিট প্রথমে আইনকে পদদলিত ক'রে কোনও নগরী অথবা কোনও ব্যক্তিমানুষের প্রভু হয়ে দেখা দেয়, তাহলে মুক্তির কোনও আশা থাকে না।

এবার ভেবে বলুন ক্লেইনিয়াস আপনি আমার এই কাহিনি গ্রহণ করবেন কি ৭১৪বি
করবেন না।

ক্লেইনিয়াসঃ অবশ্যই গ্রহণ করব।

আইনই হওয়া উচিত সর্বপ্রধান

অ্যাথেনীয়ঃ আপনি তো এখন অনুধাবন করতে পারছেন, অনেকে যে বলে যত ধরনের শাসনব্যবস্থা আছে তত ধরনেরই আইন আছে, তা ঠিক; আর আমরা শাসনব্যবস্থার যতগুলো ধরন চিহ্নিত করেছি, সেগুলোই সাধারণত স্বীকৃত ধরন। এক্ষণে এ-বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে হবে। ন্যায় ও অন্যায়ের মাপকাঠি কী হবে তা পুনর্বার বিবেচ্য বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। অনেকেই বলছে যে, আইনের কাজ যুদ্ধ অথবা সদ্‌গুণকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা নয় – আইনের বিবেচনা করা উচিত প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার স্বার্থ; কীসের ৭১৪সি
মাধ্যমে শাসনব্যবস্থাটির শাসন চিরস্থায়ী করা যাবে, কীসের দ্বারা তার ধ্বংস

১৪—

www.pathagar.com

রোধ করা যাবে, তা। তাদের ভাবনাচিন্তা অনুযায়ী এর মাধ্যমেই সর্বোত্তম উপায়ে ন্যায়ের সহজাত সংজ্ঞা প্রকাশ করা যায়।

ক্লেইনিয়াস: কীভাবে?

অ্যাথেনীয়: তাদের কথামতো ন্যায় হলো অধিকতর শক্তিমানের স্বার্থ।

ক্লেইনিয়াস: আরেকটু স্পষ্ট করে বলুন।

অ্যাথেনীয় আগন্তুক: বলছি। তাদের দাবি হলো, "ধারণা করা যায়, কোনও একটি নগরীতে যে-আইনের কর্তৃত্ব থাকে তা প্রণয়ন করে নগরীর শাসনকারী শক্তি। তা-ই না? "

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা সত্য বটে।

৭১৪ডি **অ্যাথেনীয়**: তারা তার সাথে আরও কথা যোগ করে বলে: "আপনারা কি এমন ধরে নেন যে, স্বৈরতন্ত্র বা গণতন্ত্র বা অন্য কোনও বিজয়ী শক্তি যে ক্ষমতার অধিকারী হয় তা অব্যাহত রাখাকে তারা তাদের আইনের প্রথম এবং মূল উদ্দেশ্য করে তোলে না?"

ক্লেইনিয়াস: তার অন্যথা হয় কী করে?

অ্যাথেনীয়: আর কেউ যদি প্রণীত এসব জিনিস, যাকে 'ন্যায্য জিনিস' বলে নামায়িত করা হয়েছে, তা অমান্য করে, সেক্ষত্রে অন্যায় করেছে বলে কি এর প্রতিষ্ঠাকারী তাকে শাস্তি দেন না?

ক্লেইনিয়াস: স্বাভাবিকভাবে তা-ই তো হওয়ার কথা।

অ্যাথেনীয়: তাহলে বলা যায়, ন্যায় যেভাবে অস্তিমান থাকে তার ধরন ও চল হলো এটি।

ক্লেইনিয়াস: তা তো নিশ্চয়ই – কেবল মানুষজন যদি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে থেকে ঠিক হয়।

অ্যাথেনীয়: কারণ, এটি হলো শাসনব্যবস্থার একটি মিথ্যা নীতি যার কথা আমরা নির্দেশ করছি।

৭১৪ই **ক্লেইনিয়াস**: আপনি আদতে কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

অ্যাথেনীয়: যে-বিষয়টি আমরা অনুসন্ধান করছিলাম তা হলো কার ওপর কার শাসনক্ষমতা থাকা উচিত; তা-ই বলছি আমি। আমরা এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে, পিতামাতার শাসন করা উচিত সন্তানদের, বয়োজ্যেষ্ঠদের শাসন করা উচিত বয়োকনিষ্ঠদের, এবং উচ্চবংশজাতদের শাসন করা উচিত নিম্নবংশীয়দের। আর যদি আপনাদের স্মরণ থাকে – আরও বেশ কিছু নীতির কথা বলা হয়েছিল যা সব সময় খুব একটা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। একটি
৭১৫এ নীতি ছিল শক্তির নীতি; আমরা বলেছিলাম, পিন্দার মনে হয় সহিংসতাকে স্বাভাবিক মনে করতেন এবং এর পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন।[১০]

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, স্মরণ আছে।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে এখন ভেবে দেখুন, কার হাতে আমাদের নগরীকে সমর্পণ করা যাবে? কারণ, কোনও কোনও নগরীতে এ-ধরনের জিনিস হাজারবার ঘটেছে।

ক্লেইনিয়াসঃ কী ধরনের জিনিস?

অ্যাথেনীয়ঃ যখন ক্ষমতার প্রতিযোগিতা হয়েছে তখন যারা তাতে জয়ী হয়েছে তারা নগরীর কর্মকাণ্ডকে এমনভাবে কব্জা করেছে যে, তারা হেরে-যাওয়া লোকজনের সাথে, এমনকি তাদের বংশধরদের সাথেও কোনও কিছুই ভাগ করে উপভোগ করতে সম্মত হয়নি; এক পক্ষ অপর পক্ষের ওপর সর্বদা নজর রেখেছে যেন অন্য দলটি আবার ক্ষমতায় বসে না পড়ে, পুরনো সব ৭১৫বি
অন্যায়কাজ স্মরণ না করে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে। ধরে নিচ্ছি, আমরা এদেরকে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা বলব না আর যেসব আইন নির্দিষ্ট কোনও শ্রেণীর কল্যাণে প্রণয়ন করা হয়, যা পুরো নগরীর কল্যাণে প্রণীত হয় না, তাদেরও সঠিক আইন বলব না। যেখানে কিছু মানুষের খাতিরে আইন বিদ্যমান থাকে সেখানকার অধিবাসীদের আমরা নাগরিকের বদলে বলি 'দলীয় লোক', আর তাদের ন্যায় সম্পর্কিত প্রত্যয়ও কোনও অর্থ বহন করে না।

আমি এসব কথা এ-কারণে বলছি যে, কারও বিত্তবৈভব বা অন্য কোনও
কিছুর অধিকারীত্ব – তা সেটি শারীরিক শক্তি হোক, বা অবস্থান বা কুলমর্যাদাই ৭১৫সি
হোক, কোনওটির ভিত্তিতেই নগরীতে আমরা কাউকে শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করব না। বরং, নগরীতে যে-ব্যক্তি আইনের প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুরক্ত থাকবে সে-ই বিজয়পত্র লাভ করবেঃ যে সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের বিজয় অর্জন করবে তাকে দেওয়া হবে সবচেয়ে বড় পদ এবং দেবতাদের সবচেয়ে বড় যাজকীয়তা; আর যার শিরে থাকবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিজয়পত্র সে থাকবে তার দ্বিতীয় সারিতে আর এই ক্রমেই অন্যান্য পদ বণ্টন করা হবে।

যাদের সাধারণত শাসক বলা হয় তাদের এখন আমি 'আইনের ভৃত্য' বলে ৭১৫ডি
আখ্যায়িত করছি; এটি নতুন কোনও নাম উদ্ভাবন করার মানসে করছি না, বরং, এজন্য করছি যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পদ বা এই সেবার ওপরই নির্ভর করে একটি নগরীর অস্তিত্ব টিকে থাকা অথবা বিপরীত কিছু সংঘটিত হওয়া। কারণ, যেখানে আইন নিজেই শাসিত হয় এবং যার সার্বভৌম কর্তৃত্ব থাকে না সেই জায়গার জন্য আমি কেবল ধ্বংসের প্রশস্ত পথই দেখতে পাই। কিন্তু যেখানে শাসকদের উর্ধ্বে আইনের অবস্থান আর শাসকগণ আইনের ক্রীতদাস সেখানে আমি নিরাপত্তার দেখা পাই, দেখতে পাই দেবতাপ্রদত্ত সকল প্রকৃষ্ট জিনিস।

ক্লেইনিয়াসঃ সত্যিই আগন্তুকবর, বয়সের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আপনি ঠিক জিনিসটি দেখতে পান।

অ্যাথেনীয়ঃ তার কারণ কী জানেন? মানুষের বয়স যখন কম থাকে তখন এ-ব্যাপারে
তার দৃষ্টি থাকে ঝাপসা; বয়োবৃদ্ধ হলে পরে এই দৃষ্টি তীক্ষ্ণতম হয়ে উঠে। ৭১৫ই

ক্লেইনিয়াসঃ অত্যন্ত খাঁটি কথা।

www.pathagar.com

নব্য উপনিবেশ-স্থাপনকারীদের উদ্দেশে বক্তব্য

অ্যাথেনীয়: তাহলে এর পরের ধাপ কী হবে? আমাদের কি ধরে নিতে হবে না যে, ঔপনিবেশিকগণ উপনিবেশে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সামনে আমাদের বাকি যুক্তি তুলে ধরার জন্য বক্তৃতা দেওয়া দরকার?

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: তাহলে তাদের উদ্দেশে বলা যাক: "আমাদের প্রাচীন যে ঐতিহ্য
৭১৬এ আছে তার কথা অনুযায়ী দেবতা সকল সত্তার আদি মধ্য ও অন্ত ধরে আছেন[১১], তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর প্রকৃতি অনুসারে অন্তের দিকে সোজা সরলরেখায় ভ্রমণ করেন। সর্বদা তাঁর সঙ্গী হয়ে থাকে ন্যায়; যারা ঐশী আইন অমান্য করে তাদের শাস্তি দেন তিনি। যে সুখী হওয়ার পথ ধরে, তাঁকে সকল সময় বিনয় আর শৃঙ্খলা অনুসরণ করে। কিন্তু গর্বে যার বুক স্ফীত হয়ে পড়েছে অথবা ধনসম্পদ বা সম্মান অথবা দেহের সৌন্দর্যের কারণে যার মাটিতে পা পড়ে না, যে বয়সে তরুণ আর নির্বোধ, যার আত্মা
৭১৬বি ঔদ্ধত্যের তাপে উত্তপ্ত, আর যে ভাবে যে, পরিচালক বা শাসক হিসেবে তার কারও প্রয়োজন নেই, বরং, সে নিজেই অন্যদের পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট, তার সম্পর্কে আমার কথা হলো, সে দেবতা-পরিত্যক্ত; এবং এভাবে বর্জিত হওয়ার পর তারই মতো অন্য যারা তাকে তাদের দলে গ্রহণ করে, তারা সবকিছু তছনছ করে দিয়ে সবাইকে সাথে নিয়ে নৃত্য করতে থাকে; অনেকেই ভাবতে থাকে, সে একজন মহৎ মানুষ, কিন্তু কিছুকাল না যেতেই তাকে এর জন্য বিরাট মূল্য দিতে হয় আর তা অনুমোদন না করে ন্যায়বিচারের কোনও উপায় থাকে না; সে তো ধ্বংস হয়ই সেইসাথে তার পরিবার ও নগরীকেও সে ধ্বংস করে।

"যেহেতু মানবীয় জিনিসপত্র এইভাবেই বিন্যস্ত করা হয়েছে, তাই তাদের নিয়ে একজন বিচক্ষণ মানুষের কী করা উচিত, কী ভাবা উচিত, কী করা অনুচিত?"

ক্লেইনিয়াস: প্রত্যেক মানুষেরই মনস্থির করা উচিত যে, সে দেবতার একজন অনুসারী হবে কি না; এ-ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই।

৭১৬সি **অ্যাথেনীয়:** "তাহলে কোন্ কাজ দেবতার প্রিয়, কোন্ কাজ তাকে অনুসরণ করে করা হয়? তেমন একটি কাজ আছে – প্রাচীন একটি প্রবাদে এক কথায় তাকে এমনভাবে বলা হয়ে থাকে: 'সাদৃশ্য মেলে সদৃশের সাথে, মাপকাঠির সাথে মাপ', কিন্তু যে-জিনিসের কোনও মাপ নেই তা তো নিজের সাথে মেলেই না আর অন্য যার মাপ আছে তার সাথেও মেলে না। লোকে বলে 'মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি'[১২] কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে দেবতাই সর্বোচ্চ মাত্রায় সবকিছুর মাপকাঠি। আর যে দেবতার প্রিয়পাত্র হবে তাকে অবশ্যই যতদূর সম্ভব তার মতো হয়ে
৭১৬ডি উঠতে হবে; আর এই যুক্তি অনুযায়ী আমাদের মধ্যে সংযমী মানুষ দেবতার

www.pathagar.com

প্রিয়, যেহেতু সে সদৃশ, আর অন্যদিকে যে-মানুষ সংযমী নয়, সে বিসদৃশ, ভিন্ন এবং অন্যায়পরায়ণ; একই যুক্তি অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

"আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে, এসব পর্যবেক্ষণ থেকে এমন ধরনের একটি নীতির উদ্ভব ঘটে (আমার বিশ্বাস সবচেয়ে মহৎ ও সবচেয়ে সত্য নীতি): ভালো মানুষ যদি প্রার্থনা, মানসসিদ্ধিমূলক নৈবদ্য এবং
দেবতাদের প্রতি কৃত অন্য সকল সেবার মাধ্যমে তাঁদের পদতলে নিজেদের ৭১৬ই
উৎসর্গ করে, সর্বদা তাঁদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তবে তা অত্যন্ত মহৎ, মঙ্গলকর ও সুখী জীবনের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ এবং সেইসাথে উল্লেখযোগ্যভাবে সঙ্গত কাজ হয়ে উঠে। কিন্তু একজন মন্দ মানুষের ক্ষেত্রে প্রকৃতিগতভাবে এর বিপরীত অবস্থাটিই সত্য হয়ে উঠে। কারণ, একজন মন্দ লোক আত্মার দিক থেকে অপবিত্র; তার বিপরীত মানুষ হলো নির্মল; আর যে দূষিত তার কাছ থেকে কোনও ভালো মানুষের অথবা দেবতার দানগ্রহণ
কখনও সঠিক কাজ বলে গণ্য হতে পারে না। তাই অধার্মিক লোক দেবতার ৭১৭এ
জন্য যত উদ্যোগই নিক না কেন তা বিফলে যায় – কিন্তু ধার্মিক লোকের ক্ষেত্রে এ ধরনের দান দেবতার কাছে সহজেই গ্রহণীয় হয়ে উঠে।

"আমাদেরকে তাই আবশ্যিকভাবেই এই লক্ষ্য স্থির করতে হবে। কিন্তু আমরা কী অস্ত্র ব্যবহার করব, কীভাবে আমাদের লক্ষ্যবিন্দুতে তাদেরকে তাক্ করব? প্রথমত, আমরা দাবি করছি যে, অলিম্পীয় দেবতা এবং নগরীর অধিকারী দেবতাদের পর সম্মানে ভূষিত করতে হবে পাতালের দেবতাদের – তাদেরকে জোড় সংখ্যার দ্বিতীয় স্থান এবং বাম দিকে আসীন করা হবে। অপরপক্ষে উচ্চতর পর্যায়ের জিনিসপত্র – বিজোড় সংখ্যা এবং অন্যান্য
বিপরীতসমূহ – নির্ধারণ করা উচিত তাদের জন্য যাদের কথা এইমাত্র ৭১৭বি
বললাম। এসব দেবতার পর বিচক্ষণ মানুষ নিদেনপক্ষে পূজা করবে দানবদের এবং তার পরে বীরদের। এই ক্রমে তার পরই আসবে পূর্বপুরুষের দেবতাদের তীর্থস্থান, আইনের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের পূজা, আর সবকিছুর পরে জীবিত মাতাপিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন।[১৩] তাদের কাছেই আমাদের সর্বপ্রথম,
সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে পুরনো ঋণ পরিশোধ করতে হবে; আমাদের ৭১৭সি
বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, একজন মানুষের যা কিছু আছে তার সবকিছুই তার জন্মদাতা, তার লালন-পালনকারীদের দান; তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করা উচিত তাদের সেবায় – প্রথমত তার সহায়সম্পত্তি দিয়ে, দ্বিতীয়ত, তার দেহের সমস্ত কিছু দিয়ে, আর তৃতীয়ত, তার আত্মার জিনিসপত্র দিয়ে। এভাবেই কেবল সে তার পুরনো ঋণ – যে-ঋণ তার পরিচর্যা মাধ্যমে, কষ্ট সওয়ার মাধ্যমে, অল্পবয়সে তার ওপর অর্পণ করা হয়েছিল – শোধ করা যাবে; আর এখন বৃদ্ধ বয়সে যখন তাদের তা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখন তা ফিরিয়ে দিয়ে তা পরিশোধ করা যাবে। এসব কিছুর পরও সারা জীবন যেন একজন মানুষ কথাবার্তায় পিতামাতার প্রতি বিশেষ ধরনের সম্মান প্রদর্শন
করে, কারণ, অশালীন ও সম্মানহানিকর বাচ্যের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। ন্যায়ের ৭১৭ডি

www.pathagar.com

সংবাদবাহক নেমেসিসকে[১৪] নিয়োগ করা হয়েছে এক্ষেত্রে সবার ওপর নজর রাখার জন্য। সুতরাং, পিতামাতা যখন রাগান্বিত হয়ে পড়েন, কথায় আর কাজে সেই রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চান তখন তাদের তা-ই করতে দেওয়া উচিত; কারণ, একজন পিতা যখন মনে করেন যে, তার পুত্র তার প্রতি অন্যায়
৭১৭ই করেছে তখন তিনি রাগান্বিত হবেন, এটাই স্বাভাবিক। আর পিতামাতা যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁদের সামাধিস্থ করার জন্য সবচেয়ে সাদামাটা আচারের ব্যবস্থা করাই শ্রেয়; এর জন্য অতিরিক্ত খরচ মানানসই নয়, আর পূর্ব প্রজন্মে সাধারণত পিতামাতার প্রতি যেমন সম্মান প্রদর্শন করা হত তার চাইতে ন্যূন হওয়াও সমীচীন নয়। কোনও মানুষ যেন গত হয়ে-যাওয়া লোকজনের সম্মানে বাৎসরিক ধর্মকৃত্য সম্পাদনে বিস্মৃত না হয়ে পড়ে; একই ধরনের নিয়ম-শৃঙ্খলা যেন এ-ক্ষেত্রেও রক্ষিত হয়। যারা গত হয়েছে তাদেরকে কখনও ভুলে
৭১৮এ না গিয়ে, সবসময় স্মরণে রেখে আর সৌভাগ্যের একটি পরিমিত অংশ তাদের জন্য বরাদ্দ করে, অব্যাহতভাবে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।

"এ-কাজ সম্পাদন করলে এবং এভাবে জীবনযাপন করলে, আমরা প্রত্যেকে, প্রতি সময়ে, দেবতাদের কাছ থেকে, আমাদের চাইতে যারা অধিকতর শক্তিশালী তাদের কাছ থেকে, আমাদের যোগ্য পুরস্কার লাভ করব আর আমাদের জীবনের বাকি অধিকাংশ সময় আমরা ভালো আশা নিয়ে কাটাব।"

www.pathagar.com

•

৭. আইন প্রণয়নের সঠিক উপায়: আইন ও প্রস্তাবনা

আইনপ্রণেতাকে আইনের যৌক্তিক ভিত্তি তুলে ধরতে হবে

সন্তানসন্ততি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং নাগরিকবৃন্দের সাথে আর সেইসাথে আগন্তুকদের সেবার ক্ষেত্রে, দেবতা যা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন
তার ক্ষেত্রে, কীভাবে একজন মানুষ আচরণ করবে, নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য ৭১৮বি
পালনের ক্ষেত্রে মানুষ কীভাবে আইনসঙ্গত উপায়ে নিজের জীবনকে বিন্যস্ত করবে, তা আইনের নিজের পরম্পরা উপস্থাপন করবে। কখনও কখনও আইন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মানুষকে সম্মত করাবে আবার কখনও কখনও – যখন তারা শৃঙ্খলাভঙ্গকারীর মনোভাব পোষণ করবে, তখন সহিংসতা ও ন্যায়বিচারের শাস্তিদানের মাধ্যমে তাদের পথে আনবে। ফলে, দেবতা যদি মুখ তুলে চায় তাহলে আমাদের নগরীটিকে আশীর্বাদিত ও সুখী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সফল হবে আইন ।

আমি যেভাবে ভাবি সে-লাইনে যদি কোনও আইনপ্রণেতা ভাবেন, তবে তাঁকে আরও কিছু জিনিসপত্র সম্পর্কে বলতে হবে, যদিও হয়ত সেসব কথা সুসঙ্গতভাবে আইনের আদলে বলা যাবে না; আমার কাছে মনে হয়, আইনপ্রণেতার নিজের জন্য এবং যাদের উদ্দেশে তিনি আইন প্রদান করেন
তাদের জন্য, এসব জিনিসের উদাহরণ উপস্থাপন করা উচিত তাঁর। এসব ৭১৮সি
জিনিস সম্পন্ন করার পর আইনপ্রণেতা তাঁর সাধ্যমতো প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করে আইন প্রতিষ্ঠায় হাত দেবেন।

ক্লেইনিয়াস: এসব জিনিস সাধারণত কী রূপ পরিগ্রহ করতে পারে?

অ্যাথেনীয়: একক একটি রূপের আওতায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করা বা বর্ণনা করা কঠিন হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় আমরা যদি একটি জিনিস নিশ্চিত করতে পারি তাহলে তার কিছুটা ধারণা পেতে পারি।

ক্লেইনিয়াস: তা কী?

অ্যাথেনীয় আগন্তুক: আমি কামনা করি যে, মানুষজন সদ্‌গুণের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সমঝদার হবে; আর আইনপ্রণেতার সমস্ত আইনে এই লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ক্লেইনিয়াস: তা তো নিশ্চয়ই। ৭১৮ডি

অ্যাথেনীয়: আমার কাছে মনে হয়, এই প্রস্তাবটির কিছুটা মূল্য আছে; আমি মনে করি, একজন মানুষ আইনপ্রণেতা কর্তৃক তার উদ্দেশে ঘোষিত উপলব্ধ-ধারণা

www.pathagar.com

অনেক ভদ্রভাবে এবং শুভেচ্ছার সাথে শ্রবণ করবে যখন তার আত্মা তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকবে না । তার কানের মাধ্যমে সামান্য সমঝোতার বাণীও যদি হৃদয়ে পশে তবু তাকে অনেক অগ্রগতি বলে ধরতে হবে। কারণ, মুনষ্যগোষ্ঠীতে এইমর্মে গভীর কোনও প্রবণতা বা উঁচু ধরনের
৭১৮ই কোনও প্রস্তুতি নেই যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা ভালো হয়ে উঠবে; প্রকৃতপক্ষে – অনেকের যেমন মত – হীসিয়াদ অত্যন্ত জ্ঞানী লোকের মতো কথা বলেন যখন তিনি বলেন যে, অধর্মের পথ চলার জন্য খুবই মসৃণ, সে পথ চলতে ঘাম ঝরাতে হয় না, কারণ, তা খুবই স্বল্প পথ। কিন্তু তার দাবি হলো:

"সদ্গুণের পথে অমর দেবতারা ঘাম ছড়িয়ে রেখেছে
সেই পথ এক দীর্ঘ যাত্রা, খাড়া এক পথ
৭১৯এ প্রথমদিকে তা বন্ধুর। যখন চূড়ায় পৌছুবে তুমি,
তখন টিকে থাকা সহজ; কিন্তু তথায় আরোহণ বড়ই কঠিন।"

ক্রেইনিয়াস: যাহোক, মনে হয় তিনি চমৎকার কথা বলছেন।

অ্যাথেনীয়: খাঁটি কথা। এখন আমি আপনাদের যে-কথা বলব তা হলো যা পূর্ববর্তী আলোচনা আমার ওপর প্রভাব রেখেছে।

ক্রেইনিয়াস: তা বলুন।

অ্যাথেনীয়: ধরুন, আইনপ্রণেতার সাথে আমাদের ছোটখাট একটু কথাবার্তা
৭১৯বি হলো; আমরা তাঁকে বললাম, "আইনপ্রণেতা মহোদয়, আমাদের কী করা উচিত, কী বলা উচিত, তা যদি আপনি জানেন, তাহলে কি এটি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় না যে, আপনি আমাদেরকে তা বলবেন?"

ক্রেইনিয়াস: তা তো তিনি বলতেই পারেন।

অ্যাথেনীয়: "বেশ; কিন্তু একটু আগে কি আপনি বলছিলেন না যে, কবিগণ তাদের ইচ্ছেমতো যা কিছু সৃষ্টি করুক তা আইনপ্রণেতা হতে দিতে পারেন না? কারণ, তারা জানে না তাদের কোন্ কথা আইনের বিরুদ্ধে যাবে, নগরীর জন্য ক্ষতিকর হবে।"

ক্রেইনিয়াস: তা সত্য বটে।

অ্যাথেনীয়: আমরা যদি কবিদের পক্ষ হয়ে তাকে উত্তর করি তবে কি তা ঠিক হবে?

ক্রেইনিয়াস: তার কাছে আমরা কী উত্তর তুলে ধরব?

৭১৯সি **অ্যাথেনীয়**: আমরা এমন কথা বলতে পারি। "আইনপ্রণেতা মহোদয়, প্রাচীন একটি কিংবদন্তি আছে, আমরা সব সময় তা শুনি; অন্য সকলের কাছে তা গ্রহণীয় অভিমতও বটে। এর সারকথা হলো: কবি যখন মিউজদের ত্রিপদীর ওপর বসে থাকেন তখন তাঁর হুস থাকে না, তিনি তখন ঝর্ণার মতো হয়ে যান – ভেতর থেকে যা কিছু উথলে উঠে তাই তিনি জলধারার মতো ছড়িয়ে দেন। যেহেতু তাঁর শিল্প অনুকরণ নিয়ে গঠিত তাই তিনি একটির সাথে আরেকটি বিপরীত মানুষ সৃষ্টি করে প্রায়শই স্ববিরোধী হয়ে উঠতে বাধ্য হন; তিনি

www.pathagar.com

জানেন না ভিন্ন ভিন্ন যে-ধরনের জিনিসের কথা তিনি বলেন তা সত্য কি না। ৭১৯ডি
আইনের ক্ষেত্রে তা সত্য হতে পারে না, কারণ, আইনদাতা একই জিনিস নিয়ে দুটি আইন দিতে পারেন না, তাকে কেবল একটিই আইন দিতে হয়। এখনই আপনি যে-বক্তব্য রাখলেন তার দিকেই লক্ষ করে দেখুন। অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তিন ধরনের আনুষ্ঠানিকতার কথা ভাবা যায়: একটি আছে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ, আরেকটি আছে অত্যন্ত সাদামাটা, আরেকটি এ দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থার। আপনি তো এদের মধ্যে একটিকে নির্বাচন করেছিলেন – যেটি মধ্য পর্যায়ের; আর একে আপনি নির্বিবাদে প্রশংসাও করেছিলেন। কিন্তু
কোনও ধনী মহিলা যদি তার সমাধিকরণের বিষয়ে আমাকে আদেশ করে, ৭১৯ই
তাহলে আমি তো আমার কবিতায় তার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার জাঁকজমকের বর্ণনা দেবই; আর কোনও মিতব্যয়ী দরিদ্র লোকের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া যদি হয়, তবে সে একবারে সাধাসিধে অনুষ্ঠান বেছে নেবে; আর কেউ যদি এমন থাকে যার পরিমিত সহায়সম্পত্তি আছে, তাহলে সে আপনার মতো একই ধরনের পরিমিত অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার প্রশংসা করবে। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে বিষয়টিকে আপনি যেমন পরিমিত আকারের বলে বললেন তা বলেই শেষ করা যথেষ্ট হবে না; স্পষ্ট করে বলতে হবে সুপরিমিত কী নিয়ে গঠিত হয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তা না বলা হচ্ছে ততক্ষণ আপনার একথা ভাবা ঠিক নয় যে, এ ধরনের বক্তব্য আইন হয়ে উঠেছে।"

ক্লেইনিয়াস: আপনি যা বললেন তা খুবই সত্যি।

দুই ধরনের ডাক্তার

অ্যাথেনীয়: তাহলে? যে-ব্যক্তি আমাদের আইনের জিম্মাদার তিনি কি আইনের গোড়ায় কোনও ভূমিকা যোগ করবেন না? তিনি কি কেবল সরাসরি ব্যাখ্যা
করবেন কী করা এবং কী করা থেকে বিরত থাকা বাধ্যতামূলক আর তাতে ৭২০এ
শাস্তির হুমকি যোগ করবেন? কোনও উৎসাহব্যঞ্জক কথা, উপদেশ-নির্দেশ যোগ না করেই পরবর্তী আরেকটি আইনের কথা বলবেন? এক ধরনের ডাক্তার আছে যিনি এভাবেই চিকিৎসাকার্য চালান; আরেক ধরনের ডাক্তার আছেন যিনি প্রতিটি কেইস হাতে নেওয়ার বেলা অন্য এক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। আপনাদের আমি মনে করিয়ে দিতে পারি যে, ডাক্তারদের মধ্যে কারও কারও চিকিৎসাপদ্ধতি বেশ নরমগোছের, কারও কারও আবার রূঢ়; শিশুরা যেমন ডাক্তারদের অনুরোধ করে তাদের যেন নরমভাবে চিকিৎসা করা হয়, আমরাও তেমনি আইনপ্রণেতাদের অনুরোধ জানাব, তিনি যেন নরম-সরম প্রতিষেধক দিয়ে আমাদের বিশৃঙ্খলার প্রতিবিধান করেন। আমরা এখানে কিসের কথা উল্লেখ করছি? আমরা হয়ত এমন কথাও ধরে নিচ্ছি যে, কিছু ব্যক্তি আছে যারা ডাক্তার; তদুপরি আরও কিছু ব্যক্তি আছে যারা ডাক্তারের ভৃত্য; তাদেরকেও হয়ত আমরা 'ডাক্তার' বলব।

www.pathagar.com

৭২০বি **ক্লেইনিয়াসঃ** খাঁটি কথা।

অ্যাথেনীয়ঃ তারা ক্রীতদাস না স্বাধীন মানুষ, তাতে কিছু আসে যায় না; তারা তাদের প্রভুর আদেশ-নির্দেশ পালন করে, তাকে মান্য করে, তার জ্ঞান অর্জন করে; স্বাধীন ডাক্তারগণ যেমন প্রকৃতিকে অনুসরণ করে শিক্ষালাভ করেন এবং একইভাবে তাদের শিষ্যদের শিক্ষাদান করেন, ক্রীতদাসেরা তা করে না; তারা পর্যবেক্ষণ করে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তা অর্জন করে। আমরা যাদের ডাক্তার বলি আপনি কি তাদের মধ্যে এই দুই জাত চিহ্নিত করবেন?

ক্লেইনিয়াসঃ অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ আপনি কি লক্ষ করে দেখেছেন, নগরীতে দুই ধরনের রোগী আছে –
৭২০সি ক্রীতদাস আর স্বাধীন মানুষ; তাদের ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা দেওয়া হয়? অধিকাংশ ক্ষেত্রে, ক্রীতদাসদের চিকিৎসা দেয় ক্রীতদাসেরা; তারা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা দেয় অথবা ডিসপেনসারিতে থাকে। এ ধরনের চিকিৎসক রোগীর সাথে আলাদাভাবে কথা বলে না অথবা কোনও রোগীর কথা আলাদাভাবে শুনেও না। তার অভিজ্ঞতা যা বলে এই ক্রীতদাস-ডাক্তার সেটিই কেবল ব্যবস্থা হিসেবে পরামর্শ দেয় – যেন বা এ-ব্যাপারে তার সুনির্দিষ্ট জ্ঞান আছে। আর একজন স্বৈরাচারীর মতো একটি নির্দেশ দেওয়ার
৭২০ডি পরপরই দ্রুত সে অন্য অসুস্থ ক্রীতদাসের কাছে চলে যায়। এভাবেই সে তার প্রভুকে অসুস্থ লোকর পরিচর্যার দায় হতে বাঁচিয়ে দেয়।

স্বাধীন ডাক্তার মূলত স্বাধীন মানুষের চিকিৎসা করেন এবং তাদের রোগবালাই দেখাশোনা করেন; তিনি অনেক পেছন থেকে তাঁর অনুসন্ধান চালান, রোগের প্রকৃতি কী তার খোঁজ করেন, রোগীর সাথে, তার বন্ধুবান্ধবের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন; তিনি একইসাথে রোগীর কাছ থেকে যেমন বিভিন্ন তথ্য লাভ করেন এবং তাকে উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে শিক্ষিতও করে তোলেন; রোগীর বিষয়ে প্রত্যয়ী হয়ে না উঠা পর্যন্ত তিনি কোনও ব্যবস্থাপত্র দেন না; আর ডাক্তার যখন রোগীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভালভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হন তখনই তিনি তাকে সুস্বাস্থ্যের পথে ফিরিয়ে আনেন, তার আরোগ্যসাধনের উদ্যোগ নেন। এখন বলুন,
৭২০ই একজন চিকিৎসক ও প্রশিক্ষকের ক্ষেত্রে কোন্ পন্থা অধিকতর ভালো? যিনি দুই পথে তার সিদ্ধি অর্জন করেন, তার পথ, না কি, যিনি এক পথে সাফল্য লাভ করেন, তার পথ, আর যে-পথ রূঢ় এবং নিকৃষ্টতর, সেই পথ?

ক্লেইনিয়াসঃ আগন্তুকবর, আমাকে বলতেই হচ্ছে দ্বিগুণ পদ্ধতিই অধিকতর উত্তম।

দুই ধরনের আইনঃ একটি উদাহরণ

অ্যাথেনীয়ঃ আপনি কি আইন প্রণয়নের একক এবং দ্বিগুণ পদ্ধতির কোনও উদাহরণ দেখতে চান?

ক্লেইনিয়াসঃ অবশ্যই।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে দেবতাদের নামে জিজ্ঞেস করি, আইনদাতা সর্বপ্রথমে কী আইন প্রণয়ন করবেন? তিনি কী প্রকৃতি অনুসরণে অগ্রসর হবেন, না কি নগরীতে শিশু-জন্মের যে প্রথম কারণ, তার ব্যাপারে নিয়মকানুন স্থির করবেন?

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো করবেনই। ৭২১এ

অ্যাথেনীয়ঃ নগরীতে শিশুদের জন্ম কি বিবাহের সম্পর্কের সাথে জড়িত নয়, তা-ই কি তার মূল কারণ নয়?

ক্লেইনিয়াসঃ অন্য আর কী কারণ থাকতে পারে?

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে সত্যিকার পরম্পরা যা হওয়া উচিত তা হলোঃ সর্বাগ্রে প্রতিটি নগরীতে বিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন নির্ধারণ করা।

ক্লেইনিয়াসঃ ঠিক তা-ই।

অ্যাথেনীয়ঃ সেক্ষেত্রে প্রথমে আমি বিবাহের আইনকে সাদামাটা রূপে উপস্থাপন করছি; তা অনেকটা এমন হতে পারেঃ

একজন মানুষ ত্রিশ ও পয়ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে বিবাহ করবেন; যদি তা ৭২১বি
না করেন তবে এই এই পরিমাণে জরিমানা দেবেন অথবা এই এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন।

এটিই হবে বিবাহ সম্পর্কে সহজ আইন। দ্বিগুণ আইনটি হবে এমনঃ

ত্রিশ বছর বয়স অতিক্রম করার পর এবং পঁয়ত্রিশ বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক মানুষকে অবশ্যই বিবাহ সম্পন্ন করতে হবে; তাকে স্মরণ রাখতে হবে, এমন একটি প্রত্যয় আছে যে, মানব প্রজাতি কোনও
একটি প্রকৃতিতে অমরত্বের অংশীদার আর সর্ব উপায়ে অমরত্ব কামনা করাই ৭২১সি
প্রতি মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। খ্যাতিমান হওয়া এবং মৃত্যুর পর নামহীন অবস্থায় না থাকা হল সেই কামনারই বহিঃপ্রকাশ। ফলে মনুষ্য প্রজাতির প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি জিনিস আছে যা সর্বদা একত্র বাঁধা থাকে, যা এর সাথে সংলগ্ন থাকে এবং তা শেষ পর্যন্ত সংলগ্নই থাকবে। এভাবেই এই প্রজাতি অমর হয়ে থাকে; সন্তানের সন্তান পেছনে রেখে গিয়ে সর্বদা এক থেকে এটি প্রজন্মের ঐক্যে অমরত্বে অংশগ্রহণ করে। কেউ যদি স্বেচ্ছায় নিজেকে তা থেকে বঞ্চিত করে সে কখনও ধার্মিক হয় না আর যে সন্তান-সন্ততি আর স্ত্রী নিয়ে মাথা ঘামায় না সে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেকে বঞ্চিত করে।

যে এ আইন মান্য করে সে দণ্ড হতে রেহাই পাক; কিন্তু যে অমান্য করে, ৭২১ডি
যে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও বিয়েশাদী করে না, তাকে প্রতি বছর এই এই পরিমাণ অর্থদণ্ড দিতে হবে; তার যাতে এমন অভিমত না জন্মায় যে, তার জন্য কৌমার্য লাভজনক জীবন, অবিবাহিতের জীবনই হলো সহজ জীবন; অধিকন্তু, প্রতি ক্রিয়াকাণ্ডে ছোটরা যে বয়স্কদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তা যেন করতে না পারে সে।

এই দুই ধরনের আইন তুলনা করে আপনি অন্য যে-কোনও আইন সম্পর্কে
সিদ্ধান্ত করতে পারবেন – ছোট হলেও সেগুলো দ্বিগুণ হতে হবে কি না – ৭২১ই
কারণ, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যেমন সেই আইন নিয়ে মানুষজনকে সম্মত করাতে

www.pathagar.com

হবে, তেমনই তাদের আবার হুমকিও দিতে হবে। অন্য সিদ্ধান্তটি হলো কেবল হুমকির কথা যোগ করে তাকে দৈর্ঘ্যের দিক থেকে অর্ধেক রাখা।

মেগিল্লাস: আগন্তুকবর, ক্ষুদ্র রূপটিই লাসাদাইমোনীয় রীতির সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে; কিন্তু, আমার দিক থেকে যদি বলতে হয়, আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে নগরীর জন্য আপনি কোন্‌টি বেশি পছন্দ করেন তাহলে
৭২২এ আমি অবশ্যই দীর্ঘ রূপটিই বেছে নেব; আর আমাকে যদি পছন্দ করার সুযোগ দেওয়া হয় তবে আমি চাইব সব আইন এই প্যাটার্নেই প্রণয়ন করা হোক। কিন্তু আমার ধারণা এ-ব্যাপারে ক্লেইনিয়াসের সাথে পরামর্শ করা উচিত, কারণ, যে-নগরী এই আইন ব্যবহার করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে সেটি হলো তাঁর নগরী।

ক্লেইনিয়াস: আপনি চমৎকার করে বলেছেন, মেগিল্লাস।

অ্যাথেনীয়: লিখিত আইন হ্রস্ব হবে না দীর্ঘ হবে তা নিয়ে তর্কে মাতা নির্বুদ্ধিতা বই কিছু নয়; আমার মতে যাকে সম্মান দেখানো উচিত তা দীর্ঘতম বা হ্রস্বতম
৭২২বি লেখা নয়, বরং, প্রকৃষ্টতম লেখা। আমরা যে দুই রূপের আইনের কথা তুলে ধরেছি ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে তার একটি অন্যটির চাইতে কেবল দ্বিগুণ ভালই নয়, বরং, একটু আগে আমি যে-কথা বলেছি, এ বিষয়টি সেই দুই ধরনের ডাক্তারের মতো।

কিন্তু এমন মনে হয় যেন আইন-প্রণেতাগণ কখনও এমন ভেবে দেখেননি যে, তাঁদের হাতে দুটি যন্ত্র আছে – যুক্তিদানের মাধ্যমে প্রত্যয় উৎপাদন এবং শক্তিপ্রয়োগ, যা তাঁরা আইন প্রণয়নের জন্য ব্যবহার করতে পারেন; কারণ
৭২২সি রূঢ়, অশিক্ষিত জনতার ক্ষেত্রে তারা সম্ভবপর একটি যন্ত্রই ব্যবহার করেন; তা প্রত্যয় উৎপাদনের সাথে শক্তিকে মেশায় না, বরং, নির্ভেজাল সাদামাটা শক্তি প্রয়োগ করে। কিন্তু প্রিয়বর, অধিকন্তু তৃতীয় আরেকটি পয়েন্ট আছে যা আমাদের আইনের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন; কিন্তু তা কখনওই বিবেচনায় নেওয়া হয় না।

ক্লেইনিয়াস: তা কী?

প্রস্তাবনার প্রয়োজনীয়তা

অ্যাথেনীয়: আমাদের পূর্বের আলোচনা থেকে উদ্ভূত একটি পয়েন্ট কোনও এক অদ্ভুত উপায়ে এখনই আমার মনে এল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পুরো সময় আমরা আইন নিয়ে আলোচনা করছি আর এখন বিশ্রামের জন্য এই
৭২২ডি সুন্দর জায়গায় এসে থেমেছি। এখন আমরা আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছি – এর আগে যা ঘটেছে তা ছিল নান্দীপাঠ মাত্র।

আমি একথা কেন বলছি? তার কারণ হলো এই: সকল প্রতর্ক আর বাচ্যধর্মী অনুশীলনের অবতরণিকা আর মুখবন্ধ থাকে; এগুলো এক ধরনের শৈল্পিক প্রারম্ভ। আমার ধারণা সকল কিথারার বাদনের বেলায় যেমন শুরুতে গান গাওয়া

www.pathagar.com

হয় তেমনি তথাকথিত 'আইন' বা '*নমস*'-এর[১৫] ক্ষেত্রে মিউজিকের 'আলাপের' মতোই গুরুত্বের সাথে রচিত চমৎকার কিছু দিয়ে শুরু করা উচিত। কিন্তু ৭২২ই
অধিকতর সত্য ও উচ্চতর তানের আইন এবং রাজনীতি নিয়ে কেউ কখনও কোনও ভূমিকা উচ্চারণ করেনি, রচনা করেনি, অথবা প্রকাশও করেনি, যেন বা প্রকৃতিতে এমন জিনিসের অস্তিত্বই নেই। কিন্তু আমরা যা নিয়ে সময় কাটাচ্ছি, তার ভিত্তিতে তো আমার কাছে এমন মনে হচ্ছে যে, এ-ধরনের জিনিসের আদতে অস্তিত্ব আছে; যে দ্বিগুণ আইনের কথা আমরা বলছিলাম, তা হুবহু দ্বিগুণ নয়, বরং তারা দুই অংশে বিভক্ত – আইন এবং আইনের প্রস্তাবনা। ডাক্তারদের নির্দেশের সাথে তুলনা করে যে-স্বেচ্ছাচারী নির্দেশকে আমরা নিচু পর্যায়ভুক্ত বলে ৭২৩এ
ধরেছিলাম, তা ছিল অমিশ্রিত আইন; আর তার পূর্বে যেকথা বলা হয়েছিল, আর আপনার বন্ধুবর যাকে কেবল উপদেশমূলক বলে বর্ণনা করেছিলেন, তা যদিও বাস্তবে ভর্ৎসনা বই কিছু নয়, তবু একইসাথে তা প্রতর্কের ভূমিকারই সমতুল্য। কারণ, আমার ধারণা সমঝোতামূলক এই ভাষা, যা আইনপ্রণেতা আইনের ভূমিকায় উচ্চারণ করছেন, তার লক্ষ্য হলো এমন: যার উদ্দেশ্যে সেই কথা বলা হচ্ছে, তার মধ্যে শুভবুদ্ধির উদ্বোধন ঘটানো; আর সেই শুভবুদ্ধির কারণে যেন অধিকতর বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সে তার আদেশ-নির্দেশ, তথা আইনকে গ্রহণ করতে পারে। তাই আমার যুক্তি অনুসারে, নিদেনপক্ষে, একে যথার্থভাবে বলতে ৭২৩বি
গেলে আইনের 'যুক্তির' বদলে বলতে হবে তার 'ভূমিকা'।

আর এসব কথা বলার পর আমার নিজের আর কী বলার ইচ্ছে হতে পারে? কেবল এই জিনিস: আইনদাতা সমস্ত আইনে, তাদের প্রত্যেকটিতে, সর্বদাই ভূমিকা যুক্ত করবেন, তার ব্যত্যয় হবে না; যে-কেইসের কথা তুলে ধরা হয়েছে তাতে যেমন দেখা গেছে ভূমিকা থাকলে অথবা না থাকলে কী ধরনের তফাৎ হয় – তা স্মরণ রাখার জন্য বলব তাকে।

ক্লেইনিয়াস: আইনদাতা যদি আমার মতামত জিজ্ঞেস করেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আপনার পরামর্শ অনুসরণে আইন প্রণয়ন করবেন।

অ্যাথেনীয়: ক্লেইনিয়াস, আপনি যা বললেন, তা এতদূর পর্যন্ত আমার কাছে সঠিক ৭২৩সি
মনে হয় – আপনি বলেন যে, সকল আইনেরই অবতরণিকা আছে, প্রতিটি আইনের শুরুতে, সেইসাথে প্রতিটি বক্তৃতার আগে একটি ভূমিকা তুলে ধরা উচিত যা সেই আইন এবং বক্তৃতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, এর পর যা থাকবে তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; আর ভূমিকার কথা আমরা স্পষ্টভাবে স্মরণ রাখি কি রাখি না তাতে অনেক পার্থক্য ঘটে। কিন্তু আমরা যদি এমন দাবি করি যে, ছোট হোক বা বড় হোক, সব আইনেরই একই ধরনের মুখবন্ধ থাকতে হবে তাহলে আমরা ঠিক কথা বলব না। এমন জিনিস প্রতি গান, প্রতি বক্তৃতার ক্ষেত্রেও অপরিহার্য নয়: যদি প্রকৃতিগতভাবে তাদের সবার ক্ষেত্রেই একটি পূর্বকথন থাকে তবু সর্বক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। আর প্রতিটি ৭২৩ডি
কেইসে তা প্রয়োগ করা হবে কি হবে না, তা বক্তা বামিউ জিশিয়ানের অথবা বর্তমানক্ষেত্রে যেমন, আইনদাতার বিচারবুদ্ধির ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

www.pathagar.com

৮. আইনি কোডের সাধারণ প্রস্তাবনা

সূচনা

ক্লেইনিয়াসঃ আমার ধারণা আপনি যা বলেছেন তা অত্যন্ত খাঁটি কথা। আগন্তুকবর, আর আপনি যদি সম্মত থাকেন – লোকজন যেমনটি বলে থাকে – তবে আমরা যে-নীতিমালা প্রণয়ন করছিলাম, যাকে আমরা পূর্বে কখনও
৭২৩ই প্রস্তাবনা হিসেবে বিবেচনা করার কথা ভাবিনি, তাকে কেবল আলোচনায় হঠাৎ-উদ্ভূত বিষয় হিসেবে বিবেচনা না করে এখন প্রস্তাবনা করে তুলতে পারি; তার সাহায্যে দ্বিতীয় এবং প্রকৃষ্টতর একটি শুরুর সূচনা করতে পারি; কলাবিলম্ব না করে আমাদের যুক্তির দুয়ারে ফিরে যেতে পারি। আমরা এমন সম্মত প্রস্তাব ধরে নিতে পারি যে, তাদের শুরুটি ছিল প্রস্তাবনা। দেবতাদের সম্মান প্রদর্শন এবং পিতামাতাকে দেখভাল করার বিষয়ে যথেষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। যতক্ষণ এই প্রস্তাবনা আপনার কাছে সম্পূর্ণ মনে না হয় ততক্ষণ এই ক্রমে পরবর্তী যে-বিষয় আসবে তা নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাক। এরপর আপনি না হয় খোদ আইনে হাত দেবেন।

৭২৪এ **অ্যাথেনীয়ঃ** তাহলে এখন আমরা একথা বলছি যে, দেবতাদের নিয়ে, উপদেবতাদের নিয়ে, আমার জীবিত অথবা মৃত পিতামাতকে নিয়ে, আমরা পূর্বেই যথেষ্ট প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছি; আর তাই আপনি চান বিষয়টির বাকি অংশ এখন আমরা দিনের আলোয় মেলে ধরি?

ক্লেইনিয়াসঃ ঠিক ধরেছেন।

অ্যাথেনীয়ঃ বেশ, তাহলে এরপর যে-কাজটি বক্তা হিসেবে আমার ও শ্রোতা হিসেবে আপনাদের, তথা আমাদের সকলের ক্ষেত্রে যথাযথ এবং আকর্ষণীয় হয়ে দেখা দেয় তা হলোঃ সমস্ত নাগরিককে আত্মা এবং দেহ এবং
৭২৪বি সহায়সম্পত্তি-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কোন্ ক্ষেত্রে তাদের ঐকান্তিক হওয়া উচিত, কোন্ ক্ষেত্রে সহজ হওয়া উচিত, তার ধারণা সৃষ্টি করা। এসব জিনিস নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেই তারা তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষালাভ করবে। তারপর এই ক্রমেই এসব বিষয় আবির্ভূত হবে।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি যথার্থ বলেছেন।

www.pathagar.com

টীকা

১ ছয় মাইলের চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক। ক্রিটের ভেতরে কোথায় নগরীটি অবস্থিত তা প্লেটো স্পষ্ট করে বলেননি।

২ এই বাগ্‌ধারাটির সূত্র খোঁজ করা হয় আল্‌মনের কবিতায়।

৩ গ্রিক কিংবদন্তিতে মাইনাস ছিলেন ক্রিটের একজন রাজা — জিউস এবং ইউরোপার সন্তান। মৃত্যুর পর মাইনাস হেইদিজে মৃতদের বিচারক হয়েছিলেন। তবে মাইনাস শব্দটি কি কোনও নাম না পদবি তা নিশ্চিত বলা যায় না।

৪ আকাইয়া হল হোমারের *ইলিয়াড*-এ উল্লেখিত গ্রিসের মূলভূমির অধিবাসীদের নাম।

৫ *ট্রাইরেম* হল তিন সারির দাড়-সম্বলিত যুদ্ধজাহাজ।

৬ সেলামাসের যুদ্ধ: গ্রিস নগর-রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি যৌথশক্তি ও ফার্সি সাম্রাজ্যের মধ্যে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংঘটিত একটি নৌযুদ্ধ।। যুদ্ধটি সংঘটিত হয় গ্রিসের মুলভূমি ও অ্যাথেন্সের নিকটর্বর্তী একটি দ্বীপ সেলামাসের মধ্যকার একটি প্রণালির মধ্যে। ঐতিহাসিক কালে এটি ছিল গ্রিসের বিরুদ্ধে পারস্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম অভিযান।

৭ ম্যারাথনের লড়াই (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯০ সালে) ছিল ফার্সিদের বিরুদ্ধে বড় এক লড়াই; এতে মিলতাইয়াদিজের নেতৃত্বে অ্যাথেনীয়রা দাতীর নেতৃত্বাধীন বিপুল ফার্সি বাহিনীকে পরাজিত করে। আর প্লাতিয়ার লড়াইয়ে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭৯ সালে) স্পার্টীয় পাউসানিয়াসের নেতৃত্বে এক যৌথ গ্রিক বাহিনী মারদোনিয়সের অধীনে এক ফার্সি সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে এবং তার মাধ্যম ফার্সি অভিযানের অবসান ঘটায়। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮০ সালের আগস্টে আর্তিমিসিয়নের শৈল-অন্তর্দ্বীপের কাছে মুলত অ্যাথেনীয়দের নৌবাহিনী পারস্যের নৌবাহিনীকে তিন দিন আটকে রাখে, আর সামান্য সংখ্যক স্পার্টীয় সৈন্যবাহিনী নিকটবর্তী স্থান থারমোপাইলে আটকে রাখে ফার্সি স্থলযোদ্ধাদের। স্পার্টীয়রা সেই যুদ্ধে সংখ্যার কারণে পরাভূত হয়; তখন গ্রিক নৌবাহিনী সেলামাসের প্রণালীতে পিছু হটে। সেই বছর সেপ্টেম্বরে তারা ফার্সি বাহিনীকে সেখানে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে সমুদ্রে তাদের প্রভুত্ব কায়েম করে। অ্যাথেনীয় আগন্তুক থারমোপাইলের লড়াই উল্লেখ করেননি কিন্তু আর্তেমিজিয়ামের লড়াই উল্লেখ করেন, তার প্রশংসা করেন, তাতে মনে হয় তিনি নৌযুদ্ধের জয়কে ফার্সি যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

৮ গর্তিন হলো ক্রিটের ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ; আধুনিক রাজধানী এরাক্লিয়ন থেকে ৪৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

৯ নেস্তর ছিলেন নেলেয়স এবং ক্লারিসের সন্তান। হেরাক্লেস যখন নেলেয়সকে এবং নেস্তরের সমস্ত ভাইকে হত্যা করে তখন তিনি রাজা হন। ট্রয়ের যুদ্ধে তিনি আকাইয়ীয়দের পক্ষে যোগ দেন। কিন্তু নেস্তর তার কার্যকারিতার জন্য খ্যাত ছিলেন না।

১০ পুস্তক তিন, পাদটীকা ১৬ দেখুন।

১১ ব্যাখ্যাকারগণ এই প্রসঙ্গে যে প্রাচীন প্রবাদের উল্লেখ করেন তা হলো অর্ফেয়ুসের বাণী; তা এ-রকম: 'জিউস হলো আদি কারণ, জিউস হলো মধ্য, জিউস থেকেই সকল জিনিসের সৃষ্টি। জিউসই হলো পৃথিবী আর তারকাখচিত আকাশমণ্ডলীর ভিত্তি।"

১২ অ্যাথেনীয় আগন্তুক এখানে প্রোতাগারাসের বিখ্যাত উক্তি উল্লেখ করেন: "মানুষ হলো সমস্ত কিছুর মাপকাঠি — যা অস্তি তা অস্তি; যা নাস্তি তা নাস্তি।" (*থিয়াইতিতাস*, ১৫২ এ; *ক্রাতিলস* ৩৮৫ই–৩৮৬এ)

www.pathagar.com

১৩ অলিম্পীয়রা ছিল বারোজন বিখ্যাত দেবতা যারা অলিম্পাস পাহাড়ে এবং স্বর্গে বাস করত: জিউস, পসেইদন, দেমেতার, অ্যাপলো, আর্তেমাস, এরিজ, এফ্রোদিতি, হারমিজ, অ্যাথেনা, হিফেস্তাস, হেস্তিয়া (আবার কখনও কখনও হেস্তিয়ার জায়গায় দাইয়ানিসাস)। পাতালের দেবতারা থাকতেন মটির নিচে, তাঁরা মৃত্যের স্পিরিটের ওপর আধিপত্য করতেন এবং ভূমির উর্বরতা নিশ্চিত করতেন (এবং ফলে, সম্পদ)। অলিম্পীয় দেবতাদের যেমন সর্বজনীনভাবে পূজা করা হয় তাদের ঠিক তেমনভাবে পূজা করা হতো না; স্থানীয় ঐতিহ্যে দেবতাদের মান্য ও পূজা করা হতো; স্থানভেদে তাই দেবতা ও পূজাপদ্ধতি ভিন্ন হতো। পাতালের দেবতাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন প্লুটো (কখনও কখনও হেইদিজ পাতালের জিউস)। 'দানব' বলতে আধা-ঐশ্বরিক বা অতিমানবিক কোনও সত্তাকে বোঝাত। কেবল বিশেষ এবং নির্দিষ্ট কিছু স্থানে তাদের পূজা হতো। বীরগণ হলেন উপকথার ব্যক্তিত্ব, তা যেমন পুরুষ হতে পারে, রমণীও হতে পারে; মনে করা হতো যে, দেবতা ও মনুষ্যের মিলনে তাদের জন্ম; অনেক সময় অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যও কাউকে সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হতো। নির্দিষ্ট এলাকায় তাদের পূজা হতো। মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মা মঙ্গল ও অমঙ্গল, উভয় লক্ষ্যে জীবিতদের জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করতে পারে বলে মনে করা হতো।

১৪ *নেমেসিস* হলো ক্রোধ এবং ন্যায়নিষ্ঠ রোষের জন্য ব্যবহৃত শব্দ। অনেক সময় তাকে দেবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

১৫ আইনের গ্রিক শব্দ *নমস* একটি কবিতার ফর্মেরও নাম; তা হলো কিথারা সহযোগে কোরাস বা একক গায়কের গীত গান।

www.pathagar.com

পুস্তক পাঁচ

আত্মাকে সম্মানিত করার গুরুত্ব

অ্যাথেনীয়: "দেবতাদের সম্পর্কে এবং আমাদের প্রিয় পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে ৭২৬এ
এখন যা-কিছু বলা হলো তা আশা করি আপনারা শুনতে পেয়েছেন; এবার তাহলে আরও শুনুন।

"দেবতাদের পরে একজন মানুষের অধিকারে যা কিছু থাকে তার মধ্যে সবচেয়ে ঐশ্বরিক হলো তার আত্মা, সত্যিকার অর্থে তার সবচেয়ে আপন। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই দুটি অংশ আছে; যা প্রকৃষ্টতর এবং উন্নততর অংশ তা-ই আধিপত্য করে; আর যা নিকৃষ্টতর এবং অবনততর তা দাসত্ব করে। সুতরাং, যা-কিছু একজন মানুষের প্রকৃষ্টতর সম্পদ তাকে দাসত্ববৃত্তির সম্পদের চাইতে অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। তাই আমি যখন
সুপারিশ করি যে, একজন মানুষ তার প্রভু, দেবতা এবং দেবতাদের ৭২৭এ
অনুসরণকারী উপদেবতাদের পরই তার আত্মাকে সম্মান প্রদর্শন করবে তখন আমি ঠিকই বলি। আমরা যদিও বলি যে, আমরা ঠিকঠাকমতো সম্মান প্রদর্শন করি তবু আমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই যে সঠিকভাবে এই কাজটি সম্পাদন করে। কারণ, ধরে নেওয়া যায় যে, সম্মান হলো ঐশ্বরিক জিনিস আর যা মন্দ তার মাধ্যমে সম্মান প্রদান করা যায় না; যিনি মনে করেন কোনওভাবে তাকে উন্নীত না করে, কথার মাধ্যমে বা উপহারসামগ্রী প্রদান করে, অথবা অন্য কোনও আনুগত্য প্রদর্শনের দ্বারা আত্মাকে সম্মানিত করা যাবে, তিনি ভুল করেন – তিনি তাকে সম্মানিত করেন বলে মনে হয় বটে কিন্তু আদতে তিনি তাকে মোটেও সম্মান করেন না।

"যুবক হয়ে-উঠা প্রতিটি মানুষ শিশুকাল থেকেই কল্পনা করে যে, সে সমস্ত কিছুই জানতে সক্ষম, মনে করে আত্মার প্রশংসা করে তাকে সে সম্মানিত
করে আর আত্মার যা করতে ইচ্ছে করে তা করার সুযোগ দিতে সে ৭২৭বি
গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে উঠে। কিন্তু এখন যা বলা হচ্ছে তদনুসারে স্থির করা যায় যে, এই আচরণ আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তার ক্ষতি করে। আর আমরা তো এমন বলি যে, দেবতাদের পরেই তাকে সম্মান করা উচিত। একজন মানুষ যখন মনে করে যে বিভিন্ন সময়ে সে যেসব ভুলভ্রান্তি করেছে এবং তার কারণে তার ওপর যে অসংখ্য বড় বড় অশুভ পরিণাম নিপতিত হয়েছে তার জন্য নিজেকে নয়, বরং, অন্যদের দোষারোপ করতে

www.pathagar.com

৭২৭সি হবে, সেইসাথে সে যে সর্বদা কল্পনা করে সে এই ক্রিয়াকাণ্ডের বাইরে অবস্থিত, সে নির্দোষ, তখন সে এই ধারণার বশবর্তী থাকে যে, সে আত্মাকে সম্মান করছে; কিন্তু এর উল্টোটিই হলো বাস্তব অবস্থা; সে আদতে তার আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করছে। আর যখন সে আইনদাতার কথা ও সম্মতিকে অগ্রাহ্য করে ভোগসুখে গা ভাসিয়ে দেয় তখন সে আত্মাকে কোনওক্রমেই সম্মান দেখায় না; সে কেবল তাকে অসম্মানই করে, তাকে মন্দভাবে এবং বিবেকদংশনে পরিপূর্ণ করে তোলে। আর অন্যদিকে, বিপরীত অবস্থায় যে দুঃখ-কষ্ট, ভীতি, ব্যথা-বেদনা, যাতনাকে প্রশংসা করা হয়, তা সহ্য করতে যখন সে ব্যর্থ হয় এবং তাদের থেকে দূরে সরে থাকে, তখনও সে আত্মাকে সম্মান দেখায় না। এই সমস্ত কাজ করে সে আত্মার ওপর অসম্মান বয়ে
৭২৭ডি আনে। আর সে যখন বিবেচনা করে যে, বেঁচে থাকাই সর্বদা মঙ্গলজনক, তখনও আত্মাকে সম্মানিত করার বদলে সে তাকে অসম্মানিত করে। কারণ, এক্ষেত্রে সে হার মানে; তার আত্মা ধরে নেয় যে, হেইদিজে যা কিছু করা হয় তা-ই মন্দ – তাকে সে অব্যাহতভাবে কাজ করতে দেয়। ব্যাপারটি একবারেই তার বিপরীত নয় কি না, তা কেউ জানে না; এটি তুলে ধরার জন্য শিক্ষাদান করে এবং একে খণ্ডন করার উদ্যোগ নিয়ে তার যেমন সংগ্রাম করার কথা তা করতে ব্যর্থ হয় সে; এমন হতে পারে যে, পাতালে দেবতাদের মধ্যে সেইসব জিনিসের দেখা পাওয়া যাবে যা প্রকৃতিগতভাবে আমাদের সকলের জন্য সবচেয়ে উপকারী। অধিকন্তু, কেউ যখন সদ্‌গুণের চাইতে সৌন্দর্যকে অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করে তখন তা আত্মার ওপর বাস্তব এবং সার্বিক অসম্মান প্রদর্শন বই কিছুই হয় না। কারণ, এই যুক্তি ভুল করে দাবি করে যে, দেহ আত্মার চাইতে অধিকতর সম্মানজনক। কারণ, মর্তে-জন্মানো কিছুই
৭২৭ই স্বর্গে-জন্মানো কিছুর চাইতে অধিক সম্মানজনক হতে পারে না আর আত্মার ক্ষেত্রে যারই ভিন্নমত থাকে সে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় কী মূল্যবান রত্ন সে অবহেলা করছে। আর একজন মানুষ যখন অসৎ অর্জনের জন্য ইচ্ছুক বা
৭২৮এ অনিচ্ছুক হয় তখন কি সে তার আত্মাকে উপহার দিয়ে সম্মানিত করতে সচেষ্ট হয়? স্পষ্টই বলা যায়, তা হয় না; সে ক্ষুদ্র স্বর্ণখণ্ডের জন্য আত্মার মহিমা এবং সম্মান বিক্রি করে দেয়; কিন্তু পৃথিবীর নিচে বা ওপরে যত স্বর্ণ আছে তাদের মূল্য তো সদ্‌গুণের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বই কিছু নয়।

"সংক্ষেপে বলতে হয়, কেউ যদি লজ্জাজনক এবং মন্দ কিছুকে এবং তার বিপরীত ভালো এবং মহৎ কিছুকে আইনপ্রণেতার মাপকাঠির আলোকে বিচার না করে এবং প্রথমোক্তগুলো থেকে বিরত থাকার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ না করে এবং নিজের সকল শক্তি দিয়ে দ্বিতীয়োক্ত জিনিসগুলো অনুসরণ না করে
৭২৮বি তাহলে সে জানে না যে, সকল দিক থেকে সে চূড়ান্তভাবে ভুল করে এবং মানুষের সবচেয়ে ঐশ্বরিক অংশ, সেই আত্মার সাথে প্রবঞ্চনা করে। বলা যায় যে, অন্যায় কাজের জন্য কেউই তথাকথিত 'বিচারিক দণ্ডের' সবচেয়ে গুরুতর বিষয়টিকে বিবেচনায় নেয় না। সবচেয়ে গুরুতর বিষয়টি হলো: যারা অসৎ তাদের মতো হয়ে-উঠা আর তাদের সদৃশ হয়ে ভালো মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে

www.pathagar.com

যাওয়া এবং ভালো আলাপ-আলোচনা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়া এবং তার পরিবর্তে মন্দের সাথে মেলামেশার ইচ্ছা করে নিজেকে মন্দের সাথে সংযুক্ত
করা। এ ধরনের লোকের সদৃশ-চরিত্রের মতো হয়ে যারা বড় হয় তারা ৭২৮সি
আবশ্যিকভাবেই তাদের চরিত্রের কারণে করা কাজে যোগ দেবে এবং একে অন্যের সাথে যা বলবে তার শিকার হবে। এ ধরনের মন্দের শিকার হওয়া বাস্তবিকপক্ষে 'বিচারিক দণ্ড' নয়; কারণ, দণ্ডসহ যা কিছু ন্যায়পরায়ণ, তা মহৎ। এটি হলো শাস্তি, অন্যায়ের পরিণাম হিসেবে দুঃখযাতনা ভোগ। যে এই যাতনা ভোগ করে আর যে তা থেকে রক্ষালাভ করে উভয়েই দুর্দশাগ্রস্ত: একজন দুরাবস্থায় নিপতিত এজন্য যে, সে আরোগ্যলাভ করে না আর অন্যজন দুর্দশাগ্রস্ত এজন্যে যে, বাকি মানবগোষ্ঠী যাতে রক্ষালাভ করতে পারে তার জন্য সে ধ্বংস হয়ে যায়। সাধারণভাবে বলতে গেলে আমাদের ক্ষেত্রে 'সম্মানের' অর্থ হলো প্রকৃষ্টতর জিনিসের অনুসরণ আর যে-নিকৃষ্ট জিনিসের উন্নতিলাভের সম্ভাবনা থাকে তাকে তা বাস্তবায়নের সুযোগদান এবং উভয়কে একই পরিণতির কাছাকাছি নিয়ে আসা। সমস্ত মানবীয় সম্পত্তির মধ্যে মন্দ হতে দূরে থাকার
ক্ষেত্রে সবচাইতে উৎকৃষ্ট জিনিস কী তার খোঁজ করা, তাকে আয়ত্ত করা এবং ৭২৮ডি
তাকে আয়ত্ত করার পর জীবনের বাকি সময় তার সঙ্গে বসবাস করার জন্য একমাত্র আত্মাই প্রকৃতিগতভাবে সবচেয়ে বেশি উপযোগী। এজন্যই একে (দেবতার পরে) সম্মানের দ্বিতীয় সোপানে স্থান দেওয়া হয়েছে।

শারীরিক সামর্থ্য

"আর সকলেই একথা বুঝে যে, প্রকৃতিগতভাবে সম্মানের তৃতীয় স্থানটি আছে দেহের দখলে। এখানেও বিভিন্ন ধরনের সম্মানের প্রতি দৃকপাত করা প্রয়োজন যাতে লক্ষ করা যায় কোন্‌টি খাঁটি আর কোন্‌টি মিথ্যা; এটি আইনদাতার দায়িত্ব। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে তিনি তাঁদের এভাবে ঘোষণা করবেন এবং
চিহ্নিত করবেন; যদিও অনেকেই ভিন্ন চিন্তা করে তবুও সুন্দর দেহ, ৭২৮ই
শক্তিশালী, দ্রুতগামী অথবা দীর্ঘকায়, এমনকি সুস্থ দেহকেও, সম্মান প্রদান করার নয়; আর তার বিপরীত বৈশিষ্ট্যের দেহকে তো নয়ই। তবে এসব বৈশিষ্ট্যের যে গড় মান তা-ই হলো সবচেয়ে নিরাপদ এবং সবচেয়ে পরিমিত; কারণ, একদিকের চূড়ান্ত অবস্থা আত্মাকে করে তোলে দাম্ভিক ও উদ্ধত এবং অন্য দিককার চূড়ান্ত অবস্থা অতি অধম এবং অমুক্ত।

সম্পদ

"একই কথা অর্থ ও বিত্তের অধিকারীত্বের বেলায়ও সমভাবে প্রযোজ্য; এদের ক্ষেত্রেও একই বিন্যাসে পার্থক্য করা উচিত। এদের সবগুলোর আধিক্যই

www.pathagar.com

৭২৯এ নগরীতে এবং ব্যক্তিজীবনে শত্রুতা এবং বিবাদ-বিসম্বাদের জন্ম দেয় আর তাদের ঘাটতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাসত্বের দিকে নিয়ে যায়।

সন্তানের সঠিক প্রতিপালন

"ফলে কেউ সন্তানের খাতিরে সম্পদের পাহাড় গড়বে, তাদের জন্য যত অধিক সম্ভব সম্পদ রেখে যাবে, তা কাম্য নয়; তাদের জন্য যেমন, নগরীর জন্যও তেমনই, ভালো কিছু নয় এটি। যে অবস্থা চাটুকারিতা হতে মুক্ত, যার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা মেটানোর দায় নেই, তা সবচেয়ে প্রকৃষ্ট এবং সুসামঞ্জস্য জীবন, তা প্রকৃতির সাথে খাপ-খাওয়ানো জীবন, দুঃখ-বেদনা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত জীবন। তাই পিতামাতা যেন সন্তানদের জন্য বিত্তবৈভব রেখে না যায়, রেখে
৭২৯বি যায় ভীতি-শ্রদ্ধা। আমরা অবশ্য ভাবি যে, তারা যখন শ্রদ্ধাভক্তির অভাব প্রদর্শন করবে তখন যদি আমরা তাদের ভর্ৎসনা করি তাহলে তারা উত্তরাধিকারসূত্রেই আমাদের কাছ থেকেই শ্রদ্ধাভীতি লাভ করবে। কিন্তু আজকাল তাদেরকে যেভাবে ভর্ৎসনা করা হয়, যেভাবে সবার সামনেই তাদেরকে লজ্জিত হতে বলা হয়, তার মাধ্যমে এই ফলাফল লাভ করা যায় না। একজন বিচক্ষণ আইনদাতা বরং এক্ষেত্রে স্বল্পবয়সীদের সম্মান দেখানোর জন্যই বয়স্ক লোকজনকে ভর্ৎসনা করবেন এবং সর্বোপরি এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য বলবেন যে, কোনও যুবকই যেন দেখতে না পায়, তাদের মধ্যে কেউ সম্মানহানিকর কিছু করছে বা বলছে; কারণ, যেক্ষেত্রে বৃদ্ধ মানুষেরা লজ্জাবোধ করবে না সেক্ষেত্রে
৭২৯সি তো নিশ্চিতভাবেই যুবকেরা শ্রদ্ধাভীতিহীন হয়ে পড়বে। যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো একই সময়ে নিজেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া; সেটি তাদেরকে তিরস্কার করা নয়, বরং, অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের প্রতি সর্বদা ভর্ৎসনাক্রিয়া অব্যাহত রাখা।

আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য

"একজন মানুষ যদি তার পারিবারিক সম্পর্ককে, সহজাত যে-রক্তবন্ধনে কম্যুনিটি যুক্ত থাকে তার পারিবারিক দেবতাকে, সম্মান করে, ভয় পায়, তাহলে সে প্রত্যাশা করতে পারে যে, যে-দেবতা জন্মের বিষয়টির দায়িত্বে নিয়োজিত, তিনি তার প্রতি মুখ তুলে চাইবেন, যাতে সে নিজে সন্তান লাভ করতে পারে।

৭২৯ডি "অধিকন্তু, বন্ধুবান্ধব, পরিচিতজনেরা তাকে যেসব সেবা প্রদান করে, সেই সেবাকে সে যদি সেবাদানকারীদের মনে করার চাইতে বৃহত্তর ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবে আর অন্যদেরকে সে যে অনুগ্রহ করে তাকে অনুগ্রহপ্রাপ্ত বন্ধুবান্ধব ও কমরেডগণ যেমন মূল্যবান বলে মনে করে, তার চাইতে স্বল্পমূল্যের মনে করে, তাহলে জীবনের চলার পথে সে তাদের শুভাশীষ লাভ করবে।

www.pathagar.com

"নগরী এবং নাগরিকদের সম্পর্কে বলতে হয় যে, সে-ই সবচাইতে উত্তম ব্যক্তি যে অলিম্পীয় বিজয় বা যুদ্ধ বা শান্তির কোন লড়াইয়ে বিজয়ের চাইতে তার নিজের আইনের সেবার ক্ষেত্রে বিজয়ীর খ্যাতি অর্জন করে – সেই ৭২৯ই
খ্যাতি এমন যে, সে সারা জীবন ধরে অন্য যে কোনও মানুষের চাইতে মহত্তরভাবে আইনের সেবা করেছে।

বিদেশিদের প্রতি কর্তব্য

"বহিরাগতদের ক্ষেত্রে সবারই এমন মনে করা উচিত যে, তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি হলো সবচেয়ে পবিত্র জিনিস; কারণ, আগন্তুকদের মধ্যে এবং তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সকল অপরাধই নাগরিকদের মধ্যে সংঘটিত অপরাধের চাইতে প্রতিশোধ-গ্রহণকারী দেবতার সাথে অধিকতর সম্পর্কযুক্ত। এর কারণ হলো, আগন্তুক যেহেতু বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনহীন থাকে তাই মানুষজন এবং দেবতাদের মধ্যে তারা অধিকতর করুণার উদ্রেক করে; তাই তাদের প্রতি কোনও অন্যায় হলে কারও যদি সেই অন্যায়ের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকে সে যেন অধিকতর আগ্রহে তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। আর প্রতিটি কেইসেই বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে দেখা দেয় দানব ও আগন্তুকের দেবতা, যারা আগন্তুকের দেবতা জিউসকে অনুসরণ করেন।
সেজন্যই যার মধ্যে সামান্যতম সাবধানতার ফুলকি থাকে, সে-ই কোনও ৭৩০এ
আগন্তুকের বিরুদ্ধে সামান্যতম অন্যায় না করে সারাজীবন পার করে দিতে চাইবে। আর আগন্তুকদের ক্ষেত্রেই হোক, কিংবা, স্বদেশবাসীর ক্ষেত্রেই হোক, সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো ভিক্ষাপ্রার্থীর বিরুদ্ধে অপরাধ। কারণ, ভিক্ষাপ্রার্থীর সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে দেবতা একজন সাক্ষী; তিনি বিশেষ পদ্ধতিতে লাঞ্ছিতের অভিভাবকও বটে; সুতরাং, তার দুঃখ-যাতনা কখনও শোধহীন যেতে পারে না।"

আমরা এতক্ষণ মাতাপিতার সাথে সম্পর্ক, একজন মানুষের অধিকারে কী ৭৩০বি
থাকে, তা নিয়ে নিজের সাথে, সেই সাথে নগরীর সাথে, বন্ধুবান্ধবের সাথে, পরিবারের সাথে, অধিকন্তু অগন্তুক ও স্বদেশবাসীর সাথে, সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা প্রায় শেষ করে এনেছি; এরপর যা আসে তা হলো: একজন মানুষকে যদি সবচেয়ে মহৎ জীবন যাপন করতে হয় তাহলে তার কী ধরনের মানুষ হওয়া উচিত তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। পরবর্তী এই বিষয়গুলোতে আমরা অবশ্যই আইনের কথা বলব না, বরং কীভাবে প্রশংসা এবং দোষারোপ তাদের প্রত্যেককে শিক্ষিত করে তুলতে পারে তার কথা বলব যাতে প্রণয়নের অপেক্ষায় থাকা আইনের প্রতি তারা অধিকতর বাধ্যগত হয়ে ওঠে, সুদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত নৈতিকতা

৭৩০সি "দেবতার ক্ষেত্রে এবং মানুষের ক্ষেত্রেও সত্য হলো প্রতিটি ভালো জিনিসের শীর্ষস্থানীয়। কারও যদি আশীর্বাদপ্রাপ্ত হতে হয়, সুখী হতে হয়, তাহলে গোড়া থেকেই তাতে তার অংশগ্রহণ করা উচিত, যাতে সম্ভবপর দীর্ঘতম সময় সে সত্যনিষ্ঠ মানুষ থাকতে পারে। এ ধরনের মানুষ বিশ্বস্ত মানুষ। কিন্তু যে স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যাচার করে তাকে বিশ্বাস করা যায় না; আর যে অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যাচার ভালবাসে সে তো নির্বোধ। এই অবস্থায় কোনওটিই হিংসাযোগ্য নয়, কারণ, সে অবিশ্বস্ত এবং নিশ্চিতভাবেই অজ্ঞ, আবার বন্ধুহীনও বটে। সময় পরিক্রমায় এ ধরনের মানুষ প্রকাশিত হয়ে পড়ে আর বৃদ্ধ বয়সের কঠিন সময়ে, জীবনের শেষপ্রান্তে, সে নিজেকে পুরোপুরি সঙ্গীহীন করে তোলে; তার ফলে তার সন্তানসন্ততি, বন্ধুবান্ধব বেঁচে থাকুক আর নাই থাকুক, সে প্রায় পুরোপুরিভাবে একজন অনাথের মতো জীবনযাপন করে।

৭৩০ডি "যিনি অন্যায় করেন না তিনি সম্মানীয়, কিন্তু যিনি অন্যায়কারী লোকজনকে অন্যায়কার্য চালাতে দেন না তিনি তার তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি সম্মানীয়। পূর্বোক্ত জনের মূল্য যদি হয় এক মানুষ-সমান তবে দ্বিতীয়োক্ত জন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অন্যের অন্যায় রিপোর্ট করেন বিধায় তার মূল্য অনেক মানুষের সমান। তৎসত্ত্বেও, নগরীতে যিনি মহান মানুষ, যাকে নিখুঁত মানুষ হিসেবে এবং সদ্‌গুণে বিজয়ের ঝাণ্ডাবহনকারী হিসেবে গণ্য করা হবে, তিনি হবেন সেই লোক যিনি শাস্তিপ্রদানের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তার সাধ্যমতো সবকিছু করবেন।

৭৩০ই "সংযম এবং বিচক্ষণতার ওপর প্রশংসা বর্ষণ করা উচিত এবং অন্য সকল ভালো জিনিসের অধিকারীত্বের ওপরও – যা একজন মানুষ অন্যকে দিতে পারে এবং সেইসাথে নিজে অর্জন করতে পারে – একই ধরনের প্রশংসা বর্ষণ করা উচিত। যে মানুষ দান করবে তাকে দেওয়া উচিত সর্বোচ্চ সম্মান; দ্বিতীয় কাতারে ফেলা উচিত তাদের যারা দান করতে ইচ্ছুক কিন্তু সমর্থ নয়; কিন্তু যে-লোক দান করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঈর্ষাকাতর হয়ে বন্ধুসুলভ উপায়ে কোনও ভালো জিনিসে অন্যের অংশগ্রহণে সুযোগ দেয় না তার জন্য নিন্দাবাদই প্রাপ্য; কিন্তু কারও অধিকারে আছে বলে আমরা যেন সেই ভালো
৭৩১এ জিনিসটিকে অবমূল্যায়ন না করি; একজন মানুষের যা ক্ষমতা তার সর্বস্ব দিয়ে সেই ভালো জিনিস অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত।

"যখন সদ্‌গুণের বিষয় দেখা দেয় তখন যেন আমরা সবাই বিজয়ে সচেষ্ট হই, কিন্তু, তা যেন হই কোনও শত্রুতা ছাড়া। এক ধরনের মানুষ আছে যারা নিজেরা সর্বদা প্রতিযোগিতারত থাকে বটে, কিন্তু, অপবাদ দিয়ে অন্যকে বাধাগ্রস্ত করে না; তারাই নগরীকে মহান করে তোলে। যে-মানুষ হিংসাপরায়ণ, যে মনে করে অন্যদের অপবাদ দিয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে

www.pathagar.com

হবে, তার বেলা এমন ঘটে যে, সত্যিকার সদ্‌গুণ অর্জনের ক্ষেত্রে তা তার স্পিরিটকে দমিয়ে দেয় আর প্রতিযোগীদের অন্যায়ভাবে দোষারোপ করার কারণে তাকে উদ্যমহীন করে তোলে। এভাবেই সদ্‌গুণের চর্চার ক্ষেত্রে পুরো নগরীকে সে অপ্রশিক্ষিত পরিমণ্ডলে প্রবেশের পথ করে দেয় আর তার নগরীর মহত্ত্ব ধুলায় মিলিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যতকিছু করার থাকে তা-ই করে। ৭৩১বি

অপরাধীদের প্রতি করণীয়

"প্রতিটি মানুষেরই সাহসী এবং একইসাথে যতদূর-সম্ভব ভদ্র হওয়া উচিত। যদি না পরাক্রমের সাথে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো হয়, বিজয়ী হয়ে নিজেকে রক্ষা করা হয়, অবিরত তার শাস্তিবিধান করা হয়, তবে অন্যের দ্বারা সাধিত বিপজ্জনক এবং কঠিন কিছু অন্যায় হতে রক্ষা পাওয়ার কোনও উপায় থাকে না, এমনকি তা আরোগ্য করারও কোনো পথ থাকে না। আর যে মহৎ চেতনাধারী নয় সে এই কাজ সম্পাদন করতে পারে না। অন্যদিকে, মানুষ যে ৭৩১সি
আরোগ্যযোগ্য অন্যায় করে সেক্ষেত্রে প্রথমেই তাকে অনুধাবন করতে হবে যে, কোনও অন্যায়পরায়ণ মানুষই স্বেচ্ছায় অন্যায়পরায়ণ নয়। কারণ কোনও মানুষই স্বেচ্ছায় সবচেয়ে বড় মন্দকে নিজের করতে চাইবে না – আর সেই মন্দ যদি সবচেয়ে সম্মানজনক সম্পদকে রোগাক্রান্ত করে তবে তো তার প্রশ্নই উঠে না। আমরা দাবি করেছিলাম যে, প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে আত্মা হচ্ছে সবচেয়ে সম্মানজনক জিনিস; আর সে-কারণেই কোনও মানুষই তার সবচেয়ে সম্মানজনক সম্পদে সবচেয়ে বড় মন্দকে গ্রহণ করবে না, তাকে সারা জীবন ধরে সেখানে রক্ষা করবে না। সুতরাং, যে-লোক খারাপ জিনিসের অধিকারী, ৭৩১ডি
তার মতোই, অন্যায়পরায়ণ মানুষও সবদিক থেকেই করুণাযোগ্য; আর তার অসুস্থতা যদি আরোগ্যযোগ্য হয় তবে তাকে করুণা করা চলে, তার বিরুদ্ধে ক্রোধান্বিত হওয়া থেকে, রমণীদের মতো তার বিরুদ্ধে আবেগপ্রবণ না হয়ে কোন ধরনের খারাপ ধারণা পোষণ করা থেকে, বিরত থাকা যায়; কিন্তু যে নিখাদ মন্দ, বিকৃতমনস্ক – যাকে কোনওমতেই ঠিক পথে আনা যাবে না, তার বিরুদ্ধে আমাদের ক্রোধের কলস ঢেলে দেওয়া উচিত; আর সেজন্যই আমি বলি যে, পরিস্থিতি যখন দাবি করে তখন একজন ভালো মানুষের যেমন ভদ্র হওয়া উচিত তেমনই আবেগীও হওয়া উচিত।

স্বার্থপরতা

"সবচেয়ে বড় যে মন্দ তা এমন জিনিস যা সহজাতভাবে আত্মায় জন্মায় আর প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে তার ওজর তৈরি করে তা থেকে রক্ষাপ্রাপ্তির ৭৩১ই
পথ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়। মানুষ যখন এমন কথা বলে যে, 'প্রত্যেক মানুষই

www.pathagar.com

প্রকৃতিগতভাবে তার নিজের বন্ধু এবং তা-ই হওয়া উচিত', তখন সে তা-ই তুলে ধরে। সত্য কথাটি হলো, নিজের প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা প্রতিটি মানুষের জন্য প্রতি অবস্থায়ই অন্যায়ের উৎস; কারণ প্রেমিক সর্বদাই প্রেমাস্পদকে নিয়ে অন্ধ হয়ে থাকে; আর সে-জন্যই সে ন্যায়, উত্তম এবং
৭৩২এ সম্মানজনককে নিয়ে ভুল বিচার করে আর ভাবে যে, সত্যের চাইতে নিজেকেই তার অগ্রগণ্য বলে বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু কোনও মানুষের যদি মহত্ব অর্জন করতে হয় তাহলে তার নিজেকে বা তার স্বার্থকে বড় করে দেখলে চলবে না, বরং, বড় করে দেখতে হবে ন্যায্য জিনিসকে – সেই ন্যায্য জিনিস সে নিজে সম্পাদন করুক অথবা অন্য যে-কেউ করুক, তা বিবেচ্য নয়। এই একই ধরনের ভ্রান্তির কারণে মানুষের মধ্যে ধারণা জন্মায় যে, তাদের শিক্ষার অভাব হলো প্রাজ্ঞতা। ফলে, যখন বলা চলে আমরা
৭৩২বি আদতে কিছুই জানি না, তখন আমরা ভাবি যে, আমরা সবকিছুই জানি; আর যেহেতু যা কিছু আমরা জানি না, তাতে অন্যদের কাজ করতে দেই না তাই নিজেরা সেই কাজ করার চেষ্টা করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে ভুল করি। তাই প্রত্যেক মানুষেরই অতিরিক্ত আত্মপ্রেম পরিহার করা উচিত; তৎপরবির্তে বরং মিথ্যামিথ্যি কোনো লজ্জা না করে, তার অনুসরণ করা উচিত তাকে যে তার নিজের চাইতে উত্তম।

তীব্র আবেগ পরিহার্য

"অনেক সময় কোনও কোনও বিষয় সম্পর্কে এমন বলা হয়ে থাকে: এসব জিনিস ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু অন্য জিনিসের তুলনায় তার প্রয়োজনীয়তা কিছুই কম নয়; একজন মানুষের নিজের ক্ষেত্রে তার পুনরাবৃত্তি ঘটানো উচিত এবং তাদের সবসময় অনুস্মরণ করা উচিত। কারণ, কোনও জিনিস যদি বহির্মুখে প্রবাহিত থাকে তবে তার বিপরীতেও অব্যাহত পূরণের ব্যবস্থা থাকবে; তাই
৭৩২সি প্রজ্ঞা যখন বাইরে প্রবাহিত হয় তখন অন্তঃপ্রবাহ হিসেবে অনুস্মরণ তার সরবরাহকে পূরণ করবে। সে-জন্যই আমি বলি যে, অতিরিক্ত হাসি ও অতিরিক্ত কান্না থেকে একজন মানুষের বিরত থাকা উচিত; কেউ এই জিনিস করলে তাকে প্রতিবেশীদের ভর্ৎসনা করা উচিত। সর্বোপরি, সকল বড় আনন্দ ও গভীর বেদনাকে পর্দার অন্তরালে লুকিয়ে রাখা উচিত এবং তার সৌভাগ্যরবি তার সাথে থাকুক আর না-ই থাকুক, শোভনতা-শালীনতার সাথে আচরণ করা উচিত তার; যেখানে দেবতা তার উদ্যোগে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আর সেজন্য তার চলার পথে উঁচু, খাড়া পর্বত দেখা দিয়েছে, সেখানেও তার একই কাজ করা উচিত। মানুষের জীবনে যেসব বিপদ-আপদ দেখা দেয়, তার বেলা তারা আশা
৭৩২ডি করতে পারে যে, নিদেনপক্ষে ভালো মানুষের জন্য দেবতা সর্বদা তার প্রশমন ঘটাবে, ভালো জিনিসের বেলা তিনি যে উপহার প্রদান করেন তার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে বর্তমান দুরবস্থা থেকে ভালো অবস্থায় উত্তরণ করবেন; তাদের

www.pathagar.com

আশা করা উচিত যে, সৌভাগ্যের মাধ্যমে তাদের জন্য সর্বদা বিপরীত ধরনের পরিবর্তন ঘটবে। মানুষের এমনই আশা থাকা উচিত, এমনই হওয়া উচিত মানুষের ভর্ৎসনাকথা, যা দিয়ে একজন আরেকজনকে তিরস্কার করবে, কখনও কোনও সুযোগেই যেন তা হারিয়ে না যায়; মানুষ নিজেরা যেন হাস্যপরিহাসে এবং গুরুগম্ভীর আলোচনার উভয়ক্ষেত্রে, নিজের মধ্যে অনুস্মরণ করা এবং অন্যদেরকে সর্বদা এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়াকে অবহেলা না করে।"

যেসব রীতিনীতি অনুসরণ করতে হবে আর প্রত্যেকের নিজের যে ধরনের ব্যক্তি হয়ে উঠা উচিত, তা বর্ণনা করে এখন পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তা মূলত
ঐশ্বরিক বিষয়াদিকে ঘিরে; আমরা এখনও মানবীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ৭৩২ই
করিনি; আবশ্যিকভাবেই আমাদেরকে তা করতে হবে, কারণ, আমরা মানুষের সাথে সংলাপ করছি, দেবতার সাথে নয়।

সদ্‌গুণ ও সুখ

"প্রকৃতিগভাবে মানুষ সর্বোপরি সুখ, বেদনা এবং কামনা দিয়ে গঠিত। এদের সাথেই প্রতিটি নশ্বর প্রাণী সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত ও জড়িত। আর সে-জন্যেই আমাদেরকে মহত্তম জীবনের প্রশংসা করতে
হবে; এই জীবন যে কেবল তার সুখ্যাতির মহিমার জন্য প্রকৃষ্টতর তা নয়, ৭৩৩এ
বরং, এজন্যেও যে, কেউ যদি এই জীবনের স্বাদ নিতে চায়, কেউ যদি যৌবনের মোহে তা থেকে পালিয়ে থাকতে না চায়, তাহলে আমরা যা-কিছু কামনা করি – নামত, একজন মানুষের সারা জীবনব্যাপী স্বল্পতর বেদনা ও অধিকতর সুখপ্রাপ্তি – তা নিজেকে প্রকৃষ্টতর বলে প্রমাণিত করবে। কেউ যদি সত্যিকার রুচি নিয়ে তার স্বাদ গ্রহণ করে তাহলে অতি অল্প সময়ের পরিসরেই তা স্পষ্টভাবেই দেখা যাবে। কিন্তু 'সত্যিকার রুচি' কী? এ বিষয়টিই এখন যুক্তির আলোকে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে; জীবন কি প্রকৃতি অনুসরণ করে বেড়ে ওঠে, না কি, অন্য কোনভাবে বেড়ে ওঠে? তা দেখার জন্য আমাদেরকে একটি জীবনধারার সাথে আরেকটি জীবনধারা – অধিক সুখী জীবনধারার সাথে অধিক দুঃখী জীবনধারা, তুলনা করে দেখতে হবে।

"আমরা নিজেদের জন্য সুখ চাই, বেদনা বেছে নেই না, চাইও না; যা ৭৩৩বি
সুখকর তার বদলে যা সুখকর নয়, বেদনাকরও নয়, তা-ও চাই না, কিন্তু বেদনার বদলে তাকে কামনা করি; অধিকতর সুখের সাথে আমরা স্বল্পতর বেদনা চাই, কিন্তু, আমরা স্বল্পতর সুখের সাথে অধিকতর বেদনা চাই না; কোনও দুই অবস্থায় যদি সুখকর জিনিস আর বেদনাদায়ী জিনিস সমান সমান হয়, তাহলে আমরা স্থির করতে পারি না, কোন্ অবস্থাটি বেছে নেব। সংখ্যা, আকার-আকৃতি, তীব্রতা এবং সমতা অথবা বিপরীতধর্মিতার ওপর
নির্ভর করে যখন প্রতিটি পছন্দ নির্বাচন করা হয়, তখন যে কামনা করছে, ৭৩৩সি

www.pathagar.com

তার কাছে এগুলোর কোনও কিছুই পার্থক্য হয়ে দেখা দেয় না। আবশ্যিকভাবেই যেহেতু জিনিসপত্র এভাবেই বিন্যস্ত, তাই জীবনের ক্ষেত্রেও – যার মধ্যে বড় বড় এবং তীব্র সুখ ও বেদনা আছে – আমরা চাই সুখ আধিপত্য করুক; আমরা চাই না যে, তার বিপরীত কিছু তাকে কব্জা করে নিক। তাছাড়া, যে-জীবনে স্বল্পসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শান্ত সুখ এবং বেদনা থাকে, তার ক্ষেত্রে আমরা তেমন জীবন চাই না, যাতে বেদনাবহ জিনিসপত্র আধিপত্য করে, বরং, আমরা এমন জীবন কামনা করি যাতে তার বিপরীত জিনিস আধিপত্য করে। যার তীব্রতা ভারসাম্যপূর্ণ তাকেও আমাদের
৭৩৩ডি একইভাবে অনুধাবন করতে হবে; আমরা এমন ভারসাম্যপূর্ণ জীবন চাই যাতে আমাদের কামনার জিনিস অধিকতর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তার মধ্যে অধিকাংশ জিনিস যদি এমন হয়, যা আমাদের কাছে বিস্বাদ ঠেকে, তাহলে তা আমাদের কাম্য হয় না। আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে, আমাদের জন্য উন্মুক্ত জীবনের সমস্ত পথই এই ধরনের বিকল্পের পরিসর দ্বারা সীমাবদ্ধ আর এর ওপর ভিত্তি করেই একজন মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, প্রকৃতিগতভাবে সে কোন্ জীবন কামনা করে। আমরা যদি এমন দাবি করি যে, এই বিকল্পের বাইরে আমাদের কামনার রাজত্ব, তাহলে বলতে হবে জীবন আদতে কী তার ক্ষেত্রে এক ধরনের অজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতার অভাব থেকে আমরা এমন কথা বলছি।

"তাহলে জীবনের কত পথ আছে, কী কী পথ আছে, যার মধ্যে থেকে অকাম্য এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদনা-বিরহিত জীবনের বদলে কাম্য-জীবন এবং
৭৩৩ই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জীবন বেছে নিতে হবে, অর্থাৎ, একজন মানুষ নিজে যে-আইন প্রদান করে তার প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং যা প্রিয় এবং সুখকর এবং যা সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে মহৎ আর মানুষের পক্ষে যতদূর আদর্শবাদ লাভ সম্ভব ততদূর আদর্শবাদপ্রাপ্ত জীবন, যাপন করা যাবে? ধরা যাক, এদের কোনও একটি জীবন হলো সংযত জীবন; আরেকটি জীবন বিচক্ষণ জীবন; আরেকটি হলো সাহসী জীবন; অধিকন্তু, আমরা ধরে নিলাম যে, সুস্বাস্থ্যধারী জীবন আশীর্বাদপ্রাপ্ত জীবন। এই চার ধরনের জীবনের বিপরীতে আছে চার ধরনের বিপরীতধর্মী জীবন – অবিমৃষ্যকারী, ভীরু, অসংযত এবং রোগাক্রান্ত জীবন। যে জানে সে সংযত, সে জীবনকে এমনভানে বিন্যস্ত করবে, যা
৭৩৪এ সবদিক থেকে অত্যন্ত পরিশীলিত। যাতে রয়েছে মৃদু বেদনা আর মৃদু সুখ, যে-জীবনের বাসনার বৈশিষ্ট্যে হলো এমন কামনা, যা সংযত এবং তাতে পরিপূর্ণ থাকে এমন ভালোবাসা, যা উন্মত্ত নয়। অপরপক্ষে, অসংযত জীবনের সব জিনিসই প্রবৃত্তিতাড়িত, তাতে আছে প্রচণ্ড বেদনা এবং সুখ, একগুয়ে যন্ত্রণাদায়ী কামনা আর পুরোপুরি উন্মাদ প্রেম; আর সংযত জীবনে সুখ সর্বদাই বেদনাকে ছাড়িয়ে যায় আর অসংযত জীবনে আকারে, সংখ্যায় এবং পৌনঃপুন্যে বেদনা সুখকে ছাড়িয়ে যায়। এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায়
৭৩৪বি যে, আবশ্যিকভাবেই প্রকৃতি অনুসরণে জীবন আমাদের জন্য অধিকতর

www.pathagar.com

সুখকর আর অন্য জীবনটি অধিকতর বেদনাদায়ক; যে সুখে দিনাতিপাত করতে চায়, সে সম্ভবত স্বেচ্ছায় অসংযত জীবনযাপন বেছে নিতে পারে না; কিন্তু দেখা গেছে, অধিকাংশ মানুষের জীবনেই সংযম নেই – তা ঘটে অজ্ঞতা থেকে অথবা স্বনিয়ন্ত্রণের অভাব থেকে, অথবা, উভয়ের কারণে। রোগাক্রান্ত ও সুস্থ জীবনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য; তাদের ক্ষেত্রে সুখ এবং বেদনা উভয়ই বিদ্যমান, কিন্তু সুস্থতার বেলা সুখ বেদনাকে ছাড়িয়ে
যায় আর অসুস্থতার বেলা বেদনা ছাড়িয়ে যায় সুখকে। জীবনের গতিধারা ৭৩৪সি
নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আমরা এমন কামনা করি না যে, বেদনাদায়ী জীবন আধিপত্য করুক আর যে-জীবনে বেদনাকে ছাড়িয়ে যায় সুখ, তাকে আমরা সুখকর জীবন বলে নির্ধারণ করি। সংযত জীবনকে অসংযত জীবনের সাথে, বিচক্ষণকে অবিচক্ষণের সাথে, এমনকি সাহসী জীবনকে কাপুরুষের জীবনের সাথে, তুলনা করে আমরা এমন দাবি করি যে, পূর্বোক্ত ধারার জীবনে সুখ এবং বেদনা উভয়ই সংখ্যায় স্বল্পতর, ক্ষুদ্রতর এবং বিরল, আর এক ধরনের জীবন বাকি ধরনের জীবনকে সুখের দিক থেকে ছাড়িয়ে যায়, আর
অন্যদিকে, দ্বিতীয়োক্ত ধরনের জীবন অন্যগুলোকে বেদনার দিক থেকে ৭৩৪ডি
ছাড়িয়ে যায়। সাহসী লোক ভীরুকে পরাজিত করে, সংযত লোক অসংযতকে, তাই তাদের জীবন অন্যদের জীবনের চাইতে সুখকর; ভীরু, অসংযত, অনিয়ন্ত্রিত এবং অসুস্থ জীবনের তুলনায় সংযত, বিচক্ষণ এবং সুস্থ জীবনই কাম্য। আমরা সংক্ষেপে এমন দাবি করি যে, যে-জীবন দেহ অথবা আত্মার সদ্‌গুণধারী হয়, তা মন্দ জিনিস ধারণকারী জীবনের চাইতে সুখকর হয় আর অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন, সৌন্দর্য, সঠিকতা, সদ্‌গুণ এবং খ্যাতির ক্ষেত্রেও অশুভধারী জীবনের চাইতে এ জীবন হাজার গুণে উৎকৃষ্ট। ফলে যে
এমন জীবনের অধিকারী হয় সে সবদিক থেকে এবং সর্বোপরি বিপরীত ৭৩৪ই
বৈশিষ্ট্যের জীবনের চাইতে অধিক সুখে কাল কাটায়।”

www.pathagar.com

৯. নতুন নগররাষ্ট্রের ভিত্তি

নগর-রাষ্ট্রের প্রাথমিক বিশ্লেষণ

আইনের মুখবন্ধে যে-বক্তৃতা যোগ করতে হবে তার এখানেই সমাপ্তি। ধরে নেওয়া যায়, 'মুখবন্ধের' পর আবশ্যিকভাবেই আসে 'আইন', অথবা, সত্যিকারভাবে বলতে গেলে, রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার রূপরেখা। কোনও জটাজালে বা কোনও বোনা সামগ্রীতে 'টানা সুতা' আর 'বোনা সুতা' যেমন একই সামগ্রী দিয়ে তৈরি হয় না, টানা সুতাকে যেমন গুণের দিক থেকে আবশ্যিকভাবেই ভিন্নতর হতে হয়, (কারণ একে হতে হয় শক্ত, চরিত্রগতভাবে
৭৩৫এ দৃঢ়; আর অন্যটিকে নরম; নমনীয় হওয়ার গুণ থাকতে হয় তার) তেমনই যারা নগরীর শাসনকারী পদসমূহ অধিকার করবে, তাদের প্রত্যেককেই কোনও না কোনও যৌক্তিক উপায়ে পার্থক্য করতে হবে – যারা শিক্ষার ক্ষেত্রে ন্যূন বলে নিজেদের প্রমাণ করেছে, তাদের এবং অন্যদের পার্থক্য চিহ্নিত করতে হবে। কারণ, রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার দুইটি মৌলিক অংশ আছে; একদিকে আছে শাসক পদ পূরণ করার লক্ষ্যে লোকজনের নিয়োগ আর অন্যদিকে আছে বাস্তবায়নের জন্য শাসকদের ওপর অর্পিত আইন।

নাগরিক নির্বাচন

কিন্তু এসব কিছুরও আগে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা প্রয়োজন। একজন
৭৩৫বি রাখাল, বা, একজন পশুপালক, অথবা, ঘোড়া, বা এমন কিছুর প্রজননকারী যখন তার প্রাণীদের হাতে পায়, তখন একবারে সাথে সাথেই – তথা যতক্ষণ না পশুসমাজের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কোনও উপায়ে প্রথমে তাদের পরিশুদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হবে ততক্ষণ – সে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করবে না; সে প্রথমে সুস্থ এবং অসুস্থদের থেকে, ভালো বংশজাতদের খারাপ বংশজাতদের থেকে, আলাদাভাবে বাছাই করবে, আর সুস্থদের এবং খারাপ বংশজাতদের অন্য পশুপালে পাঠিয়ে দেবে, আর অন্যদের পরিচর্যা করবে; এই কাজের পেছনে তার এই চিন্তা কাজ করবে যে, যাদের সে পরিচর্যা করে, তাদের আত্মা ও দেহের ওপর যদি প্রকৃতি এবং নষ্টকারী শক্তি প্রভাব বিস্তার করে থাকে আর সে যদি
৭৩৫সি তাদের পরিশুদ্ধ না করে, তবে তার সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হবে, তার কোনও

www.pathagar.com

কার্যকারিতাই থাকবে না, তা অন্য প্রাণীর খাঁটি ও সুস্থ প্রকৃতি ও সত্তাকেও ধ্বংস করে ফেলবে। অন্যান্য প্রাণীর বেলায় এটি অত্যন্ত স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার; যুক্তিতে তার উল্লেখ করতে হয় এ কারণে যে, উদাহরণ হিসেবে এটি কাজে লাগে; কিন্তু মানুষের বেলা আইনদাতাদের ক্ষেত্রে এই কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়, কারণ, বহিষ্কার এবং অন্যান্য ক্রিয়াপদ্ধতির ক্ষেত্রে যথার্থ কাজ কী, তা তাকে আবিষ্কার করতে হয় এবং তার বিশদ বর্ণনা দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, নগরী পবিত্রকরণের বিষয়টি ধরুন। বিভিন্ন ধরনের পরিত্রকরণ
আছে, কিছু কিছু আছে অত্যন্ত সহজ আর কিছু পবিত্রকরণ অধিকতর কঠিন। ৭৩৫ডি
একই লোক যদি একনায়ক এবং আইনদাতা হয়, তবে তিনি যে পবিত্রকরণ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবেন, তা হবে সবচেয়ে উত্তম এবং দ্রুততম পবিত্রকরণ; কিন্তু কোনও আইনদাতা যদি স্বৈরাচারী না হয়েও কোনও নতুন আইনের সাহায্যে নতুন নগরী প্রতিষ্ঠা করেন, সেক্ষেত্রে তিনি যদি সবচেয়ে কোমল বহিষ্কারের মাধ্যমেও পবিত্রকরণ সম্পন্ন করতে পারেন, তবে তার জন্য আনন্দবোধ করা উচিত। সবচেয়ে ভালো ঔষধের মতোই এ-ক্ষেত্রেও উত্তম পদ্ধতিটি
বেদনাদায়ক, যেহেতু এতে যুক্ত থাকে ন্যায়চিবার এবং শাস্তিপ্রদানের মাধ্যমে ৭৩৫ই
বব্যস্থা গ্রহণ এবং মৃত্যুদণ্ড ও দেশত্যাগের আদেশের মাধ্যমে সেই শাস্তি প্রদান। এভাবেই সবচেয়ে বড় অপরাধী – যারা শোধনের অযোগ্য, যারা নগরীর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে, তাদের হাত হতে নগরীকে রক্ষা করা হয়। কিন্তু আমাদের পবিত্রকরণ পদ্ধতি অনেকটা ভদ্রগোছের, অনেকটা এরকম: যারা খাদ্যের অভাবের কারণে এমন তুলে ধরে যে, তারা সম্পদশালীদের সম্পত্তিতে সম্পদহীনদের আক্রমণ পরিচালনা করবে, তেমন মানুষকে যদি অনুসরণ করতে
প্রস্তুত হয় তারা, তখন তাদেরকে দেখতে হবে নগরীতে জন্ম-নেওয়া প্লেগ ৭৩৬এ
হিসেবে; যতদূর সম্ভব শান্ত-ভদ্রভাবে তাদের বাইরে পাঠিয়ে দিতে হবে; তাদের এই বহিষ্কারকে ভদ্র ভাষায় বলা হয় 'উপনিবেশন'। প্রত্যেক আইনদাতাকেই গোড়ায় এই কাজটি সম্পন্ন করতে হবে; কিন্তু আমাদের হাল সমস্যাটি অনেকটা ব্যতিক্রমী। কোনও উপনিবেশ স্থাপনের অভিযান পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই এখন, আর বহিষ্কারেরও জন্য বাছাইয়েরও দরকার নেই; বরং বিভিন্ন উৎস থেকে
বিভিন্ন জলপ্রবাহ – তা ঝর্ণা থেকে বিভিন্ন পাহাড়ি জলের ধারা হতে পারে – ৭৩৬বি
যখন একত্রে মিলিত হয়ে এক হ্রদের সৃষ্টি করে তখন আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত, লক্ষ রাখা উচিত, অন্তপ্রবাহী সেই জল নিখুঁত স্বচ্ছ কি না, আর তা সেই পর্যায়ে রাখার জন্য দূষিত জিনিসপত্রকে অন্যদিকে নিষ্কাশন করে, বাছাই করে, বা, প্রবাহিত করে, অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া দরকার কি না। কিন্তু এমন দেখা যাবে যে, সকল রাজনৈতিক প্রকল্পেই পরিশ্রম এবং বিপদ জড়িত থাকে। যেহেতু এখন সত্যিকার কাজের মাধ্যমে নয়, কেবল কথার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি, তাই এখন না হয় এ কথা ধরে নেই যে, আমাদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে আর আমরা যেমনটি ভেবেছিলাম তেমনভাবেই পবিত্রকরণ সম্পাদিত হয়েছে। বহু সময় ধরে সমঝানোর পর, সবদিক থেকে পরখ করে,
আমরা আবিষ্কার করতে পারব বর্তমান নগরীতে যারা নাগরিক হওয়ার চেষ্টা ৭৩৬সি

www.pathagar.com

করছে তাদের মধ্যে কে মন্দ; আমরা তাদের অন্তর্ভুক্তিকে বাধা দেব আর যারা উত্তম মানুষ, তাদেরকে উন্মুক্ত বাহু মেলে সর্বোতভাবে স্বাগত করব।

জমিবণ্টন (১)

আমরা যে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছি সেকথা যেন ভুলে না যাই – এটি হলো সেই সৌভাগ্য যা হেরাক্লিজের বংশধরদের প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশের কপালে জুটেছিল: জমির পুনর্বিভক্তি, ঋণ মওকুফ, পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে যে
৭৩৬ডি বিপজ্জনক ঝগড়াবিবাদ শুরু হয়, তা থেকে তারা অব্যাহতি পেয়েছিল। প্রাচীন শিকড়সম্বলিত কোনও নগরী যখন এ নিয়ে আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়, তখন দেখতে পায় যে, এ সম্পর্কে যে-আইন আছে তাকে পূর্বেকার ন্যায় পরিবর্তনহীন ফেলে রাখা যায় না, তাকে কোনওমতে বদলও করা যায় না; বলা চলে, একমাত্র যে-জিনিসটি হাতে থাকে তা হলো প্রার্থনা; আশা করা হয় যে, সাবধানে কাজ করে সময়ের দীর্ঘ পরিসরে কিঞ্চিত পরিবর্তন আনা যাবে। যদি এর বাস্তবায়ন করতে হয় তবে অব্যাহতভাবে সংস্কারকের সরবরাহ থাকতে হবে; তাঁদের মধ্যে থাকবে সেইসব লোক যারা প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী এবং যাদের অধীনে প্রচুর সংখ্যক ঋণগ্রহীতা আছে। ন্যায্যতার ধারণার খাতিরে, তাদের কাছে যেসব লোক গুণী বলে বিবেচিত এবং তাদেরও
৭৩৬ই মধ্যে যারা দুর্দশাগ্রস্ত, তাদের কিছু ঋণ মাফ করে দেওয়া এবং তাদের জমিজমার কিছু অংশ তাদের বিলি করে দেওয়ার জন্য এই সংস্কারকদের অবশ্যই সম্মত থাকতে হবে। এভাবেই তারা এক ধরনের পরিমিতিবোধের সূচনা করবে আর এমন তুলে ধরবে যে, তারা বিশ্বাস করে দারিদ্র্য কারও সম্পত্তি হ্রাস করার মধ্যে দিয়ে গঠিত হয় না, বরং, কারও কারও ধনলিপ্সার মধ্যে দিয়ে তা গঠিত হয়। এটিই হলো নগরীর সংরক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং তা-ই এক ধরনের শক্ত ভিত্তি তৈরি করে, যার ওপর পরবর্তীকালে কেউ একজন ইচ্ছেমত সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে
৭৩৭এ পারে। কিন্তু এই ভিত্তি যদি পচনশীল হয়, তাহলে নগরীতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সর্বদাই বিপদের মুখে পড়বে। যে-বিপদের কথা এখন আমি বলছি, তা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে; এটি নিয়ে এখনই আলোচনা করা ভালো; আর আমরা যদি এতে জড়িয়ে গিয়ে না থাকি, তবে এটি থেকে মুক্তির পথ কী, তা নিয়ে এখনই ভাবা দরকার। বলা হয়েছে যে, যা দরকার তা হলো ধনলিপ্সা থেকে মুক্তি – যার সাথে সংশ্লিষ্ট আছে ন্যায়পরায়ণতার ধারণা; এই পদ্ধতি ছাড়া রক্ষালাভের জন্য বৃহৎ বা সরু অন্য কোনওই কর্মপদ্ধতি নেই। সুতরাং, এটিই হয়ে উঠুক আমাদের নগরীর এক ধরনের ভিত্তি। কোনও না
৭৩৭বি কোনওভাবে অন্যসব জিনিসও জোগাড় করতে হবে, যাতে লোকজনের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি না হয়; কারণ সামান্যতম বুদ্ধির অধিকারীদের মধ্যেও যতদিন নিজেদের প্রাচীন সম্পত্তি-বিরোধ বিদ্যমান থাকবে, ততদিন

www.pathagar.com

তারা স্বেচ্ছায় বাকি সব ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হবে না। কিন্তু আমাদের মতো অবস্থার লোকজনের জন্য, দেবতা যেখানে একটি নতুন নগরী পত্তনের সুযোগ দিয়েছে, আর যেখানে এখনও একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনের ঘৃণাবিদ্বেষ সৃষ্টি হয়নি, সেখানে, এমনকি সম্পূর্ণ মন্দের সাথে যুক্ত থাকলেও, কোনও মানবীয় অজ্ঞতাই মানুষের নিজেদের মধ্যে ঘৃণাবিদ্বেষের জন্ম দেওয়ার জন্য জমিজমা এবং ঘরবাড়ির বিভক্তিতে অগ্রসরমান করবে না।

তাহলে সঠিক বন্টনের পদ্ধতি কী হবে? সর্বপ্রথমে নাগরিকদের সংখ্যা ৭৩৭সি
নির্ধারণ করতে হবে – নগরীতে কত লোক থাকা উচিত তার সংখ্যা। এরপর নাগরিকদের বন্টনব্যবস্থা নিয়েও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে – কয়টি বিভাগ থাকা উচিত, তা কত বড় হওয়া উচিত। এই ভাগগুলোর মধ্যে জমি এবং ঘরবাড়িকে যতদূর সম্ভব সমানভাবে ভাগ করে বন্টন করা উচিত। জনসংখ্যার উপযুক্ত আকার নির্ধারণের একমাত্র পথ হলো জমি এবং পার্শ্ববর্তী
নগরীসমূহকে বিবেচনায় নেওয়া। নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক মানুষ যাতে ভদ্রভাবে ৭৩৭ডি
জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য জমিজমার পরিমাণ যথেষ্ট হওয়া প্রয়োজন, তার বেশি হওয়া উচিত নয়। নগরবাসীর সংখ্যা এমন হওয়া উচিত যাতে তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অন্যায়ের শিকার হতে না হয়, যাতে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে আর প্রতিবেশীদের প্রতি অন্য কেউ যদি অবিচার করে, তবে যেন সামান্য পরিমাণে হলেও তাদের সাহায্য করা যায়। আমরা যখন তাদের এবং তাদের প্রতিবেশীদের এলাকা জরিপ করব, তখন কথায় ও কাজে আমরা এ-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেব। হাল মুহূর্তে নগরীর একটি রূপরেখা অঙ্কন করার জন্য আমরা আইনপ্রদানের কাজে অগ্রসর হব – যাতে এটি সম্পূর্ণ করা যায়।

জনসংখ্যার আকার (১)

আমাদের নাগরিকদের উপযুক্ত সংখ্যা হবে পাঁচ হাজার চল্লিশ; জমিজমা ৭৩৭ই
এবং ঘরবাড়িও একই সংখ্যায় ভাগ করা হবে; প্রত্যেক নাগরিককে বরাদ্দের সাথে যুক্ত করা হবে। প্রথমে এই পূর্ণ সংখ্যাকে দুই অংশে ভাগ করা হবে এবং একই সংখ্যাকে তিন ভাগে ভাগ করা হবে – আর এর প্রকৃতিগত কারণে তা চার, পাঁচ দ্বারা এবং একইরূপে দশ পর্যন্ত সংখ্যা দ্বারা, ভাজ্য হবে। যে-ব্যক্তি আইনপ্রণেতা হবেন তাকে অবশ্যই সংখ্যার গণিতটি বুঝতে
হবে – কোন্ সংখ্যা, কোন্ ধরনের সংখ্যা, পুরো নগরীর জন্য সবচেয়ে ৭৩৮এ
প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেবে। আমরা এখন সে ধরনের একটি সংখ্যাকেই নির্বাচন করব যা ভাগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে নিয়মিত, এবং যা সবচেয়ে অভগ্ন সিরিজকে তার মধ্যে ধরে। এই পূর্ণ সংখ্যাটিকে যে-কোনওভাবে, যে-কোনও উদ্দেশ্যে ভাগ করা যায়। আর পাঁচ হাজার চল্লিশের

www.pathagar.com

এক কম ষাটের বেশি ভাজক নেই আর একই ক্রমে এক থেকে দশ পর্যন্ত সকল ভাজক আছে তার।[১] এইসব বিভাগ যুদ্ধ এবং সেইসাথে শান্তির সময় – সকল চুক্তি, সমিতি গঠন, রাজস্ব আহরণ এবং জমিজমা বিলিবণ্টনের
৭৩৮বি ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয়। যাদেরকে আইনের মাধ্যমে দায়িত্ব দেওয়া হবে, অবসর সময়ে তাদের এইসব বিষয় চর্চা করা উচিত, যথাযথভাবে অনুধাবন করা উচিত; আর এই হলো সত্যি কথা; ব্যবহারের কথা লক্ষ্য রেখে নগরীর পত্তনের সময়ই একথা ঘোষণা করা উচিত।

ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান

একেবারে গোড়া থেকে নতুন একটি নগরী গড়ে তোলার কথা ভাবা অথবা নষ্ট-হয়ে-যাওয়া কোনও নগরী পুনঃপ্রতিষ্ঠা কথা ভাবা – উভয়ের ক্ষেত্রেই একই জিনিস প্রযোজ্য; প্রত্যেক দেবতা ও মন্দিরের বেলা কী কী জিনিস নির্মাণ করতে হবে, তাদের কোন্‌টিকে দেবতা আর দানবের নামে নামকরণ
৭৩৮সি করতে হবে, তা নির্ধারণের জন্য বুদ্ধিমান কোনও মানুষই দেলফাই, দাদোনা আর দেবতা অ্যামন[২] কর্তৃক নির্দেশিত নাম, বা প্রাচীন প্রবাদে উক্ত কিছুর বাইরে, অন্য কিছু যুক্ত করার কথা ভাববে না; তা সেই নির্দেশ অপচ্ছায়ার মাধ্যমে, অথবা, দেবতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুপ্রেরণার মাধ্যমে – যেভাবেই জ্ঞাত করা হোক না কেন। এই উপদেশ-নির্দেশ মান্য করে, মরমি-ধর্মাচারের সাথে সম্পর্কিত করে মানুষ বলিদান প্রতিষ্ঠা করেছে; তাদের কোনও কোনওটির উৎস হলো স্থানীয় আচার, আবার কোনও কোনওটি আমদানি করা হয়েছে এত্রোরিয়া অথবা সাইপ্রাস[৩] থেকে। আর এই ঐতিহ্যকথার জোরেই তারা আলাদা করে ভবিষ্যদ্বক্তা (অরাকল), প্রতিমা এবং বেদী এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে, এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা পবিত্রস্থান নির্ধারণ
৭৩৮ডি করেছে। আইনপ্রণেতা যেন তাতে এক চুলও পরিবর্তন না আনেন। আইনপ্রণেতার উচিত কয়েকটি জেলাকে সম্মিলিতভাবে তাদের দেবতা, বা, উপদেবতা, অথবা, বীরপুরুষ বরাদ্দ করে দেওয়া; আর জমিবণ্টন শুরু করার আগে পবিত্র ধর্মীয়স্থল এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্রের জন্য আলাদাভাবে জায়গা নির্ধারিত করে দেওয়া। নিয়মিতভাবে-প্রতিষ্ঠিত বিরতিকালে যখন জনসমাজের বিভিন্ন অংশ একত্রে মিলিত হবে, তখন এভাবেই তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসকে প্রভূতভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হবে; তারা একে অপরের সাথে অধিকতর বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠবে, বলিদানের সময় তারা বোধ করবে যে, তারা একে অপরের আত্মীয়; একে অপরের সাথে সুপরিচিত হয়ে উঠবে। একটি নগরীতে যদি নাগরিকগণ একের সাথে অপরে সুপরিচিত হয়ে
৭৩৮ই উঠে, তবে তার চাইতে উত্তম আর কী হতে পারে। যখন পরস্পরের চরিত্র সম্পর্কে নাগরিকদের মধ্যে আলো নয়, কেবল অন্ধকার আর অজ্ঞতা বিরাজ করে, তখন কোনও মানুষই তার যোগ্য সম্মান লাভ করবে না, অথবা, ন্যায়ত

www.pathagar.com

যে ক্ষমতা, যে সুবিচার তার প্রাপ্য তা-ও লাভ করবে না। সর্বোপরি, সকল নগরীতেই প্রত্যেক নাগরিকের চেষ্টা করা উচিত যাতে তার মধ্যে কোনও কপটতা দেখা না দেয় – যাতে সে সর্বদা সত্যিকার রূপে থাকতে পারে, সহজসরল থাকতে পারে; সর্বোপরি কোনও প্রবঞ্চক যেন তার ওপর কোনও সুযোগ না নিতে পারে, তারও চেষ্টা করা উচিত।

আদর্শ ও বাস্তব নগররাষ্ট্রঃ সম্পদের অধিকারী কম্যুনিটি

আইন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় পরবর্তী চাল হলো ড্রাফট খেলার চালের মতো – ৭৩৯এ
ড্রাফটে[৪] কেউ যদি তার 'পবিত্র রেখা' পরিত্যাগ করে, তবে তা অপ্রত্যাশিত হিসেবে দেখা দেয় বলে শ্রোতার কাছে অদ্ভুত ঠেকে। তৎসত্ত্বেও, কেউ যদি তার যুক্তিবোধ ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায়, তবে সে দেখতে পায় যে, আমাদের নগরীকে যেভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে তা সর্বোত্তম না হলেও দ্বিতীয় কাতারের উত্তম। কেউ কেউ হয়ত তা মেনে নেবে না, কারণ, সে হয়ত সেই আইন প্রণেতার সাথে পরিচিত নয় – এই আইনপ্রণেতার হয়ত স্বৈরাচারী ক্ষমতা নেই। সত্য কথাটি হলো, তিন ধরনের শাসনব্যবস্থা (সরকার) আছে, সর্বোত্তম,
দ্বিতীয়োত্তম ও তৃতীয়োত্তম; আমরা কেবল তা উল্লেখ করতে পারি এবং তারপর ৭৩৯বি
তা নির্বাচনের ভার বসতির শাসকের ওপর ছেড়ে দিতে পারি। এখন আমরা না হয় এই পদ্ধতিই অনুসরণ করি; আমরা বর্ণনা করি সদ্‌গুণের তরফে কোন নগরী সর্বোত্তম, কোন্‌টি দ্বিতীয় স্থানীয় কোন্‌টি তৃতীয়। বর্তমান অবস্থায় আমরা না হয় ক্লেইনিয়াসকে, অথবা, অন্য যিনি ইচ্ছুক, তাকে সুযোগ দিলাম তার সংবিধানের মধ্যে এমন মাত্রা যুক্ত করতে, যা তাঁর কাছে উপযোগী মনে হয়, যা তিনি তাঁর দেশের জন্য অনুমোদন করেন।

সেই নগরী আর শাসনব্যবস্থাই প্রথম, তার আইনই সর্বোত্তম, যেখানে এই ৭৩৯সি
প্রবাদটি পুরো নগরীতে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত থাকে: "বন্ধুদের সকল জিনিসে সবারই সমাধিকার রয়েছে।" এই অবস্থা (রমণীকুল, সন্তানাদিতে সবার সমাধিকার, সব ধরনের সম্পত্তিই যৌথ সম্পত্তি) কি এখন কোথাও আছে, কোনওদিন কি তা হবে? ব্যক্তিগত এবং একক অধিকারভুক্ত বলে কোনওকিছু জীবন থেকে পুরোপুরিভাবে নির্বাসিত আর প্রকৃতিগতভাবে যেসব জিনিস ব্যক্তিগত, যেমন, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত – তা-ও যৌথ সামগ্রী হয়ে উঠেছে, আর
কোনও এক উপায়ে আমরা যৌথভাবে দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি এবং ৭৩৯ডি
ক্রিয়া করছি, এবং নগরীতে যে-আইন বলবৎ আছে, তা নগরীকে সর্বোতভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছে; তা থাকা সম্ভব কি সম্ভব নয়, তার বিচারে না গিয়ে আমি বলি যে, অন্য কোনও নীতি অনুসরণ করে কোনও মানুষই এমন নগরী প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে না, যা অধিকতর সত্যানুগ, অধিকতর উত্তম এবং সদ্‌গুণের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠবে। এ ধরনের একটি নগরী দেবতাদের দ্বারা, বা, দেবতা-পুত্রদের দ্বারা শাসিত কি না, এক বা ততোধিক

১৬—

www.pathagar.com

৭৩৯ই দেবতা তার শাসনকর্তা কি না, তা বলা না গেলেও যারা পূর্বকথিত পদ্ধতিতে সেখানে বসবাস করে, তারা সুখী মানুষ এবং সেইসূত্রে রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার জন্য অন্য কোথাও মডেল খোঁজার প্রয়োজন নেই, এটিকেই আকড়ে ধরা উচিত, আর, যা কিছু এই শাসন-ব্যবস্থার কাছাকাছি আসে সমস্ত শক্তি দিয়ে তা যাচাই করা উচিত – একথা বলা যায়। যে নগরী এখন আমাদের হাতের কাছে রয়েছে তা যখন গড়ে উঠবে, তখন তা অমরত্বের কাছাকাছি কিছু হয়ে উঠবে আর তা ঐক্যের দিক থেকে হবে দ্বিতীয় অবস্থানভুক্ত। আর দেবতা চাহে তো এরপর আমরা তৃতীয় অবস্থানে অবস্থিত নগরীটির বিশদ বিবরণ তুলে ধরতে পারব।

জমিবণ্টন (২)

এই শাসন ব্যবস্থাটিকে আমরা কী বলি আর এটি যেমন হয়ে উঠেছে, তা-ই বা আমরা কী করে বলি? প্রথমত, তারা তাদের জমিজমা, ঘরবাড়ি ভাগাভাগি
৭৪০এ করুক, তবে যৌথ খামার যেন তার আওতাভুক্ত না হয়, কারণ, এ ধরনের জিনিসের ক্ষেত্রে, তথা, পূর্ব যাদের কথা নির্দেশ করা হয়েছে, তাদের জন্ম এবং লালনপালন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে, তা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। যাহোক, জমির বন্টনকে এরকম কিছু একটা ব্যবস্থা বলে অনুধাবন করতে হবে: প্রতি অংশীদারকে এমন ভাবতে হবে যে, তার অংশ একই সময়ে পুরো নগরীর সাধারণ সম্পত্তিও বটে, আর সন্তানেরা মাকে যেমন যত্নআত্তি করে তার চাইতে বেশি করে তার পিতৃভূমির জমিকে যত্ন করতে হবে; কারণ জমি হচ্ছে এক দেবী এবং তারা তার প্রজা। একই ধরনের ভক্তি লালন করা উচিত দেবতাদের সম্পর্কে, উপদেবতাদের সম্পর্কে।

জনসংখ্যার আকার (২)

৭৪০বি জমির বন্টন যাতে সর্বদা এক থাকে তার জন্য তাদের আরও বিবেচনা করা উচিত যে, সব সময় পরিবারের সংখ্যা যেন বর্তমান সংখ্যার মতোই থাকে – তা যেন বাড়ানো না হয়, হ্রাস করাও না হয়। পুরো নগরীর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উপায়ে তা নিশ্চিত করা যেতে পারে: বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতি মালিক যেন তার সন্তানদের মধ্য থেকে একজনকে মাত্র উত্তরাধিকারী রেখে যায়। যে-সন্তানটি বিশেষভাবে তার প্রিয় হবে, সে-ই পরিবার এবং নগরীর দেবতার পূজাদানের দায়িত্বপালনে তার উত্তরাধিকারী হবে, সে-ই জীবন্ত দেবতাদের এবং যারা
৭৪০সি ইতোমধ্যে চলে গেছেন, তাদের সকলের দেখভাল করবে। অন্য সন্তানদের ক্ষেত্রে যা সম্পাদন করতে হবে তা হলো এমন: যে-পরিবারে একাধিক সন্তান থাকবে, সেখানে মেয়েদের জন্য যে আইন করা হবে, তদনুসারে তাদের

www.pathagar.com

বিয়েশাদি দিতে হবে; ছেলে সন্তানদের বন্টন করে দিতে হবে অন্যান্য পরিবারে — যাদের সন্তান নেই, তাদের মাঝে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দকে যতদূর সম্ভব প্রাধান্য দেওয়া উচিত। যদি এমন ঘটে যে, কিছু লোক এমন রয়ে গেল, যারা পছন্দের কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না, অথবা, মেয়ে
বা পুরুষের আধিক্য হয়ে গেল, অথবা, এমন হলো যে, সন্তান-জন্মের স্বল্পতার ৭৪০ডি
জন্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করব — যাদের দায়িত্ব আদতে অত্যন্ত বড় দায়িত্ব এবং সম্মানজনকও বটে — যারা সবকিছু দেখেশুনে অধিক সন্তানধারী আর কম সন্তানধারীদের সাহায্য করার পথ বাত্‌লে দেবে, যাতে নগরীর লোকসংখ্যা সর্বদা যতদূর সম্ভব পাঁচ হাজার চল্লিশ পরিবারে নির্দিষ্ট করে রাখা যায়। সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনেক পথ আছে; যাদের অধিক সন্তান হয় তাদের গর্ভধারণ বাধাগ্রস্ত করা যায় আর অন্য দিকে যাদের কম সন্তান তাদেরকে অধিক গর্ভধারণে উদ্দীপিত ও উৎসাহিত করা যায়। আমরা যার কথা বলছি তা সম্মানপ্রদান ও তিরস্কারের মাধ্যমে,
বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষজন কর্তৃক বয়োকনিষ্ঠদের উৎসাহব্যঞ্জক কথাবার্তা শোনানোর ৭৪০ই
মাধ্যমে, অর্জন করা যেতে পারে। এতসব কিছু করার পরও যদি পাঁচ হাজার চল্লিশ ঘর ঠিক রাখায় অসুবিধা দেখা দেয়, যারা একত্রবাস করে তাদের মধ্যে উষ্ণ ভালোবাসার কারণে নাগরিকের সংখ্যায় আধিক্য দেখা দেয়, আর সামনে আর কোনও পথের দিশা না পাওয়া যায়, তখনও একটি উপায় বাকি থাকে; তা হলো প্রায়শ-কথিত পুরনো একটি উপায়: যোগ্য মনে-হওয়া লোকজনকে উপনিবেশে পাঠিয়ে দেওয়া — এক্ষত্রে বন্ধুকে বন্ধুর ছেড়ে যেতে হবে। যদি কখনও উল্টো সংকট দেখা দেয়, বন্যার তোড়ে, রোগ-বালাইয়ের আক্রমণে
তারা যদি ভেসে যায়, অথবা, যদি বিধ্বংসী যুদ্ধের শিকার হয়, আর প্রাণহানির ৭৪১এ
কারণে তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট সংখ্যার চাইতে অনেক কম হয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও আমাদের কোনওক্রমেই উচিত হবে না বেজন্মা আর নকল শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিকদের স্বেচ্ছায় নিজেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা; তবে এমন বলা হয় যে, দেবতাও প্রয়োজনের বিরুদ্ধে জোর করতে পারে না।[৫]

জমির হস্তান্তর-অযোগ্যতা

এখন আমরা দাবি করব যে, হালযুক্তি নিম্নোক্ত পদ্ধতির কথা বলছে এবং আমাদেরকে এমতো পরামর্শ দিচ্ছে: "হে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকুল, সংখ্যা এবং প্রতিটি উত্তম ও মহৎ রীতিনীতির ক্ষেত্রে সাদৃশ্য এবং সমতা এবং কর্তৃত্ব নিয়ে
যে ঐকমত্য হয়েছে, তাকে সম্মান করার ক্ষেত্রে প্রকৃতি অনুসরণে কখনও ৭৪১বি
ক্ষান্তি দিও না। প্রথমত, যে সংখ্যার কথা এখন বলা হলো, সমস্ত জীবনভর তোমরা তাকে বুক দিয়ে আগলে রেখো। অধিকন্তু, প্রথমে তোমাদের জন্য যে-পরিমাণ জমি বরাদ্দ করা হয়েছে, নিজেদের মধ্যে তার কেনাবেচা করে তার সুপরিমিত উচ্চতা ও আয়তনে কোন পরিবর্তন এনো না। যিনি তোমাদের

www.pathagar.com

সেই জমি দান করেছেন সেই দেবতা – লত নিজে, আর সেইসাথে আইনদাতাও, তার কারণে তোমাদের বন্ধু থাকবে না।" যে নিষেধাজ্ঞা অমান্য
৭৪১সি করবে, সে দেখতে পাবে আইন তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। তাকে তো সতর্ক করে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল – সে এই শর্তে বরাদ্দ নিতে সম্মত আছে কি না; প্রথমত, সে সেই শর্তে রাজি হয়েছিল; প্রথম শর্ত ছিল যে, জমি সকল দেবতার কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত; তদুপরি সে দেখতে পেয়েছিল যে, যাজক এবং যাজিকাগণ প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উৎসর্গেও তাদের পার্থনা জানাচ্ছে। আইন তাকে এই বলে সতর্ক করবে যে, (I) **যে তার বরাদ্দকৃত জমি ও ঘরবাড়ি কেনাবেচা করবে, সে সেই পরিস্থিতির ক্ষেত্রে নির্ধারিত দণ্ড ভোগ করবে আর তা স্থির করা হয়েছে এভাবেঃ অনাদিকাল পর্যন্ত সকলের পাঠ এবং উপদেশের জন্য অপরাধীর কাহিনি সাইপ্রাস কাঠের টুকরায় খোদাই করে মন্দিরে সংরক্ষণ করা**
৭৪১ডি **হবে**। এসব নির্দেশের সুরক্ষা এবং বাস্তবায়নের জন্য যাকে সবচেয়ে তীক্ষ্ণধী মনে করা হয় এমন একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁরা দায়িত্ব দেবেন, যাতে নিষেধাজ্ঞার কোনও অমান্যকরণ কোনও সময়ই তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে না যেতে পারে, আর যে দেবতা ও আইনের নির্দেশ অমান্য করে, তাকে যেন যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা যায়।

এখন যে পদ্ধতিটি প্রবর্তন করা হচ্ছে তা মান্য করলে আর অনুসরণ করলে অন্যান্য নগরীও যে কী পরিমাণ উপকৃত হবে তা – প্রাচীন প্রবাদে বলে – মন্দ লোকের কাছে চিরদিনই অজানা থেকে যাবে আর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং
৭৪১ই সুঅভ্যাসধারী লোকই কেবল তা জানবে। কারণ, এই ধরনের পদ্ধতিতে বড় ধরনের অর্থকড়ি উপার্জন অসম্ভব; আর পরিণামে কারও ঘৃণ্য কোনও পেশা অবলম্বন করা উচিত নয়, তাকে সেই সুযোগও দেওয়া উচিত নয়; এই পেশার সাথে জড়িত অপরিশীলিত কাজ একজন স্বাধীন মানুষের জন্য নিন্দার্হ এবং এই পথে কখনও অর্থলাভের চেষ্টা করা উচিত নয়।

অর্থার্জন

এসব বিষয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আরও একটি আইন আছে; কোনও
৭৪২এ মানুষকেই ব্যক্তিগতভাবে স্বর্ণ রৌপ্য অর্জন করার সুযোগ দেওয়া যাবে না। দৈনন্দিন লেনদেনের জন্য মুদ্রার প্রয়োজন হয়; যারা ভাড়াকরা কারিগর এবং সাধারণত ক্রীতদাস এবং বিদেশি, তাদের পারিশ্রমিক দেওয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা এড়ানো যায় না; তাই যারা তাদের কাজে লাগাবে তাদের এমন মুদ্রার প্রয়োজন। আমরা এমন বলি যে, আমাদের নাগরিকগণের এমন মুদ্রা থাকা দরকার যা কেবল নিজেদের মধ্যেই প্রচলিত থাকে, বাকি মনুষ্যগোষ্ঠীতে যেন তার মূল্য না থাকে। নগরীর নিজের অবশ্য কিছু অর্থের অধিকারী হতে হবে, যা গ্রিসে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য; এই অর্থের প্রয়োজন পড়বে সামরিক অভিযানে এবং যেসব ভ্রমণকারী অন্য লোকজনের মধ্যে বাইরে

www.pathagar.com

যাবে, তাদের ব্যবহারে – উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্রদূত এবং যাদেরকে নগরীর বাইরে ৭৪২বি
পাঠাতে হবে, তেমন প্রয়োজনীয় সংবাদবাহকের ব্যবহারে। এসব কারণেই প্রতি ক্ষেত্রে নগরীতে আবশ্যিকভাবেই গ্রিক অর্থকড়ি থাকতে হবে। কোনও সাধারণ নাগরিককে যদি বাধ্য হয়ে বিদেশে যেতে হয় তাহলে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি সাপেক্ষে সে বিদেশ যেতে পারবে, কিন্তু বাড়ি ফেরার পর যদি তার হাতে অতিরিক্ত কোন বিদেশি অর্থ থাকে তাহলে যেন সে তা নগরীকে ফেরত দেয় আর তার বদলে যেন সে সমপরিমাণ দেশি মুদ্রা গ্রহণ করে। (II) **কেউ যদি তার নিজে কাছে বেআইনি মুদ্রা সংরক্ষণ করে, তাহলে জনস্বার্থে সেই অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।** (III) **অন্য যারা এ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল, কিন্তু নগরীকে তা জানাতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের ওপরও সমভাবে একই অভিশাপ, দোষ এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ড আরোপ করা হোক; আর তার পরিমাণ কিছুতেই যেন বিদেশ হতে আনা বিদেশি অর্থের চাইতে** ৭৪২সি
কম না হয়।

কেউ যখন বিবাহ করবে বা কন্যাকে বিবাহ দেবে, তখন যেন কোনও যৌতুক দেওয়া না হয়, নেওয়াও না হয়; অধিকন্তু যাকে বিশ্বাস করা যায় না, তাকে কারও অর্থ ধার দেওয়া উচিত নয়; সুদে কোনও অর্থ ধার দেওয়াও উচিত নয়। যে ধারে অর্থ নিয়েছে, তাকে যাতে মূল এবং সুদের অর্থ ফেরত দিতে না হয়, তেমন সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

নগরীর প্রথম নীতি এবং তার অভীষ্টের কথা যদি কেউ স্মরণ রাখে তাহলে
সে দেখতে পাবে যে, তার বিচারে এসব নীতি সর্বোত্তম নীতি। আমরা দাবি ৭৪২ডি
করি যে, বুদ্ধিমান রাষ্ট্রনায়কের অভীষ্ট অনেকের বিচারে শ্রেয় মনে-করা উত্তম আইনপ্রণেতার উদ্দেশ্যের মতো নয়। তাঁরা দাবি করে যে, তার অভীষ্ট হওয়া উচিত এমন: যে-নগরীর জন্য তিনি উদারহৃদয়ে আইন প্রণয়ন করছেন, তা যেন হয় সম্ভবপর সর্ববৃহৎ এবং ধনী নগরী, তার যেন থাকে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য, তা যেন জলে স্থলে সম্ভবপর সর্বোচ্চ সংখ্যক লোককে শাসন করে। তারা এর সাথে আরও যোগ করে যে, যিনি সঠিকভাবে আইন প্রণয়ন করবেন, তাঁর এমন ইচ্ছা পোষণ করা উচিত যে, নগরীটি হবে সর্বোত্তম এবং
সম্ভবপর সবচেয়ে বেশি সুখী। কিন্তু এসব জিনিসের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি ৭৪২ই
অর্জন করা যাবে, আর কোন্‌টি অর্জন করা যাবে না? যিনি আদেশ দেওয়ার মালিক তার লক্ষ্য হওয়া উচিত যা সম্ভব তার আদেশ প্রদান; আর যা সম্ভব নয়, তা ইচ্ছা করা যেমন উচিত নয়, তার পেছনে ব্যর্থশ্রম ঢালাও উচিত নয়। এখন প্রায় অপরিহার্য হিসেবে বলতে হয় যে, যারা সুখী হয়, তারা আবার উত্তমও হয় – এটিই তার কামনা করা উচিত; কিন্তু যারা খুব ধনী হয় – নিদেনপক্ষে 'ধনী' বলতে অনেকেই যা বুঝিয়ে থাকে ধনীর অর্থ যদি তা-ই হয় – তার পক্ষে সুখী হওয়া প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আর ধনী বলতে যদি সেই গুটিকয়েক মানুষকে বুঝায়, যাদের এমন পরিমাণ সম্পদ আছে যা টাকাকড়ির অংকে বিপুল, তাহলে দেখা যাবে যে, অসৎ লোকেরাও এমন সম্পত্তির মালিক হয়েছে। অবস্থাটি যদি এমনই হয়ে থাকে,

www.pathagar.com

৭৪৩এ তবে আমি অন্তত তাদের সাথে একমত হব না যে, ধনী মানুষ যদি একইসাথে উত্তম মানুষ হয়, তবে সে সত্যিকার অর্থেই সুখী হয়। কিন্তু কারও পক্ষেই একইসাথে উচ্চমাত্রার উত্তম এবং অধিক পরিমাণে ধনী হওয়া সম্ভব নয়।

কেউ হয়ত জিজ্ঞেস করতে পারে "কিন্তু কেন?"

তখন আমরা উত্তর করব, "যে-সম্পদের অর্জন ন্যায্য এবং অন্যায্য উৎস থেকে আসে আর তাতে কোন তফাৎ করা হয় না, তা কেবল-ন্যায্য-উৎস-থেকে-আসা সম্পদের দ্বিগুণ হয়; আর যে অর্থ সম্মানজনক অথবা লজ্জাজনক – কোনও উপায়েই ব্যয় করা হয় না, তা সম্মানজনকভাবে এবং মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থের অর্ধেকে পরিণত হয়। তাই যে-ব্যক্তি দ্বিগুণ অর্থ লাভ করে,
৭৪৩বি কিন্তু অর্ধেক ব্যয় করে, সে সম্পত্তির বিচারে তার বিপরীত কাজ-করা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। এই লোকজনের মধ্যে একজন হলো ভালো; অন্যজন যতক্ষণ পর্যন্ত কৃপণ থাকে, ততক্ষণ মন্দ হয়ে উঠে না, কিন্তু আমরা যেমনটি বলেছি অন্যান্য ক্ষেত্রে সে পুরোপুরিভাবেই মন্দ, কখনও উত্তম নয়। যে-ব্যক্তি ন্যায্য এবং অন্যায্য উভয় পন্থায় অর্থ উপার্জন করে এবং ন্যায্য এবং অন্যায্য কোনওভাবেই তা ব্যয় করে না, আর কৃপণ থাকে, তবেই সে হয় ধনী; কিন্তু যে-ব্যক্তি পুরোপুরি মন্দ মানুষ, কিন্তু যেহেতু সে সঞ্চয় করে না, তাই সে
৭৪৩সি অত্যন্ত দরিদ্র হয়। যে-ব্যক্তি মহৎ কাজে অর্থ ব্যয় করে এবং ন্যায্য উদ্যোগ হতে অর্থ উপার্জন করে, সে সাধারণত অস্বাভাবিক রকমের ধনী বা অতিদরিদ্র হয় না। সেইসূত্রে আমাদের যুক্তি সত্য হয়ে উঠে; অতি ধনীরা উত্তম নয়; আর তারা যদি উত্তম না হয়, তাহলে তারা সুখীও নয়।"

আমাদের আইনের পেছনে যে অনুকল্প রয়েছে তার লক্ষ্য হলো মানুষজনকে সুখী করে তোলা, একের প্রতি অন্যকে যতদূর সম্ভব বন্ধুভাবাপন্ন করা যায়, তা করে তোলা। কিন্তু যেখানে নিজেদের মধ্যে আইনী লড়াই
৭৪৩ডি অধিক, যেখানে অন্যায়-অবিচারের মাত্রা অধিক, সেখানে নাগরিকগণ একে অপরের বন্ধু হয় না, বরং, যেখানে তাদের পরিমাণ স্বল্প – তা বিরল বটে – সেখানেরই বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। বাস্তবিকপক্ষে আমরা বলি যে, নগরীতে কোনও স্বর্ণ এবং রৌপ্য থাকা উচিত নয়; স্থূল কোনও পেশা, অথবা, সুদের কারবার, অথবা, লজ্জাজনক জন্মের পেশার মাধ্যমে[৬] আয় উপার্জনের ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। কৃষিকাজে উৎপাদিত জিনিসই কেবল থাকা উচিত; তার জন্য এত করে চেষ্টা চালানো উচিত নয় যাতে যে-কারণে সম্পদ অর্জন করা প্রয়োজন, তাকে আমাদের অবহেলা করতে বাধ্য হতে হয়; আমি এখানে
৭৪৩ই আত্মা এবং দেহের কথা বুঝাচ্ছি, যা জিমনাস্টিকস্ ব্যতীত এবং শিক্ষা ব্যতীত কোনও কিছুর জন্যই যোগ্য হয়ে উঠবে না; তাই আমরা একবার নয়, বহুবারই যার কথা বলেছি – তার মাপকাঠিতে, ধনসম্পদের মর্যাদার স্থান সর্বশেষে। সর্বসাকুল্যে তিনটি জিনিস আছে, যার সম্পর্কে প্রতিটি মানুষের আগ্রহ আছে; আর সঠিকভাবে বিবেচনা করলে অর্থকড়ি নিয়ে যে আগ্রহ, তার স্থান হলো তৃতীয় এবং সর্বনিম্ন; মধ্যবর্তী পর্যায়ে স্থান হলো দেহ নিয়ে

www.pathagar.com

আগ্রহ; আর সর্বপ্রথমে যে আগ্রহ, তা হলো আত্মা নিয়ে আগ্রহ। আর যে শাসনব্যবস্থা নিয়ে এখন আমরা বিশদ বিবরণ তুলে ধরছি, তাতে আইন-প্রণয়ন ঠিক হয়ে দেখা দেবে যদি সম্মানের ক্রমটি এই মাত্রায় বিন্যস্ত করা হয়। কিন্তু কোনও আইন যদি এইমর্মে প্রণয়ন করা হয়, যেখানে স্বাস্থ্যকে
সংযমের চাইতে, অথবা, সম্পদকে স্বাস্থ্য এবং সংযমী অভ্যাসের চাইতে, ৭৪৪এ
অগ্রগণ্য বলে ধরা হয়েছে, তখন স্পষ্টতই সেই আইন ভুলভাবে প্রণীত বলে প্রতীয়মান হবে। তাই আইনপ্রণেতাকে সর্বদা নিজেকে প্রশ্ন করে যেতে হবে: "আমি যা চাই, তা কী?" এবং "আমি কি আমার লক্ষ্য অর্জন করতে পারছি, না কি লক্ষ্যচ্যুত হচ্ছি?" তিনি যদি তা করেন, তাহলে হয়ত তিনি আইন প্রণয়নে উতরে যেতে পারেন, অন্যদের তার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন – কিন্তু তার করার অন্য আর কোনও পথ নেই।

চার শ্রেণিভুক্ত সম্পত্তির মালিক

আমরা বলছি যে, কোনও ব্যক্তি যদি জমির বরাদ্দ লাভ করে, তবে আমাদের
বর্ণনামতো শর্তে তাকে সেই জমি রক্ষা করতে হবে। প্রত্যেকে যদি বাকি সব ৭৪৪বি
জিনিসে সমান অধিকারী হয়ে উপনিবেশে প্রবেশ করতে পারত তাহলে তা খুবই চমৎকার ব্যাপার হতো; কিন্তু যেহেতু তা অসম্ভব, তাই কেউ অধিক অর্থ নিয়ে সেখানে ঢুকবে, কেউ ঢুকবে স্বল্প অর্থ নিয়ে; আর তাই অনেক কারণে তার ফল এমন দাঁড়াবে যে, নগরীতে সুযোগ-সুবিধার সমতার খাতিরে
আবশ্যিকভাবেই অসম শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখা দেবে এবং যখন নগরীর পদ, ৭৪৪সি
রাজস্ব এবং বণ্টনের প্রসঙ্গ আসবে, তখন কোনও একজন মানুষের মর্যাদা কেবল তার পূর্বপুরুষের ওপর, এবং তার নিজের ওপর, এবং তাদের দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য্যের ওপর নির্ভর করবে না, অধিকন্তু সে কীভাবে তার অর্থ ও দারিদ্র্য ব্যবহার করে, তার ওপরও নির্ভর করবে; সুতরাং, তখন তার সম্পদের অনুপাতে নির্ণিত এক অসম সূত্রের ভিত্তিতে যতটা সম্ভব সমান সম্মান ও নগরীর পদ লাভ করবে সে; তাতে কোন ঝগড়াঝাঁটি এবং বিতর্ক দেখা দেবে না। সে-জন্যই সম্পত্তির মালিকানার পরিমাণের ভিত্তিতে চারটি শ্রেণী সৃষ্টি করা
উচিত; প্রথম এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীতে নাগরিকদের স্থাপন ৭৪৪ডি
করা যেতে পারে; তারা তখন এই নামে অভিহিত হবে, অথবা, তাদের অন্য কোনও নামেও পরিচিত করা যাবে; একক ক্ষেত্রে তারা অব্যাহতভাবে একই পর্যায়ে থেকে যেতে পারে, অথবা, অধিকতর ধনী হতে অধিকতর দরিদ্র হয়ে, অথবা, অধিকতর দরিদ্র হতে অধিকতর ধনী হয়ে, অন্য পর্যায়ে চলে যেতে পারে।

এসব জিনিস লক্ষ করার পর, আমি অন্ততপক্ষে একটি আইন প্রস্তাব করব, যার রূপরেখা নিম্নরূপ। আমরা এমন দাবি করছি যে, (যেমনটি আমরা ধরে নিচ্ছি) কোনও নগরীকে যদি সবচেয়ে বড় অসুখ – যাকে 'দলাদলির' বদলে যথার্থই 'গৃহযুদ্ধ' বলা হয়েছে, তা থেকে রক্ষা পেতে হয়, তাহলে নাগরিকদের

www.pathagar.com

মধ্যে কিছুতেই চরম দারিদ্র্য এবং সম্পদের আধিক্য থাকা চলবে না। এ-
৭৪৪ই কথার অর্থ এমন দাঁড়ায় যে, আইনদাতাকে অবশ্যই উভয় অবস্থার একটি সীমা ঘোষণা করতে হবে। ধরা যাক, দারিদ্র্যের সীমা হবে বরাদ্দকৃত জমি-বাড়ির সমান আর এটিকে অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে; কারও বেলায়ই যাতে তার হ্রাসপ্রাপ্তির সুযোগ দেওয়া না হয়, তা নিশ্চিত করবে ম্যাজিস্ট্রেট এবং সদ্‌গুণের জন্য সম্মানিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গ। এটিকে প্রমিতমান ধরে আইনপ্রণেতা নাগারকিদের পুনর্বার দ্বিগুণ, অথবা, ত্রিগুণ, এবং কোনও কোনও সময় এর চারগুণ জিনিস, অর্জন করার অনুমতি দেবেন। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি এর চারগুণের অধিক সম্পদ অর্জন করে – কোনও কিছু লাভ করে, অথবা, কারও কাছ থেকে কোনও কিছু পেয়ে, অথবা, ব্যবসায় অর্থকড়ি
৭৪৫এ উপার্জন করে, অথবা, ভাগ্যের প্রসন্নতায় ধনলাভ করে – তাহলে সে যেন সেই অতিরিক্ত সম্পদ নগরীকে এবং যে-দেবতা নগরীর অধিকারীত্বে থাকে, তাকে উৎসর্গ করে। তাতে সে যেমন সুনামের অধিকারী হবে তেমনই সমস্ত দণ্ড থেকেও রক্ষা পাবে। (IV) **কেউ যদি আইন অমান্য করে তাহলে যে-কেউ ইচ্ছে করলে তার বিরুদ্ধে খবর দিতে পারবে এবং সে তার অতিরিক্ত সম্পদের অর্ধেকের অধিকারী হতে পারবে; আইন অমান্যকারী তার অতিরিক্ত সম্পদের সমপরিমাণ সম্পদ তার নিজের সম্পত্তি থেকে প্রদান করবে এবং বাকি অর্ধেক অতিরিক্ত সম্পদ যাবে দেবতার ঘরে**। মূল বরাদ্দ ছাড়া প্রতিটি মানুষ যা কিছুর মালিক, তা অবশ্যই আইন কর্তৃক নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে লিপিবদ্ধ করা হবে,
৭৪৫বি যাতে সম্পত্তি নিয়ে সমস্ত মামলা সহজ হয় এবং স্পষ্ট থাকে।

নগররাষ্ট্রের প্রশাসনিক ভাগ

এরপর প্রথমেই যে-কাজটি সম্পন্ন করতে হবে তা হলো নগরীর নির্মাণ এবং তা করতে হবে যতদূর সম্ভব দেশের মাঝামাঝি স্থানে; তার জন্য আমাদের এমন একটি জায়গা বেছে নিতে হবে যা নগরীর জন্য উপযোগী – তা সহজেই কল্পনা করা যায়, বর্ণনাও করা যায়। এরপর আমরা নগরীটিকে বারোটি ভাগে ভাগ করব। প্রথমে আলাদা-আলাদাভাবে হেস্‌তিয়া[৭], জিউস এবং অ্যাথেনার জন্য পুণ্যস্থান নির্ধারণ করা হবে, যার নাম হবে 'আক্রপলিস'; এর চারপাশে
৭৪৫সি থাকবে চক্রাকার দেওয়াল। এই জায়গা থেকেই আলোকধারার মতো চারিদিকে নগরীর বারোটি অংশ বিন্যস্ত থাকবে – নগরীর মতোই তা পুরো এলাকাটিকে ভাগ করবে। বারোটি ভাগ সমান হওয়া উচিত, অর্থাৎ, যেভাগে জমিজমা ভালো থাকবে তা হবে পরিমাণে কম, আর যেভাগে খারাপ জমি পড়বে, তার পরিমাণ হওয়া উচিত বেশি। পাঁচ হাজার চল্লিশটি বরাদ্দের জন্য তাতে সেই পরিমাণ ভাগ থাকতে হবে আর তার প্রত্যেকটি ভাগকে আবার দু'ভাগে ভাগ করতে হবে; কাছাকাছি অবস্থানের একভাগ এবং দূরের একভাগ মিলে গড়ে উঠবে একটি বরাদ্দ। এই বরাদ্দ-ব্যবস্থাটি এই পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন

www.pathagar.com

করতে হবে: যে জমিখণ্ড নগরীর কাছে থাকবে তার সাথে যোগ করা হবে ৭৪৫ডি
সীমান্তের একটি জমিখণ্ড; আর যে-খণ্ডটি এর পরবর্তী নিকটতম হবে, তার সাথে যোগ করা হবে পরবর্তী দূরতম জমিখণ্ড এবং অন্যান্য জোড়ার ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হবে। এসব জমিজোড়ায় জমির উষরতা আর উর্বরতার মিশ্রণ থাকা উচিত, যাতে জমি বন্টনের সমতা রক্ষিত হয়: তাতে ছোট খণ্ডের সাথে বড় খণ্ডের মিশ্রণও বিবেচনায় নিতে হবে। তারপর বারোজন দেবতাকে বারোটি ভাগের বরাদ্দ দিতে হবে আর যাদেরকে তা বরাদ্দ করা হলো তাদের প্রত্যেকের নামে সেটি নামকরণ করা হবে এবং পবিত্রকরণ করা হবে; তাদের একেকটি ভাগকে তখন দেবতার নামানুসারে একেকটি 'ট্রাইব' বা 'গোষ্ঠী' হিসেবে অভিহিত করা হবে। দেশের বাকি অংশকে যেভাবে বারোটি
ভাগে ভাগ করা হবে, তেমনই নগরীটিকেও বারো ভাগে ভাগ করা হবে। ৭৪৫ই
প্রত্যেক মানুষেরই দুটি বাড়ি থাকবে, একটি থাকবে কেন্দ্রে, আরেকটি থাকবে সীমান্তের কাছে। এভাবেই বসতিস্থাপন সম্পন্ন করা হবে।

বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বের পরিবর্তন

তারপরও নিম্নোক্ত বিষয়াদি সর্বোতভাবে স্মরণ রাখতে হবে: যে-ধরনের পরিস্থিতির কথা আমরা বর্ণনা করেছি, সে- ধরনের কাঙ্ক্ষিত অবস্থা হয়ত কখনও মিলবে না; সব জিনিসও হয়ত আমাদের যুক্তিমতো হবে না। হয়ত এমন লোকের দেখা মিলবে না, যে অভিযোগ ছাড়া এ-ধরনের জীবনযাপন
করবে, সারা জীবনভর অর্থের ক্ষেত্রে আমাদের বর্ণিত ও নির্ধারিত সীমা সহ্য ৭৪৬এ
করবে, প্রত্যেক মানুষের জন্য আমরা যে-সন্তানসংখ্যা নির্ধারণ করেছি তা মান্য করবে আর এখন আমরা যা বলেছি, তার আলোকে আইনপ্রণেতাগণ যে-আইন প্রণয়ন করবেন, তার নির্দেশমতো স্বর্ণ ও অন্যান্য জিনিস হতে বঞ্চিত থেকে জীবন কাটাবে। আবার এমনও হতে পারে, সীমান্তে এবং কেন্দ্রে থাকা ঘরবাড়ির প্রস্তাবসহ যে-এলাকা এবং নগরীর কথা বলা হচ্ছে, তা তারা মেনে নেবে না; বাস্তবিকপক্ষে এমন মনে হতে পারে যে, আইনপ্রণেতা স্বপ্নের মধ্যে এমন সব কথা বলছেন, অথবা, নগরীকে এবং
নাগরিকদের মোমের মতো ছাঁচে ঢেলে তৈরি করছেন। এসব আপত্তিতে ৭৪৬বি
সত্যতা আছে; তাই এখন আমি যেকথা বলতে যাচ্ছি, তা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। সেক্ষেত্রে আবারও আইনপ্রণেতা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কথা বলবেন:

"বন্ধুগণ, আপনারা যেন এমন কথা ধরে না নেন যে, এই যা বলা হয়েছে তাতে যে তা সত্যতা আছে, তা আমি এড়িয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমার মনে হয় যখন ভবিষ্যতের কর্মধারা বিবেচনা করা হয়, তখন প্রতি কেইসে যে-কাজটি সবচেয়ে ন্যায়ানুগ তা হলো এমন: যে-জিনিসের উদ্যোগ নিতে হয় তার সম্পর্কে কেউ একজন যদি কোনও মডেল উপস্থাপন করেন, তবে যা

www.pathagar.com

সবচেয়ে মহৎ, সবচেয়ে সত্য, তা থেকে তিনি যেন কোনওমতেই বিচ্যুত না
৭৪৬সি হন; কিন্তু তিনি যদি দেখতে পান যে, উদ্যোগটির কোনও একটি অংশ বাস্ত বায়ন করা অসম্ভব, তখন তা পরিহার করা উচিত, তা বাস্তবায়ন করা উচিত নয় তাঁর। তার বদলে তাঁর এমন কৌশল বের করা উচিত, যাতে অবশিষ্ট জিনিসপত্র থেকে তার নিকটতম কিছু একটা বাস্তবায়ন করা যায়; যে-কাজ সম্পন্ন করা দরকার, তা হলো সেই কাজ, যা প্রকৃতিগতভাবে তার সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থানে অবস্থিত। আইনপ্রণেতাকে সুযোগ দিতে হবে যাতে তিনি তার ডিজাইনকে পরিশীলিত করে তুলতে পারেন; আর তা যখন নিখুঁত হয়ে উঠবে, তখন আইনের কোন্ অংশটি সুবিধাজনক এবং কোন অংশটি বিরোধিতার জন্ম দেবে, তা বিচার বিবেচনা করার জন্য, তার সাথে আপনাদের অনুসন্ধান করা উচিত। কারণ, আমার ধারণা, যে-কোনও
৭৪৬ডি শিল্পীকেই যদি সামান্যতম পরিমাণে যোগ্য বিবেচিত হতে হয়, তাহলে তার কাজকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলে ধরতে হবে"।

গণিতের প্রাধান্য

এখন যখন বারো ভাগের বণ্টন গ্রহণযোগ্য অভিমত হিসেবে দেখা দিয়েছে, তখন গভীর আগ্রহ নিয়ে বিবেচনা করে দেখা উচিত এই বারো ভাগকে কীভাবে আরও স্পষ্ট করে উপবিভাগে ভাগ করা যায় (সেই উপভাগের মধ্যেও অবশ্যই অধিকতর ভাগের সুযোগ থাকবে); তারপর আবার সেই উপভাগকে পরম্পরাক্রমে আরও কিছু উপবিভাগে ভাগ করা যায়, যতক্ষণ না পাঁচ হাজার
৭৪৬ই চল্লিশ অংশে বিভাজিত হচ্ছে। এভাবেই গোষ্ঠী, জেলা এবং গ্রাম, সেইসাথে সামরিক ইউনিট এবং মার্চের বিন্যাস এবং একইভাবে মুদ্রার একক, শুকনো ও ভেজা জিনিসের পরিমাপ ব্যবস্থা, ওজনের একক সৃষ্টি করা হবে; কারণ এসব জিনিস আইনের বলে সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা বিনিময়যোগ্য হয় এবং একটি আরেকটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। অধিকন্তু, মানুষজনের অধিকারে থাকা সমস্ত যন্ত্রপাতি হতে হবে প্রমিত মানের; এমন নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে যদি মনে হয় যে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জিনিসের মাত্রা বিচার করা হচ্ছে, তাহলেও শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই; যে সাধারণ নীতি মানুষের অনুসরণ করা উচিত তা
৭৪৭এ হলো সংখ্যার বিভক্তি এবং বৈচিত্র্য – সংখ্যার নিজেদের মধ্যে যে বৈচিত্র্য থাকে তা এবং সমতলী এবং কঠিন পদার্থের মধ্যে, ধ্বনির মধ্যে, গতির মধ্যে, যে-বৈচিত্র্য থাকে, উভয়ই, (সোজাসুজি, ওপর-নিচ এবং বৃত্তাকার ঘূর্ণন) সবকিছুর জন্য প্রয়োজনীয়। এসব জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রেখে সকল নাগরিককে আইনপ্রণেতার আদেশ দিতে হবে, যাতে তারা এই সংখ্যাক্রমের বিষয়ে কোনওক্রমেই বিস্মৃত না থাকে। কারণ, সাংসারিক ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক
৭৪৭বি শাসনব্যবস্থা এবং শিল্পের এমন কোনও অংশ নেই যেখানে সংখ্যা-শিক্ষার মতো শক্তিশালী অন্য কোনও শিক্ষার অস্তিত্ব আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

ব্যাপার হলো, যে-মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ঘুমকাতুরে এবং মাথামোটা, শিক্ষা সহজতা, স্মৃতি এবং প্রখরতা দিয়ে তাকে জাগিয়ে তোলে এবং এক ঐশী-শিল্পের মাধ্যমে সে তার নিজের প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে যায়। আইনপ্রণেতা যখন অন্য আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে মানুষের আত্মা থেকে নীচতা এবং
অর্থলোভ দূর করতে পারবে, তখনই মাত্র মানুষজন এসব জিনিসকে নিজেদের ৭৪৭সি
মঙ্গলার্থে ব্যবহার করতে পারবে এবং তা শিক্ষার চমৎকার এবং উপযুক্ত যন্ত্র হিসেবে দেখা দেবে। কিন্তু তিনি যদি তা করতে না পারেন, তাহলে দেখা যাবে যে, তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রজ্ঞার বদলে মন্দ প্রবণতাসহ কারিগরি অভ্যাস সৃষ্টি করছেন; এ ধরনের অভ্যাস অনুশীলন এবং সম্পত্তি অর্জনের স্থূলতা মিশরীয় এবং ফিনিশীয় এবং অন্য অনেকে জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে; সেক্ষেত্রে তার কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছিল তাদের কোনও
আইনপ্রণেতার অযোগ্যতা, অথবা, কোনও সুযোগের ক্ষেত্রে বাধা-বিপত্তি, ৭৪৭ডি
অথবা, দৈবঘটনা।

আবহাওয়ার প্রভাব

মেগিল্লাস, ক্লেইনিয়াস, এ-বিষয়টি অবশ্যই আমাদের অলক্ষে রাখলে চলবে না যে, বিভিন্ন স্থানের মধ্যে পার্থক্য আছে -- কোনও কোনও জায়গায় উন্নততর মানুষ জন্মায়, কোনও কোনও জায়গায় জন্মায় নিকৃষ্ট মানুষ; আমাদেরকে সেভাবেই আইন তৈরি করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বায়ুপ্রবাহ আর প্রচণ্ড তাপের কারণে কিছু কিছু স্থান প্রতিকূল আবার কিছু কিছু অনুকূল হয়ে ওঠে; কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা ঘটে পানির কারণে; আবার কখনও তা ঘটে মাটিতে জন্মানো খাবারের বৈশিষ্ট্যের কারণে; তা কেবল ভালো এবং মন্দ, উভয়ভাবে দেহকেই প্রভাবিত করে না, অধিকন্তু তা আত্মায়ও একই ধরনের প্রভাবও বিস্তার করে। কিন্তু এ-ধরনের সমস্ত স্থানের মধ্যে যে-এলাকা সবচেয়ে বেশি ভিন্ন
বলে বিবেচিত হবে, তারা হলো সেই স্থান, যাদের বাতাসে ঐশী অনুপ্রেরণা ৭৪৭ই
থাকবে, যারা উপদেবতার তত্ত্বাবধানে থাকবে; মানুষজন যখন প্রতিবার বসতি স্থাপন করতে আসবে, তখন সেখানে উপদেবতাগণ অপ্রসন্ন হয়ে নয়, বরং, সুপ্রসন্ন হয়ে তাদের স্বাগত করবে; লাগসই আইন তৈরি করার জন্য এসব ব্যাপারে একজন মানুষের পক্ষে যতদূর অনুসন্ধান করা সম্ভব, একজন বুদ্ধিমান আইনপ্রণেতা নিদেনপক্ষে ততদূর অনুসন্ধান চালাবেন। আপনাকেও তাই করতে হবে ক্লেইনিয়াস; আপনি যখন একটি এলাকায় বসতি স্থাপন করতে যাচ্ছেন তখন আপনাকে অবশ্যই এসব বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হবে।

ক্লেইনিয়াস: আপনার কথা অত্যন্ত চমৎকার! অ্যাথেনীয় আগন্তুক, আপনি যা বলবেন আমি তা-ই করব।

www.pathagar.com

টীকা

১ ৫০৪০ হলো সাত গুণনীয়ক (অর্থাৎ ১x২x৩x৪x৫x৬x৭)। প্রথম দশটি সংখ্যা ছাড়াও আর উনপঞ্চাশটি ভাজ্য হলো: ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ২০, ২১, ২৪, ২৮, ৩০, ৩৫, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫, ৪৮, ৫৬, ৬০, ৬৩, ৭০, ৭২, ৮০, ৮৪, ৯০, ১০৫, ১১২, ১২০, ১২৬, ১৪০, ১৪৪, ১৬৮, ১৮০, ২১০, ২৪০, ২৫২, ২৮০, ৩১৫, ৩৩৬, ৩৬০, ৪২০, ৫০৪, ৫৬০, ৬৩০, ৭২০, ৮৪০, ১০০৮, ১২৬০, ১৬৮০, ২৫২০। এদের মধ্যে আটাশটি সাত দ্বারা ভাজ্য, একুশটি ভাজ্য নয়।

২ এরা হচ্ছেন বিখ্যাত গ্রিক 'অরাকল্' (আপ্তোত্তরবাদী)। দেলফাই ছিল পারনাসস পাহাড়ের কোলে অ্যাপলোর *অরাকল*; এটিই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী *অরাকল*। দাদোনা ছিল সবচেয়ে প্রাচীন *অরাকল*, এপিরসে জিউসের অরাকল; একিলিজ ওদিসিয়াস তাঁকে ভক্তি করতেন। অ্যামন ছিলেন সিউয়া মরুদ্যানে অবস্থিত মিশরীয় দেবতা অ্যামনের অরাকল। হেরদাতাস দাদোনা আর অ্যামনকে সংযুক্ত করেছেন।

৩ এত্রোরিয়া ছিল এত্রোস্কানদের দেশ, আধুনিক ইতালির তাসকেনি অঞ্চল। এত্রোস্কানরা তাদের ধার্মিকতার জন্য বিখ্যাত ছিল। সাইপ্রাস ছিল আফ্রোদিতির জন্মভূমি, আর তাঁর নামে যে বিখ্যাত কাল্ট রয়েছে, তার বাসভূমি।

৪ ড্রাফট খেলাটি যে গ্রিক খেলার প্রতিরূপ হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে, তা আদতে অনেকগুলো বোর্ড-খেলার সমাহার। এতে একটি খেলা ছিল 'পবিত্র লাইনের' খেলা। খেলোয়াড়গণ তাদের গুটিকে সেই পবিত্র লাইনের অব্যবহিত পরে রাখতে চেষ্টা করত। প্লেটোর সক্রেটিস অনেক ক্ষেত্রেই সংলাপের প্রতীক হিসেবে এই 'বোর্ডর খেলা'-র উল্লেখ করেন।

৫ এই প্রবাদটি সাইমনাদিজের কবিতায় লভ্য; *প্রোতাগারাস*-এও (৩৪৫ডি) এর উল্লেখ আছে।

৬ এই বাগ্‌ধারাটি ইঙ্গিতময়। এটি বেশ্যাবৃত্তির কথা বুঝিয়ে থাকতে পারে, অথবা হয়ত এর দ্বারা অন্যান্য প্রশ্নবোধক ব্যবসার কথা বলা হয়েছে।

৭ হেস্‌তিয়া। গ্রিক কিংবদন্তিতে হেস্‌তিয়া ক্রোনাস এবং রিয়ার সন্তান – অগ্নিকুণ্ড এবং গৃহস্থালির এবং পরিবারের সুব্যবস্থাপনার কুমারী দেবী। ইংরেজি শব্দ health এসেছে হেস্‌তিয়া থেকে। হেস্‌তিয়ার পূজা পূর্বপুরুষদের পূজার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রতি গৃহে ছাড়াও সারা নগরীর বেলায় একটি মন্দিরে হেস্‌তিয়ার পূজা হতো; তার নাম ছিল প্রাইতেনিয়াম। নগরীর অগ্নিকুণ্ড প্রতীকীভাবে নগরীর বিভিন্ন গোষ্ঠী, তাদের পূর্বপুরুষের দেবতাদের ঐক্য নির্দেশ করত।

www.pathagar.com

পুস্তক ছয়

১০. বেসামরিক ও বিচারিক প্রশাসন

প্রথম পর্বের আধিকারিক নিয়োগের সমস্যা

অ্যাথেনীয়ঃ এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা করা হলো তার পর আপনাদের কাজ হবে নগরীর জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা। ৭৫১এ

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়ঃ রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দু'টি মৌলিক অংশ আছে: প্রথমে আছে শাসনকারী দপ্তর (ম্যাজিস্ট্রেসি) প্রতিষ্ঠা এবং সেইসাথে কতজন আধিকারিক নিয়োগ করতে হবে, তার সংখ্যা নির্ধারণ; তাদেরকে কীভাবে নির্বাচন করা হবে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ; তারপর প্রতি দপ্তরকে আইন ৭৫১বি প্রদান। সেই আইনের ক্ষেত্রে যে-সিদ্ধান্ত জড়িত থাকে তা হলোঃ কোন্ ধরনের আইন প্রদান করা হবে, তা সংখ্যায় কত আর কোন্ আইন কোন্ দপ্তরের ক্ষেত্রে যথাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

কিন্তু সেই পছন্দ সম্পন্ন করার পূর্বে একটুখানি বিরতি নেওয়া যাক, কারণ, এ নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রসঙ্গ আছে, যা আগেভাগে বলা দরকার।

ক্লেইনিয়াসঃ তা কী?

অ্যাথেনীয়ঃ তা এমন। ধরে নেওয়া যায়, এটি সবার কাছেই স্পষ্ট যে, আইনপ্রদান যদিও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তবু সুব্যবস্থাধীন কোনও নগরীর ক্ষেত্রেও "সুপ্রণীত আইন প্রয়োগের বেলা প্রতিষ্ঠিত ম্যাজিস্ট্রেটগণ যদি অযোগ্য হন, তাহলে উত্তম আইনের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তা যে কাজে লাগবে না, তা বলা বাহুল্য; অধিকন্তু, আইনগুলো যে হাস্যাস্পদ এবং অপ্রয়োজনীয় ৭৫১সি হয়ে উঠবে কেবল তা-ই নয়, সে আইন নগরীর জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতি ও ধ্বংসও বয়ে আনবে।"

ক্লেইনিয়াসঃ তার অন্যথা হওয়ার জো কী!

অ্যাথেনীয়ঃ বেশ; সেক্ষেত্রে বন্ধুবর, আপনাদের হালের শাসনব্যবস্থা এবং নগরীর ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনার বিষয়টি এখন স্বীকার করে নেওয়া দরকার। প্রথমত, দাপ্তরিক ক্ষমতা যদি সঠিক ব্যক্তির কাছে অর্পণ করতে হয়, তাহলে এমন হতে

www.pathagar.com

হবে যে, নিয়োগপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সবাই, ছোটকাল
থেকে নির্বাচনের পূর্বকাল পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।
এরপর, যাঁরা এই নির্বাচনের কাজটি সম্পন্ন করবেন, তাঁদেরকেও আইনি
৭৫১ডি অভ্যাসে প্রশিক্ষিত হতে হবে, সুশিক্ষিত হতে হবে, যাতে বিচার করে তারা
সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারে কারা নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য এবং কারা তা
নয়। কিন্তু যে-ব্যক্তিবর্গ প্রথমবারের মতো একত্রিত হয়েছেন, যারা পরস্পরের
অপরিচিত এবং সেই সেইসাথে অশিক্ষিতও বটে, তাঁরা কী করে
ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষেত্রে নির্দোষ নির্বাচন সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে?

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা করা এক অসম্ভব কাজ হয়ে দেখা দেবে।

অ্যাথেনীয়: বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; এক্ষেত্রে কোনও কৈফিয়ত চলবে না;
৭৫১ই আপনাকে, আর আমাকেও, এ-কাজ সম্পন্ন করতেই হবে। কিছুক্ষণ আগেই
আপনি দাবি করেছেন, আপনারা দশজনা অঙ্গীকার করেছেন যে, ক্রিটের
জনগণের পক্ষে আপনারা একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন; আর আমি অঙ্গীকার
করেছিলাম যে, আমরা এখন যে-কিংবদন্তিমূলক আলোচনায় ব্যাপৃত আমরা, তা
৭৫২এ দিয়ে আমি আপনাকে সাহায্য করব। আর আমি যখন একটি কিংবদন্তি বয়ান
করতে শুরু করেছি, তখন স্বেচ্ছায় তা অসমাপ্ত রাখব না। কারণ, তা যদি
এভাবে মুণ্ডহীন অবস্থায় ঘুরতে থাকে তাহলে একে আকারহীন মনে হবে।

ক্লেইনিয়াস: চমৎকার বলেছেন, আগন্তুকবর!

অ্যাথেনীয়: হ্যাঁ, আমি যে কেবল এই কিংবদন্তি তৈরি করেছি, তা-ই নয়, যতদূর
সম্ভব একে আমি কার্যেও পরিণত করব।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, আপনার সার্বিক প্রস্তাব-মতোই এগুনো যাক।

অ্যাথেনীয়: দেবতার যদি মর্জি থাকে আর আমরা যদি বৃদ্ধ বয়সের ভার কাটিয়ে
উঠতে পারি, তবে তা-ই হোক।

৭৫২বি **ক্লেইনিয়াস**: মনে তো হচ্ছে দেবতা আমাদের প্রতি সদয়।

অ্যাথেনীয়: হ্যাঁ; তাকে অনুসরণ করে এবার এই পর্যবেক্ষণটি দিয়ে শুরু করা
যাক।

ক্লেইনিয়াস: যেমন?

অ্যাথেনীয়: ভেবে দেখুন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের নগরীটি প্রতিষ্ঠা করার
ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে কী পরিমাণ সাহস এবং প্রণোদনা লাগবে।

ক্লেইনিয়াস: কেন? এক্ষণে এই মন্তব্য করার পেছনে আপনার মনে আদতে কী
কাজ করছে?

অ্যাথেনীয়: ঘটনা হলো, আমরা সেইসব মানুষের জন্য আইন তৈরি করছি যাদের
কোনও অভিজ্ঞতা নেই; এখন যে আইন তুলে ধরা হচ্ছে, তারা কখনও সেই
আইন মেনে নেবে কি না, সেই শঙ্কার কথা ধরা হয়নি। যাই হোক না কেন,
৭৫২সি ক্লেইনিয়াস, প্রায় সকলের কাছে, এমনকি যারা খুব একটা জ্ঞানী নয়, তাদের

www.pathagar.com

কাছেও, এটি একবারে দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, তারা প্রথম প্রথম কোনওভাবেই সহজে এই আইন মেনে নেবে না। আমাদের জন্য যা প্রয়োজনীয় তা হলো: কোনওভাবে যথেষ্ট সময় টিকে থাকা, যাতে যেসব শিশু ছোটবেলা থেকে এসব আইনের স্বাদ পেয়ে বড় হয়েছে, এসব আইনের অধীনে লালিতপালিত হয়েছে, তাদের ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, তারা সমগ্র নগরীর জন্য ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। আমার বলার অর্থ হলো কোনও কৌশলে যদি তা সঠিকভাবে সম্পাদন করা যায়, তাহলে আমি অন্তত ভাবব যে, যে-নগরীকে এ ধরনের শিশুকালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো, তা কিছুকাল পর থেকে পুরোপুরি স্থিত থাকবে।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, এটি একটি যৌক্তিক অনুমান বটে। ৭৫২ডি

আইনের অভিভাবকদের নির্বাচন

অ্যাথেনীয়: তাহলে এখন ভাবনাচিন্তা করা যাক এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার কোনও পথ খুঁজে পাওয়া যায় কি না; কারণ, ক্লেইনিয়াস, যে-অঞ্চলে বসতি স্থাপন করা হচ্ছে, তার ক্ষেত্রে অন্য যে-কোনও ক্রিটবাসীর চাইতে নসাসবাসীদেরই অধিক মাত্রায় দায়িত্ব নিতে হবে। তাদের কাজের মাধ্যমে কেবল তার ধর্মবিদ্বেষী বাধা অপসারিত করলেই চলবে না, অধিকন্তু সমস্ত শক্তি দিয়ে নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে হবে যেন প্রথম পর্যায়ের শাসকগণ সবচেয়ে নিরাপদে থাকেন, তাঁরা সবচেয়ে উত্তম হন। অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটের ৭৫২ই
ক্ষেত্রে কাজটি কম দুরূহ; কিন্তু আইনের প্রথম অভিভাবকগণের নির্বাচনকে পুরোপুরি গুরুত্ব প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি।

ক্লেইনিয়াস: তাহলে এ কাজের জন্য আমরা কী পদ্ধতি আর পরিকল্পনা পেতে পারি?

অ্যাথেনীয়: এ ধরনের পরিকল্পনা:

"ক্রিটবাসীদের সন্তানেরা, আমি বলছি, নসাসবাসীরা যেহেতু কালের বিচারে বিভিন্ন নগরবাসীর সর্বাগ্রে অধিষ্ঠিত, সেহেতু যারা বসতিতে নতুন প্রবেশ করছে, তাদের সাথে যোগদান করুক তারা এবং তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে এবং যোগদানকারীদের মধ্য থেকে মোট সাঁইত্রিশ জনকে নির্বাচন করুক – তার উনিশ জন নির্বাচিত হবে উপনিবেশীদের মধ্য থেকে,আর বাকিরা খোদ ৭৫৩এ
নসাস থেকে।"

আপনাদের নগরীকে নসাসবাসীদের এইসব মানুষ দান করা উচিত আর বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হোক, অথবা, কিছুটা জোর করেই হোক, আপনাকে সেই আঠোরোর একজন করে তার নাগরিক করা উচিত।

ক্লেইনিয়াস: তাহলে আগন্তুকবর, আপনি নিজে আর মেগিল্লাসও, আমাদের এই নতুন নগরীতে যোগ দিন না কেন?

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ ক্রেইনিয়াস, অ্যাথেন্স বড় চিন্তা করে, আর স্পার্টাও তা-ই করে; উভয় নগরীই অনেক দূরে অবস্থিত; আপনাদের বেলা এটি সব দিক থেকেই অনেক সুবিধাজনক। অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কেও একই কথা প্রয়োজ্য; আপনাদেরকে যে-কথা বলা হলো তাদেরকেও সেই একই কথা বলা যায়।

৭৫৩বি আমাদের হাল অবস্থার বিচারে এটিই সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত সমাধান হতে পারে; কিছু কাল অতিবাহিত হওয়ার পরও যদি এই শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে, তাহলে তাদের নির্বাচনের পদ্ধতি এই ধরনের কিছু একটা হয়ে উঠুক – তা-ই কাম্য:

যাঁরা ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাচন করবেন, তাদের মধ্যে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যোগ্য বিবেচিত হওয়ার সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে সেইসব ব্যক্তির মধ্যে, যাঁরা ভারী অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী, যাঁরা অশ্বারোহী সেনা এবং পদাতিক সেনা হিসেবে যুদ্ধ করেছেন এবং যাঁরা বয়স-থাকা সময় পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।
৭৫৩সি এই নির্বাচন পরিচালিত হতে হবে সেই স্থানে যাকে সমস্ত নগরী পবিত্র মনে করে, অর্থাৎ, মন্দিরে। প্রত্যেকেই দেবতার বেদিতে একটি ছোট্ট কাষ্ঠপট নিয়ে যাবেন, যাতে তিনি প্রার্থীর নাম, তার পিতার নাম, তার ট্রাইবের নাম এবং যে-জেলায় প্রার্থী বাস করে, তার নাম লিখেছেন। তার পাশে প্রত্যেককে একইভাবে তার নিজের নামও লিখতে হবে। তারপর কোনও লিখিত কাষ্ঠপট কারও অপছন্দ হলে অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি তা সেখান থেকে সরিয়ে *আগরায়* (বিপণিকেন্দ্র) স্থাপন করতে পারবেন। তখন যেসব কাষ্ঠপটকে যোগ্য বলে বিচার করা হবে, ম্যাজিস্ট্রেটগণ তার মধ্য থেকে প্রথম তিনশ'টি বেছে
৭৫৩ডি নেবেন এবং সমস্ত নগরীর দর্শনের জন্য মেলে ধরবেন আর একইভাবে নাগরিকগণ এইসব প্রার্থীর মধ্য হতে তাদের পছন্দের প্রার্থী বাছাই করবেন; দ্বিতীয় এই নির্বাচনে থাকবে একশত প্রার্থী; তা-ও আবার নাগরিকদের সামনে তুলে ধরা হবে। তৃতীয় রাউন্ডে কেউ যখন তার একশ'র মধ্য হতে পছন্দের প্রার্থীকে বাছাই করবেন, তখন যেন তিনি বলিদানের প্রাণীদের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্য দিয়ে পার হয়ে তা সম্পন্ন করেন। যাচাই-বাছাইয়ের পর যে সাঁইত্রিশ জন সবেচেয়ে বেশি সংখ্যক ভোট পাবেন, তাঁদেরকেই ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে।

৭৫৩ই ক্রেইনিয়াস ও মেগিল্লাস, এখন বলুন, আমাদের নগরীতে ম্যাজিস্ট্রেটদের ব্যাপারে এবং তাঁদের নিয়োগের যাচাই-বাছাইয়ের[১] ক্ষেত্রে কে অনুসন্ধান চালাবে এবং ব্যবস্থা নেবে? আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাব যে, আমাদের নগরীর মতো যে-নগরী নির্মাণাধীন, তাতে এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে, যাদেরকে সম্ভবত ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের আগে নির্বাচিত করা যাবে, কিন্তু অন্য কোনও উপায়ে তাঁকে বাছাই করতে হবে; তবে তাদের নিকৃষ্ট লোক হলে চলবে না; তাদের হতে হবে সম্ভাব্য সবচেয়ে উত্তম মানুষ। কারণ প্রবাদ বলে যে, 'পুরো কাজের অর্ধেক হলো তার শুরু' আর সব সময়ই আমরা মহৎ শুরুর
৭৫৪এ প্রশংসা করে থাকি: বাস্তবিকপক্ষে, আমার মতে, শুরু অর্ধেকেরও বেশি, তাকে কখনও যথেষ্ট পরিমাণে প্রশংসা করা হয়নি।

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: আপনি যা বললেন তা খুবই খাঁটি কথা।

অ্যাথেনীয়: তাহলে সমস্যাটিকে আলোচনা না করে যেন আমরা জ্ঞাতসারে তাকে পাশ কাটিয়ে না যাই – একে নিয়ে যেভাবে আলোচনা করা উচিত তা না করে যেন জিনিসটি পুরোপুরি অস্পষ্ট না রেখে দেই। আমার দিক থেকে আমি কেবল একটি প্রস্তাবই করতে পারি – তা হাল পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় আর সুবিধাজনকও বটে।

ক্লেইনিয়াস: তা কী?

অ্যাথেনীয়: আমার বক্তব্য হলো: যে-নগরী পত্তন করা হবে তার 'পিতা' বা 'মাতা'
পত্তনকারী নগরী ভিন্ন অন্য কেউই হবে না। যারা উপনিবেশ স্থাপন করে ৭৫৪বি
তাদের সাথে অনেক উপনিবেশেরই শত্রুতা থাকবে, অহরহই সেই শত্রুতার স্ফূরণ ঘটবে – এই বাস্তবতাটির প্রতি বিস্মৃত না থেকেই আমি একথা বলছি। কিন্তু বর্তমানে তো তা কেবল একটি শিশুর মতো: ভবিষ্যতে কখনও যদি পিতামাতার সাথে মতপার্থক্য দেখাও দেয়, তবু বর্তমান সময়ে যখন শিশুটির শিক্ষালাভ হয়নি, তখন সে তার পিতামাতাকে ভালবাসে, তারাও তাকে ভালবাসে, প্রয়োজনের সময় সে একমাত্র সাহায্যকারী – তার সেই আপন জনদের কাছেই ছুটে যায়। আমার বক্তব্য হলো এই নাড়ির বন্ধনই (যেহেতু
তারা এর পরিচর্যা করে) নবীন নগরীটিকে নসাসবাসীদের সাথে একত্র আবদ্ধ ৭৫৪সি
করে। একটু আগে আমি যেকথা বলেছি, তা আবার পুনরাবৃত্তি করছি: (ভাল কথা পুনাবৃত্তি করলে কোনও দোষ নেই) যারা উপনিবেশে পদার্পণ করেছে তাদের মধ্য থেকে কমপক্ষে একশত জন পুরুষকে নির্বাচন করে, তথা, তাদের সাধ্য অনুযায়ী যতটা বয়োবৃদ্ধ ও সর্বোত্তম মানুষ বেছে নেওয়া যায়, তা বেছে নিয়ে, এসব ব্যাপার তদারকিতে নসাসবাসীর অংশগ্রহণ করা উচিত। তারপর আরও একশকে নির্বাচন করা উচিত নসাসবাসীদের নিজেদের মধ্য থেকে।
আমার বক্তব্য হলো এই ব্যক্তিদেরই নতুন নগরীতে গমন করা উচিত, ৭৫৪ডি
একসাথে দেখা উচিত ম্যাজিস্ট্রেটগণ আইন মোতাবেক নিয়োগ পেয়েছেন কি না এবং নিয়োগপ্রাপ্তির পর তাদেরকে নিরীক্ষণের অধীন করা হয়েছে কি না। এসব কর্ম যখন সারা হবে তখন নসাসবাসীদের নসাসবাসে ফিরে যাওয়া উচিত, আর নবীন নগরীটির উচিত নিজের নিরাপত্তাবিধান ও ভাগ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সকল শক্তি নিয়োগ করা ।

অভিভাবকদের কর্তব্য এবং কার্যকাল; সম্পত্তির নিবন্ধন

যে-সাঁইত্রিশকে এখন নির্বাচন করা হলো, এবং বাকি সময়েও যে-সাঁইত্রিশ জন থাকবে, তাদেরকে যে-ধরনের কর্ম সম্পাদনের জন্য নির্বাচন করা হবে তা এমন: প্রথমত, তাঁরা আইনের পাহারাদার হিসেবে নিয়োজিত থাকবেন; শাসকের অবগতির জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের সম্পত্তির যে-পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে রাখবে, সেই লিখিত রেকর্ডের পাহারাদার হবেন তারা (এতে যে

www.pathagar.com

৭৫৪ই ব্যতিক্রমের সুযোগ থাকবে তা হলো এমন: সবেচেয়ে উঁচু শ্রেণীর কেউ চার মিনা রেকর্ড করা থেকে বিরত থাকতে পারবে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কেউ তিন মিনা, তৃতীয় শ্রেণীর কেউ দুই মিনা, আর চতুর্থ শ্রেণীর লোকজন এক মিনা)[২]। V. **যদি এমন দেখা যায় যে, কারও কাছে এর বেশি কিছু আছে, যা রেকর্ড করা হয়েছে তার চাইতে বেশি কিছু আছে, তাহলে সেই অতিরিক্ত জিনিস সম্পূর্ণভাবে বাজেয়াপ্ত করা হবে; তদুপরি, কেউ যদি ইচ্ছে করে তবে সেই অপরাধীর বিরুদ্ধে সে আইনি মামলা দায়ের করতে পারবে;** আর যদি এমন প্রতিভাত হয় যে, নিজের লাভের জন্য সে আইনের অমর্যাদা করেছে, তাহলে সেই আইনি প্রক্রিয়া মহৎ হবে না, উল্লেখযোগ্যও হবে না – লজ্জাকর হয়ে উঠবে। তাই যে-কেউ ইচ্ছা করলেই তার লজ্জাজনক এই সম্পত্তি অর্জনের বিরুদ্ধে আইনের অভিভাবকদের
৭৫৫এ কাছে মামলা দায়ের করতে পারবে। VI. **বিবাদী যদি সেই মামলায় হেরে যায়, তবে যৌথ সম্পত্তির কোনও অংশের অংশীদার হবে না সে এবং নগরীতে যদি কোনও ভাগবাটোয়ারা করা হয়, তখন তার জন্য মূল বরাদ্দ ছাড়া অন্য কোনও অংশ থাকবে না। অধিকন্তু, যতদিন সে বেঁচে থাকবে, ততদিন তার এই গ্লানির কথা এমন এক জায়গায় লিখে রাখা হবে যেখানে সবাই তা পড়তে, জানতে পারবে।**

আইনের অভিভাবকগণ বিশ বছরের বেশি দায়িত্ব পালন করবেন না আর তাঁদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স হবে পঞ্চাশ বছর। নির্বাচনের কালে কারও বয়স যদি হয় ষাট, তবে তিনি কেবল দশ বছর তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন; এই নীতি অন্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হবে। কেউ যদি সত্তর বছরের অধিককাল জীবিত
৭৫৫বি থাকেন, তাহলেও তিনি যেন মনে না করেন, এরকম একটি উচ্চ পদ অধিকার করে তিনি সেই বয়সে ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবেন।

সেইসূত্রে এগুলোকে আইনের অভিভাবকদের ক্ষেত্রে তিনটি কর্তব্য হিসেবে বর্ণিত হোক। আইন প্রণয়নের কাজ যখন অগ্রসর হতে থাকবে, তখন প্রতিটি আইনে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অধিকতর বিশদভাবে বর্ণনা করে তাদের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হবে।

সামরিক কর্মকর্তা

এই পর্যায়ে আমরা অন্য ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাচনের বিষয়ে অগ্রসর হতে পারি। এরপর নির্বাচন করতে হবে সেনাপতিদের (জেনারেল); সেইসাথে যুদ্ধকালে
৭৫৫সি যাদেরকে তাঁদের সহকারী বলা যাবে – সেইসব অশ্বারোহী কমান্ডার, ট্রাইব কমান্ডার, পদাতিক ট্রাইব পরিচালনাকারী অফিসারদের, তথা, তাদের ওপর অনেকের আরোপ করা নাম 'র‍্যাঙ্ক কমান্ডারদের'।

সেনাপতি

এদের মধ্যে সেনাপতিদের নির্বাচনের বেলা আইনের অভিভাবগণ নগরীর নিজস্ব লোকজনের মধ্য থেকে একটি মনোনয়ন তালিকা প্রস্তুত করবেন আর

www.pathagar.com

এই মনোনয়ন-তালিকা ধরে তাদের নির্বাচন করবে সেই লোকজন, যাঁরা তাঁদের যোগ্য বয়সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যাঁরা এখনও যুদ্ধে
অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত। (কেউ যদি এমন মনে করেন যে, এমন কেউ সেই ৭৫৫ডি
তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছেন যিনি মনোনয়নপ্রাপ্ত কারও চাইতে যোগ্যতর, তাহলে তিনি শপথপূর্বক মনোনয়নে স্থানপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তির বদলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করতে পারবেন। তারপর হস্ত-উত্তোলনের মাধ্যমে পরিচালিত ভোটে যে-প্রার্থী জয়লাভ করবে, তার নাম নির্বাচনী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।) হাত উত্তোলনের মাধ্যমে পরিচালিত নির্বাচনে যে-তিনজন সর্বোচ্চ ভোট পাবেন, তাঁদেরকে আইনের তত্ত্বাবধায়কদের মতো একই ধরনের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় পরখ করার পর সেনাপতি এবং যুদ্ধবিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক নিয়োজিত করা হবে।

কোম্পানি-কমান্ডার

তারপর সেনাপতিগণ তাঁদের নিজেদের বারোজন র‍্যাঙ্ক-কমান্ডার নিয়োগ করবেন; ৭৫৫ই
প্রতি ট্রাইবে থাকবে একজন করে কমান্ডার আর সেনাপতিদের ক্ষেত্রে যেমন পাল্টা-প্রস্তাব ছিল তেমনভাবে র‍্যাঙ্ক-কমান্ডার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা রাখা হবে একই ধরনের হস্ত-উত্তোলনকারী ভোট প্রদান এবং একই যাচাই-বাছাই।

নির্বাচন

বর্তমানক্ষেত্রে যেহেতু সভাপতি এবং কাউন্সিল বাছাইয়ের অপেক্ষায় আছে, তাই আইনের অভিভাবকগণই একটি জনসভা আহ্বান করবেন; তার স্থান হবে যতদূর সম্ভব বৃহৎ পরিসরের এবং পবিত্র; আর সেখানে ভারী অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী এবং তাদের পাশে যুদ্ধে সহায়তাদানকারী পুরো বাহিনী আলাদা আলাদাভাবে অবস্থান নেবে। সেনাপতি ও অশ্বারোহী
বাহিনীর কমান্ডার নির্বাচনের কালে যেন হাত তুলে সবাই অংশগ্রহণ করে, আর ৭৫৬এ
যারা ঢালের অধিকারী তারা যেন র‍্যাঙ্ক-কমান্ডারদের নির্বাচন করে; অন্যদিকে অধস্তন ট্রাইব-কমান্ডারদের নির্বাচন করা উচিত পুরো অশ্বারোহী বাহিনীর। আর হালকা অস্ত্রধারী বাহিনী, অথবা, তীবন্দাজ, অথবা, অন্য কোনও সাহায্যকারী বাহিনীর সৈন্যদের নিয়োগ দেওয়া উচিত সেনাপতিদের নিজেদের।

অশ্বারোহী-কমান্ডার

অশ্বারোহী বাহিনীর কমান্ডারদের নিয়োগ এখনও বাকি। যাঁরা সেনাপতিদের মনোনয়ন দিয়েছিল সেই একই ব্যক্তিবর্গ তাঁদেরকেও মনোনীত করবেন আর সেনাপতিদের ক্ষেত্রে যেমন পাল্টা-প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তাদের বেলায়ও

www.pathagar.com

৭৫৬বি তেমনই সুযোগ রাখা হবে; কিন্তু আশ্বারোহী বাহিনী তাদের হাত দেখিয়ে নির্বাচন করবে আর পদাতিক বাহিনী তাতে দর্শকের ভূমিকা পালন করবে; যে দু'জন হাত-দেখানো ভোটের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ভোট পাবেন, তাঁরাই পুরো অশ্বারোহী বাহিনীর নেতা হবেন।

বিতর্কিত ভোট

ভোট গণনার ক্ষেত্রে এক কি দুইবার মতবিরোধ উত্থাপন করা যেতে পারে; কিন্তু যদি তৃতীয় বার তার বিরোধিতা করা হয়, তাহলে যাঁরা কয়েকটি নির্বাচনে সভাপতিত্ব করেছেন, তাঁরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন।

কাউন্সিলের নির্বাচন

কাউন্সিলের সংখ্যা হবে ত্রিশ গুণ বারো, কারণ, তিন শত ষাট হবে উপ-ভাগের জন্য লাগসই সংখ্যা। আমরা যদি পুরো সংখ্যাটিকে নব্বই দিয়ে চারভাগে ভাগ
৭৫৬সি করি, তাহলে প্রতি শ্রেণী থেকে নব্বই জন কাউন্সিলর হবে। সর্বপ্রথমে ভোট হবে সর্বোচ্চ শ্রেণীর লোক নির্বাচনের জন্য এবং সবাইকে ভোট দিতে বাধ্য করা হবে; আর কেউ যদি তা মান্য না করে, তবে তাকে নির্ধারিত পরিমাণ জরিমানা করা হবে। ভোট যখন সমাপ্ত হবে, তখন যাঁরা নির্বাচিত হবেন তাঁদের নাম লিপিবদ্ধ করা হবে; এই হবে প্রথম দিনের কাজ। তারপর দ্বিতীয় দিবসে পূর্বদিবসের ন্যায় একই পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে তাঁদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে হবে; আর তৃতীয় দিবসে তৃতীয় শ্রেণী থেকে বাছাইকার্য সম্পন্ন করা হবে – সেখানে যে-কেউ ইচ্ছা করলেই ভোট দিতে পারবে এবং তাতে প্রথম তিনটি শ্রেণীকে ভোট দিতে বাধ্য করা হবে; সেই ভোটে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে চতুর্থ এবং সর্বনিম্ন শ্রেণীর কোনওই বাধ্যবাধকতা থাকবে না – তাতে যদি এই শ্রেণীর কেউ অংশগ্রহণ না করে,
৭৫৬ডি তবে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হবে না। চতুর্থ দিবসে চতুর্থ এবং ক্ষুদ্রতম শ্রেণী থেকে প্রার্থী বাছাই করা হবে; তাঁরা নির্বাচিত হবেন সবার দ্বারা; তবে যে-ব্যক্তি চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, এমনকি যে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তিনি যদি ভোট দিতে ইচ্ছুক না হয়ে থাকেন, তবে তাঁকে কোনও জরিমানা করা হবে না। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কেউ যদি ভোট না দেয়, তবে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কারও ক্ষেত্রে প্রথমে যে-জরিমানা আদায় করা হয়েছিল,
৭৫৬ই তার তিনগুণ জরিমানা ধার্য করা হবে এই ক্ষেত্রে আর যিনি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তাঁর বেলা তা হবে চারগুণ। পঞ্চম দিনে ম্যাজিস্ট্রেটগণ সকল নাগরিকের অবলোকনের জন্য রেকর্ডকৃত নামসমূহ প্রদর্শন করবেন – প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সেই তালিকাতে ভোট দিতে হবে আর তা না হলে প্রথম জরিমানা

www.pathagar.com

প্রদান করতে হবে। প্রতিটি শ্রেণী থেকে একশত আশি জনকে নির্বাচন করা হবে; তার অর্ধেক সকলের দ্বারা বাছাই হবে আর তারপর যাচাই-বাছাই অন্তে তাঁরাই হবেন সেই বছরের কাউন্সিল-সদস্য।

সমতার ধারণা

যে নির্বাচন-পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো তা হলো রাজতন্ত্র আর গণতন্ত্রের একটি মধ্যপথ – সর্বদাই এই মধ্যপথকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা উচিত রাষ্ট্রের। কারণ
প্রভু ও ভৃত্যকে, এমনকি ইতরজন আর ভদ্রলোককেও, সম্মানের দিকে থেকে ৭৫৭এ
একই বলে বিবেচনা করলেও তারা কখনও বন্ধু হবে না। যেসব মানুষ অসম, তাদেরকে যদি সমপরিমাণ পুরস্কার বিতরণ করা হয় আর সেই বিতরণ যদি কোনও একটি মানদণ্ডের মাধ্যমে সামঞ্জস্যসাধন না করা হয়, তবে তা অসম হয়ে উঠে; সমতার যৌক্তিকতা এবং অসমতার যৌক্তিকতা, উভয়ের কারণে তা নগরীর শাসনব্যবস্থায় গৃহযুদ্ধের ব্যাপ্তি ঘটায়। প্রাচীন এক প্রবাদ আছে যে, "সমতা বন্ধুত্বের সৃষ্টি করে"; তা খুবই সত্যি কথা আর সেইসাথে আনন্দদায়ীও বটে; কিন্তু সমতা কী, এই কথার মধ্যে রয়েছে অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি।

কারণ, একই নামে সমতা আছে দুই ধরনের; কিন্তু বাস্তবে অনেক দিক থেকে ৭৫৭বি
তারা প্রায় একে অপরের বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। যে-কোনও নগরী, কোনও আইনপ্রণেতা, যদি সম্মান বিতরণের জন্য তাদের মধ্যকার কোনও একটির সূচনা করতে চান, তবে অনায়াসে তিনি তা করতে পারেন; তা হলো পরিমাপ, ওজন ও সংখ্যার সমতা – এদের সার্বিক ব্যবহার বণ্টনে প্রয়োজিত হয়। কিন্তু আরেকটি সমতা আছে, প্রকৃষ্টতর, অধিকতর উচ্চ পর্যায়ভুক্ত – সহজে সবাই তা চিনতে পারে না। তা হলো জিউসের বিচারশক্তি; মনুষ্যকুলে অল্প পরিমাণেই দেখা মেলে তার; সেই কিঞ্চিৎ বিচারশক্তিই ব্যক্তিমানুষ ও নগরীর জন্য সকল শুভ বয়ে আনে। প্রত্যেককে তার প্রকৃতি অনুসারে – যে বৃহত্তর তাকে অধিক হারে এবং যে ক্ষুদ্রতর
তাকে স্বল্প হারে দান করে তা; সর্বোপরি বৃহত্তর সদ্‌গুণের জন্য বৃহত্তর সম্মান, ৭৫৭সি
স্বল্পতরের জন্য স্বল্প সম্মান নির্ধারণ করে। প্রত্যেককে তার সদ্‌গুণ এবং শিক্ষার অনুপাত অনুযায়ী সম্মান প্রদানই তার লক্ষ্য। আর এটিই হলো ন্যায়পরায়ণতা এবং আমাদের জন্য তা রাজনৈতিক ন্যায়পরায়ণতা গড়ে তোলে। ক্লেইনিয়াস, যে-
নগরী বেড়ে উঠছে, তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এখন আমাদেরকে এর বিষয়েই সচেষ্ট ৭৫৭ডি
হতে হবে, তারই খোঁজ করতে হবে। কেউ যদি অন্য কোনও সময় অন্য কোনও নগরী প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে তার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য: আইন প্রদান করার সময় মুষ্টিমেয় বা একব্যক্তির জুলুমবাজি, অথবা, আমজনতার শাসন নয়, বরং, আমি যেমনটি বলছিলাম – সর্বদা প্রতি ক্ষেত্রে অসমের মধ্যে সহজাত সমতার বণ্টন – সেই ন্যায়পরায়ণতার সন্ধান করা উচিত।

কিন্তু সময় সময় এমন ঘটে যে, নগরীর কোনও কোনও অংশে গৃহযুদ্ধ এড়ানোর
আশায় প্রতি নগরীই 'ন্যায়' ও 'সমতা' পদগুলোকে গৌণ অর্থে ব্যবহার করতে ৭৫৭ই

www.pathagar.com

বাধ্য হয়। কারণ, সাম্য এবং ক্ষমা হলো নিখুঁত ও কড়াকড়ি ন্যায়ভিত্তিক শাসনের লঙ্ঘন। নগরীগুলো এ-কারণে তাদের সকলের সমতাকে ব্যবহার করতে বাধ্য হয় যাতে জনগণের অসন্তোষকে এড়ানো যায়। তারা যখন তা করে তখন লক্ষ্য থাকে সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়ণতার লক্ষ্যে আমজনতার শুদ্ধ হয়ে উঠা; তার জন্য দেবতার কাছে আর সৌভাগ্যের কাছে তাদের একইসাথে প্রার্থনা জানানো উচিত। ফলে, প্রয়োজনের নিরিখে উভয় সমতাকেই প্রয়োগ করা
৭৫৮এ উচিত; তবে সেটিতেই তার ব্যবহার ঘটানো উচিত যাতে সম্ভাব্য দৈবের প্রবেশ ঘটে কদাচিৎ। প্রিয় বন্ধুগণ, যে-সব নগরী স্থায়ী হতে যাচ্ছে, তারা বাধ্য হয় এভাবেই তাদের কর্মসম্পাদন করতে।

কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি

এক্ষণে বলতে হয়, যে-জাহাজ সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে তাকে যেমন সর্বক্ষণ, দিবারাত্রি, চারিদিকে নজর রাখতে হয়, তেমনি একটি নগরীকেও সারাক্ষণ সজাগ থাকতে হয়; যা রাজনীতির সমুদ্রে ভেসে চলেছে, তাকে সব ধরনের কুচক্র আর হানাহানির শিকার হওয়ার আশঙ্কার মধ্যে বাস করতে হয়; আর
৭৫৮বি তাই তার প্রয়োজন ম্যাজিস্ট্রেটের – যারা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত, রাত্রি থেকে সকাল পর্যন্ত, বিরতিহীন পরম্পরায় শাসন করবে; তার দরকার প্রহরীর, যারা কোনও মধ্যবিরতি না দিয়ে একজন আরেকজনের কাছে দায়িত্ব অর্পণ করবে। কিন্তু এভাবে এ-ধরনের তীক্ষ্ণ নজরদারি কখনও বিপুল সংখ্যক লোকের কাজ হতে পারে না। অধিকন্তু, অধিকাংশ কাউন্সিল সদস্যকে (সিনেটর) বছরের অধিকাংশ সময় নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালনা করতে হয় এবং সংসারকর্ম নির্বাহ করতে হয়। কিন্তু কাউন্সিলকে
৭৫৮সি যদি বারো মাস অনুযায়ী বারোটি ভাগে ভাগ করা হয়, তাহলে প্রতি ভাগ একমাস ধরে প্রহরা দিতে সক্ষম হবে। তাদের কাজ হবে কোনও বিদেশাগত ব্যক্তি অথবা নিজস্ব নাগরিক, যারা কোনও তথ্য প্রদান করতে ইচ্ছুক, অথবা, অন্য কোনও নগরীকে কী ধরনের উত্তর প্রদান করা যথাযথ হবে, তা নিয়ে তথ্য পেতে ইচ্ছুক, অথবা, একটি নগরী যদি অন্য কোনও নগরীর কাছে কোনও তথ্য জানতে চায়, তবে তার কাছ থেকে যথাযথ কী উত্তর পেতে পারে, তার ব্যাপারে তথ্য লাভে ইচ্ছুক – তাদের স্বাগত করার জন্য সদাপ্রস্তত থাকা। অধিকন্তু নগরীতে যে-কোনও সময় যে-কোনও ধরনের অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ দেখা দিতে পারে; সম্ভব হলে তা প্রশমনের জন্য তাঁরা সব সময় প্রস্তুত থাকবেন, সক্ষম হলে তাঁরা তা প্রশমন করবেন; আর যদি তা করা তাঁদের দ্বারা সম্ভব না হয়, তবে নিদেনপক্ষে তাঁরা এমন কাজ
৭৫৮ডি করবেন যেন সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে সমস্ত নগরী তার সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং সেই অসুখ থেকে আরোগ্যলাভ করতে পারে। সে-জন্যই সর্বদাই নগরী উপরস্থ শাসনকারী অংশের আবশ্যিকভাবেই এমন কর্তৃত্ব থাকতে হবে,

www.pathagar.com

যাতে তাঁরা জমায়েতের আয়োজন করতে পারেন এবং তা ভেঙ্গেও দিতে পারেন – সেই জমায়েত আইন অনুসরণে নিয়মিতভাবে সংগঠিত হতে পারে, আবার নগরীর প্রয়োজনে অকস্মাৎ ঘোষণা দিয়েও সংগঠিত হতে পারে। কাউন্সিলের প্রতি এক-দ্বাদশাংশের দায়িত্ব থাকবে এসব বিষয়ে আদেশ-নির্দেশ প্রদান করা, তাদের কাজ হবে বছরের এক-দ্বাদশকালে সার্বক্ষণিকভাবে নগরীর অন্যান্য কর্মকর্তা সহযোগে নজরদারি করা আর বছরের বাকি একাদশ অংশের কালে বিশ্রাম নেওয়া। সারা নগরীতে এসব বিষয়ের নজরদারির এই কাজকে অব্যাহত রাখার জন্য কাউন্সিলের এই অংশ নগরীর অন্যান্য কর্মকর্তাকে অংশী করবে।

অন্যান্য আধিকারিক; যাজকবৃন্দ

এভাবেই নগরী সুষ্ঠু উপায়ে বিন্যস্ত হবে; কিন্তু বাকি ভূখণ্ডে কী ধরনের তত্ত্বাবধান,
কী ধরনের শৃঙ্খলার, বিধান করা হবে? পুরো নগরী এবং পুরো ভূখণ্ডকে যেহেতু ৭৫৮ই
বারো ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তাই নগরীর খোদ রাস্তা, বাড়িঘর, দালানকোঠা, পোতাশ্রয়, হাটবাজার এবং ঝর্ণা, এমনকি ধর্মপীঠ, মন্দির এবং এ ধরনের সকল কিছুর জন্য কি কোনও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা উচিত নয়?

ক্লেইনিয়াস: তা না হলে চলবে কেন?

অ্যাথেনীয়: ধরা যাক, মন্দিররক্ষক (মোহান্ত) থাকবে, সেইসাথে থাকবে যাজক ৭৫৯এ
আর যাজিকা। রাস্তাঘাট এবং দালানকোঠার জন্য এবং এসব জায়গায় শৃঙ্খলারক্ষার জন্য, খোদ নগরীতে এবং নগরীর উপকণ্ঠে মানুষজন যাতে অন্যায়কার্য সাধন না করে, বাকি প্রাণিকুল যাতে অনিষ্ট না করতে পারে, তা প্রতিরোধ করার জন্য, অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক থাকবে। এ কারণে তিন ধরনের কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে: এক ধরনের কর্মকর্তাকে বলা হবে 'নগর-নিয়ন্ত্রক' – এইমাত্র যেসব জিনিসের কথা বলা হলো তাঁরা তার দায়িত্ব নেবেন; আরেক ধরনের কর্মকর্তা থাকবে যাঁদের বলা হবে 'বাজার-নিয়ন্ত্রক', যাঁরা বাজারের শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন; আর কোনও যাজক বা যাজিকা যদি
বংশানুক্রমে সেইসব পদে বৃত থাকেন, তবে তাঁদেরকে পরিবর্তন করা উচিত ৭৫৯বি
নয়, কিন্তু, বর্তমানক্ষেত্রে যেমনটি ঘটছে – মানুষজন যদি প্রথমবারের মতো বসতিস্থাপন করে, যেখানে কোনও স্থাপনা নেই, অথবা, থাকলেও যৎসামান্য, সেখানে দেবতাদের মন্দিরের যদি কোনও রক্ষক না থাকে, তবে যাজক ও যাজিকাদের তার রক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

এসব কর্মকর্তার কাউকে কাউকে নির্বাচনের মাধ্যমে আর কাউকে কাউকে সর্বসাধারণ কর্তৃক ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করা উচিত; অন্যদের নিযুক্ত করা উচিত বাছাইয়ের মাধ্যমে; বন্ধুত্বের খাতিরে প্রতি ভূখণ্ড ও নগরীতে যারা জনতার অন্তর্ভুক্ত, তাদের সাথে, যারা জনতার অংশ নয়, তাদেরকে, মিশিয়ে দিতে হবে, যাতে জায়গাটি সর্বোচ্চ-সম্ভব সমমনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

যাজকদের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য তা অর্পণ করা উচিত দেবতার নিজের হাতে,
৭৫৯সি যাতে তার যা খুশি তা-ই বাস্তবায়ন করা যায়; তাঁদের বাছাই ছেড়ে দিতে হবে ঐশী দৈবচয়নের ওপর: তাতে এমন আরও সুযোগ থাকবে: প্রতিবার যে সর্বসাধারণ কর্তৃক সর্বাধিক ভোট লাভ করবেন, তাঁর যাচাই-বাছাই হবে, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, তিনি দেহের দিক থেকে সুস্থ এবং বৈধ জন্মজাত; তারপর, অধিক আরও যাচাই করা যাবে যে, তিনি এমন ঘর থেকে এসেছেন, যা প্রায় সর্বোচ্চ-সম্ভব অকলুষিত, তথা, তিনি, তাঁর পিত্রা এবং মাতা ঐশী সত্তার অসন্তুষ্টির কারণ ঘটানো নরহত্যা বা সমধর্মী কোনও অপরাধে কলুষিত নন। এরপর
৭৫৯ডি তাঁদেরকে ঐশী বিষয়াদি সম্পর্কে সকল আইন সংগ্রহ করতে হবে দেলফাই হতে; সে-আইনকানুন কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তা ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁদের ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হবে ব্যাখ্যাকার। সর্বদা যাজকত্বের মেয়াদ হবে এক বছর – তার বেশি নয়; পবিত্র আইন অনুসরণে বয়স ষাট বছর বয়সের কম কোনও ব্যক্তিকে আমাদের জন্য ঐশীকাজ পরিচালনা করার যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে না। যাজিকার ক্ষেত্রেও একই আইনগত প্রথা প্রয়োগ করা হবে।

ব্যাখ্যাকারগণের নির্বাচন

ব্যাখ্যাকারগণ এভাবে নিয়োজিত হবেন: ধরা যাক, বারোটি ট্রাইবকে (গোষ্ঠীকে) চার ট্রাইবের দলে ভাগ করা হলো; ট্রাইবসমূহ নিজেদের দল থেকে তিনবার প্রতি ট্রাইবের একজন করে চারজনকে নির্বাচন করল; তারপর প্রতি দলে যে-বারোজন নিযুক্তি পেল তার মধ্যে যে-তিনজন সর্বোচ্চ ভোট লাভ করলেন,
৭৫৯ই তাঁদেরকে, তথা নয়জনকে, যাচাই-বাছাই অন্তে পাঠানো হবে দেলফাইতে, যাতে দেবতা প্রতি ত্রয়ী থেকে একজনকে ফেরত পাঠাতে পারে[৩]। যাজকদের ব্যাপারে যে-বয়ঃসীমা ও যাচাইবাছাই অনুসরণীয়, তাঁদের ক্ষেত্রেও একই জিনিস প্রযোজ্য। এই ব্যাখ্যাকারগণ নিয়োজিত থাকবেন সারা জীবনের জন্য, আর কেউ যখন মৃত্যুবরণ করবেন তখন চার ট্রাইবের মধ্যে যার পদ খালি, তাঁর দায়িত্ব থাকবে শূন্যস্থানে ব্যাখ্যাকার প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার।

কোষাধ্যক্ষ

যাজক ও ব্যাখ্যাকার ছাড়াও নগরীতে অবশ্যই থাকতে হবে কোষাধ্যক্ষ – তাঁরা একেকজন কয়েকটি মন্দির ও পবিত্রস্থানের সহায়-সম্পত্তির দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন; সেইসব মন্দির ও পবিত্র স্থানের আয়-উৎপাদন ও তাদের বিতরণের
৭৬০এ দায়িত্ব থাকবে তাঁদের ওপর। তাঁদেরকে নির্বাচন করতে হবে সবচেয়ে অধিক সম্পদশালী শ্রেণী থেকে – সবচেয়ে বড় মন্দিরগুলোর জন্য তিনজন, ছোট মন্দিরগুলোর জন্য দু'জন, আর সবচেয়ে ছোট সুন্দর মন্দিরের জন্য একজন। এইসব কর্মকর্তার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেনাপতিদের ক্ষেত্রে অনুসৃত যাচাই-বাছাই

www.pathagar.com

ও নির্বাচন পদ্ধতির অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। পবিত্র বিষয়াদি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাই অনুসৃত হোক।

নগরীর এলাকা সংরক্ষণ

আমাদের যতদূর ক্ষমতা তার পরিপ্রেক্ষিতে এমন ব্যবস্থাই নেওয়া উচিত, যাতে কোনও কিছুই অরক্ষিত না থাকে। নগরীর জন্য থাকবে এসব প্রহরী:
তত্ত্বাবধায়ক সেনাপতি, র‍্যাঙ্ক-কমান্ডার, অশ্বারোহী সেনাদলের কমান্ডার, ট্রাইব- ৭৬০বি
কমান্ডার এবং প্রেসিডেন্ট, সেইসাথে নগরী নিয়ন্ত্রক এবং বাজার নিয়ন্ত্রক (তাঁদেরকে যথারীতি নির্বাচিত ও পদাসীন করার পর)। বাকি ভূখণ্ড রক্ষা করা উচিত নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে:

যেহেতু পুরো ভূমিকে সম্ভব বারোটি সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তাই একটি ভাগের অংশ পাওয়া ট্রাইবকে দায়িত্ব দেওয়া যাক বাৎসরিকভাবে পাঁচজন পুরুষ সরবরাহ করার; তাঁরা হবেন অনেকটা মাঠ-নিয়ন্ত্রক বা গার্ডদের কর্মকর্তা; আর এই পাঁচজনের প্রত্যেকে তাদের ট্রাইব থেকে
আরও বারো জন করে যুবক নির্বাচন করবেন, যাদের বয়স হবে ৭৬০সি
অন্ততপক্ষে পঁচিশ বছর এবং উর্ধ্বে ত্রিশ বছর।[8] তারপর প্রতি মাসে তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে ভিন্ন ভিন্ন জেলার দায়িত্ব দেওয়া হোক যাতে তারা পুরো দেশের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। কমান্ডার ও প্রহরীদের চাকুরির মেয়াদ দুই বছর তক্ অব্যাহত থাকবে।
তাদেরকে স্টেশন বরাদ্দ করার পর তারা তাদের কমান্ডারের নির্দেশ ৭৬০ডি
অনুযায়ী বাম থেকে ডানে ভ্রমণ করে নিয়মিতভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অগ্রসর হবে (আমি যখন বাম থেকে ডানে বলি তখন পূর্বদিক পানে বুঝাতে চাই)। বছরচক্রে ঘোরা যখন সমাপ্ত হবে এবং তাদেরকে যখন দ্বিতীয় বর্ষ শুরু করতে হবে, তখন সম্ভবপর সর্বাধিক সংখ্যক প্রহরীকে বছরের কোনও একটি ঋতুর বাইরেও ভূখণ্ড সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তোলার জন্য, কেবল জমিজমাই চেনানো নয়, অধিকন্তু প্রতি ঋতুতে প্রতিটি এলাকায় কী ঘটে তা জানানোর জন্য নেতাদের উচিত যতক্ষণ না দ্বিতীয়
বর্ষ সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ তাদেরকে বামদিক দিয়ে জেলাসমূহ পার করে ৭৬০ই
ফেরত ঘুরিয়ে আনা। তৃতীয় বছরে বেছে নেওয়া উচিত মাঠ-নিয়ন্ত্রক বা গার্ডদের কর্মকর্তাদের – বারো জনের সেট তত্ত্বাবধান করার জন্য পাঁচ জনের একেকটি সেট।

প্রতি কর্মস্থলে কাজ করার কালে তাদেরকে প্রতিটি জেলার নিম্নোক্ত বিষয়াদির ওপর নজরদারি করতে হবে: সর্বপ্রথমে তাদেরকে লক্ষ রাখতে হবে যেন ভূখণ্ডটি শত্রুর হাত হতে যথেষ্ট পরিমাণে সুরক্ষিত থাকে; যারা কোনও না কোনওভাবে ভূখণ্ডের এবং সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের চেষ্টা চালাবে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার জন্য যেখানে খন্দক গড়া দরকার, ট্রেঞ্চ কাটা দরকার এবং অন্য যা কিছু

www.pathagar.com

৭৬১এ করা দরকার, তারা তার সবই করবে। উপস্থিতমতো যেসব ভারবাহী জন্তু এবং শ্রমিক খুঁজে পাওয়া যাবে তারা তা ব্যবহার করবে: এগুলোই হবে তাদের হাতিয়ার, যা তারা তদারকি করবে; যে-সময় তারা তাদের নিয়মিত কাজে ব্যস্ত থাকবে না, তখন যতদূর সম্ভব তাদেরকে তারা কাজে লাগাবে। তারা শত্রুদের জন্য প্রতিটি স্থানকে অগম্য করে তুলবে আর বন্ধুদের জন্য যতদূর সম্ভব সুগম করে তুলবে; মানুষজনের জন্য, ভারবাহী জন্তু এবং গবাদি পশুর জন্য, পথ থাকবে; আর সেইসব পথ যাতে সর্বদা যতদূর-সম্ভব মসৃণ রাখা যায়, তার ব্যবস্থা করবে তারা; পাহাড়-পর্বত থেকে পাহাড়ি খাদে যখন বৃষ্টির ধারা নেমে
৭৬১বি আসবে, তখন ক্ষতি করার বদলে যাতে তা কল্যাণে লাগে, তা-ও তারা নিশ্চিত করবে; জিউসের কাছ থেকে প্রবাহিত জলধারাকে বাঁধ দিয়ে আটক করে, জলাধার তৈরি করে, তার ব্যবহারের ব্যবস্থা করবে তারা; নিচের জমি ও অন্যান্য এলাকায় যাতে যথেষ্ট পরিমাণে নদনদী ও ঝর্ণার জল সরবরাহ করা যায়, তারও আয়োজন করবে তারা। এভাবেই তারা সবচেয়ে শুকনো এলাকাগুলোতেও যথেষ্ট পরিমাণে সুপেয় পানি সরবরাহ করবে। পানির ফোয়ারাসমূহ – তা সেটি নদীর হোক, আর ঝর্ণারই হোক – বৃক্ষলতা আর হর্ম্য দ্বারা মণ্ডিত হবে, যাতে তারা সৌন্দর্যময় হয়; সেই জলধারাকে নলের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিশ্চিত
৭৬১সি করতে হবে যে, পানি সরবরাহ যথেষ্ট হয়ে উঠেছে; আর সেগুলো যদি কোনও পবিত্র বাগান বা পীঠস্থান সংলগ্ন জায়গায় অবস্থিত থাকে, তবে দেবতার মন্দিরে সেই জলধারার সংযোগ দিয়ে তাতে সকল ঋতুতেই পানি সরবরাহ করে তার সৌন্দর্যবর্ধন করতে হবে। এমনসব জায়গার সর্বত্রই যুবকদের নিজেদের জন্য এবং সেইসাথে বৃদ্ধ মানুষদের জন্য জিমনেজিয়াম তৈরি করা উচিত; তাতে যেন বৃদ্ধদের জন্য উষ্ণ স্নানের ব্যবস্থা থাকে আর থাকে প্রচুর পরিমাণে শুকনো খড়িকাঠের সরবরাহ; যারা রোগেশোকে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে, কৃষিকাজ করে করে শরীর যাদের ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছে,
৭৬১ডি তাদেরকে যাতে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। একথা নিশ্চিতই বলা যায় যে, খুব বেশি একটা জ্ঞানী নয় এমন চিকিৎসকের হাতে পড়ার চাইতে, এটিই তাদের জন্য অধিকতর উপকারী। এ ধরনের নির্মাণ ও কার্যক্রম সংশিষ্ট এলাকায় বয়ে আনবে কল্যাণ, তাকে করবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; তা সুখকর আমোদেরও ব্যবস্থা করবে। •

গ্রামাঞ্চলের আদালত

এসব ব্যাপারে তাদের নিম্নরূপ গুরুত্বপূর্ণ কর্মসংস্থানও হবে। ষাটজনের প্রতিটি গ্রুপকে তাদের জেলাকে কেবল শত্রু থেকেই নয়, অধিকন্তু যারা বন্ধু
৭৬১ই বলে দাবি করে, তাদের থেকেও, সুরক্ষা দিতে হবে। যখন প্রতিবেশী বা নাগরিকদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি বাধে, অথবা, কোনও ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ অন্য কারও প্রতি অন্যায় করে, তখন তা ছোটখাট পর্যায়ের হলে,

www.pathagar.com

কর্মকর্তাদের সেই পাঁচজন নিজেরাই যেন তার বিচারে আসীন হয়; আর তা যদি বড় কোনও ব্যাপার নিয়ে হয়, (একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনের ক্ষতির দাবি যদি তিন মিনা-র অধিক হয়) তাহলে তাদের বিচারাসনে আসীন হওয়া উচিত অন্য বারো জনের সাথে এবং বিচারক হওয়া উচিত সতের জন।

বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণকে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁদের আচরণের জন্য জবাবদিহি করতে হবে; তবে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটবে কেবল রাজার মতো চূড়ান্ত কর্তৃত্বধারীদের বেলা। অধিকন্তু, লোকজনের তত্ত্বাবধান করার দায়িত্বে নিয়োজিত পূর্বোক্ত সেইসব মাঠ-নিয়ন্ত্রক যদি লোকজনের ওপর
অসম কর চাপিয়ে দেন, অথবা, উৎকোচ হিসেবে কোনও কিছু গ্রহণ করেন, ৭৬২এ
অথবা, অন্যায়ভাবে কোনও বিচার সম্পন্ন করেন, বা, নিজে অন্য কারও চাটুকারিতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করেন, তাহলে তাদের যেন নগরীতে জনসমক্ষে অসম্মান করা হয়; তাঁদের জেলায় অন্য কারও প্রতি তাঁরা যদি অন্য এমন ধরনের অন্যায় করেন আর সেই ক্ষতির পরিমাণ যদি এক মিনা বা তার কিছু কম হয়, তাহলে গ্রামের এবং প্রতিবেশীদের জুরি যাতে তাদের বিচার করতে পারে সেজন্য নিজেদেরকে স্বেচ্ছায় তাঁদের কাছে সমর্পণ করা উচিত; কোনও ক্ষেত্রে অন্যায়ের জন্য দাবিকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যদি অধিক হয়, অথবা, অন্য কোনও ক্ষেত্রে – যেখানে আসামীরা বিচারের হাতে নিজেদের সোপর্দ করতে অনিচ্ছুক হয়,
(যেহেতু তারা বিশ্বাস করে যে, মাসিক পালাক্রমে তাঁরা সবসময়ই মাস ৭৬২বি
পোহালেই এক জেলা থেকে অন্যত্র চলে যেতে পারবে আর তাই তাঁরা অভিযোগ দায়েরের হাত থেকে বেঁচে যাবে) তাহলে অন্যায়ের শিকার-হওয়া পক্ষকে সাধারণ বিচারালয়ে এসব বিষয়ের অভিযোগ দায়ের করতে হবে: VII. **সেক্ষেত্রে এই পক্ষ যদি মামলায় জিততে পারে, তাহলে যে পালিয়ে গিয়েছিল, যে স্বেচ্ছায় নিজেকে বিচারের হাতে সোপর্দ করেনি, তার কাছ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যেন দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ আদায় করে।**

মাঠ-নিয়ন্ত্রকগণ কীভাবে জীবনযাপন করবেন

দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের দুই বছরে কর্মকর্তাগণ এবং মাঠ-নিয়ন্ত্রকগণ যেন
নিম্নোক্তভাবে জীবনযাপন করেন। প্রথমত, প্রতি জেলায়ই গণভোজের ব্যবস্থা ৭৬২সি
করা হবে, যেখানে সবাইকে একত্রে আহার করতে হবে। VIII. **কোনও একদিন তাঁদের মধ্যকার কেউ যদি গণভোজে অনুপস্থিত থাকেন, অথবা, কেউ যদি কর্মকর্তাদের কোনও নির্দেশ ব্যতীত অন্যত্র রাত্রিযাপন করেন, অথবা, জরুরি কোনও কারণে তা করতে বাধ্য হন, আর সেই পাঁচজন যদি সেই বিচ্যুতি আমলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, আর প্রহরীর দায়িত্ব থেকে ফেরারি হিসেবে আগরায় (বাজারে) তার নাম টানিয়ে দেন, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, তিনি তাঁর নগরীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন; সাধ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হয়েছেন বলে তার সম্মান**

www.pathagar.com

যেন ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়। অধিকন্তু, তার দেখা পেয়ে কেউ যদি তাকে কিল-ঘুষি দিয়ে তাকে শায়েস্তা করতে চান, তবে শাস্তির ভয় ছাড়াই তিনি তা করতে
৭৬২ডি **পারবেন।** IX. **কর্মকর্তাদের নিজদের মধ্যে যদি কেউ এমন কাজ করেন তবে ষাট জনের পুরো দল তার প্রতিবিধান করবে; তাদের কেউ একজন যদি এ-ধরনের অপকর্ম দেখতে পায় এবং জানতে পারে, কিন্তু অভিযোগ দায়ের করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে যুবকদের জন্য যে-শাস্তি প্রযোজ্য, তা-ই যেন তাঁকে প্রদান করা হয় – প্রয়োজনে তারও অতিরিক্ত কিছু। ভবিষ্যতে যুবকদের জন্য গঠিত যে-কোনও দপ্তরে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।** এ-ধরনের দায়িত্বে তিনি যেন আর নিয়োগ পেতে না পারেন তা প্রতিরোধের জন্য এবং যদি সে-রকম কোনও দায়িত্ব কব্জা করেই ফেলেন, তবে তার জন্য তার যে-ধরনের
৭৬২ই শাস্তি পাওয়া উচিত, তিনি যেন সেই শাস্তিই পান – তার ব্যাপারে আইনের অভিভাবকগণকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

প্রত্যেক মানুষেরই বিশ্বজনীন এই নিয়ম স্মরণ রাখা উচিত: যে উত্তম ভৃত্য নয় সে উত্তম প্রভু হতে পারে না; মহৎ শাসনের চাইতে মহৎ দাসত্ব থেকে যে-শ্রীলাভ ঘটে, তার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হওয়া উচিত একজন মানুষের। দ্বিতীয়োক্ত দাসত্ব হলো আইনের দাসত্ব, কারণ, আদতে তা দেবতাদের প্রতিই দাসত্ব, আর পরবর্তী দাসত্ব বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে বয়োকনিষ্ঠদের এবং যারা সম্মানিত জীবন যাপন করেছে তাদের নিকট সর্বসময়ের দাসত্ব।

অধিকন্তু, কেউ যদি দু'বছর ধরে মাঠ-নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তবে তাঁর মধ্যে প্রতিদিন অত্যন্ত সাদামাটা ও নিরাগ্নিক খাবার খাওয়ার রুচি গড়ে উঠা উচিত। কারণ, যখন বারো জনের একটি সেটকে বাছাই করা হবে
৭৬৩এ আর পাঁচ জনের একটি সেটের সাথে তাকে জুড়ে দেওয়া হবে, তখন তাঁদের অনুধাবন করতে হবে যে, যেহেতু তাঁরা নিজেরা গৃহভৃত্যের মতো, তাই তাঁদের আর কোনও গৃহভৃত্য এবং দাস থাকবে না; অন্য কৃষক ও গ্রামবাসীর অধীনে থাকা কোনও ভৃত্যকে তাঁরা সর্বসাধারণের কাজ ব্যতীত ব্যক্তিগত কোনও কাজে ব্যবহার করবেন না; অধিকন্তু, সাধারণভাবে তাঁদের মনস্থির করতে হবে যে, অন্যের সাহায্য ব্যতীত নিজের প্রচেষ্টায় তারা একে অপরের ভৃত্য হিসেবে জীবনযাপন করবেন। অধিকন্তু, তারা যেন শীত গ্রীষ্ম সকল সময়ে ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থেকে সারা দেশকে সার্বক্ষণিকভাবে পাহারা দিয়ে রাখে এবং
৭৬৩বি সমস্ত জেলাকে জানতে পারে। এমন হওয়াই স্বাভাবিক যে, যা তাঁদের নিজের দেশ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দেয় তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কোনও শিক্ষা তাদের অর্জন করার নেই। এ-কারণে এবং বাকি অন্য সুখ ও সুবিধার জন্য কুকুরসহ শিকার এবং অন্যান্য খেলাধুলায় যুবকদের অংশগ্রহণ করা উচিত। এসব ব্যক্তিকে এবং তাদের কাজকে গুপ্তচরবৃত্তি, মাঠ-নিয়ন্ত্রণ, অথবা, ইচ্ছেমতো
৭৬৩সি অন্য কোনও নামে অভিহিত করা যেতে পারে; যে তার নগরীকে যথাযথভাবে সুরক্ষা করতে যাচ্ছে, সত্যিকার অর্থে, তেমন প্রতিটি মানুষের উচিত, গভীর আগ্রহ এবং সর্বশক্তি দিয়ে নিজেকে একাজে নিয়োজিত করা।

www.pathagar.com

নগর-নিয়ন্ত্রক

আমাদের শাসক নির্বাচনের পরবর্তী ক্রমে ছিল বাজার-নিয়ন্ত্রক ও নগর-নিয়ন্ত্রক নির্বাচন। ষাট মাঠ-নিয়ন্ত্রকের পরে থাকবে তিন নগর-নিয়ন্ত্রক, যারা নগরীর বারো অংশকে তিনভাবে ভাগ করবে। পূর্বোক্তদের মতো তারা তদারকি করবে নগরীর রাস্তাসমূহ এবং গ্রামাঞ্চল থেকে নগরীতে আগত সকল চলাচল পথের প্রতিটি পয়েন্ট, সেইসাথে দালানকোঠা; তাঁদেরকে লক্ষ ৭৬৩ডি
রাখতে হবে যেন সকল দালানকোঠা আইন অনুসরণে নির্মিত হয়। তাদেরকে পানির প্রতিও লক্ষ রাখতে হবে; খেয়াল রাখতে হবে যে, যে-পানি প্রহরীরা রক্ষা করে এবং তাদের সরবরাহ করে, তা যেন ঝর্ণা দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় পৌঁছায়, যাতে তা নগরীর জন্য অলঙ্কার হয়ে উঠে আর একই সাথে তার জন্য সুফল বয়ে আনে।

এসব ব্যক্তিকে একইসাথে প্রভাবশালী ব্যক্তি হতে হবে, অবসর সময়ে তাঁদেরকে জনস্বার্থে কাজ করতে হবে। এ-কারণেই প্রত্যেক মানুষ যেন সবচেয়ে উঁচু শ্রেণী থেকে তার পছন্দমতো যে-কাউকে নগর-নিয়ন্ত্রক হিসেবে মনোনয়ন দেন: তারপর হস্তোত্তোলনের মাধ্যমে তারা ভোট দেবেন এবং তাদের মধ্যে যে-ছ'জন সেই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি ভোটলাভ করবেন, তাঁদের নির্ধারণ করবেন। নির্বাচন পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণ তারপর সেই ৭৬৩ই
ছ'জনের মধ্য হতে লটারির মাধ্যমে তিনজনকে নির্বাচন করবেন; এই তিনজন যখন যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় উত্‌রাতে সক্ষম হবেন, তখনই তাঁরা যেন তাঁদের জন্য প্রণীত আইন অনুসরণে দায়িত্ব পালন করেন।

এরপর আসে বাজার-নিয়ন্ত্রক – দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণী থেকে তাঁদের পাঁচজনকে বাছাই করতে হবে; নগর-নিয়ন্ত্রক নির্বাচনের সময় যে-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল, এক্ষেত্রেও অন্যান্য দিক থেকে একই পদ্ধতি অনুসৃত হবে; মনোনয়নপ্রাপ্তের সংখ্যা যখন হস্তোত্তোলনের মাধ্যমে দশ সংখ্যায় হ্রাস করা হবে, তখন তা থেকে লটারির মাধ্যমে পাঁচ জনকে বাছাই করা হবে; এই বাছাইকৃত ব্যক্তিগণ যখন যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া উত্‌রাতে সক্ষম হবেন তখন তাঁদেরকে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

বাজার-নিয়ন্ত্রক

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সকল দাপ্তরিক দায়িত্বের লোক নির্বাচনের সময় হাত দেখিয়ে ভোট দিতে হবে। যে তা করতে অনিচ্ছুক হবে, তার কথা ৭৬৪এ
ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রিপোর্ট করা হলে তাকে পঞ্চাশ দ্রাখমা জরিমানা করা হবে; অধিকন্তু, তাকে মন্দ নাগরিক বলেও গণ্য করা হবে। যে-কেউ ইচ্ছা করলেই সংসদ এবং জনসভায় যোগ দিতে পারবে, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য তা বাধ্যবাধকতামূলক হওয়া উচিত। সেইসব

www.pathagar.com

সভায় তাদের নাম ঘোষণার সময় যদি তাদের কোনও একজনের উত্তর না মেলে, তবে তাকে দশ দ্রাখমা জরিমানা করা হবে; তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর তাতে যোগদান কোনও বাধ্যতামূলক ব্যাপার হবে না; কোনও জরুরি প্রয়োজনে ম্যাজিস্ট্রেট যদি সবাইকে সেই সভায় উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেন, সেক্ষেত্র ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে অনুপস্থিতির কারণে তাদেরকে জরিমানাও করা হবে না।

৭৬৪বি বাজার-নিয়ন্ত্রকদের বিষয়ে বলতে হয় যে, আইন যেভাবে নির্দেশ প্রদান করবে, তা অনুসরণ করে তাদেরকে বাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে, আর মন্দির এবং বাজারের আশেপাশে ঝর্ণার তদারকি করতে হবে; লক্ষ রাখতে হবে, যেন কেউ কোনও অন্যায় না করে। আর কেউ যদি অন্যায় করে তবে উত্তম-মধ্যম দিয়ে তার শস্তিবিধান করতে হবে; সেই অপরাধী যদি ক্রীতদাস বা আগন্তুক হয়, তবে তাকে বেঁধে শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু যে এ-ধরনের অসদাচরণ করে, সে যদি নাগরিক হয়, তাহলে বাজার-নিয়ন্ত্রকের নিজেদেরই একশত দ্রাখমা, অথবা, তার চাইতে স্বল্প পরিমাণ জরিমানা করার ক্ষমতা থাকবে; এর দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা করার ক্ষেত্রে তাঁদের উচিত নগর-
৭৬৪সি নিয়ন্ত্রকদের সাথে অপরাধীর বিরুদ্ধে রায় প্রদান এবং জরিমানার দণ্ড প্রদান করা। নগর-নিয়ন্ত্রকগণও যেন তাঁদের নিজেদের বিভাগে একই ধরনের জরিমানা ও শাস্তির বিধান করেন: যে-ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ এক মিনা, অথবা, তারও কম, সেক্ষেত্রে যেন তাঁরা নিজেরাই সেই দণ্ড প্রদান করেন; যেক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ তার দ্বিগুণ, সেক্ষেত্রে তাঁরা যেন বাজার-নিয়ন্ত্রকদের সাথে একত্রে কাজ করেন।

শিক্ষা-আধিকারিক

এরপর মিউজিক এবং জিমনাস্টিকের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করাই হবে যথাযোগ্য কাজ। প্রতি ধরনের কর্মকর্তার দু'টি সেট থাকা উচিত: কেউ থাকবে শিক্ষার দায়িত্বে আর কেউ প্রতিযোগিতার তত্ত্বাবধানে। 'শিক্ষার' কথা
৭৬৪ডি বলার সময় আইন যা বলতে চায় তা হলো সেইসব কর্মকর্তার কথা, যাঁরা জিমনেজিয়াম এবং বিদ্যালয়ের দেখাশোনা করেন, যাঁরা তরুণ-তরুণীদের আচরণে শৃঙ্খলা আনেন, তাদেরকে প্রদত্ত শিক্ষার তত্ত্বাবধান করেন, তাদের উপস্থিতি এবং আবাসনের তদারকি করেন। আর 'প্রতিযোগিতায়' নিযুক্ত আধিকারিক বলতে আইন তাদেরকেই বোঝায়, যাঁরা জিমনাস্টিক খেলাধুলায় এবং মিউজিকে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। এগুলোকে আবার দুই সেটে ভাগ করা উচিত: কাউকে মিউজিকের জন্য আবার কাউকে প্রতিযোগিতার জন্য। যাঁরা পুরুষদের জিমনাস্টিক প্রতিযোগিতায় বিচারক হবেন, তাঁরা আবার ঘোড়ার প্রতিযোগিতায়ও বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। কিন্তু মিউজিকের বেলায় যাঁরা একক কণ্ঠসঙ্গীতে এবং

www.pathagar.com

অনুকরণের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, আমি বোঝাতে চাচ্ছি যাঁরা আনন্দসঙ্গীত রচয়িতা ৭৬৪ই
এবং হার্প ও বাঁশির বাদকদের ব্যাপারে বিচার করে পুরস্কার প্রদান করবেন, তাঁরা হবেন কোরাস গানের পুরস্কার-প্রদানকারীদের থেকে ভিন্ন।

আমার ধারণা, শিশু, পুরুষ এবং যুবতীদের কোরাস নাটকের বিচার করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট বাছাই করা উচিত প্রথমে। কোরাস গঠিত হয় নৃত্য এবং সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা নিয়ে, যাকে বলা হয় মিউজিক। এসব জিনিসের জন্য
একজন ম্যাজিস্ট্রেটই যথেষ্ট; তাঁর বয়স চল্লিশ বছরের কম হওয়া উচিত নয়। ৭৬৫এ
আর একক কণ্ঠসঙ্গীতের জন্য ত্রিশ বছরের কমবয়েসী নয় এমন একজন ম্যাজিস্ট্রেটই যথেষ্ট; তিনি পরিচালকের দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রতিযোগীদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিচার করবেন। যে-ম্যাজিস্ট্রেট সভাপতিত্ব করবেন এবং কোরাসের ব্যবস্থাপনা করবেন, তাকে নিম্নবর্ণিত এক ধরনের পদ্ধতিতে নির্বাচিত করা উচিত: যাঁরা এ ধরনের ক্রিয়াকাণ্ডে নিবেদিতপ্রাণ, তাঁদের উচিত একটি জনসভায় যোগদান করা। তাঁরা যদি সেখানে যোগ না
দেন, তবে তাঁদেরকে দণ্ড প্রদান করতে হবে; আইনের অভিভাবকগণ এক্ষেত্রে ৭৬৫বি
বিচারকের দায়িত্ব পালন করবেন। অন্যেরা যদি এই সভায় যোগদান করা থেকে বিরত থাকতে চায়, তবে তারা তা করতে পারবে; তাদের যোগদানের প্রয়োজন নেই। নির্বাচক এমন একজনকে পরিচালক হিসেবে প্রস্তাব করবেন যিনি মিউজিক বোঝেন; তাঁর যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাঁকে একদিকে এমন লোকজন চ্যালেঞ্জ করতে পারবে যারা বলবে যে, মিউজিকে তাঁর কোনও দক্ষতা নেই, আর অন্যদল এমনও বলতে পারবে যে, এ-বিষয়ে তিনি সত্যিকারের সমঝদার ও দক্ষ। হাত উত্তোলনের মাধ্যমে যে-দশজন সর্বাধিক ভোট লাভ করবে, তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে; যাচাই-বাছাইয়ের পর আইন অনুসরণে তিনি এক বছরের জন্য কোরাসের নেতৃত্ব দেবেন। একই পদ্ধতি অনুসরণে, আর এগুলোর মতো একই উপায়ে যে-ই লটারিতে জয়যুক্ত হবেন, তিনি এক বছরব্যাপী একক ও কনসার্ট মিউজিকের নেতৃত্ব করবেন; এভাবে যিনি নির্বাচিত হবেন, তিনি অন্য বিচারকদের যোগ্যতার সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

এরপর আমাদেরকে অশ্ব এবং পুরুষদের প্রতিযোগিতার বিচারক বাছাই ৭৬৫সি
করতে হবে; তাঁরা নির্বাচিত হবেন তৃতীয় এবং সেইসাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্য হতে। প্রথম দিককার তিনটি শ্রেণীকে বাধ্য করা হবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য, কিন্তু, সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর লোকজন নিজেরা দণ্ড প্রদান ছাড়াই এই নির্বাচনে অনুপস্থিত থাকতে পারবে। হস্তোত্তোলনের মাধ্যমে যে-বিশজনকে এই ক্ষেত্রে নির্বাচন করা হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে তিনজনকে বাছাই করা হবে; আর এই বিশ জনের মধ্য হতে এই
তিনজনকে যাচাই-বাছাই পরিচালনাকারীদের অনুমোদনমূলক ভোটের পর ৭৬৫ডি
কার্যে বৃত করা হবে।

www.pathagar.com

কেউ যদি কোনও নিয়োগের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়ায়, অথবা, দায়িত্বের পরীক্ষায় উতরাতে না পারেন, তবে যেন একই পদ্ধতি পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে এবং একই ধরনের যাচাই বাছাই করে, তাঁর বদলে অন্যদের নির্বাচন করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী

আমরা যেসব কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করেছি তার মধ্যে একটি দপ্তরের নিয়োগের বিষয় এখনও বাকি – নারী ও পুরুষদের সাধারণ শিক্ষার তত্ত্বাবধায়ক। এসবের জন্য আইনের অধীনে যেন একজন কর্মকর্তার ব্যবস্থা করা হয় – তিনি হবেন একজন পুরুষ, যার বয়স পঞ্চাশ বছরের কম নয়; তিনি হবেন বৈধ সন্তান-সন্ততির জনক আর সম্ভব হলে সেই সন্তানাদি হবে পুত্র এবং কন্যা উভয়ই; আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে যে-কোনও একটি। এই দাপ্তরিক
৭৬৫ই দায়িত্বে যিনি নিয়োগ পাবেন এবং যিনি তা নির্বাচন করবেন, উভয়েরই স্মরণ রাখতে হবে যে, নগরীর উচ্চ পর্যায়ের দপ্তরের মধ্যে এই দপ্তরটিই সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। কারণ, যা কিছু বিকশিত হয় তাদের প্রাথমিক অঙ্কুরোদ্গম যদি মহৎ পরিচর্যা লাভ করে সম্পন্ন হয়, তাহলেই মাত্র সদ্‌গুণে নিপুণতা আনয়নের ক্ষেত্রে তার সার্বিক প্রভাব থাকে – তা-ই জিনিসপত্রের সহজাত প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। অন্য বিকাশশীল জিনিস এবং গৃহপালিত ও বন্য প্রাণী এবং মানুষের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। আমরা বলে থাকি যে,
৭৬৬এ মানুষ শান্ত বা সংস্কৃতিবান প্রাণী; তৎসত্ত্বেও তার জন্য প্রয়োজন হয় যথাযথ শিক্ষা এবং ভাগ্যবান প্রকৃতি; তারপরই সে হয়ে উঠে সবচেয়ে ঐশ্বরিক এবং সবচেয়ে সংস্কৃতিবান; কিন্তু যদি তার শিক্ষা হয় অপর্যাপ্ত বা হীন, তাহলে পৃথিবী যাকে বড় করে তোলে, সে হয় সবচেয়ে জঘন্য বর্বর। এ-কারণেই আইনদাতাগণের অবশ্যই এমন সুযোগ দেওয়া উচিত নয়, যাতে শিশুদের
৭৬৬বি শিক্ষাদীক্ষা গৌণ বা গুরুত্বহীন কোনও বিষয়ে পরিণত হয়; অধিকন্তু, যে তাদের তত্ত্বাবধান করবে তাঁকে সুন্দরভাবে নির্বাচিত হতে শুরু করতে হবে; তাই আইনদাতাকে তাঁর সর্বোচ্চ সাধ্যমতো নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে হবে যেন তিনি তাদেরকে নির্দেশ দানের জন্য এমন একজন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করতে পারেন, যিনি সর্ববিচারেই নগরীর মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। এই লক্ষ্যে আইনের অভিভাবকবৃন্দের মধ্যকার সেই ব্যক্তিটিকে – যার বিষয়ে প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন যে, তিনিই সবচেয়ে মহৎ উপায়ে শিক্ষার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন – গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য কাউন্সিল এবং সভাপতি বাদে সকল ম্যাজিস্ট্রেটকে যেতে হবে অ্যাপলোর মন্দিরে। যিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন, তাকে যাচাই-বাছাই করবেন তাঁর নির্বাচনকারী
৭৬৬সি ম্যাজিস্ট্রেটগণ; আইনের অভিভাবকগণ এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকবেন না। তিনি পাঁচ বছর এই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন আর ষষ্ঠ বছরে একই পদ্ধতিতে এই পদে আরেকজনকে বাছাই করা হবে।

www.pathagar.com

কর্মে নিযুক্ত থাকাকালে মৃত্যুবরণ

সরকারি দাপ্তরিক পদে বৃত থাকা কোনও ব্যক্তি যদি ত্রিশ দিনের অধিক কার্যকাল থাকার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে একটি কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করে অন্য একজনকে সেই পদে নিয়োজিত করতে হবে; আর সেই পদে এমন ব্যক্তিকে বাছাই করা উচিত, যাঁর ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ যথাযথ হয়। এতিমদের দায়িত্বে নিয়োজিত কেউ যদি মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে যেন বাড়িতে অবস্থানকারী কাজিনসহ এতিমদের মাতা ও পিতার পক্ষের লোকজন
দশদিনের মধ্যে আরেকজন অভিভাবক নিযুক্ত করেন, অথবা, এ-কাজটিতে ৭৬৬ডি
অবহেলা করার কারণে প্রতিদিন এক দ্রাখমা করে জরিমানা দিতে বাধ্য হন।

তিন গ্রেডের আদালত

যে-নগরীতে নিয়মমাফিক প্রতিষ্ঠিত কোনও বিচারালয় থাকে না, সেই নগরীর তো অস্তিত্বই টিকে থাকবে না। অধিকন্তু, সালিশ-নিষ্পত্তিমূলক বিচারের ক্ষেত্রে বিচারক যদি কথা বলতে না পারেন, আর প্রাথমিক তদন্তে পরস্পরবিরোধী পক্ষসমূহ যেকথা বলে, তার বাইরে যদি তিনি কিছু না বলতে পারেন, তাহলে যা ন্যায়সঙ্গত সে-সম্পর্কে তিনি কখনও যথাযথ রায় দিতে সক্ষম হবেন না। সেক্ষেত্রে বলা চলে, বিচারকদের যদি দক্ষতা না থাকে, তবে অনেক বিচারকের পক্ষেই, এমনকি তারা সংখ্যায় কম হলেও,
সুষ্ঠু বিচার করা সম্ভব হবে না। বিরোধী বিষয়কে উভয় পরিপ্রেক্ষিত থেকে ৭৬৬ই
আবশ্যিকভাবে স্পষ্ট করে তুলতে হবে; তাতে সময় লাগবে; বিশদ বক্তব্য প্রদানের সুযোগ এবং পুনঃপুন জেরা করার ব্যবস্থা সন্দেহ দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রভূতভাবে সহায়ক হবে। এ-কারণে যে অন্যের বিরুদ্ধে আইনি আদালতের দ্বারস্থ হবে, তার উচিত প্রথমেই তার প্রতিবেশী এবং বন্ধুবান্ধব, যারা বিচার্য
বিষয়টি ভাল জানে, তাদের কাছে যাওয়া। তাদের কাছ থেকে যদি তিনি ৭৬৭এ
সন্তোষজনক কোনও সিদ্ধান্ত না পান, তবেই মাত্র যেন তিনি অন্য আদালতের দ্বারস্থ হবেন; আর এই দুই আদালত যদি বিষয়টিতে সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম না হয়, তবে তিনি যেন তৃতীয় কোনও আদালত সেই মামলা সমাপ্ত করেন।

একদিক থেকে বিচার করলে আদালত প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হলো শাসনকারী কর্মকর্তা বাছাই করা। কারণ, প্রতি শাসনকারী-কর্মকর্তাই আবশ্যিকভাবে কোনও না কোনও কর্মকাণ্ডের বিচারক; একজন বিচারক যদিও কোনও শাসক নন, কিন্তু যেদিন তিনি রায় দেন এবং তার বিচারিক প্রক্রিয়া সমাপন করেন, তখন কোনও না কোনও অর্থে তিনি হয়ে উঠেন একজন শাসক – তা কোনও
তুচ্ছ অর্থে নয়। সেজন্য এখন বিচারকদের শাসক হিসেবে ধরে নিয়ে, আমরা ৭৬৭বি
না হয় এখন নির্দেশ করি, কারা হবেন যথাযথ বিচারক, কী বিষয়ে তারা বিচার করবেন, আর প্রতি ধরনের শুনানিতে কতজন বিচারক সভাপতিত্ব করবেন।

www.pathagar.com

একসাথে বিচারক বাছাই করে বিবাদমান পক্ষসমূহ নিজেরাই যে-আদালতকে সংগঠিত করে সেই আদালতই হবে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বধারী আদালত। দুই কারণে অন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যাবে: একটি হলো ব্যক্তিগত কারণে, যখন কোনও নাগরিক অন্যায় করার কারণে অন্যকে অভিযুক্ত করবে এবং কোনও একটি রায় পেতে চাইবে; আরেকটি হলো সর্বসাধারণের পক্ষে যদি কাউকে অভিযুক্ত করার থাকে, যেখানে কোনও একজন নাগরিক এমন ধারণা পোষণ করে যে, কোনও ব্যক্তির দ্বারা সর্বসাধারণের ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং তিনি
৭৬৭সি সেই জনস্বার্থের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চান। এক্ষেত্রে আমাদেরকে উল্লেখ করতে ভুলে গেলে চলবে না, বিচারকদের কী গুণাবলি থাকতে হবে, আর কারা হবেন সেই বিচারক।

সর্বোচ্চ আদালতের (সুপ্রিম কোর্ট) নির্বাচন

সুতরাং, যারা একে অপরের বিরুদ্ধে আনীত বিরোধের মীমাংসার ক্ষেত্রে তৃতীয় রাউন্ডে রয়েছে, তাদের জন্য থাকা উচিত উন্মুক্ত একটি সাধারণ আদালত। এর গঠন হবে অনেকটা নিম্নরূপ। যাদের কার্যকাল এক বছরে সমাপ্ত হয়েছে, আর যাদের কার্যকাল তারও অধিক স্থায়ী থাকবে, সংশ্লিষ্ট সেই বছরের সব কর্মকর্তা
৭৬৭ডি বছর-পরবর্তী নতুন মাসের আগের দিন সমবেত হবেন একটি মন্দিরে। তারপর দেবতার কাছে শপথ করে, যাকে বলে সবচেয়ে প্রিয় ফল, তা-ই তাকে উৎসর্গ করবেন তারা: আধিকারিকদের প্রতি বোর্ডের কাছে যে বিচারককে অনন্য বলে প্রতিভাত হয়, এবং এমন মনে হয় যে, সবচেয়ে সুষ্ঠু উপায়ে এবং দেবতাদের শাস্তিকে ভয় করে তিনি তাঁদের নাগরিকদের বিচার করতে সক্ষম হবেন, তাকে দেবতার কাছে নিবেদন করবেন। যখন নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে তখন নির্বাচকদের নিজেদের উপস্থিতিতেই যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করা হবে, আর কেউ যদি তাতে বাদ পড়েন, তখন একই পদ্ধতিতে অন্য একজনকে বাছাই করা হবে। যারা এই যাচাই-বাছাইয়ে উৎরাতে সক্ষম হবেন তাঁরা বিচারকার্যে বৃত হবেন সেইসব মানুষের জন্য, যারা অন্য আদালতের বিচার থেকে পালিয়ে গেছে;
৭৬৭ই বিচারে তাঁরা তাঁদের ভোট দেবেন উন্মুক্তভাবে। যেসব কাউন্সিলর, সেইসাথে যেসব ম্যাজিস্ট্রেট, এইসব বিচারককে নির্বাচিত করেছেন, তাঁদেরকে বাধ্য করতে হবে উপস্থিত থেকে আদালতের কার্যধারা অবলোকন করতে; সেইসাথে অন্য কেউ যদি তাতে উপস্থিত থাকতে চায়, তবে তিনি যেন উপস্থিত থাকতে পারেন — তারও সুযোগ দেওয়া উচিত।

দুর্নীতিদুষ্ট রায়

কেউ যদি অন্য কারও বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তার বিরুদ্ধে অন্যায় করেছেন তবে তিনি যেন আইনের অভিভাবকদের দ্বারস্থ হন, তাঁদের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন; X. এমন

www.pathagar.com

মামলায় যে অপরাধী বলে প্রমাণিত হবেন, তাকে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে – তার পরিমাণ হবে ক্ষয়ক্ষতির অর্ধেকের সমান; আর বিচারকদের যদি এমন মনে হয় যে, তাকে অধিকতর দণ্ড প্রদান করা দরকার, তাহলে তাকে কী শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তার কত জরিমানা জমা করতে হবে এবং যে ক্ষতিগ্রস্ত-পক্ষ মামলা দায়ের করেছে তাকে কত পরিশোধ করতে হবে, তা নির্ধারণ করে দেবেন বিচারকগণ।

জনতার আদালত

সর্বসাধারণের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধের ক্ষেত্রে যদি রায় দিতে হয় তবে সেই
সিদ্ধান্তে সংখ্যাগরিষ্ঠের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। কারণ, কেউ যদি নগরীর বিরুদ্ধে ৭৬৮এ
কোনও অন্যায় করে, তবে প্রত্যেককেই সেই অন্যায় সইতে হয়; তাদেরকে যদি সেই সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়া হয়, তবে যৌক্তিক কারণেই তারা অভিযোগ করতে পারে। এ ধরনের বিচারকার্যের সূচনা এবং তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যদিও জনসাধারণের আওতাধীন থাকবে, তবু এর তদন্তের দায়িত্ব থাকবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ম্যাজিস্ট্রেটের; তাঁদের নির্বাচন করা হবে অভিযোগকারী ও অভিযুক্তের সম্মতিতে। তারা যদি এ-ব্যাপারে একমত হতে না পারে, তাহলে উভয়ের প্রার্থীদের মধ্য থেকে কাউন্সিল ম্যাজিস্ট্রেট স্থির করবেন।

গোষ্ঠীগত (ট্রাইব) আদালত

ব্যক্তিগত মামলার ক্ষেত্রেও যতদূর সম্ভব প্রত্যেক মানুষের অংশগ্রহণ করা ৭৬৮বি
উচিত। বিচার করার অধিকারে কেউ যদি অংশগ্রহণ না করেন, তবে তিনি যে খোদ নগরীর অংশভাগী, তা-ই তো মনে করবেন না তিনি। এজন্যই প্রতি ট্রাইবে একটি করে আইনি আদালত থাকা প্রয়োজন; বিচারযোগ্য ঘটনার সূত্রপাত ঘটলে তার প্রতিটিতে বিশেষভাবে বাছাই করা হবে বিচারক – তদ্বিরের মুখে দুর্নীতিমূলক বিচার-বিবেচনায় নয়, বরং, তা করা হবে লটারির মাধ্যমে। কিন্তু এসব ব্যাপারে চূড়ান্ত রায়ের দায়িত্ব থাকবে সেই আদালতের ওপর, যার সম্পর্কে আমাদের দাবি হলো: কোনও একটি প্রতিষ্ঠানকে মানুষের শক্তি অনুযায়ী যতদূর দুর্নীতিপ্রতিরোধ্য করে গঠন করা যায়, আমরা সেই
আদালতকে তেমনভাবেই গঠন করেছি। প্রতিবেশীদের আদালত অথবা ৭৬৮সি
ট্রাইবের আদালতে যারা তাদের বিরোধ মীমাংসা করতে ব্যর্থ হবে, তাদেরকে আবশ্যিকভাবে এই আদালতেই আপিল করতে হবে।

আমাদের পরিকল্পটি নিছক একটি রূপরেখা

তাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনি আদালতের কথা বলতে গিয়ে বলতে হচ্ছে, তা কোনও দপ্তর হয়ে উঠছে, না কি উঠছে না, সুনির্দিষ্টভাবে তা সংজ্ঞায়িত করা

www.pathagar.com

যাচ্ছে না; তার সম্পর্কে একটি ভাসাভাসা রূপরেখা দেওয়া হয়েছে মাত্র -- তাতে কিছু কথা উক্ত হয়েছে, অন্য অনেক কথা অনুক্ত রয়ে গেছে। কারণ, আইন
৭৬৮ডি প্রদানের একেবারে শেষপাদে যদি বৈচারিক বিষয়ের সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং মামলা-মোকদ্দমার বিভিন্ন শিরোনামে আইনের বর্ণনা তুলে ধরা হয়, তবে তা-ই হয় সবেচেয়ে সঠিক কাজ। তাই, সর্বশেষে তাদের প্রাপ্তি যেন হয় আমাদের প্রত্যাশা। এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আইন-প্রণয়নের কাজটি মূলত সীমাবদ্ধ ছিল শাসনকারী দপ্তরের নিয়োগকে ঘিরে। একথা অবশ্যই বলতে হচ্ছে যে, নগরীর প্রতিটি বিন্যাস এবং সাধারণভাবে রাজনৈতিক প্রশাসনের প্রতিটি বিষয়ের বিশদ বয়ান স্পষ্ট করে তোলা যাবে না, যতক্ষণ না তার উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম থেকে আলোচনা শুরু করা যায়, তারপর দ্বিতীয় ভাগে, পর্যায়ক্রমে মধ্যভাগে এবং খোদ জিনিসের প্রতি অংশে পরিক্রমণের পর, একইভাবে উপসংহারে পৌঁছানো যায়। বর্তমানক্ষেত্রে আমরা ম্যাজিস্ট্রেটদের
৭৬৮ই নির্বাচনের পর্যায়ে উপনীত হয়েছি; তাই ইতোপূর্বে যা-কিছু আলোচিত হলো, তার যথাযথ উপসংহার হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে একে। এ পর্যায়ে তাই আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ করা, অথবা, দ্বিধান্বিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

ক্লেইনিয়াসঃ আগন্তুকবর, এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি যা যা বললেন, তার সবকিছুতেই আমি পুরোপুরি একমত; কিন্তু এইমাত্র যা বললেন আপনি – একটি নতুন আলোচনার সূচনার সাথে পূর্বে ব্যক্ত আলোচনা সংযুক্ত করার বিষয় ঐসব জিনিস থেকে অনেক বেশি আনন্দদায়ক ঠেকেছে।

www.pathagar.com

১১. বিবাহ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

তরুণ আইনপ্রণেতা

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে, একথা বলা যায় যে, বৃদ্ধ লোকদের যৌক্তিক অবসরকাল ৭৬৯এ
এতক্ষণ ভালোই কেটেছে ।

ক্লেইনিয়াসঃ আমার ধারণা, আপনি সত্যিকার মানুষের ঐকান্তিক ও মহৎ প্রচেষ্টার কথা বুঝাতে চাচ্ছেন।

অ্যাথেনীয়ঃ হয়ত বা; কিন্তু আমার জানা দরকার, কিছু কিছু জিনিস আপনার আর আমার কাছে একই রূপে ধরা দেয় কি না।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন? তার সাথে সংশ্লিষ্টই বা কে?

অ্যাথেনীয়ঃ আপনি তো তা জানেনেই। উদাহরণস্বরূপ, আপনি তো দেখেছেন, একটি 'ফিগার' নিয়ে যখন একজন চিত্রকর কাজ করেন, তখন কখনও কখনও
তা শেষই হতে চায় না – তিনি তুলি চালিয়েই যান, রংয়ের পর রং চাপান, ৭৬৯বি
অথবা – চিত্রকরের সাকরেদরা এসব কাজকে কী যেন বলে – তেমনই চালিয়ে যেতে থাকেন। মনে হয় যেন এমন পয়েন্টে কখনও পৌঁছুনো যাবে না যেখানে সেই 'পেইন্টিং' সৌন্দর্য ও স্পষ্টতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

ক্লেইনিয়াসঃ এসব ব্যাপারে লোকমুখে শুনে শুনে আমি কিছু কথা জানি, তবে এই শিল্পের ব্যাপারে আমার কখনও খুব একটা জানাশোনা নেই।

অ্যাথেনীয়ঃ তাতে কিছুই যায় আসে না; এই উদাহরণ ব্যবহার করতে আমাদের কোনওই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়ঃ ধরুন, কেউ একজন মনস্থির করলেন যে,
কোনও একটি ফিগারকে তিনি সবচেয়ে সুন্দরভাবে পেইন্ট করবেন, সে পেইন্টিং ৭৬৯সি
কখনও খারাপ হবে না এবং সময়ের সাথে সাথে তা উন্নততর হবে। সেক্ষেত্রে আপনি কি দেখতে পান না, যেহেতু তিনি নশ্বর মানুষ, তাই তাকে একজন উত্তরাধিকারী রেখে যেতে হবে? সময়ের হাতে পড়ে সেই পেইন্টিং যদি নষ্ট হতে থাকে তবে সাক্‌রেদ তাকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন, তাঁর নিজের শৈল্পিক দুর্বলতার জন্য যেসব খুঁত থাকবে সেই পেইন্টিংয়ে তা-ও ঠিকঠাক করতে পারবেন তিনি এবং পেইন্টংটিকে আরও উজ্জ্বল করে তোলা ও তাতে অধিকতর সৌকর্য আনয়নে তিনি যত্নবান হবেন? তা না হলে যে এই বিরাট শ্রম কেবল স্বল্প কিছু কাল বেঁচে থাকবে, তা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: তা সত্যি বটে।

৭৬৯ডি **অ্যাথেনীয়:** বেশ; এক্ষণে কি আপনি মনে করছেন না যে, আইনদাতার উদ্দেশ্যও একই? প্রথমে তাঁর অভিপ্রায় এমন থাকে যেন তাঁর আইন সম্ভাব্য সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত[৫] হয়। আপনার কি ধারণা তারপর সময়ের দীর্ঘ অতিক্রমণের পর তাঁর অভিমতসমূহকে যখন কার্যত পরীক্ষায় সম্মুখীন করা হবে, তখন তিনি যে-নগরী প্রতিষ্ঠা করেছেন তার শাসনব্যবস্থা এবং শৃঙ্খলাকে যদি সর্বদা কোনওভাবে অধিকতর খারাপ না হয়ে অধিকতর প্রকৃষ্ট করতে হয়, তবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি যা কিছু বাদ দিয়ে গেছেন, তা তাঁর কোনও
৭৬৯ই সাক্‌রেদ কর্তৃক ঠিকঠাক করা প্রয়োজন হবে না – এমন বিষয়ে অজ্ঞ থেকে কি সেই আইনদাতা অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিতে চাইবেন?

ক্লেইনিয়াস: তা তো হওয়ার নয় – তিনি কি তা চাইতে পারেন? তিনি তো বুদ্ধির কাজই করতে চাইবেন।

অ্যাথেনীয়: আর একাজ সম্পন্ন করার জন্য কারও আয়ত্তে যদি কোনও উপায় থাকে, অথবা, তিনি কী করে আইনকে রক্ষা করবেন, তাকে সংশোধন করবেন, ছোট হোক বড় হোক, কোনও না কোনওভাবে অন্য একজন মানুষকে তা বুঝাতে সক্ষম হবেন? সেই উদ্দেশ্য অর্জন করার লক্ষ্যে ব্যাখ্যা করার কাজটি কি তাঁর অসম্পন্ন রাখা উচিত?

৭৭০এ **ক্লেইনিয়াস:** না, তা করবেন কেন তিনি?

অ্যাথেনীয়: বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহলে আপনার আর আমার, আমাদের দুজনের, কি সেই কাজটিই করা উচিত নয়?

ক্লেইনিয়াস: আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

অ্যাথেনীয়: আমরা এখন আইন প্রণয়ন করার পর্যায়ে উপনীত হয়েছি; আমাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকজন আইনের অভিভাবকও বাছাই করা হয়েছে; আমাদের তুলনায় তাঁরা এখনও তরুণ – আমরা তো জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে আছি; তাই, আমরা যেমনটি বলছি – আমাদের নিজেদের কেবল আইন প্রদান করলেই চলবে না, একইসাথে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে খোদ এইসব মানুষকে আইনদাতা ও আইনের অভিভাবক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য।

৭৭০বি **ক্লেইনিয়াস:** অবশ্যই; আমাদের সাধ্যমতো সে চেষ্টা তো করতেই হবে।

অ্যাথেনীয়: হ্যাঁ, আমাদেরকে ঐকান্তিকভাবে তার প্রচেষ্টাই চালাতে হবে।

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: তাহলে তাদের উদ্দেশ্যে বলা যাক:

"প্রিয় বন্ধুগণ, আমাদের আইনকানুনের উদ্ধারকারীগণ, আমরা যেসব জিনিসের জন্য আইন প্রণয়ন করেছি, তার প্রতিটি ক্ষেত্রে অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আছে, যা আমরা বাদ দিয়ে যাব। এটি অনিবার্যভাবেই ঘটবে। তাই নিদেনপক্ষে ছোটখাট বিষয় বাদ রেখে সার্বিকভাবে আমরা আমাদের সাধ্যের মধ্যে সবকিছু

www.pathagar.com

করব, যাতে তার রূপরেখা প্রণয়নের কাজটি অসমাপ্ত না থেকে যায়। তোমাদের কাজ হবে সেই রূপরেখার ফাঁক পূরণ করা। তোমাদের এখন ৭৭০সি
আবশ্যিকভাবে শোনার চেষ্টা করতে হবে একাজ সম্পন্ন করার বেলায় কোথায় সন্ধান চালাতে হবে। এখানে যাদের দেখছ – মেগিল্লাস, ক্লেইনিয়াস, আর আমি, অনেক সময় আমাদের নিজেদের মধ্যে একই কথা আলোচনা করেছি; আমাদের অভিমত হলো, সেই আলোচনা চমৎকার আলোচনায় রূপ নিয়েছিল। আমাদের ছাত্র হিসেবে তোমাদের কাছ থেকে আমরা ঐকমত্য এবং মনোযোগ প্রত্যাশা করি, যাতে আমাদের উভয়ের ঐকমত্যে আইনের অভিভাবক এবং আইনপ্রদানকারী হিসেবে তোমাদের কাছ থেকে যে নির্ভরতা প্রত্যাশা করা উচিত, তেমনটিই প্রত্যাশা করতে পারি।

"সংক্ষেপে আমাদের ঐকমত্যের সার কথা ছিল এমন: একজন মানুষের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা উচিত একজন উত্তম মানুষের ক্ষেত্রে যা যথাযথ, তথা, আত্মার মধ্যে তেমন সদ্‌গুণ অর্জনের লক্ষ্যে। সেই অর্জন বিদ্যাচর্চা, বা অভ্যাস, বা কোনও কিছু অধিকার করা, অথবা বাসনা, বা অভিমত, বা ৭৭০ডি
জ্ঞানার্জন – যে-কোনও কিছুর মাধ্যমেই হতে পারে; এ-কথাটি নারী পুরুষ, বৃদ্ধ যুবক সবার ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য; আমরা যা বলেছি তা হলো, একজন মানুষের সারা জীবনব্যাপী সকল ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা উচিত তা অর্জনের লক্ষ্যে; যা কিছু তার প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দেবে তার ক্ষেত্রে একজন প্রকৃষ্ট মানুষকে দেখাতে হবে যে, তিনি তাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেন। আর সর্বশেষে প্রয়োজন যদি তাকে সরাসরি বাধ্য করে তার নিজের ৭৭০ই
নগরী থেকে ফেরারি হতে, দাসত্বের জোয়ালে নিজেকে আবদ্ধ করা এবং নিকৃষ্ট মানুষদের দ্বারা শাসিত হওয়ার বদলে পালিয়ে যেতে, তাহলে তাকে দেশান্তরিত হতেই হবে এবং এসব দুঃখ-কষ্ট সইতেই হবে; তবু তিনি অন্য এমন কোনও ধরনের শাসন-ব্যবস্থা মেনে নেবেন না, যা মানুষকে নিকৃষ্টতর করে তুলতে পারে।

"এই হলো আমাদের মৌলিক নীতিমালা; আর একজন নাগরিকের কী হওয়া উচিত এবং কী হওয়া উচিত নয়, সেই মানদণ্ডের ওপর দৃষ্টি রেখে এখন ৭৭১এ
আইনকানুনকে প্রশংসা করো এবং দোষারোপ করো; দোষারোপ করো সেইসব আইনকে যাদের ক্ষমতা নেই একজন নাগরিককে প্রকৃষ্টতর করার, কিন্তু আলিঙ্গন করো তাদের, যাদের সেই ক্ষমতা আছে; আনন্দের সাথে তাদের গ্রহণ করো, তাদের ছায়ায় জীবন কাটিয়ো; অন্যসব প্রতিষ্ঠান বর্ণনামতো ভাল বলে পরিচিতি হলেও, ভিন্ন হলেও, তাদের বিদায় জানিয়ে দিয়ো।"

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন

এবার চলুন, ধর্ম যাদের ভিত্তি, সেই শ্রেণীর আইনকানুনের পানে অগ্রসর হই। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে আমাদের আবারও পুরো সেই সংখ্যা – পাঁচ হাজার চল্লিশ

www.pathagar.com

এবং তার সাথে যুক্ত সামগ্রিক ভাগ এবং ট্রাইবের ক্ষেত্রে অতীতে অনুসৃত এবং
৭৭১বি ভবিষ্যতে অনুসরণীয় অসংখ্য সুবিধাজনক ভাগ বিবেচনা করা উচিত; পূর্বেই প্রতিটি ট্রাইবকে সমগ্রের এক দ্বাদশাংশ হিসেবে গঠন করা হয়েছিল এবং যার প্রতিটি অংশ ছিল ঠিক বিশ গুণ একুশ। পুরো এই সংখ্যাটি যে কেবল বারো দ্বারা ভাজ্য তা-ই নয়, প্রতি ট্রাইবে যে-সংখ্যা রয়েছে, তা-ও বারো দ্বারা ভাজ্য। আমাদেরকে সামগ্রিকভাবে এর প্রতিটি অংশকে গণ্য করতে হবে বারো মাস এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট দেবতার দান হিসেবে। প্রতিটি নগরীরই প্রকৃতিদত্ত একটি নিয়ন্ত্রক ও পবিত্র নীতি আছে, কিন্তু, কোনও কোনও নগরীতে সেই বিভাগ ও উপবিভাগ অন্য নগরীর চাইতে অধিকতর
৭৭১সি সঠিক হিসেবে, অধিকতর পবিত্র ও ভাগ্যবান বলে, প্রতিভাত হয়েছে। আমাদের মতে, পাঁচ হাজার চল্লিশ সংখ্যাটিকে নির্বাচন করার চাইতে সঠিক কিছুই হতে পারে না – এটিই একমাত্র ব্যতিক্রমী সংখ্যা, যা এগার বাদে এক থেকে বারো পর্যন্ত সকল সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য; আর সামান্য সংশোধন এনেই তার সমাধান করা চলে: এর একটি পথ হলো দুটি খানাকে বাদ রাখা – তাতেই এর বিভাগ আবার পূর্ণ সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায়।[৬] বিষয়টি কেমন তা ব্যাখ্যা করতে দীর্ঘ সময় লাগবে না – একটু অবসর পেলেই তা তুলে ধরা যাবে।
৭৭১ডি কিন্তু উপস্থিতমতো আমরা না হয় হালের আপ্তোক্তর এবং যুক্তিকে আস্থায় নেই, আর সেই বিভাগ সম্পন্ন করতে অগ্রসর হই; প্রত্যেকেটি অংশকে কোনও না কোনও দেবতা বা দেবপুত্রকে বরাদ্দ করে তাদের পূজার বেদী এবং পবিত্র ধর্মকৃত্য প্রদান করি আর সেই বেদীতে এক মাসে দু'টি করে বলিদানের মিছিলের ব্যবস্থা করি – ট্রাইবের অভ্যন্তরীণ বিভক্তি অনুযায়ী বারোটি মিছিল এবং নগরীর বারোটি অংশের জন্য মিছিল। এটি প্রথমত আমাদের সম্পন্ন করা উচিত দেবতাকুল এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্রকে প্রীত করার জন্য এবং দ্বিতীয়ত – আমরা বলছি – একজনের সাথে অন্যজনের আত্মীয়তার খাতিরে এবং সব ধরনের মেলামেশার জন্য।

বিবাহ: সঙ্গী নির্বাচন (১)

৭৭১ই বাস্তবিকপক্ষেই, যেসব পরিবারে মানুষজন বিয়েশাদি করবে এবং যাদের কাছে বিয়ে দেবে, সেইসব পরিবারের মানুষজনের সাথে তাদের চেনাজানা হওয়া জরুরি। এসব কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সর্বশক্তি দিয়ে একজন মানুষের সম্ভাব্য সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত, যাতে কোনও ভুলভ্রান্তি সংঘটিত হওয়াকে প্রতিহত করা যায়। এ-ধরনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নাটক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ছেলেমেয়েদের
৭৭২এ কোরাস নাচ; সেই নাচে যথোপযুক্ত অছিলায় যথার্থ বয়সের একজন আরেকজনকে শালীনতার নিয়মকানুনের মধ্যে নগ্ন অবস্থায় দেখার সুযোগ পাবে। এসব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক হওয়া উচিত সেইসব লোকের,

www.pathagar.com

যারা কোরাসদের ওপর আধিপত্য করেন এবং তাদের জন্য আইন প্রদান করেন; আইনের অভিভাবকদের সাথে মিলে তাঁরা সেইসব ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করবেন, যা আমরা বাদ দিয়ে গেছি।

আইনকানুনের পরিবর্তন সাধন

কারণ – আমরা যেমনটি বলেছি – এই ব্যাপারটি অবিসংবাদিত যে, এসব
বিষয়ে আইনদাতা অসংখ্য ছোটখাট ও খুঁটিনাটি বিষয় বাদ দিয়ে যাবেন; ৭৭২বি
সাংবাৎসরিক অনুশীলন থেকে শিক্ষালাভ করে যারা অব্যাহতভাবে এসব বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকেন, তাদেরকেই শুদ্ধকরণমূলক পরিবর্তন সম্পাদন করতে হবে – যতক্ষণ না এ ধরনের প্রথা এবং অনুশীলনের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক কোনও সংজ্ঞায় উপনীত হওয়া যায়। এ কৃত্যটির প্রতি এবং সকল মাত্রায় অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য দশ বছরব্যাপী বলিদান এবং নৃত্য
পরিমিত ও যথেষ্ট সময় বলে বিবেচিত হবে। আইনদাতা যদি তখনও বেঁচে ৭৭২সি
থাকেন, তাঁরা তাঁর সাথে যোগাযোগ করবেন, কিন্তু যদি মৃত্যুবরণ করে থাকেন, তবে ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রতিজন তাঁদের আওতাধীন অধিক্ষেত্রে যেসব বিষয় *ঠিকঠাক* করা দরকার, তা আইনের অভিভাবকদের গোচরীভূত করবেন এবং যতক্ষণ না তা নিখুঁত হয়ে ওঠে, ততক্ষণ তার প্রতিটি মাত্রা সংশোধন করতে থাকবেন; আর তার পর থেকে সেই প্রথাকে অপরিবর্তনীয় করে তোলা হবে এবং প্রথমে আইনদাতা তাদের জন্য যে-আইন প্রণয়ন করেছেন, সেই আইনের সাথে তা প্রতিপালন করা হবে। তাঁরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কখনও
আর একটি আইনও বদলাবেন না। কিন্তু তাঁদের কাছে যদি খুবই জরুরি ৭৭২ডি
প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়, তাহলে তাঁদেরকে অবশ্যই ম্যাজিস্টেটদের সাথে, পুরো জনগোষ্ঠী ও দেবতাদের *অরাকলদের* সাথে আলোচনা করতে হবে। তাঁরা সবাই যদি সহমত পোষণ করেন, তখনই কেবল তাঁরা সেই আইনে পরিবর্তন সাধন করতে পারবেন, কিন্তু, তারা যদি একমত না হন, তাহলে কোনওভাবে কোনওমতেই তারা তা করতে পারবেন না। আর যদি কারও পক্ষ থেকে কোনও বিরোধিতা করা হয়, তখন আইন তেমনই হবে, যা সর্বদা কার্যকর ছিল।

বিবাহের আইন

সুতরাং, কেউ যখন পঁচিশ বছর বয়স অতিক্রম করবে, অন্যদের দর্শন করবে এবং অন্যদের দ্বারা দৃষ্ট হবে এবং এমন বিশ্বাস করবে যে, সে এমন একজনকে খুঁজে পেয়েছে যাকে তার ভালো লাগে, যার সাথে সে একত্রে সন্তানের জন্মদান
করতে ইচ্ছুক, তখন সে বিবাহ করতে পারবে। প্রত্যেককেই এ-কাজটি সমাপ্ত ৭৭২ই

www.pathagar.com

করতে হবে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে। কিন্তু তার আগে সে একটি বয়ান শুনে নিক – তার জন্য কী যথাযোগ্য এবং সাঙ্গস্যপূর্ণ। কারণ, ক্লেইনিয়াস যেমনটি বলেন, প্রত্যেক আইনেরই একটি প্রস্তাবনা থাকা উচিত।

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, যাকে মনে হয় আলোচনার একটি সুযোগ্য এবং সুবিধেজনক সময়, তা নির্বাচন করে আপনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিষয়টি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

বিবাহ সম্পর্কিত আইনের অবতরণিকা: সঙ্গী নির্বাচন (২)

অ্যাথেনীয়: বেড়ে বলেছেন। "বাছা হে", (যারা উত্তম পিতামাতার ঘরে জন্মেছে
৭৭৩এ তাদের না হয় আমরা এ নামেই ডাকলাম) "বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যার সুনাম করেন এমন ধরনের বিবাহই করা উচিত তোমার – তাঁরা দরিদ্র পিতামাতার কোনও সন্তানকে এড়িয়ে যেতে তোমাকে পরামর্শ দেবেন না, এমনকি ধনী পিতামাতার কোনও সন্তানকে বিশেষভাবে বিবাহের চেষ্টা করতেও বলবেন না; তবে অন্য সকল জিনিস সমান সমান হলে তারা তোমাকে পরামর্শ দেবেন অপেক্ষাকৃত নিম্নতর অবস্থানে অবস্থিত সম্ভাব্য সঙ্গীদের সম্মানকে সর্বদা অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য। কারণ, তা নগরীকে এবং যেসব পরিবার একত্র-বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে, তাদের সকলকে উপকৃত করবে; যারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে তাদের উভয়েই যদি চূড়ান্তভাবে একই চরিত্রের হয়, তাহলে সদ্গুণের ক্ষেত্রে তার চাইতে হাজার গুণ ভালো হয়ে দেখা দেয় সেই জুটি যারা একে অপরের
৭৭৩বি পরিপূরক; তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করে। যে-লোক জানে যে, সে নিজে সকল কাজে অত্যন্ত অস্থির এবং ব্যস্তমতি, তার উচিত সুশৃঙ্খল পিতামাতার পরিবারের সাথে বিবাহ সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়ার ব্যাকুল হওয়া আর যাদের সহজাত প্রকৃতি এর বিপরীতধর্মী, তাদের উচিত এর বিপরীত ধরনের শ্বশুর-শাশুড়ির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত হওয়া। বিবাহের ব্যাপারে সাধারণভাবে একটিই কিংবদন্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। প্রতিটি বিবাহের ক্ষেত্রে আবিশ্যিকভাবে একজন মানুষের যা আকাঙ্ক্ষা করতে হবে তা হলো এমন: এটি তার সবচেয়ে আনন্দদায়ক জিনিস নয়, বরং, নগরীর জন্য তা সবচেয়ে কল্যাণকর। প্রকৃতির নিয়ম এমন যে, প্রত্যেকেই তার সমধর্মী জিনিসের প্রতি অধিকহারে আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা দেখায় এবং সে-কারণেই
৭৭৩সি একটি নগরী সামগ্রিকভাবে সম্পত্তি ও চরিত্র-লক্ষণের দিক থেকে অসম হয়ে উঠে। এর পরিণাম যা দাঁড়ায় তা নিজেদের জন্য আমরা পরিহার করতে চাই – অধিকাংশ নগরীতে এর পসার ঘটছে।"

কিন্তু আইনে যদি সরাসরি এমন সংস্থান রাখা হয় যে, কেবল ধনী পরিবারের লোকরাই ধনী পরিবারে, ক্ষমতাশালী পরিবারের লোকেরা ক্ষমতাশালী পরিবারে বিয়ে করবে না, অধিকন্তু শ্লথ প্রকৃতির লোকেরা অধিকতর দ্রুত প্রকৃতির মানুষকে এবং দ্রুত প্রকৃতির মানুষেরা শ্লথ প্রকৃতির

www.pathagar.com

মানুষকে বিয়ে করতে বাধ্য, তাহলে তা যেমন অনেক লোকের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারে, তেমনই সমভাবে তা অনেকের হাসিরও কারণ হয়ে উঠতে পারে। কারণ, একটি নগরীর যে সুরাপায়ীর পেয়ালার মতো সুমিশ্রিত হওয়া উচিত তা সহজে অনুধাবিত হয় না: মদিরাকে যখন কাপে ঢালা হয় তখন তা থাকে উত্তপ্ত এবং অগ্নিগর্ভ, কিন্তু শান্ত দেবতা যখন তাকে শাসন করেন, তখন
তার জোটে ভালো এক সঙ্গী এবং তা হয়ে উঠে সংযত পানীয়। বলা চলে, ৭৭৩ডি
তৎসত্ত্বেও কেউ যথার্থভাবে দেখতে পায় না, পরস্পর মিশ্রণে জন্ম-নেওয়া সন্তানের ক্ষেত্রেও একই ফলাফল ঘটে। এজন্যই এসব জিনিসকে আইনের বাইরে রাখা প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়; তার বদলে বরং মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত ব্যবহার করে তাদের উদ্বুদ্ধ করা উচিত, যাতে তারা সর্বদা অতৃপ্ত বিবাহের সমতার বদলে বরং তাঁদের সন্তানদের সমতার প্রতি অধিকতর মূল্য প্রদান
করেন। যারা বিবাহের মাধ্যেমে অর্থলাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল, তাদেরকে ৭৭৩ই
তার প্রতি বিরাগ করে তোলার জন্য তীব্র ভাষায় দোষারোপ করা উচিত; কিন্তু একাজে কোনওক্রমেই লিখিত আইনের মাধ্যমে শক্তি প্রয়োগ করা উচিত নয়।

বিবাহের ব্যর্থতা

সুতরাং, বিবাহকে উৎসাহিত করার জন্য কিছুক্ষণ আগে যা বলা হয়েছিল – একজন মানুষের আকড়ে থাকা উচিত অমরত্ব এবং তাঁর উচিত চিরকাল
দেবতার দাস হওয়ার জন্য পেছনে সন্তানের সন্তান রেখে যাওয়া – তার ৭৭৪এ
অতিরিক্ত তাঁকে এসব জিনিস বলা হোক। বিবাহের দায়িত্ব-কর্তব্যের সত্যিকার মুখবন্ধ হিসেবে এসব জিনিস ছাড়াও আরও অনেক কিছুই বলা যেতে পারে।

XI. **কিন্তু এসব সত্ত্বেও কেউ যদি স্বেচ্ছায় তা অমান্য করে, সহবাসী নাগরিকদের কাছে অসামাজিক এবং বহিরাগত মানুষ হিসেবে থাকে আর পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহত থেকে যায়, তবে সে বাৎসরিক হারে একটি জরিমানা প্রদান করবে; যে সর্বোচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, সে জরিমানা দেবে একশত দ্রাখমা আর যে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সে জরিমানা দেবে পঁচাত্তর দ্রাখমা; তৃতীয়
শ্রেণীভুক্ত লোক দেবে ষাট দ্রাখমা আর চতুর্থ শ্রেণী ত্রিশ দ্রাখমা। এই অর্থ যেন** ৭৭৪বি
হেরার[৭] কাছে পবিত্র হয়ে উঠে। যে-ব্যক্তি বাৎসরিক অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হবে, তাকে দশগুণ জরিমানা করা হবে / দেবীর কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব থাকবে সেই জরিমানা সংগ্রহ করা। XII. **তিনি যদি নিজে সেই কাজে ব্যর্থ হন, তবে তা পরিশোধের দায় বর্তাবে তাঁর নিজের ওপর; নিরীক্ষার সময় প্রত্যেককে অবশ্যই এই অর্থের হিসাব দিতে হবে।** XIII. **যে বিবাহ করতে অস্বীকার করবে, তাকে এভাবেই আর্থিক দিক থেকে শাস্তি দেওয়া হোক; আর তাছাড়া বয়োকনিষ্ঠরা বয়োজ্যেষ্ঠদের যে-ধরনের সম্মান প্রদর্শন করে থাকে, তার সবকিছু থেকে তাকে বঞ্চিত করা হোক; কোনও যুবক যেন স্বেচ্ছায় তাকে মান্য না করে; আর সে যদি কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য হাত তোলে, তবে যেন সবাই** অন্যায়ভাবে আচরিত

www.pathagar.com

৭৭৪সি **লোকের সাহায্যে এগিয়ে আসে; XIV. পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা কোনও মানুষ যদি তার সাহায্যে এগিয়ে না আসে, তাহলে আইন যেন তাকে কাপুরুষ এবং সেইসাথে মন্দ নাগরিক হিসেবে অভিহিত করে।**

যৌতুক

যৌতুকের বিষয়টি ইতোমধ্যেই আলোচিত হয়েছে, কিন্তু এ-কথাটি পুনরায় বলা যাক যে, কোনও গরীব লোক অর্থের অভাবে কেন দার পরিগ্রহ করবে না, অথবা, কন্যার বিবাহ না দিয়ে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হবে, তার কোনওই ওজর থাকতে পারবে না। কারণ, এই নগরীতে প্রত্যেক মানুষই তার
৭৭৪ডি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অধিকারী হবে, এমনই দস্তুর। স্ত্রীগণ উদ্ধত হবে, স্বামীগণ সম্পত্তির কারণে নিচুমনা আর দাসভাবাপন্ন হবে – তার সম্ভাবনাও থাকবে কম। এই আইন যে মান্য করবে, সে মহৎ কর্ম করবে।

XV. **কিন্তু যে এই আইন অমান্য করবে, সে যদি সর্বনিম্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয় আর পঞ্চাশ দ্রাখমার অধিক মূল্যের বিয়ের সাজপোশাকের অর্থ গ্রহণ বা প্রদান করে, অথবা, সে যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত হয় এবং এক মিনা, বা দেড় মিনা দেয় বা নেয়, অথবা, সর্বোচ্চ শ্রেণিভুক্ত হয় এবং দুই মিনা প্রদান বা গ্রহণ করে, তাহলে অতিরিক্ত যে-অর্থ সে ব্যয় করবে, তার সমপরিমাণ অর্থ তাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করতে হবে; আর যে-অর্থ দেওয়া হবে, অথবা, গ্রহণ করা হবে, তা**
৭৭৪ই **হেরা ও জিউসের নামে উৎসর্গ করা হবে। যারা বিয়েশাদী করবে না, তাদের ক্ষেত্রে যেমন বলা হয়েছে – হেরার কোষাধ্যক্ষগণ সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবেন।** XVI. **কেউ যদি বিয়ে করতে ব্যর্থ হয়, তবে সে যেমন তার নিজের অর্থ-সম্পত্তি থেকে জরিমানা প্রদান করবে, ঠিক তেমনই এ-ক্ষেত্রেও এই দু'জন দেব-দেবীর কোষাধ্যক্ষগণ সকল ব্যবস্থাপনার ভার নেবেন।**

বিবাহার্থ বাগ্‌দানের প্রথম অধিকার পিতার, দ্বিতীয় অধিকার পিতামহের আর তৃতীয় অধিকার একই পিতার ঔরসে জন্ম-নেওয়া ভ্রাতৃবৃন্দের; কিন্তু তাদের কেউ যদি জীবিত না থাকে, তাহলে সেই অধিকার বর্তাবে মায়ের পক্ষের একই পরম্পরার আত্মীয়-স্বজনের ওপর। অস্বাভাবিক কোনও দৈব দুর্বিপাক ঘটলে সেই কর্তৃত্ব বর্তাবে অভিভাবক সমন্বয়ে প্রতি ক্ষেত্রের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের ওপর।

বিবাহ-প্রারম্ভিক কোনও আচার-অনুষ্ঠান, অথবা, বিবাহের পূর্বে, অথবা, তা সংঘটনের সময় এবং বিবাহ-পরবর্তীতে, এ ধরনের কোনও পবিত্র ক্রিয়াকাণ্ড
৭৭৫এ যদি সংঘটন ও উদ্‌যাপন করতে হয়, তাহলে যে-কোনও ব্যক্তিকে ব্যাখ্যাকারের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং তিনি যা বলবেন, তা মান্য করতে হবে; প্রত্যেকেই যেন এমন বিশ্বাস করেন যে, তিনি সংযত উপায়ে সকল কর্ম সম্পাদন করেছেন।

www.pathagar.com

বিবাহের ভোজ

বিয়ের উৎসবের ক্ষেত্রে বলতে হয় যে, প্রতি পক্ষ যেন অনধিক পাঁচ জন করে পুরুষ এবং পাঁচ জন করে মহিলা বন্ধু আমন্ত্রণ করেন; প্রতি পরিবার এবং খানা থেকে যেন সমসংখ্যক লোককে দাওয়াত করা হয়। কোনও মানুষের সহায়-সম্বলের সাধ্যে যতদূর কুলায় তার বেশি খরচ করা উচিত নয় – সবচেয়ে বেশি সম্পদশালীদের ক্ষেত্রে তা হবে এক মিনা, এর পরবর্তী শ্রেণীর ক্ষেত্রে তার
অর্ধেক; সম্পদের পরিমাণ যত কম হবে হারাহারিভাবে তা হবে স্বল্পতর। যে- ৭৭৫বি
আইনের প্রতি আজ্ঞানুবর্তী, তাকে সবার প্রশংসা করা উচিত। XVII. **যে তার প্রতি অবাধ্য, আইনের অভিভাবকদের এই হিসেবে তাকে শাস্তি প্রদান উচিত যে, যা কিছু সুন্দর তার ব্যাপারে তার রুচির অভাব আছে এবং বিবাহের মিউজের আইনের[৮] ব্যাপারে তার কোনও শিক্ষাদীক্ষা নেই।**

সঠিক গর্ভধারণ (১)

মাতলামির পর্যায়ে উপনীত-হওয়া সুরাপান সর্বদাই অসমীচীন; যে-দেবতা সুরা দান করেছেন, তাঁর উৎসব ব্যতীত এতে সম্ভবত কারও কোনও উপকারেও লাগে না; সর্বোপরি কেউ যখন বিবাহের ক্রিয়াকাণ্ডে নিয়োজিত থাকবেন তখন তাঁর জন্য এ ধরনের আচরণ নিরাপদও নয়। এ ধরনের
সংকটের সময় বর ও কনে উভয়কেই দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে – ৭৭৫সি
তাঁদেরকে এ-ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে যেন তাঁদের সন্তান নিরাপদে থাকে, নিশ্চিত করতে হবে যেন এটি এমন পিতামাতার ঔরস ও গর্ভে জন্ম নেয় যারা সকল সময়ে যতদূর সম্ভব প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকে। কারণ, সঠিকভাবে বলা কঠিন দেবতার সাহায্যে কোন্ দিবস বা রজনীতে সন্তান গর্ভলাভ করবে। অধিকন্তু, সন্তানদের দেহ এমনভাবে গঠিত হওয়া উচিত নয় যা মদ্যাসক্তিতে জারিত। যা-কিছু মায়ের গর্ভে বেড়ে উঠবে, তার হওয়া উচিত সুবিন্যস্ত, সুপ্রযুক্ত এবং শান্ত, কিন্তু যে সুরাপানে অভ্যস্ত থাকে, সে দেহ ও আত্মার ক্ষিপ্ততায় উন্মত্ত হয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করে, বিক্ষিপ্তভাবে পরিচালিতও হয়; ফলে, একজন মাতাল ব্যক্তি হলো আনাড়ি এবং মন্দ বীজ-বপনকারী, আর সে এমন সময়ে সন্তানের গর্ভসৃষ্টি করবে,
যখন সে থাকবে মানসিক ভারসাম্যহীন এবং বিশ্বাসের অযোগ্য; চরিত্র বা ৭৭৫ডি
দেহের দিক থেকে সে তখন কোনওক্রমেই সোজাপথে হাঁটবে না। সেজন্যই একজন মানুষের সারা বছর ধরে এবং সারা জীবনব্যাপী, এবং বিশেষত যখন তিনি সন্তানের গর্ভদান করছেন, তখন, প্রচেষ্টা চালানো উচিত বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া এবং এমন কাজ পরিহার করা, যা স্বেচ্ছায় কোনও অসুস্থতা ডেকে আনে অথবা ঔদ্ধত্য বা অন্যায়কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। অন্যথায়, অপরিহার্যতই তা ভ্রূণের আত্মা ও দেহের মধ্যে সেইসব প্রভাবের ছাপ মুদ্রিত করে দেবে আর এমন সন্তানের সৃষ্টি করবে, যা নিকৃষ্ট। বিশেষত, বিবাহের
দিবস ও রাত্রিতে এমন কর্ম থেকে একজন মানুষের বিরত থাকা উচিত। ৭৭৫ই

কারণ প্রারম্ভ, যা মানুষের মধ্যে দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, তাকে যারা কাজে লাগায়, তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে যদি সে যথার্থ সম্মান লাভ করে, তবে সে সকল কিছুর রক্ষকও হয়ে উঠে।

নববিবাহিতদের জীবন

যে বিয়ে করবে তাকে আরও বিবেচনা করতে হবে যে, যে-দুটি গৃহকে তার
৭৭৬এ জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো বাচ্চাদের বাসা এবং নার্সারি। পিতা এবং মাতাকে ছেড়ে গিয়ে সেখানেই তার বিবাহ সম্পন্ন করতে হবে, নিজের জন্য ঘর বাধতে হবে, নিজের সন্তান-সন্ততিকে বড় করতে হবে। কারণ, বন্ধুত্বের মধ্যে আবিশ্যিকভাবে চরিত্রগত ভিন্নতা থাকবে – তাদের জোড়া লাগাতে এবং এক বন্ধনে আবদ্ধ করতে কিছু মাত্রার হলেও কামনা-বাসনা থাকতে হবে; কিন্তু সময়ের দীর্ঘ পরিসরে যেখানে কামনার তীব্রতা থাকে না, সেখানে অত্যধিক সঙ্গম সন্তুষ্টির অনুভূতি না দিয়ে অনর্থক বন্ধুত্বের অবসান ঘটায়; সেক্ষেত্রে একজন মানুষ ও তার স্ত্রী তার এবং তার স্ত্রীর পিতা ও মাতা এবং নিজের আবাসস্থল ত্যাগ করে উপনিবেশে গমন করবে এবং সেখানে বাস করবে; সেই স্থান থেকেই তারা তাদের পিতামাতার দর্শনে
৭৭৬বি আসবে, তাদের পিতামাতাও তাদেরকে সেখানেই দেখতে যাবে; সেখানেই তারা সন্তানসন্ততির জন্ম দেবে, তাদের বড় করবে; এভাবেই তারা অনন্তকাল আইন অনুসরণ করে দেবতাদের পূজা করবে এবং তার মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে জীবনের আলোকবর্তিকা হস্তান্তর করবে ।

ক্রীতদাসত্বের সমস্যা

এরপর আসে সম্পত্তির প্রশ্ন: যদি একজন মানুষের সম্বল সবেচয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়, তবে তাকে কতটুকু সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে? অনেক জিনিস আছে যা অনুধাবন করা অথবা অধিকার করা খুব বেশি একটা
৭৭৬সি কঠিন ব্যাপার নয়; কিন্তু ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে ঘটবে মহাবিপত্তি। এর কারণ হলো, আমরা তাদের সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলি যা কোনও কোনও পরিপ্রেক্ষিতে বেঠিক, আবার কোনও কোনও দৃষ্টিকোণে তা ঠিকও বটে। ক্রীতদাসদের ব্যাপারে আমরা যেসব কথাবার্তা বলি তাতে কখনও কখনও স্ববিরোধিতা থাকে; আর অন্য সময় এমন ঘটে যে, আমরা যেভাবে তাদের ব্যবহার করি তা আমাদের কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

মেগিল্লাস: আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, আবার একটুখানি খোলাশা করে বলুন তো? আপনি এখন কী নির্দেশ করছেন, তা আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ মেগিল্লাস, আমি **আপনার** কথায় আশ্চর্যান্বিত হইনি। সমগ্র গ্রিসের মধ্যে লাসাদাইমোনিয়ার *হেলত-ব্যবস্থা*[৯] সবচেয়ে বেশি ধাঁধা ও বিরোধের জন্ম দিয়েছে – কেউ কেউ দাবি করেন যে, এই পদ্ধতি ভাল, আবার কেউ কেউ বলেন, তা মোটেই ভালো নয়। তবে যারা মারিয়ান্দিনয়ীদের পরাভূত করেছে ৭৭৬ডি
সেই হেরাক্লীয়দের মধ্যে এবং থেস্সালীয়দের[১০] মধ্যে বিদ্যমান দাসত্বপ্রথা নিয়ে বিতর্ক খুবই কম। কিন্তু এসব বিষয়, এ-ধরনের সকল পদ্ধতি বিবেচনা করে গ্রহভৃত্যের মালিকানা নিয়ে আমাদের কী করা উচিত? আমি প্রসঙ্গক্রমে একটি মন্তব্য করেছি, যা নিয়ে আপনার দিকে থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছে – আমি তা দিয়ে কী বুঝাতে চাচ্ছি। তা এমনঃ আমরা সবাই জানি প্রত্যেকেই এ-ব্যাপারে একমত হবেন যে, আমাদের এমন ক্রীতদাসের মালিকানা লাভ করা উচিত, যারা সবচেয়ে উত্তম আর সচ্চরিত্রের অধিকারী। অনেক লোকই আছেন যারা ক্রীতদাস হিসেবে এমন অনেককে লাভ করেছেন যারা তাদের ভাই-বেরাদর বা পুত্রদের চাইতে উত্তম; বহুবার তারা তাদের ৭৭৬ই
মালিকের জীবন ও সম্পত্তি এবং পুরো বাড়িঘর রক্ষা করেছে – ক্রীতদাসদের সম্পর্কে এ-ধরনের কাহিনী সম্ভবত সবারই জানা।

ক্রেইনিয়াসঃ নিঃসন্দেহে।

অ্যাথেনীয়ঃ কিন্তু আমরা কি এ-কথাও বলতে পারি না যে, একজন ক্রীতদাসের আত্মা পুরোপুরি দূষিত এবং কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কোনও মানুষেরই উচিত নয় তাকে বিশ্বাস করা? বাস্তবিকপক্ষে আমাদের সবচেয়ে জ্ঞানী কবি[১১] জিউসের ৭৭৭এ
কথা বলতে গিয়ে বলেছেনঃ

> যাকে পরাভূত করে দাসত্বের দিন – সেই মানুষের কাছ থেকে
> অর্ধেক বোধবুদ্ধি হরণ করেন দূরদৃষ্টিধারী জিউস...।

প্রত্যেকেই এই দুই ধরনের ভাবনার মধ্য একটিকে বেছে নেয়। কেউ কেউ এমন সিদ্ধান্ত নেন যে, যারা গৃহভৃত্যের দলে অন্তর্ভুক্ত তাদের কাউকে তিনি বিশ্বাস করবেন না; তাদের সাথে এমন আচরণ করেন যেন তাদের প্রকৃতি হলো বন্য পশুর; দেবতার ভয় দেখিয়ে এবং চাবুক মেরে তাদের শায়েস্তা করেন আর তাদের আত্মাকে পূর্বে যতটা না দাসসুলভ ছিল তার চাইতে তিনগুণ, অথবা, বলা চলে বহুগুণ, দাসসুলভ করে তোলেন; আর অন্যেরা ঠিক তার বিপরীত কাজ করেন।

মেগিল্লাসঃ নিঃসন্দেহে তা-ই।

ক্রেইনিয়াসঃ আগন্তুকবর, সেক্ষেত্রে – এই ভিন্ন ভিন্ন নীতির প্রেক্ষাপটে, আমাদের ৭৭৭বি
নিজদেশে ক্রীতদাসদের আধিকারিত্ব ও শাস্তির ব্যাপারে আমাদের কী করা উচিত?

অ্যাথেনীয়ঃ কী আর করা ক্রেইনিয়াস? এ-কথা তো নিশ্চিত করেই বলা যায়, মানুষ-প্রাণীর মালিকানা খুবই কঠিন এক মালিকানা; কারণ, এই প্রাণীটি একগুঁয়ে ধরনের আর কেউ যদি ক্রীতদাস, স্বাধীন মানুষ আর প্রভুর মধ্যে পার্থক্যের

www.pathagar.com

সূচনা করার উদ্যোগ নেয়, তখন সে কিছুতেই ঘাড় নোয়াতে চায় না, সহজে
৭৭৭সি নোয়ায়ও না। বহু মন্দ ফলাফলের মাধ্যমে প্রায়শই তা প্রকাশ পেয়েছে – মাসিনীয়দের নিয়মিত ও ঘন ঘন বিদ্রোহের মাধ্যমে, একই ভাষায় কথা বলে এমন বহু গ্রহভৃত্যের অধিকারী নগরীর মাধ্যমে আর ইতালির চারিপাশে ডাকাতি ও তথাকথিত *পেরেদোনইদের* (ডাকাত)[১২] হাতে দুর্ভোগ পোহানোর মাধ্যেমে। সব কিছু দেখে, এ ধরনের জিনিস নিয়ে কী করা যাবে তা ভেবে যে-কেউ হতবুদ্ধিতে পড়বে। এর কেবল দুটিই প্রতিবিধান আছে: যারা একদেশবাসী
৭৭৭ডি ক্রীতদাস নয় আর যাদের একজনের মুখের ভাষা অন্যের ভাষা হতে ভিন্ন, তারাই অধিকতর সহজে দাসত্ব বরণ করে নেবে। দ্বিতীয়ত, ক্রীতদাসদের যথাযথ সম্মান দিয়ে সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত করা উচিত – তা কেবল তাদের খাতিরে নয়, আরও বেশি করে আমাদের নিজেদের সম্মানের খাতিরে। ক্রীতদাসদের প্রতি ন্যায্যতা প্রদর্শন হলো তাদের প্রতি সঠিক আচরণ, আর যদি সম্ভব হয়, আমাদের সমমর্যাদার লোকের প্রতি আমরা যে ন্যায়পরায়ণ কাজ করি, তার চাইতে অধিকতর ন্যায়পরায়ণ কাজ করা। কারণ, যে-মানুষের সাথে একজন মানুষ সহজেই অন্যায় করতে সক্ষম কিন্তু তৎসত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকেন, তখনই তিনি স্পষ্টত তুলে ধরেন যে, কৃত্রিমভাবে নয়, বরং, সহজাতভাবেই তিনি আইনকে শ্রদ্ধা করেন এবং আদতেই অন্যায়-অবিচারকে
৭৭৭ই ঘৃণা করেন,; আর যে-ব্যক্তি তার ক্রীতদাসের প্রকৃতি এবং ক্রিয়াকর্ম নিয়ে অধার্মিকতা আর অন্যায় দ্বারা কলুষিত নন, তিনি তাদের মধ্যে সদ্‌গুণের বীজ বপন করেন। এই একই কথা প্রত্যেক প্রভু এবং স্বৈরাচারী সম্পর্কে আর নিজের চাইতে দুর্বল কারও ওপর যিনি কোনও ধরনের নিরঙ্কুশ (স্বেচ্ছাচারী) শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, তার সম্পর্কে, বলা যেতে পারে এবং যথার্থই বলা যেতে পারে ক্রীতদাসদের অবশ্যই প্রাপ্য শাস্তি দেওয়া উচিত; স্বাধীন মানুষদের যেমন করে ভর্ৎসনা করা হয়, তেমন করে তাদেরকে হুঁশিয়ার করার দরকার নেই; তাহলে তা কেবল তাদেরকে আত্মগর্বে গরীয়ান করে তুলবে। কোনও চাকরের সাথে কথা বলার সময় একজন মানুষের প্রায় সব সময়ই সরাসরি আদেশের সুরে কথা
৭৭৮এ বলা উচিত; কোনও গৃহভৃত্যের সাথে তার কখনও হাসি-মস্করা করা উচিত নয় – তা সে পুরুষ বা মহিলা যে-ই হোক না কেন; নির্বোধের মতো চারবাকরের সাথে এ ধরনের কাজকে যারা পছন্দ করেন, তারা, একদিকে যাদের ওপর তাঁরা প্রভুত্ব করেন, তাদের জীবনকে যেমন কঠিন করে তোলেন, তেমনি অন্যদিকে প্রভুত্বকারী নিজেদের জীবনও দুর্বিষহ করে তোলেন।

নগররাষ্ট্রের দালানকোঠা

ক্রেইনিয়াস: আপনি ঠিকই বলেছেন।

অ্যাথেনীয়: প্রতিটি নাগরিককে যেহেতু সম্ভবপর যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত গৃহভৃত্য প্রদান করা হয়েছে, যে-ভৃত্যরা তার করণীয় কাজে সাহায্য করতে সক্ষম, তাই এক্ষণে আমরা তাদের বাসস্থান বর্ণনা করার জন্য কাজে অগ্রসর হতে পারি।

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: চমৎকার কথা। ৭৭৮বি

অ্যাথেনীয়: এমন হওয়াই স্বাভাবিক যে, যে-নগরীটি নতুন এবং এখনও যাতে কারও বাস প্রতিষ্ঠা পায়নি, বলা চলে, সেখানে আবশ্যিকভাবেই মন্দিররাজি ও দেওয়ালসহ সবকিছুরই নির্মাণকাজ তদারকি করতে হবে। ক্লেইনিয়াস, এ-বিষয়টির আলোচনায় আসার কথা বিবাহের পূর্বেই; কিন্তু যেহেতু আমরা কেবল তাদের নিয়ে আলোচনা করছি, তাই এদের ক্রমের অদলবদলে কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়। আমাদের আইন প্রণয়নের পরিকল্পনা যদি
কখনও কার্যকর হয়, তখন দেবতার মর্জি হলে, বিবাহের পূর্বেই বাড়িঘর ৭৭৮সি
নির্মাণের বিষয় আসবে আর বিবাহের নিয়মকানুন আসবে তারপর; কিন্তু এখন আমরা কেবল সাধারণ রূপরেখায় এসব বিষয় তুলে ধরছি।

ক্লেইনিয়াস: ঠিক আছে।

অ্যাথেনীয়: মন্দির নির্মাণ করা উচিত বাজারের চারিপাশে; সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য নগরীর চরিদিকে চক্রাকারে উঁচু জায়গায় নির্মাণ করা উচিত তাদের। সেইসব মন্দিরের পাশে সংস্থান করতে হবে ম্যাজিস্ট্রেটদের দালান এবং আইনি আদালতের। এভাবেই সবচেয়ে পবিত্র ভূমিতে মামলা আমলে নেওয়া হবে এবং রায় দেওয়া হবে; তাতে কেবল মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট ধার্মিকতার প্রশ্নই প্রতিফলিত হবে না, অধিকন্তু এই ফ্যাক্টও প্রতিষ্ঠা পাবে যে, হর্ম্যসমূহ এ-ধরনের দেবতার অধিকারভুক্ত। একই
ভবনে সেইসব আদালত অধিষ্ঠান করা হবে, যাতে খুনের মামলার বিচার ৭৭৮ডি
করা হবে এবং সে-সব অভিযোগের বিচার করা যথোপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে, যা মৃত্যুদণ্ডার্হ।

অধিকন্তু মেগিল্লাস, আপনি যদি দেওয়ালের কথা তোলেন, তাহলে আমি বলব যে, আমি স্পার্টীয়দের সাথে একমত – দেওয়াল মাটিতেই ঘুমিয়ে থাক, তাদেরকে মাটির ওপরে উঁচু করার দরকার নেই। তার কারণগুলো এমন। তাদের সম্পর্কে মানুষজন চমৎকার একটি যুক্তির কথা গেয়ে বেড়ায়: তারা বলে যে, মাটির না হয়ে দেওয়াল হওয়া উচিত তামা আর লোহার তৈরি।[১৩]
অধিকন্তু, আমরা কতই না হাসির পাত্র হয়ে দেখা দেব, যখন আমরা প্রতিবছর ৭৭৮ই
গর্ত খোঁড়াখুড়ি এবং ট্রেঞ্চ তৈরির জন্য এবং শত্রুরা যেন কোনভাবেই আমাদের ভূখণ্ডে পা রাখতে না পারে এই ধারণা থেকে তাদের প্রতিরোধকল্পে, দুর্গকরণের জন্য যুবকদের গ্রামাঞ্চলে পাঠাব আর তারপরও আমাদের নিজদেরকে দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখব। প্রথমত, নগরীর স্বাস্থ্যের জন্য এটি কোনওক্রমেই সহায়ক নয়; অধিকন্তু, এর এমন প্রবণতা থাকবে, যা নগরবাসীদের মনে কিছু পরিমাণ হলেও মেয়েলিপনার জন্ম দেবে – কারণ, আক্রমণের মুখে শত্রুদের প্রতিরোধ করার চাইতে দৌড়ে প্রাকারের ভেতরে
চলে যাওয়ার আমন্ত্রণ থাকবে তাতে; তাদেরকে তা এমন ভাবনার দিকে ৭৭৯এ
অগ্রসর করবে যে, দিবস-রজনী সর্বক্ষণ সতর্ক পাহারার ওপর তাদের নিরাপত্তা নির্ভরশীল নয়, বরং, তারা যদি দেওয়াল ও ফটক দ্বারা সুরক্ষিত থাকে,

www.pathagar.com

তাহলেই তারা নিরাপদে ঘুমাতে সক্ষম হবে। সত্যিকার অর্থে, বিশ্রাম যে কঠোর শ্রমের ফসল হিসেবে আসে তারা তা না জেনে এমন ভাবনার শিকার হবে যে, শ্রম করার জন্য তাদের জন্ম হয়নি। আমার বিশ্বাস, আদত ঘটনা হলো: লজ্জাকর আয়েশ এবং স্পিরিটের দুর্বলতার ফলেই সহজাতভাবে পুনরাবির্ভাব ঘটে খাটুনির।

৭৭৯বি তবে মানুষের জন্য যদি দেওয়ালের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে গোড়াতেই ব্যক্তিগত বাড়ি নির্মাণ করে এমনভাবে নগরীকে গড়ে তোলা উচিত যাতে পুরো নগরীটি একটি দেওয়াল হয়ে দাঁড়ায় – রাস্তার দিকে মুখ করা সব বাড়ি যেন একই ধরনের হয় এবং সমান সমান থাকে, যাতে নগরীকে সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে তাঁদের। একটি বাড়ির বহির্দৃশ্য এমন হবে যেন তা দেখতে বিসদৃশ না লাগে, তা যেন পাহারা দেওয়া এবং নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে সবদিক থেকে হয় উন্নত।

মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী দালানকোঠাকে রক্ষা করা ও অব্যাহত রাখার দায়িত্ব থাকবে মূলত বাসিন্দাদের ওপর; কিন্তু কেউ যদি তা অবহেলা করে, তবে নগর-
৭৭৯সি নিয়ন্ত্রকদের কাজ হবে তার জন্য দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা করে তাদের রক্ষায় বাধ্য করা – এ-বিষয়টির তত্ত্বাবধান করার ক্ষেত্রে তা-ই হবে যথাযথ উদ্যোগ। তাদের আরও লক্ষ রাখতে হবে যেন নগরীর সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে; তাদেরকে এটিও নিশ্চিত করতে হবে যে, দালানকোঠা নির্মাণ এবং খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে কেউ যেন নগরীর মালিকানাধীন জায়গাজমি অবৈধভাবে দখলের উদ্যোগ না নেয়। এই একই কর্মকর্তাবৃন্দের লক্ষ রাখতে হবে যেন জিউসের কাছ থেকে যে-পানি নেমে আসে তার জন্য যেন উত্তম ধারার ব্যবস্থা থাকে; নগরী ও নগরীর বাইরে জলধারা প্রবাহিত হওয়া নিয়ে যে-সব নির্মাণকর্ম পরিচালিত হবে, তার তদারকি করতে হবে তাদের। এসব ব্যাপার আইনের
৭৭৯ডি অভিভাবকদের আমলে নিতে হবে এবং প্রয়োজন দেখা দিলে অতিরিক্ত আইনও প্রণয়ন করতে হবে; যে-কোনও পয়েন্টে আইনে কোনও ঘাটতি দেখা দিলে তা পূরণ করার ব্যবস্থাও নেবেন তাঁরা।

রমণীদেরও বাধ্যতামূলকভাবে গণভোজে অংশগ্রহণ করতে হবে

যাতায়াত ও ব্যবহার্য সেই দালানকোঠা, বাজারের বিপণিবিতান, জিমনেজিয়ামের দালান এবং সকল বিদ্যালয়গৃহের নির্মাণ যেহেতু প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, থিয়েটারও প্রস্তুত আছে দর্শককুলের জন্য, তাই এবার চলুন, বিবাহের অব্যবহিত পরে আইনদানের ক্রমে যা আসে, তার দিকে অগ্রসর হই।

ক্লেইনিয়াস: অবশ্যই।

৭৭৯ই **অ্যাথেনীয়:** ক্লেইনিয়াস, এবেলা ধরে নিলাম যে, বিয়েশাদি সম্পন্ন হয়েছে। তারপর সন্তান জন্ম নেওয়ার আগে এক বছরের কম নয়, এমন দীর্ঘ একটি

www.pathagar.com

সময় কেটে গেছে। যে-নগরীটি অন্য সকল নগরী থেকে অধিকতর উন্নত হবে তাতে এই সময়ে বর ও নববধূর কী ধরনের জীবন কাটানো উচিত – তা নির্ধারণ করা আমাদের জন্য কোনওক্রমেই সহজ কাজ হবে না। ইতোমধ্যেই অনেক বিপত্তি দেখা দিয়েছে, কিন্তু এটি হবে সবচেয়ে কঠিন জিনিস এবং অনেকের বিবেচনায় অনুপযোগী। কিন্তু ক্লেইনিয়াস, আমার কাছে যা সঠিক ও সত্য বলে মনে হচ্ছে, তা আমি পুরোপুরিভাবে বলতে বাধ্য।

ক্লেইনিয়াস: অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: কেউ যদি নগরীর জন্য আইন প্রণয়ন করতে চান এবং জনস্বার্থে ও ৭৮০এ
সবার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে পরিচালিত ক্রিয়াকাণ্ডে মানুষ কী ধরনের আচরণ করবে, তা সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চান, কিন্তু, একইসাথে এমনটি ধরে নেন যে, ব্যক্তিগত জিনিসের বেলা তাঁর কোনও মাত্রারই বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই এবং এমন মনে করেন যে, প্রত্যেক মানুষই তার ইচ্ছেমাফিক দৈনন্দিন জীবন যাপন করতে পারবে, সকল জিনিসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই, তখন আমি বলি, যিনি ব্যক্তিগত জীবনের নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া করেন এবং ধরে নেন যে, সর্বসাধারণের প্রযোজ্যক্ষেত্রে এবং নাগরিক জীবনে মানুষজন নিজেরাই আইনের সাথে খাপ খাইয়ে চলবে, তাহলে তিনি বিরাট ভুল করেন।

আমি এই মন্তব্য কেন করলাম? তা করলাম এ-কারণে: আমরা একথা
বলতে যাচ্ছি যে, আমাদের বরকে অবশ্যই গণভোজে অংশ নিতে হবে – ৭৮০বি
বিয়ের আগে অবস্থাটি যেমন ছিল তা থেকে এটি কোনওভাবেই ভিন্ন হবে না। শুরুতে যখন আপনাদের ভূখণ্ডে এটি প্রথম চালু করা হয়, তখন তা নিয়ে বিস্ময়ের অবধি ছিল না। মেগিল্লাস, ক্লেইনিয়াস; আমরা ধরে নিচ্ছি কোনও একটি যুদ্ধ বা একই ধরনের বিপদের ঘটনা এই আইন প্রণয়নের পেছনে কাজ করছিল; আর পাতলা বসতিপূর্ণ এলাকা এবং প্রচণ্ড চাপের সময় একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, মানুষজন যখন একবার তার স্বাদ পেয়েছিল এবং বাধ্য হয়ে গণভোজে অংশগ্রহণ করেছিল, তখন এই প্রথা মনে হয়, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখতে
সক্ষম হয়েছিল। এ ধরনের কোনও একটি উপায়ে সম্ভবত আপনাদের মধ্যে ৭৮০সি
গণভোজের প্রথা প্রচলিত হয়েছিল।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, এমনটি হওয়াই খুব স্বাভাবিক।

অ্যাথেনীয়: আমি বলেছি যে, প্রথমে এ ধরনের রীতি প্রতিষ্ঠার মধ্যে অভিনবত্ব ছিল, বিপদ ছিল, কিন্তু এখন আর সে-ধরনের অসুবিধা নেই আর তা নিয়ে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রেও তা কোনও বাধা হয়ে দেখা দেয় না। কিন্তু আরও একটি প্রতিষ্ঠান আছে, যা এটির স্বাভাবিক পরিণাম; আর এটি যদি চালু থাকত তবে তা হত একটি চমৎকার জিনিস, কিন্তু বর্তমানে তার অস্তিত্ব নেই। আর সে-কারণেই আইনদাতা সহজে এটিকে বর্ণনা করতে পারেন না, তার

www.pathagar.com

বাস্তাবয়নও করতে পারেন না; তিনি এমন অবস্থায় নিজেকে আবিষ্কার করেন
৭৮০ডি যাকে রঙ্গ করে এমন বলা হয় যে, তিনি উর্ণামার্জনী দিয়ে আগুনে পশম আচড়ান আর হাজারো এমনতরো নিষ্ফল কাজে ব্যস্ত থাকেন।

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, এ জিনিসটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আপনি এতটা দ্বিধা করছেন কেন; তার কারণ কী?

অ্যাথেনীয়: সময়ের নিষ্ফল অপচয়ে আর কাজ নেই – আপনাকে আমি সেকথা শোনাচ্ছি। নগরীতে শৃঙ্খলার ও আইনে অংশগ্রহণকারী সকল কিছুর আছে উত্তম ফল, আর অপরপক্ষে যার মধ্যে শৃঙ্খলা নেই, অথবা তার ঘাটতি আছে, তা সুশৃঙ্খল সবকিছুকে দুর্বল করে তোলে। যে-বিষয়টি এখন আলোচনাধীন তার ক্ষেত্রে এই নীতি সরাসরিভাবে প্রযোজ্য। ক্লেইনিয়াস, মেগিল্লাস,
৭৮০ই আপনাদের লোকজনের মধ্যে পুরুষদের গণভোজের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল সুন্দর এবং – আমি যেমনটি বলেছিলাম – ঐশী প্রয়োজনে, এবং একটি
৭৮১এ অভিনব উপায়ে; কিন্তু পুরোপুরি ভুল কারণে রমণীদের বিষয়টি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া থেকে বঞ্চিত থেকেছে; ফলে, তাদের জন্য গণভোজের ব্যবস্থা কখনও দিনের আলো দেখতে পায়নি। আমাদের মানবসমাজের সেই গোষ্ঠী, তথা, নারীকুল – যা প্রকৃতিগতভাবে তার দুর্বলতার কারণে অধিকতর গোপনীয়তাপ্রবণ এবং ধূর্ত – আইনপ্রণেতাদের দৃঢ়তার অভাবে ভুল করে বিশৃঙ্খলায় নিপতিত হয়ে রয়েছে। এই অবহেলার পরিণামে আপনাদের মধ্যকার অনেক জিনিস শিথিল হয়ে পড়েছে; যদি আইনের মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করা হত, তবে বর্তমান অবস্থার চাইতে তারা প্রকৃষ্টতর হত। কারণ, কেউ যখন নারীদের কর্মকাণ্ডের বিশৃঙ্খলার বিষয়টি উপেক্ষা
৭৮১বি করেন, তখন যেমন ধরে নেওয়া হয় যে, কেবল অর্ধেক অংশই যে বিশৃঙ্খলাক্রান্ত হয় তা-ই নয়; বাস্তবিকপক্ষে, সদ্‌গুণের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নারীপ্রকৃতি যে-মাত্রায় পুরুষদের থেকে নিকৃষ্ট, সেই মাত্রায়ই ক্ষতির কারণ হয়, যা দ্বিগুণেরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, এটিকে যদি সংশোধন করা হয় এবং ঠিক করা হয় এবং এমন আইন প্রণয়ন করা হয় যে, সকল সাধারণ রীতিনীতিতে পুরুষ ও নারীকুল সমভাবে অংশগ্রহণ করবে, তবে তা নগরীর সুখের জন্য অধিকতর মঙ্গলজনক হয়ে দেখা দেবে।

কিন্তু বর্তমানে, মানবগোষ্ঠীর দুর্দশাগ্রস্ততার পরিমাণ এমনই যে, যেখানে কখনও গণভোজের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই, সেখানে নতুনভাবে এই ব্যবস্থা চালু করার কথা বলতে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কোনও মানুষ সাহসই করবে না; রমণীদের
৭৮১সি যদি তাদের খাদ্যগ্রহণে বাধ্য করা হয়, তাদের যদি খোলামেলাভাবে দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে আইনপ্রণেতাগণ কি হাসির খোরাক হয়ে উঠবেন না? সহ্য করার ক্ষেত্রে রমণীকুলের জন্য এমন কোনও জিনিস নেই, যা এর চাইতে কঠিন হয়ে দেখা দেবে; কারণ, এই রমণীকুল অবসর-উন্মুখ গৃহাভ্যন্তরের অন্ধকারের জীবনে অভ্যস্ত; তাদেরকে যদি আলোতে টেনে আনার চেষ্টা করা হয়, তাহলে তা প্রতিরোধ করার জন্য তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে; আর

www.pathagar.com

আইনপ্রণেতাদের জন্য তা হয়ে উঠবে এক দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যা। ফলে, আমি আগে যেমনটি বলেছি – গগনবিদারী হল্লাচিল্লা ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা এই ৭৮১ডি
সত্যটিকে উচ্চারণ করারও সুযোগ দেবে না; কিন্তু এক্ষেত্রে হয়ত তা দেবে। আমরা যদি এমন ধরে নেই যে, শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ আলোচনাটি কোনও গাঁজাখুরি গপ্পো ছিল না আর আপনারা যদি শুনতে রাজি থাকেন, তাহলে আমি আপনার সামনে একথা প্রমাণ করতে চাই যে, এই রীতিটি ভাল তো বটেই, সেইসাথে যথার্থও; কিন্তু রাজি না থাকলে আমি তা থেকে বিরত থাকব।

ক্লেইনিয়াসঃ কিন্তু আগন্তুকবর, আমরা দুজনই তো সে-কথা শোনার জন্য বিস্ময় নিয়ে অপেক্ষা করছি; আর যা-ই হোক না কেন, সর্বদিক থেকে তাতে সম্মতও আমরা।

তিন প্রকৃতিগত তাড়নাঃ ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও যৌনকামনা

অ্যাথেনীয়ঃ বেশ; তাহলে আমরা সেকথা শুনি। কিন্তু আপনাদের যদি মনে হয় যে, আমি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পেছনে ফিরে গেছি, তাহলে ৭৮১ই
যেন আশ্চর্য হবেন না। আমরা তো এক্ষণে অবসর সময়ই কাটাচ্ছি, আমাদের তো এমন কোনও তাড়াহুড়োও নেই; আইনের সকল মাত্রা নিয়ে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান চালাতে বাধা কী?

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি ঠিকই বলেছেন।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে চলুন, প্রথমে যেসব জিনিস আলোচনা করেছিলাম তাতে ফিরে যাই। প্রত্যেক মানুষের অন্তত এটুকু বোঝা উচিত যে, মনুষ্যজাতির ৭৮২এ
যেমন কোনও শুরু নেই, তেমনই তার কোনও অন্তও হবে না; এটি সর্বদাই থাকবে এবং সর্বদাই ছিল; অথবা, এর যাত্রাশুরুর পরে অপরিমেয় সময় পার হয়ে গেছে।

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে ব্যাপারটি কী দাঁড়াল? আমাদের কি এমন মনে করার কারণ নেই যে, পৃথিবীর সকল অংশে, সকল উপায়েই, নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তাদের ধ্বংসসাধন ঘটেছে, সকল ধরনের সুশৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, সর্বদাই ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য ও পানীয়ের বাসনা জেগেছে? আমরা কি এমন ভাবব না যে, সকল ধরনের আবহাওয়াগত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে – যার ক্ষেত্রে এমন প্রত্যাশাই স্বাভাবিক যে, প্রাণিকুল নিজেদের মধ্যে অসংখ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে?

ক্লেইনিয়াসঃ নিঃসন্দেহে। ৭৮২বি

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে কী বলা যায়? আপাতদৃষ্টিতে কি আমরা একথা বিশ্বাস করি না যে, নির্দিষ্ট কোনও এক সময় দ্রাক্ষালতার আবির্ভাব ঘটেছিল, তার আগে

www.pathagar.com

তাদের অস্তিত্ব ছিল না? একই কথা কি জলপাই গাছের ক্ষেত্রে আর দিমিতার ও তার কন্যা কারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?[১৪] ত্রিপ্‌তালামাস[১৫] নামে একজন কি এসব জিনিস নিয়ে আসেনি? আমরা কি এমন ভাবব না যে, যখন এসব জিনিসের অস্তিত্ব ছিল না, এখনকার মতো তখনও এক প্রাণী অপরকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করত?

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

৭৮২সি **অ্যাথেনীয়**: বাস্তবিকপক্ষে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের মধ্যে একজনকে আরেকজনের বলিদানের প্রথা অনেক জনগোষ্ঠীর মধ্যেই প্রচলিত আছে; অন্যদিকে আমরা অন্য মানুষদের কথা শুনি যারা কেবল যে গাভীর মাংস ভক্ষণের চেষ্টা করত না, শুধু তা-ই নয়, তাদের মধ্যে কোনও পশুবলির প্রচলনই ছিল না, বরং, তাদের যজ্ঞের আচার-অনুষ্ঠান হতো কোনও প্রাণীমাংসের ছোঁয়া ব্যতীত কেবলই মধুতে চোবানো পিঠা ও ফল দিয়ে। তারা মাংসভক্ষণ থেকে বিরত থাকত একারণে যে, তা খাওয়া বা দেবতাদের বেদী রক্ত দিয়ে দূষিত করা কোনও পবিত্র কাজ নয়। বলা হয়ে থাকে যে, ঐ সময়ে মানুষ সকল জীবন্ত জিনিসের ব্যবহার থেকে বিরত থেকে প্রাণহীন
৭৮২ডি জিনিস ব্যবহার করে এক ধরনের 'অর্ফীয় (কাব্যিক)' জীবনযাপন করত।

ক্লেইনিয়াস: আপনি যা বর্ণনা করলেন তা তো সব সময়ই সবাই বলে থাকে; একথা বিশ্বাস করারও কারণ আছে।

অ্যাথেনীয়: কেউ কেউ হয়ত প্রশ্ন তুলবে: "কিন্তু এখন যে আপনি এসব কথা তুললেন তার উদ্দেশ্য কী?"

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, তা ঠিকই বলেছেন; অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন।

অ্যাথেনীয়: বেশ ক্লেইনিয়াস; এবেলা যদি পারি এ থেকে যে যৌক্তিক উপসংহার বেরিয়ে আসে, তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব আমি।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তবে এগিয়ে যান।

অ্যাথেনীয়: আমি দেখতে পাই যে, সব মানুষের মধ্যে সকল কিছুই নির্ভর করে
৭৮২ই তিনটি চাহিদা ও বাসনার ওপর; তাদের যদি সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তার ফলাফল দাঁড়ায় সদ্‌গুণ; আর যদি মন্দভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তবে তবে ফল হয় বিপরীত। এদের মধ্যে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং পানীয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাদের জন্মের পরপরই। এসব ব্যাপারে প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে প্রচণ্ড তীব্রতাসহ সহজাত জৈবিক পিপাসা আর বুভুক্ষা থাকে; আর এসব কিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট সুখ ও বাসনার সন্তুষ্টিবিধান করা এবং তাদের সাথে যুক্ত বেদনা পরিহার করার বাইরে তাদের যদি অন্য কিছু
৭৮৩এ করতে বলা হয়, তবে সে-কথায় তারা কানই দেয় না। আমাদের তৃতীয় এবং অন্তিম চাহিদা বা জৈবিক বাসনা হলো তা-ই, যা সবগুলোর পরে দেখা দেয় – তা হচ্ছে যৌন কামনার আগুন; এটি মানুষের মধ্যে সকল ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং উন্মাত্ততা জাগিয়ে তোলে। তাই প্রয়োজনীয় জিনিসটি হলো

www.pathagar.com

'মিউজ' এবং প্রতিযোগিতায় কর্তৃত্বকারী দেবতাদের ব্যবহার করে তাদের বৃদ্ধি নির্বাপিত করা এবং অন্তঃপ্রবাহকে রুদ্ধ করা এবং তার মাধ্যমে যাকে সবচেয়ে সুখকর বলা হয়, সেসব কিছু থেকে তাদের সবচেয়ে উত্তম জিনিসে
ফিরিয়ে এনে, ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং আইন এবং সঠিক যুক্তিবোধের তিন ৭৮৩বি
বড় নীতির মাধ্যমে এই তিন অসুখের প্রতিবিধান করা।

সঠিক গর্ভধারণ (২)

বিবাহের বিষয়ের পর সন্তান-প্রজনন এবং তারপর তাদের লালনপালন ও শিক্ষার বিষয়ে ফয়সালা করা যাক। আলোচনা এভাবে অগ্রসর হলে সম্ভবত পরিশেষে আমরা গণভোজের ব্যবস্থার দ্বারে উপনীত হব। এ-ধরনের মেলামেশা কি পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে, না কি, নারীদের মধ্যেও তার প্রসার ঘটানো হবে? আমরা যখন তার কথা বিবেচনা করব এবং তার দিকে গভীর দৃষ্টি দেব, তখন তা অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখতে পাব। এসব গণভোজের ব্যবস্থার
প্রাথমিক আইনকানুন প্রণয়নের কাজ এখনও বাকি রয়েছে; পরবর্তী সময়ে ৭৮৩সি
আমরা তাতে শৃঙ্খলা আনব, তাদের যথাস্থানে বিন্যস্ত করব। আমরা এখন যেমন কথা বললাম – সে-সময় আমরা তাদের অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখতে পাব এবং তাদের ক্ষেত্রে যা যথাযথ, সে-ধরনের আইন প্রণয়ন করব।

ক্লেইনিয়াস: ঠিকই বলেছেন।

অ্যাথেনীয়: এখনই যে-কথা বললাম, তা যেন আমরা স্মৃতিতে ধরে রাখি; কারণ, সম্ভবত আগামীতে এক সময় না এক সময় তার প্রয়োজন পড়বে।

ক্লেইনিয়াস: আপনি সুনির্দিষ্টভাবে কোন্ জিনিসটি আমাদের মনে রাখতে বলছেন?

অ্যাথেনীয়: তিনটি পদ দিয়ে যে-তিনটি জিনিসকে আমরা আলাদাভাবে চিহ্নিত
করেছিলাম। আমরা খাদ্যের কথা বলেছিলাম, তা-ই না? দ্বিতীয়ত, আমরা ৭৮৩ডি
বলেছিলাম পানীয়ের কথা আর তৃতীয়ত, যৌনকামনার বিক্ষুব্ধ উত্তেজনা।

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, আপনি যেহেতু আমাদেরকে আবারও সেকথা জানালেন, আমরা অবশ্যই সবকিছু স্মরণে রাখব।

অ্যাথেনীয়: বেশ; আমরা তাহলে নববিবাহিতদের দিকে এগোই আর তাদের শিক্ষা দেই – কীভাবে, কোন্ পথে, তারা সন্তান প্রজনন করবে; তাদের যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সম্মত করাতে না পারি, তবে তাদেরকে আমরা নির্দিষ্ট আইন দেখিয়ে শাসাব।

ক্লেইনিয়াস: কীভাবে?

অ্যাথেনীয়: বিবাহিত বর-কনেকে অবশ্যই ভাবতে হবে যে, নগরীর জন্য তাদের সাধ্যমতো সবচেয়ে উত্তম, সবচেয়ে সুন্দর সন্তানের নিদর্শন উৎপাদন করতে
হবে। যারা কোনও ক্রিয়ায় সাধারণ অংশভুক হয়, তারা সবাই যদি নিজেদের ৭৮৩ই

www.pathagar.com

বিষয়ে এবং খোদ সেই কাজটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, তবে তারা
সবকিছুই মহৎভাবে এবং সুচারুরূপে সম্পাদন করে; কিন্তু তারা যদি তাতে
কোনও বুদ্ধি প্রয়োগ না করে, অথবা, তাদের যদি বুদ্ধির ঘাটতি থাকে, তারা
ঠিক তার বিপরীত কাজটিই করে। তাই নববিবাহিত পুরুষের উচিত নববধূ
এবং সন্তান সৃষ্টি নিয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে ভাবনা-চিন্তা করা; নবপরিণীতারও
৭৮৪এ তা-ই করা উচিত. বিশেষত সেই কালে – যখন তাদের সন্তান জন্ম নেয়নি।
তাদের তত্ত্বাবধান করার জন্য আমাদের বাছাইকরা মহিলা থাকবে; কম হোক
বা বেশিই হোক – তাদের সংখ্যা আর তাদের নিয়োগের সময় নির্ধারিত হবে
শাসকদের দ্বারা; প্রতিদিন তারা এক ঘণ্টার এক-তৃতীয়াংশ সময়ের জন্য
এইলেইথুইয়ার[১৬] মন্দিরে জমায়েত হবে; তারা যদি এমন কাউকে দেখে –
তা সে পুরুষ হোক, অথবা মহিলাই হোক – যে বিবাহের যাগযজ্ঞ এবং
পবিত্র অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার জন্য জারি-করা হুকুম অগ্রাহ্য করে সন্তানের
৭৮৪বি জন্ম দিচ্ছে, তাহলে সেই জমায়েতে তাঁরা যেন একজন আরেকজনকে সেই
সংবাদ প্রদান করেন।

গর্ভধারণের প্রবাহ যদি খুব জোরালো হয় তাহলে পিতামাতা দশ বছরব্যাপী
প্রজনন এবং তাদের নিজেদের মেলামেশা অব্যাহত রাখুক – তবে তার অধিক
কাল নয়। কিন্তু অত সময় ধরে যদি তারা সন্তানহীন থাকেন, তাহলে তাঁরা
যেন তাঁদের আত্মীয়স্বজন এবং মহিলা-ম্যাজিস্ট্রেটদের সাথে পরামর্শ করেন
এবং পরস্পরের ব্যাপারে লাভজনক শর্তে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটান। কী শর্ত উভয়
পক্ষের জন্য লাভজনক হবে তা নিয়ে যদি কোনও ঝগড়া বাধে, তাহলে তাদের
উচিত আইনের অভিভাবকদের মধ্য থেকে বাছাই-করা দশজনের হাতে
৭৮৪সি বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া এবং তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া।

এসব ব্যাপারে যারা কর্তৃত্ব করেন তাঁরা তরুণদের গৃহে গৃহে প্রবেশ করবেন;
কিছুটা ভর্ৎসনা করে আর কিছুটা হুমকি দিয়ে, কোনও ভুল ও বোকামি করা
থেকে তাদেরকে প্রতিহত করবেন। আর এ-কাজটি যদি তাঁরা সম্পাদন করতে
সক্ষম না হন, তবে যেন আইনের অভিভাবকদের কাছে তাঁরা তার খবর
পৌঁছিয়ে দেন; তখন অভিভাবকগণ তা প্রতিরোধ করবেন। আর তারাও যদি তা
প্রতিরোধ করতে না পারেন, তবে তা জনতার দরবারে তুলে ধরা হবে; তখন
৭৮৪ডি তাঁরা তাঁদের নাম লিখে শপথ করে বলবেন যে, অমুক অমুককে তাঁরা সংশোধন
করতে সক্ষম হননি। XVIII. **যার নাম লেখা হলো, সে যদি অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে
তাঁর নিজের পক্ষে রায় পেতে ব্যর্থ হয়, তবে তাকে এভাবে অসম্মান পেতে হবে: সে
কোনও বিবাহ অনুষ্ঠান, অথবা, কোনও বাচ্চার জন্মের পর ধন্যবাদ দেওয়ার অনুষ্ঠানে
যোগ দিতে পারবে না, আর যদি যোগ দেয়, এবং তখন কেউ যদি তাকে মার দিয়ে
শাস্তি দেয়, তবে তাকে প্রত্যুত্তরে কোনও শাস্তি পেতে হবে না।** XIX. **একই প্রথা যেন
মহিলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়: যদি তার উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে তার নাম লেখা হয়ে যায়
আর সে আদালত থেকে তার পক্ষে রায় পেতে ব্যর্থ হয়, তখন সে মিছিলে অংশগ্রহণ
করতে পারবে না, মহিলাদের জন্য প্রদত্ত কোনও সম্মান লাভ করবে না, কোনও বিবাহ-
অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে না আর বাচ্চার জন্মের পর ধন্যবাদ দেওয়ার অনুষ্ঠানে
যোগ দিতে পারবে না।**

www.pathagar.com

ব্যভিচার

XX. **তারা যখন আইন অনুসারে সন্তান প্রজনন সমাপ্ত করেছে, তখন তাদের কারও** ৭৮৪ই
যদি অন্য রমণীর সাথে এ-ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, অথবা, কোনও রমণীর তেমন সম্পর্ক থাকে কোনও পরপুরুষের সাথে, আর সম্পৃক্ত অন্য ব্যক্তিটি তখনও সন্তান প্রজনন ও গর্ভধারণের বয়েসী থাকে, তাহলে যারা এখনও সন্তান প্রজনন করছে, তাদের ক্ষেত্রে যে-শাস্তি বর্ণিত আছে, সেই একই শাস্তি তাদেরকে পেতে হবে। XXI. **কিন্তু প্রজননের কাল যখন পার হয়ে যাবে, তখন যে নারী-পুরুষ এ ধরনের বিষয় থেকে বিরত থাকবে, তাদেরকে যেন উচ্চ সম্মান দেওয়া হয়; আর যারা উল্টো আচরণ করে তাদেরকে উল্টোভাবে সম্মান প্রদান করা হয়, তথা,**
অসম্মান করা হয়। মানবগোষ্ঠীর বৃহদাংশ যদি এ-ব্যাপারে সংযত জীবন ৭৮৫এ
যাপন করে, তাহলে কোনও আইন প্রণয়ন না করে তা নিয়ে চুপচাপ থাকলেও চলবে, কিন্তু তারা যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে, তাহলে তার ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করে তাকে প্রয়োগ করা হবে।

জন্ম ও মৃত্যুর নিবন্ধন

প্রতি মানুষের ক্ষেত্রেই প্রথম বছরই হলো সমগ্র জীবনের শুরু; প্রতিটি শিশুর জন্মের সময় – তা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক – তথা, তার অস্তিত্বের শুরুতে পিতৃপুরুষের মন্দিরে এমন কথা লিখে রাখা উচিত: "তার জীবন শুরু হয়েছে এই সময়ে... "। এর সাথে লাগোয়া প্রতি গোষ্ঠীর জন্য রক্ষিত সাদা চুনকাম করা জায়গায় শাসকদের সংখ্যা খোদাই করা উচিত; তাদের সংখ্যা চিহ্নিত করা উচিত বছর হিসেবে। আর তার লাগোয়া জায়গায় শাসকদের
মধ্যে যারা জীবিত তাদের নাম খোদাই করে লেখা হবে আর যখন তাদের ৭৮৫বি
প্রাণবায়ু যখন বহির্গত হবে, তখন যেন সেই নাম মুছে ফেলা হয়।

বয়ঃসীমা

একটি মেয়ে বিবাহযোগ্য বয়স হবে নিম্নে ষোল থেকে উর্ধ্বে বিশ বছর আর পুরুষের ক্ষেত্রে তা হবে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। একজন নারী দাপ্তরিক দায়িত্ব নিতে পারবে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত, পুরুষের ক্ষেত্রে সেই বয়স হবে ত্রিশ। একজন পুরুষের যুদ্ধে অংশগ্রহণের বয়স হলো বিশ বছর থেকে ষাট বছর; আর নারীর ক্ষেত্রে যদি এমন প্রযোজন দেখা দেয় যে, তার সামরিক কাজে অংশগ্রহণ করা দরকার, তখন সন্তান জন্মদানের পর পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তাকে সেই কাজে অংশগ্রহণের আদেশ দেওয়া হবে; এক্ষেত্রে প্রত্যেকের বেলায় যা সম্ভবপর এবং যথাযথ, তা-ই করা হবে।

www.pathagar.com

টীকা

১ এখানে যে গ্রিক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো '*দোকিমাসিয়া*'; এর মাধ্যমে মূলত অনুসন্ধান বোঝানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যা অনুসন্ধান করা হয় তা হলোঃ একজন প্রার্থী খাজনা প্রদান করেছে কি না, সেনাবাহিনীতে কাজ করেছে কি না, নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র আছে কি না, পিতামাতার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে কি না, ইত্যাদি।

২ মিনা হল গ্রিক মুদ্রার একক – তা একশত রৌপ্য দ্রাখমার সমান। এক মিনাকে কোনও যুদ্ধবন্দির মুক্তিপণ হিসেবে আর ৩০ মিনাকে বিয়ের পণ হিসেবে যথেষ্ট মনে করা হতো। সক্রেটিসের বিচারের সময় তার বন্ধুগণ মুক্তিপণ হিসেবে ত্রিশ মিনা দিতে চেয়েছিল।

৩ ব্যাখ্যাকারের নির্বাচন আপাতদৃষ্টিতে সহজ বলে মনে হলেও তা অস্পষ্টতার ঘেরাটোপে আবৃত। এ নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এটি যেন দেলফাইয়ের আপ্তোত্তরবাদীর বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়: 'নিশ্চিতই এর একটা ব্যাখ্যাকার প্রয়োজন'।

৪ এই সংখ্যাটিকে মূল গ্রিকের অস্পষ্টতার কারণে ভিন্ন ভিন্নভাবে হিসেব করা হয়েছে। মূল গ্রিকে যা আছে তাতে এমন ধরা যায় যে, পাঁচ মাঠ নিয়ন্ত্রকের প্রত্যেকে বারোজন করে যুবক বেছে নেবেন, অথবা, প্রত্যেক মাঠ-নিয়ন্ত্রক বারোজন, তথা, তার ট্রাইব থেকে পাঁচ নিয়ন্ত্রক ষাট জন যুবক বেছে নেবেন।

৫ গ্রিক ভাষায় পেইন্টিং-এর কাজ আর লেখার কাজে একই ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়; তাই এই সমচিত্রবৎ উদাহরণ।

৬ ৫০৩৮ (৫০৪০ বিয়োগ ২) এবং ৪১৮ ([৫০৪০/১২] বিয়োগ ২) সবই ১১-এর গুণীতক। 'অন্য যেভাবে' সংখ্যাটি পূর্ণ সংখ্যা হয় তা হলো তার সাথে নয় যোগ করা – তা যে মোট সংখ্যা সৃষ্টি করে, তা সতের দ্বারা বিভাজ্য।

৭ হেরা ছিলেন জিউসের স্ত্রী এবং (আর্তেমিসসহ) বিবাহের পৃষ্ঠপোষক-দেবী; সন্তান জন্মদানও তার তদারকিতেই সম্পন্ন হতো।

৮ এখানে আইন (*নমস*) শব্দটির অন্য অর্থও করা যেতে পারে; ব্যবহৃত বাগধারাটির অর্থ হতে পারে--'বিবাহের মিউজ-এর গান'।

৯ *হেলত* হলো স্পার্টার সার্ফদের একটি শ্রেণি যা ক্রীতদাস নয়, আবার স্বাধীন মানুষও নয় – মাঝামাঝি একটি অবস্থানে অবস্থিত।

১০ '*হেলতরা*' লাকোনিয়ার এবং মেসিনির আদি বাসিন্দাদের বংশধর; স্পার্টাবাসীরা তাদের ভূমিদাসে পর্যবসিত করে। আদি বাসিন্দাদের সমরূপী আরেকটি ভূমিদাস শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল হেরাক্লিয়াতে (কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত) এবং থেস্সালিয়াতে। এসব জায়গায় প্রায়শই বিদ্রোহ সংঘটিত হতো।

১১ হোমার; *ওদিসি*, XVII. 322-23।

১২ এখানে উল্লেখ ছাড়া অন্য কোথাও পেরেদোনইদের কথা শোনা যায়নি।

১৩ এ গীতটির সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি, তবে সাধারণভাবে তামা ও লোহাকে সৈনিকের বর্ম্য হিসেবে মনে করা হতো।

১৪ দিমিতার ছিলেন মহান বিশ্বদেবী, পার্সেফানির মাতা। তাঁকে সাধারণভাবে 'বিশ্বমাতা' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হতো। তিনি গ্রিকদের এক প্রধান দেবী, ফল ফসল এবং বিশেষত 'করন' এবং উর্বরতার দেবী। তার কন্যার ছিল দুই নাম: *কারা* হিসেবে তিনি তাঁর মাকে চারাগাছের পরিচর্যা করায় সাহায্য করতেন, আর পার্সেফানি হিসেবে তিনি ছিলেন তার ভ্রাতা প্লুটুর স্ত্রী এবং তাঁর সাথে পাতালের রাজত্ব করতেন।

১৫ ইলিউসিসে দিমিতারের একটি গুহ্যাচার প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল; ধারণা করা হয় ইলিউসিসের রাজা ত্রিপ্তালামাস তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৬ আর্তেমিসের আরেক নাম; এ-নামে তিনি সন্তান-জন্মদানের দেবী।

www.pathagar.com

পুস্তক সাত

১২. শিক্ষা

লিখিত ও অলিখিত নিয়ম

অ্যাথেনীয়ঃ ধরে নিচ্ছি, ইতোমধ্যে ছেলে ও মেয়ে শিশুর জন্ম হয়েছে; তাই সম্ভবত ৭৮৮এ
হালক্ষেত্রে সবচেয়ে সঠিক কাজ হবে তাদের লালনপালন ও শিক্ষার কথা বিবেচনা করা। এ-বিষয়টির আলোচনা সর্বোতভাবে এড়িয়ে যাওয়া পুরোপুরি অসম্ভব; তবে আমাদের কাছে এমন মনে হতে পারে যে, আইনের বিষয় হওয়ার চাইতে এটি নিয়ে এক ধরনের আদেশ-নির্দেশ প্রদান ও হুঁশিয়ারি উচ্চারণই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কারণ, অনেকে ছোটছোট জিনিস আছে, যা সবার দৃষ্টিতে পড়ে না, যা গোপনে এবং বাড়িতে সংঘটিত হয়, এবং যা সকল মানুষেরই
ব্যথাবেদনা, ভোগসুখ, কামনা-বাসনার কারণে আইনদাতার বিরুদ্ধে যায় এবং ৭৮৮বি
নাগরিকদের চরিত্রকে তা বিভিন্নরূপী এবং পৃথকধর্মী করে তোলে। নগরীর জন্য তা মন্দ। এসব লোকাচারের ক্ষুদ্রতা এবং অহরহ-সংঘটন দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থাসম্বলিত আইন প্রণয়নকে প্রায় অসম্ভব করে তোলে; যদি সেই আইনে দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়, তবে তা লিখিত আইনের জন্য ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠে, কারণ, ছোটখাট ব্যাপারে অহরহ আইন অমান্য করার অভ্যাসে মানুষজন অভ্যস্ত
হয়ে উঠে। তার ফল এমন দাঁড়ায় যে, একদিকে যেমন তাদের সম্পর্কে কোনও ৭৮৮সি
আইন প্রণয়ন করা যায় না, তেমনই আবার এ নিয়ে হাত গুটিয়েও বসে থাকা যায় না।

কিন্তু আমি বলছি, এক ধরনের উদাহরণ দিয়ে সে-ব্যাপারটি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা দরকার; এতক্ষণ পর্যন্ত যা বল হলো তা অনেকটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন রয়ে গেছে।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি যা বললেন তা খুবই সত্যি কথা।

গর্ভাবস্থায় শিক্ষা

অ্যাথেনীয়ঃ যে-শিক্ষাদীক্ষা সকল বিচারে সঠিক, তা নিশ্চয়ই দেহ এবং আত্মাকে সবচেয়ে সুন্দর এবং সর্বোত্তম করে গড়ে তোলার জন্য তার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে – এ-কথাটি সম্ভবত আমরা ঠিকই বলেছিলাম।

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: অবশ্যই।

৭৮৮ডি **অ্যাথেনীয়**: আমার ধারণা, বালক-বালিকাদের যদি সবচেয়ে সুন্দর দেহের অধিকারী হতে হয়, তাহলে তার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো একেবারে শিশুকাল থেকে সম্ভবপর উত্তম ও সোজা উপায়ে গড়ে ওঠা।

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: তাহলে কথাটি কী দাঁড়াল? আমরা কি আরও লক্ষ করে দেখি না যে, প্রতিটি জীবন্ত জিনিসের প্রথম অঙ্কুরোদগমই হলো সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে সম্পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্তি? অনেকে আবার এমন দাবিও করবেন যে, একজন মানুষ পঁচিশ বছর বয়সে যে উচ্চতা অর্জন করে, তা পাঁচ বছর বয়সে অর্জন করার দ্বিগুণও নয়।

ক্লেইনিয়াস: সত্য বটে।

অ্যাথেনীয়: বেশ, তাহলে কথা কী দাঁড়াল? সেক্ষেত্রে আমরা কি এ-ব্যাপারে
৭৮৯এ অবহিত নই যে, সংযত ব্যায়াম ব্যতীত যদি বহু পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে, তবে তা দেহের মধ্যে অসংখ্য মন্দের জন্ম দেয়?

ক্লেইনিয়াস: তা তো নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়: তাহলে বলা যায়, দেহ যখন সবচেয়ে বেশি পুষ্টি পায়, তখন তার দরকার সবচেয়ে বেশি ব্যায়াম।

ক্লেইনিয়াস: তাহলে কী করতে হবে আগন্তুকবর? তাহলে কি নবজাতক এবং শিশুদের ওপর আমরা অধিকাংশ ব্যায়াম বরাদ্দ করব?

অ্যাথেনীয়: তা নয়, বরং, তাদের চাইতে কমবয়েসীদের ওপর, যারা তাদের মায়ের গর্ভে বেড়ে উঠছে, তাদের ওপর তা বরাদ্দ করতে হবে।

ক্লেইনিয়াস: আপনি বলছেন কি মহাশয়? আপনি কি ভ্রূণের কথা বলছেন?

৭৮৯বি **অ্যাথেনীয়**: হ্যাঁ, তা-ই। জীবনের সেই কালের জিমনাস্টিক কলা সম্পর্কে যে আপনারা দু'জন অবহিত নন তা খুব একটা আশ্চর্য ঠেকছে না; এটি যদিও কিছুটা অদ্ভুত একটি ব্যাপার, তবু আপনাদের নিকট আমি তা ব্যাখ্যা করতে চাই।

ক্লেইনিয়াস: অবাধে।

অ্যাথেনীয়: আপনাদের চাইতে আমাদের লোকজনের পক্ষে এই নিয়মনীতি অনুধাবন করা অধিকতর সহজ; কারণ, আমাদের অ্যাথেন্সে অনেকেই প্রয়োজনাতিরিক্ত খেলাধুলা করে। আমাদের অনেকেই – কেবল ছেলেপিলেরাই নয়, বয়স্ক লোকেরাও – লড়াইয়ে কাজে লাগাবে বলে বাচ্চা কোয়েল আর মোরগ পোষে। কিন্তু তারা একথা ভেবে দেখে না যে,
৭৮৯সি একটিকে আরেকটির বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে যে প্রতিযোগিতায় তারা তাদেরকে দিয়ে লড়াই করায়, তা সেই পাখিদের মতো তাদের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিমাণের ব্যায়াম হয়ে দাঁড়ায়। এই ব্যায়াম ছাড়াও তারা তাদের পাখিদের জামার ভেতরে নিয়ে, ছোট পাখিদের হাতে নিয়ে, বড় পাখিদের বগল তলায়

www.pathagar.com

নিয়ে, স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনের জন্য বহু স্তাদ পথ হেঁটে যায়; তারা এই কাজটি তাদের নিজেদের নয়, বরং, পাখিদের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে করে; এর মাধ্যমে বুদ্ধিমান মানুষজনের কাছে একথা প্রমাণ করতে চায় যে, যখন দুশ্চিন্তা ছাড়া কোনও কিছু আন্দোলিত হয় – তা নিজ থেকেই সে দোলাচলের সৃষ্টি হোক, অথবা কোনও সমুদ্রে অথবা অশ্বপৃষ্ঠে দুলুনি লেগে, অথবা কোনও দিকে থেকে কোনও 'বডি' যদি অন্যদিকে চলাচল করে তখন তার ধাক্কা খেয়েই হোক – তখন সকল দেহই নাড়াচাড়া ও ঝাঁকুনি থেকে ৭৮৯ডি
সুফল লাভ করে। এই বিচলন দেহকে খাদ্য ও পানীয় হজম করতে সাহায্য করে; দেহকে তা পুষ্টি জোগায় এবং স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য এবং অন্যান্য ধরনের শক্তি জোগানের ক্ষেত্রে সক্ষম করে তোলে।

বিষয়গুলো যদি এমনই হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের কী করা উচিত বলে দাবি করব আমরা? আমরা কি এমন হাস্যাস্পদ আইন প্রণয়ন করব যে, ৭৮৯ই
গর্ভবতী মহিলারা হাঁটাহাঁটি করবে আর শিশুর জন্মের পর তাদের দু'বছর বয়স হওয়ার সময় পর্যন্ত, তথা, যতদিন তারা আর্দ্র থাকবে ততদিন, বাচ্চার কাপড়ে তাদের জড়িয়ে রেখে মোমের মতো ছাঁচে তাদেরকে গড়ে তুলবে? যতদিন না বাচ্চারা দাঁড়াতে সক্ষম হয়, ততদিন তাদেরকে লাগাতার মাঠেঘাটে, অথবা মন্দিরে, অথবা আত্মীয়-স্বজনের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এমনকি বাচ্চাদের খুবই ছোট থাকার কারণে তাদের অঙ্গপ্রতঙ্গের ওপর বেশি করে ভর দিয়ে তাদের যাতে বিকৃত করে না ফেলে তার ক্ষেত্রে, অতিমাত্রায় সাবধানী হওয়ার জন্য আমরা কি আইনগত দণ্ড প্রদানের মাধ্যমে নার্সদের বাধ্য করব? আমরা কি নার্সদের এমন নির্দেশ দেব যে, তারা বাচ্চাদের তিন বছর বয়স অব্দি তাদের কোলে-কাঁখে করে ঘুরে বেড়াবে? নার্সদের কি খুবই ৭৯০এ
শক্তিশালী হওয়া দরকার এবং একজনের জন্য কি একাধিক নার্স থাকা দরকার? এ-ই কি হবে আমাদের আইন? এসব আইন ভঙ্গের জন্য কি আমরা দণ্ড নির্ধারণ করব?

না কি, এটি কোনওক্রমেই সমীচীন হবে না? না কি, এমন দেখা যাবে যে, আমরা যে-দণ্ডের কথা বলছি তা আরও বড় হয়ে আমাদের মাথায়ই নিপতিত হচ্ছে?

ক্লেইনিয়াস: কী দণ্ড?

অ্যাথেনীয়: তাতে আমরা বিরাট হাসির খোরাক হব; অধিকন্তু, নার্সদের মেয়েলি এবং দাস্যভাবের কারণে তাদের তরফে এই আইন মান্য করার ক্ষেত্রে অনীহা দেখা দেবে।

ক্লেইনিয়াস: তাহলে এই বিষয়ে কথা বলার দরকারই বা কী?

অ্যাথেনীয়: এর কারণটি এমন: নগরীতে প্রভু এবং স্বাধীন মানুষদের স্বভাব হয়ত একথা শুনতেও পারে, আর সেক্ষেত্রে তারা হয়ত সঠিক অনুধাবনে উপনীত ৭৯০বি
হবে যে, নগরীর অভ্যন্তরের ব্যক্তিগত বাড়িঘর যদি সঠিকভাবে, নিয়মতান্ত্রিক পথে, নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে একজন মানুষের পক্ষে একথা ধরে

www.pathagar.com

নেওয়া অসার হবে যে, যৌথ বিষয়াদি দৃঢ় আইনগত ভিত্তির ওপর দণ্ডায়মান হবে। এসব জিনিস যদি কেউ একবার অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, তাহলে যেসব আইনের কথা এইমাত্র হলো, তিনি সেইসব আইন নিজের জন্য গ্রহণ করবেন এবং নিজের ঘর এবং নগরী ঠিকমতো পরিচালনা করে সুখী হয়ে উঠবেন।

ক্লেইনিয়াস: আপনি যা বললেন তা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

৭৯০সি **অ্যাথেনীয়:** এ-কারণেই এ-ব্যাপারে আইন করার বিষয়টি বাদ রাখা উচিত নয়; যতক্ষণ না আমরা ছোট্ট বাচ্চাদের আত্মার জন্য যথাযথ ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করতে পারি, ততক্ষণ আমাদের একই পথে – দেহের কিংবদন্তি নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপনের সময় যেপথে আমরা বের হয়েছিলাম, সেপথেই অগ্রসর হতে হবে।

ক্লেইনিয়াস: অত্যন্ত খাঁটি কথা।

সচলতার গুরুত্ব: করিবান্তীয় ধর্মকৃত্য

অ্যাথেনীয়: তাহলে চলুন, এক ধরনের মৌলিক নীতি গ্রহণ করি যা দেহ ও আত্মা উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য: একেবারেই বাচ্চা প্রাণী যারা, তাদের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব পরিচর্যা ও গতি অব্যাহত হওয়া উচিত – সারা দিন সারা রাতব্যাপী তা অব্যাহত রাখা উচিত, কারণ তা সবার জন্যই উপকারী; তারা যত ছোট থাকবে ততই বেশি প্রয়োজন হবে এই পরিচর্যা ও দোলাচলের; আর যদি সম্ভব হয় তাদেরকে যেন এমনভাবে রাখা হয় যাতে মনে হয় তারা
৭৯০ডি সর্বদা সমুদ্রে দোল খাচ্ছে। নতুন জন্ম-নেওয়া দুগ্ধপোষ্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন তা হলো এমন অবস্থা অর্জনের যত কাছে যাওয়া যায় ততদূর অগ্রগামী হওয়া।

যেসব মহিলা বাচ্চাদের দেখাশোনা করেন এবং করিবান্তেসের গুহ্যাচারমূলক নিরাময় পদ্ধতি ব্যবহার করেন, তারা এগুলোকে গ্রহণ করেছেন এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা এগুলোকে উপকারী বলে জেনেছেন – এসব ফ্যাক্ট থেকেই এই নীতির পক্ষে প্রমাণ মেলে। কারণ, মায়েরা যখন তাদের অস্থির সন্তানদের ঘুম পাড়াতে চায়, তখন তারা তাদের জন্য নিশ্চলতা ব্যবহার করে না, বরং, ব্যবহার করে তার বিপরীত জিনিস – গতি;
৭৯০ই কোলে নিয়ে তাদের তারা লাগাতার দোলাতে থাকে আর তখন তারা নিশ্চুপ থাকে না, বরং, ঘুমপাড়ানিয়া গান গায়; যেন তারা আউলুস বাজিয়ে বাচ্চাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে; বেকাসীয় রমণীদের বেলা যেমনটি করা হয় – তাদের বেলা গতি নিয়ে, অর্থাৎ, নৃত্য ও সঙ্গীত নিয়ে গঠিত নিরাময়ক্রিয়া প্রয়োগ করা হয় – এটি হুবহু সেই রকমেরই[1]।

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, এসব জিনিসের প্রধান কারণ কী বলে আমরা ধরে নেব?

অ্যাথেনীয়: এর কারণ তো অত্যন্ত স্পষ্ট।

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: তা কেমন?

অ্যাথেনীয়: উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট আবেগ হলো ভয়ের আবেগ, যার উৎস হলো আত্মার হীন অভ্যাস। কেউ যখন এই আবেগের মধ্যে বাহির থেকে দুলুনির গতি নিয়ে আসে, তখন সেই আবেগ ভেতরের ভীতি ও পাগলা-গতিকে কব্জা ৭৯১এ করে ফেলে, আর তাকে কব্জা করার পর আত্মার মধ্যে শান্ত স্থিরতার উদ্ভব ঘটায়, যা প্রতি ক্ষেত্রে হৃদপিণ্ডের ধুক্‌ধুকানি বন্ধ করে। এর রয়েছে পুরোপুরি কাঙ্ক্ষিত প্রভাব। এক ক্ষেত্রে তা এদেরকে ঘুম পাড়ায়; অন্যক্ষেত্রে দেবতাদের (যাদের উদ্দেশে প্রত্যেকে বলিদান করে এবং যাদের কাছ থেকে শুভ সংকেত লাভ করে) সাহায্য নিয়ে এই প্রক্রিয়া নর্তক-নর্তকীদের নৃত্যে উদ্দীপ্ত করে এবং আউলুস মিউজিকের মাধ্যমে তাদের আবিষ্ট করে: আমাদের পাগলপারা মেজাজকে তা বিচক্ষণ অভ্যাসে রূপান্তরিত করে। ৭৯১বি সংক্ষিপ্ত আলোচনা হিসেবে এসব মন্তব্য এমন একটি বর্ণনা তুলে ধরেছে বলে মনে হচ্ছে, যা আপাতগ্রাহ্য।

ক্লেইনিয়াস: আলবৎ।

অ্যাথেনীয়: কিন্তু এসব ফ্যাক্ট থেকে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, ভীতির এমনসব ক্ষমতা আছে, যা অনুধাবন করতে হবে আর তা হলো এমন: যে-আত্মা শৈশবের সময় থেকে আতঙ্কে বাস করে তার বিশেষ প্রবণতা থাকবে ভীতিতে অভ্যস্ত হওয়া; সম্ভবত প্রত্যেকেই এমন কথা বলবে যে, এটি সাহস নয়, বরং, ভীরুতার অনুশীলন।

ক্লেইনিয়াস: নিঃসন্দেহে তা-ই।

অ্যাথেনীয়: তাছাড়া, আমরা এমন দাবিও করব যে, এর বিপরীত ক্রিয়া – ৭৯১সি একেবারে তরুণ বয়সের পর থেকে সাহসিকতার অনুশীলন গঠিত হয় আমাদের মধ্যে জন্ম-নেওয়া আতঙ্ক ও ভীতিকে জয় করে।

ক্লেইনিয়াস: ঠিকই বলেছেন।

অ্যাথেনীয়: সেক্ষেত্রে আত্মার মধ্যে সদ্‌গুণের এই অংশের ব্যাপারে আমরা দাবি করতে পারি যে, যদি আমরা ছোট বাচ্চাদের মধ্যে গতির জিমনাস্টিকের ব্যবহার করতে পারি, তবে তা তাদের জন্য প্রভূতভাবে সহায়ক হবে।

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

একটি শিশুকে কীভাবে আনন্দদান করা উচিত?

অ্যাথেনীয়: অপরপক্ষে, আত্মার দৃঢ়তা[২], অথবা, দুর্বলতার বিকাশ ঘটবে কি না, তা স্থির করার জন্য হাসিখুশি মেজাজ, অথবা, তার বিপরীত অবস্থা অকিঞ্চিৎকর কোনও বিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়ার নয়।

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

www.pathagar.com

৭৯১ডি **অ্যাথেনীয়ঃ** তাহলে গোড়াতে আমাদের কাঙ্ক্ষিত এই দু'ধরনের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের কোনও একটিকে কীভাবে সহজাত উপায়ে আমরা নবজাতকের মধ্যে রোপণ করব? কীভাবে এবং কী মাত্রায় একজন মানুষ তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে, তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত আমাদের।

ক্লেইনিয়াসঃ নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়ঃ আমি বলি, আমাদের মধ্যে এইমর্মে একটি স্বীকৃত গোঁড়া মত আছে যে, বিলাসিতা কমবয়েসীদের চরিত্রকে অতৃপ্ত, কোপনস্বভাবী করে তোলে, সামান্য বিষয় নিয়ে তাদেরকে প্রচণ্ডভাবে উত্তেজনাপ্রবণ করে আর অপরপক্ষে, অত্যধিক এবং নির্মম দাসত্ব তাদেরকে অধম, হীনমনা এবং মানববৈরী করে অন্যের সাথে মিলেমিশে বসবাস করাকে তাদের জন্য অযোগ্য করে তোলে।

৭৯১ই **ক্লেইনিয়াসঃ** তাহলে যারা দেশের ভাষাই বোঝে না এবং সে-কারণে কোনও ধরনের শিক্ষা সম্পর্কেই সুমত পোষণ করে না, তাদেরকে একটি নগরী কী করে শিক্ষিত করে তুলবে?

অ্যাথেনীয়ঃ কীভাবে করবে তা বলছি: আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ করা যায় যে, যে-কোনও নবজাত প্রাণীই জন্মের পর মুহূর্তেই চীৎকার করে উঠে; মানুষের ক্ষেত্রে তা আরও বেশি করেই প্রযোজ্য। আদতে মনুষ্যসন্তান অন্য প্রাণীর চাইতে অনেক বেশি কান্নাকটি করে।

ক্লেইনিয়াসঃ খুবই খাঁটি কথা।

অ্যাথেনীয়ঃ বাস্তবিকপক্ষে, যখন নার্সরা বিভিন্ন জিনিস আনে আর এটি কী চায় তা দেখে, তখন তাদের এসব লক্ষণ দেখেই তারা বিচার করে; যখন তারা
৭৯২এ দেখে যে, কোনও কিছু আনার পর এটি চুপ হয়ে গেছে, তখন তারা ভাবে যে, জিনিসটি এনে তারা ভালো করেছে আর যদি দেখে যে, এটি কান্নাকাটি আর চীৎকার চেচামেচি করছে, তখন তারা ভাবে যে, যা করা হয়েছে তা ভালো হয়নি। বাচ্চারা যা কিছুকে ভালোবাসে আর যা-কিছুকে ঘৃণা করে, তা তারা প্রকাশ করে কান্না আর চীৎকার-চেঁচামেচির মাধ্যমে – এটি যোগাযোগের এমন একটি উপায় যা কোনওক্রমেই অনুকূল নয়। কিন্তু এটি কম করে হলেও তিন বছর চলে (মন্দ বা মন্দ নয় এমন অবস্থায় অতিবাহিত করার জন্য তা জীবনের খুব একটা কম অংশ নয়)।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি যা বলছেন তা সত্যিই খাঁটি কথা।

অ্যাথেনীয়ঃ আপনাদের দু'জনের কাছে কি এমন মনে হয় না যে, যে-ব্যক্তির
৭৯২বি মেজাজ খিটখিটে এবং কোনওক্রমেই সৌজন্যমূলক নয়, সে অধিকাংশক্ষেত্রে অধিকতর বিষণ্ন হয় এবং একজন উত্তম মানুষের যেমনটি হওয়া উচিত, তার চাইতে অনেক বেশি অভিযোগপ্রবণ হয়?

ক্লেইনিয়াসঃ আমার কাছে তা-ই সত্য মনে হয়।

অ্যাথেনীয়ঃ বেশ; কিন্তু তিন বছরের সেই কালব্যাপী আমাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুরা স্বল্পতম দুঃখ ও ভীতির কবলে পড়বে, এমন ধরে নিয়ে যদি আমাদেরকে

www.pathagar.com

সম্ভাব্য অধিক যত্নবান হতে হয়, তাহলে কি আমরা এমন প্রত্যাশা করব না যে, প্রাথমিক শিশুকালে তাদের আত্মাকে অধিকতর নম্রভদ্র ও আনন্দময় করতে হবে?

ক্লেইনিয়াস: স্পষ্টতই তা-ই করা হবে। আগন্তুকবর, আমরা যদি তার জন্য প্রভূত আনন্দের জোগাড় করি তবে তা বিশেষ একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ৭৯২সি

অ্যাথেনীয়: আপনি মজার মানুষ বটে, কিন্তু এ-ব্যাপারে আমি আপনার সাথে একমত হতে পারছিনে! তাকে এভাবে বড় করে তুললে তা তার পুরোপুরি ধ্বংসের কারণ হয়ে দেখা দেবে; কারণ, প্রারম্ভিক জিনিসই সর্বদা শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু আমি যা বলছি তা ঠিক কি না দেখা যাক।

ক্লেইনিয়াস: আপনি যা দাবি করছেন, তা বলুন না।

অ্যাথেনীয়: আপনি আর আমি যে পয়েন্টে ভিন্নমত পোষণ করছি তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; আমি আশা করছি মেগিল্লাস, আপনি আমাদের মধ্যকার এই বিষয়টি ফয়সালা করে দেবেন। আমার যুক্তিতে আমি দাবি করছি যে, জীবনের সঠিক পথে যেমন ভোগসুখ চাওয়া উচিত নয়, তেমনই তাতে ৭৯২ডি
পুরোপুরিভাবে ব্যথা-বেদনাও এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। বরং, তার উচিত মধ্যপথ অনুসরণ করা, যার ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ আগেই আমি 'সৌজন্যমূলক' পদটি ব্যবহার করেছি। 'অরাকলের' (দৈবজ্ঞের) কোনও কোনও বাণীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে সুনির্দিষ্ট এভাবেই আমরা সবাই আমাদের পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করি। আর আমি এমন বলি যে, আমাদের মধ্যে যিনি ঐশ্বরিক প্রকৃতি অর্জন করতে চান, তাঁর উচিত এ-ধরনের অভ্যাস অনুশীলন করা: ভোগসুখের মাধ্যমে ব্যথা-বেদনা এড়াতে পারবে এমন ভেবে হঠকারিতা করে তার তাতে ডুবে যাওয়া উচিত নয়; আর আমাদের মধ্যকার অন্য কাউকে – তা সে বৃদ্ধ বা কমবয়েসী পুরুষ বা স্ত্রীলোক যে-ই হোক না কেন – ব্যথা-বেদনা সইতে ৭৯২ই
দেওয়া উচিত নয়। যদি সম্ভব হয় নবজাতকদের ব্যথা-বেদনা এবং কষ্ট দেওয়া তো একেবারেই উচিত নয়, কারণ, এটি হলো এমন বয়স যখন প্রত্যেকের ক্ষেত্রে পুরো চরিত্রের মধ্যে অভ্যাসের বীজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। অধিকন্তু, আমি অন্তত একথা বলব যে, (যদি এমন মনে করা না হয় যে আমি মস্করা করছি) সকল রমণীর মধ্যে তাদের প্রতিই সর্বোচ্চ মনোযোগ দেওয়া উচিত যারা সেই বছরে গর্ভে সন্তান ধারণ করেছে, যাতে সেই রমণীদেরকে অতিরিক্ত বা তীব্র ভোগসুখ, অথবা, ব্যথা-বেদনা থেকে বিরত রাখা যায়, আর তাদের এমন সুযোগ দেওয়া যায়, যাতে সেই সময়ে তারা সৌজন্য, দয়ার্দ্রতা এবং ভদ্রতার অনুশীলন করতে পারে।

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, আমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে সঠিক কথা বলেছি, তার ৭৯৩এ
ফয়সালা করার জন্য আপনাকে মেগিল্লাসের দ্বারস্থ হতে হবে না: আমি নিজেই স্বীকার করছি, প্রত্যেকেরই লাগামহীন ব্যথা-বেদনা ও ভোগসুখের জীবন পরিহার করা উচিত আর একটি মধ্যপথ অনুসরণ করা উচিত। আপনি

www.pathagar.com

এখন যা বললেন, তা তো উত্তমই, সেইসাথে আমি আরও যোগ করছি, আপনার কথারও উত্তম উত্তর করা হয়েছে।

অ্যাথেনীয়ঃ খুবই ভাল কথা ক্লেইনিয়াস; এবার আসুন, আমরা তিনজনে মিলে আরও একটি পয়েন্ট বিবেচনা করি।

ক্লেইনিয়াসঃ তা কী?

অলিখিত আইনঃ একটি অনুস্মারক

অ্যাথেনীয়ঃ আমরা এখন যে-সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি তাকে অনেকে
৭৯৩বি 'অলিখিত প্রথা' হিসেবে অভিহিত করে। বাস্তবিকপক্ষে, যাকে তারা 'পূর্বপুরুষের আইন' বলে অভিহিত করেন, তা এমন কিছু ছাড়া আর কিছু নয়। আর আমাদের মনে এখন যে-চিন্তার উদয় হয়েছে, তা হলো এমনঃ আমরা তাদেরকে যথার্থ আইন বলতে পারি না, আবার তাদের উল্লেখ না করেও পারি না – এটিই যৌক্তিক কথা। কারণ, এগুলোই হলো সকল শাসনব্যবস্থার বন্ধন; তাদের অবস্থান হলো হালে-প্রচলিত লিখিত আইন, আর এরপর যে-আইন প্রণয়ন করা হবে, তার মধ্যিখানে; তাদেরকে যদি মহৎ উপায়ে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সবাইকে তাতে অভ্যস্ত করে তোলা হয়,
৭৯৩সি তাহলে তারা পরবর্তী সময়ের লিখিত আইনের হেফাজতের ক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে বর্ম হিসেবে কাজ করবে; কিন্তু তারা যদি সঠিক বিন্যাস থেকে সরে যায় আর বিশৃঙ্খলার কবলে নিপতিত হয়, তাহলে তারা হয়ে দাঁড়াবে নির্মাতাদের ঠেকনার মতো; তারা তাদের যথার্থ স্থান থেকে সরে যাবে এবং সার্বিক ধ্বংসের কারণ হবে; এক অংশ অন্য অংশকে টেনে নামাবে এবং পরবর্তী যে-অংশ সুন্দরভাবে নির্মাণ করা হয়েছে তা-ও ঠেকনার সাথে সাথে ভূপাতিত হবে, কারণ, তাতে পুরনো ভিত্তি দুর্বল করে ফেলা হয়েছে। ক্লেইনিয়াস, এসব জিনিস স্মরণ রেখে সবদিকে থেকে আমাদের নগরীটিকে
৭৯৩ডি একসাথে আষ্টেপৃষ্টে বাধতে হবে; যাদের 'আইন', 'অভ্যাস' বা 'প্রথা' বলা হয়, তাদের বড় বা ছোট, যে-কোনও মাত্রাকেই যেন আমাদের শক্তির মধ্যে অবহেলা করা না হয়। কারণ, একটি নগরী এসব কিছুর বন্ধনেই আবদ্ধ থাকে আর তাদের কোনও একটির অনুপস্থিতিতে অন্য কোনোটিই সুস্থিত হয় না। সেজন্যই, যখন আমরা দেখতে পাব যে, আপাতদৃষ্টিতে অনেক লক্ষণীয় তুচ্ছ প্রথা ও অভ্যাস তাতে স্থান করে নিচ্ছে এবং তা আমাদের আইনসমূহের কলেবর বৃদ্ধি করছে, তখন যেন তা আমাদের আশ্চর্য হওয়ার কারণ না ঘটায়।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি যা বলছেন তা সত্যি বটে; আমরা তা স্মরণ রাখব।

www.pathagar.com

ছোটকালের শিক্ষা

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে জীবনের প্রথম তিন বছর (তা সেটি ছেলের হোক, অথবা, ৭৯৩ই
মেয়েরই হোক) নিয়ে কেউ যদি কড়াকড়িভাবে আমাদের পূর্বোক্ত আইনকানুন প্রতিপালন করেন এবং তাদেরকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেন, তাহলে যে-বাচ্চাদের বড় করে তোলা হচ্ছে, তাদের যে-উপকার সাধন করা হবে, তা কোনওক্রমেই নগণ্য হবে না।

আত্মার বৈশিষ্ট্যের কারণে তিন বছর, চার বছর, পাঁচ বছর, এমনকি ছ'বছর বয়েসীদেরও প্রয়োজন হবে খেলাধুলার; আর অন্যদিকে ভোগসুখ থেকে তাদেরকে দূরে রাখার জন্য প্রয়োজন হবে শাস্তিবিধানের। শাস্তি যেন অসম্মানজনক না হয়; কিছুক্ষণ আগে আমরা ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য যে-শাস্তির কথা বলেছিলাম, তার সমরূপ যেন হয় এটি; তারা যেন এমনভাবে শাস্তি প্রদান করেন, যাতে তা ঔদ্ধত্য হিসেবে প্রতিভাত না হয়; ফলে, যাদের শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে যেন তা উষ্মা না জাগায়;
আর, তাদেরকে শাস্তি হতে অব্যাহতি দিয়ে যেন তাদেরকে বিলাসী করে ৭৯৪এ
তোলা না হয়। যারা স্বাধীন, তাদের বেলায়ও একটি আভিমুখ্য ব্যবহার করা উচিত। এই বয়সের শিশুরা যে-খেলাধুলা করে তা সহজাতভাবেই উদ্ভূত হয় – যখন তারা একত্রে জমায়েত হয়, তখন তারা নিজেরাই এগুলো আবিষ্কার করে। তিন থেকে ছয় বছর বয়েসী সকল শিশুকে তাদের জেলার (গ্রামের) মন্দিরে জমায়েত হতে হবে এবং সেই জেলার কয়েকটি পরিবার তাতে একস্থানে ঐক্যবদ্ধ হবে। যারা এই বয়েসী, তারা যাতে ঠিকঠাকমতো চলে এবং লাগামছাড়া না হয়ে যায়, তার ওপর দৃষ্টি রাখবে নার্সরা; অন্যদিকে খোদ
নার্সদের ওপর আর পুরো শিশুদলের দায়িত্বে থাকবে পূর্বনির্বাচিত বারোজন ৭৯৪বি
মহিলার মধ্যে একজন: আইনের অভিভাবকদের দায়িত্ব থাকবে প্রতিটি শিশুদলে একজন করে মহিলা বরাদ্দ করা – তাঁর কাজ হবে এক-বছরব্যাপী শৃঙ্খলা বজায় রাখা। যাঁরা বিবাহ তদারকি করার কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাঁদের ওপরই দায়িত্ব থাকবে এই মহিলাদের তদারকি করা; তাঁরাই প্রতিটি ট্রাইব থেকে তাঁদের নিজেদের সমবয়েসী একজন মহিলাকে বাছাই করবেন। যে-মহিলা এই প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হবেন, তাঁকে প্রতিদিন মন্দিরে দর্শন দিতে হবে এবং তিনি যদি দেখতে পান যে, কোনও ঘটনায় কেউ অন্যায় আচরণ করছে, তবে তার শাস্তির বিধান করবেন। তিনি তাঁর নিজের ক্ষমতাবলে নগরীর কর্তৃত্বাধীন ক্রীতদাসদের ব্যবহার করে পুরুষ ও নারী ক্রীতদাস এবং পুরুষ ও নারী আগন্তুকদের বিচার করতে পারবেন; কিন্তু, যদি আসামি
একজন স্বাধীন মানুষ হয় এবং প্রদত্ত শাস্তির ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে, ৭৯৪সি
তবে তাঁকে অবশ্যই নগরী-নিয়ন্ত্রকদের আদালতে নিয়ে যেতে হবে। আর সে যদি তাঁর দাবি অস্বীকার না করে, তাহলে তিনি তাঁর নিজের ক্ষমতাবলে এমনকি মুক্ত নাগরিককেও শাস্তি দিতে পারবেন।

www.pathagar.com

ছেলেমেয়েদের বয়স ছ'বছর পার হলে তাদেরকে লিঙ্গভিত্তিতে আলাদা করে ফেলতে হবে – বালকেরা সময় কাটাবে বালকদের সাথে আর একইভাবে বালিকারা বালিকাদের সাথে। এ-সময়েই তাদের শিক্ষাগ্রহণ শুরু করতে হবে – বালকেরা যাবে ঘোড়ায় চড়া, তীরন্দাজি, জেভেলিন ও গুলতি-
৭৯৪ডি ছোড়া শেখার শিক্ষকের কাছে। আর বালিকারা, যদি কোনওক্রমে সম্মত হয়, তবে নিদেনপক্ষে এসব জিনিস এবং বিশেষত ভারী অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার, জানা থাকা আবশ্যক তাদের।[৩] কারণ, আমি একথা বলতে পারি যে, এখন যে-প্রথা বিদ্যমান, তাকে সবাই অনেকটা ভুলভাবে জানে।

ক্লেইনিয়াস: কোন্ দিক থেকে?

সব্যসাচী

অ্যাথেনীয়: আমি সেই বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করছি, যাতে মনে করা হয় যে, হাতের মাধ্যমে প্রতিটি কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে তাদের যেভাবে ব্যবহার করা হয়, তার বিচারে আমাদের ডান ও বাম দিক ভিন্ন আর পদযুগল ও
৭৯৪ই নিম্নভাগের অঙ্গ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে স্পষ্টত কোনও ভিন্নতার দেখা মেলে না। আমাদের মাতা এবং নার্সদের মূঢ়তার কারণে হাতের দিক থেকে প্রায় প্রত্যেকেই আমরা এক ধরনের বিকলাঙ্গ হয়ে উঠেছি। কারণ, প্রকৃতিগতভাবে উভয় দিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রায় ভারসাম্যময়: আমরা অভ্যাস করে করে, ঠিকমতো ব্যবহার না করে, তাদের ভিন্ন করে তুলেছি। কোনও কোনও কাজে এতে কোনও ভিন্ন ফল দেখা দেয় না – যেমন লাইয়ার বাদন; সেখানে বাদ্যযন্ত্রটি ধরা থাকে বামহাতে আর ডানহাত থাকে প্লেকট্রাম; এ ধরনের অন্য কিছু কাজ আছে যাতে কোনও ক্ষতি সাধিত হয় না। কিন্তু অন্য অনেক কাজের ক্ষেত্রে – যেখানে এমনতরো ব্যবহার প্রয়োজনীয় নয়, সেখানে এগুলোকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করা ব্যবহারিক দিক থেকে নির্বুদ্ধিতার
৭৯৫এ নামান্তর। সিথীয়দের মধ্যে একটি প্রথা প্রচলিত আছে, যা এই বিষয়টিকে প্রতীয়মান করে: কেবল ধনুককে বাম হাতে ধরে ডান হাতে তীরকে পেছনে টেনে আনার বদলে তারা উভয় মাত্রায় উভয় হাতকে ব্যবহার করে। এ-ধরনের অন্য আরও অনেক মডেল আছে – রথ চালানো ও অন্য কিছু ক্রিয়া – যা থেকে একজন মানুষ শিখতে পারে যে, কেউ যদি বাম দিককে ডানদিকের চাইতে দুর্বল করার ফন্দি করে, তবে তা প্রকৃতিবিরুদ্ধ হয়ে উঠে। আমরা বলেছিলাম, এটি যখন শিংওয়ালা প্লেকট্রাম এবং অন্য এমন যন্ত্রাদির ওপর ক্রিয়া করে, তখন তা বড় কোনও পার্থক্য ঘটায় না; কিন্তু যুদ্ধের ক্ষেত্রে –
৭৯৫বি যেখানে আবিশ্যিকভাবেই লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়, সেখানে তা বিপুল পার্থক্য ঘটায়; তা কেবল ধনুক আর জেভেলিনের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য ভারী অস্ত্রশস্ত্রের বিপরীতে যখন ভারী অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়, তার ক্ষেত্রেও সত্য। সেই সময়, যে অস্ত্রচালনা শিখেছে আর যে শেখেনি, যে

www.pathagar.com

জিমিনাস্টিকে প্রশিক্ষিত হয়েছে আর যে হয়নি, তাদের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। যে *প্যানক্রাশন*-এ[৪] বা মুষ্টিযুদ্ধে সুচারুরূপে প্রশিক্ষিত, তার ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটে, তথা, সে তার বাম পার্শ্ব দিয়ে লড়াই করার ক্ষেত্রে কখনওই অপারঙ্গম হয় না; তার প্রতিপক্ষ যখন তাকে দিক বদলে বাধ্য করে, তখন যেমন খোঁড়ায় না এবং বিভ্রান্ত হয়ে নিজেকে ছ্যাঁচড়ায় না; ৭৯৫সি
আমার মনে হয়, একইভাবে যথার্থই এমন প্রত্যাশা করা উচিত যে, ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবং বাকি অন্য ক্ষেত্রেও, তথা, লড়াইয়ের ব্যাপারে, যার অন্যকে আক্রমণ করা ও নিজেকে রক্ষা করার জন্য দুটি অঙ্গ রয়েছে, তারও উচিত নয় নিজের সাধ্যের মধ্যে তাদেরকে কোনওমতে অব্যবহৃত, অথবা, অপ্রশিক্ষিত রাখা। এমনকি কেউ যদি একজন জরিয়ন বা একজন ব্রিয়াইরিয়াসের[৫] মতো প্রকৃতিসম্পন্নও হয়, তবু তার একশত হাতে একশত জেভেলিন ছোড়ার ক্ষমতা থাকা উচিত। এর সমস্ত কিছুই মহিলা শাসক এবং পুরুষ শাসক কর্তৃক তদারক হওয়া উচিত; যাতে সকল বালক ও বালিকা ৭৯৫ডি
সব্যসাচীর গুণসম্পন্ন হয় আর যাতে অভ্যাসের বশে তারা কোনওক্রমেই তাদের প্রকৃতিদত্ত চরিত্রবৈশিষ্টের ক্ষতিসাধন না করে; সেজন্য মহিলাদের দৃষ্টি রাখা উচিত খেলাধুলা এবং নার্সদের ওপর আর পুরুষদের দৃষ্টি রাখা উচিত লেখাপড়ার ওপর।

শারীরিক প্রশিক্ষণ (১)

বিদ্যাচর্চা যদি দু'ধরনের হয়, তবে ধরে নেওয়া যায় যে, তা উপকারী হবে: যে চর্চা শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট, তা হবে জিমনস্টিক আর অন্যটি হবে মিউজিক, যা আত্মার দৃঢ়তার[৬] লক্ষ্যে প্রণীত। এই ক্রমে জিমনস্টিককে দু'ভাগে – নৃত্য এবং মল্লযুদ্ধের ভাগে ভাগ করা হবে; এক ধরনের নৃত্য ৭৯৫ই
সঙ্গীতময় আবৃত্তিকে অনুকরণ করে এবং আভিজাত্য ও স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করাকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে আর অন্যটির লক্ষ্য থাকে শরীরের অঙ্গপ্রতঙ্গে এবং বিভিন্ন অংশে স্বাস্থ্য, উদ্দীপনা এবং সৌন্দর্য সৃষ্টি করা; এক্ষেত্রে নৃত্য প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নুইয়ে, প্রসারিত করে, দেহের সর্বত্র সুসমঞ্জস্য গতি ছড়িয়ে দেয় এবং তার জন্য যথাযথ অনুষঙ্গ জোগায়।

মল্লযুদ্ধের ক্ষেত্রে বলতে হয় যে, প্রতিযোগিতার নিষ্ফল কৌশল হিসেবে ৭৯৬এ
আন্তেউস এবং কের্কিয়ন যে কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন, এপেয়াস বা এমিকস্ মুষ্টিযুদ্ধের যে-কৌশল আবিষ্কার করছিলেন, তা যুদ্ধের ক্ষেত্রে অকেজো ও অনুপযোগী আর এ নিয়ে বেশি কিছু বলাও অনর্থ বাক্যব্যয়।[৭] কিন্তু যেসব জিনিস ঘাড়, হস্ত এবং পার্শ্বদেশকে বিমুক্ত করাসহ সোজাসুজি মল্লযুদ্ধের আওতায় পড়ে, তা যদি বিজয়ের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে অনুশীলন করা হয় আর তার ক্ষেত্রে যদি অনুশীলনকারী দৃঢ় ও সাবলীল থাকে, তা যদি শক্তি ও স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে পরিচালনা করা হয়, তবে তাকে অবহেলা করা

www.pathagar.com

৭৯৬বি উচিত নয়, কারণ, তা সকল দিক থেকেই উপকারী। আইনের ক্ষেত্রে আমরা যখন সেই পর্যায়ে পৌছুব, তখন শিক্ষকের উচিত হবে অত্যন্ত ভদ্রভাবে ছাত্রদের সেই শিক্ষা দেওয়া আর ছাত্রদেরও উচিত হবে ভালমনে তা গ্রহণ করা।

কোরাসের অনুকরণে যেসব জিনিস যথাযথ বলে বিবেচিত, তা বাদ দেওয়া উচিত নয়, যেমন, এই অঞ্চলে কোরেতেসের যে সশস্ত্র খেলা প্রচলিত আছে, তা, অথবা, লাসাদাইমোনিয়ার দাইয়সকোরাই।[৮] আমাদের কুমারী সর্বেশ্বরী,[৯] যিনি কোরাস-নৃত্যের মধ্যে আনন্দ লাভ করেন, তিনি তো খালিহাতে নৃত্য
৭৯৬সি করাকে যথাযথই মনে করেন না; তাই তিনি অস্ত্রশস্ত্রের পুরো সাজে সজ্জিত হয়ে সম্পূর্ণ নাচটি সেভাবেই পরিবেশন করেন। আর তারা যেহেতু দেবীর সুদৃষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে,[১০] তাই সর্বদিক থেকে দেবীর অনুকরণ করা উচিত ছেলেমেয়ের; যুদ্ধের প্রয়োজনে যেমন এ-কাজটি করা দরকার, তেমনি উৎসবের মহিমার জন্যও। অনুমেয় যে, যতদিন না তারা যুদ্ধে যাচ্ছে, সেই পুরো সময়টাতেই – জীবনের একেবারে গোড়া থেকেই, সন্তানেরা প্রতিটি দেবতার সম্মানে আনুষ্ঠানিক মিছিল করবে, সর্বদা অস্ত্রশস্ত্র সমভিব্যাহারে চলাচল করবে এবং অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে তাতে যোগ দেবে। নৃত্য এবং মিছিলে দ্রুত ও শ্লথ পদক্ষেপে তারা দেবতাকুল ও দেবতাদের সন্তানকুলের প্রতি প্রার্থনা জানাবে।

৭৯৬ডি কোনও লক্ষ্যের কথা যদি বলতে হয় – তা যদি থাকেই – তবে বলতে হয় যে, প্রতিযোগিতা এবং প্রস্তুতিমূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা উচিত; কারণ শান্তি ও সমরে, রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থায় এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন গৃহব্যবস্থাপনায় এগুলো প্রয়োজনীয়; কিন্তু মেগিল্লাস ও ক্লেইনিয়াস, আপনাদের বলি, অন্যান্য ধরনের শ্রম, খেলাধুলা এবং শরীরচর্চা স্বাধীন মানুষের যোগ্য কাজ নয়।

প্রথমে যে-ধরনের জিমনাস্টিক বর্ণনা করা দরকার বলে বলেছিলাম আমি, তা পুরোপুরি বর্ণনা করলাম: যদি এর চাইতে উত্তম কিছুর কথা জানেন,
৭৯৬ই তাহলে আপনারা কি সেই ভাবনাচিন্তা আমাদের সমক্ষে তুলে ধরবেন?

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, এসব জিনিস বাদ দিয়ে জিমনাস্টিক শিল্প এবং প্রতিযোগিতা নিয়ে অধিকতর উত্তম অন্য কিছু বলতে যাওয়া সহজ কাজ নয়।

শিক্ষায় উদ্ভাবনের বিপদ

অ্যাথেনীয়: পর্যায়ক্রমে এরপর যা আসে তা হলো মিউজ ও অ্যাপলোর দান নিয়ে আলোচনা। পূর্বে অবশ্য আমার এমন ধারণা করেছিলাম যে, এ-বিষয়গুলোর সবই আলোচনা করে ফেলেছি আর যা বাকি আছে তা হলো জিমনাস্টিক শিল্প সম্পর্কিত আলোচনা। কিন্তু এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কী কী পয়েন্ট বাদ পড়েছে; আর এসব জিনিসই সবাইকে প্রথমে বলা উচিত। সুতরাং, চলুন, এইক্রমে এখন এই বিষয়গুলোই আলোচনা করি।

www.pathagar.com

ক্রেইনিয়াস: অবশ্যই; এগুলোই আলোচিত হওয়া উচিত এখন।

অ্যাথেনীয়: তাহলে আমার কথা মন দিয়ে শুনুন; আপনারা যদিও পূর্ব থেকে ৭৯৭এ
আমার কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে শুনেছেন, তবু যখন অদ্ভুত এবং প্রথাবিরোধী কিছু একটা বলা হচ্ছে, তখন বক্তা এবং শ্রোতা, উভয়েরই সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ, আমি এখন এমন কিছু যুক্তি উপস্থাপন করতে যাচ্ছি, যা উচ্চারণ করাও এক ভয়াবহ ব্যাপার; কিন্তু এ-বিষয়ে আমার মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস রয়েছে আর সে-কারণেই আমি এগিয়ে যেতে মনস্থির করেছি।

ক্রেইনিয়াস: আগন্তুকবর, আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?

অ্যাথেনীয়: আমার বক্তব্য হলো: প্রতিটি নগরীতে যে-খেলা খেলা হয়, তার প্রকৃতিই যে আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে, তার ব্যাপারে সবাই অসচেতন থাকে – এটিই নির্ধারণ করে প্রতিষ্ঠিত আইন বজায় থাকবে
কি থাকবে না। যেখানে বিন্যাসটি এমন থাকে যে, একই ব্যক্তি একই জিনিস ৭৯৭বি
নিয়ে একই খেলা খেলে এবং সেইসাথে একই খেলনা দিয়ে তার স্পিরিটকে আমোদিত করে, সেখানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রথাসমূহকে অবিঘ্নিত থাকার সুযোগ দেওয়া হয়; কিন্তু যেখানে খেলাধুলা বদলে যায় আর সর্বদা অভিনবত্ব এবং অন্যান্য ধরনের পরিবর্তন দ্বারা কলুষিত হয়, যেখানে তরুণরা কখনও একই জিনিসকে পছন্দ করে বলে বলে না, যেখানে যুবকেরা তাদের নিজেদের দেহের ভঙ্গি এবং তাদের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের ব্যাপারে ভাল
আদল আর খারাপ আদল নিয়ে ঐকমত্য পোষণ করে না এবং তাদেরকেই ৭৯৭সি
বিশেষ সম্মানের স্থানে অধিষ্ঠিত করে রংয়ে, রূপে এবং এমনসব জিনিসে সব সময় নতুন কিছু উদ্ভাবন করে, সেখানে, নগরীর ক্ষেত্রে বড় বিপত্তি আর কী হতে পারে! যদি আমরা একথা বলি, তবে তাতে পুরো সত্যই বলা হবে। কারণ, যে-ব্যক্তি খেলাধুলাকে বদলে দেয়, সে গোপনে তরুণদের আচার-আচরণ পরিবর্তন করে ফেলে; যা কিছু প্রাচীন, তাকে অসম্মান করা এবং যা কিছু নতুন, তাকে সম্মান করতে শেখায়। এই মানুষটি এবং তার কথাবার্তা ও তার গোঁড়া মতবাদ নিয়ে আমি পুনর্বার বলছি: সকল নগরীর জন্য এর চাইতে বড় কোনও শাস্তি আর নেই। আমি যে তাকে কত বড় মন্দ বলি, সেকথা কি আপনারা আমার মুখ থেকে শুনতে চান?

ক্রেইনিয়াস: নগরীর প্রাচীন জিনিসের ওপর যে-দোষ আরোপ করা হয়, তার ৭৯৭ডি
কথা বলছেন?

অ্যাথেনীয়: হ্যাঁ, তা-ই।

ক্রেইনিয়াস: বেশ; তাহলে আপনি দেখতে পাবেন, আপনার বক্তৃতার এই অংশে আমরা কোনওক্রমেই অমনোযোগী শ্রোতা নই; না, না, আমাদের সাধ্যমতো মনোযোগী হব আমরা।

অ্যাথেনীয়: আপনাদের কাছ থেকে তা-ই প্রত্যাশা করি।

ক্রেইনিয়াস: তাহলে এগিয়ে যান।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে আসুন, তর্কযুক্তিটি শুনি এবং একইসাথে একে অপরের কাছে তা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে অধিকতর উন্নত স্তরে নিয়ে যাই।

এই যুক্তিটির বক্তব্য হলোঃ মন্দ থেকে পরিবর্তন ছাড়া অন্য যে-কোনও
৭৯৭ই পরিবর্তনই সকল জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনকঃ এটি ঋতুর ক্ষেত্রে, বায়ুপ্রবাহের ক্ষেত্রে, আমাদের দেহের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনই আমাদের আত্মার বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও সত্যি; তবে ব্যতিক্রম একটিই – একটু আগেই যে-কথা বলেছি, খারাপ জিনিসের পরিবর্তন।

ফলে, কেউ যদি মানুষের দেহের দিকে তাকিয়ে দেখে তাহলে দেখতে পাবে যে, সব ধরনের খাদ্য, পানীয় আর শরীরচর্চার মাধ্যমে তাদের দেহ প্রথমে বিপর্যস্ত হলেও তাদের দ্বারা পরে তারা অভ্যস্ত হয়ে যায়; আরও দেখতে পাবে যে, সময়ের দীর্ঘ পরিসরে এসব রসদ থেকেই কী করে তারা
৭৯৮এ বিকশিত হয় – তাদের বৈচিত্র্য জানতে পারে এবং ভালোবাসতে শেখে, সুস্বাস্থ্য এবং জীবনের আনন্দ অর্জন করে; আর তারপর যদি তারা উন্নততর খাদ্যসামগ্রীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন অসুস্থতার কবলে নিপতিত হয় এবং নতুন খাদ্যসামগ্রীতে অভ্যস্ত হয়ে অনেক কষ্টেসৃষ্টে নিরাময় লাভ করে। এক্ষণে আমাদের আবশ্যিকভাবে এমন ভাবতে হবে যে, মানুষের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে এবং তাদের আত্মার প্রকৃতির ক্ষেত্রে একই জিনিস প্রযোজ্য। কারণ, তারা যদি নির্দিষ্ট কিছু আইনের ছায়ায় বড় হয়, যা ঐশী
৭৯৮বি সৌভাগ্যের মাধ্যমে দীর্ঘ কালব্যাপী অপরিবর্তিত ছিল, আর তারা যদি এমন কথা স্মরণে না আনতে পারে, অথবা, শুনে না থাকে যে, বর্তমানে যে-ব্যবস্থা বিদ্যমান, তা অন্যকালে ভিন্নতর ছিল, তাহলে ইতোমধ্যে যে-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, তার কোনওটিকে পরিবর্তন করাকে আত্মা ভয় পাবে এবং তাকেই ইজ্জত করবে। আইনপ্রণেতাকে কোনও না কোনওভাবে প্রাচীনত্বের প্রতি এই সম্মানবোধ রোপণ করার পদ্ধতি খুঁজে বের করার কথা ভাবতে হবে। নিদেনপক্ষে, যে-জিনিসটি আমি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি তা এমনঃ পূর্বে আমরা বলেছিলাম, প্রত্যেকেই এমন ভাবে যে, তরুণদের
৭৯৮সি খেলাধুলার নিয়মকানুনের পরিবর্তন থেকে বড় কোনও ক্ষতি সাধিত হতে পারে না, কারণ, খেলা তো খেলা-ই। ফলে, তারা এ-ধরনের পরিবর্তনকে প্রতিহত করে না, বরং, তাকেই সমর্থন করে, অনুসরণ করে; তারা এই ফ্যাক্টটি বিবেচনা করে দেখে না যে, যারা খেলাধুলার ক্ষেত্রে নতুন জিনিসের অনুশীলন করে, সেই বালকেরা আবশ্যিকভাবেই পুরুষ হিসেবে বড় হবে এবং আগের শিশুরা যে-ধরনের পুরুষ হয়ে বড় হয়ে উঠেছিল, তার চাইতে ভিন্নতর পুরুষ হিসেবে বড় হবে; আর ভিন্ন হয়ে ওঠে তারা ভিন্নতর জীবনযাত্রা যাচঞা করবে এবং তা যাচঞা করে তারা ভিন্ন রীতিনীতি ও আইনকানুন যাচঞা করবে। তার পরিণাম হবে এমনঃ যার কথা আমি
৭৯৮ডি এইমাত্র বললাম – নগরীর শিরে সবেচেয়ে ভয়ঙ্কর অশুভ নিপতিত হবে। আর বাস্তবিকপক্ষে, অন্য আরও অনেক পরিবর্তন আছে, যা বাহ্যিক

www.pathagar.com

দৃশ্যমানতাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত – তার ক্ষতি কম; কিন্তু আচার-আচরণের ক্ষেত্রে প্রশংসা ও দোষারোপের ঘন ঘন পরিবর্তন সবচেয়ে বড় অশুভ দেখা দেবে এবং তার ক্ষেত্রেই সবচেয়ে গভীর নজরদারি প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: তাহলে কী দাঁড়াল? আমরা তো বলেছিলাম যে, ছন্দ আর মিউজিকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি হলো সামগ্রিকভাবে প্রকৃষ্টতর এবং নিকৃষ্টতর মানুষের অনুকরণ – আমাদের পূর্বেকার সেই যুক্তিকে কি আমরা সত্য মনে করি? না কি, অন্য কিছু বলবেন? ৭৯৮ই

ক্লেইনিয়াস: এখন তো দেখতে পাচ্ছি, স্বীকার করার মতো আমাদের সামনে এই একটি মতবাদই আছে।

অ্যাথেনীয়: তাহলে আবশ্যিকভাবে তরুণদের নতুন নাচ বা নতুন সঙ্গীত অনুকরণ করাকে প্রতিহত করার ব্যাপারে আমাদের কি সর্বোতভাবে প্রচেষ্টা চালানো উচিত নয়? কাউকে বিচিত্র সব সুখ উপভোগ করার সুযোগদানকে বন্ধ করা কি উচিত নয়?

ক্লেইনিয়াস: আপনি যা বললেন তা পুরোপুরি ঠিক।

অ্যাথেনীয়: এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে মিশরীয়দের চাইতে উত্তম কোনও ৭৯৯এ কলা কি কেউ ভাবতে পারে?

ক্লেইনিয়াস: তাদের পদ্ধতিটি কী?

অ্যাথেনীয়: সকল নৃত্য এবং সকল গানের পবিত্রকরণ। প্রথমে আসে বাৎসরিক পঞ্জিকায় উৎসবের দিনের বিন্যাস – তাতে দেখানো হয় সে-সব উৎসব কী, কখন সেগুলো অনুষ্ঠিত হবে আর সেইসব উৎসবকে কোন্ দেবতা, বা দেবতার সন্তান, বা মহাবীরের নামে উদ্‌যাপন করা হবে। এরপর জিনিসগুলোকে নির্দিষ্ট কিছু মানুষের নামে এমনভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয় যাতে কোন্ গানটি যথার্থভাবে কোন্ দেবতার কোন্ যজ্ঞের সময় গাওয়া হবে এবং প্রতিটি যজ্ঞের সময় কোন্ কোরাস তা উদযাপন করবে, তা চিহ্নিত থাকে; তারপর সমবেত পুরো নাগরিকগোষ্ঠী ভাগ্যদেবীকুল[১১] ও অন্যান্য ৭৯৯বি
দেবতার উদ্দেশে যাগযজ্ঞ করে এবং অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে (তর্পণ ক'রে) প্রতি দেবতা এবং অন্যান্যদের জন্য নিবেদিত গানকে পবিত্র করে।

XXII. **কেউ যদি নির্দিষ্ট কোনও দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত নৃত্য ও গীতের বদলে অন্য কোনও নৃত্যগীত নিবেদন করে, তাহলে আইনের অভিভাবকদের সহযোগে যাজক ও যাজিকাগণ ধর্মাচার ও আইনের অনুমোদন নিয়ে সেই ব্যক্তিকে বাতিল করে দেবেন;** XXIII. **সেই বাতিলকৃত ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় সেই বাতিলাদেশ মান্য করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে সারা জীবনের জন্য সে অধার্মিকতার মামলার শিকার হবে – যে-কেউ তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারবে।**

ক্লেইনিয়াস: ঠিক বলেছেন।

www.pathagar.com

৭৯৯সি **অ্যাথেনীয়ঃ** আসুন আমরা এই বিষয়টির বিবেচনায় স্মরণ করার চেষ্টা করি আমাদের নিজেদের কী করণীয়।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি কিসের কথা বলছেন?

অ্যাথেনীয়ঃ ধারণা করা যায় যে, বয়স্ক মানুষের কথা বাদ দিলেও প্রত্যেক যুবকই যখন অদ্ভুত কিছু, পুরোপুরি অপরিচিত কিছু, দেখে বা শোনে, তখন সে এসব জিনিসে যা কিছু ধাঁধাময়, তার সাথে তৎক্ষণাৎ একমত হতে চায় না, বরং, তেমাথায় উপস্থিত হয়ে একজন মানুষ যেমন কোন্ পথে যাবে স্থির করতে পারে না, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনই অবস্থা হয় তার – সে
৭৯৯ডি স্থির হয়ে থাকে। একাই হোক আর অন্য লোকজনের সাথে ভ্রমণরতই হোক, সে তখন নিজেকে বা অন্যদের জিজ্ঞেস করবে – 'কোন্‌টি ঠিক পথ?', আর যতক্ষণ না সে এ-ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারছে, যতক্ষণ না বুঝতে পারছে যে, সে ঠিক পথ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে শক্ত মাটিতে দাঁড়াতে পেরেছে, ততক্ষণ সে সামনে পা বাড়াবে না। বর্তমান ক্ষেত্রেও আমাদের একই কাজ করা উচিতঃ অনুমান করা যায় যে, এখন আইন সম্পর্কে যে অদ্ভুত যুক্তির উদ্ভব ঘটেছে, তা নিয়ে একটি সম্পূর্ণ অনুসন্ধান চালানো দরকার। এসব বিষয় নিয়ে আমাদের এই যুগে তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট কিছু বলতে পারব, এমন সহজ দাবি করা উচিত নয় আমাদের।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি যা বললেন, তা অত্যন্ত খাঁটি কথা।

৭৯৯ই **অ্যাথেনীয়ঃ** সুতরাং, আমরা এ নিয়ে কিছু সময় নিয়োগ করব; যথেষ্ট পরিমাণ অনুসন্ধান চালানোর পরই কেবল একে শক্ত মাটিতে দাড় করানো যাবে। কিন্তু আমাদের আইনের সহজাত বিন্যাস সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আমরা যাতে বাধাগ্রস্ত না হই, সেজন্য চলুন, আমরা যথাযথ ক্রম অনুসরণ করে তাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপস্থিত হই। সবদিক থেকে এই সম্ভাবনাই প্রবল যে, দেবতার ইচ্ছায় তাদের উদ্ঘাটন যখন সম্পন্ন হবে, তখন আমাদের বর্তমান জটিল ধাঁধায় তা যথেষ্ট আলো ফেলে তাকে আলোকিত করবে।

ক্লেইনিয়াসঃ চমৎকার কথা, আগন্তুকবর; আপনি যা প্রস্তাব করলেন, চলুন আমরা সে-পথেই এগোই।

অ্যাথেনীয়ঃ সুতরাং, আমরা বলছি যে, এই অদ্ভুত গোঁড়া-মতটি গৃহীত হয়েছেঃ আমাদের গীতিমালা 'আইন'[১২] হয়ে উঠেছে। এমন হওয়া সম্ভব যে, প্রাচীনকালের লোকজন কোনও না কোনওভাবে কিথারা সহযোগে গান
৮০০এ গাওয়াকে এ নাম দেওয়ার ব্যাপারে সহমত পোষণ করেছিল; সুতরাং, অনুমান করা যায় যে, এখন যা বলা হচ্ছে, তা নিয়ে তারা হয়ত পুরোপুরি অমত করবে না; কেউ হয়ত স্বপ্নে – ঘুমের মধ্যে, অথবা, জাগ্রত অবস্থায়, ঘোরে ভাসাভাসাভাবে এ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। যাহোক, এই ব্যাপারে গোঁড়ামত হতে হবে এমনঃ গান এবং নাচের ক্ষেত্রে কেউ যেন সর্বসাধারণের গান, পবিত্র গান এবং তরুণদের কোরাস চর্চার বিরুদ্ধে অপমানকর কোনও

www.pathagar.com

কথা না বলে এবং বিরোধী কোন নৃত্যগীত না করে; তাছাড়া অন্য কোনও 'আইনের' বিরুদ্ধাচরণ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। যারা এই আইন মেনে চলবে তারা নির্মল থাকবে; কিন্তু আমি যেমন বলছি, যে অমান্যকারী হবে, ৮০০বি
সে আইনের অভিভাবককুল, যাজক ও যাজিকাদের দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। তাহলে কল্পনা করা যাক যে, এটিই আমাদের আইন।

ক্লেইনিয়াস: খুবই ভাল কথা।

কয়েকটি মডেল নিয়মকানুন

অ্যাথেনীয়: এসব জিনিস নিয়ে আইন প্রণয়ন করার পর হাস্যাস্পদ হওয়ার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী? তাদের সম্পর্কে এমন কিছু অতিরিক্ত পয়েন্ট বিবেচনা করা যাক: সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হবে বাচনিক দিক থেকে তার জন্য কিছু মডেল গড়ে তোলা। আমি বলি, অনেকের মধ্যে একটি মডেল হতে পারে এমন: ধরুন একটি যজ্ঞ চলছে এবং আইনের নির্দেশমাফিক পবিত্র মাংস পোড়ানো হচ্ছে, তখন কেউ তার ব্যক্তিগত পর্যায়ে – সে একজন পুত্র অথবা ভ্রাতা, অথবা, অন্য যে-কেউ হতে পারে – পূজার বেদী
এবং উৎসর্গিত পশুর পাশে দাঁড়িয়ে ধর্মবিরুদ্ধ কিছু একটা বলল; তখন কি ৮০০সি
সেই কথা তার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে নিরাশায় এবং অশুভ ইঙ্গিত ও অশুভ আপ্তবাক্যের সংকেতে ভারাক্রান্ত করে তুলবে না?

ক্লেইনিয়াস: তা তো করবেই।

অ্যাথেনীয়: বলতে গেলে, বিশ্বের এই অংশে, আমাদের নগরীগুলোতে, এই জিনিসটিই অহরহ ঘটছে। কারণ, কোনও ম্যাজিস্ট্রেট যখন জনসমক্ষে কোনও যজ্ঞ করেন, তখনই কোরাসের মতো লোকজন জড়ো হয় – এক
কোরাসেই নয়, বরং, অসংখ্য কোরাসে – এবং বেদীর অনতিদূরে, ৮০০ডি
বাস্তবিকপক্ষে কখনও কখনও একেবারে বেদীর গা ঘেষে দাঁড়িয়ে, পবিত্র এই আচার নিয়ে এন্তার জঘন্য ধর্মবিরুদ্ধ কথাবার্তা বলতে থাকে; আর কথায়, ছন্দে আর সুললিত গানে গানে, তারা দর্শকদের আত্মাকে উত্তেজিত করে তোলে; এসব জিনিস কানে শোনাও অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যে-মুহূর্তে একটি নগরী যজ্ঞে ব্যাপৃত হচ্ছে, তখন যারা নাগরিকদের সবচেয়ে বেশি কাঁদাতে সক্ষম হয়, তারাই বিজয় মুকুটের অধিকারী হয়। আমাদের কি এ ধরনের সুর (*নমস*)[১৩] স্তব্ধ করে দেওয়া উচিত নয়? আর আমাদের নাগরিকদের যদি
এমন ধরনের বিলাপ শুনতেই হয়, তাহলে যেন কোনও অপবিত্র এবং অশুভ ৮০০ই
দিনে[১৪] বাইরে থেকে ভাড়া-করা কোরাস-গাইয়েদের – সেইসব গায়ক, যারা কেরীয়[১৫] মিউজদের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে শবযাত্রার আগে আগে গান গায়, তাদের দ্বারা গানের আয়োজন করা হয়। সেই ধরনের গানের জন্য এই হবে যথাযথ সময়। অনুমান করা যায়, শবযাত্রার গানের সাথে যেসব পোশাক-

www.pathagar.com

পরিচ্ছদ যথাযথ বলে বিবেচিত হবে, তা মুকুট নয়, বা, সোনার অলঙ্কারও নয়, বরং, তার বিপরীত কিছু। এ-বিষয়ে যথেষ্ট বলা হলো; এখন তাতে ক্ষান্তি দেওয়া যায়।

এমন একটি বিষয় নিয়ে আমি কেবল আরেকবার নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারি: আমাদের এই প্রথম দৃষ্টান্তটিকে কি আমরা গানের সন্তোষজনক মডেল হিসেবে গড়তে পারি?

ক্লেইনিয়াস: তা কী?

অ্যাথেনীয়: শুভ বচন। আমাদের গানের শ্রেণি কি প্রতিটি ঘটনাকালে বাচনিক
৮০১এ দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে শুভ হওয়া উচিত নয়? আপনাদেরকে কি একথা আবার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন আছে, না কি, ধরে নেব যে, আপনারা আমার সাথে একমত?

ক্লেইনিয়াস: অবশ্যই এই আইন প্রণয়ন করবেন; কারণ, এমন আইনই সর্বসম্মত ভোটে জয়ী হবে।

অ্যাথেনীয়: শুভ বচনের পর মিউজিকের দ্বিতীয় আইনটি কী হবে? প্রতি অনুষ্ঠানকালে আমরা দেবতার উদ্দেশে যে-বলিদান করব, তার জন্য কি প্রার্থনার আয়োজন থাকতে হবে না?

ক্লেইনিয়াস: তা ছাড়া আর কী?

অ্যাথেনীয়: আমার বিশ্বাস, তৃতীয় আইনটি হওয়া উচিত এমন: কবিকুলের
৮০১বি অনুধাবন করা উচিত যে, প্রার্থনা হলো দেবতাদের কাছে আমাদের মিনতি; এবং সর্বোতভাবে এই লক্ষ্যেই তাদের বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করতে হবে, যাতে ভালোর বদলে মন্দের জন্য মিনতি করার মতো ভুল এড়ানো যায়। কিন্তু আমার ধারণা এ ধরনের প্রার্থনা জানালে বাস্তবিকপক্ষেই ব্যাপারটি হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়।

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: কিন্তু একটু আগেই তো আমাদের মধ্যে স্থির প্রতীতি জন্মেছিল যে, আমাদের নগরীতে কোনও রূপালি বা সোনালি প্লুটুর[১৬] বাস থাকবে না!

ক্লেইনিয়াস: আলবৎ।

অ্যাথেনীয়: তাহলে এই যুক্তি কী তুলে ধরছে বলে দাবি করব আমি? ঘটনাটি কি
৮০১সি এমন নয় যে, কোন্ জিনিস ভালো, আর কোন্ জিনিস তা নয়, তা পুরোপুরিভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সমগ্র কবিগোষ্ঠী একেবারেই অক্ষম? অনুমান করা যায়, কোনও কবি যদি কথায় বা সুরে এমন কোনওকিছু সৃষ্টি করেন, যা এই বিচারে ভুল, অন্য কথায়, তিনি যদি এমন প্রার্থনা রচনা করেন যা বেঠিক, তাহলে সবচেয়ে বড় বড় বিষয়ে আমরা যে-আইন প্রণয়ন করলাম, তার ক্ষেত্রে তো তাঁরা নাগরিকদের তার বিপরীতপক্ষে প্রার্থনা করাবেন। আমরা যেমনটি বলেছি, এর চাইতে অধিকসংখ্যক মারাত্মক ভুল

www.pathagar.com

আর কোথায় মিলবে? অতএব, এটিকে আমরা কি একটি আইন এবং মিউজদের সম্পর্কিত মডেল হিসেবে প্রণয়ন করব?

ক্লেইনিয়াস: কী বলছেন? আপনি কী বুঝাতে চাইছেন, তা কি আরেকটু স্পষ্ট করে বলবেন?

অ্যাথেনীয়: কবি এমন কিছুই সৃষ্টি করতে পারবে না, যা সুন্দর বা প্রকৃষ্ট জিনিস নিয়ে নগরীর প্রচলিত এবং বৈধ ধারণার চাইতে ভিন্ন কোনও ভার্সন হয়ে ৮০১ডি
উঠবে; আর এ-বিষয়টির ক্ষেত্রে নিযুক্ত বিচারক, সেইসাথে আইনের অভিভাবকদেরকে, তাঁর সৃষ্টি প্রদর্শন করা এবং তাতে তাঁদের অনুমোদন লাভের পূর্বে তিনি কোনও অবিশেষজ্ঞকে তাঁর সৃষ্টি দেখাতে পারবেন না (বাস্তবিকপক্ষে আমরা ইতোমধ্যে এই বিচারকদের নির্বাচিত করে ফেলেছি – তাঁরা মিউজিকের কর্মকাণ্ড নিয়ে আইন প্রণয়ন করবেন আর শিক্ষার বিষয় তত্ত্বাবধান করবেন)। তাহলে কী দাঁড়াল? আগে বহুবার আমি যেকথা জিজ্ঞেস করেছি, আবারও তা জিজ্ঞেস করছি: আমরা কি একে তৃতীয় আইন, একটি টাইপ এবং মডেল, হিসেবে স্থির করব? আপনারা কি এ-ব্যাপারে অধিক কিছু বলতে চান?

ক্লেইনিয়াস: এটিই স্থির করা হোক – আর তা হবেই না বা কেন?

অ্যাথেনীয়: তাহলে যে করেই হোক, এরপর প্রার্থনার সাথে মিশিয়ে দেবতাদের ৮০১ই
পানে স্তুতিগান এবং বন্দনাগান গাওয়াই হবে সঠিক কাজ। এরপর একইভাবে আসবে ভিন্ন ভিন্ন সব চরিত্রের ক্ষেত্রে যা যথাযথ, তেমন করে উপদেবতা ও বীরদের পানে বন্দনাগানসহ প্রার্থনা।

ক্লেইনিয়াস: তা তো নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়: এসব জিনিসের পরে, যে করেই হোক, কোনও দ্বিধা ছাড়াই, এই আইনটি স্থির করা যেতে পারে: যেসব নাগরিক তাদের আত্মা অথবা দেহ দিয়ে মহৎ ও শ্রমসাধ্য কাজ করেছে, যারা আইনের প্রতি বাধ্যগত থেকেছে এবং এ-দুনিয়া ত্যাগ করে গেছে, তাদের প্রশংসালাভ করা উচিত; এই হবে যথাযথ কাজ।

ক্লেইনিয়াস: সত্যি কথা।

অ্যাথেনীয়: কিন্তু এখনও যারা বেঁচে আছে, তাদেরকে স্তুতি ও বন্দনাগানের ৮০২এ
মাধ্যমে সম্মানিত করা নিরাপদ কাজ নয় – একজন মানুষের প্রশংসাগীতি গাওয়ার আগে তার সারা জীবনের কাজ সমাপ্ত হওয়া দরকার, জীবনের সুন্দর একটি পরিসমাপ্তি ঘটা উচিত। যাঁরা সদ্গুণের ক্ষেত্রে নিজেদের উল্লেখযোগ্য করে তুলেছেন, তাঁদের বেলা নারী বা পুরুষে যেন কোনও পার্থক্য করা না হয় – সমভাবে যেন তাদের শিরে প্রশংসামুকুট পরানো হয়।

www.pathagar.com

মিউজিকের নিয়ন্ত্রণ

নৃত্য এবং গীতকে এভাবেই বিন্যস্ত করা উচিত। প্রাচীন লোকজনের কাছ থেকে মিউজিকের অনেক প্রাচীন ও সুন্দর সৃষ্টি আমাদের কাছে এসেছে, সেইসাথে দেহের জন্য একই গুণসম্পন্ন নৃত্য। যে রাজনৈতিক-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
৮০২বি করা হচ্ছে তার উপযোগী ও তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নৃত্যগীত বাছাই করার ক্ষেত্রে কোনও দ্বিধা করা উচিত নয়। তাদের মধ্য থেকে বাছাইকার্য সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কিছু পরীক্ষক নিয়োগ করতে হবে, যাদের বয়স পঞ্চাশ বছরের নিচে নয়। তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেবেন প্রাচীন সৃষ্টির মধ্যে কোনগুলো সন্তোষজনক মনে হয় আর কোনগুলো সন্তোষজনক নয়, অথবা, পুরোপুরি অনুপযোগী। অনুপযুক্ত সৃষ্টিগুলো পুরোপুরিভাবে বাতিল করে দেওয়া উচিত আর অপরপক্ষে পূর্বোক্তক্ষেত্রে তাদের উচিত সেগুলোকে পুনর্বার হাতে নিয়ে কবি ও সঙ্গীতবিশারদদের সাহায্যে তাদের সংশোধন করা। তাদের উচিত এসব
৮০২সি মানুষের কাব্যিক শক্তি ব্যবহার করা; কিন্তু তারা যেন কিছুতেই তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ ও খেয়ালখুশি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হন; তবে, কয়েকটি ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হতে পারে। আইনদাতার ইচ্ছাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তাঁদের উচিত নৃত্য, গীত ও কোরাস উপস্থাপনাকে সার্বিকভাবে এমনরূপে বিন্যস্ত করা, যাতে তা তাঁর মনের ইচ্ছার কাছাকাছি জায়গায় উপনীত হয়। মিউজিকের অনিয়মিত সুর যদি নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে সৃষ্টি করা হয়, তবে তা মাধুর্যে অংশগ্রহণকারী না হলেও দশ হাজার গুণ উৎকৃষ্ট হয়ে উঠে। যাই হোক না কেন, সকল মিউজিকের ক্ষেত্রেই তো সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো আনন্দ। একজন মানুষ যদি শৈশবকাল হতে নিজের বুদ্ধিবিবেচনা প্রয়োগ
৮০২ডি করে এবং পরিপক্বতার কাল পর্যন্ত সংযত ও সুশৃঙ্খল মিউজিক শ্রবণ করে, তখন তার বিপরীত কিছু শুনলে সে তাকে ঘৃণাই করবে এবং তাকে সংকীর্ণ চিত্তসম্পন্ন বলে ভাববে; কিন্তু সে যদি সুমিষ্ট ও সাধারণ্যে প্রচলিত মিউজিকে বড় হয়, তবে সেই তীব্র মিউজিককে ঠাণ্ডা ও নিরানন্দময় বলে বিবেচনা করবে। তাই, আমি পূর্বে যেমনটি বলেছি, একজন মানুষ এ দু'য়ের মধ্যে কোনও একটি থেকে অন্যটিতে অধিক আনন্দলাভ করতে সক্ষম হন না; সবচেয়ে বড় পার্থক্যটি ঘটে সেখানে যখন দেখা যায় যে, তার সাথে বড়-হয়ে-উঠা কেউ অধিকতর উত্তম হয়ে উঠেছে আর অন্যটির অনুশীলনকারীকে তা সর্বদাই মন্দ করে তুলছে।

ক্লেইনিয়াস: আপনি চমৎকার বলেছেন।

অ্যাথেনীয়: অধিকন্তু, আমাদেরকে অবশ্যই কোনও না কোনও সাধারণ নীতির
৮০২ই ভিত্তিতে গানকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে, নির্ধারণ করতে হবে, কোন্ গান রমণীদের জন্য উপযোগী আর কোন্ গান পুরুষের উপযোগী; সেইসব গানে যথাযথ বাণী ও সুর দিতে হবে। সম্পূর্ণ সুরই যদি বেসুরো হয়, অথবা, কোনও তাল যদি বেতালা হয়, তবে তা হবে মর্মান্তিক ব্যাপার;

www.pathagar.com

তা তখনই ঘটবে যখন এগুলোর বাণী হবে অনুপযোগী। ফলে, একজন আইনদাতাকে অবশ্যই এসব মাত্রার যথাযথ জিনিস বরাদ্দ করতে হবে। তাহলে বলা যায়, নারী পুরুষ উভয়ের অধিকারে যা থাকা দরকার তা হলো সেই সুর ও বাণী; নারীদের জন্য বরাদ্দকৃত গান তাদের সহজাত ভিন্নতার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকা উচিত। মহত্ত্ব এবং যা কিছু সাহসিকতার সাথে সম্পর্কিত, তাদেরকে পুরুষালি গুণ বলে ঘোষণা করা উচিত; আর যা কিছুতে মিতাচার এবং সংযমের ঝোঁক থাকবে, তাকে আইনে এবং সাধারণ্যে-প্রচলিত কথায়, অধিকতর নারীসুলভ গুণ বলে ঘোষণা করা যেতে ৮০৩এ
পারে। এটিই হবে যথাযথ ব্যবস্থা।

অবসরের সঠিক ব্যবহার

এরপর যা আলোচনা করা দরকার, তা হলো শিক্ষার পদ্ধতি এবং শিক্ষা হস্তান্তর করার উপায় – কীভাবে, কার হস্তে এবং কখন, প্রতিটি বিষয় অনুশীলন করতে হবে, তা।

এ-জিনিসটি তো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আমি নিজে এখানে যা কিছু করছি, তা অনেকটা পোত নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের কাজ, একজন পোতনির্মাতা যা করে তার মতো কাজ – সে যেমন পোতের তলি ঠিক করে তার রূপরেখা অঙ্কন করে, তেমনই। অনুরূপভাবে, আমিও বিভিন্ন মানুষের আত্মার প্রকৃতি অনুযায়ী বাস্তবিকপক্ষে *তলা তৈরি করে*[৭] বিভিন্ন জীবনের প্যাটার্নের মধ্যে ৮০৩বি
পার্থক্য করতে চাই; জীবনের সবচেয়ে উত্তম উপায়ে অস্তিত্বের সুমুদ্রযাত্রায় পাড়ি দেওয়ার লক্ষ্যে আমাদের কী পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত আর সময় সময় তাতে আমাদের কী বৈশিষ্ট্য যোগ করা উচিত, তার জন্য ঠিকমতো অনুসন্ধান চালাই। অবশ্য মানুষের কর্মকাণ্ড গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার কোনও বিষয় নয়; তৎসত্ত্বেও বাধ্য হয়েই তাদের ব্যাপারে আমাদের ঐকান্তিক হতে হচ্ছে। এটি কোনও সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়। এতদূর অগ্রসর হওয়ার পর কোনওক্রমে যদি যথাযোগ্য কোনও পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যায়, তবে এই বিষয়টি পুরোপুরিভাবে বিচার-বিবেচনা করাই শ্রেয়। কিন্তু আমি কী বুঝাতে চাচ্ছি? যে-কেউ এই প্রশ্ন তুলতে পারেন – আর তা করলে তিনি ঠিক কাজই করবেন।

ক্লেইনিয়াস: বাস্তবিকই তা-ই! ৮০৩সি

অ্যাথেনীয়: আমি বলতে চাই যে, গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয় গুরুত্ব দিয়েই বিচার-বিবেচনা করা উচিত আর যা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই; আমাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আশীর্বাদিত ঐকান্তিকতার প্রচেষ্টা চালানোর যে-সহজাত ও যোগ্য বিষয় তা হলো দেবতা; কারণ – পূর্বে আমি যেমনটি বলেছি – মানুষকে দেবতার হাতের পুতুল হিসেবে তৈরি করা হয়েছে আর সত্যিকারভাবে বিচার বিবেচনা করলে দেখা যাবে, তার

www.pathagar.com

জন্য এটিই সবচেয়ে মঙ্গলজনক। প্রতি নারী-পুরুষেরই সম্ভবপর সবচেয়ে মহৎ খেলায় অংশগ্রহণ করা উচিত এবং তাদের সম্পর্কে এখন যা কিছু ভাবা হয়, তার উল্টোপথে ভাবনাচিন্তাকে প্রবাহিত করে জীবন যাপন করা উচিত।

৮০৩ডি **ক্লেইনিয়াস:** কীভাবে করা যাবে তা।

অ্যাথেনীয়: অনুমেয় যে, আজকাল তারা ধরে নেয়, তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো পরিহাসের বিষয়: কারণ, এমন মনে করা হয় যে, যুদ্ধ হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং শান্তির লক্ষ্যে তা ঠিকভাবে পরিচালনা করা উচিত। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো: যদি আনন্দফুর্তি অথবা শিক্ষার কথা বলা হয়, তবে যুদ্ধের ক্ষেত্রে তাতে তার কিছুই করার নেই, কখনও ছিল না, আর কখনও থাকবেও না; কিন্তু দেখা যায়, আমরা এমন দাবি করি যে, এটিই হলো আমাদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। প্রতিটি মানুষেরই জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘকালীন এবং সর্বোত্তম কাল অতিবাহিত করা উচিত শান্তিতে। তাহলে, তার জন্য সঠিক
৮০৩ই পথটি কী? নির্দিষ্ট কিছু খেলা খেলে – বলিদান করে, গান গেয়ে আর নৃত্য করে, একজন মানুষের দিবস অতিবাহিত করা উচিত; এর ফল যেন এমন হয় যে, দেবতারা তার প্রতি সুপ্রসন্ন হন, তিনি যেন শত্রুর আক্রমণের মুখে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন এবং লড়াইয়ে তাদের সাথে বিজয়ী হতে পারেন। যে-ধরনের নৃত্যগীত দ্বারা তিনি দেবতাদের প্রসন্ন করবেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে আর যে-পথে তাকে অগ্রসর হতে হবে তা-ও আলোকিত করা হয়েছে। কবির সেই স্পিরিট নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে তাঁর:

৮০৪এ তালেমাকাস, কিছু কিছু জিনিস তুমি নিজেই খুঁজে পাবে নিজের হৃদয়ে,
অন্য কিছুর ইঙ্গিত দেবেন বিধাতা; এমন মনে হয় না আমার,
তোমার জন্ম আর লালন হয়েছে দেবতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।[১৮]

এই হওয়া উচিত আমাদের স্বজাতির দৃষ্টিভঙ্গি: তাদের বিশ্বাস করা উচিত যে, যা কিছু বলা হয়েছে, তা তাদের জন্য যথেষ্ট, কিন্তু তাদের বীর এবং দেবতারা সাজেশান দেবেন বলিদান এবং কোরাস উপস্থাপনার ব্যাপারে,
৮০৪বি যাতে তারা নির্দেশ পায় – কাকে, কখন এবং কোন্ কোন্ দেবতাকে তাদের আলাদা আলাদাভাবে বলিদান এবং নৃত্য নিবেদন করতে হবে এবং কীভাবে তাঁরা দেবদেবীদের প্রসন্ন করতে সক্ষম হবেন, আর যেহেতু তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খেলার পুতুল, তাই সত্যের একটি ক্ষুদ্রাংশে অংশগ্রহণ করে কীভাবে তাঁরা প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করবেন।

মেগিল্লাস: আগন্তুকবর, আপনি আমাদের মনুষ্যগোষ্ঠীকে সব দিক থেকে ছোট করছেন!

অ্যাথেনীয়: মেগিল্লাস, এ-কথায় বিস্মিত হবেন না, আমায় ক্ষমা করে দেবেন! আমি দেবতাদের সাথে তুলনা করছিলাম তাঁদের; আর সেই অনুভূতি থেকেই একথা বলেছিলাম। ঠিক আছে, আপনার যেহেতু তা-ই ইচ্ছা, তাই স্বীকার

www.pathagar.com

করে নিচ্ছি, মনুষ্যকুল অবজ্ঞার পাত্র নয়, বরং, তা কিছুটা গুরুত্বের সাথে ৮০৪।স
বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে।

স্কুলে উপস্থিতি

এরপর যে-সব জিনিস বিবেচ্য তা ইতোমধ্যে বলা হয়েছে: জিমনাস্টিক এবং শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নির্মিত দালান অবস্থিত থাকা উচিত নগরীর কেন্দ্রস্থ তিনটি জায়গায়; ঘোড়ায় চড়ার প্রশিক্ষণ এবং তীরন্দাজি ও অন্যান্য দূরপাল্লার অস্ত্রচালনা শিক্ষার জন্য জিমনেজিয়াম ও খোলা জায়গা প্রতিষ্ঠা করতে হবে নগরীর বাইরে এবং চারিদিকের তিনটি জায়গায়, যেখানে যুবকরা প্রশিক্ষণ নিতে পারবে এবং অনুশীলন করতে পারবে। এসব জিনিস পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আর তা যদি যথেষ্ট পরিমাণে স্পষ্ট ও বিশদ না হয়ে থাকে, তাহলে আমরা না হয় বাচনিকভাবে এবং আইনরূপে এখন
তাদেরকে উপস্থাপন করি। ভিন্ন ভিন্ন এসব বিদ্যালয়ে থাকবে শিক্ষকদের ৮০৪ডি
জন্য আবাসন ব্যবস্থা; বেতনের বিনিময়ে শিক্ষাদানের জন্য তাদেরকে বিদেশি ভূখণ্ড থেকে আমন্ত্রণ করে আনা হবে; যারা এসব বিদ্যালয়ে যোগ দেবে, তারা যুদ্ধকলা ও মিউজিকের কলাতে শিক্ষালাভ করবে। কারা এসব বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবে এবং কাদের পড়াশোনাকে অবহেলা করা হবে, তার সিদ্ধান্ত পিতাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে না, বরং প্রবাদে যেমনটি বলা হয় – 'সক্ষম প্রতিটি মানুষ ও শিশুকে' আবশ্যিকভাবেই শিক্ষিত হতে হবে – তার ওপর নির্ভর করবে; কারণ, যারা শিশুর জন্ম দিয়েছে, তাদের চাইতে বরং নগরীরই অধিকার বেশি সেই শিশুর ওপর।

মেয়েদের পড়াশোনা

বাস্তবিকপক্ষে, আমার আইন ছেলেদের সম্পর্কে যা বলে মেয়েদের সম্পর্কে ৮০৪ই
সেই কথাই বলে; তাদের উভয়কেই একই অনুশীলনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ঘোড়ায় চড়া আর জিমনাস্টিক ছেলেদের ক্ষেত্রে উপযোগী হলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে নয়; কোনও ভীতির বশবর্তী না হয়েই আমি এই যুক্তির বিপরীতে কথা বলব। কারণ, আমি প্রাচীনকালের যে-কিংবদন্তি শুনেছি, তা বিশ্বাস করি; আরও বলা চলে, এইকালে, এইক্ষণেও, কৃষ্ণ সাগরের চারিপাশে অসংখ্য রমণী আছে – যাদের সামেরাতন[১৭] বলা হয় – যারা কেবল পুরুষের
মতো অশ্বচালনায়ই সক্ষম নয়, সেইসাথে তীরন্দাজি এবং অন্যান্য অস্ত্র ৮০৫এ
চালনাতেও সমভাবে পারদর্শী। এ-ছাড়াও, আমি এসব বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করে দেখেছি এবং তদনুসারে জোর দিয়েই বলছি যে, এগুলো যদি সম্ভব হয়, তবে আমাদের ভূখণ্ডে যে-প্রথা বিরাজমান, তার চাইতে অদ্ভুত ব্যাপার আর

www.pathagar.com

কিছুই হতে পারে না – এখানে ছেলে ও মেয়েরা একমনে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে একই জিনিস অনুশীলন করে না। এভাবে, যখন একই খরচ এবং একই উদ্যোগে একটি নগরীর দ্বিগুণ হওয়ার কথা, যখন প্রতিটি নগরীর পক্ষে প্রায় যা হতে পারা সম্ভব, তার মাত্র অর্ধেক হয়ে উঠে, তা। এই ভুল করার
৮০৫বি চাইতে একজন আইনদাতার পক্ষে অধিকতর বড় আর কী ভুল করা সম্ভব?

ক্লেইনিয়াসঃ যাহোক, এমন হওয়ারই কথা। কিন্তু আগন্তুকবর, আমরা এখন যা বলছি, তার এমন অনেক মাত্রা আছে, যা প্রচলিত শাসনব্যবস্থার উল্টোদিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু আপনি যে-কথা বললেন – আলোচনাকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত আর আলোচনা যখন সম্পূর্ণ হবে, তখন যা সর্বোত্তম বলে মনে হয়, তা-ই আমাদের বেছে নেওয়া উচিত – তা আপনি যথাযথই বলেছেন আর আমি এখন যা বললাম, তার জন্য আমার নিজেকে তিরস্কার
৮০৫সি করতে ইচ্ছে করছে। তাহলে এখন বলুন, এরপর আপনি কী বলতে চাচ্ছেন।

অ্যাথেনীয়ঃ ক্লেইনিয়াস, কম করে হলেও, আমাকে যা খুশি করবে তা এমন (একথা আমি আগেও বলেছি): আমরা যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি, তার সম্ভাবনা যদি কার্যের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণিত না হয়, তাহলে যে-কেউ এই যুক্তির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে পারেন; কিন্তু, আমি যেমনটি বলেছি, ঘটনা যদি এমন হয় যে, কেউ এই আইন মান্য করতে পারছেন না, তবে তার বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে অন্য পথ খুঁজে বের করতে হবে। যে-কারও বলা উচিত, শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য জিনিসে, পুরুষকুলের
৮০৫ডি পাশাপাশি অবশ্যই আমাদের রমণীকুলের সম্ভবপর সর্বোচ্চ যৌথ অংশগ্রহণ থাকা দরকার – বারবার এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব প্রদানে আমাদের যে নাছোড়বান্দা মনোভাব তুলে ধরছি, তা তিনি কিছুতেই বাধাগ্রস্ত করতে পারবেন না। কারণ, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এসব বিষয় ভাবা দরকারঃ ভেবে দেখুন, নারীরা যদি পুরুষের সাথে যৌথভাবে তাদের পুরো জীবন ভাগ করে না নেয়, তাহলে কি তাদের জন্য আলাদা জীবনধারা গড়ে তোলা প্রয়োজন হবে না?

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়ঃ সুতরাং, এখন এই কম্যুনিটির জন্য আমরা যে যৌথ-জীবনব্যবস্থা বরাদ্দ করতে যাচ্ছি, তার চাইতে অধিকতর পছন্দের ব্যবস্থা কোথায় মিলবে?
৮০৫ই আমরা কি থ্রাসীয় এবং অন্য অনেক নৃগোষ্ঠী – যারা তাদের নারীদের ক্ষেতে হালচাষ করা, গরু-বাছুর, মেষ, ইত্যাদি চড়ানো ও পালন করার কাজে লাগায় এবং তাদেরকে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করে, তাদের মতো ব্যবস্থা বেছে নেব? না কি, আমাদের নিজেদের নিয়মনীতি, আমাদের অঞ্চলে প্রত্যেকে যা অনুসরণ করে, তা বেছে নেব? কারণ, আমাদের মধ্যে এসব জিনিস এভাবেই সম্পাদন করা হয়ঃ প্রবাদ আছে যে, 'আমাদের সমস্ত জিনিস এবং অস্থাবর সম্পত্তি' কারও বাড়িতে একত্র জড়ো করে আমরা 'খাদ্য পরিবেশনকারী' হিসেবে কাজ করার জন্য মহিলাদের নিয়োজিত করি, তাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয় মাকু এবং সুতাকাটা নিয়ে যত কিছু আছে, তাতে

www.pathagar.com

কর্তৃত্ব করার। না কি, মেগিল্লাস, এ দুয়ের মধ্যকার যে-পথ – লাকোনীয় ৮০৬এ
পথের অনুশীলন সুপারিশ করব আমরা? বালিকারা কি কেবল জিমনাস্টিক আর সুতাকাটায় অংশ নেবে, আর অন্যদিকে মহিলাদের যেহেতু কোনও সুতাকাটার কাজ থাকবে না, তাই অধিকতর শ্রমসাধ্য জীবন বুননের কাজে – যা নিম্নমানেরও হবে না, সস্তাও হবে না – ব্যাপৃত হবে? আমরা কি তাদের ক্ষেত্রে এমন সুপারিশ করব যে, তারা মানুষজনের দেখভাল করবে, পুনরায় খাদ্য-পরিবেশনকারী হিসেবে কাজ করবে এবং সন্তানের লালনপালন করবে এবং তার মাধ্যমে মধ্যস্থলে উপনীত হবে? তাহলে তো তারা যুদ্ধের কর্মকাণ্ডেই অংশগ্রহণ করবে না; এমন ঘটনা যদি ঘটে যে, তাদের নগরী ও
পরিবারের প্রয়োজনে তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে, তখন তো ৮০৬বি
আমাজনদের মতো তারা তীর ছুড়তে পারবে না, এমনকি অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্রও নিক্ষেপ করতে পারবে না, দেবীর[২০] অনুকরণে বর্ম্য পরিধান করে বর্শা হাতে নিতে পারবে না আর তাদের পিতৃভূমি যখন ধ্বংসের কবলে পড়বে, তখন তাকে রক্ষা করার জন্য আর কিছু করতে না পারুক, যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে শত্রুদের মধ্যে ভয় জাগিয়ে তুলে নিদেনপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজটিও, সম্পন্ন করতে পারবে না। এ ধরনের জীবন যাপন করে তারা কখনও কোনও দিন সামেরাতনদের – সাধারণ রমণীদের সাথে তুলনা করলে
তাদেরকে পুরুষই ঠেকে – অনুকরণ করার সাহসই সঞ্চয় করতে পারবে না। ৮০৬সি

এসব বিষয় নিয়ে যার ইচ্ছা আপনাদের আইনদাতাকে প্রশংসা করুক। কিন্তু আমি যা ভাবছি, তা-ই বলব আমি। একজন আইনদাতাকে অবশ্যই পুরোপুরি আইনদাতা, নিখুঁত আইনদাতা হতে হবে, অর্ধেক আইনদাতা হলে চলবে না তাঁর। তার দ্বারা যা হবে তা হলো, নারীদের মতো বিলাসিতায় জীবন কাটানো, অর্থনাশ করা এবং শৃঙ্খলাহীন জীবন যাপন করার সুযোগ দান এবং পুরুষদের তীক্ষ্ণভাবে তত্ত্বাবধান করা; তা হবে একটি নগরীর পুরোপুরি সুখী হওয়ার সুযোগের বিপরীতে কেবল অর্ধেক সুখী হওয়া।

মেগিল্লাসঃ ক্লেইনিয়াস, আমরা এখন কী করব? আমরা কি এভাবে আগন্তুকবরকে আমাদের সবার সমক্ষে স্পার্টার এমন অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যাদানের সুযোগ দেব?

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, তা তো দিতেই হবে। যেহেতু আমরা তাকে কথা বলার ৮০৬ডি
স্বাধীনতা মঞ্জুর করছি, তাই যতক্ষণ না আমরা যথেষ্টভাবে আইন প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন করতে পারি ততক্ষণ আমাদেরকে অবশ্যই সেই সুযোগ দিতে হবে ।

মেগিল্লাসঃ খুবই খাঁটি কথা।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে আমি এইক্রমে এর পরবর্তী বিষয়াদি ব্যাখ্যা করার পথে এগুতে পারি।

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, অবশ্যই।

www.pathagar.com

কী করে আয়েশী জীবন কাটাতে হবে

অ্যাথেনীয়ঃ যাদেরকে পরিমিত পরিমাণে প্রয়োজনীয় খাদ্যপানীয় দেওয়া হয়েছে, যাদের ক্ষেত্রে শিল্পসম্পর্কিত বিষয়াদি অন্যের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছে, যাদের ক্ষেতখামার ক্রীতদাসদের দ্বারা চাষাবাদ করানো হয়েছে আর সেই
৮০৬ই ক্রীতদাসদের উৎপাদিত সামগ্রীর একটি অংশ তাদের প্রদান করার পর বাকি সামগ্রী পরিমিত, সংযত জীবন যাপনের জন্য যথেষ্ট হয়েছে, সেইসব মানুষের ক্ষেত্রে কেমন হবে জীবনযাত্রার রূপ? ধরুন, পুরুষের জন্য আলাদাভাবে গণভোজের ব্যবস্থা করা হলো আর সেই গণভোজের পাশেই সন্তানসন্ততি ও তাদের মায়েদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা নেওয়া হলো; আর গণভোজের টেবিলের সবগুলোতে পুরুষ ও মহিলা পরিদর্শক নিয়োগ করা হলো, যারা প্রতিদিন টেবিলগুলোতে খাবার-দাবার গ্রহণের সময় লোকজনের আচরণের ওপর নজর রাখলেন এবং খারাপ আচরণকারীকে বের করে দিলেন; তারপর
৮০৭এ নির্দিষ্ট দেবতাদের পবিত্রকরণের জন্য নির্ধারিত দিবস ও রাত্রিতে তাঁদের উদ্দেশে সুরাতর্পণ করে ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্যরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। যে জীবন এ ধরনের শৃঙ্খলাপাশে আবদ্ধ, তার জন্য কি প্রয়োজনীয় এবং পুরোপুরি লাগসই আর কোনও কাজ বাকি থাকে না? তাদের প্রত্যেককে কি তখন গাভীর মতো আয়েশ করে করে মোটাতাজা হয়ে যেতে হবে? আমরা বলি, এ ধরনের জীবন ন্যায্যও নয় আর যারা তা যাপন করবে, তারা কখনও যথাযথ দুর্ভাগ্য এড়াতেও সক্ষম হবেন না: কারণ, এটিই স্বাভাবিক যে,
৮০৭বি একটি অলস, মোটাসোটা প্রাণী সাধারণত অন্য আরেকটি প্রাণী – যা সাহসী কর্ম এবং শ্রমের মাধ্যমে তার মেদ ঝড়িয়ে ফেলেছে, তার কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

একথা ঠিক, এখন আমরা যেসব জিনিস চাচ্ছি, তা সম্ভবত যথেষ্ট নিখুঁতভাবে বাস্তবায়িত হবে না, যতদিন রমণীকুল, সন্তানসন্ততি এবং ঘরবাড়ি ব্যক্তিমালিকানাধীন থাকবে আর এসব জিনিস আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবস্থার পরিচালিত হবে; কিন্তু এখন যেমনটি বর্ণনা করা হলো – আমাদের জন্য যদি দ্বিতীয়োত্তম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পায়, তাহলে আমাদের অবস্থার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হবে।

৮০৭সি যারা এভাবে জীবন যাপন করে, আমরা বলি, তাদের জন্য যা করণীয় থাকে, তা ক্ষুদ্রতম কাজও নয়, সবেচেয়ে অকিঞ্চিৎকরও নয়, বরং, বাস্তবিকপক্ষে তা একটি ন্যায্য আইনের অধীনে প্রদানযোগ্য সবচেয়ে বড় কাজ। কারণ, যে-মানুষ পিথীয় বা অলিম্পিক খেলাধুলায় বিজয়লাভের লক্ষ্য স্থির করে, সে যেমন অন্য কোনও কিছুর জন্য পুরোপুরিভাবে অবসর হারায়, তেমনই যে-মানুষ তার দেহকে সকল দিক থেকে এবং আত্মাকে সদ্‌গুণের লক্ষ্যে আবাদ করার মানসে পুরোপুরিভাবে আত্মনিবেদন করতে চায়, তার
৮০৭ডি সেই জীবন – যাকে যথার্থ অর্থে 'জীবন' বলা যাবে – দ্বিগুণ মাত্রায়, বা বলা

www.pathagar.com

চলে, দ্বিগুণেরও অধিক মাত্রায়, অবসর হারায়। কারণ, কোনও আনুষাঙ্গিক কাজই যেন শরীরচর্চা ও দেহকে পুষ্টিদান এবং আত্মার শিক্ষাদান ও অভ্যাস গঠনের বৃহত্তর কাজের অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়; এসব জিনিস থেকে যে সম্পূর্ণ এবং যথাযথ ফললাভে আকাঙ্ক্ষী, তার জন্য পুরো দিবস ও রজনীকে কোনওক্রমেই যথেষ্ট বলা যায় না।

প্রকৃতিগতভাবে যেহেতু এটিই বাস্তব অবস্থা, তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে,
স্বাধীন মানুষেরা কীভাবে তাদের সময় অতিবাহন করবেন, তা নিয়ন্ত্রণ করার ৮০৭ই
জন্য একটি তফশিলভিত্তিক সময়সূচি থাকা দরকার; তা শুরু হবে একেবারে প্রত্যুষে এবং তার শেষ হবে পরবর্তী দিনের সকালে – সূর্যোদয়ের সময়ে। অবশ্য, যে-পুরুষগণ পুরো নগরীর ওপর সম্পূর্ণ ও ঠিকঠাকমতো পাহারার ব্যবস্থা করার ইচ্ছা রাখেন, রাত্রিতে তাদের ঘুম বাদ করার ব্যবস্থাসহ ঘরবাড়ির ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পুরুষদের জন্য অপরিহার্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও অহরহ-প্রয়োজনীয় প্রভূত সংখ্যক বিশদ বিষয় থাকবে, যা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণসহ কথা বলা অনুচিত আইনদাতার। কোনও নাগরিক যদি সারারাত্রি
ঘুমিয়ে সময় কাটায় আর সবার আগে ঘুম থেকে জেগে, তার কোনও ৮০৮এ
গৃহভৃত্যের আগে সাবাইকে তার জাগ্রত মুখ দেখাতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার আচরণকে সবার লজ্জাজনক ও এবং স্বাধীন মানুষের অযোগ্য বলে বিবেচনা করা উচিত – তা এই ব্যবস্থাকে আইনই বলা হোক, অথবা, রীতিই বলা হোক, তাতে কোনও তফাৎ হবে না। বাস্তবিকপক্ষে, কোনও গৃহকর্ত্রী যদি ভোরবেলা তার কোনও চাকরানির ডাকে ঘুম থেকে সজাগ হন এবং সবার আগে নিজে জাগতে এবং অন্যদের জাগাতে ব্যর্থ হন, তাহলে তা পুরুষ ও স্ত্রী ক্রীতদাসদের মধ্যে এবং তার সন্তানদের মধ্যে, লজ্জাকর বিষয় হিসেবেই আলোচিত হওয়াই উচিত; আর সম্ভব হলে, তাকে পুরো বাড়ির
মধ্যে একেবারে নীচ কাজ বলে সমালোচনা করা উচিত। অধিকন্তু, ৮০৮বি
প্রত্যেকেরই গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে থেকে রাজনীতি এবং ঘরগেরস্থালির বড় অংশ সম্পন্ন করা উচিত – ম্যাজিস্ট্রেটগণের কাজ সম্পন্ন করা উচিত নগরীতে টহল দিয়ে এবং গৃহের কর্তা-কর্ত্রীগণের যার যার ঘরে। অধিক নিদ্রা প্রকৃতিগতভাবে প্রয়োজনীয় নয় – আমাদের দেহের জন্য নয়, আত্মার জন্যও নয়, তেমনই, তারা যে-সব কাজ করেন, তাদের জন্যও নয়। কারণ, একজন মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকেন, তখন তিনি একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়েন –
যেন বা তিনি আর বেঁচে নেই। কিন্তু আমাদের মধ্যে জীবনের প্রতি যিনি ৮০৮সি
সবচেয়ে বেশি সম্মান পোষণ করেন এবং বিশেষ মাত্রায় চিন্তাভাবনা করেন, তিনি স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময় আলাদাভাবে নির্ধারণ করে রাখেন এবং সবচেয়ে বেশি সময় জাগ্রত থাকেন; আর একবার যদি সঠিকভাবে সংযমের অভ্যাস গড়ে ওঠে, তবে অধিক নিদ্রার প্রয়োজনও পড়ে না। পুনরপি বলি, যে-নগরীতে ম্যাজিস্ট্রেটগণ রাত্রিবেলা জেগে থাকেন, তাঁরা শত্রু হোক, অথবা, নাগরিক হোক – দুর্বৃত্তদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেন; ন্যায়পরায়ণ এবং সংযমী মানুষজন তাদের উচ্চ সম্মান করে, পুরস্কৃত করে; কারণ, তাঁরা

www.pathagar.com

যেমন নিজেদের জন্য উপকারী, তেমনই সমগ্র নগরীর জন্যও উপকারী। রাত্রি
৮০৮ডি যদি এভাবে অতিবাহিত করা হয়, তাহলে পূর্ববর্ণিত সুবিধাদি ছাড়াও তা নাগরিকদের আত্মায় এক ধরনের সাহসের সঞ্চার করে।

শিক্ষামন্ত্রীর আরও কিছু কর্তব্য

দিনের কার্যাদির ক্ষেত্রে এমন বলতে হয়: যখন সকালের আলো ফুটবে আর লোকজন জেগে উঠবে, তখন বাচ্চাকাচ্চাদের শিক্ষকদের হাতে সপে দিতে হবে; ভেড়া এবং অন্যসব গৃহপালিত প্রাণীর দল যেমন কোনও রাখাল ছাড়া ছেড়ে দেওয়া যায় না, তেমনই ছেলেপিলেদেরও নির্দিষ্ট কোনও শিক্ষক ছাড়া রাখা উচিত নয় – প্রভুর অধীন ছাড়া যেমন ক্রীতদাসদের রাখা উচিত নয়। পুরো পশুকুলে বালক নিয়ে কায়কারবার হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ, কারণ, তার ভেতরে আছে যুক্তিবোধের এক প্রস্রবণ, যা এখনও নিয়ন্ত্রিত হয়নি; সে হচ্ছে প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে ছলনাপর, তীক্ষ্ণবুদ্ধিধারী এবং অবাধ্য। আর এজন্যই
৮০৮ই তাকে অনেক ধরনের লাগাম দিয়ে বাধা প্রয়োজন; সর্বপ্রথমে সে যখন কেবল তার নার্স আর মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, তখন তার ছেলেমি এবং বোকামি থেকে উত্তরিত করার জন্য তাকে অবশ্যই গৃহশিক্ষকের অধীনে ন্যস্ত করতে হবে; তারপর একজন স্বাধীন মানুষের ক্ষেত্রে যা যথাযথ – সব ধরনের বিষয় পঠন-পাঠনের জন্য তাকে একজন শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে দিতে হবে। কিন্তু কোনও স্বাধীন মানুষ যদি দেখতে পায় যে, ছেলেটি নিজে, তার গৃহশিক্ষক, তার শিক্ষকদের কেউ, কোনও ভুল কাজ করছে, তাহলে ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রে যা যথাযথ কাজ, তেমনই তাদেরকেও শাস্তি দেওয়া উচিত। XXIV. **এ ধরনের ভুল**
৮০৯এ **কাজ যদি কারও দৃষ্টিগোচর হয় এবং যদি তিনি তার জন্য যোগ্য শাস্তি প্রদানে ব্যর্থ হন, তবে তিনি সর্বপ্রথমে সবচেয়ে বেশি দোষের ভাগীদার হবেন; তারপর আইনের যে-অভিভাবককে শিশুদের শিক্ষা তত্ত্বাবধান করার দপ্তরে আসীন হওয়ার জন্য বাছাই করা হয়েছে, তিনি যেন সেই ব্যক্তির ওপর নজর দেন, যিনি আমাদের পূর্বকথিত বিষয়টি দেখেছেন এবং যাকে শাস্তি দেওয়া দরকার, তাকে শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, অথবা, শাস্তিদানের কাজটি ভুলভাবে সম্পাদন করেছেন**। আমাদের এই একই ম্যাজিস্ট্রেটের উচিত সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার ওপর কড়া নজর রাখা এবং বিশেষ যত্ন সহকারে তত্ত্বাবধান করা, যাতে আইন অনুযায়ী যা উত্তম, তার দিকে দিকনির্দেশ করে সর্বদা তাদের প্রকৃতিকে সোজা পথে পরিচালিত করা যায়।

শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি আইনপ্রণেতার নির্দেশনা: পাঠ্যক্রম

কিন্তু আমাদের শিক্ষা পরিচালক নিজে কীভাবে আমাদের আইনের মাধ্যমে
৮০৯বি যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত হবেন? এখন পর্যন্ত আইন এ-ব্যাপারে কিছু কিছু জিনিস

www.pathagar.com

উল্লেখ করেছে বটে, কিন্তু অনেক জিনিস বাদও রেখেছে – স্পষ্ট ও যথেষ্ট করে কিছুই বলেনি। যতদূর সম্ভব এই ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে কোনও কিছুই বাদ রাখা উচিত নয়; তার ক্ষেত্রে সবকিছুই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলা দরকার, যাতে অন্যদের জন্য তিনি ব্যাখ্যাকার এবং 'টিউটর' হয়ে উঠতে পারেন।

"ইতোমধ্যে কোরাস-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি – গীত ও নৃত্যের মধ্য হতে কোন্‌গুলোকে বাছাই করা হবে, ঠিক করা হবে এবং পবিত্রকরণ করা হবে, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি; কিন্তু শিশুদের সর্বোত্তম তত্ত্বাবধায়ক
মহোদয়, আপনার ছাত্ররা কীভাবে সামরিক কায়দা-কানুন শিক্ষা নেবে এবং ৮০৯সি
কীভাবে তা অনুশীলন করবে, সে-সম্পর্কে বলা হয়েছে বটে, কিন্তু যে-লেখা ছন্দে প্রণীত নয়, তাকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তার বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। প্রথমত, লিখিত জিনিস নিয়ে কোনও কিছু বলা হয়নি; দ্বিতীয়ত, লাইয়ার নিয়ে বর্ণনা; আর তারপর অঙ্কের মাধ্যমে হিসাব-নিকাশ; আমরা বলেছি যে, এসব বিষয়ে তাদের শিক্ষালাভ করা দরকার। তাদের অন্য আরও অনেক জিনিস সম্পর্কে শিক্ষালাভ করা দরকার, যা যুদ্ধ এবং সেইসাথে নগরী ও সংসার পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয়। অধিকন্তু, ঐশ্বরিক জিনিস – যা নক্ষত্রমণ্ডলী, সূর্য ও চন্দ্রের ঘূর্ণনের সাথে সংশ্লিষ্ট, তা-ও একই উদ্দেশ্যে তাদের শেখা উচিত: এসব জিনিস নিয়ে প্রতি নগরীর কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, তার বিষয়েও তাদের শিক্ষালাভ করা উচিত। কিন্তু
আমরা কার কথা উল্লেখ করতে চাচ্ছি? আমরা যা বলতে চাচ্ছি তা হলো: ৮০৯ডি
দিন নিয়ে মাস এবং মাস নিয়ে বছরের বিন্যাসের কথা, যাতে প্রাকৃতিক পরিক্রমায় প্রতি ঋতু, বলিদান এবং উৎসব নিয়মিত অনুক্রম লাভ করতে পারে, যাতে তারা নগরীকে জীবন্ত ও সজাগ রাখে, যাতে দেবতাদের যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করা যায়, যাতে এসব বিষয়ে মানুষকে তা অধিকতর
বিচক্ষণ করে। বন্ধুবর, আইনদাতা কর্তৃক এসব জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে ৮০৯ই
ব্যাখ্যা করা হয়নি। তাই এখন কী বলা হবে? বলা হবে, এদের প্রতি যথাসাধ্য মনোযোগ দিন।

"আমরা এইমাত্র বলেছি – প্রথমত, লিখিত বিষয়াদি নিয়ে আপনাদের যথেষ্ট পরিমাণ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। আমরা যখন একথা বলেছিলাম, তখন আমরা তার মধ্যে কী ভুল খুঁজে পেয়েছিলাম? ভুলগুলো এমন: আপনাদের কাছে এখনও ব্যাখ্যা করা হয়নি যে, যে-ব্যক্তি সম্মানিত নাগরিক হতে যাচ্ছেন, তিনি নিজেকে ঐ ধরনের শিক্ষার বিশদ বিষয়ে ব্যাপৃত করবেন কি না, না কি, তিনি তা নিয়ে কিছুই করবেন না। লাইয়ারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমরা এখন বলছি যে, এসব বিষয় আদতেই চর্চা করা প্রয়োজন। লেখার বিষয়াদি চর্চা করতে হবে দশ বছর বয়সে শুরু করে প্রায় তিন বছরব্যাপী; আর লাইয়ার বাদনের ক্ষেত্রে তেরো বছর বয়সে শুরু হয়ে আরও তিন বছর কাল যথাযোগ্য সময় বলে বিবেচিত হতে পারে। সন্তানের পিতা
বা সন্তান নিজে – তা সে বিদ্যাশিক্ষাকে ভালোবাসুক অথবা ঘৃণাই করুক – ৮১০এ

www.pathagar.com

কাউকেই বিদ্যাশিক্ষার এই বৈধ কালকে হ্রাস-বৃদ্ধি করার সুযোগ দেওয়া হবে না। XXV. **যে এই আইন অমান্য করবে তাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রদেয় সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হবে – একটু পরেই আমরা তার কথা বলব**। এই তিন বছর ছাত্ররা কী শিখবে এবং শিক্ষকগণের কী শিক্ষা দেওয়া উচিত, তা আগেভাগেই শোনা উচিত আপনার। যতদিন না তারা লিখতে ও পড়তে শেখে, তাদের উচিত
৮১০বি ততদিন বর্ণমালা নিয়ে ব্যাপৃত থাকা; কিন্তু কারও প্রকৃতি যদি এমন হয় যে, নির্দিষ্ট সময়ে দ্রুততা এবং সৌন্দর্যসম্বলিত সুনির্দিষ্ট সক্ষমতা অর্জন করতে পারছে না, তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার প্রয়োজন নেই।

সাহিত্য

কবিদের লেখার এমন পাঠ আছে যার সাথে লাইয়ার সংগত করা হয়নি, তাদের মধ্যে কোনও কোনওটি ছন্দে লিখিত, আবার কোনও কোনওটি এমন
৮১০সি যে, তাতে ছন্দের অংশগ্রহণ নেই (যে-লেখা কেবল মুখের কথা অনুসরণে লিখিত এবং যাতে সুর ও ছন্দ নেই); আপনি আরও দেখতে পাবেন, এই শ্রেণীর আরও অনেক লেখা আছে, যা আমাদের হতে এসে পড়েছে, তা কতই না ভয়ঙ্কর! আইনের সর্বোত্তম অভিভাবক,[২১] যখন আপনারা এসব দেখতে পাবেন, তখন কী করবেন বলুন দেখি? অন্যথায়, আপনাদের ব্যবহারের জন্য আইনপ্রণেতা যে আইন দান করবেন, তার মধ্যে কোন্‌টিকে সঠিক বলে বিবেচনা করা যাবে? আমার আশঙ্কা, তা নিয়ে তাকে প্রভূত সমস্যায় পড়তে হবে।"

ক্রেইনিয়াস: আগন্তুকবর, মনে হচ্ছে আপনি কিছুটা ধাঁধায় পড়ে গেছেন?

অ্যাথেনীয়: আপনি ঠিকই সন্দেহ করেছেন, ক্রেইনিয়াস; আপনারা দু'জন যেহেতু আইন প্রণয়নের অংশীদার, তখন আপনাদেরকে জানানো দরকার এই কাজের কঠিন অংশ কোন্‌টি আর কোন্‌টি সহজ অংশ।

৮১০ডি **ক্রেইনিয়াস:** তাহলে বিষয়টি কোথায় গিয়ে ঠেকল? উপস্থিত বিষয়ে আপনি কী উল্লেখ করতে চাচ্ছেন এবং আপনার অভিজ্ঞতাই বা কী?

অ্যাথেনীয়: আমি আপনাদের তা বলছি: অসংখ্য মুখে যেসব কথা বলা হয়েছে, তার উল্টোপথে কিছু বলা সত্যিই কঠিন কাজ।

ক্রেইনিয়াস: বেশ; কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইনের ক্ষেত্রে আমরা কি আপামর জনতার মতামতের বিরোধিতা করিনি?

অ্যাথেনীয়: আপনার এই কথাটি খুবই খাঁটি কথা। আপনি হয়ত একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আমরা যে-পথ বেছে নিচ্ছি, তা কারও কারও কাছে ঘৃণ্য বটে,
৮১০ই কিন্তু অনেকের কাছেই তা পছন্দের রাস্তা আর সেই অনেকের সংখ্যা সমান না হলেও তারা অন্য পক্ষের তুলনায় অধিকতর নিকৃষ্ট নয়; আর আপনি চাচ্ছেন, এখন আমাদের মধ্যে যে-আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে, তার ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

যত ঝুঁকিই পোহাতে হোক না কেন, আমি যেন সেই পথে তাদের সমভিব্যাহারে আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে অগ্রসর হই এবং তা নিয়ে আনন্দিত বোধ করি, পিছপা না হই।

ক্লেইনিয়াস: তা তো নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়: বেশ; আমি পিছপা হব না। তাহলে আমি বলছি যে, আমাদের অনেক কবি আছেন, যাঁরা ষট্‌পদী, ত্রিপদী এবং অন্য যেসব পদের কথা বলা হয়, তাতে কাব্য রচনা করেন; এসব কবিতায় লক্ষ্য থাকে গুরুগম্ভীর বিষয়; আবার কোনও কোনওটি হাস্যকর বিষয় নিয়েও রচিত হয়। আজকাল হাজার হাজার লোক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাবি করে থাকে যে, যেসব যুবক সঠিকভাবে শিক্ষিত হবে, তাদেরকে এসব কবির মধ্যে বড় করে তোলা দরকার, তাদের দ্বারা উজ্জীবিত করা দরকার – কবিদের কবিতার আবৃত্তি শুনে শুনে, তাঁদের কবিতা শিখে সকল কবিকে মুখস্ত করা দরকার তাদের। ৮১১এ
আবার অনেকে আছেন, যাঁরা কোনও কোনও কবির অখণ্ড কবিতাসহ সমস্ত কবির দীর্ঘ লেখার অংশবিশেষের সংগ্রহ প্রস্তুত করেন এবং বলেন যে, একজন মানুষকে যদি উত্তম করে গড়ে তুলতে হয়, যদি অনেক বিষয়ের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানী করে তুলতে হয়, তবে এই সংগ্রহটিকে মুখস্ত করে ফেলতে হবে এবং স্মৃতিতে জমা করে রাখতে হবে। তাহলে কি ঘটনাটি এমন দাঁড়াচ্ছে না যে, বাক্-স্বাধীনতার বরাতে আপনি আমার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছেন, তাঁরা যেসব কথা বলেন, তার কোন্ অংশ সঠিক, আর কোন্ অংশ সঠিক নয়?

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা-ই জানতে চাই।

অ্যাথেনীয়: কিন্তু আমি কী করে এক কথায় সঠিকভাবে তাদের সবার বৈশিষ্ট্য
তুলে ধরব? আমার অভিমত হলো – আমার যদি ভ্রম না হয়ে থাকে, তাহলে ৮১১বি
মনে হয় এ-ব্যাপারে সাধারণভাবে ঐকমত্যও রয়েছে – এই কবিদের প্রত্যেকেই অনেক ভাল ভাল কথা বলেছেন আর অনেক ভাল কথার উল্টো কথাও বলেছেন; একথা যদি সত্য হয় তবে আমার দাবি হলো, যুবকদের ক্ষেত্রে অধিক শিক্ষার মধ্যে বিপদ লুকিয়ে আছে।

ক্লেইনিয়াস: তাহলে আইনের অভিভাবকদের কাছে আপনি কীভাবে এবং কী সুপারিশ করবেন?

অ্যাথেনীয়: আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?

ক্লেইনিয়াস: সকল তরুণকে তিনি কী পাঠের সুযোগ দেবেন, কী পাঠে তাদের
বারিত করবেন? তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ে তার কোন্ ৮১১সি
মডেলের দিকে দৃষ্টি ফেরানো উচিত বলে মনে করেন আপনি? এ নিয়ে উত্তরদান থেকে যেন আপনি আবার পিছপা না হন।

www.pathagar.com

প্লেটোর মডেল পাণ্ডুলিপি

অ্যাথেনীয়ঃ প্রিয়বর ক্লেইনিয়াস, আমার তো মনে হয় আমি খুবই ভাগ্যবান।

ক্লেইনিয়াসঃ কোন্ দিক থেকে?

অ্যাথেনীয়ঃ কোনও মডেলের অভাবে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়িনি। সকাল থেকে এই পর্যন্ত যেসব বক্তব্য রেখেছি আমরা তার দিকে দৃকপাত করে আমার কাছে এমন মনে হয়েছে যে, আমরা দেবতাদের আশীর্বাদপুষ্ট না হয়ে কোনও কথা বলছিলাম না; আমার এমনও মনে হয়েছে যে, তাদেরকে যেভাবে ব্যক্ত করা
৮১১ডি হয়েছে, তা সবদিক থেকেই এক ধরনের কবিতার সদৃশ। আমার এ ধরনের অনুভূতি হওয়া, আমার বক্তৃতার সমাহার দেখে প্রীত হওয়া, বোধহয় বিস্ময়কর কিছু নয়; কারণ, কবিতার মধ্য দিয়ে, অথবা, গদ্যে আমি যেসব বক্তৃতা শিখেছি বা শুনেছি, তাদের তুলনায় এগুলোকে আমার কাছে সবেচেয়ে সংযত এবং যে-কোনও বিচারে, তরুণদের শ্রবণের জন্য সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে হয়েছে। আমার মনে হয় না, আইনের অভিভাবক ও শিক্ষাদাতার জন্য এর
৮১১ই চাইতে উৎকৃষ্ট কোনও মডেল খুঁজে পাব আমরা; অধিকন্তু, আমি এমনও মনে করি না যে, তিনি শিক্ষকদের অন্য এমন কিছু আদেশ করতে পারেন, যাতে এগুলো এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় এবং সদৃশ অন্য বিষয় ব্যতীত শিক্ষকগণ ছাত্রদের অন্য কিছু শেখাতে পারেন। তাঁর উচিত কবিদের কবিতা আর সেইসাথে গদ্য-লেখা এবং অন্যান্য জিনিস – যা না লিখে কেবল আবৃত্তি করা হয় – সংরক্ষণ করা; আর যেমনটি অনুমেয়, তিনি যদি এমনসব বক্তৃতার দেখা পান, যা আমাদের আজকের আলোচনার সাথে পারিবারিক সাদৃশ্য প্রদর্শন করে, তাহলে তাঁকে লক্ষ রাখতে হবে যেন সেগুলো তাঁর হাত গলিয়ে পড়ে না যায়, তাদের যেন তিনি লিপিবদ্ধ করে রাখেন। সেক্ষেত্রে তাঁর উচিত হবে প্রথমেই এসব লেখা শিখতে এবং প্রশংসা করতে শিক্ষকদের বাধ্য করা; আর এমন শিক্ষক যদি থাকেন, যাঁদের কাছে এসব লেখা প্রীতিকর নয়, তাঁদেরকে তাঁর সহকারি হিসেবে নিয়োগ করা উচিত হবে না, বরং, যাঁরা এসব লেখার বিষয়ে তাঁর বিচার-বিবেচনার সাথে একমত পোষণ করেন, তাঁদেরই
৮১২এ লাগানো উচিত একাজে। এসব লোকের হাতেই তরুণদের শিক্ষাদীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ভার দেওয়া উচিত তাঁর।

তাহলে লিখিত জিনিসপত্র এবং লেখালেখি নিয়ে শিক্ষকদের ব্যাপারে বর্ণিত আমার কিংবদন্তির ব্যাপারে এই বলেই ক্ষান্তি দিচ্ছি।

মিউজিক

ক্লেইনিয়াসঃ আগন্তুকবর, আমার কাছে অন্তত এমন মনে হয় না যে, মৌল অনুকল্পে আমরা যে-পরিসীমা নির্ধারণ করেছিলাম, আমাদের বক্তৃতায় আমরা

www.pathagar.com

তাকে ডিঙ্গিয়ে গেছি; তৎসত্ত্বেও, সামগ্রিকভাবে আমাদের আলোচনা সঠিক কি না, তার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া কঠিন।

অ্যাথেনীয়: ক্লেইনিয়াস, আমরা অনেকবারই বলেছি, আইন নিয়ে যখন আমরা সমগ্র আলোচনাটির অন্তিমে পৌঁছুব তখন নিদেনপক্ষে এটি নিজ থেকেই অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।

ক্লেইনিয়াস: তা বটে। ৮১২বি

অ্যাথেনীয়: বেশ, ব্যাকরণবিদগণের পরে কি আমরা কিথারীদের[২২] নিয়ে আলোচনা করব?

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: আমার কাছে মনে হয়, এসব ব্যাপারে তাদের শিক্ষাদান এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষা নিয়ে কিথারীদের জন্য যথোপযুক্ত নিয়মকানুন বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে আমাদের পুরানো যুক্তি স্মরণে আনা উচিত।

ক্লেইনিয়াস: আপনি কার সম্পর্কে স্মরণে যুক্তি আনার কথা বলছেন?

অ্যাথেনীয়: আমার বিশ্বাস, আমরা বলেছিলাম যে,[২৩] ষাটবছর বয়েসী দাইয়ানিসীয় গায়কদের এমন ব্যক্তি হওয়া উচিত যাঁরা সুনির্দিষ্টভাবে ছন্দের প্রতি এবং 'হারমোনি' সৃষ্টির পদ্ধতির প্রতি সংবেদনশীল[২৪] – যাতে তাঁরা ৮১২সি
যখন সুরেলা এবং বেসুরো সংগীতের উপস্থাপনা এবং তাদের মাধ্যমে জাগ্রত আবেগের মুখোমুখি হন, তখন সুষ্ঠুভাবে সঠিক প্রতিনিধিত্বকারী এবং মন্দ অনুকরণকারী[২৫] সংগীতকে নির্বাচন করতে পারেন। প্রথমোক্তটিকে তাদের এমনভাবে উপস্থাপন করা উচিত এবং বৃহত্তর জনসমাজে গাওয়া উচিত, যাতে তরুণ-তরুণীদের আত্মাকে বিমোহিত করা যায়, যাতে এই অনুকরণসমূহকে অনুসরণ করে তারা সদ্‌গুণের পথে অগ্রসর হতে পারে; সেই লক্ষ্যে যাতে তাদের সবাইকে এবং প্রত্যেককে উৎসাহিত করা যায়।

ক্লেইনিয়াস: আপনার কথা খুবই খাঁটি কথা।

অ্যাথেনীয়: কিথারী এবং যাদের শিক্ষাদান করা হচ্ছে, তারা তাহলে এই লক্ষ্যকে ৮১২ডি
সামনে রেখেই লাইয়ারের ধ্বনিকে ব্যবহার করবে। প্রতিটি তারে যেহেতু সুনির্দিষ্ট ধ্বনি আছে, তাই তাদের এমন সুর রচনা করা উচিত, যা গানের বাণীর সাথে সমসুরে বাঁধা হয়। বিশদ স্বাধীন সুর নিয়ে খেলা করার জন্য লাইয়ার ব্যবহার করা উচিত নয়: তার মানে, সুরস্রষ্টা যে-সুর তৈরি করেছেন, তার বাইরে এর তারগুলোর অন্য কোনও নোট (স্বরলিপির তান) সৃষ্টি করা উচিত নয়; ছোট সুর-বিরামের সাথে বড় বিরাম যুক্ত করা উচিত নয়,
এমনকি দ্রুতলয়ের সাথে মন্থর লয়, নিম্নগ্রামের সাথে উচ্চগ্রাম। একইভাবে ৮১২ই
লাইয়ারের সংগীতের ছন্দকে কৃত্রিমতা এবং অলঙ্কার দিয়ে কণ্টকিত করা উচিত নয়। সময় নষ্ট না করে যারা তিন বছরের মধ্যে সংগীতে কেজো জ্ঞান আহরণ করতে চায়, সে-সব ছাত্রের কাছ থেকে এসব জিনিস সবসময়ই দূরে রাখা উচিত। এ ধরনের বিবাদ ও বিভ্রান্তি শিক্ষাকে সমস্যাসঙ্কুল করে

www.pathagar.com

তোলে; আদত কথা হলো, সর্বোপরি তরুণ বয়েসীদের হওয়া উচিত দ্রুত শিক্ষার্থী; কারণ, শেখার জন্য তাদের সামনে অনেক বাধ্যতামূলক বিষয় পড়ে আছে আর আমাদের আলোচনা যখন অগ্রসর হবে তখন আমরা দেখতে পাব, এসব বিষয় কী। সে-জন্যই মিউজিক নিয়ে আমাদের শিক্ষাবিদের এভাবেই এসব বিষয়ে তদারকি করা দরকার।

অধিকন্তু, খোদ গান ও তাদের বাণী, কোন্ ধরনের গান এবং কোন্
৮১৩এ ধরনের বাণী কোরাস শিক্ষকগণ কর্তৃক শিক্ষা দেওয়া উচিত, তা, আমরা পূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করেছি: আমরা ঘোষণা করেছি যে, গানগুলোর অনুমোদন লাভ করতে হবে আর প্রতিটি গানই প্রতিটি উৎসব-অনুষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, যাতে ভাগ্যময় আনন্দ লাভ করে নগরী উপকৃত হতে পারে।

ক্লেইনিয়াস: এবারও আপনি ব্যাখ্যা করে যা বললেন, তা সত্য।

শারীরিক প্রশিক্ষণ (২)

অ্যাথেনীয়: আদতে এটি খুবই সত্যি কথা। তাহলে যে-ম্যাজিস্ট্রেট মিউজদের নিয়ে কায়কারবার করবেন, তাঁকেই ভার দেওয়া হোক আমাদের হাত হতে এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে নেওয়ার জন্য, সদয় ভাগ্যের সাহায্যে তাদের তদারকি করার জন্য; আর আমাদের দিক থেকে আমরা না হয় পূর্বোক্ত
৮১৩বি জিনিসপত্রের বাইরে, দেহ নিয়ে যার কায়কারবার – সেই নাচ ও জিমনাস্টিক নিয়ে, অতিরিক্ত কিছু উপদশ-নির্দেশ দিলাম। মিউজিকের শিক্ষা নিয়ে যেকাজ অসমাপ্ত ছিল, তাতে আমরা যেমন বাকি অংশ পূরণ করেছিলাম, তেমনি যেন আমরা জিমনাস্টিকের ব্যাপারে শূন্যপূরণ করি। নিশ্চিতই একথা বলা যায়, ছেলে ও মেয়েদের নৃত্য শিখতে হবে এবং নগ্ন হয়ে শরীর চর্চা অনুশীলন করতে হবে। তা-ই না?

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ।

অ্যাথেনীয়: এই শরীরচর্চার অনুশীলনের জন্য বালকদের ক্ষেত্রে যদি পুরুষ
৮১৩সি নৃত্যশিক্ষক আর বালিকাদের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়, তাহলে তা খুব একটা বেমানান হবে না।

ক্লেইনিয়াস: সে ব্যবস্থাই পাকা করা হোক।

অ্যাথেনীয়: এবার আমরা আহ্বান জানাব সেই ব্যক্তিকে, যার কাজ সবচেয়ে কঠিন, অর্থাৎ, যিনি শিশুদের পরিচালক, তাঁকে। তিনি থাকবেন মিউজিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণ, উভয়ের দায়িত্বে; তাতে তিনি খুব একটা অবসরের সুযোগ পাবেন না।

ক্লেইনিয়াস: এরকম বৃদ্ধ একজন মানুষ তাহলে কী করে এত্তসব বিষয় তাদরকি করবেন?

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ খুব সহজে, বন্ধুবর। এই তদারকির কাজে তাঁর পছন্দসই যে-কোনও পুরুষ, অথবা, মহিলা নাগরিককে নিয়োগ করার জন্য আইন তাঁকে ক্ষমতা দিয়েছে, ভবিষ্যতেও তা দেবে। তিনি জানেন কাকে বাছাই করতে হবে, আর তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং এর গুরুত্ব অনুধাবনের কারণে তিনি কোনও ভুল নির্বাচন করে ফেলেন কি না, তা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন ৮১৩ডি
থাকবেন; কারণ, তিনি এ-ব্যাপারে সম্যক সচেতন আছেন যে, উঠতি প্রজন্ম যদি সঠিক শিক্ষা লাভ করে এবং অব্যাহতভাবে সেইরূপ শিক্ষা পেতে থাকে, তবেই কেবল আমাদের জন্য সবকিছু ঠিকঠাকমতো চলবে; আর যদি তা না ঘটে, তাহলে তার পরিণাম নিয়ে আর বলার কী থাকতে পারে! এই নগরীটি যেহেতু নতুন, তাই যারা বিশেষত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি অতিরিক্ত অন্ধবিশ্বাসী, তাদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনপূর্বক না হয় আমরা একাজে বিরত থাকলাম।

আমরা তো ইতোমধ্যে এসব বিষয় নিয়ে – নৃত্যের এবং জিমনাস্টিক প্রশিক্ষণের সামগ্রিক ব্যাপারে, অনেক কিছুই বলেছি। আমরা এখন সামরিক প্রকৃতির শরীরচর্চার জন্য – তীরচালনার জন্য, সব ধরনের মিজাইল নিক্ষেপ, পাথর নিক্ষেপের গুলতি নিয়ে খণ্ড লড়াই, ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সব ধরনের ৮১৩ই
প্রশিক্ষণ গ্রহণ, যুদ্ধকৌশল শেখা, ক্যাম্প স্থাপনসহ সৈন্যদলের গতিবিধি পরিচালনা এবং অশ্বপরিচলার সাথে সংশ্লিষ্ট যা কিছু শেখা উচিত, তার সকল কিছু নিয়ে প্রশিক্ষণের জন্য জিমনেজিয়াম প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি। এসব বিষয়ে অবশ্যই সরকারি প্রশিক্ষক থাকতে হবে, যাদের নগরী ভাড়া করবে; নগরীর বালককুল এবং পুরুষকুলকে আবশ্যিকভাবেই এসব বিষয়ের ছাত্র হতে হবে; অপরদিকে, বালিকা এবং মহিলাদের এসব বিষয়ে জ্ঞাত হতে হবে। যতদিন তারা বালিকাবয়েসী থাকবে, ততদিন সকল ধরনের নৃত্য এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্রের ৮১৪এ
সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে; তাঁরা যখন মহিলা হয়ে উঠবে, তখন যেন তাদের আবশ্যিকভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করার, সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের এবং অস্ত্র পরিধান করা এবং তা খুলে ফেলার দক্ষতা জন্মায়। যদি এমন প্রয়োজন দেখা দেয় যে, পুরো সৈন্যদলকে নগরী ছেড়ে যেতে হচ্ছে, বিদেশের মাটিতে যুদ্ধে ব্যাপৃত হতে হচ্ছে আর তাতে নগরীর বাকি মানুষ ও শিশুরা অরক্ষিত হয়ে পড়ছে, তখন যাতে রমণীগণ নিদেনপক্ষে তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থা। অথবা, তার বিপরীতটিও ঘটতে পারে (শপথ করে কেউ তা বলতে পারে না, এমন ঘটা অসম্ভব): বাহির থেকে – তা বর্বরদল, অথবা, গ্রিক, তথা, যে-কেউ হতে পারে – বিপুল শক্তি ও সহিংসতা নিয়ে তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়তে পারে আর ৮১৪বি
খোদ নগরীটি রক্ষার জন্য লড়াই করতে তাদের বাধ্য করতে পারে। অনুমান করা যায়, যদি এমন দেখা যায়, রমণীকুলকে এমন লজ্জাজনকভাবে বড় করা হয়েছে যে, তারা পক্ষীকুলের মতো আচরণ করতেও অপারগ, (পাখিরা সবচেয়ে শক্তিশালী বন্যপ্রাণীদের বিরুদ্ধে তাদের সন্তানদের রক্ষা করার জন্য সব ধরনের ঝুঁকি গ্রহণ করে, এমনকি তারা মরতেও প্রস্তুত থাকে) এবং তার

www.pathagar.com

পরিবর্তে আক্রমণের সাথে সাথে মন্দিরে গিয়ে জড়ো হয়েছে, বেদীমূলে আর তার চারপাশে গাদাগাদি করে একত্রিত হয়েছে, অধিকন্তু, মুনষ্যকুলের জন্য এমন বদনাম কামিয়েছে যে, প্রকৃতিগতভাবে তারা সকল প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে ভীরু, তাহলে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এটি একটি মহা-অশুভ হয়ে দেখা হবে।

ক্লেইনিয়াস: জিউসের নামে বলি আগন্তুকবর: যে-নগরীতে এমনটি ঘটবে, তার
৮১৪সি বদনামির শেষ থাকবে না; তার প্রভূত ক্ষতির আশঙ্কা তো রয়েছেই!

অ্যাথেনীয়: বেশ; তাহলে রমণীকুল নিদেনপক্ষে যুদ্ধের ক্রিয়াকাণ্ডকে অবহেলা করবে না এবং সকল পুরুষ নাগরিক ও নারী নাগরিককে এই দক্ষতা অর্জন করতে হবে মর্মে আইন প্রতিষ্ঠা করা কি সমীচীন হবে না?

ক্লেইনিয়াস: আমি তো অন্তত এর পক্ষেই ভোট দেব।

অ্যাথেনীয়: মল্লযুদ্ধের ব্যাপারে আমরা কিছু কথাবার্তা বলেছিলাম, কিন্তু আমি যাকে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করি, তার ব্যাপারে কিছু বলিনি; ব্যাখ্যার সাথে দৈহিকভাবে তার উপস্থাপনা না করে কেবল কথাবার্তার মাধ্যমে তার উপস্থাপনা সহজ নয়। তাই, এ-ব্যাপারে আমাদের যা বিচার-
৮১৪ডি বিবেচনা, তা না হয় পরে এক সময় করা যাবে, যখন বক্তব্য উপস্থাপনের সাথে সাথে যথার্থ উদাহরণ তুলে ধরে যাবে; অন্য যেসব কথাবার্তা আমরা বলেছি, তা-ও স্পষ্ট করে তোলা যাবে; বিশেষত যখন বলা যাবে যে, আমরা যে-মল্লযুদ্ধের কথা ভাবছি, তা সত্যিকার অর্থেই সকল ভৌত গতিময়তার ক্ষেত্রে যুদ্ধে লড়াই করার সন্নিকটবর্তী। মল্লযুদ্ধ অনুশীলন করতে হবে যুদ্ধের খাতিরে আর তার বিপরীতে মল্লযুদ্ধের খাতিরে যুদ্ধ শেখার প্রয়োজন নেই।

ক্লেইনিয়াস: এ-ব্যাপারেও আপনি মহৎ কথা বলছেন।

নৃত্য

অ্যাথেনীয়: মল্লযুদ্ধ একজন মানুষের জন্য কী করতে পারে, তা নিয়ে আমরা যা বলেছি, তাকে না হয় এখনকার মতো যথেষ্ট বিবেচনা করা যাক।

৮১৪ই সামগ্রিকভাবে দেহের বাকি যে-বিচলন রয়েছে, তার অধিকাংশকে কেউ যদি 'নৃত্য' বলেন, তাহলে তিনি তাকে ঠিক নামেই অভিহিত করবেন। এমন মনে করা দরকার যে, এর দু'টি রূপ আছে: এর একটি হলো, সুকুমার দেহের সুষ্ঠু বিচলনের অনুকৃতি আর অন্যটি হলো লজ্জাকর দেহের নিম্ন পর্যায়ের বিচলন। তারপরও আছে নিম্ন পর্যায়ের দেহসৌষ্ঠবের বিচলনের অনুকরণের দুটি রূপ এবং সুন্দর-সুঠাম দেহের দুটি রূপ। এর একটি সুষ্ঠু রূপ হলো এমন: যুদ্ধের কালে আত্মা যখন পৌরুষে দীপ্যমান থাকে এবং দেহ ব্যাপৃত থাকে সহিংস ক্রিয়ায় – তার অনুকরণ; আরেকটি হলো সেই অনুকরণ, যেখানে সমৃদ্ধশালী
৮১৫এ আবহে এবং সুসংযত আনন্দধারায় আত্মা সংযত থাকে। এ ধরনের নৃত্যকে কেউ যদি 'শান্তির নৃত্য' বলেন, তাহলে তিনি তাকে তার সহজাত নামেই

www.pathagar.com

অভিহিত করবেন। যুদ্ধের নৃত্য শান্তির নৃত্য থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন এবং তার সঠিক নাম হবে 'যুদ্ধ-নৃত্য'।[২৬] এই নৃত্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে সেই ধরনের বিচলনের অনুকরণ, যাতে একদিকে যেমন 'ডজ' করে, 'পুরোপুরি সম্মুখ প্রতিরোধ এড়িয়ে', লাফ দিয়ে, গুটিসুটি মেরে, 'ব্লো' ও 'মিসাইল' এড়িয়ে যাওয়া যায়, তেমনই এর উল্টো ক্রিয়ার অনুকরণে করে তীর ও জেভেলিন ছোড়ার সময়, বিভিন্ন ধরনের ব্লো দেওয়ার সময়, অধিকতর আক্রমণাত্মক
অবস্থান গ্রহণ করা যায়। এ ধরনের নৃত্যে যখন সুকুমার দেহ ও আত্মার ৮১৫বি
অনুকরণ সংঘটিত হয়, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খাড়া রেখে সঠিক ভঙ্গি ও তেজি টান টান অবস্থা রক্ষা করা হয়: এ ধরনের ভঙ্গিই সঠিক[২৭] আর তার বিপরীতধর্মী ভঙ্গিকে সঠিক বলে বিবেচনা করা হয় না।

শান্তিপূর্ণ নৃত্যের বেলায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদেরকে লক্ষ রাখতে হবে কোরাস-উপস্থাপক নিম্নোক্ত বিষয়াদি প্রতিপালন করছেন কি না: তিনি কতটা সাফল্যের সাথে – অথবা কতটা গণ্ডগোল করে – নাচের সুন্দর স্টাইল ধরে রাখতে পারছেন। যে-স্টাইলের কথা বলা হচ্ছে, তা হলো ভালো আইনের অধীনে বড়-হওয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত স্টাইল। তারপর প্রথম
প্রয়োজনীয় কাজ হবে বিতর্কিত নাচ থেকে অবিতর্কিত নাচকে আলাদা করা। ৮১৫সি
এ দু'ধরনের নাচ কী আর তাদেরকে কীভাবেই বা আলাদা করা যাবে? 'বোকাসীয়', অথবা, এ-ধরনের অন্য নৃত্য, যার সম্পর্কে নর্তক-নর্তকীরা এমন অভিযোগ উত্থাপন করে যে, এগুলো নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের 'প্রতিনিধিত্বকারী' এবং যাদের বলা হয় 'নিমফ্', 'প্যান', এবং 'সিলেনি' এবং 'সেটির', যাদের উপস্থাপন করা হয় 'পবিত্রকরণ' ও অতীন্দ্রিয় ধর্মকৃত্যের সময়, তাদের সবগুলোকে যদি একই শ্রেণিভুক্ত হিসেবে ধরা হয়, তবে তা কিছুটা সমস্যা হয়ে দেখা দেয়: গ্রুপ হিসেবে বিবেচনা করলে তাদের 'শান্তির নৃত্য' যেমন বলা যায় না, তেমনি 'যুদ্ধের নৃত্য'ও বলা যায় না; বাস্তবিকপক্ষে, তাদের সবগুলোকে এক গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করা কোনওমতেই সম্ভব হয় না। আমার মনে হয় সবচেয়ে সুষ্ঠু পদ্ধতি হলো তাদেরকে 'যুদ্ধের নৃত্য' এবং 'শান্তির নৃত্য'
থেকে আলাদা বলে বিবেচ্য অন্য একটি ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করা, আর ৮১৫ডি
কোনওভাবেই তাকে রাজনৈতিক ক্যাটাগরিভুক্ত বলে বর্ণনা না করা। ফলে, তাকে একপাশে সরিয়ে রেখে আমরা এখন যুদ্ধংদেহী এবং শান্তিপূর্ণ নৃত্যে ফিরে আসছি; যেহেতু কোনও বিতর্ক নেই, তাই উভয় নৃত্য যথার্থভাবেই আমাদের মনোযোগ দাবি করতে পারে।

যে-*মিউজ* লড়াইয়ে সম্পৃক্ত নন, তাঁর সম্পর্কে কী বলা যায়? দেবতা ও দেবতাদের সন্তানদের সম্মানে যে-নৃত্য পরিবেশন করা হয়, তা একটি বড় ক্যাটাগরির নৃত্য, তা সমৃদ্ধি-কামনায় নিবেদিত। একেও আমরা পরম্পরাক্রমে দুভাগে ভাগ করতে পারি: এক ভাগে অন্তর্ভুক্ত থাকবে অধিকতর ভোগসুখ, যা
প্রতিনিধিত্ব করবে এমন মানুষজনের, যারা কোনও কোনও ধরনের ক্লেশ ও ঝুঁকি ৮১৫ই
কাটিয়ে সুখে পা রাখছে; আরেক ধরনের নৃত্য আছে, যা পূর্বোক্ত সুখের সংরক্ষণ

www.pathagar.com

ও ক্রমবর্ধমানতার প্রতিনিধিত্বকারী, যাতে উদ্ভূত সুখ অন্যগুলোর চাইতে অধিকতর পরিশীলিত। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে অনুমান করা যায় যে, যখন
৮১৬এ ভোগসুখ অধিকতর হয়, তখন প্রত্যেক মানুষই তার দেহকে অধিকতর নাড়াচাড়া করে আর স্বল্পতর হলে তাকে নাড়াচাড়া করে কম; অধিকন্তু, যে-ব্যক্তি অধিকতর শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং সাহসের ক্ষেত্রে যার অধিকতর জিমনাস্টিক প্রশিক্ষণ আছে, সে তার দেহকে নাড়াচাড়া করবে কম; অন্যদিকে যে ভীরু এবং সংযম নিয়ে যার জিমনাস্টিক প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে, সে তার দেহের দোলাচলে বৃহত্তর ও অত্যুগ্র পরিবর্তন তুলে ধরে। সাধারণভাবে একজন মানুষ যখন কথা বলা বা গান করার জন্য তার কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে, তখন দেহকে স্থির রাখা তার জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্যই যা বলা হচ্ছে,
৮১৬বি ভাবভঙ্গির মাধ্যমে অনুকরণে তার প্রকাশ ঘটে, তা-ই নৃত্যের সামগ্রিক শিল্পের জন্ম দেয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই এমন ভাবভঙ্গি করি, যা নিশ্চিতভাবেই কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠে, কিন্তু, কেউ কেউ আবার তাতে ব্যর্থও হয়। আমাদের বুঝতে হবে যে, অনেক প্রাচীন নাম আছে, যাদেরকে যথার্থভাবে এবং সহজাত প্রকৃতি অনুসারে নির্দেশ করা হয়েছে আর সে-কারণেই তারা প্রশংসার দাবি রাখে: এদের একটি হচ্ছে, যারা নিজের ভোগসুখকে সুসংযতভাবে ব্যবহার করছে, সেই সম্পদশালী মানুষের প্রদত্ত নামের নাচ। সেই সময় যিনি সকল নৃত্যকে 'হারমোনি' বলে নামাকরণ করেছিলেন এবং দু ধরনের মহৎ নাচ, তথা,
৮১৬সি যুদ্ধভাবাপন্ন 'যুদ্ধমুখী' (Pyrrhic) নাচ এবং শান্তিবাদী (Harmony) নাচ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন – এবং বলতে হবে, যিনিই এই নাম দিয়ে থাকুন না কেন – তিনি সঠিকভাবে, সঙ্গীতময়তার সাথে এবং যুক্তিযুক্ততার সাথেই এই নাম দিয়েছিলেন। প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি এমন নামায়ন করেছিলেন, যা যথোপযুক্ত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছিল। আইনপ্রণেতার উচিত এইসব নৃত্যের রূপরেখা পর্যালোচনা করে দেখা, অপরপক্ষে, আইনের অভিভাবকের উচিত তাদের খুঁজে বের করা এবং তাদের আবিষ্কারের পর অন্যান্য মিউজিকের সাথে তাদের একত্রে গ্রথিত করা এবং প্রতি বলিদানের ক্ষেত্রে যথাযথ বিবেচনায় ছুটির দিন অনুসারে তাদের বরাদ্দ করা। একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় পবিত্রকৃত বরাদ্দের পর নৃত্য ও গীতের যেসব মাত্রা রয়েছে, তার কোনওটিতে পরিবর্তন আনা উচিত হবে না তাঁর: ফলে, একই নগরীতে একই নাগরিকবৃন্দের (নাগরিকদের যতদূর সম্ভব
৮১৬ডি একই ধরনের হওয়া উচিত) একই পদ্ধতিতে একই সুখ উপভোগ করা উচিত: সুখী এবং আশীর্বাদপ্রাপ্ত জীবনের এই হলো গোপন কথা।

কমেডি ও ট্র্যাজেডি

আমাদের কোরাস উপস্থাপনায় সুকুমার দেহ এবং উত্তম-জন্মের আত্মার কী ধরনের আচরণ করা উচিত, তা নিয়ে আলোচনার অন্তিম পর্যায়ে উপনীত হয়েছি আমরা; কিন্তু লজ্জাকর দেহ ও চিন্তাভাবনার সাথে যারা সম্পর্কিত

www.pathagar.com

আর যারা কথাবার্তা, গান, নৃত্য এবং হাস্যকর অনুকরণের মাধ্যমে নিজেদেরকে হাস্যোদ্রেককারী কমেডিতে পরিণত করে, তাদের প্রতি দৃকপাত করা এবং তাদেরকে জানার চেষ্টা করাও জরুরি। কারণ, একজন মানুষ যদি বিচক্ষণতা অর্জনে অগ্রসর হন, তখন তিনি হাস্যকর জিনিসপত্র শেখা ব্যতীত, অথবা, বলা চলে, বিপরীত কিছু শেখা ছাড়া, গুরুগম্ভীর জিনিস শিখতে পারবেন না। কিন্তু আমরা যদি সামান্য মাত্রায়ও সদ্‌গুণ অর্জন করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে একইসাথে গুরুগম্ভীর ও হাস্যোদ্রেককারী হলে চলবে
না; আমাদেরকে আবশ্যিকভাবে ভাঁড়ামি চেনা শিখতে হবে; কারণ, তার ৮১৬ই
সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার কারণে এবং তার কবলে পড়ে যেন প্রয়োজনহীনভাবে হাস্যকর কোনও কিছু করা, অথবা, বলা থেকে আমরা বিরত থাকি। এ ধরনের জিনিসের অনুকরণ বরাদ্দ থাকবে ক্রীতদাস ও ভাড়াটে আগন্তুকদের জন্য। এসব বিষয়কে কখনও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই; কোনও স্বাধীন মানুষ – পুরুষ অথবা নারী, এসব জিনিস শিখছে, এমন যেন দেখা না যায়; বাস্তবিকপক্ষে, এসব অনুকরণে সর্বদাই নতুন কিছু তুলে ধরা উচিত। তাহলে, যে-নাটক হাসির উদ্রেক করে,
যে-নাটককে আমরা 'কমেডি' বলি, আইনে এবং যুক্তিকথায় তাকে এভাবেই ৮১৭এ
প্রণয়ন করা হোক।

আর আমাদের 'গুরুগম্ভীর' কবিকুল, আমাদের 'ট্র্যাজিক' কবিদের ব্যাপারে কী বলা যায়? ধরুন, তাদের কেউ কেউ আমাদের সমীপে উপস্থিত হলেন এবং কোনও এক সময় এমন জিজ্ঞেস করলেন: "ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা কি আপনাদের নগরী এবং এলাকায় প্রবেশ করতে পারব, না কি, পারব না? আমরা কি সাথে করে আমাদের কবিতা আনতে পারব? অথবা, এ-বিষয়ে
আপনাদের অনুসৃত নীতি কী?" তখন, এসব ঐশী মানুষকে আমরা কী জবাব ৮১৭বি
দেব? আমার দিক থেকে আমি বলব, তার জবাব হবে এমন: "সর্বোচ্চ সম্মানিত অতিথিগণ, আমরা নিজেরাই ট্র্যাজেডির রচয়িতা আর আমাদের রচিত ট্র্যাজেডি হলো আমাদের ক্ষমতার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি; যা-ই হোক, আমাদের পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি সৃষ্টি করা হয়েছে সবচেয়ে সুন্দর ও সর্বোৎকৃষ্ট জীবন-পদ্ধতির অনুকরণে, যা নিয়ে নিদেনপক্ষে আমরা এমন দাবি করি যে, তা আদতেই সবচেয়ে খাঁটি ট্র্যাজেডি।[২৮] আপনারা কবি, আমরাও একই জিনিসেরই কবি; সবচেয়ে সুন্দর নাটকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে শিল্পী ও অভিনেতা হিসেবে আমরা আর
আপনারা প্রতিপক্ষ; আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কেবল সত্যিকার আইন ৮১৭সি
প্রকৃতিগতভাবে সেই নাটককে নিখুঁত করে তুলতে পারে। সুতরাং, কখনও যেন আপনাদের কল্পনায় এমন কথা মনে না আসে যে, আপনাদেরকে আমরা আমাদের মধ্যে সহজেই ঢোকার সুযোগ দেব, বাজারের মধ্যে মঞ্চ তৈরি করতে দেব আর সেইসব অভিনেতাকে অভিনয় করার সুযোগ দেব, যাদের কণ্ঠ আমাদের অভিনেতাদের চাইতে উচ্চগ্রামের। স্বপ্নেও এমন ভাববেন না

www.pathagar.com

যে, আপনাদের আর আমাদের সমনামী আচার-প্রথা, যা আমরা আপনাদের থেকে ভিন্নভাবে অনুসরণ করি, যা আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী, তা নিয়ে আমাদের সন্তানসন্ততি, আমাদের রমণীকুল এবং আপামর জনসাধারণের সামনে আপনাদেরকে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ দেব। কারণ,
৮১৭ডি এইমাত্র যা বলা হলো, সে-কাজটি যদি আপনাদের করার সুযোগ দেওয়া হয়, আপনাদের কবিতা আবৃত্তির যোগ্য কি না, জনসমক্ষে তা উপস্থাপনের যোগ্য কি না, তা বিচার না করেই এবং তা নিয়ে কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাভের আগেই, যদি আপনাদের তা করতে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা – নাগরিকরা এবং প্রতিটি নগরীই, বদ্ধ উন্মাদের মতো আচরণ করব। তাই বলি, হে মনোমুগ্ধকর মিউজের পুত্রগণ, প্রথমেই আমাদের গানের সাথে তুলনার্থে আপনারা আপনাদের গানগুলোকে কর্তৃপক্ষের সামনে তুলে ধরুন; তখন যদি দেখা যায় যে, আপনারা যেসব জিনিসের কথা বলেছেন, তা নিদেনপক্ষে আমাদের মতোই, অথবা, তার চাইতে উত্তম বলে প্রতিভাত হচ্ছে, তাহলে আমরা আপনাদেরকে আপনাদের নাটক মঞ্চায়ন করা সুযোগ দেব; আর যদি তা না হয়, তবে বন্ধুগণ, আমরা কখনও সেই সুযোগ দিতে পারব না।”

৮১৭ই সাধারণ্যে কোরাস মঞ্চায়ন এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাদীক্ষা এবং ক্রীতদাসদের যোগ্য জিনিসকে প্রভুদের যোগ্য জিনিস থেকে ভিন্ন রাখার বিষয়াদি যদি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তাহলে তাকে একই সাথে প্রথা অনুসরণে এবং আইনের মাধ্যমে সিদ্ধতা দেওয়া হোক।

ক্লেইনিয়াস: এ-পর্যায়ে তাকে মেনে না নেওয়ার কি কোনও কারণ থাকতে পারে?

গণিত

অ্যাথেনীয়: স্বাধীন মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আরও তিনটি বিষয় আছে। একটি বিষয় হলো গণনা, যা সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত; দ্বিতীয়টি হলো, দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রের আয়তন ও বস্তুর ঘনমানের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যাকে একক বিষয় বলে বিবেচনা করা হয়; তৃতীয়টি হলো, নিজেদের কক্ষপথে নক্ষত্রপুঞ্জের ঘূর্ণনের
৮১৮এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়। সাধারণ জনগণের তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শেখার প্রয়োজন নেই; নির্দিষ্ট কিছু মানুষের জন্য তা প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হতে পারে (তারা কারা তা স্পষ্ট করে তুলে ধরা হবে যখন সময় আসবে, যখন আমাদের আলোচনা সমাপ্তির পর্যায়ে উপনীত হবে, আর তা-ই হবে যথাযথ।) কিন্তু, অধিকাংশ সাধারণ মানুষের বেলায় তাহলে কী হবে? লোকজন যাকে যথার্থভাবে 'অপরিহার্য প্রাথমিক জ্ঞান' বলে, তা না জানা তাদের জন্য মহালজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে বটে, কিন্তু পুরো বিষয়টি নিয়ে বিশদভাবে চর্চা করা অত্যন্ত সমস্যাসংকুল, এমনকি অসম্ভব হয়ে উঠবে। যাই হোক, দেবতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেউ একজন হয়ত এই প্রবাদ তৈরি করেছিলেন:

www.pathagar.com

'এমনকি দেবতাকেও কখনও প্রয়োজনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখা যায় না'[২৯], তখন, আমার বিশ্বাস, তার মনে একথাই ছিল যে, সেই প্রয়োজন হলো ঐশী প্রয়োজন; তাই আমরা মৌলিক প্রয়োজনীয়তাকে[৩০] বাদ দিতে পারি না। কিন্তু ঐহিক প্রয়োজনে যখন তাকে প্রয়োগ করা হয় আর মানুষ যখন তা ব্যাখ্যা করার জন্য এই বাক্য উচ্চারণ করে, তখন বলা যায় যে, তা একেবারেই বালখিল্য হয়ে উঠে।[৩১] ৮১৮বি

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, যা এ ধরনের নয়, বরং ঐশী ধরনের, তার প্রয়োজনীয়তাই বা কী?

অ্যাথেনীয়: আমার মতে তা এই: একজন মানুষকে যদি কখনও দায়িত্বপূর্ণ উপায়ে
মানুষের তদারকি করার লক্ষ্যে দেবতা, বা অসুর, অথবা, বীর হয়ে উঠতে হয়, ৮১৮সি
তখন এসব বিষয়ে তার ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকতেই হয়। যাই হোক না কেন, যদি সে এক, দুই, তিন এবং সাধারণভাবে জোড় বিজোড় না শিখে থাকে, অথবা, যদি হিসাব কষার ব্যাপারে কোনও কিছু না জানে এবং যদি রাত্রি ও দিনের হিসেব করতে না পারে এবং চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্তন সম্পর্ক পরিচিত না থাকে, তবে ঐশ্বরিক হওয়ার ব্যাপারে সে পুরোপুরি ঊন থাকবে। যারা সবচেয়ে মহৎ বিষয়ে সামান্যতম অগ্রগতি অর্জন
করতে চাচ্ছে, তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এগুলো প্রয়োজনীয় বিষয় নয় – এমন ৮১৮ডি
ভাবা এক চরম নির্বুদ্ধিতা বই কিছু নয়। কিন্তু কোন্ অংশ তাদের অধ্যয়ন করা উচিত, কত গভীরভাবে এবং কখন তা চর্চা করা উচিত? কোন্ বিষয়কে কোন্টির সাথে যুক্ত করা উচিত আর কোন্টিকে আলাদা রাখা উচিত? তাদেরকে সমন্বিতই বা করা যাবে কীভাবে? এগুলো হলো প্রাথমিক প্রশ্ন, যার উত্তর স্থির করতে হবে আমাদের আর তারপর এসব বিষয় যার দিকে নির্দেশ করে, বাকি সেই বিষয়াদির দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে। সহজাত প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে যে-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, এটি তা-ই; এ বিষয়েই আমরা বলি যে, কোনও দেবতাই এখনও পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে লড়াই করেনি, আর ভবিষ্যতেও কখনওই করবে না।

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, নিদেনপক্ষে একথা বলা যায়: আপনি যা বললেন, তা ৮১৮ই
কম করে হলেও সঠিক বলা, আর আপনি যা বলেন, তা তো প্রকৃতি অনুসারেই বলেন।।

অ্যাথেনীয়: অবস্থাটি এমনই ক্লেইনিয়াস; তাই আগে থেকেই এসব ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করা কঠিন; এই নিয়ে যদি আপনারা একমত থাকেন, তবে পরে কোনও এক সময় না হয় সুনির্দিষ্টভাবে আইন প্রণয়ন করা যাবে।

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, আমাদের কাছে মনে হচ্ছে এসব বিষয়ে আমাদের পরিচিতির অভাবের কারণে আপনি তাতে পিছপা হচ্ছেন। কিন্তু আপনার এ ভয় অমূলক; তাই আপনার মনে যা আছে তা-ই খুলে বলুন; কোনও কিছু গোপন করার প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

৮১৯এ **অ্যাথেনীয়ঃ** আপনি এখন যা বললেন, আদতে আমি তার ভয়ই পাচ্ছি; কিন্তু আমি আরও বেশি করে ভয় পাচ্ছি তাদের নিয়ে, যাদের এসব বিষয়ের চর্চার সাথে যৎকিঞ্চিৎ যোগাযোগ আছে, কিন্তু তা চর্চা করছে ভুলভাবে। সর্বক্ষেত্রে সামগ্রিক অজ্ঞতা কোনও সময়ই বিপজ্জনক বা ধ্বংসাত্মক নয়; কিন্তু অধিকতর ক্ষতির কারণ হয় তখনই যখন নিবিড়ভাবে এবং বিশদভাবে কোনও বিষয়ে জানা হয়, কিন্তু, তা শেখানো হয় বেঠিক পদ্ধতিতে।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি যা বললেন তা সত্য।

৮১৯বি **অ্যাথেনীয়ঃ** সুতরাং, আমাদের ঘোষণা করা উচিত যে, একজন স্বাধীন মানুষকে অবশ্যই উল্লিখিত প্রতিটি বিষয় শিখতে হবে, যেমনটি মিশরের পুরো শিশুর দল শেখে; তারা যখন লিখতে ও পড়তে শেখে, তখনই তারা এই জ্ঞান অর্জন করে। প্রথমত, একবারে ছোট্ট বাচ্চাদের জন্য হিসাব কষার পাঠ দেওয়া হয় – তারা যখন খেলাধুলা নিয়ে আনন্দ ফুর্তিতে মগ্ন থাকে, তখনই তারা এসব জিনিস শেখেঃ সেখানে তারা কিছু সংখ্যক মালা অথবা আপেলকে[৩২] বড় ভাগে অথবা ছোট ভাগে ভাগ করে এবং বক্সার ও রেসলারদের স্বাভাবিকভাবে পর্যায়ক্রমে, এবং পরপর 'জোড়' ও 'বিজোড়' বিন্যাসে সাজায়। তাছাড়া অন্য আরও খেলা আছে যেখানে তারা স্বর্ণ, তাম্র,
৮১৯সি ও রৌপ্য এবং এমনসব ধাতুর তৈরী বাটি একত্রে মেশায় এবং বিভিন্ন উপায়ে তাদেরকে একই ধাতুর পূর্ণ সেট হিসেবে ভাগ করে। আমি যেমনটি বলেছিলাম, এভাবেই তারা প্রাথমিক অংককে ছাত্রদের খেলাধুলার অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলে – যাতে কী করে একটি সেনাবাহিনীর ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালনা করা যায়, এ ব্যাপারে, তথা যুদ্ধবিদ্যায়, আর, কী করে তারা পরিবার পরিচালনা করবে তার ব্যাপারে, ছাত্ররা প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পরিচিতি লাভ করতে পারে; আর সাধারণভাবে তারা ছাত্রদেরকে অধিকতর সতর্ক এবং নিজেদের ক্ষেত্রে অধিকতর
৮১৯ডি প্রয়োজনীয় করে গড়ে তোলে। এরপর শিক্ষকগণ শিশুদের দৈর্ঘ্য, আয়তন আর ঘনমান মাপার কাজে নিযুক্ত করেন যাতে এসব বিষয় নিয়ে সকল মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে যেসব হাস্যকর ও লজ্জাকর অজ্ঞতা থাকে, তা দূর করা যায়।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি কি নির্দিষ্ট কোনও অজ্ঞতার কথা বলছেন?

অ্যাথেনীয়ঃ বন্ধুবর ক্লেইনিয়াস, আমি যখন – বেশ দেরিতেই বলতে পারেন – এটি শুনতে পেলাম, তখন এসব বিষয়ে আমাদের অবস্থাটি পুরোপুরি বিস্ময়করই ঠেকল; আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, মানুষ এ ধরনের শূকরবৎ নির্বুদ্ধিতায় আক্রান্ত থাকতে পারে। আমি তখন কেবল আমার
৮১৯ই নিজের জন্য নয়, সকল গ্রিকবাসীর জন্যই লজ্জিত বোধ করলাম।

ক্লেইনিয়াসঃ কী নিয়ে আপনি লজ্জিত? আগন্তুকবর, খোলাসা করে বলুন তো আপনি কী বুঝাতে চাইছেন?

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়: হ্যাঁ, সে কথাই ব্যাখ্যা করে বলব, অথবা, বলা চলে, আপনাদের উদ্দেশে গুটি কয়েক প্রশ্ন করে আমি আমার পয়েন্টটি উপস্থাপন করব। একটি সোজা প্রশ্ন করছি: আমার ধারণা, 'সরলরেখা' বলতে কী বুঝায়, তা জানেন আপনি?

ক্লেইনিয়াস: অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: বেশ; আর 'তল'?

ক্লেইনিয়াস: তা-ও।

অ্যাথেনীয়: তাহলে এরা হলো দুই জিনিস; তাদের বাইরে তৃতীয় একটি জিনিস, নামত ঘনমানও তো আছে?

ক্লেইনিয়াস: তা না থাকলে কী করে হয়?

অ্যাথেনীয়: আপনার কাছে এর সবগুলোর মধ্যে একটিকে কি আরেকটির সাথে কি একই মান দ্বারা পরিমেয় (commensurable)[৩৩] মনে হয় না?

ক্লেইনিয়াস: তা তো হয়ই।

অ্যাথেনীয়: একটি দৈর্ঘ্যকে মূলত আরেকটি দৈর্ঘ্যের মাপে প্রকাশ করা যায়, ৮২০এ
একটি তল-কে আরেকটি তল-এর মাপে আর একটি ঘনমানকে আরেকটি ঘনমাপের মাপে।

ক্লেইনিয়াস: ঠিক তা-ই।

অ্যাথেনীয়: বেশ; কিন্তু তাদের কোনও কোনওটিকে যদি 'হুবহু,' অথবা, আনুমানিকভাবেও প্রকাশ করা না যায়? সবগুলোতে এই পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যাবে – আপনার এমন ভাবা সত্ত্বেও যদি কোনও কোনওটিকে প্রকাশ করা যায় আর কোনও কোনওটিকে প্রকাশ না করা যায়? এসব বিষয়ে আপনার যে-ধারণা, তা নিয়ে আপনি এখন কী ভাবছেন?

ক্লেইনিয়াস: নিশ্চিতই বলা যায় তা অর্থহীন।

অ্যাথেনীয়: তারপর কী? ঘনমানের সাথে দৈর্ঘ্য ও তলের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, অথবা, তল ও দৈর্ঘ্যের একে অপরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে? আমরা -- গ্রিকরা কি সবাই তাদের একটিকে আরেকটির সাথে একই মানে পরিমেয় বলে বিবেচনা করি না?

ক্লেইনিয়াস: তা তো নিশ্চয়ই করি। ৮২০বি

অ্যাথেনীয়: তারা যদি সম্পূর্ণতই অতুল্যপরিমেয় হয় আর আমরা সবাই তাদের তুল্যপরিমেয় বলে বিবেচনা করি, তাহলে কি আমাদের স্বদেশবাসীদের নিয়ে আমাদের লজ্জিত হওয়ার কারণ ঘটে না; তাদেরকে কি একথা বলা দরকার হয়ে দেখা দেয় না: "হে গ্রিকবাসী সর্বোত্তম-জনেরা, এটি কি সেই বিষয় নয়, যা না জানাকে আমরা লজ্জাকর বলেছিলাম – যদিও এ ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিস জানা মহৎ কিছু নয়?"

ক্লেইনিয়াস: তা তো নিশ্চয়ই।

www.pathagar.com

৮২০সি **অ্যাথেনীয়ঃ** যেসব ভুলের কথা আমরা বলেছি তাদের সদৃশ, অতিরিক্ত এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত, আরও কিছু বিষয়ও আছে, যা ভুলভ্রান্তির উর্বর প্রজননকেন্দ্র।

ক্লেইনিয়াসঃ কী ধরনের বিষয়?

অ্যাথেনীয়ঃ অতুল্যপরিমেয় আর তুল্যপরিমেয়র একের সাথে অপরের সত্যিকার সম্পর্ক। আমরা যদি দেখেশুনে তাদের আলাদা হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারি, তবে বলতেই হবে, আমরা কোনও কাজের লোক নই। যখন আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় থাকবে, তখন তাদের প্রতি সুবিচার করার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক স্পিরিট নিয়ে পরস্পরের কাছে যা তুলে ধরা উচিত, তা-ই হলো এই সমস্যা; বৃদ্ধ মানুষজনের ক্ষেত্রে 'ড্রট' (দাবাজাতীয় খেলা) খেলে সময় নষ্ট করার বদলে এটি হবে অধিকতর পরিশীলিত কাজ।

৮২০ডি **ক্লেইনিয়াসঃ** হয়ত ব্যাপারটি তা-ই। ভেবে দেখুন, 'ড্রট' আর এসব বিষয় – একটি থেকে অপরটি খুব একটা ভিন্ন কিছু নয়।

অ্যাথেনীয়ঃ ক্লেইনিয়াস, আমার দিক থেকে বক্তব্য হলো উঠতি প্রজন্মের সন্তানদের এসব বিষয় শেখা উচিত। তারা ক্ষতিকর নয় আর খুব একটা কঠিনও নয়: খেলাধুলার মধ্য দিয়েই তারা এসব শিখতে পারবে; তাই রাষ্ট্রের কোনও ক্ষতিসাধন করার বদলে তারা বরং তার উপকারই করবে। কিন্তু কারও যদি অন্য বক্তব্য থাকে, তবে আমাদের অবশ্যই তা শোনা উচিত।

ক্লেইনিয়াসঃ অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ বেশ; এসব ক্রিয়াকাণ্ড যদি স্পষ্টত এভাবেই অগ্রসর হয়, তবে তো এটি প্রতীয়মান যে, আমরা তাকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করব; কিন্তু যদি এমন দেখা যায় যে, তারা এভাবে এগুচ্ছে না, তবে তো তাদেরকে অগ্রহণযোগ্য বলেই বিবেচনা করতে হবে।

৮২০ই **ক্লেইনিয়াসঃ** তা তো অবশ্যই। তাতে আর সন্দেহ কী!

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে আগন্তুকবর, পঠনের আবিশ্যিক বিষয়াদির মধ্যে আমরা কি এসব জিনিস যোগ করব, যাতে আমাদের আইনকানুনে কোনও ফাঁক না থাকে? এদেরকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হবে যাতে বাঞ্ছিত পাঠ্যসূচিতে তারা প্রতিষ্ঠিত এবং স্বতন্ত্র অংশ হিসেবে থাকে – স্বতন্ত্র মানে, তারা যেন শাসব্যবস্থার পরিকাঠামো থেকে ভিন্ন অবস্থানে বিদ্যমান থাকে; আর, আমরা যারা প্রদানকারী আর যারা গ্রহণকারী, তাদের কাছে যদি তা সন্তোষজনক কোনও ব্যবস্থায় উপনীত হতে ব্যর্থ হয়, তবে যেন 'জামানতের' মতো তাকে 'উদ্ধার' করা যায়।

ক্লেইনিয়াসঃ খুবই ন্যায্য শর্ত।

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিজ্ঞান

অ্যাথেনীয়ঃ এরপর জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা বিবেচনা করুন। তরুণদের এ-বিষয়ে শিক্ষাদান, না কি, তার বিপরীত ধারণা, আমাদের অনুমোদন লাভ করবে?

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি যা ভাবছেন, তা না হয় খুলে বলুন।

অ্যাথেনীয়ঃ বেশ; এসব জিনিসের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু অদ্ভুত ব্যাপার আছে, যার সম্পর্কে সোজাসুজি বলতে হয় যে, তারা সর্বদিক থেকে একেবারেই অসহনীয়।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন? ৮২১এ

অ্যাথেনীয়ঃ আমরা সাধারণত বলে থাকি যে, সর্বোচ্চ দেবতা এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে কোনও অনুসন্ধান চালানোর প্রয়োজন নেই, তাদের কারণ আবিষ্কারের জন্য মাথা ঘামানোরও দরকার নেই – তা হবে অধার্মিকতার কাজ। কিন্তু সম্ভবত ব্যাপারটি এমন যে, এর ঠিক উল্টোটি যদি ঘটত, তবে তা-ই হত সঠিক কাজ।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

অ্যাথেনীয়ঃ যে-কথাটি বলা হচ্ছে তা কূটাভাসমূলক; কেউ হয়ত এমনও ভাবতে পারে যে, বৃদ্ধের মুখে একথা সাজে না। কিন্তু কেউ যদি ভাবেন যে, শেখার ক্ষেত্রে এমন একটি বিষয় আছে যা মহান, সত্য এবং নগরীর জন্য উপকারী
এবং সবদিক থেকেই দেবতাদের কাছে প্রিয়, তখন তার পক্ষে তো একথা ৮২১বি
বলা থেকে বিরত থাকা কোনও মতেই সম্ভব নয়।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনার কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে বটে, কিন্তু, আমরা কি নক্ষত্র নিয়ে ভাল বা সত্য কোনও প্রত্যয় খুঁজে পাব?

অ্যাথেনীয়ঃ ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা, বলা চলে সকল গ্রিকবাসীই, বড় বড় দেবতা, সূর্য এবং চন্দ্রকে নিয়েও মিথ্যাচার করি।

ক্লেইনিয়াসঃ কী ধরনের মিথ্যাচার?

অ্যাথেনীয়ঃ আমরা বলি যে, তারা কখনও একই পথ অনুসরণ করে চলে না; আমরা আরও বলি যে, অন্য অনেক নক্ষত্র আছে যাদেরকে আমরা 'গ্রহ'[৩৪] বলি, তারাও একই পথ অনুসরণ করে না।

ক্লেইনিয়াসঃ জিউসের নামে বলছি আগন্তুকবর! আপনি যা বলছেন তা সত্যি! ৮২১সি
আমার জীবনকালে আমি প্রায়শই দেখেছি প্রাতের তারা আর সন্ধ্যাতারা, আরও কোনও কোনও তারা, একই পথে পরিভ্রমণ করে না, বরং, বিভিন্ন দিকে ঘোরাঘুরি করে; আমার মনে হয়, আমরা সবাই জানি যে, সূর্য এবং চন্দ্র এ-কাজটি সব সময়ই করে থাকে।

অ্যাথেনীয়ঃ মেগিল্লাস, ক্লেইনিয়াস, আমি এখন জোর দিয়ে বলছি, আমাদের
নাগরিকদের এবং আমাদের তরুণদেরও এসব জিনিস, নিদেনপক্ষে ৮২১ডি

www.pathagar.com

অন্তরীক্ষের দেবতাদের সম্পর্কে, শেখা উচিত; তাদের এসব বিষয় শেখা উচিত, যাতে তারা তাঁদের সম্পর্কে ধর্মবিরোধী কোনও কথা উচ্চারণ না করে, যাতে বলিদানের সময় অথবা পবিত্র প্রার্থনার কালে, তারা সর্বদা শ্রদ্ধাভক্তি নিয়ে তাদের সম্পর্কে কথাবার্তা বলে।

ক্লেইনিয়াস: আপনি যার কথা বলছেন, তা অর্জন করা যদি সম্ভব হয়, তাহলে তো তা ঠিকই বটে। তা-ই যদি সত্যি হয় আর আমরা যদি তাদের সম্পর্কে এমন এমন কিছু বলি, যা বেঠিক এবং শিক্ষার মাধ্যমে আমরা যা বলি, তা ঠিক, তাহলে আমিও নিদেনপক্ষে এতদূর বলব যে, এ ধরনের জিনিসই শেখা উচিত। তাই আপনি যেকথা বলছেন, তার ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রত্যয়ী করে তোলার জন্য আপনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করুন; আমরা আপনাকে অনুসরণ করে শেখার চেষ্টা করব।

৮২১ই **অ্যাথেনীয়:** আমি যেকথা বলছি, তা শেখা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। অন্যদিকে, এটি পুরোপুরি কঠিনও নয় আর তার জন্য খুব বেশি সময়ও ব্যয় করতে হবে না। তার প্রমাণ হলো, যখন আমি এদের সম্পর্কে শুনতে পেয়েছিলাম, তখন আমি খুব একটা কমবয়েসী মানুষ ছিলাম না; বাস্তবিকপক্ষে, আমি যখন তা জানতে পেয়েছিলাম সেটি খুব বেশিদিনের কথা নয়; খুব একটা বেশি সময় না নিয়েই আমি আপনাদের কাছে পরিষ্কারভাবে তা তুলে ধরতে পারব। বিষয়টি যদি এত কঠিনই হতো, তবে আপনাদের বয়েসী মানুষের কাছে আমার এই বয়সে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরা সম্ভব হত না।

ক্লেইনিয়াস: আপনি যা বলছেন তা সত্য বটে। কিন্তু যে-বিষয়টিতে আপনি
৮২২এ চমৎকার বলে অভিহিত করছেন – তরুণদের জন্য যা যথাযোগ্য, কিন্তু আমরা যার সম্পর্কে অজ্ঞ – তা কী? যতদূর পারেন স্পষ্ট করে আমাদের সে-কথাটি জানান।

অ্যাথেনীয়: হ্যাঁ, সে-চেষ্টা অবশ্যই করব আমি। প্রিয় ভদ্রমহোদয়গণ, চন্দ্র ও সূর্য এবং আকাশের নক্ষত্রসমূহ 'ইতি উতি ঘুরে বেড়ায়' বলে যে বিশ্বাস প্রচলিত আছে, তা আদতে ভুল: এর ঠিক বিপরীতটিই সত্যি: যদিও এমন মনে হয় যে, তারা প্রত্যেকেই বহু পথ ধরে চলাচল করে, তবুও এ কথাই ঠিক যে, এদের প্রত্যেকেই সর্বদা একই বৃত্তাকার পথে চলাচল করে – তা বহু নয়, বরং, এক। অধিকন্তু. সবচেয়ে দ্রুতগামী 'বডিটিকে' ভুলক্রমে মনে করা হয়
৮২২বি সবচেয়ে কম গতিসম্পন্ন, আর সবচেয়ে শ্লথগতিধারীটিকে সবচেয়ে দ্রুতগামী। সুতরাং, আমরা যেমন বললাম, তা-ই যদি হয় ফ্যাক্ট আর আমাদের কথা হয় ভুল, তবে তো যারা রেসে সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়াটিকে অথবা সবচেয়ে দ্রুতগামী লম্বাদৌড়ের দৌড়বিদকে সবচেয়ে শ্লথগতিধারী বলবে, যারা হেরে-যাওয়া ঘোড়া, বা দৌড়বিদকে, বিজয়ী ঘোষণা করে 'প্রশস্তিগাথা' লিখবে, অলিম্পিয়ার তেমন দর্শক বই আমরা আর কী বলে বিবেচিত হব! আমার ধারণা, আমরা যদি এমন ধরনের 'প্রশংসাগীতি' গাই,

www.pathagar.com

তবে তা যেমন বেঠিক কাজ হবে, তেমনি দৌড়বিদেদের কাছেও তা সুখকর ঠেকবে না – তারা তো সর্বোপরি মানুষই! কিন্তু এখন আমরা যে ভুল করতে যাচ্ছি, তা হচ্ছে দেবতাদের নিয়ে আর সেক্ষেত্রে আমাদের কি ধরে নেওয়া
উচিত নয় যে, পূর্বেকার কেইসে যা ছিল হাস্যকর এবং বেঠিক, বর্তমান ৮২২সি
কেইসে তা কোনওক্রমেই হাস্যকর পর্যায়ে থাকবে না; নিশ্চিত করেই কি একথা বলা যায় না যে, এক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করলে, তথা, আমরা যদি দেবতাদের নিয়ে মিথ্যা তথ্যসম্বলিত বন্দনা গাই, তবে, তাঁদের কাছে তা কিছুতেই প্রীতিকর ঠেকবে না?

ক্লেইনিয়াস: তাতো ঠিকই – ফ্যাক্ট নিয়ে আপনার কথা যদি ঠিক হয়, তবে তো তা-ই সত্য।

অ্যাথেনীয়: সুতরাং, আমি যদি প্রমাণ করতে পারি যে, আমি সঠিক, তাহলে এমন বলা যায় যে, এ ধরনের বিষয় অবশ্যই নির্দেশিত স্তর পর্যন্ত পাঠ করানো উচিত; কিন্তু যদি তা প্রমাণ না করা যায়, তবে তাদেরকে এখানেই আলাদাভাবে রেখে দিতে হবে। আমরা কি একে একটি সম্মত নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি?

ক্লেইনিয়াস: নিশ্চয়ই। ৮২২ডি

শিকার: পুনর্বার, লিখিত ও অলিখিত নিয়মকানুন

অ্যাথেনীয়: এই পর্যায়ে শিক্ষার সাথে সংশিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে, নিয়ম-কানুন নিয়ে, আলোচনায় ক্ষান্তি দেওয়া যাক। কিন্তু শিকার এবং এ-ধরনের অন্য সকল জিনিস নিয়ে, একইভাবে চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। কারণ, আইনপ্রণেতার কাজ কেবল আইন প্রণয়ন করাই নয়, সেখানেই তার সমাপ্তি টানা নয়, আইনের অতিরিক্ত অন্য কিছু আছে, তাকে তাঁর ঝুঁকিও নিতে হয় – সহজাতভাবেই তা সতর্কীকরণ ও আইনের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত থাকে। অবশ্য একথা বলার সময়, বিশেষত খুব অল্পবয়েসী শিশুদের প্রশিক্ষণের
বিষয় আলোচনা করার সময়, আমরা এই পয়েন্টটিতে প্রায়শই হাত রেখেছি। ৮২২ই
আমরা মনে করি যে, এসব জিনিস অনুল্লেখিত থাকা উচিত নয়, কিন্তু তাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে যদি আমরা ধরে নেই যে, তাদেরকে আইন হিসেবে প্রণয়ন করা হচ্ছে, তবে তা হবে মস্ত ভুল। বাস্তবিকপক্ষে, যখন আইনকানুন এবং সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা লিখিতভাবে প্রণয়ন করা সম্পন্ন হয়, তখন যদি কেউ এমন ঘোষণা করেন যে, তিনি সবচেয়ে উত্তম উপায়ে আইন পালন করেন, তিনি বিশেষভাবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং এটিই একজন উত্তম মানুষ গঠন করে, তবে সদ্‌গুণধারী হওয়ার কারণে কোনও নাগরিকের প্রতি প্রদর্শনীয় প্রশংসার সম্পূর্ণতা বলে বিবেচিত হবে না। সেই প্রশংসা অধিকতর সম্পূর্ণতা পাবে যদি এমন বলা যায় যে, 'একজন ভাল মানুষকে দেখুন, যিনি

www.pathagar.com

আইনপ্রণেতার লিখিত বাক্যাবলির প্রতি আজীবন তাঁর অবিচল আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন – লিখিত সেইসব বাক্য আইনের রূপ নিয়ে থাকুক আর না-ই নিয়ে থাকুক, অথবা, তা সোজাসুজি অনুমোদন বা অননুমোদন প্রকাশ
৮২৩এ করে থাকুক।' নাগরিকদের নিয়ে এর চাইতে অধিকতর সত্য কোনও প্রশংসা হতে পারে না। আইনপ্রণেতার আদত কাজ কেবল তাঁর আইন লেখাই নয়; অধিকন্তু, যাকে তিনি সম্মানজনক মনে করেন এবং যাকে তা মনে করেন না, তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সেই সাথে বুনে দেওয়াও তাঁর কাজ। একজন নিখুঁত নাগরিক আইনী বিধিনিষেধ প্রতিপালনে যেমন বাধ্য থাকবে, তেমনই বাধ্য থাকবে এসব বিষয় অনুসরণে। আমরা কী বলতে চাচ্ছি, তা অধিকতর স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে যখন আমরা হালের বিষয়টিকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করব।

৮২৩বি আপনারা হয়ত জানেন, 'শিকারের' বিভিন্ন এবং প্রভূত রূপ আছে – এদের প্রায় সবগুলোকেই শিকার পদ দ্বারা অভিহিত করা হয়। পানিতে থাকা প্রাণী শিকার করার বিভিন্ন পন্থা আছে; একই কথা আকাশের পাখি এবং স্থলে পায়ে-হাঁটা পশুদের ক্ষেত্রেও সত্যি; এই শিকারের মধ্যে যে কেবল বন্য পশুরা অন্তর্ভুক্ত তা-ই নয়, অধিকন্তু, তাতে মানুষ শিকারও অন্তর্ভুক্ত; এ-ব্যাপারটি ভাবনার দাবি রাখে। এক ধরনের শিকার সংঘটিত হয় যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে, কিন্তু আরও অন্য অনেক ধরনের শিকার আছে – কখনও কখনও যা প্রশংসনীয়, আবার কখনও কখনও দোষাবহ – যা সংঘটিত হয় বন্ধুত্বের মাধ্যমে। ডাকাতরা যে
৮২৩সি আক্রমণ চালায়, অথবা, এক সৈন্যবাহিনী যে অন্য সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করে, তা তো শিকারই বটে। তাই শিকার নিয়ে যে-আইনদাতা আইন প্রণয়ন করছেন, তিনি এসব জিনিসের স্পষ্টীকরণকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না; তৎসত্ত্বেও, সকল ধরনের শিকার নিয়ে আদেশ-নির্দেশ প্রদান ও দণ্ডের ব্যবস্থাসম্বলিত হুমকিদায়ী আইনি প্রথাও প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে, এসব বিষয় নিয়ে কী করা উচিত? এক পক্ষ, তথা, আইনপ্রণেতার উচিত শিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে যা প্রশংসাযোগ্য আর যা নিন্দনীয়, তার প্রশংসা ও নিন্দা করা, যাতে যুবকরা তার চর্চা করতে পারে, তাদের অনুশীলন করতে পারে; আর অন্য পক্ষ, তথা, যুবকের উচিত ভোগসুখের সম্ভাবনার
৮২৩ডি জোয়ারে ভেসে না গিয়ে, অথবা, কঠিন পরিশ্রমী কাজ বলে – যা তারা শুনতে পায় –তা থেকে নিবৃত্ত না থেকে, তা-ই বাধ্যগতভাবে মান্য করা। একই সাথে তাঁদের উচিত দণ্ডের সাথে যুক্ত হুমকি, অথবা, প্রণীত আইনের চাইতে ব্যক্ত প্রশংসামূলক নির্দেশাদিকে অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করা আর অধিকতর সম্পূর্ণরূপে তা প্রতিপালন করা। প্রাথমিক বিষয়াদি হিসেবে এসব কথা বলার জন্য পরবর্তীকালে যা বিবেচনায় আসবে তা হলো, শিকার সম্পর্কে সংযত প্রশংসা ও নিন্দাবাদ: সেই ধরনের শিকার সম্পর্কে প্রশংসা থাকা উচিত, যা যুবকদের আত্মাকে উন্নততর করে আর তার বিপরীত ধরনের শিকার সম্পর্কে থাকা উচিত নিন্দাবাদ। সুতরাং, অনুক্রমে এরপর যা আসে, প্রার্থনার মাধ্যমে যুবকদের সম্বোধন করে তা বলা যাক:

www.pathagar.com

"বন্ধুগণ, আমরা আশা করি তোমরা কখনও সমুদ্রে মাছ ধরা বা বড়শি দিয়ে মাছ শিকার করা, অথবা, অন্য যে-কোনওভাবেই হোক, সামুদ্রিক প্রাণী ৮২৩ই
শিকার করার আকাঙ্ক্ষা, বা, আবেগ দ্বারা আক্রান্ত হবে না; অথবা, অলসের ধাড়িরা – তা তারা জেগে থাকুক বা ঘুমিয়েই থাকুক – যে-পদ্ধতি অনুসরণ করে, তথা, চাই পেতে শিকার করার কাজে হাত দেবে না! আমরা আশা করব: যা তোমাদের নিষ্ঠুর শিকারি এবং আইন-অমান্যকারী করে তুলবে, সেই কাজ, তথা গভীর সমুদ্রে মানুষ ধরা এবং কখনও তোমাদের মধ্যে ডাকাতির উদ্দেশ্যে তাদের বন্দি করার লোভ জাগবে না! তোমাদের মনে যেন কস্মিনকালেও এই ভাবনা স্থান না পায় যে, তোমরা নগরে, অথবা, গ্রামাঞ্চলে কোথাও চৌর্যকর্মে নিরত হবে! আর, তোমাদের মতো যুবকদের মাথার ভেতর যেন এমন অসংস্কৃত চিন্তা কখনও প্রবেশ না করে যে, তোমরা কখনও পাখিদের বন্দি করবে।

"এমতাবস্থায় আমাদের অ্যাথলেটদের জন্য যা বাকি থাকে, তা হলো ৮২৪এ
সেইসব প্রাণী শিকার করা এবং ধরা, যারা পায়ে ভর করে চলে। কখনও কখনও এটি করা হয়, যাকে বলা হয়, 'নৈশ-শিকার', তার মাধ্যমে – এটি হলো পাড় আলসেদের কাজ; তাকে প্রশংসা করার কিছু নেই। একই কথা সেই ধরনের শিকারের ক্ষেত্রেও সত্য, যা কঠোর খাঁটুনি থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে বিশ্রামের সুযোগ করে দেয়; কারণ, তাদের বেলা যে-আত্মা সংগ্রাম পছন্দ করে, তার বিজয়ের বদলে, বন্য পশুর প্রচণ্ড শক্তির সাথে যুঝার বদলে, শিকারি নির্ভর করে জাল আর ফাঁদের ওপর। প্রত্যেকের শিকারের জন্য তাই যা বাকি থাকে, তা হলো অশ্ব, কুকুর এবং শিকারির নিজের দেহের সাহায্যে চারপেয়ে প্রাণী শিকার করা। এই ধরনের শিকারে সকল শিকারকে কব্জা করার জন্য শিকারি দৌড়, 'ব্লো' আর নিজ হাতে ছোড়া 'মিসাইল' ব্যবহার করে; কারও যদি ঐশী সাহসের চর্চা করতে হয়, তবে সে যেন এই ধরনের শিকারই চর্চা করে।"

পুরো বিষয়টি নিয়ে আমাদের কাছে যা প্রশংসার উপাদান আর যা নিন্দনীয়, তার ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে এই বক্তৃতাটিকে। বাস্তব আইনটি হলো নিম্নরূপ:

(১) এসব শিকারি – যারা আদতেই পবিত্র, তারা যদি কুকুর সমভিব্যাহারে যখন খুশি, যেভাবে খুশি, শিকার করে, তবে বাধা দেওয়া উচিত নয় কারও; কিন্তু যারা নৈশ-শিকারি, যারা জাল এবং ফাঁদের ওপর আস্থা রাখে, তাদেরকে কখনও কোনওমতেই শিকার করতে দেওয়া উচিত নয়।

(২) পতিত জমি ও পাহাড়ি এলাকার যদি কোনও পাখি-শিকারি শিকার করতে চায়, তবে তাকে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন নেই; কিন্তু চাষ-করা জমি অথবা পবিত্র জায়গায় যদি সেই চেষ্টা করা হয়, তবে তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে।

(৩) পোতাশ্রয় এবং পবিত্র নদী, পুকুর ও হ্রদ ব্যতীত অন্যত্র জেলেদের মাছ ধরার সুযোগ দিতে হবে; তবে খেয়াল রাখতে হবে, কোনও ক্ষতিকর তরল পদার্থ দিয়ে তারা যেন পানি ঘোলা না করে।

www.pathagar.com

এই পর্যায়ে আমাদের ঘোষণা করা দরকার, শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল আইনি প্রথার কথা এখানেই অন্তিমে উপনীত হলো।

ক্লেইনিয়াস: আপনি চমৎকার কথাই বলেছেন।

টীকা

১ এখানে প্লেটো যে-অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন তাতে মনে হয় যে, করিবান্তীয় ও বেকাসীয় ধর্মাচারের সম্পর্কের ইঙ্গিত করছেন। কিন্তু এ-বিষয়ে তেমন প্রমাণ মেলে না। যাহোক, বেকাসীয় ও করিবান্তীয় উভয় ধর্মাচার পরিচালিত হতো আউলুস সহযোগে উন্মত্ত নৃত্যের মাধ্যমে 'মেনিক-ডিপ্রেসিভ' অবস্থা সারিয়ে তোলার জন্য।

২ ব্যবহৃত মূল শব্দটি হলো *ইয়োপসোখিয়া;* প্রথমত এর অর্থ হলো 'সাহস'। কিন্তু এর আক্ষরিক অর্থ হলো 'আত্মার উত্তম অবস্থা', 'দৃঢ়তা'।

৩ তীর-ধনুক, জেভিলিন এবং গুলতি ছিল গ্রিসের পাতলা অস্ত্রশস্ত্রধারী সেনাদল ও অশ্বারোহী সেনাদলের অস্ত্রাদি। ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক সৈন্যদল ব্যবহার করত পুরোপুরি বর্মসজ্জা, বিশাল দেহরক্ষাকারী ধাতবপাত, তলোয়ার ও লম্বা বর্শা।

৪ *প্যানক্রাশন:* এক ধরনের লড়াই প্রতিযোগিতা। তাতে একই সাথে মল্লযুদ্ধ, খালি হাতের মুষ্টিযুদ্ধ এবং লাথি যুক্ত থাকত। সাধারণত গ্রিক মুষ্টিযুদ্ধে যেমন প্রতিপক্ষকে কুপোকাৎ করা হতো এক্ষত্রে তা করা হত না, বরং তাকে পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য করা হতো।

৫ জরিয়ন এবং ব্রিয়াইরিয়াস ছিল বিখ্যাত দুই দৈত্য। জরিয়নের দেহ গঠিত ছিল তিনটি মনুষ্যদেহ দ্বারা আর ব্রিয়াইরিয়াসের ছিল একশত হাত।

৬ টীকা ২ দ্রষ্টব্য।

৭ আন্তেউস ছিলেন পসাইদনের পুত্র। আগন্তুকদের তাঁর সাথে মল্লযুদ্ধে লড়তে বাধ্য করে তিনি তাদের মেরে ফেলতেন। যতক্ষণ তিনি মাটি ছুঁয়ে থাকতেন ততক্ষণ তাঁকে কেউই হারাতে পারত না। হেরাক্লিজ তা জানতে পেরে তাঁকে মাটি থেকে ওপরে তুলে পিষে মেরে ফেলেছিলেন। পসাইদনের অন্য এক পুত্র কের্কিয়ন, মল্লযুদ্ধে পায়ের ব্যবহারের সূচনা করেছিলেন; তাঁর মৃত্য ঘটে থেসেউসের হাত। এপেয়াস ট্রয়ের সেই বিখ্যাত কাঠের ঘোড়া তৈরি করেছিলেন এবং পাত্রোক্লাসের সম্মানে যে মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে জয়ী হয়েছিলেন। পসাইদনের অন্য এক পুত্র এমিকস সমস্ত আগন্তুককে বাধ্য করতেন মুষ্টিযুদ্ধে লড়তে; তাঁর পরাজয় এবং মৃত্যু ঘটে 'আর্গোনট' পলাক্সের হাতে। তিনিই হাতে চামড়ামোড়ানো 'থং'-এর সূচনা করেন।

৮ *কোরেতেস*-রা ছিল সশস্ত্র দৈত্য; তারা জিউসের শিশুকালে তার নিরাপত্তা বিধান করত এবং গুহার মধ্যে তাকে পাহারা দিত। উচ্চগ্রামের শব্দ করে নেচে, অস্ত্রশস্ত্র ও মন্দিরার ঝনঝনানি আওয়াজ তুলে তারা শিশু দেবতার চীৎকারের আওয়াজ ঢেকে রাখত এবং তার মাধ্যমে তার পিতার কাছ থেকে তাকে লুকিয়ে রেখেছিল। প্রতিবছর সেই গুহার পাশে এই ঘটনা অনুকরণ করে নাচের আয়োজন করা হতো।

দাইয়সকোরাই ছিল জমজ ভাই ক্যাস্তর এবং পলাক্স – লেদা-র গর্ভে তিনদারিয়াস ও জিউসের ঔরসে তাদের জন্ম। ক্যাস্তর ছিলেন বিখ্যাত অশ্বরথ-সারথী এবং পলাক্স ছিলেন বিরাট মুষ্টিযোদ্ধ। তাদের জন্ম হয়েছিল লাকোনিয়ায়; অনেক দিক থেকে তারা ছিল স্পার্টার পৃষ্ঠপোষক দেবতা। তাদের যে 'কাল্ট' প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তাতে মনে হয় সশস্ত্র নৃত্যের প্রচলন হয়েছিল।

www.pathagar.com

৯ অ্যাথেনা। মূল শব্দটি হল *দেসপইনা*, যা 'প্রভু' বা 'স্বৈরাচারী' বা 'অসীম ক্ষমতাধর শাসক'-এর স্ত্রীলিঙ্গ।

১০ মূলে যে-বাগ্‌ধারা লিখা হয়েছে তার অনেক অর্থ হতে পারেঃ যেমন, 'যা দেবীর কাছে আনন্দদায়ক, তাকে যেহেতু তারা সম্মান করে', অথবা 'যেহেতু তারা দেবীর করুণালাভের প্রত্যাশা করে', অথবা 'যেহেতু তারা দেবীর দানকে সম্মান করে', ইত্যাদি।

১১ Greek Moῖραι – the "apportioners", সাধারণত তাদের অভিহিত করা হয় The Fates বলে; ভাগ্যদেবীগণ (ক্লথো, লাখেসিস, এবং আত্রপস্) হলো জিউস ও থিমাসের সন্তান। এই ভাগ্যদেবীগণকে দেখা যায় যে, তাঁরা সর্বদা মানুষের ভাগ্য বুনছে।

১২ আইনের গ্রিক শব্দ হল 'নমস'; তা আবার এক ধরনের কবিতার নামও বটে। তাতে কিথারা সহযোগে একক গাইয়ে বা কোরাস গান গাইত।

১৩ আইনের গ্রিক শব্দ হল *নমস*; তা আবার একটি সুরেরও নাম। এখানে সুর অর্থে আইন বলা হয়েছে।

১৪ ধ্রুপদী প্রাচীন সাহিত্যের ব্যাখ্যাকারের মতে এসব দিনে সামাধিক্ষেত্রে সুরাতর্পণের জন্য চিহ্নিত থাকত; নাগরিক কার্যাদিও এসব দিনে বন্ধ থাকত।

১৫ কেরীয় সঙ্গীত ছিল বিষাদাত্মক সঙ্গীত; সাধারণত আউলুস সহযোগে তা গীত হত। কেরীয়রা ছিল গ্রিসের বাইরের লোক – এখন যাকে মুন্তেসা বলা হয়, এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত সেই এলাকার আধবাসী।

১৬ প্লুটু ছিলেন সম্পদ ও পাতালের দেবতা।

১৭ অ্যাথেনীয় এখানে নিকটধ্বনিসম্পন্ন দুটি শব্দ নিয়ে খেলা করেন – গ্রিক শব্দ *ত্রোপোদেইয়ন* (তলা) এবং *ত্রপস* (চরিত্রবৈশিষ্ট্য)।

১৮ *ওদিসি* III ২৬-২৮; কর্তৃত্ববাদী নেস্তরকে প্রশ্ন করার ব্যাপারে তার অস্বীকৃতি যেন তিনি কাটাতে পারেন সেজন্য একজন বৃদ্ধের ছদ্মবেশে অ্যাথেনীয় যুবক তালেমাকাসের প্রতি এই বাণী উচ্চারণ করেন। তালেমাকাসের শাব্দিক অর্থ হলো দূরের যোদ্ধা। গ্রিক পুরাণে তালেমাকাস হলেন ওদিসিয়াস ও পানিলাপির সন্তান। হোমার *ওদিসি*-র প্রথম চারটি পুস্তক তালেমাকাসের ভ্রমণ নিয়ে রচিত; তাই তাদের সম্মিলিত শিরোনাম হচ্ছে *তালেমাকি*।

১৯ হারোদাতাস অনুসারে সামেরাতনরা ছিল সিথীয়দের পূর্বদিকে বসবাসকারী মানুষজন; সিথীয় পুরুষ এবং ঘুরে-বেড়ানো একদল আমাজন রমণী, যারা গ্রীকদের ওপর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল, তাদের বিবাহ হতে জন্ম নেওয়া গোষ্ঠী। সামেরাতনদের মধ্যে এমন প্রথা ছিল যে, কোনও কুমারী কোনও একজন শত্রুকে যুদ্ধে হত্যা করার আগে বিয়ে করতে পারত না।

২০ অ্যাথেনা; প্রায় সবসময়ই তাকে দেখা গেছে রণসাজে।

২১ অ্যাথেনীয় ভদ্রমহোদয় এই পর্যায়ে এসে তাঁর সম্বোধন দ্বিতীয় পুরুষের একক বচন থেকে বহুবচনে পরিবর্তন করেন; শিক্ষার তত্ত্বধায়কের বদলে তিন সম্বোধন করেন আইনের অভিভাবককে।

২২ লাইয়ারবাদকও বলা যেতে পারে। কিথারা হল লাইয়ার পরিবারের একটি বাদ্যযন্ত্র।

২৩ ৬৬৪ডি-তে উল্লিখিত।

২৪ ৬৭০সি দ্রষ্টব্য।

২৫ 'অনুকরণ হিসেবে শিল্প' – এই আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ৬৫৫ডি-ই, ৬৬৭ ডি-৬৬৮এ এবং ৭১৯ সি-ডি।

২৬ জানা যায় যে, 'যুদ্ধ নৃত্য', তথা 'Phyrrhic dance'-এর নাম মূলে এসেছে এক স্পার্টীয় 'পিররিখস্'-এর নাম থেকে। এই নৃত্য যুদ্ধের আদলে রচিত এবং স্পার্টাতে প্রথম এই নৃত্যের প্রচলন হয়।

www.pathagar.com

২৭ এখানে *orthon* শব্দটি নিয়ে খেলা করা হয়েছে। এর একটি অর্থ হলো 'সোজা বা খাড়া' এবং আরেকটি অর্থ হল 'সঠিক'।

২৮ ট্র্যাজেডি আবশ্যিকভাবে বিয়োগান্তক হতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। এই প্যাসেজ-এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সরাসরি নৈতিকতা নিয়ে নাটক'।

২৯ খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ এবং পঞ্চম শতাব্দীর কবি সাইমনাদিজের লেখাখণ্ডে এ ধরনের কথা মেলে; সম্ভবত অ্যাথেনীয় আগন্তুকের মনে এমন ভাবই কাজ করছিল।

৩০ এখানে অ্যাথেনীয় আগন্তুক *আনাইক্সিয়োন* শব্দটি নিয়ে খেলা করেছেন। মনে করা যায় যে, দৈনন্দিন জীবনে গণিতের প্রয়োজনীয়তার সাথে সাথে তিনি তার সাথে সংশ্লিষ্ট সত্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছিলেন।

৩১ এখানে অর্থের দ্যোতনা নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কথাটির অর্থ এমন হতে পারে যে, দেবতা 'প্রয়োজনীয়' (ঐশী) সত্য বদল করতে পারেন না বটে, কিন্তু মানুষ যাকে সাধারণত তাদের জীবনে 'প্রয়োজনীয়' বলে মনে করে, তিনি তার উর্ধ্বে। অথবা, অ্যাথেনীয় হয়ত একটি নৈতিক পয়েন্ট তুলে ধরছিলেন: 'পরিস্থিতির বিচারে' বাধ্যবাধকতা সবসময়ই প্রতিরোধ করা যায় এবং অন্যায় করার জন্য তাকে কখনও ব্যবহার করা উচিত নয়।

৩২ অথবা, 'খেলনা ভেড়া'।

৩৩ (Euclid X, Proposition 5): 'একটি সংখ্যার সাথে আরেকটি সংখ্যার যে অনুপাত থাকে তা হল একের সাথে অন্যের একই মান দ্বারা পরিমেয় পরিমাণ। ইউক্লিডের দশ নম্বর পুস্তিকা ব্যাখ্যাকারদের লেখা অনুসারে দেখা যায় যে, পিথেগারাসের অনুসারীরা প্রথমে একই মান দ্বারা পরিমেয় অপরিমেয়তা আবিষ্কার করেছিল; একে তখন বিপজ্জনক আবিষ্কার হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল, যা দেবতা কর্তৃক শাস্তিযোগ্য।

৩৪ গ্রিক ক্রিয়া *planaomai* (উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো) থেকে উদ্ভূত নাম planet (গ্রহ)।

www.pathagar.com

পুস্তক আট

১৩. খেলাধুলা ও সামরিক প্রশিক্ষণ

উৎসব-আয়োজন

অ্যাথেনীয়ঃ এসব জিনিস পালন করার পর উৎসবের আয়োজন করতে হবে এবং ৮২৮এ
তার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে। নগরীর কোন্ উৎসব পালনে কোন্ দেবতার কাছে কোন্ বলিদান 'প্রকৃষ্টতর এবং অধিকতর সম্মতিসূচক'[১] হবে, তা নির্দেশ করার ক্ষেত্রে দেলফাইয়ের 'অরাকল' সাহায্য করবেঃ কিন্তু কখন সেই উৎসব পালন করা হবে, তাদের সংখ্যা কত হবে – নিদেনপক্ষে, কিছু কিছু উৎসবের ক্ষেত্রে সেই আইন প্রণয়ন করার দায়িত্ব সম্ভবত আমাদের।

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, অন্তত সংখ্যার ক্ষেত্রে বোধহয় তা বলা যায়।

অ্যাথেনীয়ঃ সেক্ষেত্রে, প্রথমে যার কথা আমাদের বলা দরকার, তা বোধহয়
সংখ্যা। তাদের সংখ্যা যেন তিন শত পয়ষট্টির কম না হয় – তাতে করে ৮২৮বি
সবসময়ই নগরী এবং এর জনগণ এবং তাদের সহায়-সম্পত্তির পক্ষ থেকে একজন ম্যাজিস্ট্রেট যেন নিদেনপক্ষে কোনও না কোনও দেবতা, অথবা, স্পিরিটের কাছে বলিদান করতে পারেন। এসব বিষয়ে আইনপ্রণেতা বাধ্য হয়ে যেসব জিনিস বাদ রেখে যাবেন, তার ব্যবস্থা নিতে হবে সম্মিলিতভাবে আইনের নিযুক্ত অভিভাবকের সাথে ব্যাখ্যাকার, যাজক ও যাজিকাবৃন্দ এবং ভবিষ্যদ্বক্তাগণকে; আর তিনি বাস্তবিকপক্ষে কী অসম্পূর্ণ রেখে দিয়েছেন, তা আবশ্যিকভাবেই নির্ধারণ করতে হবে এই ব্যক্তিবর্গকে। আইন নিজে বারোজন
দেবতার জন্য বারোটি উৎসবের ঘোষণা দেবে – সেই দেবতাদের প্রত্যেকের ৮২৮সি
নামানুসারে রয়েছে একেকটি ট্রাইব। প্রতি মাসেই নাগরিকবৃন্দ প্রত্যেক দেবতার কাছে বলি দেবে, কোরাস প্রদর্শনী আয়োজন করবে এবং সাংস্কৃতিক ও জিমনাস্টিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবে, যা দেবতাভেদে ভিন্ন হবে এবং বছরের প্রতি ঋতুর ভিন্নতার সাথে সাথে ভিন্ন রূপ নেবে। তারা রমণীদের উৎসব, তথা, যেসব উৎসব পুরুষ ভিন্ন যথাযোগ্যভাবে উদ্‌যাপিত হবে এবং যেসব উৎসব তা হবে না – তা নির্ধারণ করবে। অধিকন্তু, যা পাতালের দেবতাদের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাদের সাথে যেন, যাদের আমরা 'স্বর্গের দেবতা' বলি, তাঁদের জিনিসকে মিশিয়ে ফেলা না হয়; তাদের উচিত এইসব পাতালের

www.pathagar.com

৮২৮ডি উৎসব-আয়োজনকে ভিন্ন করে রাখা; আইন অনুসরণে তাদের বরাদ্দ করা উচিত প্লুটোর পবিত্র মাসে, তথা দ্বাদশ মাসে।[২] যুদ্ধের লোকজনের এমন একজন দেবতাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়; তাদের বরং তাঁকে মনুষ্যগোষ্ঠীর বড় বন্ধু হিসেবে সম্মান জানানো উচিত, কারণ, আমি ঐকান্তিকতার সাথে একথা বলব যে, দেহ ও আত্মার সম্মিলন কখনও তাদের পৃথকরণের চাইতে উন্নততর হতে পারে না।

সামরিক প্রশিক্ষণ

এসব বিষয়ে যারা সন্তোষজনকভাবে বিভিন্ন পার্থক্য চিহ্নিত করতে যাচ্ছেন, তাদেরকে তার বাইরেও নিম্নোক্ত বিষয়াদি স্মরণ রাখা দরকার: আজকাল অবসর সময়, অথবা, সকল প্রয়োজনীয় কিছুর ব্যবস্থা সৃষ্টিতে আমাদের নগরীর সমতুল্য দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না; তৎসত্ত্বেও, একক ব্যক্তির যেমন ভালোভাবে
৮২৯এ জীবনযাপন করা দরকার, তেমনি দরকার এই নগরীরও। যারা সুখে বসবাস করবে, তাদেরকে অবশ্যই প্রথমেই অন্যের প্রতি অন্যায় করা এবং অন্যের হাতে অন্যায় সহ্য করাকে পরিহার করতে হবে। এ দু'য়ের মধ্যে প্রথমোক্তটি খুব একটা কঠিন কাজ নয়; যা খুবই কঠিন, তা হলো তেমন ক্ষমতা অর্জন করা, যার মাধ্যমে অন্যায়ের শিকার হওয়াকে প্রতিরোধ করা যায় – কেউ যদি পুরোপুরি উত্তম হয়ে উঠতে না পারে, তবে তা পুরোপুরিভাবে অর্জন করা সম্ভব হয় না। একই জিনিস নগরীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য: নগরী যদি উত্তম হয়, তবে তা শান্তির জীবন যাপন করে, কিন্তু যদি মন্দ হয় তবে তা বাইরের এবং ভেতরের যুদ্ধের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। অবস্থাটি যেহেতু এই রকম তাই যুদ্ধের
৮২৯বি জিমনাস্টিক অনুশীলনের জন্য যুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত নয়, বরং, শান্তিতে বসবাসের সময়ই সবার এটি অনুশীলন করা উচিত। সুতরাং, যে-নগরী বুদ্ধি ধরে, তার উচিত প্রতিমাসে নিদেনপক্ষে একদিন যুদ্ধ অনুশীলন করা; আর শাসকবৃন্দ যদি প্রয়োজনীয় মনে করেন, তবে আরও বেশি দিনের জন্যও এই অনুশীলন চালানো যায়। শাসকগণ যখন মনে করবেন যে, সাধারণ মানুষের সবাইকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য বাইরে নিয়ে যেতে হবে, তখন তাঁদের নিজেদেরকে, সেইসাথে তাঁদের নারীকুল ও শিশুদেরকে, শৈত্যতাপের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে, সেই অনুশীলনে অংশ নিতে হবে; অন্য সময় তাদেরকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে বিভিন্ন অংশ ধরে। সবসময় বলিদানের সাথে যুক্ত করে তাদের মহৎ খেলাধুলা প্রণয়ন করা উচিত, যাতে কিছু উৎসব-যুদ্ধ গড়ে ওঠে এবং সে-
৮২৯সি যুদ্ধ যেন সম্ভবপর সর্বোচ্চ বাস্তব যুদ্ধের লড়াইয়ের অনুকরণ হয়ে দেখা দেয়। এই আয়োজনের সময় প্রতিবারই জয় বা শৌর্যবীর্যের জন্য পুরস্কার প্রদান করা উচিত; অধিকন্তু, তাদের উচিত একের জন্য অপরের প্রশংসামূলক এবং নিন্দামূলক কবিতা রচনা করা; তাতে যেন প্রতি মানুষ কেবল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের ক্ষেত্রেও, কী ধরনের মানুষ হয়ে উঠছে, তা প্রতিফলিত

www.pathagar.com

থাকে; আর সেই কবিতায় যেন স্তুতি করা হয় সেই ব্যক্তির যাকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে হয়; যাকে তেমন মনে না হয়, তাকে যেন দোষারোপ করা হয়। কিন্তু যে-কেউই যেন এ ধরনের কবিতার রচয়িতা না হয়ে উঠেন। প্রথমত, তার বয়স হতে
হবে নিদেনপক্ষে পঞ্চাশ বছর; তিনি এমন লোকদের একজন হতে পারবেন না, ৮২৯ডি
যাদের কাব্যিক এবং সাংগীতিক দক্ষতা এমন যে, তারা জীবনে কখনও একটি ক্ষেত্রেও কোনও অসাধারণ অর্জনের গৌরবে গৌরবান্বিত হননি। যা গীত হওয়া উচিত, তা হলো সেইসব কবির কবিতা, যারা নগরীতে উত্তম এবং সম্মানিত বলে পরিচিত; তাঁদের রচনা সহজাতভাবে সুরেলা না হলেও তাঁরা মহৎ কর্মের শিল্পী। এইসব ব্যক্তির নির্বাচনের দায়িত্ব থাকবে শিক্ষাবিদ ও আইনের অন্য অভিভাবকগণের ওপর। সংগীত রচনার ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগণেরই কেবল স্বাধীনতা থাকবে, অন্য কাউকে এই সুযোগ দেওয়া হবে না। আইনের অভিভাবকগণ যদি
কোনও সংগীতকে অনুপযোগী মনে করেন আর তা যদি থেমারিস[৩] বা অর্ফেয়ুসের ৮২৯ই
স্তোত্রগীতির চাইতে অধিকতর সুরেলাও হয়, তাহলেও কেউ যেন তা গাইবার দুঃসাহস না দেখায়; তারা পরিবর্তে তারা বরং শুদ্ধ বলে বিবেচিত এবং দেবতাদের নামে উৎসর্গিত কবিতা পাঠ করুক এবং সেইসাথে পুরোপুরি সংযতভাবে কথা বলে বলে পরিচিত উত্তম মানুষ, তাদের রচিত প্রশংসাকারী ও দোষারোপকারী কবিতা পাঠ করুক। আমি কামনা করি, একই নিয়মকানুন পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে – তা সেটি সামরিক বহির্গমনের ক্ষেত্রেই হোক আর তদারকহীন রচনার স্বাধীনতার ক্ষেত্রেই হোক।

আরও কিছু বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে নিজেকে সতর্ক করতে হবে আইনদাতার; তাঁকে নিজের মনে যুক্তি দিতে হবে: "আমি তো নগরীটিকে
সামগ্রিকভাবে সংগঠিত করলাম, এখন দেখা যাক কী ধরনের নাগরিক তৈরি ৮৩০এ
করতে চাই আমি? আমি যা চাই তা হলো, *অ্যাথলেট*: সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতায় তারা হাজার হাজার অন্য অ্যাথলেটের সাথে অবতীর্ণ হবে; তাই তো?' তখন যে ঠিক বলবে, সে হয়ত বলবে, 'তা তো নিশ্চয়ই।' বেশ। আমরা যদি বক্সার অথবা প্যানক্রাশনবিদদের[৪], অথবা, এ ধরনের বা অন্য ধরনের অ্যাথলেটদের প্রতিপালন করতে থাকতাম, তাহলে কি প্রতিদিন এ ধরনের লড়াই করে সময় অতিবাহিত না করেই আমরা কারও বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতাম? আমরা যদি বক্সার হতাম তাহলে তো নিশ্চয়ই *প্রতিযোগিতার* আশু সময়ের পূর্বে প্রাণান্তকর অনুশীলনে দিনের পর দিন পার করতাম আর লড়াই
করে জেতার জন্য যেসব কৌশল প্রয়োগ করতে হবে, প্রতিপক্ষের ওপর তা ৮৩০বি
প্রয়োগ করার চেষ্টা করতাম; তা-ই না? যাতে করে পাঞ্চ করা যায় আর প্রতিপক্ষের পাঞ্চ এড়িয়ে যাওয়া যায়, তার জন্য 'থং'-এর বদলে অনুশীলন-গ্লোভস ব্যবহারের মাধ্যমে অনুশীলন করে আমরা কি তখন প্রতিযোগিতার সম্ভবপর কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছুবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতাম না? আর আমাদের যদি জিমনাস্টিকের প্রতিপক্ষ হওয়ার মতো সহযোগীর ঘাটতি পড়ে, তবে কি আমরা বুদ্ধিহীন লোকজনের হাসিঠাট্টা নিয়ে পড়ে থাকব, কোনও আত্মা ছাড়া

www.pathagar.com

কুশপুত্তলি টানিয়ে নেওয়ার সাহস প্রদর্শন করব না আর তার প্রতিপক্ষে আমাদের জিমনাস্টিক চর্চা চালিয়ে যাব না? আমাদের আত্মাধারী আর আত্মাহীন
৮৩০সি প্রতিপক্ষের যদি ঘাটতি দেখা দেয়, তখন জিমনাস্টিক সহযোগীর অভাবে কি আমরা আক্ষরিক অর্থে নিজেদের ছায়া-বক্সিং অনুশীলনে পিছপা হব? বাতাসে পাঞ্চ করে বক্সিং অনুশীলন করাকে আর কীভাবেই বা বর্ণনা করা যাবে?"

ক্লেইনিয়াস: এটি বর্ণনা করতে গিয়ে আপনি যে পদটি এখন ব্যবহার করলেন, তা ছাড়া আর কী পদই বা আছে!

অ্যাথেনীয়: বেশ। এইমাত্র প্রতিযোগিতার যে-প্রস্তুতির কথা বলা হলো, তার চাইতে নিকৃষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের নগরীর লড়াইকারী শক্তি যখন প্রতিবার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করবে, তখন অবস্থাটি কী দাঁড়াবে?
৮৩০ডি যেখানে আত্মা, সন্তানসন্ততি, সহায়সম্পত্তি আর সর্বোপরি পুরো নগরী সংকটাপন্ন, সেখানে এটি কি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার পথ? একজন 'জিমনাস্ট' যেভাবে আরেকজনের সহযোগে জিমনাস্টিক অনুশীলন চালায়, তা কারও কারও কাছে হস্যকর ঠেকে আর এ নিয়ে যেহেতু আইনদাতা শঙ্কিত, তাই ভারী অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত প্রায় প্রতিদিন ছোটখাট ধরনের সামরিক অনুশীলনের আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে তিনি কি অপারগ হবেন? কোরাস এবং সামগ্রিক জিমনাস্টিক শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি কি এই লক্ষ্যকে সামনে রাখতে ব্যর্থ হবেন? তিনি কি এমন আদেশ প্রদান করবেন না যে, মাসে কম করে হলেও একবার ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নির্দিষ্ট কিছু বড় বড় জিমনাস্টিক অনুশীলন চালাতে হবে, যেখানে দেশের এলাকার সকল পয়েন্টে বিভিন্ন অবস্থান দখল করার জন্য এবং দখল প্রতিরোধকল্পে একজন
৮৩০ই আরেকজনের সাথে আবশ্যিকভাবে লড়াই করবে? তিনি কি তাদেরকে পুরো যুদ্ধের কৌশল অনুকরণ করার জন্য বলবেন না, যাতে করে তারা আদতে 'প্যাডসম্বলিত অনুশীলনের গ্লোভ নিয়ে লড়াইয়ে ব্যাপৃত হবে', মিসাইল ব্যবহার করে প্রায় বাস্তবিক যুদ্ধের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে – যদিও সেই অস্ত্র হবে স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ? এভাবেই, তারা একজনের সাথে অন্যজন যে-খেলায় নিযুক্ত হবে, তাতে পুরোপুরিভাবে ভয়ভীতির ঘাটতি থাকবে না এবং সেই ভীতির মধ্য দিয়েই কোনও না কোনওভাবে এটি তুলে ধরবে : কার আছে সাহসী আত্মা আর কার তা নেই; ফলে তিনি, তথা আইনদাতা, কি
৮৩১এ যথার্থভাবে প্রথমোক্তদের সম্মান এবং দ্বিতিয়োক্তদের অসম্মান বরাদ্দ করতে সক্ষম হবেন না, এবং তার মাধ্যমে সারা জীবনব্যাপী নগরীকে সত্যিকার যে-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হবে, তার ক্ষেত্রে সেবাযোগ্য হওয়ার জন্য সজ্জিত করার কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হবেন না? বাস্তবিকপক্ষে, এসব পরিস্থিতিতে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে, তবে সেই মৃত্যুকে অনিচ্ছাকৃত বলে বিবেচনা করতে হবে; আইন অনুসারে যখন তাদের পবিত্রকরণ করা হবে, তখন আইনপ্রণেতার রায় দিতে হবে যে, সেই হাত নিষ্কলুষ। যাই হোক না কেন, আইনপ্রণেতা ভেবে দেখার সুযোগ পাবেন যে, যদিও এক্ষত্রে

www.pathagar.com

গুটিকয়েক লোক মৃত্যুবরণ করবে, তবু তাদের স্থালাভিষিক্ত হওয়ার জন্য তাদের মতোই উত্তম ব্যক্তিবর্গের জন্ম হবে; কিন্তু (কথার কথা) যদি ভীতির মৃত্যু ঘটে, তাহলে এসব ক্রিয়াকাণ্ডে উত্তম কৃতিধারীকে নিকৃষ্ট থেকে আলাদা করার কোনও মাপকাঠি খুঁজে পাবেন না – আর তা নগরীর জন্য অন্য কিছুর ৮৩১বি
চাইতে অধিকতর বিপর্যয় হয়ে দেখা দেবে।

সামরিক প্রশিক্ষণকে ঠিক করার ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি

ক্লেইনিয়াসঃ আগন্তুকবর, নিদেনপক্ষে আমরা এমন ঘোষণার সাথে একমত পোষণ করি যে, সকল নগরীরই উচিত এই জিনিসটিকে আইন হিসেবে প্রণয়ন করা এবং তা অনুশীলন করা।

অ্যাথেনীয়ঃ আজকাল কেন কোনওক্রমেই অত্যন্ত স্বল্প মাত্রায় ছাড়া নগরীসমূহে এ-ধরনের কোরাস কর্মকাণ্ড এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুশীলিত হয় না, তার কারণটি কি আমরা সবাই জানি? আমরা কি এমন বলব যে, অধিকাংশ মানুষ এবং যারা তাদের আইন প্রদান করেন, তাদের অজ্ঞতাই তার জন্য দায়ি?

ক্লেইনিয়াসঃ সম্ভবত তা-ই ঠিক।

অ্যাথেনীয়ঃ প্রিয়বর ক্লেইনিয়াস! তা এক্কেবারেই ঠিক নয়। আমাদের বলা উচিত ৮৩১সি
যে, এসব জিনিসের পেছনে দু'টি যথেষ্ট-কারণ বিদ্যমান।

ক্লেইনিয়াসঃ কী সেই কারণ?

অ্যাথেনীয়ঃ প্রথমটি হলো সম্পত্তির লোভ; ব্যক্তিগত সহায়সম্পত্তির পেছনে পুরো সময় দাবি ক'রে এটি একজন মানুষকে অবসর পেতে বাধা দেয়; এর দিকে মনোনিবেশ করে নাগরিকদের সম্পূর্ণ আত্মা দৈনন্দিন লাভালাভ ভিন্ন অন্য কিছু নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে সক্ষম থাকে না। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে সেইসব জিনিস শিখতে, বা অনুশীলন করতে ব্যগ্র হয়ে উঠে, যা এই লক্ষ্যকে চরিতার্থ করে; অন্য আর যা কিছু আছে, তা হয়ে উঠে তার হাসির বস্তু। ৮৩১ডি
আমরা তাই তাকেই একটি কারণ বলে গণ্য করতে পারি – যা ব্যাখ্যা করে এটিকে, অথবা, অন্য কোনও প্রশংসনীয় ক্রিয়াকর্মকে কেন কোনও নগরী ঐকান্তিক স্পিরিটে গ্রহণ করে না। অপরপক্ষে, যা তাদেরকে ধনী করার অঙ্গীকার করে, সেই স্বর্ণ ও রৌপ্য অধিকারের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কেন তাদেরকে যে-কোনও ধরনের পথ ও উপায়ের দাসত্বে বন্দি করতে পারে; দেখা গেছে, সেটি সৎ বা অসৎ যা-ই হোক, তা কোনও বিবেচ্য হয়ে দেখা দেয় না। কোনও কিছু ধর্মসম্মত হোক, কিংবা, তা না হোক, পুরোপুরি ঘৃণ্য জিনিস হোক, তাতে তাদের কিছুই আসে যায় না, তা তাদের বিবেককে সামান্যতম দংশনও করে না – তা যদি পশুর মতো তাদেরকে সকল ধরনের জিনিস ভক্ষণ করা ও পান করার সুযোগ দেয়, সকল ধরনের যৌন ক্ষুধা ৮৩১ই
মেটানোর সুযোগ করে দেয়, তাহলেই হলো।

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াসঃ ঠিকই বলেছেন।

অ্যাথেনীয়ঃ আমি যে-কথা বলছি তা এমন: কোনও একটি নগরীকে মহৎ কিছু থেকে এবং বিশেষত যুদ্ধের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণের অনুশীলন থেকে যা বিরত রাখে, তার একটি কারণ হিসেবে একে চিহ্নিত করা হোক;
৮৩২এ যারা প্রকৃতিগতভাবে সুশৃঙ্খল, তাদেরকে এই কারণটি ব্যবসায়ী, বাণিজ্যিক জাহাজ ব্যবসায়ী এবং সামগ্রিকভাবে ভৃত্য করে তোলে; আর যারা সাহসী, তাদের করে তোলে জলদস্যু, সিঁধেল চোর, মন্দিরের ডাকাত; কাউকে কাউকে তা করে তোলে জুলুমবাজ – তারা হয়ত চরিত্রগতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ নয়, কিন্তু তাদের ভাগ্য খারাপ।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি কী বুঝাতে চাইছেন?

অ্যাথেনীয়ঃ যারা তাদের নিজেদের ক্ষুধার্ত আত্মা নিয়ে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়, তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে দুর্ভাগ্যবান না বলে আর কী-ই বা বলব?

ক্লেইনিয়াসঃ এই গেল এক কারণ; দ্বিতীয় কারণটি কী আগন্তুকবর?

অ্যাথেনীয়ঃ খুব ভালো হলো, আমকে সেকথা মনে করিয়ে দিলেন...

৮৩২বি **ক্লেইনিয়াসঃ** আপনার কথামতো একটি কারণ হলো চির-অতৃপ্তি এবং জীবনভর সম্পদ আহরণের তাড়না – যা আমাদের সবাইকে আবিষ্ট করে রাখে এবং যথার্থভাবে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে বিরত রাখে। বেশ, এবার দ্বিতীয় কারণটি বলুন।

অ্যাথেনীয়ঃ তার কথা বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে যে – আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তা বলছি – তার কারণ হিসেবে যে কী বলব, তা আমি ঠিক করে জানি না।

ক্লেইনিয়াসঃ মনে হচ্ছে, আপনার মন এতটাই ঘৃণায় ভরপুর যে, হাল যুক্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের চরিত্রকে যতটা না শাসন করা দরকার তার চাইতে অধিক শাস্তি সুপারিশ করছেন – আপনি আমাদের এমন ধারণাই দিচ্ছেন।

অ্যাথেনীয়ঃ মহোদয়গণ, ভর্ৎসনাটি খাসা হয়েছে। মনে হচ্ছে, পরবর্তী পয়েন্টটি শোনার জন্য আপনারা প্রস্তুত হয়েছেন।

ক্লেইনিয়াসঃ বলুন দেখি, পয়েন্টটি কী।

অ্যাথেনীয়ঃ আমি যে-কারণটি তুলে ধরতে চাচ্ছি তা হলো 'সংবিধানহীনতা' –
৮৩২সি আমাদের পূর্বেকার আলাপচারিতায় আমি অনেকবারই তা উল্লেখ করেছি: গণতন্ত্র, গোষ্ঠীশাসন এবং স্বৈরশাসন। এর কোনওটিই সত্যিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়: তাদের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ হওয়া উচিত 'দলীয়-শাসন', কারণ, তাদের কোনওটিতেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জনতার ওপর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শাসন পরিচালিত হয় না, বরং, তা গঠিত হয় সহিংসতার সমন্বয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদনা-বিরহিত মানুষের ওপর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শাসন নিয়ে। শাসক যেহেতু এক্ষেত্রে ভীত থাকেন, তাই তিনি কখনও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে শাসিতকে মহৎ হওয়া, সম্পদশালী, অথবা, শক্তিশালী, অথবা, সাহসী হওয়া, অথবা, কোনওভাবে যুদ্ধপ্রণোদিত হওয়ার, সুযোগ দেবেন না। তাই দেখা যাচ্ছে যে, প্রায়

www.pathagar.com

সবকিছুর ক্ষেত্রেই এই দুটিই হলো মূল কারণ; আর নিশ্চিত করেই বলা যায়, এইমাত্র যেকথা বলা হলো, তারও মূল কারণ। এখন যে-শাসনব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে – যার আইন প্রণয়নে ব্যাপৃত আমরা, তা এই দুই কারণের উভয়টিকেই এড়িয়ে গেছে। ধরে নেওয়া যায় যে, আমাদের নগরী অতুলনীয় ৮৩২ডি
অবসর ভোগ করে, নাগরিকগণ একে অন্যের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থেকে জীবনযাপন করে; আর আমার ধারণা, এসব আইনের কারণে তাদের অর্থ-সম্পত্তির প্রেমিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সুতরাং, এটি একটি স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্ত অনুমান যে, এই লাইনে সংগঠিত একটি রাজনৈতিক-ব্যবস্থা সাম্প্রতিককালে প্রণীত সংবিধানগুলোর মধ্যে অনন্য হবে; আমরা কিছুক্ষণ আগে যেমনটি বলেছি – তাতে একইসাথে সামরিক প্রশিক্ষণ এবং স্পোর্ট-এর সুযোগ থাকবে; তাকে বিশদভাবে বর্ণনা করারও সুযোগ থাকবে।

ক্লেইনিয়াসঃ চমৎকার।

নৃগোষ্ঠী

অ্যাথেনীয়ঃ এর পরে জিমনাস্টিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে যে-জিনিসটি আমাদের ৮৩২ই
মনে রাখতে হবে, তা হলো এই: জিমনাস্টিক যদি যুদ্ধের ক্ষেত্রে আমাদের প্রশিক্ষিত হতে সাহায্য করে, তাহলে আমাদেরকে তা অবশ্যই বেছে নিতে হবে এবং বিজয়ীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে; কিন্তু যদি তা সেকাজে সহায়ক না হয়, তবে তাকে পুরোপুরি বাদ দিতে হবে। ঠিক কি না? তাদের বৈশিষ্ট্য যদি গোড়া থেকেই বর্ণনা করা হয় এবং তার আইনি রূপ দেওয়া হয়, তবে ভাল হয়। সর্বাগ্রে কি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে দৌড় এবং সাধারণভাবে গতিকে বেছে নেওয়া উচিত নয়?

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, তার ব্যবস্থাই করা উচিত।

অ্যাথেনীয়ঃ যা-ই হোক, একজন মানুষকে অন্য কোনও কিছুর চাইতে যা চমৎকার সৈনিক করে তোলে, তা হলো সাধারণ ক্ষীপ্রতা, হাত এবং সেইসাথে পদদ্বয়ের তাৎক্ষণিক ব্যবহার। পদদ্বয়ের দ্রুতি দ্রুত পলায়ন এবং কাউকে বন্দী করার ৮৩৩এ
সুযোগ করে দেয়, অন্যদিকে হস্তদ্বয় কাজে লাগে মুখোমুখি, কাছাকাছি লড়াইয়ে – তার জন্য প্রয়োজন বলিষ্ঠতা এবং শক্তি।

ক্লেইনিয়াসঃ আলবৎ।

অ্যাথেনীয়ঃ তবে অস্ত্র ছাড়া এর কোনওটির ভালো কোনও শক্তিই তো তার ভাল ব্যবহারে লাগবে না।

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো বটেই।

অ্যাথেনীয়ঃ তাই আজকাল যেমন করা হয়, প্রথমে আমাদের নকীব স্তাদ-দৌড়বিদকে[৫] প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করবে, দৌড়বিদ

আসবে পুরোপুরিভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে: অস্ত্রসজ্জিত নয় এমন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য আমরা কোনও পুরস্কারের ব্যবস্থা করব না। সুতরাং, প্রথমে
৮৩৩বি আসবে সেই দৌড়বিদ, যে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় এক স্তাদ দূরত্বের দৌড়ে অংশগ্রহণ করবে; দ্বিতীয়তে আসবে দ্বিগুণ স্তাদের দৌড়বিদ আর তৃতীয়তে অশ্ব-দৈর্ঘ্যের[৬] দৌড়বিদ, চতুর্থতে দূরপাল্লার দৌড়বিদ। পঞ্চম প্রতিযোগীকে তার অধিকতর ভারী অস্ত্রসজ্জার জন্য আমরা বলব 'ভারী অস্ত্রসজ্জিত' দৌড়বিদ। তাকে আমরা অধিকতর সমতল ভূমি ধরে ষাট স্তাদ দৌড় করে এরিজের মন্দিরে যেতে এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে বলব; আর অপরপক্ষে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী তীরন্দাজের প্রয়োজন পড়বে পুরোপুরি তীর-ধনুকে সজ্জিত হয়ে পাহাড় এবং অন্য সব ধরনের ভূমিতে একশত স্তাদ দৌড়ে
৮৩৩সি অ্যাপলো ও আর্তেমিসের মন্দিরে গমন এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন। তারপর আমরা অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যবস্থা করব এবং তাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করব; পরিশেষে আমরা প্রতি ইভেন্টের বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করব।

ক্লেইনিয়াস: বেশ।

অ্যাথেনীয়: এসব প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তিন ভাগে ভাগ করা যাক – একটি বাচ্চাদের জন্য, একটি শ্মশ্রুহীন বালকদের জন্য, আর একটি হলো পুরুষদের জন্য। শ্মশ্রুহীন বালকদের জন্য আমাদের দুই-তৃতীয়াংশ দৈর্ঘ্যের দৌড় প্রতিযোগিতা স্থির করতে হবে আর বাচ্চাদের জন্য অর্ধেক দৈর্ঘ্যের; সেটি তীরন্দাজ হিসেবে, অথবা, পুরোপুরি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে নিয়মটি হবে এমন: যেসব বালিকার এখনও
৮৩৩ডি রজঃদর্শন হয়নি, তারা এক স্তাদ, দুই স্তাদ, অশ্ব-দৈর্ঘ্য এবং দূরপাল্লার দৌড়ে নগ্ন হয়ে খোদ স্টেডিয়ামের ভেতরেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে; তের বছরের অধিক বয়েসী অবিবাহিত মেয়েরা অন্তত আঠার বছর বয়স পর্যন্ত তাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে; তবে তাদের বয়স বিশে পৌঁছে গেলে কিছুতেই তাদের অংশগ্রহণ করা চলবে না; আর যথাযোগ্য পরিধেয়তে[৭] সজ্জিত হয়ে তারা এইসব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগদান করবে। তাহলে এই হোক পুরুষ ও মহিলাদের দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।

সশস্ত্র প্রতিযোগিতা

শক্তির ক্ষেত্রে আজকাল রেসলিং এবং অন্য যে কঠিন কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার
৮৩৩ই আয়োজন করা হয়, তার বদলে ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন করা হবে – একজনের বিরুদ্ধে আরেক জনের, দুজনের বিরুদ্ধে দুজনের এবং একইভাবে দশজনের বিরুদ্ধে দশজনের পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যাঁরা রেসলিংয়ের জয়-পরাজয়ের বিভিন্ন মাপকাঠি ঠিক করেছেন, রেসলিংয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সেই কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমাদেরকে

www.pathagar.com

এক্ষেত্রে অনুসরণীয় মাপকাঠি জেনে নিতে হবে। সশস্ত্র যোদ্ধাদের মধ্য হতে বিজয়ী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে মানদণ্ড নির্ধারণ করার জন্য প্রথম কাতারের বিচারকদের আহ্বান জানাতে হবে; তাঁরা স্থির করবেন এ-ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করার জন্য কোন্ ধরনের ব্লো এড়াতে হবে, কোন্ ধরনের ব্লো দিতে হবে এবং কে বিজয়ী এবং পরাজিত হয়েছে, তা স্থির ৮৩৪এ
করার জন্য আমাদেরকে কী কী কৃতি লক্ষ রাখতে হবে। যারা এখনও বিবাহিত নয়, সেই রমণীদের জন্য একই আইন প্রণয়ন করতে হবে।

প্যানক্রাশন-এর অংশটি বাদ দিয়ে আমাদের উচিত হালকা পদাতিক যুদ্ধের সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন করা: এই প্রতিযোগিতার অস্ত্র হবে তীর-ধনুক, হালকা বর্ম, জেভেলিন, হাতে-ছোড়া পাথর ও গুলতি। এসব প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য আইন থাকা উচিত; নির্ধারিত মানদণ্ডকে যে সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করতে সক্ষম হবে, তাকে বিজয়ীর সম্মান প্রদানের ব্যবস্থাও থাকা দরকার।

ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা

এসব বিষয়ের পর পর্যায়ক্রমে আসবে ঘোড়া নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে আইন প্রণয়ন। অবশ্য ক্রিটে ঘোড়ার ব্যবহার ঘটে সামান্যই আর তাদের খুব ৮৩৪বি
বেশি একটা দেখাও মেলে না; সে-কারণেই তাদের প্রতিপালন করা এবং রেসে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করানোর ক্ষেত্রে আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই খুবই কম। আমাদের মধ্যে কেউই রথ চালানোর জন্য অশ্বদল পোষে না, এমনকি, এসব বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত সম্মানের প্রতিও লক্ষণীয় কোনও ভালোবাসা প্রদর্শন করে না; তাই আমরা যদি এমন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন করি, যা স্থানীয় প্রথায় অপরিচিত, তাহলে তা যথার্থই এক ধরনের আহাম্মকি বলে গণ্য ৮৩৪সি
হবে। স্থানীয় ক্রিটীয় জমির জন্য এই স্পোর্টটির পরিবর্তন সাধন করা যায়: যে অশ্বশাবকের এখনও দুধ-দাঁত পড়েনি এবং পূর্ণবয়স্ক অশ্ব ও অশ্বশাবকে মধ্যবর্তী বয়সের যে অশ্ব, তাদের এবং পূর্ণবয়স্ক অশ্বদের প্রতিযোগিতার আয়োজন ক'রে এক-অশ্বচড়ার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায়। আমাদের আইনে তেমন ব্যবস্থাই রাখা হবে, যেখানে জকিরা এসব ক্যাটাগরিতে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে পারবে; ট্রাইব নেতৃবৃন্দ এবং অশ্বারোহী সেনাদলের কমান্ডারবৃন্দকে দায়িত্ব দেওয়া হবে যৌথভাবে বাস্তব রেস এবং বিজয়ীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের। যদি আমরা জিমনাস্টিক, অথবা, বর্তমান ক্ষেত্রেও অস্ত্র ছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন করি, তবে এ-ব্যাপারে ৮৩৪ডি
আইন প্রণয়ন সঠিক হবে না; অধিকন্তু, যেহেতু অশ্বে আসীন ক্রিটীয় তীরন্দাজ, অথবা, জেভেলিন নিক্ষেপকারী হেলাফেলার পাত্র নয়, তাই এসব ক্যাটাগরিতেও সর্বসাধারণ্যের আনন্দ-বিনোদনের জন্য লড়াই ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন করা হোক। এসব প্রতিযোগিতায় রমণীকুলের যোগদান আইনগতভাবে অপরিহার্য

www.pathagar.com

করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু, তাদের পূর্বেকার প্রশিক্ষণ যদি তাদেরকে এক্ষেত্রে অভ্যস্ত করে তুলে থাকে এবং খুব বেশি একটা দুর্ভোগ না পোহায়েই বালিকা এবং কুমারীরা তাতে অংশগ্রহণের উপযোগী থাকে, তবে এই সুযোগ দেওয়া উচিত; তাদেরকে নিরুৎসাহিত করার প্রয়োজন নেই।

উপসংহার

এর মাধ্যমে আমরা প্রতিযোগিতা নিয়ে এবং জিমনাস্টিক প্রশিক্ষণ নিয়ে আলোচনার শেষ পর্যায়ে উপনীত হলাম; আমরা দেখতে পেলাম যে,
৮৩৪ই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রশিক্ষকদের অধীনে যে প্রাত্যহিক অধিবেশন হয়, তা, অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। মিউজিকের (কলা-র) অধিকাংশ বিষয়ও একইভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে; তবে যতক্ষণ না দেবতা ও দেবতাদের পার্শ্বচরদের জন্য দিবস, মাস এবং বছর বরাদ্দ করা হচ্ছে, ততক্ষণ কবিতা-আবৃত্তিকার এবং একই ধরনের উপস্থাপক, উৎসবের সময় এবং বাধ্যতামূলক কোরাস-প্রতিযোগিতার বিষয়গুলোকে অপেক্ষা করতে হবে; সেই পর্যায়েই নির্ধারণ করা যাবে উৎসবসমূহ কি প্রতি তৃতীয় বর্ষে, না কি, প্রতি পঞ্চম বর্ষে উদ্‌যাপিত হবে।
৮৩৫এ দেবতাগণ অন্য কোনও প্যাটার্নের কথা বলেন কি না, তা-ও ভেবে দেখা হবে তখন। একই ঘটনাকালে আমরা প্রত্যাশা করব যে, অনুক্রমে সব ধরনের শিল্পকলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হবে। এদের আয়োজন করবেন খেলাধুলার নিয়ন্ত্রকবৃন্দ, স্বল্পবয়েসীদের শিক্ষাদাতাবৃন্দ এবং আইনের অভিভাবকবৃন্দ; তারা সাময়িক কমিটি হিসেবে একত্রে মিলিত হয়ে নিজেরাই এসব বিষয়ের আইনপ্রণেতা হবেন। সকল কোরাস এবং কোরাস প্রতিযোগিতা সম্পর্কে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন – কখন সেইসব কোরাস অনুষ্ঠিত হবে, কারা তাতে পরিবেশন করবে এবং কারা পরিবেশনকারীদের সহযোগী হবে। মূল আইনপ্রণেতা বহুবারই যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, পরিবেশনকারীর প্রত্যেককে কী হতে হবে; তারা গানের বিষয়েও বলেছেন; নৃত্যকারীদের ছন্দোময়
৮৩৫বি অঙ্গভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থাপনীয় বক্তৃতা কী হবে এবং মিউজিকের স্টাইল কী হবে, তা-ও বলেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে যেসব আইনপ্রণেতা আসবেন, তাঁদেরকে অবশ্যই এই দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে; সঠিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সঠিক বলিদানের সাথে এবং সঠিক সময়ের সাথে মেলাতে হবে, যাতে উদ্‌যাপনের জন্য নগরীকে তার উৎসব প্রদান করা যায়।

www.pathagar.com

১৪. যৌন আচরণের সমস্যা

সমস্যার বর্ণনা

এ-রকম এবং সমরূপ অন্য বিষয়াদিকে কী করে আইনি রূপে বিন্যস্ত করতে হবে, তা জানা কঠিন কোনও বিষয় নয়; তাতে যদি এদিক-ওদিকে কিছুটা
৮৩৫সি পরিবর্তনও আনা হয়, তবু নগরী যে খুব একটা লাভবান হবে তা যেমন নয়, তার যে খুব একটা ক্ষতি হবে, তা-ও নয়। কিন্তু, আরও কিছু বিষয় আছে, যা কোনওক্রমেই হেলাফেলার বিষয় নয়। এ-ব্যাপারে জনসাধারণের প্রত্যয় প্রতিষ্ঠা করা খুবই কঠিন কাজ, কেবল দেবতাই তা করতে পারেন; ধরা যাক, আমরা যদি এ-ব্যাপারে খোদ দেবতার কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ লাভ করতে পারতাম, তাহলে ভালো হতো। সেটি যেহেতু অসম্ভব, তাই ধারণা করা যায়, আমাদের প্রয়োজন দুঃসাহসী মানুষের – যিনি সর্বোপরি স্পষ্টবাদিতাকে অস্বাভাবিক সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর মতে নগরী এবং নাগরিকদের জন্য অধিক মঙ্গল কী, তা বলবেন। কলুষিত আত্মাধারী মানুষের দঙ্গলের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি নির্দেশ করবেন সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কী যথাযথ এবং শালীন; তিনি আমাদের প্রবল অনুরাগসমূহকে প্রতিহত করে, কোনও মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার তোয়াক্কা না করে, একা হয়েও কেবল যুক্তিবোধকেই অনুসরণ করবেন।

৮৩৫ডি ক্লেইনিয়াসঃ আগন্তুকবর, এখন আপনি কী বিষয়ে যুক্তি দিচ্ছেন? আমাদের কাছে তো তা বোধগম্য ঠেকছে না।

অ্যাথেনীয়ঃ তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেইঃ আমি আরও স্পষ্ট করে জিনিসটি আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। যুক্তিতর্কের অগ্রগতিতে যখন আমি শিক্ষার ক্ষেত্রে পৌঁছুলাম, তখন দেখলাম যে, যুবক যুবতীরা খুবই অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করছে। যেমন প্রত্যাশিত ছিল – আমার মধ্যে ভয় জেগে উঠলঃ আমি ভাবলাম, যেখানে যুবক যুবতীদের ভালোভাবে বড় করা হয়েছে এবং যা কামপ্রবৃত্তি নিবৃত করে, সেইসব কঠোর ও অনুদার কাজ হতে তাদের মুক্ত
৮৩৫ই রাখা হয়েছে, এবং যেখানে বলিদান, উৎসব আয়োজন আর কোরাস অনুষ্ঠানই তাদের সারা জীবনের কাজ, সেখানে, সেই ধরনের একটি নগরীকে, কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এই নগরীটিতে কামনা-বাসনার অতল গভীরের টানকে তারা কী করে প্রতিহত করবে, যুক্তিবোধের যে-আকাঙ্ক্ষা আইনে রূপ নিতে

www.pathagar.com

৮৩৬এ চায়, তার অস্বীকৃতিকে কী করে নস্যাৎ করবে? যদি দেখা যায় যে, পূর্বে প্রণীত
আইনি প্রথা অধিকাংশ কামনা-বাসনোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, তবে তা কোনও
বিস্ময়কর ব্যাপার হবে না: বাস্তবিকপক্ষে, অতিরিক্ত সম্পদের বিরুদ্ধে প্রণীত
আইন সংযমকে উৎসাহিত করবে; সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রের অত্যন্ত সুষ্ঠু
আইন রয়েছে, যা এই জিনিসটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়; অধিকন্তু, শাসকবৃন্দের
প্রশিক্ষিত শ্যেনদৃষ্টি তো রয়েছেই, যা অন্য কোনও দিকেই চোখ ফেলে না,
লাগাতার যুবক-যুবতীসহ সকল কিছুর প্রতি দৃষ্টি রাখে, যাতে মনুষ্যশক্তিতে
যতদূর সম্ভব, নিদেনপক্ষে ততদূর নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তাদের কামনা-
বাসনাকে। কিন্তু অন্য যৌনকামনাও আছে – প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে বালক-
৮৩৬বি বলিকাদের যৌনকর্মের আকাঙ্ক্ষা এবং বয়োপ্রাপ্ত পুরুষ ও নারীর মধ্যে
বিপরীত লিঙ্গের সাথে যৌন-মিলনাকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তিগত এবং পুরো নাগরিক
জীবনে যে কামনা-বাসনার এতটা প্রভাব, তার বিরুদ্ধে কী ধরনের সাবধানতা
অবলম্বন করা যায়? আর এর প্রতিটি কেইসের বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের
জন্য কী ধরনের ঔষধই বা প্রয়োগ করা যায়? এটি খুব সহজ ব্যাপার নয়,
ক্লেইনিয়াস। সাধারণভাবে অন্য কিছুর আইন প্রণয়নের বেলায় ক্রিট এবং
স্পার্টা আমাদের উল্লেখযোগ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং আমাদের
৮৩৬সি আইন প্রভূতভাবে ভিন্নও হয়ে উঠেছে, কিন্তু যৌনতার বিষয়ে – আমরা এখন
নিজেদের মধ্যে কথা বলছি, কেউ যেহেতু শুনছে না, তাই খোলামেলা কথা
বলা যায় – তারা পুরোপুরিভাবে আমাদের বিরোধী অবস্থানে অবস্থিত।
আপনাকে যদি প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করতে হয় এবং লাইয়াসের[৮] কালে
বিদ্যমান আইন অনুসরণ করে আইন প্রণয়ন করতে হয়, তাহলে আপনি কী
করবেন? তাহলে আপনি হয়ত যুক্তি দেখাবেন যে, একজন পুরুষ একজন
নারীর সাথে যৌনকর্ম করতে পারবে, কিন্তু অন্য পুরুষ বা বালকের সাথে
কদাচ নয়। আপনি হয়ত আপনার মতামতের সপক্ষে প্রাণী জগতের নিয়ম
উপস্থাপন করবেন এবং যুক্তি দেখাবেন, সেখানে পুরুষ প্রাণীর পরস্পরের
সাথে কোনও যৌনসম্পর্ক নেই, কারণ, এ ধরনের সম্পর্ক অস্বাভাবিক। কিন্তু
ক্রিট ও স্পার্টায় আপনার কথা হয়ত হালে পানি পাবে না; এ-কথার যুক্তি
থাকলেও কাউকে হয়ত তা বুঝাতে পারবেন না।

৮৩৬ডি অধিকন্তু, আরেকটি যুক্তি হলো এমন: আমরা তো সর্বদা প্রশ্ন করছি:
'আমাদের কোন্ নিয়ম-কানুন সদ্গুণকে উৎসাহিত করে আর কোন্টি তা করে
না?' – তাই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে যা আইনপ্রণেতাদের অব্যাহত লক্ষ্য
হওয়া উচিত, তার সাথে এই প্রথা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ধরা যাক, হালক্ষেত্রে
আমরা এইমর্মে একটি আইন পাশ করলাম যে, এ-ধরনের রীতিনীতিই কাম্য,
অথবা, তা একবারেই কাম্য নয় – তখন সদ্গুণের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তা কী
অবদান রাখবে? এক্ষেত্রে যৌনক্রিয়ার প্রতিপক্ষে অংশগ্রহণকারীর আত্মায় কি
সাহসের স্পিরিট উৎসারিত হবে? যৌনক্রিয়াকারীর আত্মা কি আত্মনিয়ন্ত্রণের
অভ্যাস শিখতে পাবে? এ-ধরনের যুক্তিকথা তো কেউ পাতে নেবে না – বরং,
৮৩৬ই ধারণা করা যায়, তার উল্টোটিই ঘটবে; যারা এ ধরনের সুখের প্রলোভনের

হাতে নিজেদের সপে দেবে, আর তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষমতা প্রদর্শন করবে, তাদের নিন্দা করা হবে; যারা সহযোগী মেয়েদের অনুকরণ করার ভূমিকা নেবে, তাদের সেই ইমেজকে দোষারোপ করা হবে। তাই কে-ই বা এই ধরনের প্রথাকে আইনে রূপ দিতে যাবে? নিদেনপক্ষে, কারও মনে যদি সত্যিকার আইনের ধারণা থাকে, তবে তিনি একাজে হাত দেবেন না। কিন্তু একথা যে সত্যি তা কী করেই বা বলব আমরা? যিনি এসব জিনিসকে সঠিক উপায়ে দেখতে চান, তাকে বন্ধুত্ব এবং কামনা-বাসনা, আর লোকে যাকে বলে
'যৌনকামনা', তাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতেই হবে। এক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ভিন্ন ৮৩৭এ
ক্যাটাগরি আছে; তৃতীয় আরেকটি ক্যাটাগরিও আছে, যা এ দু'টির যুক্তফল। কিন্তু তাদের সবগুলোকে যেহেতু একটি পদ দ্বারা নামায়িত করা হয়, তাই চরম বিভ্রান্তি এবং অস্পষ্টতার সৃষ্টি হয়।

ক্লেইনিয়াসঃ কী করে?

তিন ধরনের বন্ধুত্ব

অ্যাথেনীয়ঃ যখন দু'জন মানুষ সদ্‌গুণী এবং সমরূপী হয়, অথবা, তারা যখন সমান সমান হয়, তখন আমরা বলি যে, একজন আরেকজনের 'বন্ধু'; কিন্তু একজন মানুষ, যে ধনী হয়ে উঠেছে, তার জন্য একজন 'গরীব মানুষের' বন্ধুত্বের কথাও আমরা বলি – যদিও তারা যোজন যোজন তফাতে অবস্থিত। দুই ক্ষেত্রের যে-কোনওটিতে যখন বন্ধুত্ব সুনির্দিষ্টভাবে অতি-আকুল হয়, তখন তাকে আমরা 'যৌনকামনা উদ্রেককারী প্রেম' বলি।

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, তা করি। ৮৩৭বি

অ্যাথেনীয়ঃ বিপরীতধর্মী দুয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে উঠে ভয়ঙ্কর ও নির্মম, কদাচিৎ তা পারস্পরিক বন্ধুত্ব হয়; অপরপক্ষে, যা সমরূপী, তাদের মধ্যকার বন্ধুত্ব হয় সারা জীবনভর শান্ত এবং পারস্পরিক ভালোবাসায় পূর্ণ। কিন্তু তৃতীয় আরেক ধরনের বন্ধুত্বও আছে, যা এ দু'য়ের সমাহার। এক্ষত্রে প্রথম সমস্যা হলো তৃতীয় এই ধরনের প্রেমিক নিজের জন্য কী লাভ করতে চায়, তা নির্দিষ্ট করা। অধিকন্তু, সে যেহেতু বিপরীতমুখী দুই ধরনের প্রেমের টানাপোড়নে পড়ে, তাই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েঃ এক ধরনের টান তাকে বলে
প্রেমাস্পদকে উপভোগ করতে, আরেক টান তাকে বারণ করে। যে দেহের ৮৩৭সি
প্রেমিক আর যার প্রেমাস্পদের দেহ ভোগ করার উপযোগী টসটসে পাকা ফলের মতো, সে নিজেকে বলে, প্রেমাস্পদের স্বভাব ও আত্মার প্রতি কোনও শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করেই তাকে উপভোগ কর। আরেক ধরনের প্রেমিক আছে, যারা দেহ কামনা করাকে গৌণ বলে বিবেচনা করে; দেহকে ভাল না বেসে আত্মা দিয়ে তার প্রতি দৃষ্টি রেখে সে আদতে অন্যের আত্মাকেই কামনা করে এবং দেহের মাধ্যমে দেহের তুষ্টিসাধনকে দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্ম বলে মনে করে। আত্মনিয়ন্ত্রণ, সাহস, উচ্চ নীতিবোধ এবং সুষ্ঠু বিচারবুদ্ধির প্রতি তার

www.pathagar.com

শ্রদ্ধা এবং সম্মানবোধ তাকে এমন করে গড়ে তুলবে যাতে সে পবিত্র জীবন
৮৩৭ডি এবং নিষ্পাপ প্রেমাস্পদের সাথে নিষ্পাপ প্রেমিক হিসেবে জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ হবে। দুয়ের মিশ্রণে সৃষ্ট যে-প্রেমের কথা আমরা বলেছি, তা-ই হচ্ছে সেই 'তৃতীয়' ধরনের প্রেম; তার কথাই এইমাত্র বললাম আমরা।

প্রেম যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করতে পারে, এই হলো তার তালিকা: আইন করে কি তাদের সবগুলোকে নিষিদ্ধ করা উচিত, আমাদের মধ্যে তাদের জাগরণকে প্রতিহত করা উচিত? অথবা, এ-ব্যাপারটি কি স্পষ্টতই প্রতীয়মান নয় যে, আমাদের নগরীতে আমরা সদ্‌গুণসম্পন্ন প্রেমকে – যে-প্রেম যুবকদের নিখুঁত করে তোলে – তার জাগরণকে দেখতে চাই? আর সক্ষম হলে আমরা অন্য দু'টিকে তো প্রতিহতই করব, তা-ই না? বন্ধুবর মেগিল্লাস, বলুন দেখি আমাদের নীতি কী?

৮৩৭ই **মেগিল্লাস:** আগন্তুকবর, আপনি এখন এ বিষয়ে যেসব কথা বললেন, তার সাথে আমি পুরোপুরি একমত।

অ্যাথেনীয়: প্রিয় বন্ধুবর, আমি যেমনটি অনুমান করেছিলাম – মনে হচ্ছে তাতে আপনাদের সহমত লাভে সমর্থ হয়েছি। এ-বিষয়ে আপনাদের জনগণের মধ্যে প্রচলিত আইন কী বলে, তা অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই – যুক্তিবাচ্যটির ক্ষেত্রে আপনাদের সহমতই যথেষ্ট। পরে এক সময় আমি এসব বিষয়ে ফিরে আসব আর ক্লেইনিয়াসের সম্মতি আদায়ের লক্ষ্যে তাকে চমৎকৃত করার চেষ্টা করব। হালক্ষেত্রে না হয় ধরে নেওয়া যাক যে, আপনারা উভয়ে আমার সাথে একমত হয়েছেন, আর কালক্ষেপণ না করে সব আইন নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যগ্রতা দেখাচ্ছেন।

মেগিল্লাস: ঠিক বলেছেন।

অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়াকে নিরুৎসাহিত করা যাবে কীভাবে

৮৩৮এ **অ্যাথেনীয়:** এ বিষয়ের আইনটিকে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চাই; এ-মুহূর্তে আমি একটি পদ্ধতির কথা ভাবছি, যা এক অর্থে খুবই সোজা পদ্ধতি, কিন্তু অন্য দিক থেকে বিচার করলে সর্বোতভাবেই কঠিন।

মেগিল্লাস: আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

অ্যাথেনীয়: আমরা অবশ্য জানি যে, বর্তমান সময়েও, অধিকাংশ মানুষ – আইনের প্রতি তারা যত শ্রদ্ধাহীনই হোক না কেন – আদবকায়দার প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করে সুন্দর ব্যক্তিদের সাথে যৌনক্রিয়া থেকে বিরত থাকে; তারা যে তা অনিচ্ছাকৃতভাবে করে, এমন নয়, বরং, তারা তা করে অত্যন্ত খুশিমনে।

মেগিল্লাস: আপনি কোন্ অবস্থার কথা মনে করছেন?

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ সেই সুন্দর ব্যক্তিটি যখন হয় কারও ভ্রাতা বা ভগ্নি। অধিকন্তু পুত্র ও ৮৩৮বি
কন্যাদের ব্যাপারেও একই অলিখিত আইন অত্যন্ত কার্যকর আছে – তাদেরকে স্পর্শ করার বিরুদ্ধে, তাদের সাথে প্রকাশ্যে বা গোপনে নিদ্রা-যাওয়া, অথবা, অন্য কোনওভাবে আলিঙ্গন করার বিরুদ্ধে, অলিখিত আইন অত্যন্ত ফলপ্রসূ। বাস্তবিকপক্ষে, এ ধরনের যৌনমিলনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ লোক ন্যূনতম আগ্রহও দেখায় না।

মেগিল্লাসঃ আপনি যা বলছেন, ব্যাপারটি তেমনই।

অ্যাথেনীয়ঃ আর ক্ষুদ্র একটি বাগ্‌ধারাই কি এ ধরনের সকল ভোগসুখের শ্বাসরোধ করে না?

মেগিল্লাসঃ আপনি কোন্ সুখের কথা বলছেন?

অ্যাথেনীয়ঃ আমি সেই মতবাদের কথা বলছি যাতে বলা হয়েছে, দেবতাদের
দৃষ্টিতে এসব ক্রিয়া পুরোপুরিভাবে অপবিত্র এবং ঘৃণ্য আর লজ্জাজনকের ৮৩৮সি
চাইতেও লজ্জাজনক জিনিস। আমরা এসব কাজ থেকে বিরত থাকি এ-কারণে যে, জন্মের পর থেকে আমরা এসব কাজকে লজ্জাজনক হিসেবে শুনতে পাই; এসব কাজের ব্যাপারে অন্য কোনওভাবেই নয়, এভাবেই সর্বসম্মত কথা বলা হয়ে থাকে। আমরা যে কেবল কমেডিতেই তা শুনতে পাই, তা-ই নয়, অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রণীত ট্র্যাজেডিতে তা শুনতে পাই। তারা যখন কোনও থায়েসতিজ বা কোনও ইদিপাসকে অথবা মাকারেয়াসকে – গোপনে যাদের সাথে তাদের নিজের ভগ্নিদের যৌনমিলন ঘটে – মঞ্চে উপস্থাপন করে, তখন কি এমন দেখা যায় না যে, তারা তাদের অপরাধের জন্য নিজেদের ওপর মৃত্যুর ন্যায্য শাস্তি প্রদান করে?[১]

মেগিল্লাসঃ আপনার কথার এইটুক ঠিক যে, কেউ যখন আইনকে চ্যালেঞ্জ করার ৮৩৮ডি
সাহস করে না, তখন জনমত আশ্চর্যজনকভাবে কার্যকর ফল প্রদর্শন করে।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে কিছুক্ষণ আগে যেকথা বলা হলো, তা ঠিক: আইনপ্রণেতা যখন নির্দিষ্ট কোনও বাসনাকে বাধ্য করতে চায় – যা বিশেষভাবে মনুষ্যকুলের ওপর নির্দয়ভাবে আধিপত্য করে, তখন তাকে আক্রমণ করার পদ্ধতি কী হবে, তা দেখা তার জন্য সহজ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর উচিত হবে প্রত্যেককে – ক্রীতদাস, স্বাধীন মানুষ, নারী এবং শিশুদের এবং ব্যতিক্রমহীনভাবে পুরো নগরীকে,
এমন বিশ্বাস পোষণ করতে প্রস্তুত করা যে, এই সাধারণ অভিমতের ক্ষেত্রে ৮৩৮ই
ধর্মীয় সমর্থন রয়েছে; তাহলেই সবচেয়ে শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠা পাবে তাঁর আইন।

মেগিল্লাসঃ খুবই সত্যি কথা। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত ঐকমত্য তৈরি করার উপায় কী–

অ্যাথেনীয়ঃ আপনি যে আমার জন্য এই পয়েন্টটি উত্থাপন করলেন তাতে আমি খুশি হয়েছি। আমি যখন বলছিলাম, আমাদের আইনকে কার্যকর করার একটি উপায় জানি, তখন আমি এমন কথাই বলতে চেয়েছিলাম; এই আইন কেবল প্রাকৃতিক উদ্দেশ্যে, প্রজননের উদ্দেশ্যে, যৌনক্রিয়ার অনুমতি দেয়;

www.pathagar.com

মানবগোষ্ঠীকে যেক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করা হয় এবং যে-ক্ষেত্রে কখনও কোনও কিছু শিকড় গাড়ে না এবং তাতে নতুন কোনও মানুষ হিসেবে কেউ বড় হয় না, তথা, যেখানে পাথরখণ্ডে, শিলাখণ্ডে বীজ লাগানো হয় – তেমন সম্পর্ক, তথা, সমকামী সম্পর্ককে তা নিষিদ্ধ বলে গণ্য করে। বীজের
৮৩৯এ বিকাশের ব্যাপারে যাতে আমাদেরকে দুঃখিত হতে না হয়, তার জন্য সেইসব রমণীর 'জমিন' থেকে আমাদের নিজেদের দূরে রাখা উচিত। তবে হালক্ষেত্রে কেবল পিতামাতা এবং সন্তানের মধ্যে যৌনমিলনের বিরুদ্ধে আইন কার্যকর আছে, কিন্তু এর ক্ষেত্রে যা যোগ্য কাজ, তাকে যদি চিরস্থায়ী ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা চমৎকার ফল দেবে। এর পক্ষে প্রথম পয়েন্টটি হলো এই যে, এটি একটি *প্রাকৃতিক* আইন। এটি প্রায়শ ব্যভিচারে রূপলাভ করা যৌন প্রবৃত্তির উন্মত্ত
৮৩৯বি উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতাও প্রদর্শন করে; এটি খাবার-দাবার গ্রহণ এবং সুরাপানের অতিরিক্ততাকে নিরুৎসাহিত করে এবং পুরুষদেরকে তাদের স্ত্রীদের প্রতি অনুরক্ত হতে উৎসাহিত করে। এই আইন যদি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তবে তা থেকে যে আরও অনেক সুবিধা লাভ করা যাবে, তাতে আর সন্দেহ কী! কিন্তু, বিপুল পরিমাণ বীর্যভরা অস্থির কোনও যুবক যদি এখানে উপস্থিত থাকে এবং এই আইন প্রণয়নের কথা শুনতে থাকে, তাহলে সে হয়ত এ ধরনের উদ্ভট ও অসম্ভব আইন প্রণয়নের জন্য আমাদের গালাগাল দেবে আর হল্লাচিল্লা করে আকাশ বিদীর্ণ করবে। আমি মন্তব্য করেছিলাম যে, এই আইনটিকে স্থায়ীভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে আমার একটি অত্যন্ত সহজ এবং
৮৩৯সি সেইসাথে অত্যন্ত কঠিন উপায় জানা আছে, তখন আমার মনে এ ধরনের প্রতিবাদের কথাই জেগেছিল। এটি যে সম্ভব এবং কীভাবে তা সম্ভব, তা অনুধাবন করা অত্যন্ত সহজ: এই কানুনটিকে যদি যথেষ্ট পরিমাণে ধর্মীয় ভিত্তি প্রদান করা হয়, তাহলে এটি প্রতি আত্মাকে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তভাবে কব্জা করতে সক্ষম হবে এবং প্রতিষ্ঠিত আইন মান্য করার ক্ষেত্রে ভীত করে তুলবে এবং বাধ্য করবে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এখন আমরা এমন একটি পয়েন্টে উপনীত হয়েছি যেখানে জনসাধারণ মনে করে যে, এসব শর্ত সত্ত্বেও আমরা
৮৩৯ডি ব্যর্থ হব। গণভোজের যে প্রথার কথা বলা হয়েছে তাতেও এমনটি ঘটে – এমন কথা বিশ্বাস করা হয় না যে, পুরো একটি নগরী তার সারা জীবন ধরে এই প্রথা অনুসরণ করে বাঁচতে পারবে। কিন্তু কার্যত সেই অবিশ্বাস ভুল প্রমাণিত হয়েছে – ঘটনাক্রমে দেখা গেছে যে, আপনাদের জনগণের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে – যদিও দেখা গেছে আপনাদের নারীকুলের ক্ষেত্রে তা এখনও স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হয়নি। এটি এ-কারণে – এই ধরনের অবিশ্বাস যে শক্তি ধরে তার কারণেই, প্রসারলাভ করেছে; উভয় প্রথাকে আইনে চিরস্থায়ী করে তোলা অত্যন্ত কঠিন; তা-ই আমি বর্ণনা করছিলাম।

মেগিল্লাস: আপনার কথা পুরোপুরিভাবেই ঠিক।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ কিন্তু আপনারা কি এমন চান যে, আমি অনেকটাই যুক্তিযুক্ত দুই বক্তব্য উপস্থাপনের চেষ্টা করি, যাতে দেখা যাবে যে, এটি মানুষের শক্তির অতীত নয়, বরং, বাস্তবিকপক্ষে তা সম্ভব?

ক্লেইনিয়াসঃ আলবৎ চাই; অন্যথা কী?

অ্যাথেনীয়ঃ একজন মানুষ কখন সহজে যৌনক্রিয়া থেকে বিরত থাকবে এবং ৮৩৯ই
সংশ্লিষ্ট আইনকে সংযতভাবে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে অধিকতর সম্মত হবে? যখন তার দেহ ঠিকঠাক থাকবে আর সে প্রশিক্ষণকে অবহেলা করবে না, না কি, যখন তার অবস্থা খারাপ থাকবে?

সংযমের গুরুত্ব

ক্লেইনিয়াসঃ আমার ধারণা যদি প্রশিক্ষণের ঘাটতি না থাকে, তবে অধিকতর সহজ উপায়ে সে তা অনুসরণ করবে।

অ্যাথেনীয়ঃ আমরা তো সবাই লোকমুখে তারেন্তামের ইকসের কথা শুনতে
পেয়েছি; তিনি অলিম্পিয়ায় এবং অন্যত্র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৮৪০এ
বলা হয়ে থাকে, তিনি বিজয় অর্জনের জন্য প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং তাঁর দক্ষতাকে তিনি এমন প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উন্নীত করেছিলেন যে, যতদিন তিনি নিবিড় প্রশিক্ষণরত ছিলেন ততদিন একেবারেই কোনও রমণী বা বালকসঙ্গ উপভোগ করেননি। বাস্তবিকপক্ষে, ক্রিসন, আস্তিলাস, দিউপম্‌পাস্‌ এবং অন্য অনেকের সম্পর্কে এমন কথাই বলা হয়ে থাকে।[১০] আর ক্লেইনিয়াস, আপনাকে বলি, আপনাকে আমাকে যে-নাগরিকবৃন্দ নিয়ে
কায়কারবার করতে হয়, তাদের চাইতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের আত্মা ছিল অনেক ৮৪০বি
কম শিক্ষিত, কিন্তু দৈহিক দিক থেকে তারা ছিল অধিকতর যৌনকামনাভরা।

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক – আমাদের প্রাচীন উৎস হতে সুনির্দিষ্টভাবেই জানা যায়, আপনি যেমনটি বলেছেন, আমাদের অ্যাথলেটদের ক্ষেত্রে তেমনটিই ঘটেছিল।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে ব্যাপারটি কেমন দাঁড়াল? যাদের লক্ষ্য ছিল রেসলিং এবং দৌড় এবং এ-ধরনের প্রতিযোগিতায় বিজয় অর্জন, তাদের এমন শক্ত মনোবল ছিল যে, তাঁরা সেইসব কাজ থেকে বিরত থাকতেন, যাকে আনেকেই সুখের কাজ বলে। কিন্তু জেতার জন্য তার চাইতেও অধিকতর মহৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে; আর আমি আশা করছি আমাদের নগরীর যুবসম্প্রদায় সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের নৈতিক দৃঢ়তা হারাবে না। বিজয় যে সবচেয়ে মহান জিনিস, তা বিশ্বাস করানোর জন্য আমাদেরকে তো
একেবারে শিশুকাল থেকেই যাদুকরী কিংবদন্তি ব'লে, বক্তৃতা দিয়ে, এবং গান ৮৪০সি
ক'রে, তাদেরকে চমৎকৃত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

www.pathagar.com

ক্রেইনিয়াস: কোন্ বিজয়?

অ্যাথেনীয়: ভোগসুখের ওপর বিজয়। তারা যদি এ লড়াইয়ে বিজয় অর্জন করে, তাহলে তাদের জীবন হবে সুখের; কিন্তু তাতে যদি তাদের পরাজয় ঘটে, তবে তারা পুরোপুরি বিপরীত অবস্থায় নিপতিত হবে। এছাড়াও, এই কাজটি যে জঘন্য পাপ বই কিছু নয়, এই ভীতিই পরিশেষে তাদের সেই কামনাকে নিয়ন্ত্রিত করবে – তাদের চাইতে অধমরা যদি তাদের পূর্বে সেই আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকতে পারে, তারা তা পারবে না কেন।

ক্রেইনিয়াস: তা হওয়া সম্ভব বটে।

অ্যাথেনীয়: আমরা যেহেতু এই প্রথাটি নিয়ে এই পর্যায়ে একটি ত্রিশঙ্কু অবস্থায়
৮৪০ডি উপনীত হয়েছি, অনেকের দুরাচারত্বের কারণে একটি বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছি, তাই আমি বলি, আমাদের রীতিটির ক্ষেত্রে যা বাকি থাকে তা হলো, এটি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়া, আর এমন কথা বলা যে, আমাদের নাগরিকদেরকে অবশ্যই পক্ষীকুল এবং অন্য অনেক প্রাণীর চাইতে নিকৃষ্ট হওয়া চলবে না; পাখিরা বিরাট দঙ্গলের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, অবিবাহিত থাকে এবং সন্তান জন্মদানে সময় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কুমারত্ব এবং কুমারীত্ব রক্ষা করে, যৌনমিলন হতে বিরত থাকে; যথাকালে তাদের মধ্যকার পুরুষ পছন্দসই নারীর সাথে এবং নারী পুরুষের সাথে জোড়া বাধে এবং প্রথমে প্রেমে পড়ার সময় তারা যে-অঙ্গীকার করেছিল, তার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে
৮৪০ই জীবনের বাকি কাল ধর্মসিদ্ধ এবং আইনসিদ্ধভাবে যাপন করে। স্পষ্টতই বলা যায়, আমাদের নাগরিকদের অবশ্যই নিদেনপক্ষে এইসব প্রাণীর চাইতে উন্নততর মানদণ্ড অর্জন করা উচিত। কিন্তু নিজেদের মধ্যে তাদের দেখা পেয়ে এবং তথাকথিত 'উচ্ছৃঙ্খল এফ্রোদিতির' বিপুল শক্তি দেখে, অন্যান্য গ্রিসবাসী এবং অধিকাংশ বর্বরদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, তারা যদি বিদূষিত হয়ে পড়ে এবং তাকে দমন-নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হয়ে উঠে, তখন আইনের অভিভাবকদের আইনপ্রণেতা হয়ে তাদের জন্য দ্বিতীয় একটি আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৮৪১এ **ক্রেইনিয়াস:** তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে আদর্শ-আইন এখন প্রস্তাব করা হচ্ছে, তা কার্যকর করা যদি তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে তাদেরকে অন্য আইন প্রণয়ন করতে বলবেন?

অ্যাথেনীয়: নিশ্চিতই তা-ই বলতে হবে, ক্রেইনিয়াস; সেটি হবে দ্বিতীয়োত্তম আইন।

ক্রেইনিয়াস: আপনি কী কথার সূত্রে তা বলছেন?

অ্যাথেনীয়: আমার পয়েন্টটি হলো, ভোগসুখের আসক্তি খুবই তীব্র এবং খাবার-দাবারের কারণে তার বৃদ্ধি ঘটে এবং আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, আমরা বলেছিলাম, দেহকে যদি যথেষ্ট পরিমাণ কঠিন কাজ দিয়ে ভিন্নমুখী করা যায়, তবে তাকে তা থেকে বঞ্চিত করা যায়। যৌনকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার কাজটি যদি কোনও ভীতির অনুভূতি ছাড়া কখনও না ঘটে, তবে একই ফল দাঁড়াবে আমাদের লজ্জা যদি যৌনকর্মে প্রবৃত্ত হওয়াকে সচরাচরের কাজ করে তোলে,

www.pathagar.com

তবে কদাচিৎ প্রবৃত্ত হওয়া কামনাকে স্বল্প বাধ্যবাধকতাপূর্ণ করে তুলবে। ৮৪১বি
সুতরাং, অভ্যাসে এবং অলিখিত আইনে এই প্রথা প্রণয়ন করা হোক যে, যৌনতার বিষয়ে গোপনীয়তাকে (তবে পুরোপুরি নিবৃত্তি নয়) আমাদের নাগরিকদের শালীনতা হিসেবে এবং গোপনীয়তার অভাবকে জঘন্য অশালীনতা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এটিই শালীনতা এবং অশালীনতার দ্বিতীয় সর্বোত্তম মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করবে – আদর্শ মানদণ্ড নয়, তবে তার অব্যবহিত পরবর্তী মানদণ্ড। আর যাদের প্রকৃতি দূষিত হয়ে পড়েছে – যাদেরকে
আমরা 'নিজেদের চাইতে দুর্বল' বলে বলি – তারা যেহেতু একটি গোষ্ঠী হিসেবে ৮৪১সি
আবির্ভূত হবে তাই তারা অন্য তিনটি গোষ্ঠী দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকবে, এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আইন অমান্য করার ব্যাপারে বাধাগ্রস্ত হবে।

ক্লেইনিয়াসঃ সেগুলো কী?

দুটি বিকল্প আইন

অ্যাথেনীয়ঃ দেবতাদের প্রতি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ; সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষা; এবং দেহের প্রতি কামনা নয়, বরং, আত্মার সুন্দর বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকুতি। এসব জিনিস সম্পর্কে যা বলা হলো, তা যেন কল্পকথা হিসেবে বলা হলো, যেন বা তারা প্রার্থনার মতো; কিন্তু এসব কাঙ্ক্ষিত জিনিস যদি বাস্তবায়িত হয়, তবে তারা যে নগরীর জন্য সর্বোত্তম কল্যাণ বয়ে আনবে, তাতে আর সন্দেহ কী!
যাহোক, দেবতার যদি সুদৃষ্টি থাকে, তাহলে আমরা হয়ত যৌন আচরণের দু'টি ৮৪১ডি
মানদণ্ডের কোনও একটিকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সফল হতে পারব।

(১) আদর্শক্ষেত্রে কেউই তার স্ত্রী ব্যতীত ভালো ঘরের কোনও স্বাধীন মহিলাকে স্পর্শ করার সাহস করবে না, অথবা, কেউই কোনও অপবিত্র এবং জারজ বীর্য কোনও রক্ষিতার মধ্যে বপন করবে না, অথবা, প্রকৃতির বিপরীতে গিয়ে পুরুষের মধ্যে বন্ধ্যা বীজ বপন করবে না। (২) বিকল্পে, পুরুষে পুরুষে যৌনমিলন পুরোপুরি বিলোপ করতে গিয়ে আমরা হয়ত এমন জোর প্রস্তাব করতে পারি যে, দেবতাদের আশীর্বাদের মাধ্যমে পবিত্র বিবাহ অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা ব্যতীত কোনও রমণীর সাথে (তা সেটি ভাড়াকরা রমণী হোক, অথবা, অন্যভাবে জোগাড় করা রমণীই হোক) যদি কেউ রতিক্রিয়া করে, তাহলে তাকে অন্য কোনও পুরুষ ব্যতীত, অন্য কোনও
রমণীর অজ্ঞাতে, তা করতে হবে। ঘটনাটি যদি সে গোপন রাখতে ব্যর্থ হয়, ৮৪১ই
তাহলে আইনের মাধ্যমে আমরা যদি তাকে বিদেশি বলে গণ্য করে – যেহেতু সে বিদেশিদের চাইতে প্রকৃষ্ট নয় – রাষ্ট্রীয় সম্মানলাভ হতে বঞ্চিত করি, তবে তা সঠিক কাজ বলেই বিবেচিত হবে।

এই আইনটিকে – তা একে এক আইন, অথবা, আইনজোড়া, যা-ই বলা
হোক না কেন – যৌনক্রিয়া এবং সকল যৌনবাসনার ক্ষেত্রে আইন হিসেবে ৮৪২এ

www.pathagar.com

প্রণয়ন করা যাক: আমরা যখন সঠিকভাবে ক্রিয়া করব, অথবা, ভুলভাবে ক্রিয়া করব – উভয় ক্ষেত্রেই এ ধরনের কামনা-বাসনা দ্বারা যখন তাড়িত হব, তখন একের সাথে অপরের মেলামেশাকে এই আইন নিয়ন্ত্রণ করুক।

মেগিল্লাস: আগন্তুকবর, আপনার দেওয়া এই আইন আমি সাথেসাথেই গ্রহণ করলাম, কিন্তু এসব ব্যাপারে ক্লেইনিয়াস কী ভাবেন, তা নিজের মুখে বলুক।

ক্লেইনিয়াস: মেগিল্লাস, যখন দেখতে পাব যে, ঠিক সময় উপস্থিত হয়েছে, তখনই না হয় তা বলব। এখনকার মতো আইন প্রণয়নের পরবর্তী ধাপে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের বন্ধুবরকে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

মেগিল্লাস: তা ঠিকই বলেছেন।

৮৪২বি **অ্যাথেনীয়:** বেশ; আমরা যদি এখন অগ্রসর হই, তাহলে দেখতে পাব যে, আমরা ঠিক ঐ জায়গায় উপনীত হয়েছি, যেখানে গণভোজের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা বলছি, অন্য জায়গায় তা সমস্যার সৃষ্টি করবে বটে, কিন্তু ক্রিট-এ তা কারও মনে এমন ধারণা জন্মাবে না যে, এ-ব্যাপারে অন্য কোনও ব্যবস্থা আছে। কীভাবে তাদের ব্যবস্থা করা উচিত? ক্রিট-এর মডেল অনুসরণে না কি স্পার্টার মডেলে?[১১], না কি, তৃতীয় এমন কোনও মডেল আছে যা আমাদের বেলা এ দুয়ের চাইতে উত্তম? আমার মনে হয় না এটি বড় কোনও সমস্যা; এই পয়েন্টটির সুরাহা হলে তা থেকে যে খুব একটা লাভ হবে, তেমনও নয়। আমরা যে-ব্যবস্থা নিয়েছি তাকে সুষ্ঠু বলেই ধরে নেওয়া যায়।

www.pathagar.com

১৫. কৃষি, অর্থনীতি ও বাণিজ্য

খাদ্য সরবরাহ (১)

এর পরবর্তী প্রশ্ন হলো আমাদের গণভোজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্য ৮৪২সি
সরবরাহের ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা। অন্যসব নগরীতে বিভিন্ন উৎস থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের ব্যবস্থা থাকবে আর তাদের অন্ততপক্ষে এসব লোকের দ্বিগুণ সম্পদ থাকবে, যেহেতু অধিকাংশ গ্রিসবাসীর পুষ্টিসাধনের ক্ষেত্রে জমাজমি ও সমুদ্র হতে উৎপাদিত ও আহরণযোগ্য সম্পদ থাকবে আর অন্যদিকে এই লোকগুলো যা পাবে, তা কেবল জমি থেকে উৎপাদিত হবে। তাতে আইনপ্রণেতার জন্য কাজটি সহজ হয়ে দাঁড়াবে। এক্ষেত্রে
তাদেরকে কেবল অর্ধেক, অথবা, হয়ত তার চাইতেও কম আইন প্রণয়ন ৮৪২ডি
করতে হবে; তা স্বাধীন মানুষের পক্ষে প্রতিপালন করা সহজ হবে। এই নগরীর আইনপ্রণেতা জাহাজ-মলিকানা, পাইকারি বিক্রিবাট্টা, খুচরা বিক্রয়, সরাইখানা ব্যবসা, কাস্টম ডিউটি, খনিখনন, ঋণদান, চক্রবৃদ্ধি সুদ – এ ধরনের হাজারো জিনিসের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হওয়া জিনিসপত্রকে
বিদায় জানাতে পারেন; অধিকন্তু, খামারি, গৃহপালিত পশুপালক, মধুচাষী এবং ৮৪২ই
যারা এদের সুরক্ষাকারী এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির তত্ত্বাবধায়ক – তাদের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারেন। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির সুব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বিবাহ, সন্তানের জন্মদান ও তাদের পরিচর্যা, তারপর শিক্ষাদান এবং নগরীর শাসনকারী আধিকারিক নিয়োগ নিয়ে। সুতরাং, এবার আমাদেরকে আবশ্যিকভাবে যে-বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে, তা হলো তাদের খাবারদাবার এবং যারা তার উৎপাদনের জন্য অব্যাহতভাবে সহযোগিতা দেবে, তাদের সম্পর্কে আইন প্রণয়ন।

কৃষিকার্য বিষয়ক আইন

যাকে বলে 'কৃষিকার্য বিষয়ক আইন' প্রথমেই তা নির্দিষ্ট করা যাক। সীমানার রক্ষক জিউস কর্তৃক প্রথম আইন হবে এমন:

কোনও মানুষই – তা তিনি সহনাগরিক হোন, বা, বিদেশিই হোন, (তার মানে সেই জমির মালিক যদি অন্য নগরীর নাগরিক হয়ে থাকেন) তার

www.pathagar.com

৮৪৩এ প্রতিবেশীর জমির সীমানাচিহ্ন সরাবেন না; এক্ষেত্রে সত্যিকারভাবে প্রযোজ্য প্রবাদ হলো: অস্থাবরকে স্থাবর করা যাবে না এবং তা বিশ্বাস করতে হবে। প্রত্যেকের উচিত সীমানাচিহ্নকারী ছোটখাট পাথর, যা বন্ধুর জমি থেকে শত্রুও জমিকে আলাদা করে চিহ্নিত করে, যা দেবতার কাছে শপথ করে প্রতিষ্ঠিত, তাকে সরানোর পরিবর্তে সীমানা-চিহ্নিতকারী নয় এমন বিশাল বিশাল পাথর অপসারণের চেষ্টা করা। প্রথম ক্ষেত্রে, গোষ্ঠীগত আত্মীয়তার দেবতা জিউস হচ্ছেন সাক্ষী আর বিদেশিদের হেফাজতকারী দেবতা জিউস। যে-কোনও ভূমিকায়ই তাকে যখন ক্রোধান্বিত করা হয়, তখন পরিণামে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বেধে যায়। একজন মানুষ যদি এই আইন মান্য করেন, তবে তিনি তার শাস্তি থেকে রেহাই পাবেন, কিন্তু তিনি যদি আইনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তিনি দুটি দণ্ডের যোগ্য হবেন – প্রথমটি হবে দেবতাদের কাছ থেকে এবং দ্বিতীয়টি
৮৪৩বি আইনের হাতে।

সুতরাং, কেউ যেন স্বেচ্ছায় তার প্রতিবেশীর সীমানাচিহ্ন না সরায়। আর কেউ যদি তা সরায়, তবে সংশ্লিষ্ট খামারিদের কেউ যদি তার খবর দিতে চান, তবে তিনি যেন তা-ই করেন; তাঁরাই তাকে আদালতে নিয়ে যাবেন। XXVI. **সেই মামলায় অপরাধী হিসেবে যদি কেউ দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে আদালতই নির্ধারণ করবে দোষী ব্যক্তির কী দণ্ড পাওয়া উচিত, অথবা, কী পরিমাণ জরিমানা প্রদান করা উচিত; কোনও মানুষ যদি গোপনে বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে জমি পুনর্বণ্টনের চেষ্টা করে, তখন তাঁর যেমন শাস্তি হওয়া উচিত, এক্ষত্রেও তেমন শাস্তিই প্রাপ্য হবেন তিনি।**

প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্য

পর্যায়ক্রমে এরপর আসে ছোটখাট সব আঘাতের কথা, যা প্রতিবেশীরা একে অপরকে প্রদান করে, যা পুনরাবৃত্তির কারণে প্রভূত ঘৃণার জন্ম দেয় এবং
৮৪৩সি প্রতিবেশীদের মধ্যে অত্যন্ত রূঢ় ও তিক্ত সম্পর্কের প্রসার ঘটায়। সেজন্য প্রতিটি মানুষের উচিত সর্বোতভাবে এমন চেষ্টা করা, যাতে তাঁর প্রতিবেশীর প্রতি অহিতকর কিছু করা না হয়; সর্বোপরি, কোনও প্রকার সীমানা-লঙ্ঘন যাতে না ঘটে, তার জন্য তাকে অবশ্যই অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কোনও মানুষকে আঘাত দেওয়া খুবই সহজ কাজ আর তা করার জন্য আমাদের সকলেরই সুযোগ ঘটে; কিন্তু সবাই কি আর অন্যের মঙ্গল সাধন করতে পারে।

XXVII. **যারা সীমানা অতিক্রম করে এবং প্রতিবেশীর জায়গায় অন্যায় অনুপ্রবেশ**
৮৪৩ডি **করে, তাদেরকে অবশ্যই ক্ষতির জন্য জরিমানা দিতে হবে; আর এমনতরো অসভ্য ও অবিবেচক আচরণ থেকে আরোগ্যলাভের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে অবশ্যই ক্ষতির পরিমাণের দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা দিতে হবে।** এসব ক্ষেত্রে এবং এ-ধরনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও, মাঠ-নিয়ন্ত্রকগণ সকল মামলা আমলে নেবেন এবং বিচারক এবং মূল্যনিরূপক হিসেবে কাজ করবেন; যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে, অধিক

www.pathagar.com

জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে পুরো বিভাগীয় কোম্পানি বিচারে বসবে আর
ছোটখাট কেইসে কেবল কমান্ডারগণ। XXVIII. **কেউ যদি তার গরু-বাছুরকে
চরতে দেয়, তখন তাঁরা তার ক্ষতি পরিদর্শন করবেন এবং বিচার করে ক্ষতির
পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। XXIX. মৌমাছিদের কাছে প্রীতিকর কোনও আওয়াজ** ৮৪৩ই
**করে কেউ যদি নিজেকে তাদের কাছে পছন্দনীয় করে তোলেন এবং অন্যের
মৌমাছিদের ভাগিয়ে নেন, তাহলে তাঁকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। XXX. কেউ যদি
কাঠ পোড়ানোর সময় প্রতিবেশীর কাঠ রক্ষা করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন
না করেন, তবে ম্যাজিস্ট্রেট তার জন্য যে-পরিমাণ দণ্ড নির্ধারণ করবেন, তাঁকে তা-ই
প্রদান করতে হবে। XXXI. কেউ যদি গাছের চারা রোপণ করে এবং তাঁর জমি ও
তাঁর প্রতিবেশীর জমির মধ্যস্থলে যথেষ্ট ফাঁক রাখতে ব্যর্থ হয় ...[১২] তাহলে একই
নিয়ম-কানুন তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এসব পয়েন্ট অনেক আইনপ্রণেতাই
যথাযথভাবে বর্ণনা করেছেন – তাই নগরীর মহান স্থপতিগণ সবকিছু নিয়েই আইন
প্রণয়ন করুক, এই দাবি করার বদলে, সাধারণ মানের আইনদাতাগণ যা নিয়ে
কায়কারবার করতে পারেন, তাঁদের তা-ই করতে দেওয়া উচিত; ঐসব ব্যাপারে** ৮৪৪এ
তাঁদের প্রণীত আইনই ব্যবহার করা উচিত আমাদের।

পানি সরবরাহ (১)

উদাহরণস্বরূপ, খামারে পানি সরবরাহের বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত
চমৎকার কিছু আইন রয়েছে – আমাদের আলোচনায় তা ছাপিয়ে পড়ার কোনও
প্রয়োজন নেই। মৌলিক ব্যাপার হলো, কেউ যদি তাঁর নিজের জমিতে পানি
সরবরাহ করতে চান, তবে তিনি তা করতে পারেন, যদি তাঁর পানির উৎস হয়
সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জলধারা; কোনও ব্যক্তিমালিকানাধীন উপরিতলের ঝর্ণা
থেকে পানি সংগ্রহ করা চলবে না। তবে তিনি যদি বাড়িঘর, নির্দিষ্ট কিছু
মন্দির এবং স্মৃতিস্থাপনার চিহ্ন এড়িয়ে চলেন এবং একমাত্র চ্যানেল খনন করা
ব্যতীত অন্য কোনও ক্ষয়ক্ষতি সাধন না করেন, তবে যে-কোনও পথে (রুটে)
পানিকে প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে শুকনো কিছু
জেলায় যখন জিউসের বারিপাতের পর মাটি সেই আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে ৮৪৪বি
না আর যেখানে প্রয়োজনীয় খাবার পানির অভাব দেখা দেয়, সেখানে, যে-
কারও উচিত ততক্ষণ নিজের জমিতে কখনকার্য চালানো, যতক্ষণ না
কাদামাটিতে পৌঁছানো যায়; সেই স্তরেও যদি তিনি পানির নাগাল পেতে ব্যর্থ
হন, তবে তাঁর উচিত প্রতিবেশীর কাছ থেকে সংসারের প্রতি সদস্যের জন্য
প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাবার পানি সংগ্রহ করা। প্রতিবেশীর লভ্য পানির
পরিমাণ যদি কেবল নিজেদের জন্যই যথেষ্ট হয়, তবে মাঠ-নিয়ন্ত্রকদের উচিত
পানির রেশন স্থির করে দেওয়া; তখন তিনি প্রতিদিন নির্ধারিত রেশন-হারে
সেই পানি সংগ্রহ করবেন এবং এভাবেই প্রতিবেশীর সাথে পানি ভাগাভাগি
করে নেবেন। জিউসের বারি যখন আকাশ থেকে ঝড়ে, তখন নিচের দিক বাস

www.pathagar.com

৮৪৪সি করা কোনও ব্যক্তি, অথবা, একই সীমানাভুক্ত লোক, যদি উপরের খামার থেকে অতিরিক্ত পানি নিচে প্রবাহিত হতে না দিয়ে কারও ক্ষতিসাধন করেন, অথবা, যদি তার বিপরীতটি ঘটে, তথা, উপরে অবস্থিত ব্যক্তি পানির ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন না করে নিচে অবস্থিত ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করেন এবং এ নিয়ে সাধারণ কোনও ঐক্যমত্যে পৌঁছুনোর ক্ষেত্রে অসম্মত হন, তখন কেউ যদি (নগরীতে) নগর-নিয়ন্ত্রককে, অথবা, (গ্রামাঞ্চলে) মাঠ-নিয়ন্ত্রকের কাছে তা রিপোর্ট করতে চান, তবে তিনি তা করতে পারবেন এবং উভয় পক্ষকে কী করতে হবে সে-ব্যাপারে নির্দেশ লাভের জন্য উদ্যোগ নিতে পারবেন। কিন্তু
৮৪৪ডি কেউ যদি সেই ব্যবস্থা মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তবে ঘৃণাপূর্ণ এবং বদমেজাজী আত্মার অধিকারী হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যাবে; XXXII. **তিনি যদি বিচারে দোষী সাব্যস্ত হন, তবে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ মান্য করতে অসম্মত হওয়ার অপরাধে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে তাঁর অবশ্যই ক্ষতির দ্বিগুণ পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে।**

ফসল-তোলা

উৎপাদিত সামগ্রী নিম্নোক্ত কোনও উপায়ে সবার মধ্যে ভাগাভাগি করা উচিত। ফলনের দেবী বদান্যতা দেখিয়ে আমাদেরকে দু'টি উপহার দিয়েছেন: (১) যে-ফল দাইয়ানিসাসের প্রাণের জিনিস, কিন্তু যা সংরক্ষণ করা যায় না, (২) আর তেমন ফল, যাকে প্রকৃতি সংরক্ষণের যোগ্য করে তৈরি করেছে।[১৩] সুতরাং ফলন সম্পর্কে আমাদের আইন হওয়া উচিত এমন:

৮৪৪ই XXXIII. **যে-ফলন সংগ্রহের কাল আরক্‌তোরসের[১৪] আগমনের সমসাময়িক, তার পূর্বেই কেউ যদি আঙ্গুর অথবা ডুমুর ফলের অপরিপক্ব কোনও অংশ – তা সেটি তার নিজের জমির হোক, অথবা, অন্যের জমিরই হোক – ভক্ষণ করে, তবে তাঁকে অবশ্যই নিজের বৃক্ষের ফলনের ক্ষেত্রে দাইয়ানিসাসের পঞ্চাশ দ্রাখমা পরিশোধ করতে হবে; আর তা যদি প্রতিবেশীর ফল হয়, তাকে পরিশোধ করতে হবে এক মিনা এবং অন্যদের বেলায় তার পরিমাণ হবে এক মিনা-র দুই তৃতীয়াংশ।**

এখন যাদের 'সুজন্মানো' দ্রাক্ষা বলা হয়, অথবা, 'সুজন্মানো' ডুমুর ফল বলা হয়, কেউ যদি তা সংগ্রহ করতে চান, আর তা যদি তাঁর নিজের বৃক্ষের হয়, তবে তিনি তাঁর ইচ্ছেমতো যে-কোনও উপায়ে যে-কোনও সময় সংগ্রহ
৮৪৫এ করতে পারবেন; XXXIV. **কিন্তু সেই ফলন যদি অন্যের বৃক্ষের হয় এবং অনুমতি ছাড়া তিনি তা তুলে নেন, তাহলে তিনি সর্বদাই সেই আইনের দণ্ডের আওতাধীন হবেন, যাতে বলা হয়েছে যে, 'একজন মানুষ যা গচ্ছিত রাখেনি তা সরাতে পারবে না'। জমির মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোনও ক্রীতদাস যদি এসব জিনিস স্পর্শ করে, তবে তাকে আঙ্গুর গুচ্ছের আঙ্গুরের সংখ্যার সমান, অথবা, ডুমুর গাছে**

www.pathagar.com

ডুমুরফলের সংখ্যার সমান বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতে হবে। বহিরাগত কোনও অধিবাসী যদি এই ফল ক্রয় করে থাকেন, তবে ইচ্ছে করলে তিনি তা সংগ্রহ করতে পারবেন। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার কালে ভ্রমণে-আসা একজন বিদেশাগত লোকের যদি কোনও ফল খেতে ইচ্ছা হয়, তাহলে নিজের জন্য এবং তাঁর একজন অনুচরের জন্য পরিমাণে যথেষ্ট 'সুজন্মানো' ফল গাছ থেকে পেড়ে খেতে পারবেন; তার জন্য তাকে কোনও জরিমানা দিতে হবে ৮৪৫বি
না; আগন্তুকদের জন্য যে-আতিথেয়তা প্রদর্শন করা হয়, তা তিনি এভাবে উপভোগ করতে পারেন; কিন্তু XXXV. **আগন্তুকদের তথাকথিত 'মেঠো' ফল এবং এই ধরনের অন্যান্য ফল উপভোগ করতে দেওয়াকে আইনের উচিত বাধা প্রদান করা। কেউ না জেনে, অথবা, তাঁর ক্রীতদাস, যদি এ ধরনের ফল পাড়ে, তাহলে ক্রীতদাসটিকে বেত্রাঘাত করে শাস্তি প্রদান করতে হবে এবং স্বাধীন মানুষটিকে সতর্ক করে ফেরত পাঠিয়ে দিতে হবে; তাঁকে উপদেশ দিতে হবে তিনি যেন অন্য ফলটি -- যা কিশমিশ, ওয়াইন বা শুকনো ডুমুর হিসেবে সংরক্ষণের উপযোগী নয় -- সাথে করে নিয়ে যান।**

নাশপাতি, আপেল এবং ডালিম এবং এ ধরনের ফল যদি কেউ চুরি করে, তবে তাতে লজ্জার কোনও ব্যাপার নেই; XXXVIa. **তবে ত্রিশ বছরের নিম্নবয়েসী** ৮৪৫সি
যদি তা করতে গিয়ে ধরা পড়ে, তবে তাকে চড়-থাপড় দিয়েই ছেড়ে দিতে হবে -- সে যেন আহত না হয়, তা-ও দেখতে হবে। এ ধরনের চড়-থাপ্পড় খেলে কোনও স্বাধীন মানুষের আইনের প্রতিবিধান চাওয়া উচিত হবে না। একজন আগন্তুক যিনি 'সুজন্মানো' ফল উপভোগ করতে পারেন, তেমনই তিনি এইসব ফল ভক্ষণও করতে পারবেন। কোনও বয়স্ক লোক যদি এ ধরনের ফল পাড়েন এবং জায়গায় থেকেই তা উপভোগ করেন, তা সাথে করে নিয়ে না যান, তাহলে একজন আগন্তুক যেমন আতিথেয়তা ভোগ করেন, তিনিও তা ভোগ করতে পারবেন; XXXVIb. **কিন্তু তিনি যদি এই আইন অমান্য করেন এবং পরবর্তী সময়ে** ৮৪৫ডি
কেউ তাঁর এ ধরনের আচরণের কথা স্মরণ করেন এবং তা বিচারকদের দৃষ্টি আনেন, তবে সদ্‌গুণের প্রতিযোগিতায় একজন প্রার্থী হওয়ার অধিকার লাভ করার ক্ষেত্রে ঝুঁকিতে পড়বেন তিনি।

পানি সরবরাহ (২)

বাগান-পরিচর্যায় অবদান রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পুষ্টিকর যে-জিনিস তা হলো পানি, কিন্তু তাকে সহজেই দূষিত করা যায়। পানির সাথে মিলে জমিন থেকে জন্মানো জিনিসকে যা পরিপুষ্টি দেয়, সেইসব জিনিস, তথা, মাটি, সূর্যালোক এবং বায়ুকে, বিষ দিয়ে, অন্যদিকে প্রবাহিত করে, অথবা, চুরি করে ক্ষতি করা সহজ নয়; কিন্তু পানির প্রকৃতিই এমন যে, এসব কাজের মাধ্যমে পানির ৮৪৫ই

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে সেই ক্ষতি করা সম্ভব। ফলে তাকে আইনের সহায়তা প্রদান প্রয়োজন; তা এমন:

কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে, বিষের মাধ্যমে, বা, খননকার্য, বা, চুরির মাধ্যমে, অন্য কারও পানির সরবরাহকে নষ্ট করে – তা সেটি ঝর্ণার হোক, বা জলাধারেই হোক – তবে যেন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ উল্লেখ করে নগর-নিয়ন্ত্রকের দরবারে মামলা দায়ের করে। XXXVII. **বিষ মিশিয়ে ক্ষতিসাধনের কারণে কেউ যদি তাতে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে তিনি যে কেবল জরিমানা পরিশোধ করবেন, তা-ই নয়, প্রতি ঘটনা এবং প্রতি ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিশোধনের জন্য আইনের ব্যাখ্যাকারগণ যে ধর্মকৃত্য সুপারিশ করেন, তা প্রতিপালন করে তাকে অবশ্যই ঝর্ণা অথবা জলাধারটি পরিশোধন করেও দিতে হবে।**

ফসল বাড়ি আনা

৮৪৬এ সমস্ত সংগৃহীত ফল বাড়ি নিয়ে আসা: একজন মানুষ যে-কোনও পথে তার নিজের জমির ফল বাড়িতে নিয়ে আসতে পারবেন; তবে তিনি কোনওভাবেই কারও কোনও ক্ষতি করতে পারবেন না, অথবা, তাতে যদি প্রতিবেশীর ক্ষতি সাধিত হয়, তবে তার পরিমাণ এমন হতে হবে, যার তুলনায় তাঁর নিজের লাভ হবে তিন গুণ। কেউ যখন ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের সম্পত্তিকে – সহিংস উপায়ে অথবা চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে – ব্যবহার করে দেহগতভাবে বা সম্পত্তির দিক থেকে অন্যের ক্ষতিসাধন করেন, আর সেই ক্ষতি সওয়ার জন্য অন্য ব্যক্তিটি যদি অনিচ্ছুক থাকেন, তবে তার ক্ষেত্রে এবং এ ধরনের অন্যসব ক্ষেত্রে, ম্যাজিস্ট্রেটগণ মূল্যনিরূপকের দায়িত্ব পালন করবেন। এ ধরনের সমস্ত মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তুলে ধরতে হবে; সেই ক্ষতির পরিমাণ হতে হবে তিন মিনা, বা, তার চাইতে কম। XXXVIII. **কিন্তু কেউ যদি তার চাইতে অধিক**
৮৪৬বি **পরিমাণ ক্ষতিসাধনের জন্য কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন, তবে অভিযোগকারীকে তার মামলাটি সাধারণ আদালতে নিয়ে যেতে হবে এবং সেখানেই অন্যায়কারী পক্ষের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। যদি এমন মনে করা হয় যে, কোনও ম্যাজিস্ট্রেট অন্যায় উদ্দেশ্যে নিয়ে দণ্ডের পরিমাপ করেছেন, তবে তিনি যে-পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন, তাকে ক্ষতির দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা দেবেন।** দাবির ব্যাপারে অবিচার নিয়ে কোনও ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে, নির্দিষ্ট ঘটনায় সাধারণ আদালতে মামলা করা যাবে।

ক্ষতিপূরণ ধার্যকরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এমনতরো হাজারো ছোটখাট আইনি প্রথা আছে; সেগুলো অভিযোগ, বিচারিক সমন, সমনের সাক্ষী, (তা দুইজন
৮৪৬সি হবে, না কি অন্য কোনও সংখ্যক হবে) এবং এ ধরনের জিনিসপত্রকে ঘিরে।

www.pathagar.com

এসব জিনিসকে আইনি রূপ না দিয়ে ফেলে রাখা যায় না, কিন্তু যে-আইনপ্রণেতা বয়সের ভারে ন্যুজ তাকে এ-ব্যাপারে কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন নেই; সুতরাং নিজেদের বিশদ আইনকানুন প্রণয়ন করার জন্য আমাদের কমবয়েসী আইন-প্রণেতাদেরই উচিত হবে পূর্বসূরিদের প্রণীত সাধারণ নীতিমালা অনুসরণ করা এবং আবশ্যিকভাবে ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রয়োগ করে এসব বিষয় মীমাংসা করা। সেজন্য যতক্ষণ না তাঁরা মনে করেন যে, তাঁরা সন্তোষজনক আনুষ্ঠানিক রীতিনীতির সন্ধান পেয়েছেন, ততক্ষণ তাঁদের অবশ্যই 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া উচিত; আর একবার সংশোধনের কাজটি সমাপ্ত হওয়ার পর, তাঁদের উচিত হবে সেই প্রথাকে অপরিবর্তনীয় করা তোলা এবং তাদের পালন-পদ্ধতিকে সারা জীবনের জন্য বাধ্যতামূলক করা।

কারিগর

সাধারণভাবে কারিগরদের ব্যাপারে আমাদের নীতি হওয়া উচিত এমন: ৮৪৬ডি
কোনও নাগরিক, এমনকি নাগরিকের কোনও চাকর-বাকর – কেউই কারিগরের শিল্পে শ্রমিক হিসেবে কাজ করবে না। কারণ, যে ব্যক্তি একজন নাগরিক, তার জন্য ইতোমধ্যেই যে-বৃত্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, তথা, নগরীর মধ্যে সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং বজায় রাখা, তার প্রভূত অনুশীলন এবং বিভিন্ন বিদ্যাবিভাগের জ্ঞান এমন কিছু দাবি করবে, যা খণ্ডকালীন কাজ নয়। নিপুণভাবে দু'টি বৃত্তি অথবা দু'টি চাহিদার দাবি পূরণ করা – এমনকি
একটিকে অনুসরণ করা এবং অন্যটিতে একজন শ্রমিকের তদারকি করা – ৮৪৬ই
মানবপ্রকৃতির জন্য প্রায় সকল সময়ই অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দেখা দেয়।

তাহলে কথা দাঁড়াল এই যে, এটিই হলো প্রথম নিয়ম, যা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত: কোনও ধাতুকর্মী একইসাথে কাঠমিস্ত্রী হতে পারবে না, আর কোনও কাঠমিস্ত্রী তার নিজের শিল্প অনুশীলন করার বদলে ধাতুশিল্পের শ্রমিককে তদারকি করতে পারবে না। অবশ্য আমরা এমন ওজরের সম্মুখীন হতে পারি যে, বহু সংখ্যক শ্রমিক তদারকি করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত, কারণ, কেবল নিজের
বৃত্তি নিয়ে পড়ে থাকার চাইতে তা অধিকতর লাভজনক। না, তা হবে না! ৮৪৭এ
আমাদের নগরীতে একজন মানুষের একটিই বৃত্তি থাকবে, তার মাধ্যমেই তাকে জীবন নির্বাহ করতে হবে। এই আইনটি প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য নগরী-নিয়ন্ত্রকদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে, আর XXXIX. **কোনও নাগরিক যদি সদ্‌গুণ চর্চা করার পরিবর্তে অন্য কোনও শিল্পে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে যতক্ষণ না তাকে সোজা পথে ফিরিয়ে আনা যায়, ততক্ষণ নিন্দাবাদ ও সম্মানহানি করে তার শাস্তিবিধান করতে হবে।** XL.**একজন বিদেশাগত ব্যক্তি যদি দুই শিল্প অনুশীলন করে, তাহলে
নগরী-নিয়ন্ত্রকগণ তাকে জেলে দিয়ে, আর্থিক জরিমানা করে এবং নগরী থেকে** ৮৪৭বি
বিতাড়িত করে, তার শাস্তিবিধান করবেন এবং এভাবেই তাকে বাধ্য করবেন বহু ব্যক্তি না হয়ে এক ব্যক্তি হয়ে উঠতে।

www.pathagar.com

কারিগরদের বেতন, তাদের কাজ করা জিনিসপত্রের সরবরাহ প্রত্যাখ্যান করা, অন্য কোনও ব্যক্তি কর্তৃক তাদের প্রতি অন্যায়, অথবা, তাদের দ্বারা অন্যের প্রতি অন্যায়ের ক্ষেত্রে নগর-নিয়ন্ত্রকগণ বিচার করবেন; যেসব মামলায় পঞ্চাশ দ্রাখমা বা তার চাইতে স্বল্প অর্থের সংশ্লেষ থাকবে, তার বিচার করবেন তাঁরা আর সেই সংশ্লেষের পরিমাণ যদি তার অধিক হয়, তবে তার বিচারিক ক্ষমতা বর্তাবে সাধারণ আদালতের ওপর।

আমদানি-রপ্তানি

নগরীতে আমদানিকৃত অথবা নগরী হতে রপ্তানিকৃত সামগ্রীর ওপর কেউ কোনও শুল্ক পরিশোধ করবে না। কেউই দেবতার পূজায় ব্যবহৃত ধূপ-ধুনা,
৮৪৭সি বা, অন্য কোনও বিদেশি সুগন্ধীসৃষ্টির দ্রব্যাদি, এমনকি রক্তবর্ণী রং, অথবা, অন্য রংয়ের উপাদান – যা এই দেশে প্রস্তুত হয় না – আমদানি করবে না; অধিকন্তু, বিদেশ থেকে এমন জিনিসও আমদানি করবে না, যা অন্য কোনও শিল্পে অপ্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। অপরপক্ষে, যেসব সামগ্রী নগরীতে থাকা দরকার, তাদের রপ্তানি করতে পারবে না কেউ।

এসব বিষয় আমলে নেবেন এবং তত্ত্বাবধান করবেন আইনের বারো অভিভাবক – সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ পাঁচ জনকে বাদ দিলে তারাই তো সর্বজ্যেষ্ঠ।

৮৪৭ডি ভারী অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধের অন্য সব উপকরণের ব্যাপারে বলতে হয় যে, কোনও কৌশল, বা, কোনও সবজি-সামগ্রী অথবা ধাতুর জিনিস, অথবা, জোড়া দেওয়ার জিনিস, অথবা, নির্দিষ্ট কোনও প্রাণীর আমদানি যদি প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়, তাহলে অশ্বারোহী বাহিনীর কমান্ডার, অথবা, অধিনায়কগণ তাদের আমদানি করা এবং তার বদলে অন্যান্য জিনিসপত্র রাপ্তানি করার দায়িত্ব পালন করবেন। আইনের অভিভাবকগণ এ-বিষয়ে যথাযথ এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করবেন। কিন্তু দেশের পুরো এলাকার কোথাও, অথবা, নগরীতে, কখনও অর্থের বিনিময়ে এসব জিনিসের – অথবা,
৮৪৭ই অন্য কোনও জিনিসের[১৫] – খুচরা বিক্রিবাট্টার অনুমতি দেওয়া হবে না।

খাদ্য সরবরাহ (২)

অনুমান করা যায় যে, খাদ্য সরবরাহ এবং দেশটির উৎপাদিত সামগ্রী বন্টনের ক্ষেত্রে ক্রিটের আইনের সমদর্শী আইন কিছুটা সঠিক বলে বিবেচিত হবে:

প্রত্যেক ব্যক্তি আবশ্যিকভাবে তার জমিনে উৎপাদিত সামগ্রী বারো ভাগে ভাগ করবেন; যে-বারোকালে তা গ্রহণ করা হবে, এক্ষেত্রে তার সাথে
৮৪৮এ সামঞ্জস্য রাখতে হবে। সেই বারো ভাগের প্রত্যেক ভাগ, যেমন, গম ও

www.pathagar.com

যবের ভাগ (অন্যান্য ফলনও একই নিয়ম অনুসরণে বিতরণ করা উচিত; প্রতি জেলায় যে-পরিমাণ প্রাণী বিক্রির জন্য রাখা হবে তা-ও) আনুপাতিক হারে তিনভাগে ভাগ করা হবে – তার এক ভাগ থাকবে স্বাধীন মানুষদের জন্য, আরেক ভাগ গৃহভৃত্যদের জন্য। তৃতীয় অংশ রাখা হবে সাধারণভাবে কারিগর ও আগন্তুকদের জন্য: তাদের কারও কারও প্রয়োজনীয় খাবার-সামগ্রীর দরকার পড়বে, কারণ, তাঁরা এখানে ভিনদেশি-অধিবাসী হিসেবে বাস করছেন, আর, অন্য মানুষজন এবং নগরীর কিছু কিছু প্রয়োজনেও বাহির থেকে আগন্তুকবৃন্দ এই নগরীতে আসবেন। সকল প্রয়োজনীয় জিনিস যখন ভাগাভাগি করা হলো, তখন তাদের কেবল তৃতীয়াংশ বিক্রির প্রয়োজন পড়বে, কেউই অন্য দুই ভাগ বিক্রি করার জন্য বাধ্য হবেন না। ৮৪৮বি

কিন্তু এসব ভাগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতি কী হবে? প্রথমত, এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আমাদের ভাগাভাগি এক অর্থে খুবই সমান, কিন্তু তা আবার অন্য অর্থে অসমও বটে।

ক্লেইনিয়াস: তা কীভাবে?

অ্যাথেনীয়: অনুমান করা যায় যে, জমিতে কোনও একটি ফসল হয়ত ভালো ফলবে, কিন্তু আবার অন্য ফসল ফলবে কম। আমার ধারণা তা অবশ্যম্ভাবী।

ক্লেইনিয়াস: এমনই তো হওয়ার কথা; তার অন্যথা আর কী হবে!

অ্যাথেনীয়: সেক্ষেত্রে এই বিচারে তিন ভাগের কোনও ভাগই অন্যটির চাইতে বড় হওয়ার কথা নয়, কর্তার কাছে যা বিতরণ করা হয়, তা যেমন নয়, ক্রীতদাসের অংশও নয়, এমনকি যা আগন্তুকের ভাগেও যায়, তা-ও নয়; এই বণ্টনের মাধ্যমে প্রত্যেকেরই সমান জিনিস পাওয়ার কথা – সদৃশ জিনিসে সমতা। প্রত্যেক ব্যক্তিরই তখন উচিত হবে তাঁর দুই অংশ নিয়ে ক্রীতদাস ও ৮৪৮সি
স্বাধীন মানুষদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া – সেক্ষেত্রে গুণগত মান ও পরিমাণের বিচার তাঁর একান্তই নিজস্ব। উদ্বৃত্ত সামগ্রীর ক্ষেত্রে বণ্টন ব্যবস্থা হওয়া উচিত এমন: জমিতে উৎপন্ন সামগ্রী দিয়ে যে-সংখ্যক গৃহপালিত প্রাণী প্রতিপালন করতে হবে, সেই অনুপাতে তার জন্য তা বরাদ্দ করতে হবে।

বাসগৃহ

এর পর অবশ্যই মানুষজনের জন্য আলাদা আলাদা ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের বাড়িঘরের যথাযোগ্য বিন্যাস হবে নিম্নরূপ: বারোটি গ্রাম সৃষ্টি করা উচিত – বারো জেলার প্রতিটির মধ্যিখানে একটি করে গ্রাম। প্রতি গ্রামে প্রথমেই দেবতাদের নামে উৎসর্গিত মন্দির ও বিপণিকেন্দ্রের স্থান নির্দিষ্ট ৮৪৮ডি
করতে হবে; তারপর নির্দিষ্ট করতে হবে দেবতাদের পরবর্তী সারির ছোটখাট দেবতার মন্দিরের স্থান। স্থানীয় ম্যাগ্‌নেসীয় দেবতা, অথবা, প্রাচীন পুরুষের স্মৃতিসমাধি যদি থেকে থাকে, যাকে মনের মণিকোঠায় স্মরণ রাখা হয়েছে,

www.pathagar.com

তাদেরকে প্রাচীনকালে যেমন শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করা হয়েছিল, এখনও তেমন শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করা উচিত; কিন্তু প্রত্যেক জায়গায় হেস্‌তিয়া, জিউস ও অ্যাথেনা এবং জেলার পৃষ্ঠপোষক-দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এরপর প্রথম কাজ হবে
৮৪৮ই এসব মন্দিরকে ঘিরে সর্বোচ্চ জায়গায় দালানকোঠা নির্মাণ, যাতে সবচেয়ে শক্ত সুরক্ষা-ব্যবস্থার লক্ষ্যে প্রতিরক্ষাবুহ্য তৈরি করা যায়। তারপর বাকি এলাকায় কারিগর দিতে হবে; তাদেরকে তেরো ভাগে ভাগ করতে হবে। তাদের একটি ভাগের বসত হবে নগরীতে; তাদেরকে আবার অনুক্রমে বারো ভাগে, তথা, নগরীর প্রতিটি শাখার জন্য ভাগ করা হবে এবং নগরীর বহির্ভাগে গোল করে স্থায়ীভাবে বসত করতে দেওয়া হবে। প্রতি গ্রামে খামারিদের অধীনে থাকবে যথাযোগ্য সব কারিগর, যারা তাদের পাশাপাশি বাস করবে। মাঠ-নিয়ন্ত্রকদের কমান্ডারগণ এসব ব্যাপার তদারকি করবেন – প্রতি জায়গায় কয়জন এবং কী ধরনের কারিগরের প্রয়োজন, আর কোথায় তাদের বসতি গড়া উচিত, যাতে
৮৪৯এ খামারীদের ক্ষেত্রে তা সবচেয়ে কম কষ্টের এবং সর্বাধিক উপকারের ব্যাপার হয়। সমভাবে নগরীতে নগর-নিয়ন্ত্রকদের ম্যাজিস্ট্রেসিকে এসব বিষয় হাতে নিতে হবে এবং তাদের তত্ত্বাবধান করতে হবে।

হাটবাজার

স্বাভাবিক কারণেই বাজারের বিশদ তত্ত্বাবধানের কাজটি বর্তাবে বাজার-নিয়ন্ত্রকদের হাতে। বাজারস্থলের চারিদিকে যে-মন্দির আছে, তা যেন কেউ ক্ষতিসাধন না করে, তা নিশ্চিত করা হবে তাঁদের প্রথম কাজ; দ্বিতীয়ত, তাদের কাজ হবে মানুষজন কি সুশৃঙ্খলভাবে, না কি, উদ্ধতভাবে তাদের কাজকর্ম সারছে, তার প্রতি লক্ষ রাখা; আর যাদেরকে শাস্তি দেওয়া দরকার, তাদের শাস্তি প্রদান করাও হবে তাদের কাজ। বিদেশিদের কাছে
৮৪৯বি নাগরিকদের যেসব জিনিস বিক্রয় করা দরকার, তা তারা আইনের নির্দেশ অনুযায়ী বিক্রয় করছে কি না, তাঁদেরকে তা-ও নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য একটিই আইন হবে, তা এমন:

প্রতি মাসের প্রথম দিবসে বিদেশাগত লোকদের কাছে সামগ্রীর যে-অংশ বিক্রয় করা হবে, তা বিক্রয়কারী এজেন্ট (যিনি নাগরিকের এজেন্ট হিসেবে কাজ করবেন, তিনি বিদেশাগত ব্যক্তি হতে পারেন, অথবা, ক্রীতদাসও হতে পারে) বাইরে নিয়ে আসবেন। প্রথম সামগ্রী হচ্ছে দানাশস্যের এক-দ্বাদশাংশ। বাজারে প্রতি আগন্তুকের প্রথমেই কেনা উচিত পুরো মাসের জন্য প্রয়োজনীয় দানাশস্য আর সেইসাথে এর সংশ্লিষ্ট সামগ্রী। মাসের দশম দিবসে এক পক্ষ বিক্রয় করবে আর আরেক পক্ষ ক্রয় করবে পুরো মাস চলার মতো যথেষ্ট পরিমাণ পানীয় দ্রব্য। তৃতীয় বাজারটি বসবে গবাদি পশুর জন্য – প্রতি মাসের কুড়ি তারিখে। সেই সময় গবাদি পশুর ক্ষেত্রে তাদের
৮৪৯সি প্রত্যেকের যে বেচা-কেনার দরকার, তা সারবে তারা; অধিকন্তু, কৃষকদের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে যদি এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কোনও উপকরণ, অথবা, অন্য কোনও জিনিস বিক্রি করার থাকে, আর আগন্তুকদের ক্রয়ের মাধ্যমে অন্যের কাছ কোনও জিনিস সংগ্রহ করার থাকে, (যেমন পশু-চামড়া, এবং সব ধরনের পোশাক-আশাক, বোনা সামগ্রী, পশমীবস্ত্র, অন্য এমন সব সামগ্রী) তবে তা সারবেন তাঁরা।

কিন্তু এ-ধরনের সামগ্রী, সেইসাথে যব ও গমের আটা এবং অন্য যে-কোনও ধরনের খাবারের খুচরা ক্রয়বিক্রয়ের বেলা কেউ যেন কস্মিনকালেও নগরবাসী, বা তাদের ক্রীতদাসদের কাছ থেকে তা ক্রয় না করেন, তাঁদের কাছে বিক্রিও না করে। দানাশষ্য ও ওয়াইনের 'খুচরা' কেনাবেচার জন্য ৮৪৯ডি
সঠিক জায়গা হলো (সাধারণভাবে যাকে বলা হয়) বিদেশিদের বাজার, যেখানে বিদেশিরা কারিগর এবং তাদের ক্রীতদাসদের কাছে এইসব জিনিস বিক্রি করবে; কসাইরা যদি পশু জবাই করে থাকে, তবে তাদেরকে সেই মাংস বিতরণ করতে হবে বিদেশি এবং কারিগরদের কাছে, অথবা, তাদের ক্রীতদাসদের কাছে। কোনও ভিনদেশি ইচ্ছে করলে যে-কোনও দিন জেলা-এজেন্টের কাছ থেকে যে-কোনও ধরনের জ্বালানি-কাঠ কিনতে পারবে এবং তার ইচ্ছেমতো যে-কোনও সময় অন্য ভিনদেশির কাছে যে-কোনও পরিমাণ ৮৪৯ই
কাঠ বিক্রয় করতে পারবে।

বিভিন্ন লোকজনের প্রয়োজনীয় বাকি দ্রব্যসামগ্রী ও যন্ত্রপাতি সাধারণ বাজারে নিয়ে আসতে হবে আর তাদের জন্য বরাদ্দ জায়গায় তা বিক্রির জন্য রাখতে হবে। নগর-নিয়ন্ত্রকবৃন্দসহ আইনের অভিভাবকবৃন্দ এবং বাজার-নিয়ন্ত্রকবৃন্দ সীমানা চিহ্নিত করে নির্ধারণ করে দেবেন কোথায় কোন্ সামগ্রী বিক্রয় করা হবে। এই বরাদ্দকৃত জায়গায়ই লোকজন দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে অর্থ এবং অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যাদি হস্তান্তর করবে – কোনও কিছু না পেয়ে যেন কিছুতেই কোনও কিছু হস্তান্তর না করা হয়। কোনও ব্যক্তি যদি বিশ্বাস করে অন্যকে কিছু দেন. তখন তার বিনিময়ে কিছু পেলে ভাল, কিন্তু কিছু না পেলে, তাকে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে; এ ধরনের লেনদেনে কোনও ৮৫০এ
আইনগত প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ থাকবে না।

আইনে নির্দিষ্ট যে পরিমাণের কথা বলা হয়েছে, তার অধিক বা নিম্নে ক্রয় করে যদি কোনও মানুষের সম্পত্তির ক্রয় বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আইনবিরোধী কোনও বাড়তি বা ঘাটতি দেখা দিয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, সেখানে প্রথম ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিমাণটি আইনের অভিভাবকগণ নিবন্ধন করবেন এবং এর বিপরীত ক্ষেত্রে তথা, ঘাটতিটি, বাতিল করে দেবেন।[১৬] একই নিয়ম-কানুন ভিনদেশি-অধিবাসীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

ভিনদেশি-অধিবাসী

যে-কেউ ইচ্ছে করলে নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট শর্ত পালন সাপেক্ষে ভিনদেশি-অধিবাসী হতে পারবেন:

www.pathagar.com

৮৫০বি বিদেশাগত লোকজনের বাস করার জন্য একটি জায়গা আছে আর কারও ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকলে তিনি সেখানে বসবাস করতে পারবেন; তাকে অবশ্যই কোনও একটি দক্ষতার অধিকারী হতে হবে; নিবন্ধনের পর বিশ বছরের অধিককাল তিনি সেখানে বাস করতে পারবেন না; তিনি, অর্থাৎ, ভিনদেশি-অধিবাসী কোনও কর প্রদান করবেন না – ফুটো কড়িও নয়; তাকে কেবল সংযত আচরণ করতে হবে; তিনি কেনাবেচার ক্ষেত্রেও কোনও কর দেবেন না। যখন তাঁর সময় ফুরোবে, তখন তিনি তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে চলে যাবেন। তবে অবস্থানের বছরগুলোতে তিনি যদি নগরীর জন্য যথেষ্ট ভালো কোনও কাজ করে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকেন এবং এমন মনে করেন যে, তার অস্থায়ী বসবাসকালকে বৃদ্ধি করবেন, অথবা, তাঁর বসবাসকে স্থায়ী করার ব্যাপারে অনুরোধ রাখলে কাউন্সিল ও সংসদ তাতে সম্মত হবে, তিনি তাদের
৮৫০সি সম্মত করাতে সক্ষম হবেন, তাহলে তিনি যেন তা-ই করেন – নগরীর কাছে তাঁর আর্জি উপস্থাপন করেন; সেক্ষেত্রে নগরী তাকে যে-সুবিধা প্রদান করবে, তা উপভোগ করার অধিকার থাকবে তাঁর।

ভিনদেশি-অধিবাসীর সন্তানরা যদি কারিগর হয়ে থাকে আর তারা যদি পনের বছর বয়েসী হয়ে থাকে, তাহলে পনের বছরে পদার্পণের দিন থেকেই তাদের আবাসকালের গণনা শুরু বলে ধরে নেওয়া হবে। এসব শর্ত পালনসাপেক্ষে তাঁরা বিশ বছর বসবাস করতে পারবেন, তারপর তাঁদের খুশিমতো যে-কোনও গন্তব্যে চলে যেতে পারবেন। তাঁদের মধ্যে কেউ যদি তারপরও থেকে যেতে চান, তবে পূর্ববর্ণিত অনুমতি লাভে সমর্থ হতে হবে তাঁকে। যিনি নগরী ত্যাগ করে যাবেন তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সংরক্ষিত তাঁর পূর্বলিখিত রেকর্ড মুছে দিয়ে যেতে হবে।

টীকা

১ এখানে ব্যবহৃত বাগ্‌ধারাটি *অরাকল*-এর সাথে পরামর্শ করার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হতো।

২ গ্রিক পঞ্জিকা অনুসারে দ্বাদশ মাস ছিল *'স্কিরোফরিয়ন'*, – এই মাসটি বিস্তৃত ছিল জুনের শেষভাগ এবং জুলাইয়ের প্রথম ভাগে। মাসটিকে দেবতা প্লুটোর কাছে পবিত্র বলে বিবেচনা করা হতো, কারণ, তা বসন্ত ঋতুর বিকাশের শেষভাগ বলে চিহ্নিত হতো।

৩ থেমারিস ছিলেন একজন থ্রেসীয় গায়ক; তিনি 'মিউজদের' প্রতিযোগিতায় আহ্বান জানিয়েছিলেন, এবং তার সেই ঔদ্ধত্যের জন্য তাকে স্মৃতিবঞ্চিত করা হয়েছিল।

৪ *প্যানক্রাশন:* এক ধরনের লড়াইয়ের প্রতিযোগিতা। তাতে একই সাথে মল্লযুদ্ধ, খালি হাতের মুষ্টিযুদ্ধ এবং লাথি যুক্ত থাকত। সাধারণত গ্রিক মুষ্টিযুদ্ধে যেমন প্রতিপক্ষকে কুপোকাৎ করা হতো এক্ষত্রে তা করা হতো না, বরং তাকে পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য করা হতো।

৫ এক স্তাদ হল ৬০৬.৭৫ ফুট।

৬ এই দৌড় মনে হয় বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ছিল, তবে তা সম্ভবত চব্বিশ স্তাদের অধিক ছিল না।

৭ সম্ভবত তা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়া ব্যতীতও বোঝায়।

www.pathagar.com

৮ লাইয়াস হলেন ইদিপাসের পিতা। এমন বলা হয়ে থাকে যে, তিনি হলেন সমকামিতা অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষ। কিংবদন্তিমূলক এক ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছিল যে, তিনি তাঁর নিজের পুত্রের হাতে নিহত হবেন; তাই তাঁর স্ত্রীর সাথে যৌনমিলন থেকে তাঁকে বিরত থাকতে হয়েছিল। আরেকটি ভার্সনে এমন আছে যে, তিনি পিলাপস্-এর পুত্রকে দেখে প্রেমমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে অপহরণ করেছিলেন।

৯ *থায়েস্তেজ* না জেনে তার নিজের কন্যা পেলোপিয়াকে অন্ধকারে ধর্ষণ করেছিলেন; তাদের মিলনে যে সন্তানের জন্ম হয়েছিল তার নাম ছিল আইজিস্থাস্। থায়েস্তেজ নিজেকে হত্যা করেনি, বরং, তার পুত্রের সাথে তার সম্পর্ক ভালোই ছিল; সে পুরুষ হয়ে ওঠার পর তার আদত পিতাকে আবিষ্কার করে; পেলোপিয়া একথা জানার পর আত্মহত্যা করে। সফোক্লিজ ও ইউরিপাদিজ থায়েস্তেজ নামে যে-নাটক রচনা করেছিলেন, তা হারিয়ে গেছে।

তাঁর নিজের পিতামাতা কে তা না জেনে *ইদিপাস* তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন এবং নিজের মাতাকে বিবাহ করেছিলেন; তার গর্ভে কয়েকজন সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। যখন সত্য আবিষ্কার হলো, তখন তার মাতা আত্মহত্যা করলেন এবং ইদিপাস নিজেকে অন্ধ করে ফেললেন। অন্য একটি ভার্সনও আছে যেখানে বলা হয়েছে যে, তিনি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন।

বোনের সাথে অজাচার করে *মেকারেউস* আত্মহত্যা করেছিল। বোনটি আত্মহত্যা করেছিল, অথবা তার পিতা এইয়লস তাকে খুন করেছিল।

১০ *ইকস* ছিলেন একজন বিখ্যাত 'পেন্টাথেলন' এবং পরে বিখ্যাত একজন প্রশিক্ষক হয়ে উঠেছিলেন। *ক্রিসন* ছিলেন ইমেরা থেকে আগত বিখ্যাত দৌড়বিদ; খ্রিষ্টপূর্ব ৪৪৭ সালে তিনি অলিম্পিকে জয়লাভ করেছিলেন। ক্রোতোনার *আস্তিলাস* খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ সালের কাছাকাছি সময়ে পরপর তিনবার অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছিলেন। সাইমানাদিজ তাঁর নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন; তিনি আবার স্বৈরাচারী ইয়েরোর বন্ধুও ছিলেন। *দিউপম্পাসের* খুব একটা পরিচয় জানা যায় না।

১১ অ্যারিস্টটলের *পলিটিক্স* অনুসারে দেখা যায় যে, ক্রিটের গণভোজের জোগান দেওয়া হতো গণতহবিল থেকে; অন্যদিকে স্পার্টাতে মাথাপিছু ট্যাক্স প্রদান করতে হতো। যে-স্পার্টীয় সেই ট্যাক্স দিতে অসমর্থ থাকত, তাকে গণভোজ থেকে বাদ দেওয়া হতো, তার নাগরিকত্বও রদ হয়ে যেত। স্পার্টার এই অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যাপারে অ্যারিস্টটল খুবই সমালোচনামুখর ছিলেন।

১২ মূল গ্রিক লেখায় একটি 'ফাঁক' আছে – বাক্যটি পুরো করা হয়নি, আর 'একই নিয়মকানুন তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে' কথাটিও বলা হয়নি।

১৩ এই দেবী হলেন ফসলের দেবী *অপরা*। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এ দুটি উপহার হচ্ছে টেবিলের দ্রাক্ষা আর ওয়াইন তৈরির দ্রাক্ষা। পরবর্তী পর্যায়ে যে 'মাঠের ফল'-এর কথা বলা হয়েছে তা সম্ভবত সেই ফল যা ওয়াইনের জন্য ব্যবহার করা হয়, অথবা, যা শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। অন্যদিকে 'সু-জন্মানো' ফল হলো সেইসব ফল, যা কাঁচা ও পাকা অবস্থায় সরাসরি খাওয়া হয়।

১৪ শরৎকালে সূর্যের বিষুবরেখা অতিক্রমণের সময়; তখন দিবস ও রাত্রি থাকে সমান সময়ের।

১৫ এই নিষেধাজ্ঞা মনে হয় অত্যুৎসাহী নিষেধাজ্ঞা, কারণ ম্যাগ্নেসিয়ার অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল কিছু সংখ্যক পাইকারী ব্যবসায়ীর ওপর।

১৬ এখানে নিবন্ধন করা বলতে বাজেয়াপ্ত করা বুঝানো হয়ে থাকতে পারে।

www.pathagar.com

পুস্তক নয়

১৬. প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধ

প্রাথমিক আলোচনা

৮৫৩এ **অ্যাথেনীয়ঃ** এরপর আসবে পূর্ববর্ণিত কর্মকাণ্ডের জন্য প্রদেয় বৈচারিক দণ্ডের বিষয়ে আইনের প্রকৃতির ক্রমানুসারে বিধানদান। কিছু কিছু বিষয় আছে যার ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন প্রয়োজন, যেমন, কৃষিকাজ ও তার সাথে সংশিষ্ট বিষয়; আমরা তাদের ব্যাপারে আলোচনা করেছি বটে, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমাদের আলোচনার বাইরে থেকে গেছে। আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি
৮৫৩বি মামলায় কী ধরনের শাস্তির বিধান করা উচিত এবং সেই সময় কে বিচারকের দায়িত্ব পালন করবেন তা নির্ধারণ করা হবে আমাদের পরবর্তী কাজ।

ক্লেইনিয়াসঃ ঠিক বলেছেন।

অ্যাথেনীয়ঃ বাস্তবিকপক্ষে যে-নগরী সম্পর্কে আমরা দাবি করছি যে, সদ্‌গুণের পরিশীলনের জন্য তা সুশাসিত হবে, সবদিক থেকে যথাযথভাবে সুসজ্জিত হবে, সেই নগরীর সব বিষয়ে যে আমরা এখন আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছি, তা কোনও কোনও দিক থেকে লজ্জাজনকও বটে। এমন ধরনের নগরীতে মন্দ কাজে নামকরা অন্য বড় বড় নগরীর মন্দ লোকদের মতো কেউ জন্মাতে পারে – এমন কল্পনা করা, আর এমন লোকের জন্য শাস্তির বিধান করতে হবে, তার মন্দকাজ প্রতিহত করতে হবে – যেমনটি আমি বলেছি – এমন আশঙ্কা ও
৮৫৩সি হুমকির কথা মনে রেখে এ ধরনের আইন প্রণয়ন করা যে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে, তা কোনও এক বিচারে লজ্জাজনকই বটে। কিন্তু প্রাচীন আইনদাতাগণ, যারা বীরপুরুষদের, দেবতাদের সন্তানদের (হালে যেমন বলা হয়ে থাকে, তাঁরা নিজেরা দেবতার মধ্য থেকেই জন্মেছিলেন এবং তাঁদের উৎস ছিল এক; তাঁদের জন্য তাঁরা আইন প্রণয়ন করতেন) জন্য আইন প্রদান করতেন, তাঁদের অবস্থানটি যেমন ছিল, আমাদের অবস্থান ঠিক তেমন নয় – আমরা মানুষ এবং মানুষের বীজের জন্য আইন প্রণয়ন করছি। সেজন্য আমাদের আশঙ্কাকে
৮৫৩ডি দোষারোপ করার কিছু থাকবে না যদি দেখা যায় যে, আমাদের কোনও একজন নাগরিক 'শোধরানোর অতীত দুষ্টমতি'[১] হয়ে উঠেছে, প্রকৃতিগতভাবে সে এমন কঠিন যে, সে কিছুতেই গলবে না। শক্ত সীমবিচি যেমন আগুনেও গলে না, তেমনই এসব লোক শক্ত আইনেও গলবে না।

www.pathagar.com

তাদের শাস্তিবিধান করার জন্য প্রথমে যে অপ্রিয় আইনটি আমি তুলে ধরব তা হলো – যদি কেউ এই অপরাধ করার দুঃসাহস দেখায় – মন্দিরের ডাকাতি নিয়ে। আমরা এমন কামনা করি না আর এই নিয়ে আমরা বড় কোনও প্রত্যাশাও করি না যে, যথার্থভাবে প্রতিপালিত হওয়া কোনও নাগরিক কখনও এই রোগে আক্রান্ত হবে আর তার কোনও গৃহভৃত্য এবং কোনও আগন্তুক এবং আগন্তুকের কোনও ক্রীতদাস এ-ধরনের ডাকাতির দুঃসাহস দেখাবে।
কিন্তু বিশেষ করে তাদের কারণে এবং মানব-প্রকৃতির সাধারণ দুর্বলতার ৮৫৪এ
বিপক্ষে সাবধানতা হিসেবে আমি মন্দিরে কৃত ডাকাতি এবং যে-কাজের আরোগ্যসাধন দুঃসাধ্য, অথবা, বলা যায়, যা নিরারোগ্য ধরনের অন্যায় কাজ, তার সবগুলোর ব্যাপারে আইন ঘোষণা করব।

মন্দির হতে চুরি

যে-যুক্তির ব্যাপারে আমরা পূর্বেই সম্মত হয়েছি, তদনুসারে এ-সমস্ত আইনের গোড়াতে সংক্ষিপ্ততম অবতরণিকা যুক্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ধরে নিন যে, একজন মানুষ দিনের বেলা কোনও এক মন্দ আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়, রাত্রি বেলা সেই তাড়নায় জেগে থাকে, আর তা-ই তাকে প্ররোচিত করে কোনও পবিত্র জিনিস চুরি করতে। সেই লোকের কাছে উৎসাহব্যঞ্জক সংলাপের
আকারে এবং ভর্ৎসনা হিসেবে এমন বলতে পারেন: ৮৫৪বি

"শুনুন প্রিয়বর, মন্দিরে ডাকাতি করার যে-তাড়না আপনাকে পেয়ে বসেছে তার উৎস মনুষ্যগত নয় আর ঐশীও নয়, বরং, তার কারণ হলো নির্দিষ্ট এক ধরনের ডাঁশমশা[২], তা প্রাচীন এবং ব্যাখ্যার অতীত অবিচারের কারণে মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে জন্মলাভ করেছে; এটি হলো এক অভিশপ্ত জিনিস; ধ্বংস ও ক্ষতি সাধন করে তা সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়; তার বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য একজন মানুষের সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করা উচিত। এবার সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলি: আপনার মনে যখন এমন কোনও চিন্তা প্রবেশ করবে, তখনই মন্ত্রের সাহায্যে ভূত-ছাড়ানোর অনুষ্ঠানে যোগ দেন; এর অতিরিক্ত হিসেবে সেইসব দেবতার মন্দিরে যান, যাঁরা অসৎচিন্তা দূর করেন; সমাজে যেসব মানুষের সদ্‌গুণী বলে খ্যাতি আছে, তাঁদের সাহচর্য লাভের চেষ্টা করেন;
তারা বলেন – প্রত্যেক মানুষের উচিত যা সুন্দর এবং ন্যায়সঙ্গত, তার প্রতি মনোযোগ ৮৫৪সি
দেওয়া; আপনিও যেন সেই কথাই বলতে পারেন, তেমন পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করুন। কিন্তু অসৎ লোকের সঙ্গ হতে শতহস্ত দূরে থাকুন; ভুলেও তাদের দিকে ফিরে তাকাবেন না। এসব জিনিস করার মাধ্যমে যদি দেখেন যে রোগ কিছুটা সেরেছে, তাহলে তো ভালই; আর যদি দেখেন যে তার উন্নতির লক্ষণ নেই, তাহলে মৃত্যুকেই মহৎ বলে ভাবুন আর জীবন থেকে বিদায় নিন।"

এসব অধার্মিক এবং নগরীর ক্ষেত্রে বিধ্বংসী কাজ করার কথা ভাবনাকারীদের প্রতি এই হবে আমাদের প্রারম্ভিক প্রস্তাব। যারা এসব কথা মানবে, তাদের প্রতি আইন নীরব থাকবে; কিন্তু যারা তা অমান্য করবে, তাদের ক্ষেত্রে অবতরণিকার পর আইন বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করবে:

www.pathagar.com

৮৫৪ডি XLIa. **মন্দিরে ডাকাতি করার বেলা যে-ই ধরা পড়বে – সে যদি ক্রীতদাস, অথবা, একজন বিদেশাগত ব্যক্তি হয় – তার মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয়ে তার দুর্ভাগ্যের কথা লিখে দেওয়া হবে আর বিচারকগণ বিচার করে যে-পরিমাণ বেত্রাঘাত নির্দিষ্ট করবেন, তা প্রদান করার পর তাকে নগ্ন করে দেশের সীমান্তের বাইরে বের করে দেওয়া হবে।**

এই দণ্ড পরিশোধের পর সম্ভবত সে সংযত আচরণ করে ভালো হয়ে যাবে। কারণ, বিচার-করা কোনও শাস্তির উদ্দেশ্যই খারাপ নয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অন্য দুটি লক্ষ্যের একটি অর্জন করে: যে-ব্যক্তি দণ্ড ভোগ করে তাকে এটি
৮৫৪ই অধিকতর সদ্‌গুণধারী অথবা স্বল্পতর অন্যায়কারী করে তোলে।

XLIb. **কোনও নাগরিককে যদি এ ধরনের কাজ করতে দেখা যায়, কেউ যদি দেবতাকুল অথবা নারীর পিতামাতার বিরুদ্ধে এ ধরনের জঘন্য ও অবাচ্য অন্যায় করে, তাহলে বিচারকদের মনে করা উচিত যে, বাল্যকাল থেকে এমন শিক্ষা এবং লালনপালন লাভ করার পরও যেহেতু সে জঘন্যতম অপরাধ করা থেকে বিরত থাকেনি, তাই সে ইতোমধ্যে সংশোধনের অতীত হয়ে পড়েছে। এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বল্পতম মন্দ বিচারিক শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড;** আর সে যদি কলঙ্ক নিয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং তাকে যদি
৮৫৫এ দেশের মাটির বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, তবে তা অন্যদের জন্য একটি উদাহরণ হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু তার সন্তানসন্ততি ও পরিবার যদি পিতামাতার এই ধরনের কাজকর্ম পরিহার করে, তবে যে-সব ব্যক্তি মন্দ থেকে ভালো কাজে ফিরে এসেছে, তাদের মতোই তারা খ্যাতি অর্জন করতে পারবে এবং তাদের ব্যাপারে সম্মানের সাথে কথা বলা হবে।

যে-নগরীতে খামারের আকার ও সংখ্যা চিরকাল অপরিবর্তিত রাখা হবে, সেখানে এ ধরনের কোনও অপরাধীর জন্য জমিজমা বাজেয়াপ্ত করা যথাযথ বলে বিবেচিত হবে না। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি এমন কোনও অন্যায়-অপরাধ করে, যা অর্থদণ্ডের মাধ্যমে শাস্তিযোগ্য আর তার জন্য বরাদ্দকৃত খামারের বুনিয়াদি
৮৫৫বি যন্ত্রপাতির অতিরিক্ত কোনও কিছু যদি তার থাকে, তাহলে, তার মাধ্যমে সে সেই জরিমানা পরিশোধ করবে; যদি তা না থাকে তবে তা পরিশোধ করতে হবে না। আইনের অভিভাবকগণ এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ খতিয়ে দেখার জন্য লিখিত রেকর্ডপত্র পরিদর্শন করবেন এবং প্রতিক্ষেত্রে বিচারকদের কাছে স্পষ্টভাবে তা তুলে ধরবেন, যাতে তহবিলের ঘাটতির জন্য কোনও খামারই অকার্যকর না হয়ে যায় – যাতে তা প্রতিরোধ করা যায়। কেউ যদি অধিকতর দণ্ডযোগ্য হয় আর তার বন্ধুবান্ধব তার জামিন হতে সম্মত না হয়, তার হয়ে জরিমানা দিয়ে তাকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃত হয়, তাহলে তার শাস্তি হওয়া উচিত দীর্ঘকালীন জেল-খাটা (জনসাধারণ যাতে তা দেখতেও পায়) এবং বিভিন্ন ধরনের অপমান। কিন্তু একটিমাত্র অপরাধের জন্য কাউকেই পুরোপুরিভাবে তার
৮৫৫সি নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না – এমনকি যদি সে দেশ থেকে পালিয়েও গিয়ে থাকে। আমরা যে দণ্ড দেব তা হবে মৃত্যু, জেল-খাটা, বেত্রাঘাত, অথবা, বিভিন্ন অপমানজনক ভঙ্গিতে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকা, অথবা,

www.pathagar.com

দেশের সীমান্তে মন্দিরে দাঁড়িয়ে থাকা এবং যেভাবে বিচারিক দণ্ড পরিশোধ করা উচিত – যার কথা আমরা পূর্বে বলেছি – সেভাবে অর্থ পরিশোধ করা।

অনুসরণীয় বড় বড় পদ্ধতি

যে-ক্ষেত্রে শাস্তি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য, সে-ক্ষেত্রে বিচারক হবেন আইনের অভিভাবকবৃন্দ, আর, আদালত গঠিত হবে পূর্ববর্তী বছরের সেইসব ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে, যারা সর্বোত্তম বলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কনিষ্ঠতর আইনদাতাগণ এইসব কেইসে আদালতে মামলা উপস্থাপন, সমনজারি এবং এই ধরনের পদ্ধতিগত বিষয়াদি ৮৫৫ডি
সম্পন্ন করবেন, কিন্তু আমাদের কাজ হবে ভোট প্রদানের বিষয়টিতে আইন প্রণয়ন করা। ভোট গ্রহণ করা হবে উন্মুক্তভাবে, কিন্তু তার আগে বিচারকগণ এক সারিতে বয়ঃক্রম অনুযায়ী একজনের পর একজন বসবেন; তাদের সরাসরি সম্মুখভাগে থাকবে বাদি ও বিবাদি আর সকল নাগরিক, তথা, যারা অবসরে থাকবেন, তারা; এ ধরনের বিচারকার্যের শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তারা। প্রথমে অভিযোগকারী একটি বক্তব্য উপস্থাপন করবে, তারপর দ্বিতীয় বক্তব্যটি উপস্থাপন ৮৫৫ই
করবে বিবাদি। এরপর সবচেয়ে জেষ্ঠ্য বিচারক জেরা করে উপস্থাপিত কথা অনুসরণ করবেন এবং যতক্ষণ না তিনি যথেষ্ট বিশদভাবে যুক্তির গভীরে প্রবেশ করবেন, ততক্ষণ তা চালিয়ে যাবেন। বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের যে-কোনও পক্ষের কোনও পয়েন্ট ভুলক্রমে. অথবা, বাদ থাকার কারণে, যদি সেই পক্ষের মামলা সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান না হয়, তবে সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ বিচারকের পর জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে অন্য বিচারকগণ একের পর এক জেরা করবেন। কোনও ৮৫৬এ
বিচারক যদি মনে করেন যে, তার আর জিজ্ঞাসার বাকি নেই, তবে তিনি পরবর্তী বিচারকের হাতে জেরার কাজটি হস্তান্তর করবেন। উপস্থাপিত যেসব পয়েন্ট তাঁদের কাছে অনুমোদনযোগ্য বলে মনে হয়, তাতে সমস্ত বিচারকের লিখিত স্বাক্ষর যুক্ত করে অনুমোদন করতে হবে এবং *হেস্‌তিয়ার*[৩] বেদীমূলে জমা করতে হবে। পরদিন তাঁদের সবাইকে একই জায়গায় জমায়েত হতে হবে; একইভাবে বৈচারিক জেরা এবং পরীক্ষা পরিচালনার পর সাক্ষ্যের মধ্যে তাঁরা তাঁদের স্বাক্ষর যুক্ত করবেন। তিনবার এই পদ্ধতি অনুসরণ করার পর এবং প্রমাণাদি এবং সাক্ষীর সাক্ষ্যের প্রতি যথাবিবেচনা দেওয়ার পর, প্রত্যেক বিচারক একটি করে গোপন ভোট দেবেন; ভোটকালে তিনি যাতে ন্যায়ানুযায়ী এবং তাঁর সাধ্যমতো সত্য বিচার করেন, হেস্‌তিয়ার নামে এমন শপথও করবেন। এই পদ্ধতিতেই এ ধরনের বিচারকার্যের সমাপ্তি টানা উচিত।

অন্তর্ঘাত

দেবতাদের বিষয়ে আইন প্রণয়নের পর আসে রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার ৮৫৬বি
ধ্বংস-সাধনের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন। যে-ব্যক্তি আইনকে মানুষের শাসনাধীনে

www.pathagar.com

এনে তাকে ক্রীতদাস করে তোলে, যে নগরীকে হানাহানি মারামারিতে নিপতিত করে এবং আইনের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে, সহিংসতার মাধ্যমে এসব কর্ম সাধন করে, সেই ব্যক্তিকে সমগ্র নগরীর সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে গণ্য করতে হবে। কিন্তু যে-ব্যক্তি এসব কাজে অংশগ্রহণের অপরাধে অপরাধী নন, কিন্তু নগরীতে সর্বোচ্চ কোনও পদ অধিকার করে থেকে এসব জিনিস শনাক্ত করতে ব্যর্থ হন, অথবা, এমন ঘটে যে, শনাক্ত করতে ব্যর্থ না হলেও নিজের ভীরুতার কারণে পিতৃভূমির পক্ষে সেই অপরাধের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণে অপারগ হন, তবে তাকে দ্বিতীয় কাতারের অন্যায়কারী বলে চিহ্নিত করতে হবে। সামান্যতম ভালো করার ক্ষমতাধারী ব্যক্তিরও উচিত, সহিংস এবং বেআইনিভাবে সংবিধানকে উৎখাত করার অপরাধ ম্যাজিস্ট্রেটদের অবগত করে এইসব ব্যক্তিকে যড়যন্ত্রকারী হিসেবে বিচারের সম্মুখীন করা। এসব মামলার বিচারক হওয়া উচিত সেই একই বিচারকের, যাঁরা মন্দিরের ডাকাতির বিচার করেন; তাছাড়া এইসব লোকের বিচার প্রক্রিয়াটি এমনই হওয়া উচিত, যা পূর্বোক্ত বিচারের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট জয়ী হলে মৃত্যুদণ্ডই শাস্তি হিসেবে নির্ধারিত হবে।

৮৫৬ডি এক কথায় বলতে গেলে কোনও পিতার দণ্ড এবং দোষ কোনও সন্তানের ওপর বর্তাবে না; এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হবে তার বেলায়, যার পিতা, পিতামহ এবং পিতামহের পিতা, ক্রমান্বয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে নগরী তাদেরকে, তাদের বরাবরে বরাদ্দকৃত যন্ত্রপাতি ব্যতীত অন্য সহায়-সম্পত্তিসহ, প্রাচীন পিতৃভূমি ও নগরীতে নির্বাসন দেবে। তারপর, যাদের দশ বছরের অধিক বয়েসী একাধিক পুত্রসন্তান আছে, তাদের মধ্য
৮৫৬ই থেকে যাদেরকে তাদের পিতা, দাদা বা নানা মনোনীত করবে, এমন দশ জনকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে। যাদের নাম এই লটারিতে উঠবে, তা দেলফাইয়ের কাছে পাঠানো হবে। সেই তালিকা থেকে দেবতা যার নাম নির্বাচন করেন, তাকেই সৌভাগ্যবান হিসেবে, পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে, প্রতিষ্ঠা করা হবে।

রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা

ক্লেইনিয়াস: চমৎকার।

অ্যাথেনীয়: তৃতীয় একটি ক্ষেত্রে – যখন কোনও ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য আদালতে যেতে হয় তখন কারা মামলার বিচার করবে, সেই বিচারকদের ব্যাপারে এবং মামলার ক্ষেত্রে কী পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে, তা নিয়ে একই নিয়মকানুন প্রযোজ্য হবে। একইভাবে, একই আইন কি তিন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য
৮৫৭এ হবে এবং অপরাধীদের (রাষ্ট্রদ্রোহী, মন্দিরের ডাকাত এবং সহিংস উপায়ে আইন ও নগরী ধ্বংসকারী) সন্তানরা পিতৃভূমি থাকতে পারবে, কি পারবে না – তার ব্যাপারেও তারাই সিদ্ধান্ত দেবেন।

www.pathagar.com

১৭. শাস্তির তত্ত্ব

চুরি: সকল চুরির কি একই শাস্তি হবে?

অধিকন্তু, সকল ধরনের চৌর্যকর্মের ক্ষেত্রে – তা চোর সামান্য পরিমাণ চুরি করুক, অথবা, বিরাট চুরিই করুক – একই আইন প্রযোজ্য এবং একই ধরনের বৈচারিক শাস্তি প্রদান করা হবে। প্রথমত, XLIIa. **যে-ই এ-ধরনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে, তার অধিকারে যদি বরাদ্দকৃত সম্পদের অতিরিক্ত সম্পদ থাকে, তবে জরিমানা হিসেবে তাকে চুরিকরা সামগ্রীর দ্বিগুণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে;** XLIIb. **আর সেই পরিমাণ সম্পদ যদি তার না থাকে, তবে তাকে ততদিন জেলে পুরে রাখতে হবে, যতদিন না সে সেই জরিমানা পরিশোধ করে, অথবা, তাকে ছেড়ে** ৮৫৭বি
দেওয়ার জন্য সেই মামলায় জেতা বাদীকে সম্মত করাতে পারে। XLIII. **কোনও ব্যক্তি যদি জনসাধারণের সম্পদ চুরি করার দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তখন তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য সে যদি নগরীকে সম্মত করাতে পারে, অথবা, চুরিকরা জিনিসের মূল্যের দ্বিগুণ ফেরত দেয়, তবে তাকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া যাবে।**

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, আমরা যখন বলি তস্কর ছোট চুরি অথবা বড় চুরি – যার জন্যই দোষী সাব্যস্ত হোক না কেন, সেই চুরি পবিত্র জায়গায়ই[৪] করা হোক, অথবা, সাধারণ জায়গা থেকেই করা হোক, তাতে কোনও পার্থক্য নেই, তখন কি আমরা বিষয়টিতে যথাযথ গুরুত্ব দেই? ডাকাতির অন্যান্য পরিস্থিতির ক্ষেত্রে তাহলে কী বলা হবে? যাতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের চৌর্যকর্মের ক্ষেত্রে সুবিচার করা যায়, তার জন্য আইনপ্রণেতা যে-শাস্তির বিধান দেবেন, তার মধ্যে কি ভিন্নতা থাকার প্রয়োজন নেই?

দর্শনভিত্তিক আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতা

৮৫৭সি **অ্যাথেনীয়:** চমৎকার প্রশ্ন, ক্লেইনিয়াস: আমি তো ঘুমের মধ্যে হাঁটছিলাম, আপনি আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলেন; যে-বিষয়টি আমার মনে আগে উদয় হয়েছিল, তার কথা আপনি স্মরণ করিয়ে দিলেন; এখন যে-উদাহরণটির উদ্ভব ঘটেছে, তা থেকে দেখতে পাচ্ছি, আইনের একটি কোড প্রতিষ্ঠার বিষয় কখনও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি। তাছাড়া, এ-কথাও জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করতে হয়, এর মাধ্যমে আমরা কী বুঝাতে চাচ্ছি? যখন আমরা বিদ্যমান আইনকে ক্রীতদাস-ডাক্তার দ্বারা ক্রীতদাসদের চিকিৎসা-বিধান হিসেবে তুলনা করেছিলাম, তখন আদতে আমরা কোনও খারাপ চিত্রকল্প দিচ্ছিলাম না। এই ডাক্তারদের কেউ যখন তত্ত্বের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে, আর হাতড়ে হাতড়ে
৮৫৭ডি চিকিৎসা চালায়, তখন যদি সে কখনও কোনও স্বাধীন ডাক্তারকে স্বাধীন মানুষের সাথে আলোচনা করতে দেখে, তখন কী ঘটবে, তার ব্যাপারে ভুল হওয়ার কোনও কারণ থাকে না। এই ডাক্তারটি অনেকটা দার্শনিকের মতো আচরণ করবেন; রোগ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অনুসন্ধান রোগের উৎস, তারও পেছনে গিয়ে দেহের পুরো বৈশিষ্ট্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত থাকবে। কিন্তু আমাদের অন্য ডাক্তারটি সাথে সাথে অট্টহাস্য ফেটে পড়বে, আর অন্য সব ডাক্তার ঘাড় নাচিয়ে যে-সব কথা বলার জন্য মুখিয়ে থাকে, তার পর্যবেক্ষণও তেমনটিই হবে। সে বলবে, 'আরে গর্দভ, তুমি তো রোগীর
৮৫৭ই চিকিৎসা করছ না, তার জন্য স্কুল খুলে বসেছ! দেখে তো মনে হচ্ছে, তার আরোগ্য লাভের দরকার নেই, বরং, সে নিজে ডাক্তার হতে চাচ্ছে।"

ক্লেইনিয়াস: এমন কথা বললে তাকে কি বেঠিক বলা যাবে?

অ্যাথেনীয়: যদি না সে অতিরিক্ত আরেকটি কথা মনে রাখে, তবে হয়ত তা বলা যাবে না; আমরা এখন যেভাবে আইনের সামাল দিচ্ছি, তাতে আমরা নাগরিকদের ওপর আইন চাপিয়ে দিচ্ছি না, বরং, তাদেরকে তা শিক্ষা দিচ্ছি। একথা বলা কি একইভাবে সঠিক বলে বিবেচিত হবে না?

ক্লেইনিয়াস: সম্ভবত।

অ্যাথেনীয়: বর্তমান মুহূর্তে আমরা ভাগ্যবান অবস্থায় রয়েছি।

ক্লেইনিয়াস: কীভাবে?

অ্যাথেনীয়: আমি কোনও আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা না থাকার কথা বলতে চাচ্ছি। আমরা কেবল আমাদের মতো করে সকল ধরনের রাজনৈতিক
৮৫৮এ শাসনব্যবস্থার পর্যালোচনা করছি, এবং সবচেয়ে আদর্শ ব্যবস্থাকে কী করে বাস্তবায়িত করা যায়, তা দেখার চেষ্টা করছি; আমরা আরও দেখার চেষ্টা করছি, ন্যূনতম প্রকৃষ্ট কোন্ ব্যবস্থাটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এটি বিশেষত আমাদের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সত্যি, যেখানে এমন দেখা যায় যে, দুটি বিকল্প আছে: আমরা যদি চাই, তবে আদর্শ আইন পরীক্ষা করতে পারি; তাছাড়া, যদি এমন বোধ করি যে, ন্যূনতম যে-মানদণ্ড গ্রহণ করতে প্রস্তুত, আমরা তার সন্ধান চালাব, তবে তা-ও করতে পারি। সুতরাং, আমাদেরকে নিশ্চয়ই একটি পথ বেছে নিতে হবে।

ক্লেইনিয়াস: বন্ধুবর, আমাদের সামনে এটি তো একটি হাস্যকর বাছাই। আমরা
৮৫৮বি তো ঠিক সেই আইনদাতাদের অবস্থায়ই পড়ে গেলাম, যেখানে আশু কোনও প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে আইন প্রণয়ন করায় বাধ্যবাধকতায় নিপতিত হয়েছে, কারণ, আগামীকাল আর তা করা সম্ভব হবে

www.pathagar.com

না। আমাদের কথায় যদি দেবতার আশীর্বাদ থাকে, তাহলে আমরা রাজমিস্ত্রী বা অন্যান্য নির্মাণকর্মী, যারা নির্মাণ শুরু করছে, তাদের মতো কাজ করতে পারি – আমরা বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের নির্মাণসামগ্রী একত্র জড়ো করতে পারি এবং আসন্ন নির্মাণের জন্য যা যা প্রয়োজন, অবসরে আয়েশ করে তাদের মধ্য থেকে বাছাই করতে পারি। সুতরাং, আমরা এমন ধরে নিচ্ছি যে, আমরা সেই গৃহনির্মাতা নই, যারা চাপের মুখে কাজ করছে, বরং, আয়েশের সাথে কিছু কিছু সামগ্রী জড়ো করছে এবং বাকি সময়ে কিছু কিছু জিনিসকে একত্রে জোড়া দিচ্ছে। সুতরাং, এমন বলাই যথার্থ হবে যে, আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু ৮৫৮সি
জিনিস প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, অন্য কিছু জিনিস জড়ো করা হচ্ছে।

অ্যাথেনীয়ঃ যাই হোক না কেন, ক্লেইনিয়াস, আমাদের আইন-প্রণয়ন সম্পর্কিত পর্যালোচনা পরিচালনার ক্ষেত্রে এটিই হবে অধিকতর বাস্তবসম্মত পন্থা। সুতরাং, এ পর্যায়ে, দেবতাদের নামে, আইনপ্রণেতাদের সাথে নিম্নোক্ত সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদি লক্ষ করা যাক।

ক্লেইনিয়াসঃ তা কী?

অ্যাথেনীয়ঃ নগরসমূহে এই আইনপ্রণেতা ছাড়াও অন্য অনেকেরই লেখাজোখা ও লিখিত বক্তৃতার অস্তিত্ব আছে – এমন কি ধারণা করা যায়?

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো অবশ্যই করা যায়।

অ্যাথেনীয়ঃ এখন কি আমাদের উচিত হবে অন্যদের লেখাজোখার প্রতি দৃষ্টি ৮৫৮ডি
দেওয়া? আমাদের কি আইনপ্রণেতাদের লেখার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে কবিদের, অথবা, যাঁরা কবিতার ছন্দে অথবা গদ্যে জীবন সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে লিখিত দলিল রেখে গেছেন, তাঁদের পাঠ করা উচিত? না কি, আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত প্রথমোক্তদের প্রতি?

ক্লেইনিয়াসঃ অবশ্যই প্রথমোক্তদের প্রতি।

অ্যাথেনীয়ঃ কিন্তু, আমার ধারণা, লেখকদের মধ্যে আইনপ্রদানকারীই কি একমাত্র ব্যক্তি নন, যাকে সদ্‌গুণ এবং প্রকৃষ্টতা এবং ন্যায়নীতি নিয়ে উপদেশ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না? আর, আমরা যদি সুখী হওয়াকে উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করি, তবে তিনিই কি একমাত্র ব্যক্তি নন, যাকে এসব জিনিসের প্রকৃতি এবং তা কী করে আমাদের চরিত্রে প্রতিফলিত হবে – তা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বারিত করতে হবে?

ক্লেইনিয়াসঃ না, তা কী করে হয়?

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে, লাইকারগাস এবং সোলন এবং অন্য যাঁরা আইনদাতা ৮৫৮ই
হয়েছিলেন" এবং বিভিন্ন জিনিস লিখে গেছেন, তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি যতটা না লজ্জাজনক হয় তার চাইতে হোমার, তার্‌তিয়াস এবং অন্যান্য কবির ক্ষেত্রে – যারা জীবনযাপনের জন্য লিখিতভাবে মন্দ নিয়মকানুন রচনা করেছিলেন – কি তা অধিকতর লজ্জাজনক হয়ে উঠে না? এক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই যথার্থ দৃষ্টিকোণ হলো এমনঃ আইনি বিষয়ে একটি নগরীর লেখাজোখা যখন খুলে

www.pathagar.com

দেখা হবে, তখন দেখা যাবে যে, তা প্রচলিত অন্যান্য লেখাজোখার মধ্যে
৮৫৯এ সবচেয়ে মহৎ, সবচেয়ে উত্তম; অন্য ব্যক্তিবর্গের রচনা একই সুরে রচিত বলে, অথবা, বেসুরো বলে হাস্যকর হিসেবে প্রতিভাত হবে। সুতরাং মতামত কী বলে – আমাদের নগরীর আইন-প্রণয়নের স্টাইল কী হবে? এটি কি বিচক্ষণ এবং স্নেহপরায়ণ মাতা ও পিতা দৃষ্টিতে রচিত বলে প্রতিভাত হওয়া উচিত? না কি, সেই আইন হওয়া উচিত কোনও স্বৈরাচারী ও নৃশংস শাসকের শাসনের জন্য লিখিত? তাদের যখন আদেশ-নির্দেশ জারি করার প্রয়োজন পড়বে, হুমকি দেওয়া দরকার হবে, তখন দেওয়ালে কি সেই আইন টানিয়ে দিলেই চলবে? স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, এই পর্যায়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে: আমরা কি আইন নিয়ে সঠিক স্পিরিটে কথা বলব, না কি বলব না। তাতে সফল হই বা না-ই হই, আমরা নিশ্চয়ই আমাদের সদিচ্ছা নিয়ে সেই চেষ্টাই
৮৫৯বি চালিয়ে যাব। এই পথ অনুসরণ করতে গিয়ে আমাদের যদি কোনও সমস্যার সম্মুখীনও হতে হয়, তবে আমরা তার মোকাবেলা করব। আমাদের জন্য এটি ভাল জিনিস হয়ে দেখা দিক; দেবতা সহায় হলে আমরা সফল হবই।

ক্লেইনিয়াস: আপনি চমৎকারভাবে জিনিসটি উপস্থাপন করলেন; যেমন বলেছিলেন, আমরা তবে সে-পথেই এগিয়ে যাই।

অ্যাথেনীয়: তাহলে, এখন আমরা যে-উদ্যোগ নিয়েছি, তা অব্যাহত রাখতে হবে: আমাদেরকে অবশ্যই ডাকাত এবং মন্দির সম্পর্কিত, সাধারণভাবে চুরি এবং ভিন্ন ভিন্ন সকল অপরাধ সম্পর্কিত, আইনকানুন যাচাই-বাছাই করতে হবে। আইনপ্রদান প্রক্রিয়ার একেবারে মধ্যিখানে যদি এমন ঘটে যে, আমাদের
৮৫৯সি দৃষ্টিগোচর হলো, কিছু কিছু বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছি, কিন্তু অন্য অনেক বিষয়ে আমাদের অনুসন্ধান এখন সম্পূর্ণ হয়নি, তাহলেও যেন তা আমাদেরকে নিরস্ত করতে না পারে। আমরা এখনও আইনদাতা হয়ে উঠিনি – আইনদাতা হওয়ার পথে রয়েছি এবং এমন সম্ভাবনা আছে যে, আমরা তা হতে পারব। সুতরাং, যে-বিষয়টির কথা আমি বলেছি, তার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক এবং আমি যেভাবে তা ব্যাখ্যা করেছি, সেভাবেই তার অনুসন্ধান পরিচালনা করা যাক।

ক্লেইনিয়াস: অবশ্যই; আমরা প্রস্তুত।

একটি 'পদগত অযাথার্থ্য'

অ্যাথেনীয়: তাহলে সকল মহৎ জিনিস এবং সকল ন্যায়সঙ্গত জিনিসকে আমাদের পুরোপুরি স্পষ্ট করে দেখার চেষ্টা করা উচিত – ঠিক কোন্ জায়গায় আমরা সহমত পোষণ করি আর কোথায় পোষণ করি ভিন্নমত, তা দেখার চেষ্টা করা উচিত। তাদের মধ্যে ভিন্নতাই বা কী? স্বাভাবিকভাবেই, আমাদের এমন বলা
৮৫৯ডি উচিত যে, আমরা চেয়েছি সাধারণ মানুষ ও আমাদের মধ্যে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও, এ নিয়ে নিদেনপক্ষে সামান্য কিছু 'পার্থক্য' থাকা উচিত!

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: আমাদের কী ভিন্নতা মনে করে আপনি এমন কথা বলছেন?

অ্যাথেনীয়: আমি তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। সামগ্রিকভাবে যখন আমরা ন্যায় এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, ন্যায়সঙ্গত কর্ম এবং ন্যায্য ব্যবস্থা সম্পর্কে বলি, তখন আমরা কোনও না কোনওভাবে এমন সম্মতি প্রকাশ করি যে, এসব জিনিস মহৎ। এমন কথাও হয়, কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে যে, ন্যায়পরায়ণ মানুষজন শারীরিকভাবে দেখতে বীভৎস হলেও তাদের অনন্য ন্যায়পরায়ণ চরিত্রের কারণে তারা পুরোপুরি সুন্দর মানুষ। কেউ যদি একথা বলে, তবে অন্য লোকের এমন ভাবার কারণ ঘটবে না যে, সে আবোল- ৮৫৯ই
তাবোল বকছে।

ক্লেইনিয়াস: তা কি ঠিক কথা নয়?

অ্যাথেনীয়: হয়ত বা তা ঠিক। কিন্তু আসুন, আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখি, যা ন্যায়ে অংশগ্রহণ করে, তার সবই যদি মহৎ হয়, তাহলে সেই 'সব'-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে আমাদের প্রতিটি কৃত কাজ – যা মোটামুটিভাবে বলতে গেলে অন্যদের প্রতি করা আমাদের কাজের সমান।

ক্লেইনিয়াস: তাহলে বিষয়টি কী দাঁড়ায়?

অ্যাথেনীয়: যে ক্রিয়া ন্যায়সঙ্গত, তা মহতের সাথে আনুমানিকভাবে সেই মাত্রায় অংশগ্রহণ করে, যে-মাত্রায় তা ন্যায্যতার সাথে অংশগ্রহণ করে।

ক্লেইনিয়াস: তা তো বটেই।

অ্যাথেনীয়: তাহলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, আমাদের প্রতি যা-কিছু করা হয়, ৮৬০এ
যার মধ্যে ন্যায়ের উপাদান রয়েছে, সম্মতভাবে তা সেই মাত্রায়ই মহৎ; সেক্ষেত্রে বলা যায়, আমাদের তর্কযুক্তির মধ্যে কোনও পরস্পরবিরোধিতার উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে না !

ক্লেইনিয়াস: তা বটে।

অ্যাথেনীয়: কিন্তু আমরা যদি এ-কথায় সহমত পোষণ করি যে, আমাদের প্রতি যা করা হয় তা ন্যায্য বটে, কিন্তু লজ্জাজনক, তাহলে তো 'ন্যায্য' এবং 'মহৎ' পদ দুটি একটি আরেকটির বিরোধী হয়ে যাবে – কারণ, আমরা 'ন্যায্য' ক্রিয়াকে 'চরম লজ্জাজনক' বলে অভিহিত করেছি।

ক্লেইনিয়াস: আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

অ্যাথেনীয়: একথা বোঝা কোনও কঠিন ব্যাপার নয়। কারণ, এই কিছুক্ষণ আগে আমরা যে-আইন প্রতিষ্ঠা করেছি, তা যে-কথা বলে, তা, এখনকার বলা-কথার বিচারে পুরোপুরি বিপরীতধর্মী মনে হবে।

ক্লেইনিয়াস: তা কেমন?

অ্যাথেনীয়: ধারণা করা যায়, আমরা এমনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম যে, মন্দিরের ৮৬০বি
ডাকাত এবং যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত আইনের শত্রু, 'ন্যায়তই' মৃত্যুলাভ করবে; কিন্তু আমরা যখন এমনতরো বহু আইনি প্রথা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করলাম,

www.pathagar.com

তখন থেমে গেলাম, কারণ, আমরা দেখতে পেলাম, এ-ধরনের আইনি শাস্তি ভোগের সংখ্যা এবং তীব্রতার দিক থেকে অগণিত, তদুপরি, সকল শাস্তি ভোগের মধ্যে এগুলো যদিও সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত, আবার সবচেয়ে লজ্জাজনকও বটে। ফলে, কোনও একটি মুহূর্তে হয়ত আমরা দেখতে পাব যে, 'ন্যায়সঙ্গত' আর 'মহৎ' একই জিনিস বলে উদ্ভূত হচ্ছে এবং পরবর্তী মুহূর্তেই আবিষ্কার করব যে, তারা একে অপরের বিপরীত।

ক্লেইনিয়াস: হয়ত তা-ই।

৮৬০সি **অ্যাথেনীয়:** একজন সাধারণ মানুষের ভাষার মধ্যে পরস্পরবিরোধিতার এই হলো উৎস: সে 'মহৎ' আর 'ন্যায়সঙ্গত' জিনিসের ঐক্য বিনষ্ট করে।

ক্লেইনিয়াস: তাই তো মনে হয়, আগন্তুকবর।

'ইচ্ছাকৃত' ও 'অনিচ্ছাকৃত' ক্রিয়ার মধ্যকার পার্থক্য

অ্যাথেনীয়: এক্ষণে ক্লেইনিয়াস, আমাদের পুনর্বার নিজেদের অবস্থান পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এই একই বিষয়ে তা কতদূর সঙ্গতিপূর্ণ?

ক্লেইনিয়াস: সঙ্গতিপূর্ণ? আপনি কিসের সঙ্গতির কথা বলছেন?

অ্যাথেনীয়: আমাদের পূর্বেকার আলোচনায় আমি সুনির্দিষ্টভাবেই তা বলেছি – আর যদি তা বলে না থাকি, তবে ধরে নিন এখন বলছি...

ক্লেইনিয়াস: তা কী?

৮৬০ডি **অ্যাথেনীয়:** মন্দ সর্ববিচারেই অনিচ্ছাকৃতভাবে মন্দ। যেহেতু ব্যাপারটি এমন, তাই আমার পরবর্তী তর্কযুক্তি একে অনুসরণ করেই গড়ে উঠবে।

ক্লেইনিয়াস: কী সেই যুক্তি?

অ্যাথেনীয়: অন্যায়কারী ব্যক্তি যে নিঃসন্দেহে মন্দ, তা, আর মন্দ লোক যে অনিচ্ছাকৃত অন্যায়কারী, তা-ও। যাই হোক না কেন, একটি স্বেচ্ছাকৃত ক্রিয়াকে যদি অনিচ্ছাকৃত বলা হয়, তবে তার কোনও অর্থ হয় না। সুতরাং, যার দৃষ্টিতে এমন প্রতীয়মান হয় যে, অন্যায়কার্য অনিচ্ছাকৃত কর্ম, তার কাছে অন্যায়-করা লোককে এমন মনে হবে যেন, সে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তেমন কাজ করছে। এ কথাই এখন আমায় মেনে নিতে হবে। কারণ, এ-ব্যাপারে আমি একমত যে, প্রত্যেক মানুষই অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় করে। কেউ যদি
৮৬০ই বিজয় অর্জন, বা, সম্মানের প্রতি ভালবাসার বশবর্তী হয়ে এমন দাবি করে যে, অন্যায় কার্যাদি অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবেই অন্যায় করে, তবু আমার যুক্তি এমনই থেকেই যায় যে, পূর্বোক্ত বক্তব্যই সঠিক, পরবর্তীটি নয়। সেক্ষেত্রে, আমার যুক্তিকে আমি কী করে এ-কথার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলব? ক্লেইনিয়াস, মেগিল্লাস, ধরুন আপনাদের দুজন এমন প্রশ্ন করলেন:

www.pathagar.com

"আগন্তুকবর এসব বিষয় যদি এমনই হয়, তাহলে ম্যাগ্‌নেসীয়দের নগরীর জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আপনার উপদেশ কী? আমরা কি কোনও আইন প্রণয়ন করব, না কি, করব না?"

আমি তখন বলব, "কেন নয়?"

আপনারা তখন হয়ত জিজ্ঞেস করবেন: "আপনি কি সেক্ষেত্রে তাদের জন্য অনিচ্ছাকৃত থেকে স্বেচ্ছাকৃত অন্যায় আলাদাভাবে চিহ্নিত করবেন, আর আমরা কি স্বেচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি এবং অন্যায়কার্যের জন্য অনিচ্ছাকৃত অন্যায়ের চাইতে অধিকতর দণ্ড নির্ধারণ করব? না কি, যেহেতু স্বেচ্ছাকৃত অন্যায় বলে কোনও ৮৬১এ
জিনিসের অস্তিত্বই নেই, তাই সবার জন্য সমান দণ্ড নির্ধারণ করা হবে?"

ক্লেইনিয়াস: একদম ঠিক বলেছেন, আগন্তুকবর। আমরা এখন যে-অবস্থান গ্রহণ করেছি, তাকে কীভাবে কাজে লাগাব?

অ্যাথেনীয়: চমৎকার প্রশ্ন। প্রথমে আমরা তাকে ব্যবহার করব –

ক্লেইনিয়াস: কিসে?

অ্যাথেনীয়: মনে মনে পেছনে ফিরে তাকানো যাক। কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা যে বলেছিলাম, ন্যায়ের ব্যাপারে আমরা প্রভূত বিভ্রান্তি এবং পরস্পরবিরোধী অবস্থানের কবলে নিপতিত হয়েছি, তা অত্যন্ত সঠিক বলে ধরা যায়। সেকথা মনে রেখে আমরা না হয় পুনর্বার নিজেদের এই প্রশ্ন করি: "এসব ব্যাপারে ৮৬১বি
আমরা এখনও বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এই দুই ধরনের অন্যায়, তথা, স্বেচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত অন্যায়ের মধ্যকার ভিন্নতাকে আমরা সংজ্ঞায়িত করিনি। যদি কোনও আইনদাতা আবির্ভূত হয়েই থাকেন, তবে সকল নগরীতেই তিনি তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন আর এই পার্থক্য আইনে প্রতিফলিত হয়েছে। যেন বা তা বিধাতার দেওয়া কোনও সিদ্ধান্ত, এমন মনে করেই কি সকল ভিন্নমত ধামাচাপা দেওয়ার জন্য এইমাত্র-বলা যুক্তির কথা উচ্চারণ করে মঞ্চ ছেড়ে চলে যাওয়া হবে? সকল ধরনের বাধাবিপত্তির মুখে এই আইন প্রণয়ন করা যে ন্যায্য, তার জন্য কোনও যুক্তি ৮৬১সি
তুলে ধরতে হবে না? অসম্ভব। আইন প্রণয়নের পূর্বে কোনও না কোনওভাবে একথা স্পষ্ট করে তুলতে হবে যে, এগুলো দুই ক্যাটাগরির জিনিস, কিন্তু তাদের মধ্যকার পার্থক্য ভিন্নতর কিছু। সেক্ষেত্রে কেউ যদি এ-দু'য়ের কোনওটির ক্ষেত্রে দণ্ড প্রদান করেন, তখন প্রত্যেককে যা বলা হচ্ছে, তা অনুসরণ করতে এবং যদি যথাযোগ্য দণ্ড প্রদান করা হয়ে থাকে, অথবা, না হয়ে থাকে, তবে কোনও না কোনওভাবে তা বিচার করতে, সক্ষম হবেন তিনি।

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, মনে হচ্ছে আপনি চমৎকারভাবে অবস্থানটি বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে এখন আবশ্যিকভাবে এ দু'জিনিসের মধ্যে একটি নিষ্পত্তি করতে হবে: হয় আমাদের জোর দাবি করতে হবে যে, অন্যায়কার্য সর্বদাই অনিচ্ছাকৃত, অথবা, অধিকতর অগ্রসর হওয়ার আগে প্রাথমিক এক স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে এর সিদ্ধতা উপস্থাপন করতে হবে।

www.pathagar.com

৮৬১ডি **অ্যাথেনীয়ঃ** বেশ, ধরে নেওয়া যায় যে, এই দুই বিকল্পের মধ্যে প্রথমটিকে – যার সম্পর্কে আমার বিশ্বাস হলো, তা সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে – অগ্রাহ্য করেই বলছি, আমার কাছে এই প্রস্তাবটি পুরোপুরিভাবে অগ্রহণযোগ্য। কারণ, তা আইনগত প্রথা অনুসরণে হবে না, আর বিধাতার আইন অনুসারেও হবে না। কিন্তু এই দুটি জিনিস যদি 'স্বেচ্ছাকৃত' এবং 'অনিচ্ছাকৃত' হওয়ার কারণে ভিন্ন না হয়, তাহলে তারা কীভাবে ভিন্ন হয়ে *ওঠে*? অন্য কী ফ্যাক্টর এতে সংযুক্ত থাকে? কোনও না কোনওভাবে আমাদেরকে তা তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

ক্লেইনিয়াসঃ কিন্তু আগন্তুকবর, সমস্যাটিকে অন্য কোনও দিক থেকে বিচার করার তো সুযোগ নেই।

নতুনভাবে নির্ণিত পার্থক্য, এবং শাস্তির উদ্দেশ্য

৮৬১ই **অ্যাথেনীয়ঃ** তার চেষ্টাই করতে হবে। লক্ষ করে দেখুন: নাগরিকরা যখন একত্রে জমায়েত হয়, যখন একজন আরেকজনের সাথে মেলামেশা করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই একে অপরকে প্রভূতভাবে *আহত* করে; এদের ক্ষেত্রে সহজেই 'ইচ্ছাকৃত' আর 'অনিচ্ছাকৃত' পদদ্বয় ব্যবহার করা চলে।

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ কিন্তু, এসব আঘাতকে কারও অন্যায়কর্ম হিসেবে বর্ণনা করা উচিত নয় এবং এমন ধরে নেওয়া উচিত নয় যে, এর মাধ্যমে অন্যায় – যার কিছু কিছু স্বেচ্ছাকৃত এবং কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত, তা – দ্বিগুণ হয়ে *ওঠে*। কারণ, সকল আঘাতের বিবেচনায় অনিচ্ছাকৃত আঘাত কোনওক্রমেই ইচ্ছাকৃত আঘাতের চাইতে সংখ্যায়, অথবা, তীব্রতায় স্বল্পতর নয়। কিন্তু ভেবে দেখুন,
৮৬২এ আমি যে-কথা বলতে ধরেছি, তা বলার ক্ষেত্রে আমি কি আদতে কিছু বলছি, না কি, সত্যিকার অর্থে কিছুই বলছি না? ক্লেইনিয়াস, মেগিল্লাস, আমার অবস্থানটি এমন নয় যে, কেউ যদি অন্য কাউকে অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও আঘাত করে, তখন সে তা করে অন্যায়ভাবে, কিন্তু, সে অন্যায় করে অনৈচ্ছিকভাবে। আমি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এমন নির্ধারণ করব না যে, এটি হলো অন্যায়মূলক অনৈচ্ছিক কাজ। তুলনামূলক গুরুত্ব ও তুচ্ছতাকে অগ্রাহ্য করে আমি এ ধরনের আঘাতকে সর্বোতভাবে 'অন্যায়'-এর কাতারে অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থাকব। বাস্তবিকপক্ষে, আমার মত যদি জয়ী হয়, তাহলে আমরা সর্বদা এমন দাবি করব যে, এমন কোনও ফল যদি আসে, যা *অসমীচীন*, তাহলে সেই ফলের জন্য যিনি দায়ি, তিনি একটি অন্যায়
৮৬২বি সম্পন্ন করছেন। বন্ধুগণ, সাধারণভাবে বলতে গেলে, কেউ যদি অন্য কাউকে কিছু দেয়, অথবা, উল্টোপক্ষে, কারও কাছ থেকে কেউ যদি কিছু লাভ করে, তাহলে সেই ক্রিয়াকে সরাসরি ন্যায় বা অন্যায় – কোনওটিই বলা উচিত নয়। ন্যায়পরায়ণ চরিত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কোনও ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত উপকার, বা, আঘাতের ক্ষেত্রেই কেবল 'ন্যায্য' পদটি প্রযোজ্য। এই পয়েন্টটি

www.pathagar.com

আইনপ্রণেতাকে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে; এই দু'টি জিনিসের ওপর তাকে সব সময় দৃষ্টি রাখতে হবে – অন্যায় এবং আঘাত। আঘাতের প্রতিবিধান করার জন্য আইনের মাধ্যমে যা করা সম্ভব, তা-ই করা উচিত তাঁর
– যা ধ্বংস পেয়েছে তা সংরক্ষণ করা, যা পতিত হয়েছে তাকে দণ্ডায়মান করা; ৮৬২সি
কোনও কিছুকে যদি হত্যা করা হয়ে থাকে, অথবা, আহত করা হয়ে থাকে, তবে তাকে সঠিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে তাঁর কাজ। আর ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেলে, তিনি সর্বদা তাঁর আইনের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিটি কেইসে অপরাধীকারী এবং ক্ষতির শিকার হওয়া ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শত্রুতার বদলে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাবেন।

ক্লেইনিয়াস: এসব সম্পন্ন করলে তিনি নিদেনপক্ষে একটি মহৎ কাজই করবেন।

অ্যাথেনীয়: অন্যপক্ষে, এবার আসা যাক অন্যায় আঘাতদানের বিষয়ে এবং, লাভের বিষয়েও – এমন দেখা যে, কারও অন্যায় কাজ অন্য একজনের লাভের কারণ হচ্ছে। এক্ষেত্রে কেউ যদি আরোগ্যযোগ্য হয়, তবে অবশ্যই এই অনুমানভিত্তিতে আমাদেরকে তাদের আরোগ্য করতে হবে যে, তাদের আত্মা রোগদুষ্ট হয়ে পড়েছে। অন্যায়ের রোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে যে-নীতি অনুসরণ করা হবে, তা-ও ঘোষণা করা উচিত।

ক্লেইনিয়াস: কী সে নীতি?

অ্যাথেনীয়: এমন নীতি: একজন মানুষের অন্যায় কর্মের প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে – তা ৮৬২ডি
সেটি গুরুতর হোক, অথবা তুচ্ছ হোক, অথবা অন্য কিছু হোক – আইন এমন নির্দেশনা এবং বাধ্যবাধকতা যুক্ত করবে যাতে অপরাধকারী ভবিষ্যতে কখনও পুনর্বার ইচ্ছাকৃতভাবে সেই অপরাধ করতে সাহস না করে, অথবা, যদি তেমন সাহস করেও, তবু যেন খুব কম সময়ই সে সেই কাজে প্রবৃত্ত হয়; অধিকন্তু, সে যেন তার কৃত ক্ষতিসাধনের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতেও বাধ্য হয়। আমরা
কেবল সর্বোচ্চ গুণসম্পন্ন আইনের মাধ্যমে তা অর্জন করতে সক্ষম হব। তার ৮৬২ই
জন্য অপরাধীকে আমরা শাস্তি প্রদান করতে পারি, অথবা, কেবল অপরাধীর সাথে কথাবার্তা বলতে পারি; তাকে ভোগসুখ দিতে পারি, অথবা, কষ্ট দিতে পারি; তাকে সম্মান দিতে পারি, অথবা, তার সম্মানহানি করতে পারি; তাকে জরিমানা করতে পারি, অথবা, উপহার দিতে পারি। সে যাতে অন্যায়-অবিচারকে ঘৃণা করে এবং সত্যিকার ন্যায়কে আলিঙ্গন করে, অথবা যে করেই হোক, তাকে যেন আমরা ঘৃণা না করি, তার জন্য আমাদের যা কিছু করা দরকার তার সবই যেন করতে পারি। কিন্তু ধরুন, একজন আইনদাতা দেখতে পেলেন যে, সে আরোগ্যাতীত, তখন তার কেইসে তিনি কী আইনগত দণ্ড প্রদান করবেন? কারণ, একথা তো ধরে নেওয়া যায় যে, তিনি জানেন, এসব লোকের জন্য বেঁচে না থাকাই শ্রেয় – এমনকি তাদের নিজেদের জন্যও তা-ই উত্তম। জীবন পরিত্যাগ করে তারা অন্যের প্রতি দ্বিগুণ উপকার সাধন করবে: প্রথমত, এটি অন্যদের প্রতি একটি সতর্কসংকেত হয়ে দেখা দেবে, আর
দ্বিতীয়ত তারা নগরীকে মন্দ মানুষমুক্ত করবে। সে-কারণেই এসব কেইসে ৮৬৩এ

www.pathagar.com

আইনদাতার উচিত তাদের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড সুপারিশ করা; তবে অন্য ক্ষেত্রে এমন সুপারিশ করা যথাযথ হবে না।

ক্রেইনিয়াস: একদিক থেকে চিন্তা করলে আপনি যা বলছেন, তা স্পষ্টতই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। তবে দু'টি পয়েন্টে অধিকতর স্পষ্ট ব্যাখ্যা শুনতে পেলে আমরা যারপর নাই খুশি হবঃ প্রথমত, অন্যায় এবং আঘাতের মধ্যে পার্থক্য কী করে এসব ব্যাপারে 'ইচ্ছাকৃত' এবং 'অনৈচ্ছিক'-এর সাথে মিশ্রিত হয়ে পড়েছে, তা।

অন্যায়ের পূর্ণ বর্ণনা

অ্যাথেনীয়: আপনার অনুরোধ রক্ষার চেষ্টা তো করতেই হবে আমাকে। এ-কথায় তো সন্দেহ নেই যে, আলাপ চলাকালে আপনারা নিদেনপক্ষে পরস্পরের কাছে
৮৬৩বি আত্মা সম্পর্কে এই পয়েন্টটি তুলে ধরেনঃ এর মধ্যে একটি গঠনকর উপাদান হিসেবে পাওয়া যায় 'ক্রোধকে' (তা 'অংশত' হোক, বা, 'পূর্ণ আবেগ' হিসেবেই হোক, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়); এই সহজাত আবেগ দুর্দম্য তো বটেই, তার বিরুদ্ধে লড়াই করাও কঠিন; এটি তার অযৌক্তিক শক্তি নিয়ে প্রভূত ধ্বংসসাধনেরও কারণ।

ক্রেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা তো ঠিকই।

অ্যাথেনীয়: পরবর্তী পয়েন্টটি হলো 'ভোগসুখ' (pleasure) ও 'ক্রোধের' মধ্যে আমরা যে পার্থক্য করি, তা। আমরা দাবি করি, বিপরীত প্রকৃতির শক্তির মাধ্যমে ভোগসুখ তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে; সে যা ইচ্ছা করে তা-ই সে অর্জন করে প্ররোচনামূলক প্রতারণার মাধ্যমে, যা অপ্রতিরোধ্য।[৬]

ক্রেইনিয়াস: যথার্থই তাই।

৮৬৩সি **অ্যাথেনীয়:** তৃতীয়ত, যদি আমরা অজ্ঞতাকে সকল অন্যায় কাজের কারণ হিসেবে নামায়িত করি, তবে আমরা সত্য বই অন্য কিছুই বলি না। বাস্তবিকপক্ষে, আইনদাতা প্রকৃষ্টতর কাজ করবেন যদি তিনি অজ্ঞতাকে দু'ভাগে ভাগ করেনঃ (১) 'সাধারণ অজ্ঞতা' – যাকে তিনি তুচ্ছ ভুলক্রটির কারণ হিসেবে বিবেচনা করেন; (২) 'দ্বিগুণ পরিমাপী অজ্ঞতা' – যা হচ্ছে সেই মানুষের ত্রুটি যিনি কেবল অজ্ঞতার কবলে বন্দিই নন, অধিকন্তু, কোনও বিষয়ে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞতা সত্ত্বেও যিনি বিশ্বাস করেন যে, সেই বিষয়ে সর্বোতভাবে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে তাঁর এবং যিনি তাতে নিজের প্রাজ্ঞতা সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয়ী; বাস্তবিকপক্ষে তার অজ্ঞতা সার্বিক। যখন এই অজ্ঞতার সহযোগী হয় শক্তি ও ক্ষমতা, তখন
৮৬৩ডি আইনদাতা তাকে গুরুতর এবং বর্বর অন্যায়ের উৎস হিসেবে বিবেচনা করেনঃ কিন্তু তাতে যদি ক্ষমতার অভাব থাকে, তাহলে তার পরিণামগত ত্রুটিকে তিনি বাচ্চাকাচ্চা এবং বৃদ্ধ মানুষের দোষত্রুটি হিসেবে বিবেচনা করবেন। তিনি এসব কর্মকে অবশ্যই অপরাধ হিসেবে গণ্য করবেন এবং সেইসব লোকের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে অপরাধী হিসেবে আইন প্রণয়ন করবেন; কিন্তু সেই আইন হবে অত্যন্ত নরম প্রকৃতির আর সকল বিচারে সবচেয়ে অধিক ক্ষমাশীল।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনার প্রস্তাবসমূহ পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত।

অ্যাথেনীয়ঃ আমরা অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করি, কিছু মানুষ তাদের সুখভোগের বাসনা এবং ক্রোধের অনুভূতির বিরুদ্ধে 'বিজয়ী', অপরপক্ষে অন্যেরা তাদের দ্বারা 'বিজিত'। আর বাস্তব অবস্থাটি এমনই।

ক্লেইনিয়াসঃ সত্যি কথা। ৮৬৩ই

অ্যাথেনীয়ঃ কিন্তু আমরা কাউকে একথা বলতে শুনিনি যে, কিছু কিছু মানুষ তাদের অজ্ঞতার বিরুদ্ধে 'বিজয়ী', আর অপরপক্ষে অন্যরা তার দ্বারা 'বিজিত'।

ক্লেইনিয়াসঃ অত্যন্ত খাঁটি কথা।

অ্যাথেনীয়ঃ কিন্তু আমরা এমন বলে থাকি যে, এর প্রত্যেকটির প্রভাব প্রায়শই প্রতিটি মানুষকে এমনভাবে তাড়িত করে যে, যে-পথ তাকে আকর্ষণ করে এবং সত্যিকার অর্থে যে-পথ সে অনুসরণ করতে চায়, তা না করে সে বিপরীত পথ অনুসরণ করে।

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, অসংখ্যবার; তা গুনে শেষ করা যাবে না।

অ্যাথেনীয়ঃ 'ন্যায্য' এবং 'অন্যায্য' বলতে আমি কী মনে করি তা বিশদভাবে বর্ণনা না করে, আপনার জন্য আমি কি কেবল সংক্ষেপে তাদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরব? অন্যায়-অবিচার নিয়ে আমার সাধারণ বর্ণনা হলো এমনঃ সত্যিকার অর্থে – তাদের দ্বারা ক্ষতি হোক বা না হোক – ক্রোধ, ভীতি, ভোগসুখ, বেদনা, ঈর্ষা এবং বাসনা দ্বারা আত্মার পরাভূত হওয়া হলো অন্যায়। ৮৬৪এ
কিন্তু যখন অন্যদিকে, যা সর্বোত্তম, তার সম্পর্কিত অভিমত (একটি নগরী বা নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তি সেই উত্তমের ব্যাপারে যা-ই ভাবুক না কেন) আত্মায় পরিব্যাপ্ত হয়, আর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তা শৃঙ্খলা আনে, তখন যদি তা কোনও এক বিচারে ভ্রান্তও হয় – কিন্তু তা দিয়ে যেকাজ সম্পন্ন করা হয়, এবং সেই নিয়মকানুনে প্রত্যেক মানুষের যে-অংশ অনুগত হয়ে ওঠে – তাকে অবশ্যই সমগ্র মানবজীবনের জন্য ন্যায়পরায়ণ এবং সর্বোত্তম হিসেবে ঘোষণা করতে হবে; এমন পরিস্থিতিতে হয়ত অনেকেই এমন অভিমত পোষণ করবেন যে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে যে-ক্ষতি সাধিত হবে, তা হবে 'অনিচ্ছাকৃত' অন্যায়। যাহোক, আমরা তো আর এখন নাম নিয়ে ঝগড়া-বিবাদমূলক যুক্তি-
পাল্টাযুক্তি তুলে ধরতে বসিনি; তিন আদলের ভুলত্রুটি যেহেতু এখন স্পষ্টত ৮৬৪বি
প্রতীয়মান হয়েছে, তাই প্রথমেই তাদেরকে অধিকতর শক্ত করে স্মৃতিতে গেথে ফেলা উচিত। আমাদের প্রথম ধরন হলো বেদনাময় আর আমরা তাকে অভিহিত করি ক্রোধ এবং ভীতি বলে।

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, তা-ই।

অ্যাথেনীয়ঃ দ্বিতীয় যে ধরন আছে, তা গঠিত ভোগসুখ এবং বাসনা নিয়ে। তৃতীয় সুস্পষ্ট ধরনটি গঠিত হয় প্রত্যাশা এবং যা সর্বোত্তম, তার সত্য অভিমত নিয়ে।

www.pathagar.com

সর্বশেষ ধরনটিকে আমরা যখন দু'বার ভাগ করি,[৭] তখন আমরা তিনটি টাইপ' লাভ করি; এবং আমাদের হালযুক্তি অনুসারে তা পাঁচটি আদল সৃষ্টি করে। এই পাঁচ ধরনের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রণয়ন করতে হবে
৮৬৪সি এবং তাতে অবশ্যই দুটি প্রধান ধরন থাকতে হবে।

ক্লেইনিয়াস: সেগুলো কী?

অ্যাথেনীয়: প্রথম ধরনে অন্তর্ভুক্ত থাকবে সেইসব ক্রিয়াকাণ্ড যেখানে খোলাখুলিভাবে অপরাধ করা হয়েছে; দ্বিতীয়ত, আমাদের এমন অনেক অপরাধ আছে, যা সংঘটিত হয় রাতের আঁধারে এবং যাতে যুক্ত থাকে গোপনীয়তা এবং প্রতারণা। কখনও কখনও আমরা একই কেইসে উভয় পদ্ধতির সম্মিলন দেখতে পাই; সেক্ষেত্রে আইনদাতাগণকে যদি যথার্থ দায়িত্ব পালন করতে হয়, তবে আমাদের আইনকে সত্যিকার অর্থেই কঠোর হতে হবে।

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

www.pathagar.com

১৮. নরহত্যা নিয়ে আইন

শাস্তিপ্রাপ্তি ও শাস্তি হতে মুক্তির সুযোগ পাওয়ার যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তি

অ্যাথেনীয়ঃ এরপর চলুন, সেই জায়গায় ফিরে যাই, যেখান থেকে ঘুরপথে আমরা এখানে এসেছি, এবং আইন প্রণয়নের কাজটি সম্পূর্ণ করি। আমার বিশ্বাস,
যারা দেবতাদের জিনিস লুণ্ঠন করে এবং যারা প্রতারক, তাদের সম্পর্কে, আর ৮৬৪ডি
যারা বিদ্যমান শাসনব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে আইনকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে, (আইনের প্রতি সহিসংতা করে) তাদের ব্যাপারেও, আমরা আইন প্রণয়নের কাজটি সম্পর্ন্ন করেছিলাম। উন্মাদ অবস্থায়, অথবা, রোগাক্রান্ত হয়ে, অথবা, অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়ার কারণে, এমনকি, শিশু অবস্থায় থাকার কারণে, একজন মানুষ এ-ধরনের অপরাধ করতে পারে। সেক্ষেত্রে, XLIV. **সেই অপরাধকারী, অথবা, তার উকিলের কৈফিয়ত প্রদানের বেলায় যদি নির্ধারিত ঘটনার বিচারের জন্য নির্বাচিত বিচারকের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের কোনও একটি পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল এবং এমতো অবস্থায় বিরাজিত থাকার সময়ে অপরাধী আইন ভঙ্গ করেছিল, তাহলে সে যাকে আঘাত দিয়ে ক্ষতি করেছে, তাকে যেন পুরো
ক্ষয়ক্ষতির ঠিক সমপরিমাণের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে; কিন্তু সে যদি কাউকে খুন** ৮৬৪ই
না করে থাকে আর তার হস্ত খুনের রক্তে রঞ্জিত না থাকে, তবে যেন অন্যান্য বিচারিক শাস্তি থেকে তাকে রেহাই দেওয়া হয়। দ্বিতীয়োক্ত সেই মামলায় তাকে অন্য দেশ এবং স্থানে দেশান্তরী হতে হবে এবং বাড়ি থেকে এক বছর দূরে বাস করতে হবে / XLV.**তাকে যতদিন বাইরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার আগে যদি সে ফিরে আসে, অথবা, কোনওক্রমে নিজদেশে পা রাখে, তাহলে আইনের অভিভাবকগণ তাকে অবশ্যই দুই বছর গণকারাগারে বন্দি রাখবেন এবং তারপর কারাগার থেকে মুক্তি দেবেন।**

অনিচ্ছাকৃত নরহত্যা

দ্বিধা করার আর দরকার কী? যেভাবে শুরু করেছিলাম, খুনের প্রতিটি ধরনে ৮৬৫এ
আইন প্রণয়নের কাজে সেভাবেই এগিয়ে যাওয়া যাক। চলুন, সহিংস এবং অনৈচ্ছিক খুন নিয়ে প্রথমে কথা বলি।

২৬—

www.pathagar.com

XLVI. কোনও প্রতিযোগিতার সময় এবং জনগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত খেলাধুলার সময়, কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে তার প্রিয় কাউকে হত্যা করে – আঘাতের কারণে সংঘটিত মৃত্যু সাথে সাথেই ঘটুক, অথবা, পরবর্তী কোনও সময়ে ঘটুক, তা বিবেচ্য নয় – অথবা, তা যদি সংঘটিত হয় যুদ্ধের কালে, অথবা, যখন তারা দেহের বর্ম পরিধান ব্যতীত বর্শানিক্ষেপ অনুশীলন করে সেই কালে, অথবা,
৮৬৫বি সুনির্দিষ্ট ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের কলাকৌশল অনুশীলন করার সময়, তথা, যুদ্ধের সেই প্রস্তুতির কালে, তখন দেলফাইয়ের কাছ থেকে আনীত আইন অনুসারে তাকে একবার পবিত্রকরণ করা হলে, সে দূষণ থেকে মুক্ত বলে গণ্য হবে।

পরিচর্যা লাভের অবস্থায় ডাক্তারদের অনিচ্ছায় যদি কারও মৃত্যু ঘটে, তবে তার সকল কেইসেই আইন অনুসারে তাদেরকে দোষশূন্য বলে গণ্য করতে হবে।

কোনও মানুষ যদি নিজ হাতে কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনও মানুষকে হত্যা করে – তা সেটি তার অস্ত্র দ্বারা অসজ্জিত দেহের মাধ্যমে হোক, অথবা, মিসাইল দিয়ে হোক, অথবা, কোনও পানীয় অথবা খাবার দিয়ে হোক, অথবা, অগ্নি বা শৈত্য প্রয়োগ
৮৬৫সি করে হোক, অথবা, শ্বাসরুদ্ধ করেই হোক, আর তা সে নিজের দেহের মাধ্যমে ক্রিয়া করে করুক, অথবা, অন্য দেহের মাধ্যমেই সম্পন্ন করুক – তার সমস্ত ক্ষেত্রেই এমন ধরতে হবে যে, সে তার নিজ হাতেই সেই খুন সম্পন্ন করেছে এবং তাকে নিম্নোক্ত দণ্ডের মতো কিছু একটা বৈচারিক দণ্ড প্রদান করতে হবে। সে যদি কোনও ক্রীতদাসকে খুন করে থাকে, তাহলে সেই মৃত ব্যক্তির মালিককে তার অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে; তার নিজের ক্রীতদাস যদি খুন হত, তবে তার যে ক্ষতি হত, তার প্রতিফলন থাকবে সেই ক্ষতিপূরণে। আর সে যদি ক্রীতদাসের মালিককে সেই ক্ষতিপূরণ দিতে ব্যর্থ হয়, তবে বিচারকগণ মৃত ব্যক্তির জন্য যে-মূল্য নিরূপণ করবেন, তাকে অবশ্যই সেই মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড প্রদান করতে হবে। যারা প্রতিযোগিতার সময় হত্যা করেছে, তাদের চাইতে অবশ্যই বৃহত্তর এবং অধিকতর সংখ্যক পবিত্রকরণের মধ্যে দিতে যেতে হবে তাকে, আর সেই শাস্তির ক্ষেত্রে যে-
৮৬৫ডি ব্যাখ্যাকারদের দেবতা নির্বাচন করবেন, তাঁদেরকে হতে হবে এ-ব্যাপারে সার্বভৌম। খুনটি যদি তার নিজের ক্রীতদাস হয়ে থাকে, এবং সে যদি পবিত্রকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, তবে তাকে হত্যার দায় থেকে রেহাই দেওয়া হবে। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনও স্বাধীন মানুষকে হত্যা করে, তাহলে তাকে ক্রীতদাস হত্যা করার ক্ষেত্রে পালিত পবিত্রকরণের মতো একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। অধিকন্তু, প্রাচীন কিংবদন্তির যে কিছু কিছু সনাতন প্রবচন রয়েছে, তাকে যেন সে তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করে। স্বাধীনতার পূর্ণ গৌরবোজ্জ্বল স্পিরিটে উজ্জীবিত থেকে জীবনযাপন করার পর যে-মানুষ সহিংসতার মাধ্যমে খুন হয়, খুনের পর পর তার রোষ নিপতিত হয় তার জন্য দায়ি ব্যক্তির ওপর। তার নিজের সংহিস অভিজ্ঞতার
৮৬৫ই মধ্য দিয়ে তার হৃদয় হয়ে ওঠে ভীতি ও ঘৃণায় টইটম্বুর এবং তার নিজের খুনীকে তার এককালের পরিচিত লোকলয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখতে পেয়ে সে প্রচণ্ড ঘৃণা বোধ করে; তীব্র মনোকষ্ট নিয়ে মেমোরি-কে[৮] সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করে অন্যায়কারী, এবং তার

পাপকার্যকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য সাধ্যে যা কুলায় তা-ই করে। সে-জন্যই একজন খুনীকে অবশ্যই পুরো এক বছরের সমস্ত ঋতুতে খুন-হওয়া ব্যক্তি থেকে দূরে সরে থাকতে হবে, এবং পিতৃভূমির সমস্ত পরিচিত স্থান থেকে পালিয়ে থাকতে হবে। খুন-
হওয়া ব্যক্তি যদি একজন বিদেশি আগন্তুক হয়, তবে খুনিকে অবশ্যই সেই আগন্তুকের ৮৬৬এ
দেশ হতে সমসময় দূরে থাকতে হবে।

খুনী যদি দ্বিধাহীনভাবে আইন মান্য করে, সেক্ষেত্রে নির্দেশ প্রতিপালনের এসব অপরিহার্যতার প্রতি লক্ষকারী মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়ের উচিত ক্ষমা প্রদর্শন করা – তার সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার ক্ষেত্রে তা-ই পুরোপুরি সঠিক কাজ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি কেউ তা অমান্য করে – প্রথমত, যদি পবিত্র না হয়েও সে মন্দিরে পূজা দিতে যাওয়া এবং বলিদান করার দুঃসাহস করে, আর, তারপর
উল্লিখিত কাল দেশান্তরী থেকে নির্দেশ প্রতিপালন করতে অস্বীকার করে, সেক্ষেত্রে ৮৬৬বি
মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়কে অবশ্যই খুনের দায়ে এই খুনীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে হবে। তাতে যদি অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে তার দণ্ড হবে দ্বিগুণ। যদি নিকটতম আত্মীয় সেক্ষেত্রে মামলা রুজু না করে, তবে অবশ্যই ধরে নিতে হবে, প্রায়শ্চিত্তের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির মিনতির জন্য অভিশাপ তার নিজের দুয়ারে উপস্থিত হয়েছে; নিকটতম আত্মীয়ের পরবর্তী কেউ যদি সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চায় এবং আইনের আওতায় তাকে পাঁচ বছরের জন্য পিতৃভূমি থেকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য করতে চায়, তবে তার তা-ই করা উচিত। বিদেশি কোনও আগন্তুক
যদি নগরীতে আগত অন্য আগন্তকদের মধ্যে কাউকে অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, ৮৬৬সি
তবে একই আইনের অধীনে যে-কেউ ইচ্ছা করলে মামলা দায়ের করতে পারবেঃ হত্যাকারী যদি ভিনদেশি-অধিবাসী হয়, তাহলে তাকে এক বছরের জন্য নগরী থেকে চলে যেতে হবে; যদি সে ভিনদেশি অনাবাসী হয়, তবে পবিত্রকরণের কৃত্যাদি সম্পন্ন করা ছাড়াও তাকে সারা জীবন সেইসব দেশ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে, যে-দেশ এই ধরনের আইনের ক্ষেত্রে সার্বভৌম। এটি সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য – সে ভিনদেশি-অনাবাসী, ভিনদেশি-অধিবাসী, অথবা, একজন নাগরিক, যাকেই হত্যা করুক না কেন। সে যদি বেআইনিভাবে নগরীতে প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে আইনের অভিভাবকগণের উচিত তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা; তার যদি কোনও সম্পত্তি থেকে থাকে, তাহলে মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়কে তা প্রদান করা হবে। সে যদি
অনিচ্ছাকৃতভাবে ফিরে আসে, যদি দেশের কাছে সমুদ্রে জাহাজডুবির কারণে ৮৬৬ডি
প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়, তবে তাকে অবশ্যই ক্যাম্প করতে হবে সেই স্থানে, যেখানে সমুদ্রের জল তার পা সিক্ত করে; এবং সমুদ্রপাড়ি দেওয়ার সুযোগের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে; কেউ যদি বলপূর্বক তাকে ডাঙ্গার জমিতে নিয়ে আসে, তাহলে প্রথমে যে-ম্যাজিস্ট্রেট তার দেখা পাবেন, তিনি তাকে মুক্তি দেবেন এবং নিরাপদে দেশের সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

www.pathagar.com

ক্রোধবশত নরহত্যা

কেউ যদি নিজহাতে কোনও স্বাধীন মানুষকে হত্যা করে এবং সেই কাজটি সম্পাদন করে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে, তাহলে আমাদেরকে এই ধরনের অপরাধের অভ্যন্তরীণ পার্থক্যকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে। কারণ, অনেকে মুহূর্তের আবেগে, কখনও কখনও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে, এ ধরনের
৮৬৬ই অপরাধ করে। এইক্ষেত্রে অপরাধটি ঘটানো হয় তাৎক্ষণিকভাবে; আঘাত করে, অথবা, সে-ধরনের ক্রিয়ার মাধ্যমে খুন করার জন্য আগেভাগেই কোনও উদ্দেশ্য থাকে না তাতে, এবং, অপরাধী অপরাধ ঘটানোর পর পর অনুতাপে ভোগে। অপরপক্ষে, ক্রোধের বশবর্তী আরেক ধরনের খুনও করে এসব মানুষ: যারা অপমানকর কথা, অথবা, অসম্মানজনক কাজের মাধ্যমে অপমানিত হয়েছে, যারা প্রতিশোধ নিতে চায়, তাদের কৃত খুন হলো এ-ধরনের; যারা পরবর্তী সময়ে খুনের উদ্দেশ্য নিয়েই কাউকে খুন করে, এবং সেই কর্মটি সম্পন্ন করার পর কোনও অনুতাপই বোধ করে না – সেই ধরনের খুন এটি। সুতরাং, এদেরকে দুই ধরনের খুন হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত এবং তা-ই যথাযথ হবে; সাধারণভাবে বলতে গেলে, উভয় খুনই করা হয়ে থাকে ক্রোধের কারণে, কিন্তু তাদের অবস্থান মোটামুটিভাবে 'স্বেচ্ছাকৃত' এবং 'অনিচ্ছাকৃত' অপরাধের মাঝামাঝি কোনও এক জায়গায় স্থির করার কথা বলাই
৮৬৭এ পুরোপুরিভাবে যথাযথ হবে। যাহোক, এমন বলা যায় যে, এদের প্রতিটি কেইসই এই দুই প্রান্তিকের কাছাকাছি কোনও অবস্থানে অবস্থিত থাকে। যে-ব্যক্তি তার ক্রোধকে লালন করে এবং হঠাৎ করে, মুহূর্তের আবেগের বশবর্তী হয়ে নয়, বরং, পূর্ব-পরিকল্পনার মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, সে অনেকটাই স্বেচ্ছাকৃত খুনীর কাছাকাছি অবস্থানে অবস্থিত থাকে। যে-ব্যক্তির ক্রোধ অনিয়ন্ত্রিতভাবে ফেটে পড়ে, যে ক্রিয়া করে তাৎক্ষণিকভাবে, সাথে সাথে, এবং কোনও পূর্বপরিকল্পনা ব্যতীত, সে অনিচ্ছাকৃত খুনীর সাথে সাদৃশ্য প্রদর্শন করে; তৎসত্ত্বেও, সে পুরোপুরি অনৈচ্ছিক খুনী নয়, বরং,
৮৬৭বি অনিচ্ছার এক প্রতিচ্ছবি মাত্র। সে-জন্যই ক্রোধের বশবর্তী হয়ে করা খুনকে শ্রেণীবদ্ধ করা, এবং আইনের বিচারে তারা ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত কি না, তা চিহ্নিত করা, কখনও কখনও অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, যে-জিনিসটি বাস্তবতার সবচেয়ে কাছাকাছি হয়ে উঠতে পারে, সেই পদ্ধতিটি হলো তাদেরকে সেই ক্যাটাগরিতে ফেলা, যার সাথে তাদের সাদৃশ্য বেশি এবং পূর্বপরিকল্পনার উপস্থিতি, অথবা, অনুপস্থিতির মাধ্যমে তাদের পার্থক্য নির্দেশ করা। যারা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পূর্বপরিকল্পনামাফিক খুন করেছে, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের উচিত তুলনামূলকভাবে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে আইন প্রণয়ন করা; আর যারা মুহূর্তের উত্তেজনায় পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই খুন করেছে, তাদের শাস্তি হবে কিছুটা মৃদু। অধিকতর মন্দের সাথে সাদৃশ্যময় অপরাধের

www.pathagar.com

জন্য বৃহত্তর শাস্তির বিধান করা উচিত, আর স্বল্পতর মন্দের সদৃশ অপরাধে ৮৬৭সি
স্বল্পতর শাস্তি। এই পথই অনুসরণ করা উচিত আমাদের আইনের।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: তাহলে চলুন, আবারও পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাই, আর বলি:

XLVII. **কেউ যদি নিজহাতে কোনও স্বাধীন মানুষকে হত্যা করে থাকে এবং সে-কাজটি যদি সে করে থাকে কোনও পূর্বপরিকল্পনা ব্যতীত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে, তাহলে সাধারণভাবে তার এমন দণ্ড হওয়া উচিত, যা ক্রোধহীন অবস্থায় খুন-করা ব্যক্তির ক্ষেত্রে যথা-প্রযোজ্য; অধিকন্তু, তাকে দুই বছরের নির্বাসন ভোগ করতে হবে, যাতে সে তার আবেগের সহিংসতাকে বশে আনতে পারে। কিন্তু যে-ব্যক্তি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পূর্ব-পরিকল্পনামাফিক খুন করে, তার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যে-দণ্ড** ৮৬৭ডি
প্রদানযোগ্য, তা পূর্বোক্ত কেইসেরই অনুরূপ হবে; তবে অন্য কেইসের ক্ষেত্রে নির্বাসনের মেয়াদ যেমন দুই বছর হয়, এক্ষেত্রে তা হবে তিন বছর; এই শাস্তির মেয়াদ এক বছর বেশি হওয়ার কারণ হলো তার আবেগের অধিকতর সহিংস মাত্রা। এসব কেইসে নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তনের নিয়ম হওয়া উচিত এমন। (সুনির্দিষ্টভাবে এর ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ, কখনও কখনও এমনও দেখা যাবে, আইনের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত অধিকতর ভয়ঙ্কর অপরাধীকে নিয়ে কায়কারবার করা অধিক সহজ, অথচ দেখা গেল, যার অপরাধকে অধিকতর সহজ বলে মনে হয়েছিল, তার কেইস অধিকতর কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে খুন করেছে কোনও এক ধরনের বর্বরতার মাধ্যমে; হয়ত এমনও দেখা গেল পূর্বোক্ত ধরনের অপরাধী কোনও প্রকার নিষ্ঠুরতা না করেই ৮৬৭ই
হত্যা করেছে। যাহোক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্ত এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হবে)। **আইনের অভিভাবকগণকে এসব জিনিস আমলে নেবেন, এবং এদের মধ্যে যখন কোনও কেইসের নির্বাসন-দণ্ডের মেয়াদ সমাপ্ত হবে, তখন তাদের মধ্য হতে বারো জনকে বিচারক হিসেবে দেশের সীমান্তে প্রেরণ করবেন: সে-সময়ে তারা নির্বাসিত ব্যক্তির ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকতর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালাবেন এবং তাদের ক্ষমাপ্রদর্শন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার বিষয়ে বিচারক হয়ে উঠবেন। নির্বাসিতরা তাঁদের রায় মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। এই দুই ক্ষেত্রেই, প্রত্যাবর্তন করার পর,** ৮৬৮এ
নির্বাসনদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি পুনরায় ক্রোধের বশবর্তী হয়ে একই কাজ করে, তাহলে তাকে অবশ্যই নির্বাসনে যেতে হবে এবং সে কখনও প্রত্যাবর্তবন করতে পারবে না; আর সে যদি সেক্ষেত্রে ফিরে আসে, তবে তার শাস্তি হবে প্রত্যাবর্তনকৃত বিদেশি আগন্তুকের প্রাপ্য শাস্তির সমরূপ। কেউ যদি তার ক্রীতদাসকে হত্যা করে এবং ক্রীতদাসটি তার নিজের হয়ে থাকে, তবে তাকে পবিত্রকরণের ধর্মকৃত্য পালন করতে হবে; আর সেই ক্রীতদাস যদি অন্য কারও দাস হয়ে থাকে এবং তাকে হত্যা করা হয়ে থাকে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে, তাহলে তার মালিককে তার ক্ষতিজনিত মূল্যের দ্বিগুণ পরিশোধ করতে হবে।

www.pathagar.com

কোনও খুনী যদি আইন অমান্য করে এবং অপবিত্র অবস্থায় উপস্থিত হয়ে বাজারস্থল, খেলাধুলার জায়গা এবং পবিত্র স্থানসমূহকে অপবিত্র করে, তাহলে কেউ
৮৬৮বি ইচ্ছুক হলেই সেই খুনী এবং খুন-হওয়া ব্যক্তির আত্মীয় – যে এর সুযোগ দিচ্ছে, তাদের উভয়ের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে পারবে এবং তাদেরকে দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা এবং অন্যান্য খরচ[১] দিতে বাধ্য করতে পারবে, এবং মামলা-রুজুকারী আইনগতভাবে নিজে সেই জরিমানা গ্রহণে যোগ্য হবে।

কোনও ক্রীতদাস যদি ক্রোশবশত তার প্রভুকে হত্যা করে, তাহলে নিহত ব্যক্তির
৮৬৮সি আত্মীয়স্বজন সেই ক্রীতাদাসকে নিয়ে যা খুশি তা-ই করতে পারবে; তাতে তাদের দূষিত হওয়ার কোনও কারণ ঘটবে না। তবে কথা থাকে যে, তারা যেন তাকে কোনওক্রমেই বাঁচতে না দেয়। অন্য কোনও ক্রীতদাস যদি ক্রোধবশত একজন স্বাধীন মানুষকে হত্যা করে, তাহলে তার মালিককে অবশ্যই নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের কাছে তাকে হস্তান্তর করতে হবে এবং সেই খুনীকে অবশ্যই তাদের ইচ্ছেমাফিক উপায়ে হত্যা করতে হবে। কোনও পিতা বা কোনও মাতা যদি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে শারীরিক আঘাত দিয়ে, অথবা, অন্য কোনও উপায়ে একজন পুত্র বা কন্যাকে হত্যা করে – যদিও বিরল ঘটনা তবু কখনও কখনও তা ঘটে – তাহলে
৮৬৮ডি তাকেও অন্যদের মতোই একই ধরনের পবিত্রকরণের ধর্মকৃত্য পালন করতে হবে এবং তিন বছরের পলাতক জীবনযাপনের জন্য দেশত্যাগ করতে হবে; তারপর খুনী যখন প্রত্যাবর্তন করবে, তখন স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামীর এবং স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে আর তাদেরকে কখনও একত্রে সন্তান প্রজনন করতে দেওয়া হবে না; এমনকি খুনী যাদেরকে পুত্র বা ভ্রাতা হতে বঞ্চিত করেছে, তাদের সাথে কখনও একই চুলোয়-রাধা খাবারের ভক্ষক হবে না এবং তাদের সাথে কোনও ধর্মীয় উৎসবেও যোগ দিতে পারবে না। কেউ যদি এসব নিয়মকানুন অমান্য করে, তবে সে ধর্মবিরোধী কাজ করবে; তার বিরুদ্ধে যে-কেউ ইচ্ছে করলেই অধার্মিকতার অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোনও ব্যক্তি যদি কাউকে হত্যা করে,
৮৬৮ই যে তার স্ত্রী, আর একইভাবে কোনও রমণী যদি তার স্বামীকে হত্যা করে, তাহলে তাদেরকে একই পবিত্রকরণ ধর্মকৃত্য পালন করতে হবে এবং তিন বছর দেশান্তরী হয়ে কাটাতে হবে। এ ধরনের কাজ যে করেছে সে যদি প্রত্যাবর্তন করে, তবে সে যেন কিছুতেই ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে তার সন্তানদের সাথে মিলিত না হয় এবং তাদের একই খাবার টেবিলে আহার গ্রহণ না করে। পিতামাতা অথবা সন্তানদের কেউ যদি তা অমান্য করে, তাহলে সে-ও অধার্মিকতার জন্য অভিযুক্ত হবে – ইচ্ছে করলে যে-কেউ সেই অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে একজন ভ্রাতা যদি একজন ভ্রাতা অথবা ভগ্নিকে হত্যা করে, অথবা, একজন ভগ্নি একজন ভ্রাতা অথবা ভগ্নিকে হত্যা করে, তাহলে পিতামাতা ও সন্তানদের ক্ষেত্রে যে-পবিত্রকরণ এবং শাস্তি হিসেবে নির্বাসনকাল প্রযোজ্য, তা এসব ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তার মানে, তারা যেন একই চুলোর রান্না ভক্ষণ না করে, যে-ভাইদেরকে ভাই হতে বঞ্চিত করেছে, যে পিতামাতাকে সন্তান থেকে বঞ্চিত করেছে, তাদের সাথে একই গৃহে বাস না করে,

www.pathagar.com

এমনকি তাদের সাথে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান না করে। কেউ যদি তা অমান্য করে, তাহলে ইতোমধ্যে ধর্মবিরোধিতার ক্ষেত্রে যে-আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, তার ৮৬৯এ
আওতায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যাবে; তা-ই হবে সঠিক এবং আইনানুগ কাজ। কেউ যদি নিয়ন্ত্রণহীন আবেগের কবলে পড়ে তার পিতামাতার প্রতি এমন ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে যে, তার উন্মত্ত ক্রোধে তার পিতামাতার মধ্যে কোনও একজনকে হত্যা করার মতো নীচ পাপকাজ করে এবং নিহত-ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত কোনও জবানবন্দির মাধ্যমে হত্যাকারীকে তার হত্যার দায় থেকে মুক্তি দেন, তাহলে যারা অনিচ্ছাকৃতভাবে খুন করে, তাদের মতোই এই খুনীকে পবিত্রকরণের ধর্মকৃত্য পালন করতে হবে। ঐ ধরনের কেইসে যেসব পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়েছে, তার বাকিগুলো পালন করার পরই মাত্র তাকে দূষণমুক্ত বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু তাকে যদি দায়মুক্তি দেওয়া না হয়, তবে এই কর্মে দায়ি ব্যক্তিটি অনেক আইনের আওতায় ৮৬৯বি
অভিযুক্ত হওয়ার যোগ্য হবে। কারণ, আঘাত করার জন্য সে কঠোরতম বৈচারিক দণ্ডের আওতায় পড়বে, এবং একইভাবে ধর্মবিরোধিতা এবং মন্দির-লুণ্ঠনের দোষে (তার পিতা বা মাতার আত্মা লুণ্ঠনের জন্য) দণ্ডলাভ করবে। একজন মানুষকে যদি কয়েকবার মৃত্যু মুখোমুখি করা যেত, তবে যে-ব্যক্তি ক্রোধবশত পিতৃ বা মাতৃহন্তার মতো জঘন্য কাজ করেছে, তাকে কয়েকবার মৃত্যুদণ্ড প্রদানই হত যথাযথ বিচার। একমাত্র এই কেইসেই কোনও আইন একজন মানুষকে খুন করার সুযোগ দেবে না: এমনকি আত্মরক্ষার্থেও, নিজের জীবন বাঁচাতেও গিয়েও কেউ তার ৮৬৯সি
পিতা অথবা মাতাকে – যে তাকে এই পৃথিবীতে এনেছে – হত্যা করতে পারবে না। আইনে এমন বিধান করা হবে, যাতে এ ধরনের কোনও কাজ না করে সে সকল ধরনের দুঃখক্লেশ সয়। এই অপরাধীর জন্য মৃত্যুদণ্ড ছাড়া যথার্থ অন্য কোনও আইন কি প্রণয়ন করা যায়? সুতরাং ক্রোধে অন্ধ হয়ে যে তার মাতা বা পিতাকে খুন করে, তার জন্য মৃত্যুদণ্ডের আইনই প্রণয়ন করা হোক।

গৃহযুদ্ধের বেলায়, কোনও লড়াইয়ে, অথবা, এ ধরনের অন্য কোনও ক্ষেত্রে, কোনও ভ্রাতা কর্তৃক সূচিত আক্রমণে খালি হাতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যদি একজন ভাই তার ভাইকে খুন করে, তবে তা নির্দোষ বলে গণ্য করা হবে, যেন বা সে কোনও ৮৬৯ডি
শত্রুকে খুন করেছে। একই কথা কোনও নাগরিক কর্তৃক অন্য নাগরিককে খুন, একজন বিদেশি আগন্তুক কর্তৃক অন্য একজন বিদেশি আগন্তুককে খুনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নগরীর কোনও সদস্য যদি আত্মরক্ষার্থে কোনও আগন্তুককে, অথবা, একজন আগন্তুক নগরীর কোনও সদস্যকে হত্যা করে, তাহলে সে একইভাবে নির্দোষ বলে গণ্য হবে। একই কথা ক্রীতদাস-খুনকরা ক্রীতদাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কিন্তু একজন ক্রীতদাস যদি আত্মরক্ষার্থে তার মালিককে হত্যা করে, তবে পিতৃহত্যার অপরাধের ক্ষেত্রে প্রণীত আইন প্রযোজ্য হবে। পিতা কর্তৃক খুনের দায় থেকে মুক্তিদানের যে-কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তা এ-ধরনের সকল দায়মুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে: কেউ যদি মৃত্যুর পূর্বে খুনের দায় থেকে স্বেচ্ছায় মুক্তি প্রদান ৮৬৯এ
করে, তাহলে এমন গণ্য করতে হবে যে, খুনটি অনিচ্ছাকৃত; সেক্ষেত্রে খুনীকে

www.pathagar.com

পবিত্রকরণের ধর্মকৃত্য পালন করতে হবে, আর আইন অনুসারে এক বছরের নির্বাসন ভোগ করতে হবে।

ইচ্ছাকৃত নরহত্যা

অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে করা খুন নিয়ে (পরিস্থিতির কারণে, অথবা, সহিংস উপায়ে সংঘটিত) যথেষ্ট বলা হয়েছে বিবেচনা করে এখানেই ক্ষান্তি দেওয়া যাক। আমাদের পরবর্তী কাজ হলো ইচ্ছাকৃত খুনের কথা বলা, যা পূর্বপরিকল্পিত এবং যা নিখাদ অন্যায় থেকে উৎসারিত, যা ভোগসুখের কামনা এবং লোভ এবং ঈর্ষার অনুভূতির ওপর নিয়ন্ত্রণের সামগ্রিক অভাব থেকে উৎসারিত।

ক্লেইনিয়াস: ঠিক বলেছেন।

৮৭০এ অ্যাথেনীয়: এ ধরনের কতগুলো বিষয় থাকবে – তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুতের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো যাক। এর মধ্যে অন্যতম হলো কামনার তীব্রতায় আত্মাকে উন্মত্ত করা লোভ-লালসা। এই লালসা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণত অর্থকড়ির জন্য – যা একজন মানুষের মধ্যকার তীব্রতম এবং অধিকাংশ সময়ের আকুল আকাঙ্ক্ষা। মানুষের সহজাত দুঃশীলতা এবং শিক্ষার অভাবের কারণে অর্থকড়ি তাদের মনে লাখ লাখ ব্যাকুল কামনার জন্মদানের ক্ষমতা ধরে; তাদের মোচন করা এক অসম্ভব ব্যাপার; এর কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে সম্পদের সীমাহীন অর্জন। এই অশুদ্ধ শিক্ষার কারণ হলো সমভাবে গ্রিক ও অগ্রিক জনমতে সম্পদের ক্ষতিকর প্রশংসা।
৮৭০বি বাস্তবিকপক্ষে, প্রকৃষ্টতার মাপকাঠিতে সম্পদের অবস্থান তৃতীয় পর্যায়ে; কিন্তু সর্বাগ্রে তার স্থান নির্ধারণ করে তারা ভবিষ্যত প্রজন্ম এবং নিজেদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে। সকল নগরীর জন্য সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে মহান অনুসরণীয় নীতি হবে সম্পদ নিয়ে সত্য কথা বলা; আর তা হলো এই যে, এটি দেহের সেবা করে; দেহ যেমন আত্মার ভৃত্য এটিও তেমনই দেহের ভৃত্য; সম্পদ স্বাভাবিকভাবে যে-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে, তা বাস্তবিকই 'উত্তম', যদিও তার নিজের স্থান হলো তৃতীয়; আত্মা এবং দেহের চূড়ান্ত প্রকৃষ্টতার পরে তার স্থান। আমাদের এই যুক্তিটিকে পথপ্রদর্শক হিসেবে ধরলে আমরা দেখতে পাব যে, যে-মানুষ যথার্থই সুখী হতে চায়, তাকে কেবল
৮৭০সি সম্পদশালী হওয়ার কামনা করলেই চলবে না, তাকে সম্পদশালী হতে হবে ন্যায় এবং সংযমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। এই শিক্ষাকে যদি আমরা হৃদয়ে ধারণ করি, তবে খুনের বদলা হিসেবে খুনের প্রয়োজন দেখা দেবে না। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে যখন আমরা আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েছিলাম, তখন দেখা গিয়েছিল, এটি হলো সবচেয়ে বড় এক জিনিস, যার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাকৃত খুন সবচেয়ে কঠোর শাস্তি দাবি করে। দ্বিতীয় হলো সম্মানপ্রত্যাশী আত্মার অভ্যাস। এটি ঈর্ষার জন্ম দেয়; একে সঙ্গী করে বাস করা অত্যন্ত বিপজ্জনক, বিশেষত সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে আদতেই ঈর্ষা বোধ করে এবং যে একইসাথে নগরীর অগ্রসারির নাগরিকদের জন্য সম্ভাব্যরূপে ক্ষতিকর। আর তৃতীয়

www.pathagar.com

কারণ হলো – যা প্রভূত সংখ্যক খুনের কারণ হয়ে দেখা দেয় – কাপুরুষোচিত এবং অন্যায্য ভীতি; কোনও একজন মানুষ যদি খুন করতে উদ্যত হয়, অথবা, খুন করার ৮৭০ডি
কাজটি সম্পন্ন করে থাকে, তখন সে চায় না কেউ একজন সেটি জানতে পারুক এবং সেক্ষেত্রে যদি সম্ভাব্য সংবাদদাতাকে সে কোনওভাবে নিশ্চিহ্ন করতে না পারে, তবে তাকে খুন করে।

যেসব জিনিস ইতোমধ্যে বলা হলো, তা এসব অপরাধের ক্ষেত্রে প্রস্তাবনা হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। অধিকন্তু, আমাদেরকে অবশ্যই সেই কাহিনি বর্ণনা করতে হবে, যা অনেকেই গভীরভাবে বিশ্বাস করে, কারণ, তারা তা শোনে সেইসব লোকের কাছ থেকে, যারা মরমীয়া অনুষ্ঠান নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন ও চর্চা করে। তা হলো এমন: **হেইদিজ-এ (পরলোকে) এসব কাজের প্রতিশোধ নেওয়া হয় এবং একজন মানুষ যখন পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরে আসে, তখন প্রকৃতির আইনে নির্দেশিত সেই অনিবার্য দণ্ড পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে; সে অন্য ব্যক্তির প্রতি যে আচরণ করেছে, নিজে সেই একই আচরণ** ৮৭০ই
লাভ করে; অন্যের হাতে একই ভাগ্য বরণ করে পৃথিবীর জীবনের অস্তিত্বে সমাপ্তি টানতে হয় তাকে। যে একথা বিশ্বাস করে এবং তার দণ্ড নিয়ে পুরোপুরিভাবে ভীত থাকে, তার ক্ষেত্রে এর অতিরিক্ত আইন গাইবার প্রয়োজন হয় না।[১০]
কিন্তু যে তা বিশ্বাস করে না, তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন বর্ণনা করা হবে ৮৭১এ
নিম্নোক্তভাবে:

XLVIII. **কেউ যদি পূর্ব-পরিকল্পনার মাধ্যমে অন্যায়ভাবে এবং নিজহাতে তার নিজের গোষ্ঠীর[১১] কোনও মানুষকে হত্যা করে, তবে তাকে অবশ্যই প্রথমত সাধারণত-সুপারিশকৃত স্থানসমূহ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে: তার বিরুদ্ধে কেউ এ ধরনের কোনও নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ করুক, বা না-ই করুক, সে যেন কিছুতেই মন্দির, বাজার, পোতাশ্রয়, অথবা, জনসাধারণের মিলনস্থলে উপস্থিত হয়ে তাকে অপবিত্র না করে। তার কারণ হলো, আইন নিজে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পুরো রাষ্ট্রের পক্ষে এটি স্থায়ী এবং জনস্বার্থমূলক এই নিষেধাজ্ঞা জারি করে থাকে এবং সর্বদা তা তাই** ৮৭১বি
করবে। কেউ যদি মৃত ব্যক্তির পিতা বা মাতার তরফে আত্মীয় হয় (চাচাতো মামাত, খালাত, ফুফাত ভাইয়ের চাইতে দূরবর্তী নয়) এবং অপরাধীকে বিচারে সোপর্দ করতে এবং ঘোষণার মাধ্যমে অপরাধী দেশ থেকে বিতাড়নে বাধ্য করতে ব্যর্থ হয়, তবে প্রথমেই সে-ও দূষণকবলিত হবে এবং দেবতার রোষের কবলে পড়বে; আইনের তরফে যে-অভিশাপ নির্দেশ করা আছে, তা নিয়ে তার বিরুদ্ধে জনমত ধাবিত হবে। দ্বিতীয়ত, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হয়ে যে-ই শাস্তি প্রদান করতে চায়, সে-ই তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে পারবে এবং যে-ব্যক্তি প্রতিশোধ নিতে চায়, তাকে প্রতি ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যথাপ্রযোজ্য সকল প্রক্ষালনকর্ম এবং এ ধরনের কেইসে দেবতা[১২] ৮৭১সি
নির্দেশিত ধর্মকৃত্যের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ, সম্পাদন করতে হবে; তারপর যখন সে ঘোষণা প্রকাশ করবে, তখন তাকে অবশ্যই আইনের অধীনে দণ্ড আরোপ করার লক্ষ্যে অপরাধীকে বাধ্য করার জন্য অগ্রসর হতে হবে।

www.pathagar.com

যেসব দেবতা সমাজে খুন প্রতিরোধ করাকে তাঁদের কাজ করে তুলেছে, তাঁদের কাছে প্রার্থনা করা এবং তাঁদের উদ্দেশে বলিদান করা এবং এর সাথে যুক্ত থাকা উচিত মর্মে বক্তব্য উপস্থাপন করা, আইনদাতার জন্য অত্যন্ত সহজ। ব্যাখ্যাকার, ঐশী অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত প্রাণ এবং দেবতাদের সহায়তায়
৮৭১ডি আইনের অভিভাবকগণ. নির্ধারণ করবেন কারা সেই দেবতা এবং এসব মামলাকে কীভাবে ধর্মের সাথে সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ করে রুজু করা হবে। তারপর নিজেরা তা অনুসরণ করবেন এবং বিচারালয়ে মামলা শুরু করবেন।

এসব বিচারকার্যের বিচারক হিসেবে নির্বাচিত হবেন তাঁরা, যাঁরা মন্দির লুণ্ঠনের বিচার করার ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করেন। **এ ধরনের মামলায় যদি কেউ দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড; খুন-হওয়া ব্যক্তির দেশে তাকে কবর দেওয়া যাবে না, কারণ এমন প্রদর্শন করতে হবে যে, তাকে ক্ষমা করা হয়নি; তাছাড়া তার অধার্মিকতা তো দেখাতেই হবে। বিবাদী যদি পালিয়ে যায় এবং বিচারের সম্মুখীত হয়ে ইচ্ছুক না হয়, তবে তাকে চিরদিনের জন্য ফেরারি হয়ে থাকতে হবে। এমন ব্যক্তি যদি খুন-হওয়া ব্যক্তির দেশের মাটিতে পা রাখে, তবে সেই ব্যক্তির পরিবারের প্রথম ব্যক্তি, অথবা নাগরিকদের প্রথম ব্যক্তি – যে-ই তার দেখা পায়, সে-ই কোনও দোষ না করে তাকে হত্যা করতে পারবে, অথবা, যে-**
৮৭১ই ম্যাজিস্ট্রেট সেই অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, তাঁর হাত দিয়ে তাকে হত্যা করার জন্য বেঁধে তাঁর (ম্যাজিস্ট্রেটের) হাতে সোপর্দ করতে পারবে। যখন কেউ মামলা রুজু করবে, তখন সাথে সাথেই তাকে তার অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে জামিনদার দাবি করতে হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই নিয়মমাফিক জামিনদার দিতে হবে; এসব কেইসের বিচারের আদালত যে-বিচারক নিয়ে গঠিত তাদের কাছে এই জামিনদারদের বিশ্বাসযোগ্য মনে হতে হবে; বিশ্বাসযোগ্য তিনজন জামিনদারকে এই অঙ্গীকার করতে হবে যে, তারা বিচারকালে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করবে। যদি কোনও ব্যক্তি জামিনদার উপস্থাপন করতে অস্বীকার করে, অথবা, অপারগ হয়, তাহলে কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই তাকে গ্রেপ্তার করে অন্তরীণ রাখতে হবে, এবং তাকে পাহারা দিতে এবং বেধে রাখতে হবে, যাতে শুনানির সময় তাকে উপস্থাপন করা যায়।
৮৭২এ কেউ যদি নিজহাতে খুন না করে থাকে, কিন্তু অন্য কোনও ব্যক্তির খুনের পরিকল্পনা করে থাকে এবং পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে খুন করার পর খুনের জন্য দায়ী ব্যক্তি হিসেবে নগরীতে বসবাসরত থাকে এবং আত্মায় যদি সে অপবিত্র থাকে, তাহলে এসব কেইসেও জামিনদার দেওয়ার প্রয়োজন ব্যতীত একই বৈচারিক পদ্ধতি অনুসরণীয় হবে। তার নিজদেশে তাকে কবর দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এই ক্যাটাগরির অপরাধের[৩] জন্য যে-নিয়মনীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তার শাস্তির অন্যান্য বিশদ করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। খুন নিজহাতে করা হোক, অথবা, পরিকল্পনামাফিকই করা হোক, বিদেশাগত আগন্তুকদের বেলায় বিদেশাগত আগন্তুক কর্তৃক এবং নগরবাসীর বেলায় বিদেশাগত আগন্তুক
৮৭২বি কর্তৃক, অধিকন্তু একটি ক্রীতদাস কর্তৃক ক্রীতদাসের খুনের বিচারের বেলা,

জামিনদারের বিষয়টি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে একই জিনিস প্রযোজ্য হবে। এ-বিষয়ে আইনটি এমন হবে যে, কেউ যদি খুন নিজহাতে করে থাকে, তবে যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে, তাকে অবশ্যই জামিনদার দিতে হবে; তবে যারা জনগণের পক্ষ হয়ে খুনের মামলা রুজু করবে, তাদেরকেও একইসাথে জামিনদারের দাবি জানাতে হবে। যদি কোনও ক্রীতদাস ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও স্বাধীন মানুষকে খুন করে – তা নিজে করুক বা তার পরিকল্পনায় করুক – এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়, তখন নগরীর গণ-আইনপ্রয়োগকারী তাকে নিয়ে যাবেন নিহত ব্যক্তির সমাধিস্থলের চিহ্নের দিকে এমন একটি জায়গায়, যেখান থেকে সে নিহত ব্যক্তির কবর দেখতে পায়। মামলা-জেতা বাদি যে-পরিমাণ বেত্রাঘাতের কথা বলবে, সে পরিমাণ বেত্রাঘাত করে সে তখন তাকে অভিশাপ দেবে; এমন মার খাওয়ার পরও যদি খুনী জীবিত থাকে, তবে বাদি ৮৭২সি
তার মৃত্যু কার্যকর করবে। নির্দোষ কোনও ক্রীতদাস একজন মানুষের লজ্জাজনক ও অসৎ কর্ম সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে দিতে পারে, এই ভয়ে, অথবা, একই ধরনের কোনও 'মোটিভের' বশবর্তী হয়ে, যদি সে তাকে হত্যা করে, তবে নিজেকে বিচারে সোপর্দ করতে হবে তার; একজন নাগরিককে হত্যা করার পর যেভাবে সে বিচারের জন্য নিজেকে সোপর্দ করত – এক্ষেত্রেও, তথা, যেখানে একটি ক্রীতদাস মারা পড়েছে – সেই একই পদ্ধতিই অনুসরণ করবে।

এমন কিছু অপরাধ আছে যা সময় সময় সংঘটিত হয় এবং তাদের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করা অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার; কোনওভাবেই তা আনন্দদায়ক বিষয় নয়, কিন্তু আমাদের কোড থেকে তাকে বাদ দেওয়া অসম্ভব; তা হলো আত্মীয়স্বজনকে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং পুরোপুরি অন্যায়ভাবে খুন করার অপরাধ। ৮৭২ডি
সেই খুন কারও নিজ হাতেও সম্পাদিত হতে পারে আবার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেও ঘটানো হতে পারে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এসব অপরাধ সংঘটিত হয় তেমন নগরীতে, যা সুশাসিত নয়, অথবা, যার শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ; কিন্তু সময় সময় তা এমন নগরীতেও সংঘটিত হতে পারে, যেখানে তা কোনওক্রমেই প্রত্যাশা করা হয়নি। সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হলো, এই আশা নিয়ে অব্যবহিত পূর্বেকার ব্যাখ্যার পুনরাবৃত্তি ঘটানো যে, যে-ই একথা শুনবে, সে-ই ধর্মের দৃষ্টিতে সবচেয়ে ঘৃণ্য, সবচেয়ে বড় পাপকর্ম, তথা, ইচ্ছাকৃত খুন থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে অধিকতর প্রণোদিত হয়ে উঠবে। একে 'কিংবদন্তি', অথবা, 'ব্যাখ্যা', যা-ই বলা হোক না কেন, আমরা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় প্রাচীনকালের ৮৭২ই
ঋত্বিকদের মুখ থেকে নিম্নোক্ত বাণী লাভ করেছি:

আত্মীয়স্বজনের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ন্যায়বিচার পাহারাদার হয়ে দণ্ডায়মান থাকে; এইমাত্র আমরা যে-আইনের কথা বললাম, তার মাধ্যমেই সে ক্রিয়া করে; তার রায় হলো এমন: যে-ব্যক্তি এ ধরনের কাজ করেছে সে তার সমরূপ অন্যায় ভোগ করতে বাধ্য। কোনও লোক যদি তার পিতাকে হত্যা করে থাকে, তাহলে সে-ও সময়ের পরিসরে তার সন্তানসন্ততির হাতে সহিংস আচরণের দুর্ভাগ্য বরণ করতে বাধ্য। সে যদি তার মাতাকে হত্যা করে থাকে, তাহলে সে নিজে অবশ্যই

www.pathagar.com

মেয়ের চরিত্র পরিগ্রহ করবে এবং মেয়ে হিসেবে জন্মলাভ করার পর, সন্তান-সন্ততির জন্মদানের পর, তাদের হাতেই ইহধাম ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। অংশভাগী রক্তের
৮৭৩এ **দূষণ পবিত্রকরণের অন্য আর কোনও উপায় নেই; যতক্ষণ না অপরাধকৃত আত্মাটি খুনের বদলে খুন দিয়ে তার মূল্য পরিশোধ করে, সদৃশকে সদৃশ দিয়ে পুনর্ভরণ করে এবং তার মাধ্যমে পরিবারের পুরো পরম্পরার ক্রোধকে প্রশমিত করে, ততক্ষণ সেই দূষণ ধুয়ে পরিষ্কারও করা যায় না।**

যারা দেবতার এই ধরনের প্রতিশোধকে ভয় পায়, তাদেরকে তা এ ধরনের অপরাধকর্ম থেকে বিরত রাখবে; **কিন্তু কেউ যদি এমন দুর্ভাগা অবস্থার শিকার হয়**
৮৭৩বি **যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে, পূর্বপরিকল্পনার মাধ্যমে, পিতা, মাতা, ভ্রাতৃবৃন্দ, সন্তান-সন্ততির দেহ থেকে আত্মা কেড়ে নেওয়ার দুঃসাহস করে, সেক্ষেত্রে নশ্বর আইনদাতা এ ধরনের ব্যক্তির জন্য নিম্নোক্তরূপে আইন প্রণয়ন করবেন:**

প্রথাগতভাবে যেসব স্থান সুপারিশ করা হয়েছে, তা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সতর্কীকরণ ও জামিনদার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য কেইসে বর্ণিত প্রয়োজনীয়তার মতোই হবে। উক্ত ব্যক্তিবৃন্দের কাউকে হত্যা করে কেউ যদি দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে বিচারালয়-সহকারী এবং কর্মকর্তাগণ তাকে হত্যা করবেন; তারপর নগরীর বাইরে কোনও একটা চৌমুহনিতে তাকে নগ্ন অবস্থায় ফেলে দিতে হবে এবং সমগ্র নগরী থেকে পাপ দূরীভূত করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রত্যেকে পুরো নগরীর পক্ষ হয়ে একেকটি পাথর
৮৭৩সি **সংগ্রহ করবেন এবং মৃতদেহের মাথায় নিক্ষেপ করবেন। এরপর তারা আইন অনুসরণ করে তাকে দেশের সীমান্তে নিয়ে যাবেন এবং তার বাইরে কবরস্থ না করে ফেলে দেবেন।**

আত্মহত্যা

কিন্তু যাকে বলা হয় 'সবচেয়ে নিকটের, সবচেয়ে প্রিয়' ব্যক্তি, তার হত্যাকারীর ব্যাপারে কী করা হবে? তাকে কী দণ্ড প্রদান করা হবে? আমি সেই ব্যক্তির কথা বলছি, যে নিজেকে হত্যা করে, যে নিয়তির হাত হতে তার ভাগ্যের অংশ ছিনিয়ে নেয়, নগরীর বৈচারিক রায়ের মাধ্যমে যা তাকে করতে আদেশ দেওয়া হয়নি, তা-ই করে, এমনকি তার ওপর এমন কোনও ভয়ংকর বেদনাবহ এবং অপরিহরণীয় দুর্ভাগ্যও নিপতিত হয়নি, যার জন্য সে এটি করতে বাধ্য হয়, অথবা, এমন কোনও লজ্জার কবলেও পড়েনি সে, যা নিয়ে বাস করা দুষ্কর, কিন্তু আলস্য এবং কাপুরুষতার কবলে পড়ে নিজের ওপর অন্যায় বৈচারিক দণ্ড আরোপ করেছে।

সাধারণভাবে এ-ধরনের কেইসে পবিত্রকরণ ও দাফনের (সমাধিস্থকরণ)
৮৭৩ডি ক্ষেত্রে কী ধর্মকৃত্য পালন করতে হবে, তা নির্ধারণ করা দেবতাদের এখতিয়ারভুক্ত; এক্ষেত্রে মৃতের আত্মীয়স্বজনকে ব্যাখ্যাকার এবং সংশ্লিষ্ট আইন হতে নির্দেশনা গ্রহণ করতে হবে এবং এসব ঘটনায় তাদের নির্দেশনা অনুসারেই কাজ করতে হবে। XLIX. **কিন্তু যারা এভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাদেরকে কবরস্থ**

করতে হবে আলাদাভাবে – দেখতে হবে অন্য আর কেউ যেন তাদের কবরে অংশভাগী না হয়। তাদেরকে কবরস্থ করতে হবে বারো আঞ্চলিক বিভাগের অকর্ষিত এবং নামহীন সীমান্ত অঞ্চলে; তাদেরকে কোনও খ্যাতি দেওয়া যাবে না; কবরে কোনও সমাধিস্তম্ভ থাকবে না, কোনও 'ট্যাবলেট', অথবা, নামফলকও থাকবে না।

ঘাতক হিসেবে প্রাণি এবং জড় বস্তু

L. যদি কোনও ভারবাহী জন্তু, অথবা, অন্য কোনও জন্তু কাউকে হত্যা করে, (ব্যতিক্রম হলো জনগণের জন্য উন্মুক্ত পুরস্কারপ্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত কোনও প্রতিযোগিতায় এমন ঘটনার সংঘটন) তবে আত্মীয়স্বজনকে অবশ্যই খুনীর বিরুদ্ধে ৮৭৩ই মামলা দায়ের করতে হবে; নিকটতম আত্মীয়কে সেক্ষেত্রে তার ইচ্ছামাফিক সংখ্যায় মাঠ-নিয়ন্ত্রক নিয়োগ করতে হবে এবং তাঁদেরকে অবশ্যই সেই মামলার বিচার করতে হবে; মামলার বিচারে যদি প্রাণিটিকে দোষী বলে সাব্যস্ত করা হয়, তবে তাকে অবশ্যই প্রাণিটিতে হত্যা করতে হবে এবং দেশের সীমান্তের বাইরে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। কোনও জড় বস্তু যদি মানুষের জীবনহানির কারণ হয় (কিন্তু যদি বজ্রপাতের কারণে, অথবা, বিধাতার কাছ থেকে আপতিত কোনও মিসাইলের কারণে তা ঘটে থাকে, তবে তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না – এটি এমন একটি সামগ্রী হতে হবে, যা একজন মানুষের ওপর পতিত হওয়া, অথবা, সে তার ওপর পতিত হওয়াতে তার মৃত্যু ঘটেছে) তবে নিকটতম আত্মীয় সেই বিষয়ের বিচার করার জন্য নিকটতম প্রতিবেশীকে তার বিচারক নিয়োগ করবেন এবং তার মাধ্যমে নিজের থেকে এবং ৮৭৪এ বংশের পুরো পরম্পরা থেকে ধর্মবিরোধী অপবিত্রতা নিকাশ করবেন। দোষী সাব্যস্ত হওয়া সামগ্রীটিকে তখন তারা অবশ্যই জীবিত জিনিসের ক্ষেত্রে বর্ণিত কেইসের মতো সীমান্তের ওপারে ছুড়ে ফেলে দেবেন।

অজ্ঞাত লোকের হাতে খুন

LI. কাউকে যদি মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং খুনী থাকে অজ্ঞাত এবং তাকে খুঁজে পাওয়ার সমস্ত সৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন যে ঘোষণা দিতে হবে, তা পূর্ববর্তী কেইসসমূহের ক্ষেত্রে প্রণীত ঘোষণার মতো একই হবে – তবে তা ঘোষিত হবে 'খুনীর' বিরুদ্ধে। বাদীপক্ষ যখন মামলায় জিতবে, তখন খুন-হওয়া ব্যক্তির খুনীকে যে ৮৭৪বি দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা সেই পক্ষ বাজারে ঘোষণা করে জানিয়ে দেবে, যাতে মৃত ব্যক্তির দেশের পবিত্র স্থানসমূহ এবং তার মাটির কোনও জায়গায়ই খুনী পা রাখতে না পারে; তাকে অবশ্যই এমন হুমকি প্রদান করতে হবে যে, সে যদি নগরীতে ফিরে আসে আর তাকে শনাক্ত করা যায়, তবে তাকে খুন করা হবে, তাকে কবরস্থ করা হবে না এবং যে তার হাতে খুন হয়েছে তার দেশ থেকে দূরে, সীমান্তের ওপারে, তার মৃতদেহ ছুড়ে ফেলা হবে।

www.pathagar.com

ন্যায্য-প্রতিপাদনযোগ্য নরহত্যা

তাহলে এই পয়েন্ট পর্যন্ত যা বলা হলো, তাকে অন্তর্ভুক্ত করে এটিই হোক খুনের ব্যাপারে সার্বভৌম এক আইন। কিন্তু যেসব কেইস ও পরিস্থিতিতে সঠিক বিচারে খুনী অদূষিত থাকবে তা হবে নিম্নরূপ:

LII. রাত্রিবেলা জিনিসপত্র চুরি করার উদ্দেশ্যে কোনও চোর যদি কারও গৃহে
৮৭৪সি **প্রবেশ করে এবং গৃহকর্তা যদি তাকে ধরতে সক্ষম হয় এবং হত্যা করে, তবে তাকে নির্দোষ বলে গণ্য করতে হবে। চলার পথের কারও বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে কেউ যদি কাউকে খুন করে, তবে তাকে নির্দোষ বলে বিবেচনা করতে হবে। কোনও ব্যক্তি যৌনক্রিয়া করার উদ্দেশ্যে কোনও রমণী, অথবা, বালকের বিরুদ্ধে যদি সহিংস কাজ করে, সেক্ষেত্রে দণ্ড থেকে অব্যাহতি লাভ করে সহিংসতার শিকারের পক্ষ, তার পিতা, ভ্রাতা বা পুত্রবৃন্দ, দোষী ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারবে। কোনও স্বামী যদি দেখতে পায় যে, তার বিবাহিত স্ত্রীকে ধর্ষণ করা হচ্ছে এবং সে যদি ধর্ষণকারীকে খুন করে, তাহলে আইন তাকে নির্দোষ বলে গণ্য করবে। পিতার জীবন বাঁচাতে গিয়ে (তবে কথা থাকে যে, তখন পিতা কোনও অপরাধ করছিল না), অথবা, মাতাকে, সন্তান-সন্ততিকে অথবা ভ্রাতৃবৃন্দকে, অথবা, তার সন্তানদের মাতাকে রক্ষা করতে গিয়ে কেউ যদি কাউকে হত্যা**
৮৭৪ডি **করে, তবে আইনের চোখে সে পুরোপুরি নির্দোষ বলে গণ্য হবে।**

www.pathagar.com

১৯. জখম

প্রাথমিক আলোচনা

জীবিত আত্মার প্রতিপালন এবং শিক্ষা নিয়ে এখানেই তাহলে আইন প্রণয়ন (যার উপস্থিতি জীবনকে যাপনযোগ্য এবং যার অনুপস্থিতি তাকে যাপনের অযোগ্য করে তোলে) এবং সহিংসতার মাধ্যমে মৃত্যুর কেইসে যে-দণ্ড প্রদান করা উচিত, সেই আলোচনায়, ক্ষান্তি দেওয়া যাক। দেহের প্রতিপালন ও শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। এসব আলোচনার পর আমাদেরকে অবশ্যই যথাসম্ভব স্পষ্ট করে একজন মানুষের আরেকজনের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে, অথবা, অনিচ্ছায় করা সহিংসতাকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই এর বিভিন্ন ক্যাটাগরি আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে, দেখতে হবে, তাদের সংখ্যা কত এবং বলতে হবে, তাদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে যথাযোগ্য দণ্ড কী হবে। মনে হচ্ছে, ৮৭৪ই
এরপর যে-বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা সঠিক হবে তা হলো এই।

এমনকি আইনপ্রণেতাদের মধ্যে সবচেয়ে আনাড়ি জনও খুনের আইনের পর আঘাতদান ও আঘাতজনিত পঙ্গুকরণের আইনকে স্থান দেবেন। বিভিন্ন ধরনের খুনকে যেমন পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তেমনই চিহ্নিত করতে হবে আঘাতকে কিছু কিছু আঘাত করা হয় অনিচ্ছাকৃতভাবে, কিছু ক্রোধবশত, কোনও কোনওটি ভয়ের কারণে, আবার অন্য আরও কিছু আঘাত করা হয়ে থাকে পূর্বপরিকল্পনার মাধ্যমে, ইচ্ছাকৃতভাবে।

এ ধরনের সকল কেইসে নিম্নবর্ণিত প্রাথমিক বক্তব্যের মতো কিছু একটা বক্তব্য যুক্ত করা উচিত। তার সারকথা হবে এমন:

মানুষের নিজের জন্য আইন প্রতিষ্ঠা করা এবং আইন অনুসরণে জীবনযাপন করা, অপরিহার্য; তা করা না হলে, জন্তুজানোয়ারের সাথে, যারা সর্ববিচারে সবদিক থেকেই অসংস্কৃত, তাদের সাথে, মানুষের কোনও তফাৎ থাকে না। তার কারণ হলো এই: ৮৭৫এ
কোনও মানুষেরই এমন সহজাত প্রতিভা থাকে না, যা দিয়ে সে জানতে পারে তার সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপকারী জিনিস কী, সেইসাথে অব্যাহতভাবে প্রস্তুত থাকতে পারে; তার জানা থাকে না, কীভাবে সেই জ্ঞানকে সর্বোত্তম উপায়ে ব্যবহারিক কাজে লাগাবে। প্রথমত, একথা জানা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যে, সত্যিকার রাজনৈতিক শিল্পকে আবশ্যিকভাবে যা নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে হবে, তা ব্যক্তির নয়, বরং, জনসাধারণ্যের স্বার্থ; কারণ, সাধারণ্যের স্বার্থ নগরীকে একত্রে গ্রথিত করে, আর

www.pathagar.com

৮৭৫বি ব্যক্তিস্বার্থ তাকে খণ্ডিত করে। ব্যক্তিস্বার্থের বদলে যদি জনস্বার্থকে যথাযথভাবে মেটানো হয়, তবে ব্যক্তিমানুষ এবং একইভাবে সাধারণ জনগোষ্ঠী, উপকৃত হয়। দ্বিতীয় অসুবিধাটি হলো এমন: এ-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে কোনও মানুষ যদি তাত্ত্বিক উপলব্ধি অর্জনও করে, তবু সে নগরীর ওপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠতে পারে; এমন অবস্থার উদ্ভব হতে পারে যে, কারও কাছে তার জবাবদিহির প্রয়োজন নেই। সেই অবস্থায় সে কখনও তার বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার সাহস রাখবে না; সে কখনও কম্যুনিটির কল্যাণকে সর্বাগ্রগণ্য বিবেচনা করে জনস্বার্থকে প্রথমে স্থান দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে দ্বিতীয় স্থানে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে না। তার মনুষ্যপ্রকৃতি তাকে সব সময় নিজের সুবিধা অন্বেষণ করা এবং নিজের পকেট পূর্ণ করার জন্য তাড়া করে বেড়াবে। বেদনার অযৌক্তিক পরিহার এবং ভোগসুখ লাভের প্রচেষ্টা তার
৮৭৫সি চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে; অধিকতর ন্যায্য এবং প্রকৃষ্টতর কিছুর বদলে সে এগুলোকেই অগ্রাধিকার দেবে। স্ব-আরোপিত অন্ধত্ব তখন একজন মানুষের সার্বিক সত্তাকে ও সমগ্র নগরীকে গ্রাস করবে এবং তা-ই তাকে সর্বপ্রকার মন্দের পানে ধাবিত করবে। কিন্তু দেবতার কৃপায় যদি কখনও সহজাত কোনও প্রতিভার জন্ম হয় এবং এ ধরনের ক্ষমতালাভের সুযোগ ঘটে তাঁর, তাহলে নিজকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাঁর কোনও আইনের প্রয়োজন পড়বে না। কারণ, কোনও আইন, কোনও আদেশই, জ্ঞানের চেয়ে শক্তিশালী নয়; যুক্তিবোধ যদি খাঁটি হয়, আর তা যদি সহজাত স্বাধীনতা ভোগ করে,
৮৭৫ডি তবে তা সর্বজনীন ক্ষমতার অধিকারী হয়: এটি অন্য কোনও কিছুর নিয়ন্ত্রাণাধীন হবে, যেন বা এটি কারও ক্রীতদাস – তা ঠিক নয়। কিন্তু, এখানে সেখানে সামান্য ইঙ্গিত ছাড়া কোথাও তো এ-ধরনের চরিত্রের দেখা মেলে না। সেজন্যই আমাদেরকে দ্বিতীয় বিকল্প বেছে নিতে হয় – তা হলো শৃঙ্খলা ও আইন, যা সাধারণ নীতিমালায় রূপলাভ করে, কিন্তু যা আলাদা আলাদা প্রতি কেইসের প্রতি দৃষ্টিদানে সক্ষম হয় না।

আদালতের সহজাত ক্ষমতা

নিম্নোক্ত বিষয়াদির খাতিরে এসব কথা বলা হলো: কোনও মানুষ যদি নিজকে ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তিকে আঘাত দিয়ে আহত করে, অথবা, ক্ষতি করে, তবে আমরা এখন তাকে প্রদেয় দণ্ড, অথবা, জরিমানা নির্ধারণ করব।

এক্ষেত্রে যে-কেউ সহজে এবং যথানিয়মে এর যে-কোনও পয়েন্ট হাতে নিতে পারেন এবং জিজ্ঞেস করতে পারেন: 'আপনি কী ধরনের আঘাতের কথা
৮৭৫ই বলছেন, কাকে প্রদত্ত, কীভাবে প্রদত্ত, অথবা, কখন প্রদত্ত, আঘাতের কথা বলছেন? এসব কেইসের পরিস্থিতিতে হাজারো ভিন্নতা আছে, একটি থেকে আরেকটি একেবারেই আলাদা ধরনের।' এদের খুঁটিনাটি বিষয়াদি আদালতের বিচারের ওপর ছেড়ে দেওয়া বাস্তবজ্ঞানবিবর্জিত বিষয় হয়ে দাঁড়াবে, আর কিছু কিছু বিষয় তাদের হস্তে অর্পণ না করাও হবে বাস্তবতাজ্ঞানবিবর্জিত। বাস্তবিকপক্ষে, একটি জিনিস আছে – যা প্রতিটি মামলায়ই প্রযোজ্য, আর সে-জিনিসটিকে বিচার করার ভার তাদের হাতেই অর্পণ করতে হবে: আলাদা আলাদা প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্ত করতে হবে, ঘটনাটি কি ঘটেছিল, না কি, আদৌ ঘটেনি। অপরপক্ষে প্রতি কেইসে – গুরুত্বপূর্ণ ও

www.pathagar.com

তুচ্ছাতিতুচ্ছ কেইসের ক্ষেত্রে, নিজ থেকে আইন উপস্থাপন করা কোনও সম্ভবপর কাজ নয়; এ ধরনের কেইসে অপরাধীর ওপর কী ধরনের জরিমানা ধার্য করা হবে, তাকে কী দণ্ড দেওয়া উচিত, তা নিয়ে আদালতের নিজস্ব কোনও ৮৭৬এ
বিবেচনা থাকবে না, আর তা স্থির করাও আইনপ্রণেতার জন্য যথাযথ নয়।

ক্লেইনিয়াস: বেশ; এরপর আমরা কোন্ দিকে এগুব?

অ্যাথেনীয়: আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে, খুঁটিনাটি বিষয়াদি আদালতের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস হাতছাড়া করা যাবে না – আইনপ্রণেতাই তার জন্য আইন প্রণয়ন করবেন।

ক্লেইনিয়াস: কোন্ কোন্ জিনিস আইনের 'কোডের' আওতাভুক্ত হবে আর কোন্ কোন্ জিনিস আদালতের বিচারের জন্য প্রেরণ করা হবে?

অ্যাথেনীয়: এসব কথাবার্তার পর নিম্নোক্ত বিষয়াদি বলাই সবচেয়ে সঠিক বলে ৮৭৬বি
বিবেচিত হবে: কোনও কোনও নগরীতে কখনও কখনও আমরা এমন দেখতে পাই যে, বিচারের আদালত দুর্দশাগ্রস্ত এবং অযোগ্য; তাঁরা তাঁদের মতামত গোপন রাখেন, গোপনে তাঁদের রায় প্রদান করেন; আর এর চাইতেও জঘন্য যে-জিনিস তা হলো, কোনও মামলার শুনানির সময় তারা নীরবে বক্তব্য শ্রবণ করার বদলে নিজেই প্রচণ্ডভাবে তাকে বাধাগ্রস্ত করেন – যেন বা তারা নাট্যশালায় উপস্থিত হয়েছেন এবং পক্ষদ্বয়সমূহের বক্তব্য প্রদানের সময় পর্যায়েক্রমে কোনও এক পক্ষের বক্তার বক্তব্যে প্রশংসার ফুলঝুরি ছিটিয়ে দেন, অথবা, তাঁর বক্তব্যে অননুমোদন জ্ঞাপন করেন। এসব ঘটনা পুরো নগরীকে বিব্রতকর বিপাকে নিপতিত করে। এ-ধরনের আদালতের জন্য আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হওয়াটা একটি দুর্দশাপূর্ণ কাজ, কিন্তু বাধ্য হয়ে কাউকে ৮৭৬সি
যদি এ-কাজটি করতে হয়, যদি এভাবে সংগঠিত নগরীর শাসনব্যবস্থার জন্য কেউ কখনও আইন প্রণয়ন করেন, তবে সঠিক কাজটি হবে তুচ্ছ মামলায় দণ্ড নিরূপণ করার ক্ষমতা আদালতের ওপর অর্পণ করা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেই স্পষ্ট করে আইন তৈরি করা। কিন্তু যে-নগরীতে সম্ভবপর সঠিকভাবে আদালত স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বিচারকার্যে নিয়োজিত হওয়ার জন্য লোকজন সঠিকভাবে লালিত-পালিত হয়েছেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষিত হয়েছেন, সেখানে দোষী সাব্যস্ত হওয়া লোকজন যে-শাস্তি ভোগ করবে, বা, জরিমানা দিতে বাধ্য হবে, তার অধিকাংশ বিষয়াদির বিচারের ভার এমন বিচারকদের হাতে প্রদানই হবে সঠিক, উত্তম এবং মহৎ কর্ম। বর্তমান অবস্থায় ৮৭৬ডি
আমরা যদি সবচেয়ে বড় এবং অহরহ সংঘটিত বিষয়াদি নিয়ে আইন প্রণয়ন না করি, তবে তা আমাদের পক্ষে কোনও দোষের ব্যাপার হবে না, কারণ, এগুলো এমন বিষয়, যা অপর্যাপ্তভাবে প্রশিক্ষিত বিচারকগণও ধরতে পারবেন এবং প্রতিটি আলাদা আলাদা অপরাধের ক্ষেত্রে সাধিত ক্ষয়ক্ষতির জন্য এবং বাস্তবিক অপরাধের মূল কারণের বিবেচনায় যে-দণ্ড প্রদান করতে হবে, তা প্রয়োগ করতে পারবেন। বাস্তবিকপক্ষে, আমরা যেহেতু বিশ্বাস করি যে, যাদের জন্য আমরা আইন প্রণয়ন করছি, তারাই দৃশত যোগ্য বিচারক হিসেবে

২৭—

www.pathagar.com

আবির্ভূত হতে পারে, তাই অধিকাংশ সিদ্ধান্ত তাদের ওপর ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়। তৎসত্ত্বেও, আমাদের আইনি সংহিতা প্রণয়নের আদিভাগে আমরা দণ্ডের
৮৭৬ই কিছু উদাহরণের রূপরেখার প্রথা তুলে ধরেছিলাম; তা ছিল বিচারের যথাযথ সীমা লংঘন না করার ক্ষেত্রে বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে তাঁদের অনুসরণীয় কিছু মডেল। আমরা কাজের সাথে কথার সামঞ্জস্যসাধন করেছিলাম; এই গতিপথ অনুসরণই তখন সঠিক ছিল; আমরা যখন এখন আবার আইন প্রণয়নে হাত দিচ্ছি, তখন তা আবার সঠিক পথ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

ইচ্ছাকৃত জখম, এবং সন্তানহীনতার ক্ষেত্রে পোষ্যগ্রহণ

আঘাতদানের মাধ্যমে আহত করার বিষয়ে আমাদের আইনটি হওয়া উচিত নিম্নরূপ:

LIII. **কোনও ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তার সহবাসী কোনও নাগরিককে হত্যা করতে চায় (দ্বিতীয়োক্ত নাগরিক যদি এমন ব্যক্তি না হয়ে থাকেন যার মৃত্যু আইন দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে) এবং তাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়, কিন্তু তাকে জখম করে, সেক্ষেত্রে মনে মনে হত্যার বাঞ্ছা নিয়ে যে-ব্যক্তি দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিকে আঘাত**
৮৭৭এ **করেছে, সে কারও অনুকম্পার যোগ্য হবে না; একজন খুনী যেমন ক্ষমার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, সে-ও সমভাবেই অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে; আর তার বিচার হবে খুনের দায়ে।** কিন্তু তার সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়া থেকে যে-ভাগ্য তাকে রক্ষা করেছে তার প্রতি আমাদের যথাযোগ্য শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন, এমনকি অভিভাবক দেবদূতের জন্যও, যে আক্রমণকারী এবং আহত ব্যক্তির প্রতি করুণাবশত দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তির আঘাতকে প্রাণঘাতী হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করেছে, এবং দুর্ভাগ্য যাতে প্রথমোক্ত ব্যক্তির শিরে অভিশাপ বয়ে নিয়ে আসতে না পারে, তা-ও প্রতিরোধ করেছে। আমাদের উচিত অভিভাবক দেবদূতকে যথাযথভাবে ধন্যবাদ জানানো এবং তার ইচ্ছাকে বাধাগ্রস্ত না করা: **যে-ব্যক্তি আঘাত দিয়ে অপরকে আহত করেছিল, তাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রক্ষা দেওয়া উচিত,**
৮৭৭বি **কিন্তু তাকে আশেপাশের কোনও নগরীতে সারা জীবনভর নির্বাসনে কাটাতে হবে; এক্ষেত্রে তার নিজের সম্পত্তি থেকে সকল আয় ভোগ করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে তার; আহত ব্যক্তির যে-ক্ষতি সে সাধন করেছে, তার জন্য তাকে অবশ্যই পুরো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে; এই মামলাটির বিচার যে-আদালতে নিষ্পত্তি হবে, সেই আদালতই ক্ষতিপূরণের অঙ্ক নির্ধারণ করবে। (আঘাতজনিক কারণে বিবাদির মৃত্যু ঘটলে যাঁরা তার বিচার করতেন, সেই বিচারকগণ এই আদালতে বিচারের জন্য নির্বাচন হবেন।) যদি কোনও সন্তান পূর্বপরিকল্পনামতো তার পিতামাতাকে আঘাতের মাধ্যমে আহত করে, তবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। একইভাবে, একজন ভাই যদি**
৮৭৭সি **আঘাত দিয়ে অন্য ভাই, অথবা, বোনকে জখম করে এবং তাকে পূর্বপরিকল্পনামাফিক আঘাত দিয়ে জখম করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে তার দণ্ড হবে মৃত্যু। খুন করার ইচ্ছা নিয়ে যদি কোনও স্ত্রী স্বামীকে, অথবা, কোনও স্বামী স্ত্রীকে, জখম করে**

www.pathagar.com

এবং পূর্ব-পরিকল্পনামাফিক জখম করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে দোষী ব্যক্তিকে চির জনমের জন্য নির্বাসনে যেতে হবে। তাদের যদি নাবালক ছেলে, অথবা, মেয়ে সন্তান থাকে, তাহলে অভিভাবকগণকে সম্পত্তির দেখাশোনা করতে হবে, সেই সন্তানদের এমনভাবে প্রতিপালন করতে হবে যেন বা তারা এতিম। সন্তানগণ যদি সাবালক হয়ে থাকে, তবে তারা নিজেরাই সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে, আর নির্বাসিতের দেখাশোনা করা তাদের দায়িত্বে বর্তাবে না।[১৪] সন্তানহীন কেউ যদি এ ধরনের দুর্ভাগ্যের শিকার হয়, তাহলে নির্বাসিতের আত্মীয়স্বজন – চাচাতো অথবা
মামাতো ভাইদের তরফে সন্তানেরা – একটি সভায় মিলিত হবে এবং আইনের ৮৭৭ডি
অভিভাবকবৃন্দ এবং ঋত্বিকগণের সাথে পরামর্শ করে সম্পত্তির, তথা, নগরীর পাঁচ হাজার চল্লিশ অংশের একাংশের, উত্তরাধিকারী নিয়োগ করবে। তাদেরকে বিষয়টিকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে: যে পাঁচ হাজার চল্লিশটি খানা আছে নগরীটিতে, তার কোনওটিই তার দখলদারদের, অথবা, তাদের পরিবারের সম্পত্তি নয়, তা বরং বাস্তবিকপক্ষে জনঅধিকার ও ব্যক্তিগত
অধিকার – উভয় অর্থে নগরীর সম্পত্তি; নগরীর উচিত তার নিজের সম্পত্তিকে ৮৭৭ই
যতদূর সম্ভব পবিত্র ও সমৃদ্ধশালী করে রাখা। সুতরাং, LIV. যখন কোনও একটি খানা দুর্ভাগ্যের কবলে নিপতিত হয় এবং একইসাথে অধার্মিক হয়ে ওঠে এবং ফলে সেই খানার মালিক সন্তানহীন থাকে, অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, অথবা, অবিবাহিত থাকে, অথবা, বিবাহ সত্ত্বেও সন্তানহীন থাকে, এবং ইচ্ছাকৃত খুন করে, অথবা, দেবতা বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে এমন অপরাধ করে দোষী সাব্যস্ত হয় – যার জন্য আইনে সুনির্দিষ্টভাবে মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত আছে, এবং তার মাধ্যমে জীবনের সমাপ্তি ঘটায়, অথবা, যদি সাবালক ছেলে-সন্তান না রেখে আজীবনের জন্য নির্বাসনে চলে গিয়ে থাকে, তাহলে সেই খানাকে আইন অনুসারে পবিত্র ও পরিষ্কার করতে হবে।
তারপর – একটু আগেই আমরা যেকথা বলেছি – তার আত্মীয়স্বজনকে আইনের ৮৭৮এ
অভিবভাবকদের সাথে মিলিত হতে হবে এবং এমন পরিবারের খোঁজ করতে হবে, যাদের সদ্গুণ এবং সেইসাথে সৌভাগ্যের ক্ষেত্রে আছে সবচেয়ে অধিক খ্যাতি এবং যে-পরিবারে আছে বেশ কিছু সংখ্যক সন্তান। সেই পরিবারের মধ্যে একজনকে তারা মৃত ব্যক্তির পিতা এবং পূর্বপুরুষদের পক্ষে পুত্র হিসেবে দত্তক গ্রহণ করবে এবং তাদের কাছ থেকেই সে সৌভাগ্যের স্মরণে নাম গ্রহণ করবে। আত্মীয়স্বজনকে প্রার্থনা জানাতে হবে যেন তাকে দত্তক নেওয়ার কারণে সেই ঘরে সন্তানের আগমন ঘটে, পাক চুল্লির অভিভাবক লাভ ঘটে, সে যেন দত্তক-গ্রহণকারী পিতার
চাইতে অধিকতর সাফল্যের সাথে পারিবারিক সমস্ত পবিত্র ও ইহলৌকিক কর্মকাণ্ড ৮৭৮বি
দেখভাল করতে পারে। এভাবে আইন অনুসরণে তাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে আসীন করা উচিত। আমরা যে দুর্যোগের কথা উল্লেখ করেছি, সে-রকম দুর্যোগ যখন একজন পাপীর ওপর নিপতিত হয়, তখন তাঁদের কর্তব্য হবে তাকে নামহীনভাবে, সন্তানহীনভাবে এবং সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত থেকে, কবরে সমাধিস্থ থাকার সুযোগ দেওয়া।

www.pathagar.com

রাগবশত জখমকরণ

আমরা এমন দেখতে পাই যে, এক জেলার সীমান্ত অন্য জেলার পুরোপুরি সংলগ্ন নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে উন্মুক্ত কিছু জায়গা থাকে, যাতে কারও অধিকার থাকে না, তা উভয় সীমান্তকে স্পর্শ করে এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী জায়গা হিসেবে বিবেচিত হয়। বাস্তবিকপক্ষে, আমরা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে এমন কথাই বলেছিলাম: এটি ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত ক্রিয়ার মাঝামাঝি কোনও এক অবস্থানে অবস্থিত থাকে। ক্রোধের বশে কৃত জখমের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রয়োগ করতে পারি আমরা: এদের স্থান স্বেচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত জখমের মাঝামাঝি কোনও এক স্থানে। তাই ক্রোধের বশে কৃত জখমের জন্য একই ধরনের আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৮৭৮সি LV. **কেউ যদি জখম করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয় এবং সেই জখম যদি উপশমযোগ্য হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে; আর তা যদি উপশমের অযোগ্য হয়, তবে তাকে চতুর্গুণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি কৃত সেই জখম উপশমযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও জখমকৃত ব্যক্তির জন্য তা প্রভূত লজ্জা ও অপমানের কারণ হয়, তবে তাকে অবশ্যই তিনগুণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেউ যদি অন্য ব্যক্তিকে এমন জখম করে, যাতে আহত ব্যক্তিই কেবল তাতে ক্ষতির শিকার হয় না, নগরীকেও তাতে ক্ষতি সইতে হয়, শত্রুর বিরুদ্ধে পিতৃভূমিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সে অপারগ হয়ে পড়ে, তাহলে অন্য দণ্ড ভোগ করা ছাড়াও নগরীর সেই জখমের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তাকে; তাকে কেবল নিজের হয়ে সামরিক সেবা প্রদান করলেই চলবে না, অধিকন্তু অসমর্থ ব্যক্তির হয়ে সামরিক বাহিনীতে তার সেবাও প্রদান করতে হবে; অথবা, সে যদি এসব কাজ সম্পাদন করতে অসমর্থ হয়, তাহলে সামরিক সেবা**
৮৭৮ডি **প্রদানের কাজ এড়িয়ে যাওয়ার দায়ে আইন অনুসারে তাকে বিচারের হাতে সোপর্দ করা যাবে, এবং যে সামরিক সেবাদানে ব্যর্থতার জন্য যে-কেউ ইচ্ছা করলেই তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে পারবে। ক্ষতির পরিমাণ – তা সেটি দ্বিগুণ, ত্রিগুণ অথবা চারগুণ, যা-ই হোক না কেন – নির্ধারণ করবেন সংশ্লিষ্ট মামলার বিচারকগণ। যেভাবে এই ব্যক্তির কথা আলোচনা করা হলো, সেভাবেই কোনও পরিবারের এক সদস্য যদি অন্য সদস্যকে জখম করে, তাহলে পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং মহিলা ও পুরুষের তরফে চাচাতো মামাতো ফুফাতো খালাতো ভাইবোনদের সন্তানসন্ততি অব্দি – তথা, এই ধরনের আত্মীয়স্বজনকে একত্রে মিলিত হতে হবে এবং একটি বিচার-অনুষ্ঠানে**
৮৭৮ই **জখমের ক্ষতির পরিমাণ স্থির করে তা জন্মদাতা ও জন্মদাত্রী পিতামাতার কাছে হস্তান্তর করতে হবে। সেই মূল্যায়নকে যদি চ্যালেঞ্জ করা হয়, তাহলে পুরুষপক্ষের আত্মীয়স্বজনের নিরূপিত মূল্যকেই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে; তা করতে তারা যদি অপারগ হয়, তবে আবশ্যিকভাবেই বিষয়টিকে তাদের আইনের অভিভাবকদের হাতে তুলে দিতে হবে। সন্তানেরা পিতামাতাকে আঘাত করে জখম করেছে এমন মামলার বিচারের জন্য নির্বাচিত বিচারকদের বয়স অবশ্যই ষাটের অধিক হতে হবে; অধিকন্তু, তাঁদের নিজেদের সন্তান থাকতেই হবে, কেবল পালিত সন্তান থাকলেই চলবে না। এক্ষেত্রে**

কেউ যদি দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে বিচারকগণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এ-রকম কাজ যে-করেছে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে, না কি, তার দণ্ড আরও কঠোর কিছু হবে,[১৫] না কি, তা নগণ্যরূপে তার চাইতে কম হবে। অপরাধী ব্যক্তির পরিবারের কোনও ব্যক্তি বিচারক হিসেবে দায়িত্বপালন করতে পারবেন না, এমনকি, তিনি যদি আইনে বর্ণিত প্রয়োজনীয় ৮৭৯এ
বয়সধারীও হন, তবুও। কোনও ক্রীতদাস যদি একজন স্বাধীন মানুষকে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে হত্যা করে, তাহলে তার মালিক অবশ্যই তাকে জখমপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করবে; তাকে সে তার ইচ্ছেমতো যে-কোনওভাবে ব্যবহার করতে পারবে। সেই ক্রীতদাসের মালিক যদি তাকে হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তিনি নিজেই সেই জখমের আরোগ্য করবেন। কেউ যদি এমন অভিযোগ করেন যে, ঘটনাটি ক্রীতদাস ও আহত পক্ষের মধ্যে যোগসাজসের কারণে সংঘটিত হয়েছে, তাহলে তাকে আইনের মাধ্যমে লড়াই করতে হবে। তিনি যদি সেই মামলায় জয়লাভ না করেন, তবে তাঁকে তিনগুণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে; আর যদি জয়লাভ করেন, তবে তাঁকে অপহরণ করার অপরাধে ক্রীতদাসসহ যোগসাজসকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে।

অনিচ্ছাকৃত জখমকরণ

LVI. কোনও ব্যক্তি যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোনও ব্যক্তিকে জখম করেন, তবে ৮৭৯বি
তিনি জখমের জন্য সাধারণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন; কারণ, কোনও আইনদাতাই দৈবের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নন। এক্ষেত্রে যেসব বিচারককে নির্বাচিত করা হবে, তাঁরা হবেন সেই বিচারক, যাঁরা পিতামাতাকে জখম করার কারণে সন্তানদের বিচারক হিসেবে বিচারকার্য পরিচালনা করেছিলেন; তাঁরা আবার জখমের মূল্যও নিরূপণ করবেন।

www.pathagar.com

২০. হামলা

অ্যাথেনীয়: এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে-সব জখমের কথা উল্লেখ করেছি, তাতে যুক্ত আছে সহিংসতা এবং এ তো জানা কথা, সমস্ত ধরনের আঘাতেই যুক্ত থাকে সহিংসতা। এসব ক্ষেত্রে প্রতিটি পুরুষ, নারী এবং শিশুর যে-জিনিস মনে রাখা দরকার তা হলো:

তারুণ্যের তুলনায় বয়োবৃদ্ধতা সবসময়ই অধিকতার শ্রদ্ধার সাথে বিবেচ্য আর সে-
৮৭৯সি কথা দেবতাদের মাঝে যেমন সত্যি, মানুষ যদি নিরাপত্তা ও সুখের মাঝে জীবন কাটাতে চায়, তবে তাদের ক্ষেত্রেও তেমনই সত্যি। ফলে নগরীতে একজন বয়স্ক মানুষ যদি স্বল্পবয়েসী মানুষের হাতে নাজেহাল হয়, তবে তা হয়ে ওঠে লজ্জাকর দৃশ্য – দেবতাগণ তা ঘৃণা করেন। কোনও স্বল্পবয়েসী তরুণ যদি কোনও বয়োবৃদ্ধের হাতে আঘাতের শিকার হয়, তবে যেন সে হৈচৈ না বাধায়, সে যেন তার ক্রোধ সংবরণ করে; সে যখন বয়োবৃদ্ধ হবে তখন যেন সে এ ধরনের সম্মানে তার দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে – এই হলো তার উপায়। ফলে, আমাদের আইনটি হওয়া উচিত এমন।

আমাদের সমাজে প্রত্যেকেরই আবশ্যিকভাবে কথা ও কাজে নিজের বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। পুরুষ নারী নির্বিশেষে যিনি আমাদের চাইতে বিশ বছরের বড়, তাকে একজন পিতা বা একজন মাতা হিসেবে গণ্য করতে হবে;
৮৭৯ডি তদনুযায়ী তাঁর সেবা করতে হবে। যিনি বয়সের দিক থেকে একজন মানুষের পিতা বা মাতা হওয়ার যোগ্য অবস্থানে অবস্থিত, জন্মের দেবতার খাতিরে তাকে আঘাত করা থেকে তাকে সর্বদা বিরত থাকতে হবে। একইভাবে কোনও বিদেশিকে আঘাত করা থেকেও বিরত থাকতেই হবে তাকে – তা সেই বিদেশি দীর্ঘ সময়ে বসতকারী হোক, অথবা, সাম্প্রতিক কালের অভিবাসীই হোক। এ ধরনের লোককে আঘাত করে – তা প্রথমে শারীরিকভাবে আক্রমণ করে হোক, অথবা, আত্মরক্ষার্থেই হোক – শাস্তি দেওয়ার মতো কাজ যেন কেউ কোনওক্রমেই না করেন।

LVII. যদি তিনি মনে করেন বিদেশি লোকটি উচ্ছৃঙ্খল এবং উদ্ধত প্রকৃতির বশে তার প্রতি আক্রমণোদ্যত হয়েছে এবং তাকে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন, তাহলে তিনি তাকে আঘাত না করে, বন্দি করে, নগর-নিয়ন্ত্রকদের আদালতে নিয়ে যাবেন, যাতে ভবিষ্যতে সেই বিদেশিটির মনে কোনও নাগরিককে আঘাত করার কথা কোনওভাবেই
৮৭৯ই ঠাঁই না পায়, তেমন ভাবনা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নগর-নিয়ন্ত্রকগণ তার বিষয়টি হাতে নেবেন এবং আগন্তুকদের দেবতার প্রতি যথাশ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তার বিচার করবেন; যদি দেখা যায়, আগন্তুক অন্যায়ভাবে দেশের অধিবাসীকে আঘাত করেছিল, সেক্ষেত্রে তাঁরা আগন্তুককে সেই পরিমাণ দোররা মারবেন, যে-পরিমাণ দোররা আগন্তুক সেই নাগরিকটিকে মেরেছিল; এভাবেই তার ঔদ্ধত্যের ইতি ঘটানো

www.pathagar.com

হবে। কিন্তু তিনি যদি কোনও অন্যায় না করে থাকেন, তবে যে-ব্যক্তি তাকে বন্দি করে তাঁদের সম্মুখে নিয়ে এসেছিল, তাকে হুমকি দিতে হবে এবং তিরস্কার করতে হবে; তারপর উভয়কে বের করে দিতে হবে। কোনও ব্যক্তি যদি অপর কোনও ব্যক্তিকে আঘাত করে, যে তার সমবয়েসী, অথবা, অধিকতর বয়েসী, কিন্তু সন্তানহীন ৮৮০এ
– তা সেই আক্রমণকারী ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়েসী হোক, বা, তরুণ বয়েসীই হোক – তাহলে আক্রান্ত ব্যক্তি যেন কোনও অস্ত্র ছাড়া খালি হাতে, তথা, তার সহজাত ক্ষমতা দিয়ে, নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু, চল্লিশের অধিক বয়েসী কোনও ব্যক্তি যদি অন্য একজন মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার মনোবৃত্তি প্রদর্শন করে – তা প্রথমে আঘাত করেই হোক অথবা আত্মরক্ষার্থেই হোক – তাহলে তিনি ক্রীতদাসের আচরণধারী অসভ্য বর্বর হিসেবে নাম কামাবেন, আর তিনি যদি নিম্নস্তরের বৈচারিক দণ্ড পান, তবেই তা হবে তার যোগ্য শাস্তি।

এ ধরনের তিরস্কারের মুখে কেউ যদি শোধরে ওঠেন, তবে তিনি খুবই অনুগত মানুষ হয়ে উঠবেন; কিন্তু যে-সব ব্যক্তি প্রাথমিক এই বক্তব্যকে অবহেলা করবেন, তাদের জন্য নিম্নবর্ণিত আইনি ব্যবস্থা অপেক্ষা করবে:

কোনও ব্যক্তি যদি তার চাইতে বিশ বছর, অথবা, ততোধিক বয়সী কাউকে আঘাত ৮৮০বি
করে, তাহলে বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের একই বয়েসী নয়, অথবা, তাদের চাইতে কমবয়েসী নয় – তেমন ব্যক্তি, এবং যিনি তখন নিকটতম অবস্থানে অবস্থিত থাকেন, এমন কেউ যদি তাদের দেখতে পান, তাহলে তাঁর অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে তাদের ছাড়িয়ে দেওয়া; অন্যথায় আইনের চোখে তিনি মন্দলোক বলে চিহ্নিত হবেন। তিনি যদি আক্রান্ত ব্যক্তির মতো একই বয়েসী হন, অথবা, তাঁর চাইতে কমবয়েসী হন, তাহলে তার উচিত আক্রান্ত ব্যক্তির সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া; তাঁকে ধরে নিতে হবে, যেন বা তাঁর নিজের ভাই, অথবা, পিতার প্রতি, অথবা, আরও জ্যেষ্ঠ কোনও আত্মীয়পরিজনের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। অধিকন্তু, যেমন বর্ণনা করা হলো[১৬]**, কেউ যদি তেমন বয়োজ্যেষ্ঠ কোনও লোককে আঘাত করার দুঃসাহস দেখায়, তাহলে হামলা করার অপরাধে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে। সে যদি মামলায় হেরে যায়, তবে তাকে ন্যূনতম এক বছর কারাবাস ভোগ করতে হবে। আদালত যদি** ৮৮০সি
শাস্তি হিসেবে আরও অধিককালীন কারাবাস নির্ধারণ করেন, তবে তাই বাধ্যতামূলক বলে গণ্য হবে। কোনও বিদেশি, অথবা, ভিনদেশি-অধিবাসী যদি তার চাইতে বিশ বছরের জ্যেষ্ঠ, অথবা, ততোধিক বয়েসী লোককে আঘাত দিতে উদ্যত হয়, তবে পাশে-অবস্থিত ব্যক্তি থেকে সাহায্যপ্রাপ্তি নিয়ে একইভাবে একই আইন প্রযোজ্য হবে। এ ধরনের অভিযোগের বেলায় যদি কোনও মানুষকে অপরাধী বলে রায় দেওয়া হয়, আর সে যদি অধিবাসী না হয়ে ভিনদেশি হয়, তাহলে দুই বছর কারাবাস করে তাকে বৈচারিক দণ্ড কাটাতে হবে; আর তিনি যদি ভিনদেশি অধিবাসী হন, আর আইন অমান্য করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন, তবে তাঁকে অবশ্যই তিনি বছরের কারাবাস পোহাতে হবে; এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হতে পারে যদি আদালত অধিক কালের দণ্ড প্রদান ৮৮০ডি
করে। যে-ব্যক্তি এ ধরনের মামলায় পথচারী থাকে এবং আইনমতো সাহায্য প্রদানে ব্যর্থ হয়, তাকে অবশ্যই জরিমানা প্রদান করতে হবে: তিনি যদি সর্বোচ্চ শ্রেণির সদস্য

www.pathagar.com

হন, তবে জরিমানা হবে এক মিনা, যদি দ্বিতীয় শ্রেণির হন, তবে পঞ্চাশ দ্রাখমা, তৃতীয় শ্রেণীর হলে ত্রিশ দ্রাখমা এবং চতুর্থ শ্রেণির হলে বিশ দ্রাখমা। এ ধরনের মামলায়[১৭] আদালত গঠিত হবে জেনারেল, র‍্যাঙ্ক-কমান্ডার, ট্রাইব-কমান্ডার এবং অশ্বারোহী বাহিনীর কমান্ডারদের নিয়ে।

এমন মনে করা যায় যে, কিছু কিছু আইন তৈরি করা হয় সৎ লোকদের উপকারসাধনের জন্য – তাদেরকে যদি বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থায় বসবাস করতে হয়,
৮৮০ই তবে সবার সাথে যেভাবে মেলামেশা করতে হবে সেই নিয়ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য; আর কিছু আইন সৃষ্টি করা হয় তাদের জন্য – যারা শিক্ষাগ্রহণকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এমন পরিমাণে নরম হয়ে উঠেনি, যাতে তারা সকল ধরনের চূড়ান্ত মন্দ কাজে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকে। আমি এখন যেসব পয়েন্ট উচ্চারণ করতে যাচ্ছি তাতে আমাকে প্রবুদ্ধ করছে তারাই; তাদের উপকারের জন্যই আইনদাতা তাঁর আইন প্রদান করতে বাধ্য হবেন; তবে তাঁর আশা থাকবে, সেই আইন যেন কখনও প্রয়োগ করতে না হয়। এমন একজন মানুষের কথা বিবেচনা করে দেখুন, যে সহিংস উপায়ে তার পিতা বা মাতা বা পূর্বপুরুষের গায়ে আঘাত দিচ্ছে। তার জন্য ওপরে
৮৮১এ দেবতাদের যে-রোষ অপেক্ষা করছে, অথবা, কবরে যে-শাস্তি অপেক্ষা করছে, তার কোনও কিছুকেই ভয় করবে না সে; তার 'জ্ঞানের' বলে বলীয়ান হয়ে – যেক্ষেত্রে আদতে সে পুরোপুরি অজ্ঞ – সে প্রাচীন এবং বিশ্বজনীন ঐতিহ্যকে ঘৃণার চোখে দেখবে। ফলে, সে পুরোপুরি এক ক্রিমিনালে রূপান্তরিত হবে; তার জন্য প্রয়োজন হবে সবচেয়ে শক্ত প্রতিরোধক। তবে মৃত্যু কোনও চূড়ান্ত দণ্ড নয়: *হেইদিজ*-এ (পরলোকে) তার জন্য যে-দুঃখযাতনা অপেক্ষা করে আছে, তা এর চাইতেও কষ্টকর। এ ধরনের দুঃখযাতনার হুমকি যদিও মিথ্যে নয়, তবু. এসব আত্মার ক্ষেত্রে তা প্রতিরোধকারী প্রভাব রাখতে সক্ষম হয় না। তা যদি কোনও প্রভাব রাখতে সক্ষম হতো, তবে মায়ের ওপর শারীরিক লাঞ্ছনা এবং অন্যান্য পূর্বপুরুষের ওপর দুঃসাহসিক, ধর্মবিরুদ্ধ আক্রমণের
৮৮১বি ঘটনা কখনও ঘটত না। ফলে আমার সিদ্ধান্ত হলো: এই পৃথিবীতে বেঁচে থেকে মানুষজন যে শাস্তি ভোগ করে, তা যতদূর সম্ভব কবরে প্রাপ্য শাস্তির অনুরূপ হওয়া উচিত। এরপর আমাদের যা বলা উচিত তা হলো নিম্নরূপ:

মস্তিষ্কবিকৃতিতে আক্রান্ত না থেকেও কোনও মানুষ যদি তার পিতা বা মাতা, অথবা, তাদের পিতা মাতাকে আঘাত করে, তাহলে তার ক্ষেত্রে প্রথম পয়েন্টটি হবে পথচারীকে নিয়ে; পূর্বেকার কেইসের মতো এক্ষেত্রেও, তাকে আবশ্যিকভাবে সহায়তা প্রদান করতে হবে। কোনও ভিনদেশি-অধিবাসী যদি সহায়তা প্রদান করেন, তবে
৮৮১বি **খেলাধুলার প্রতিযোগিতায় তাকে সম্মুখ-আসনে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে; সে যদি কোনও সহায়তা প্রদান না করে, তবে তাকে স্থায়ীভাবে দেশ থেকে নির্বাসন দেওয়া হবে। কোনও ভিনদেশি-অধিবাসী যদি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে, তবে প্রশংসার এবং যদি তা না করে, তবে নিন্দার ভাগীদার হবে। কোনও ক্রীতদাস যদি একাজে সহায়তা প্রদান করে তবে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। আর সে যদি সহায়তা**

www.pathagar.com

না দেয়, তবে তাকে একশত দোররা মারা হবে। ঘটনাটি যদি বাজারে ঘটে থাকে, তাহলে বাজার-নিয়ন্ত্রকগণ দোররা মারার কাজটি সম্পন্ন করবেন। বাজারে না ঘটে নগরীর অন্য জায়গায় যদি এই ঘটনা ঘটে, তবে আবাসিক নগর-নিয়ন্ত্রক সেই শাস্তি প্রদান করবেন; আর তা যদি দেশের কোনও মাঠে ঘটে থাকে, তাহলে শাস্তি প্রদানের কাজটি করবেন মাঠ-নিয়ন্ত্রকদের কর্মকর্তাগণ। নাগরিক হিসেবে জন্মগ্রহণকারী যে
ব্যক্তিই – তা সে পুরুষ, নারী, অথবা, শিশু, যে-ই হোক না কেন – এই ৮৮১ডি
আক্রমণকারীর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করবে, তাকেই চীৎকার করে বলতে হবে 'দুষ্ট রাক্ষস' এবং তাকে প্রতিহত করতে হবে। যে-ব্যক্তি তাকে প্রতিহত করার কোনও উদ্যোগ গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে, তাকে অবশ্যই আইন অনুসারে আত্মীয়তা এবং পিতৃত্বের দেবতা জিউসের অভিশাপের কোপানলে পতিত হতে হবে। কোনও ব্যক্তি যদি তার পিতামাতকে শারীরিকভাবে নাজেহাল করার দায়ে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, তবে তাকে প্রথমত স্থায়ীভাবে নগরী থেকে দেশের বাকি অন্যান্য স্থানে নির্বাসন দেওয়া হবে; তাকে অবশ্যই সকল পবিত্র স্থান থেকে দূরে সরে থাকতে হবে। সে যদি নগরীতে ফিরে আসে, তবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড; আর পবিত্র স্থানসমূহ থেকে যদি সে দূরে সরে না থাকে, তবে মাঠ-নিয়ন্ত্রকগণ তাকে দোররা মেরে, অথবা, তাদের ইচ্ছেমতো যে-কোনও পদ্ধতিতে শাস্তি দেবেন। স্বাধীন মানুষদের মধ্যে কেউ যদি এ
ধরনের মানুষের সাথে খানাপিনা করে, অথবা, একইভাবে তার সাথে মেলামেশা করে, ৮৮১ই
অথবা, দেখা হয়ে যাওয়ায় স্বেচ্ছায় কেবল সম্ভাষণ জানানোর খাতিরে তাকে স্পর্শ করে, তাহলে পবিত্র হওয়ার আগে সে যেন কোনওক্রমেই কোনও মন্দিরে, অথবা, বাজারে, অথবা, সামগ্রিকভাবে নগরীতে প্রবেশ না করে; এক্ষেত্রে তার মনে রাখতে হবে যে, সে এক দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছে, যা একজন মানুষের জীবনে অভিশাপ ডেকে আনে। কিন্তু আইন অমান্য করে সে যদি বেআইনিভাবে মন্দির এবং নগরীকে কলুষিত করে এবং কোনও একজন ম্যাজিস্ট্রেট তা অবগত হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিচারের হাতে সমর্পণ করা থেকে বিরত থাকেন, তাহলে তিনি দেখতে পাবেন যে,
তার দায়িত্ব-প্রত্যর্পণের সময়[১৮] তা হয়ে উঠেছে তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর এক ৮৮২এ
অভিযোগ।

কোনও ক্রীতদাস যদি কোনও স্বাধীন মানুষকে (তিনি বিদেশি হোন, অথবা, নাগরিক হোন, তা বিবেচ্য নয়) আঘাত করে, আর তখন যদি উপস্থিত কোনও
পথচারী তার সাহায্যে এগিয়ে না আসে, তাহলে সংশ্লিষ্ট সম্পদশালী শ্রেণির লোকের ৮৮২বি
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-হারে তাকে জরিমানা দিতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে পথচারী ব্যক্তি সেই ক্রীতদাসের হাতপা বেধে ফেলবে এবং আক্রান্ত ব্যক্তির হাতে তুলে দেবে। আক্রমণের শিকার হওয়া ব্যক্তি তখন তাকে কব্জা করবেন, তাকে শেকল দিয়ে বাধবেন, তাকে ইচ্ছেমতো দোররা মারবেন, কিলঘুষি দেবেন; তবে তাকে লক্ষ রাখতে হবে যেন মালিকের কাছে সেই ক্রীতদাসের মূল্য কম হয়ে না যায়; এরপর সেই ক্রীতদাসকে তার মালিকের আইনগত মালিকানার হাতে সমর্পণ করবেন। এই আইনগত মালিকানা নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির আওতাধীন হতে হবে। কোনও ম্যাজিস্ট্রেট যদি একজন ক্রীতদাসকে একজন স্বাধীন মানুষকে আঘাত করার নির্দেশ না দিয়ে

www.pathagar.com

থাকেন এবং সে তা-ই করে থাকে, তাহলে মার-খাওয়া ব্যক্তির কাছে বন্ড দিয়ে তার মালিককে সেই ক্রীতদাসকে ছাড়িয়ে নিতে হবে; তাকে তার মালিক বেধে রাখবে,
৮৮২সি **যতক্ষণ না সেই ক্রীতদাস মার-খাওয়া ব্যক্তিকে হাতপা ধরে এমন রাজী করাতে সক্ষম হবে যে, তাকে মুক্তভাবে চলাফেরা করতে দেওয়া উচিত ততক্ষণ তাকে বন্দি করেই রাখা হবে। নারী কর্তৃক নারীর বিরুদ্ধে, নারী কর্তৃক পুরুষের বিরুদ্ধে, পুরুষ কর্তৃক নারীর বিরুদ্ধে, অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রেও একই ধরনের আইনগত প্রথা প্রযোজ্য হবে।**

টীকা

১ প্রাচীন ব্যাখ্যাকারদের মতে এখানে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে অত্যন্ত শক্ত-হয়ে-যাওয়া সীমবিচি বোঝানো হতো; সীমবিচিকে রোদে এমন পরিমাণে শুকানো হয়েছে যে, সিদ্ধ করলেও তা নরম হয় না।

২ সক্রেটিস *জবানবন্দী*-তে যে ডাঁশমশার কথা বলে এটি সেই ডাঁশমশা নয়; তবে উভয় ক্ষেত্রেই তা প্রতীকী অর্থে — 'খোচানো' এবং 'উন্মত্ত আবেগের' জন্য, ব্যবহার করা হয়েছে।

৩ *হেসতিয়া*: প্রাচীন গ্রিক ধর্মে চুল্লি, স্থাপত্য ও সুশৃঙ্খল সংসার-কর্মের কুমারী দেবী।

৪ ক্রেইনিয়াস এখানে কেবল মন্দিরের চুরির কথা বলছিলেন না; গ্রিক আইনে খোদ মন্দির এলাকা থেকে চুরি, পবিত্র তহবিল চুরি, অথবা, মন্দির এলাকার বাইরে পবিত্র জায়গার মধ্যে চুরিকে, পার্থক্য করা হতো।

৫ *তারতিয়াস*: খ্রি.পূ. সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিতা লিখেছেন; যুদ্ধের প্রশংসায় রচিত কবিতার জন্য তিনি উল্লেখযোগ্য হয়ে আছেন। *লাইকারগাস*: সাধারণভাবে ধরা হয় তিনি ছিলেন স্পার্টার সংবিধান-প্রতিষ্ঠাতা। *সোলন* খ্রি.পূ. ৫৯৪ সালে অ্যাথেন্সের জন্য সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন এবং তার সপক্ষে কবিতা রচনা করেছিলেন।

৬ এখানে ভোগসুখকে ব্যক্তিরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এমন তুলে ধরা হয়েছে যে, একজন মানুষের যা ইচ্ছে তা-ই করা উচিত, তা-ই তার আপাতদৃষ্ট কারণ। সে-জন্যই যুক্তিবোধের সহযোগে শক্তিপ্রাপ্ত বাসনাকে প্রতিরোধ করা কঠিন।

৭ 'শেষ এই ক্যাটাগরিকে যে দু'ভাগের কথা বলা হয়েছে তা হল 'অজ্ঞতার' 'সাধারণ' ও 'দ্বিগুণ' রূপ, আর এই দ্বিগুণ রূপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে 'ক্ষমতাসহ অজ্ঞতা' ও 'ক্ষমতাহীন অজ্ঞতা'।

৮ *মেমোরি*: গ্রিক কিংবদন্তিতে স্মৃতির দেবী।

৯ ধরা যায় যে, এই খরচ হলো পরিত্রকরণ ও এ সাথে জড়িত অন্যান্য ধর্মকৃত্যের খরচ।

১০ এখানে আইনের ক্ষেত্রে যে-শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো *নমস*; অ্যাথেনীয় পুনর্বার এই শব্দটি নিয়ে খেলা করেন। আইনের গ্রিক শব্দ যেমন *নমস* তেমনি এক ধরনের কবিতার রূপের নামও ছিল *নমস*, যা কিথারা সহযোগে গীত হত। সেইসূত্রেই বলা হচ্ছে যে, এটি গাওয়ার প্রয়োজন নেই।

১১ এখানে অ্যাথেনীয় আগন্তুক এমন বলছেন যেন একটি নগরীর সকল নাগরিকই আত্মীয়।

১২ এক্ষেত্রে সম্ভবত দেলফাই-এর *অরাকলের* কথা বলা হচ্ছে।

www.pathagar.com

১৩ যারা নিজহাতে খুন করেছে।

১৪ আইন মোতাবেক একজন অ্যাথেনীয় পিতামাতার বৃদ্ধবয়সে তাদের দেখাশোনা করতে বাধ্য থাকতেন।

১৫ যেমন কবরস্থ হওয়া থেকে বঞ্চিত করা।

১৬ তার চাইতে বিশ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ।

১৭ ধারণা করা যায়, আঘাত প্রদানের সকল ধরনের মামলার ক্ষেত্রে গঠনযোগ্য আদালত।

১৮ দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের পর কর্মকর্তাদের অবমুক্তির সময় তাদের আচরণের ওপর একটি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হত; এখানে সেই পরীক্ষা বা পরখক্রিয়ার কথাই বলা হচ্ছে।

www.pathagar.com

পুস্তক দশ

২১. ধর্ম

অধার্মিকতার তিন উৎস

৮৮৪এ **অ্যাথেনীয়ঃ** আঘাত দানের বিষয়ে আলোচনার এখানেই ক্ষান্তি দেওয়া যাক। সহিংস কার্যাদিকে ঘিরে এবার একটি সামগ্রিক আইনি প্রথা বর্ণনা করা যাক – তা মোটামুটিভাবে এমন দাঁড়াবে। কেউ অন্য কোনও মানুষের সম্পত্তি দখল বা ব্যবহার করতে পারবে না; প্রতিবেশীর অধিকারে থাকা কোনও সম্পত্তি মালিকের অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করতে পারবে না। যে-সব মন্দের কথা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের উৎস ছিল এই আচরণ এবং ভবিষ্যতেও তা-ই থাকবে ।

কিন্তু সহিংসতার আরও অনেক কাজকর্ম আছে, যার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো যুবকদের উদ্ধত এবং জঘন্য ক্রিয়াকর্ম। তখনই এসব কাজ সবচেয়ে অশালীন হয়ে ওঠে যখন তা পবিত্র জিনিসপত্রকে ঘিরে সংঘটিত হয়; তার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষতি তখনই নির্দিষ্টরূপে অপূরণীয় হয়ে ওঠে, যখন সেই অপরাধ সংঘটন করানো হয় পবিত্র সম্পত্তি নিয়ে; তা অধিকতর ক্ষতিকর হয়, যখন সেই সম্পত্তি হয় জনসাধারণের সম্পত্তি, অথবা, নগরীর কোনও একটি অংশের সাধারণ সম্পত্তি (কোনও গোষ্ঠী, অথবা, সমধর্মী অন্য কোনও
৮৮৫এ গ্রুপের সদস্যগণ কর্তৃক ভোগকৃত)। দ্বিতীয়ত, যখন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পবিত্র জিনিস, বিশেষত সমাধির ক্ষতিসাধন করা হয়, তখন তা নিকৃষ্টতার দিক থেকে দ্বিতীয় অপরাধ হয়ে ওঠে; তৃতীয় সারিতে আসে (ইতোমধ্যে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা ব্যতীত) পিতামাতার ওপর আক্রমণ। চতুর্থ ধরনের ঔদ্ধত্যের দেখা মেলে যখন কেউ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে এবং তাদের অনুমতি ব্যতীত তাদের মালিকানাধীন কোনও জিনিস কব্জা করে, সরিয়ে নেয়, অথবা, ব্যবহার করে; আর নাগরিকের নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন – যা আইনি প্রতিবিধান দাবি করে, তা হলো পঞ্চম প্রকারের জঘন্যতম কাজ। এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সকল একক কেইসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি সমন্বিত আইন প্রণয়ন করতে হবে আমাদের।

মন্দিরে ডাকাতির ক্ষেত্রে – তা সেটি গোপনে করা হোক, সবার সম্মুখে
৮৮৫বি সহিংস উপায়েই করা হোক – যথাযোগ্য যে শাস্তির বিধান করা হবে, তা আমরা সাধারণভাবে তুলে ধরেছি; কিন্তু দেবতাদের নিয়ে অশোভন মন্তব্য

www.pathagar.com

করা, অথবা, তাদের স্বার্থের বিপক্ষে উদ্ধত কাজ করার জন্য কী দণ্ড হবে, তার বেলা আমাদের বক্তব্য এ-ধরনের তিরস্কারমূলক ভূমিকার মাধ্যমে বিধৃত হওয়া প্রয়োজন:

যে আইন-নির্দেশিত দেবতাকুলে বিশ্বাস করে, সে যেন কোনও সময় স্বেচ্ছায় অপবিত্র কোনও কাজ না করে, তার মুখ দিয়ে যেন কোনও বেআইনি শব্দ নির্গত না হয়। আর যদি সে তা করে, তবে তা করে এই তিনটির মধ্যে সম্ভাব্য কোনও একটি ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে: হয়ত এমন ঘটবে যে, তার বিশ্বাস জন্মাবে, দেবতাদের অস্তিত্ব নেই, অথবা, তাঁদের অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু মনুষ্যগোষ্ঠী নিয়ে তাঁরা আদৌ কিছু ভাবে না, অথবা, বলিদান ও প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁদেরকে সহজেই প্রভাবিত করা যায়।

ক্লেইনিয়াস: তাহলে এইসব লোকর সামনে কী কাজ করা, বা কী কথা বলা সঠিক বলে গণ্য হবে? ৮৮৫সি

অ্যাথেনীয়: বন্ধুবর, প্রথমে না হয় আমরা শুনে নেই যে-ধরনের ব্যঙ্গবিদ্রূপ আর অবজ্ঞা সহকারে তারা তাদের কেইস উপস্থাপন করে।

ক্লেইনিয়াস: কী ধরনের ব্যঙ্গবিদ্রূপ?

প্রতিপক্ষের অবস্থান

অ্যাথেনীয়: সম্ভবত তারা এ ধরনের ঠাট্টা-মস্করা করবে, আমাদের উদ্দেশে বলবে:

"**অ্যাথেনীয় আগন্তুকবর, স্পার্টা আর ক্রিটের** ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যা বলেন, তা সত্য বটে। কারণ, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা আদৌ দেবতায় বিশ্বাস করে না, আবার এমন কেউ কেউ আছে, যারা আপনাদের বর্ণনামতো দেবতায় বিশ্বাস করে। তাই আপনাদের কাছে আমাদের দাবি
আইনের কাছে আপনাদের দাবির অনুরূপ – আমাদেরকে কঠিন হুমকি-ধমকি ৮৮৫ডি
প্রদানের আগে আপনাদের যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে এই প্রতীতি জন্মানোর চেষ্টা করুন যে, দেবতাদের অস্তিত্ব আছে আর বাস্তবিকপক্ষেই উপহার পেয়ে তাঁরা অন্যায়-অবিচারের প্রতি অন্ধ থাকে না, তাঁরা তার ঊর্ধ্বে। কিন্তু আমরা তো দেখি, যাঁরা কবিদের মধ্যে বাগ্মী, নবী এবং যাজকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁরা, এবং হাজারো এমন মানুষ, ঠিক এ ধরনের শব্দে, এ ধরনের পদেই, তাদের সম্পর্কে কথা বলেন। সে-জন্যই আমাদের অধিকাংশই অপরাধ করা এড়িয়ে যাওয়াকে, বলা চলে, কোনও গুরুত্বই দেই না, অথবা, প্রথমে আমরা অপরাধ করি আর তারপর তা
শোধরানোর চেষ্টা করি। যে-আইনদাতা কঠোর না হয়ে নরম হওয়ার ইচ্ছা ৮৮৫ই
রাখেন, তাঁর কাছ থেকে তাই আমরা আশা করি যে, তিনি প্রথমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমাদের কাছ থেকে কাজ হাসিল করবেন। এমনকি, যখন আপনারা দেবতাদের অস্তিত্ব নিয়ে আপনাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন, তখন আপনাদের উপস্থাপনার সৌকর্য আপনাদের প্রতিপক্ষের তুলনায় সামান্যই উচ্চগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে; তাই বলি, আমাদের বুঝিয়ে বলুন, আপনাদের যুক্তি

www.pathagar.com

সত্যের উন্নততর অভিব্যক্তি; তাহলে হয়ত আপনাদের কথায় আমাদের বিশ্বাস জন্মাবে। ঠিক বলছি? বেশ; আমাদের চ্যালেঞ্জের উত্তর দিন এবার।"

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, আপনার কি মনে হয় না ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে দেবতাদের অস্তিত্ব একটি সহজ সত্য?

৮৮৬এ **অ্যাথেনীয়:** কীভাবে?

ক্লেইনিয়াস: বেশ; এই পৃথিবী, সূর্য আর তারকারাজি এবং সাধারণভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে তাকিয়ে দেখুন; ঋতুর এই চমৎকার সুশৃঙ্খল মিছিলের দিকে, বছর আর মাসের এই পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে দেখুন! যাহোক, আপনি তো জানেনই সকল গ্রিক, সকল বিদেশিই, দেবতাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতির ব্যাপারে পুরোপুরি একমত।[১]

অ্যাথেনীয়: প্রিয় বন্ধুবর, এই দুর্বৃত্তরা আমাদের প্রতি যে ঘৃণা প্রদর্শন করবে, তা ভেবে আমার প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছে; না, ঠিক বলা হলো না, আমি এই শব্দটি ফিরিয়ে নিচ্ছি – যদি বলি আমি আতঙ্কিত বোধ করছি, তবেই ঠিক বলা হবে। কারণ, তাদের সাথে মতপার্থক্যের জন্য দায়ী বিষয়টি তো আপনাদের[২] জানা নেই। আপনারা মনে করেন এর কারণ হলো এমন: তারা তাদের লোভলালসা
৮৮৬বি এবং কামনা-বাসনা সংবরণ করতে সক্ষম হয় না, তারা দেবতাহীন জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

ক্লেইনিয়াস: তাছাড়া অন্য আর কী কারণ থাকতে পারে, আগন্তুকবর?

অ্যাথেনীয়: আপনাদের তা জানা থাকার কথা নয়, কারণ, আপনাদের বাস অন্য এক জগতে; এই জিনিস আপনাদের দৃষ্টির অগোচরেই থাকবে।

ক্লেইনিয়াস: আপনি এখন কী নিয়ে কথা বলছেন?

অ্যাথেনীয়: এক ধরনের অজ্ঞতার কথা – যা নিয়ে বিপত্তির শেষ নেই, কিন্তু বড় মাপের প্রজ্ঞা বলে যা সর্বত্র পরিচিত।

ক্লেইনিয়াস: আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

৮৮৬সি **অ্যাথেনীয়:** অ্যাথেন্সে কিছু সংখ্যক লেখা প্রচলিত আছে, আপনাদের ওখানে তাদের পাওয়া যায় না, (আমার ধারণা, আপনাদের শাসনব্যবস্থা সুসংগঠিত হওয়ার কারণে এসব লেখা সহ্য করে না) যাতে দেবতাদের সম্পর্কে আলোচনা আছে – তাদের কোনও কোনওটি পদ্যে রচিত, আবার কোনও কোনওটি গদ্যে। সবচেয়ে প্রাচীন যে-বর্ণনা, তাতে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে কীভাবে আদিম সামগ্রী – আকাশ এবং এমন কিছু, অস্তিমান হয়েছে, তার পরপরই বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে দেবতাদের জন্ম হয়েছে এবং জন্মলাভের পর তাঁরা পরস্পরের সাথে কীভাবে মেলামেশা করেছে। কিছু কিছু বিষয় এতই প্রাচীন যে, দর্শকের ওপর তাদের প্রভাব ভালো অথবা মন্দ, যা-ই হোক না কেন, তাদের সমালোচনা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু পিতামাতার প্রতি প্রদর্শনীয় সম্মান ও মনোযোগ প্রদানের কথা যদি আসে, তাহলে আমি তাদের ভালো প্রভাবের কথা সুপারিশ করব না, অথবা,

www.pathagar.com

সৎ সত্য হিসেবে তাদের কথা বলব না। আমি বলব, এসব পুরনো জিনিসপত্র নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই; দেবতাদের কাছে যা ভালো ৮৮৬ডি
লাগে, সেভাবেই তাঁদের সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে পারি আমরা। কিন্তু আমাদের আধুনিক পণ্ডিতদের নিয়মনীতিকে ক্ষতিকর প্রভাব বলে অগ্রাহ্য করার প্রয়োজন নেই। তাঁদের যুক্তির দিকে কেবল একটি দৃষ্টি মেলে দেখুন। আপনি আমি যখন দেবতাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণাদি তুলে ধরি এবং আপনি যখন সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি আর পৃথিবীর কথা বলেন, আর যুক্তি দেখান তারা হলো দেবতা এবং ঐশী সত্তা, তখন এসব জ্ঞানী ব্যক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তারা বলবে, এসব জিনিস তো মাটি আর পাথর বই কিছু নয়, তারা মানুষের দেখভাল করবে কী!, যত বাহারি কথায় সেই সত্য ঢেকে ৮৮৬ই
রাখা হোক না কেন, তাতে তো কোনও লাভ হবে না।

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, আপনি যে যুক্তির কথা উচ্চারণ করলেন, তা আলাদা এবং একক যুক্তি হওয়া সত্ত্বেও আদতেই কঠিন মনে হচ্ছে; এখন যেহেতু এমন বহুতর যুক্তি রয়েছে, তখন অবস্থাটি আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অ্যাথেনীয়: তাহলে ব্যাপারটি কী দাঁড়াল? আমাদের কী উত্তর? এখন কী করা? মনে তো হচ্ছে, আমরা এক-বেঞ্চ দেবতাবিরহিত বিচারকের সামনে বিচারের মুখোমুখি হয়েছিলাম, আইন-প্রণয়ন নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল, তার বিপক্ষে যুক্তি দিচ্ছিলাম। তারা আমাদের বলছিল, "দেবতাদের অস্তিত্ব আছে[৩] দাবি করে আপনারা যে-আইন প্রণয়ন ৮৮৭এ
করছেন, তা তো এক উৎকট কাজ।" আমরা কি আমাদের নিজেদের সাফাই গাইব? না কি, তাঁদের কথায় কান না দিয়ে, ফিরে এসে আমাদের আইন প্রণয়নের কাজে মনোযোগ দেব, যাতে আইনের ভূমিকা সত্যিকার কোডের চাইতে দীর্ঘ না হয়ে পড়ে? কারণ, আমরা যদি যথা-পরিমাণ যুক্তির অবতারণা করি, আর যারা বিধার্মিকতার স্বাদলাভে ইচ্ছুক – সেইসব মানুষের কাছে তাদের অভীষ্ট বিষয়াদিও আলোচনা করতে চাই এবং তাদেরকে ভয়ভীতিতে রূপান্তরিত করি এবং তিক্ত আবহ সৃষ্টি করে এ বিষয়ে যথাপ্রযোজ্য আইন পাশ করি, তাহলে আমাদের বিধৃত যুক্তিমালা খুব একটা সংক্ষিপ্ত হবে না।

ক্লেইনিয়াস: কিন্তু আগন্তুকবর – সময়ের স্বল্পতার কথা বিবেচনায় রেখেও – ৮৮৭বি
আমরা অনেকবারই এই কথাটিই বলেছি: হাল-পরিস্থিতিতে পূর্ণ বক্তব্যের জায়গায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উর্ধ্বে ধরে রাখার প্রয়োজন নেই। প্রবাদে যেমন বলা হয়, আমাদের তো আর পাগলা কুকুরে তাড়া করেনি। আমরা যদি সংক্ষিপ্ততাকে প্রথমে এবং উৎকর্ষকে দ্বিতীয় স্থানে বসাই, তবে তা একটি তামাশায় পরিণত হবে। বিশেষত, দেবতাকুলের অস্তিত্ব আছে, তারা উত্তম, তারা মনুষ্যকুলের চাইতে অধিক পরিমাণে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে মর্মে কোনও না কোনওভাবে একটি বিশ্বাসযোগ্য কেইস গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ-ধরনের একটি প্রমাণধর্মী উপস্থাপন আমাদের দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবেই সর্বোত্তম এবং সর্বাঙ্গসুন্দর ভূমিকা হিসেবে প্রতিভাত হবে। ৮৮৭সি

www.pathagar.com

তাই বলি, আমাদের অনীহা কাটানোর চেষ্টা করা যাক; তাড়াহুড়া না করে আমরা না হয় এক্ষেত্রে আমাদের হাতের সব যুক্তিকথাকে শানিত করে এই বিষটিকে পূর্ণ অবয়বে উদ্ঘাটিত করার উদ্যোগ নেই।

নাস্তিক তরুণের উদ্দেশে প্রদেয় বক্তব্য

অ্যাথেনীয়ঃ আপনি যে কতটা ঐকান্তিক আর গোঁ-ধরা, তা বোঝা যাচ্ছে! আমি ধরে নিচ্ছি আপনি চাচ্ছেন, আমাদের উদ্ঘাটনের এই অভিযানে আমরা প্রার্থনায় নিরত হই; আর এ-ব্যাপারটিতে কোনওক্রমেই যেন আমরা বিলম্ব না করি। বেশ; এখন বলুন, রাগ না করে একজন মানুষ কী করে দেবতাদের অস্তিত্ব নিয়ে কথা বলবে? দেখতেই তো পাচ্ছেন, যেসব লোক এসব ব্যাখ্যা-
৮৮৭ডি বিশ্লেষণ প্রস্তুত করতে বাধ্য করে আমাদের এই বিপদের মুখে ফেলেছে, আর অব্যাহতভাবেই আমাদেরকে বিপদের সম্মুখীন করছে, তাদের সামনে সবাই রুষ্ট, বিরক্ত বোধ করে। শিশু হিসেবে, দুধের বাচ্চা হিসেবে, তাদের নার্স আর মায়েদের কাছ থেকে তারা যেসব গল্পকাহিনী শুনেছে তা যদি তারা বিশ্বাস করত, তবেই তো ল্যাটা চুকে যেত! সেইসব 'চমৎকার' গল্প বলা হতো অংশত আনন্দদানের জন্য এবং অংশত গভীর তত্ত্বকথা বলার জন্য; যে-ধরনের অনুষ্ঠান বাচ্চারা দেখতে ও শুনতে ভালবাসে, সেই ধরনের অনুষ্ঠানে, যেমন বলিদানের প্রার্থনায় তা তারা শুনতে পেত, প্রতিনিধিত্বমূলক কাহিনি হিসেবে অভিনীত হতে দেখতে পেত। তারা আরও দেখতে পেত, তাদের পিতামাতারা পূর্ণ ভক্তিভরে তাদের নিজেদের জন্য এবং পরিবারের
৮৮৭ই জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে – তাদের প্রার্থনা আর যাগযজ্ঞে তারা দৃঢ় বিশ্বাস তুলে ধরত যে, দেবতাদের সত্যি সত্যি অস্তিত্ব আছে আর তাঁদের কাছেই তারা এসব জিনিস নিবেদন করছে। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় শিশুরা দেখতে পেয়েছে, শুনতে পেয়েছে, গ্রিক এবং বিদেশিরা আনন্দ-বেদনায়, দুঃখকষ্টে, সমভাবে প্রণত হয়েছে, মস্তক অবনত করেছে; এদের মাধ্যমে তারা এমন ইঙ্গিত দেয়নি যে, যেসব জিনিসের সামনে তারা প্রণত হচ্ছে তাদের অস্তিত্ব নেই, বরং, এমন ইঙ্গিতই দিয়েছে যে, তারা সর্বোচ্চ মাত্রায়ই অস্তিমান; অধিকন্তু, তারা এমন প্রমাণ দেয়নি যে, তাঁরা দেবতা নয়। এখন যখন সমর্থন করার মতো কোনও একটি কারণ না দেখিয়েই (একটি নির্বোধও যা
৮৮৮এ দেখতে পায়) একজন মানুষ ঘৃণাভরে এসব প্রমাণ আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করছে আর আমাদেরকে হালের বক্তব্য দিতে বাধ্য করছে, তখন তাকে কী ভাষায় ভর্ৎসনা করা যায়, একইসাথে কী করেই বা কটু বাক্য ব্যবহার না করে দেবতাদের ক্ষেত্রে মৌলিক ফ্যাক্ট – তাঁদের অস্তিত্ব সম্পর্কে, শেখানো যায়; তাই এ-কাজটি কি কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে না? কিন্তু সাহস করে তো তা সম্পাদন করতেই হবে। আমরা চাই না একইসাথে উভয় পক্ষই উন্মাদনার কবলে পড়ুক: তারা পড়ুক ভোগসুখের লোভে আর তাদের অবস্থা দেখে আমরা পড়ি

www.pathagar.com

ক্রোধের কবলে। সুতরাং, এ ধরনের নষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন লোকজনের প্রতি আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে দৃঢ় ও শান্তভাবে। আমাদের কথাবার্তা হবে মধুমাখা, আমাদের উষ্মা থাকবে নিয়ন্ত্রিত আর আমরা এমন ভান করব যে, আমরা প্রতিনিধিত্বমূলক একজন ব্যক্তিকে সামনে রেখে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরছি:

"বালক, তোমার বয়স এখনও কম; যতই দিন যেতে থাকবে তোমার হালের মতামত ততই বদলে যেতে থাকবে; এখন তুমি যে মত পোষণ কর, তার একেবারে বিপরীত
মত এসে তোমার মনে ভর করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে মনস্থির করার জন্য না ৮৮৮বি
হয় সেই দিন পর্যন্ত অপেক্ষা কর! আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তুমি এখন এটিকে যত হালকাভাবেই নাও না কেন, তা কিন্তু এত হালকা নয় – এটি দেবতাদের সম্পর্কে সঠিক ধারণাপ্রাপ্তি এবং তার মাধ্যমে উত্তম জীবন যাপনের বিষয়; অন্যথায় তোমাকে তো মন্দ জীবন যাপন করতে হবে। এ-প্রসঙ্গে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অকাট্য পয়েন্ট তুলে ধরতে চাই। সেই পয়েন্টটি হলো এই: তুমি এবিষয়ে অনন্য নও। দেবতাদের সম্পর্কে এই মতামত পোষণ করার ব্যাপারে তুমি আর তোমার বন্ধুবান্ধবও প্রথম নও। এটি হচ্ছে একটি অসুখ, যা থেকে পৃথিবী কখনও মুক্ত নয়, যদিও আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা যুগে যুগে বাড়ে কমে। এদের অনেকের সাথেই আমার
দেখাসাক্ষাৎ ঘটেছে; আমি নিশ্চিত করে তোমাকে বলতে পারি, যারা জীবনের প্রথম ৮৮৮সি
দিকে নিশ্চিত বিশ্বাস করত যে, দেবতার অস্তিত্ব নেই, তারা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সেই একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী থাকেনি।

"যাহোক, সত্য বটে, অন্য দুটি মানসিক অবস্থা – দেবতাদের অস্তিত্ব আছে কিন্তু তাঁরা মানুষের কর্মকাণ্ড নিয়ে ভাবিত নয়, অথবা, তাঁরা মনুষ্যকুল নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন বটে, কিন্তু তাঁরা বলিদান আর প্রার্থনার মাধ্যমে সহজেই প্রভাবিত হন – সব লোকের ক্ষেত্রে নয়, তবে কিছু কিছু লোকের ক্ষেত্রে সত্য। তাই বলি, আমার কথা শোন: তুমি যদি সকল উৎস, বিশেষত, আইনপ্রণেতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ
করার জন্য অপেক্ষা কর, তাহলেই মাত্র তুমি এ-বিষয়টিকে সবচেয়ে সত্য ৮৮৮ডি
আলোতে দেখতে পাবে; অধিকন্তু, দেখতে পাবে, কোন্ তত্ত্বটি সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে। আর ইতোমধ্যে দেবতাদের বিষয়ে কোনও অধার্মিক কাজের দুঃসাহস দেখিয়ো না। তুমি একথা ধরে নিতে পার, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে, সুনির্দিষ্টভাবে এ ব্যাপারে তোমাকে আলোকিত করার দায়িত্ব পালন করবেন তোমার আইনদাতা।"

প্রকৃতি এবং দৈব বনাম নির্দেশনা

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, আপনি এতক্ষণ পর্যন্ত যা বললেন, তা সত্যি চমৎকার।

অ্যাথেনীয়: তা তো অবশ্যই মেগিল্লাস, ক্লেইনিয়াস; কিন্তু বুঝতে না পেরেও আমরা কেমন আশ্চর্য এক মতবাদের হাতে পড়ে গেলাম!

ক্লেইনিয়াস: আপনি কোন্ মতবাদের কথা বলছেন?

অ্যাথেনীয়: আমি সেই মতবাদের কথা বলছি, যাকে অনেক মানুষই সর্বোচ্চ সত্য ৮৮৮ই
বলে গণ্য করে।

২৮—

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: আরেকটু স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করে বলুন দেখি।

অ্যাথেনীয়: আমার বিশ্বাস, কিছু কিছু মানুষ এমন বলেন যে, যেসব জিনিস অস্তিত্ববান, যে-সব জিনিস এখন অস্তিমান হচ্ছে এবং যেসব জিনিস ভবিষ্যতে অস্তিত্ববান হবে, তা হয় প্রকৃতির দ্বারা, শিল্পের দ্বারা, অথবা, দৈবের মাধ্যম।[৪]

ক্লেইনিয়াস: তা কি সন্তোষজনক বক্তব্য নয়?

অ্যাথেনীয়: কোনও না কোনওভাবে তাই হয়ত বা ঠিক। যাদেরকে জ্ঞানী মানুষ বলে ধরা হয়, তারা তো সঠিক কথাই বলেন। তবু তাঁরা যে-পথে হাঁটেন, তার
৮৮৯এ প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার আর সেই ঘরানার চিন্তায় যে-তত্ত্বাদির দেখা মেলে, তার আদত অর্থ কী, তা নিয়ে অনুসন্ধান চালানো দরকার।

ক্লেইনিয়াস: অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: তাঁদের দাবি হলো, বাস্তব অবস্থা আমাদের সামনে এমন তুলে ধরে যে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সুন্দর জিনিস হলো প্রকৃতি আর দৈবের সৃষ্টি, শিল্পের সৃষ্টি তুলনামূলকভাবে নগণ্য। তাঁরা বলেন, প্রকৃতির কাজ হলো বিশাল এবং বুনিয়াদি, আর শিল্প, যাকে সাধারণত মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম কারিগরি কাজ বলা হয়, তা হলো শিল্পের মাধ্যমে গড়ে তোলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস।

ক্লেইনিয়াস: আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

৮৮৯বি **অ্যাথেনীয়:** আমি আরও স্পষ্ট করে বিষয়টি উপস্থাপনের চেষ্টা করছি। তাঁরা এমন বলেন যে, অগ্নি, পানি, মাটি এবং বায়ুর অস্তিত্বের জন্য তারা কোনওক্রমেই শিল্পের কাছে নয়, বরং, প্রকৃতি ও দৈবের কাছে ঋণী; এবং সম্পূর্ণ জড়বস্তুর সাহায্যে অপ্রধান এইসব ভৌত সামগ্রী – পৃথিবী, সূর্য , চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি হয়েছে; তারা পুরোপুরিভাবে আত্মাশূন্য। এসব সামগ্রী তাদের প্রত্যেকেই নিজের সহজাত শক্তিবলে বলীয়ান হয়ে যথেচ্ছ চলাচল করে, যা নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের মিশ্রণের ওপর, তথা, উত্তাপ ও শৈত্য,
৮৮৯সি শুষ্কতা ও আর্দ্রতা, কোমলতা ও কাঠিন্যের মিশ্রণের ওপর, এবং অন্য সকল এলোপাথাড়ি সংযুক্তির ওপর; বিপরীতধর্মী জিনিসের মিশ্রণের পর তা অপরিহার্যরূপে উদ্ভূত হয়। আকাশমণ্ডল এবং তার অন্তর্ভুক্ত সকল কিছুরই জন্ম হয়েছে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই; তারই পরিণামে পরবর্তী সময়ে চার ঋতুর প্রতিষ্ঠা; এটিই সকল গাছপালা, উদ্ভিদ ও জীবিত প্রাণীর আবির্ভাবের পেছনে কাজ করেছে। তাঁরা বলেন, এসবের পেছনে কোনও কারণসূত্র নেই – কোনও বুদ্ধিমান পরিকল্পনা, কোনও ঐশী সত্তা, এমনকি কোনও শিল্পও নয়, বরং, আমরা যেমন ব্যাখ্যা করেছি, এদের পেছনে যে-কারণ কাজ করেছে, তা হলো প্রকৃতি ও দৈব। শিল্প এসেছে পরে, এসবের পরে তার সৃষ্টি; এটি নশ্বর
৮৮৯ডি মানুষের সৃষ্টি, তা নিজেও নশ্বর; পরবর্তী সময়ে এটি মজার মজার সব তুচ্ছ জিনিসের জন্ম দিয়েছে – সত্যে যার খুব একটা অংশগ্রহণ নেই; এটি কিছু কিছু প্রতিচিত্রের জন্ম দিয়েছে, যা একটি আরেকটির সদৃশ – উদাহরণস্বরূপ, আমি পেইন্টিং, মিউজিক এবং তাদের সহায়ক সব দক্ষতার কথা বুঝাতে

www.pathagar.com

চাচ্ছি। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে কিছু কিছু শিল্প গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্রের জন্ম দেয়; তাদের ক্ষমতা প্রকৃতির সমদর্শী, যেমন ঔষধ এবং কৃষিকাজ এবং জিম্‌নাস্টিক। আর সত্যিকার অর্থে, রাজনীতির কলার ক্ষেত্রে তাদের দাবি হলোঃ এর কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশেরই অংশীদারিত্ব আছে প্রকৃতির সাথে, কিন্তু এর বৃহত্তর অংশ হলো শিল্প; ফলে আইন প্রণয়নের পুরো প্রক্রিয়াটি কখনও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া নয়, ৮৮৯ই
এবং তা পুরোপুরি কৃত্রিম; এটি কৌশলের ওপর নির্ভরশীল।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি আদতে কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

অ্যাথেনীয়ঃ প্রিয় বন্ধুবর, এসব লোক দেবতাদের সম্পর্কে প্রথমে যে-কথা বলে তা হলোঃ এগুলো কৃত্রিম প্রত্যয়, প্রকৃতির কোনও কিছুর সাথে তাদের সাযুজ্য নেই; তারা হলো নির্দিষ্ট কিছু আইনগত প্রচলিত মতবাদ; স্থানভেদে এদের রূপও ভিন্ন, এককে জায়গার লোকজন যখন তাদের আইন তৈরি করেছে, তখন সেই গ্রুপ তাদের নিজেদের মধ্যে যে-ব্যাপারে একমত হয়েছে, তার প্রতিফলন হলো এগুলো। আর নির্দিষ্ট করে বললে বলতে হয়, প্রকৃতি অনুসারে ভালত্ব এবং আইন অনুসারে ভালত্ব দুই জিনিস এবং ন্যায়ের কোনওই প্রাকৃতিক মানদণ্ড নেই; বরং উল্টো, মানুষ সর্বদা তাদের নৈতিক মানদণ্ড নিয়ে কলহে প্রবৃত্ত হচ্ছে, তাদেরকে বদল করছে আর যখনই কোনও পরিবর্তনের সূচনা করা হচ্ছে, তখনই তা পালন করা বাধ্যতামূলক হয়ে দেখা দিচ্ছে – তা সেটি সম্পূর্ণত কৃত্রিমই হোক এবং প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে রচিত ৮৯০এ
হোক, তাতে প্রকৃতির লেশ মাত্র না-ই থাকুক।

বন্ধুগণ, উঠতি বয়েসীদের বিবেচনায় জ্ঞানী বলে গৃহীত লোকজন এসব জিনিসই তুলে ধরেন; তাঁরা তাদের লেখা গদ্য ও পদ্যে এমন দাবি করেন যে, শক্তির সাহায্যে যা কিছুই জয় করা যায়, তা পুরোপুরি ন্যায্য। এজন্য আমরা তরুণদের মধ্যে – যারা ধরে নেয়, আইন তাদেরকে যে-ধরনের দেবতায় বিশ্বাস স্থাপন করতে বলে, তাদের কোনও অস্তিত্ব নেই – অধার্মিকতার মহামারী দেখতে পাই; প্রকৃতি অনুসারে যে-জীবনপদ্ধতি সঠিক, যার অর্থ হলো সত্যিকারভাবে বাকিদের ওপর আধিপত্য করে জীবনযাপন এবং আইনগত প্রথাপদ্ধতির অধীনে অন্যের ক্রীতদাস না হওয়া – তার প্রতি যারা লোকজনকে আকৃষ্ট করতে চায়, তারাই এসব জিনিসের মাধ্যমেই গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়।

ক্লেইনিয়াসঃ আগন্তুকবর, কী এক ধ্বংসাত্মক মতবাদই না আপনি তুলে ধরলেন! ৮৯০বি
এখন তো দেখছি নগরীর জনজীবন এবং পারিবারিক জীবন এবং তরুণ প্রজন্মের জন্যও এটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর!

নাস্তিকদের যুক্তি খণ্ডনে বিপত্তি

অ্যাথেনীয়ঃ খুবই সত্যি কথা, ক্লেইনিয়াস। যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত এইসব মানুষ যেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে, তা দেখে আইনদাতার কী করা উচিত বলে মনে হয়

www.pathagar.com

আপনার? তিনি কি কেবল জনসমক্ষে হাজির হয়ে তাদের সবাইকে এই বলে হুমকি দেবেন যে, তারা যদি দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার না করে এবং আইনে যেভাবে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, মানসিকভাবে তা না মানে, তবে তাদের শাস্তি পেতে হবে? তিনি কি সৌন্দর্য এবং ন্যায় নিয়ে এবং তাদেরকে অন্য
৮৯০সি সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় এবং সেইসাথে সদ্গুণ, অথবা, অসততাকে প্রণোদিত-করা জিনিস নিয়ে একই ধরনের হুমকি দেবেন? তিনি হয়ত এমনও দাবি করতে পারেন যে, নাগরিকদের বিশ্বাস ও তাদের কর্মকাণ্ড লিখিত নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারেন যে, যে-ব্যক্তি আইনের প্রতি যথাযথ আনুগত্য প্রদর্শন করবে না, তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে, দোররা মেরে এবং জেলে বন্দি করে, নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং ভিনদেশে নির্বাসন দিয়ে নিঃস্ব করার মাধ্যমে, শাস্তি প্রদান করা হবে। তাদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক পথে আনার বিষয়ে কি কিছু করা হবে না? আইনদাতা যখন তাঁর জনগণের জন্য আইনসম্মত কোড প্রতিষ্ঠা করবেন তখন কি তাঁর উচিত হবে না তাদের সাথে আলোচনা করা – যাতে তাদেরকে এর প্রতি যতটা করা সম্ভব, ততটাই ইতিবাচক করা যায়?

৮৯০ডি **ক্লেইনিয়াস:** তা তো নিশ্চয়ই করতে হবে। এক্ষেত্রে সামান্যতম প্রণোদনাও যদি প্রয়োগ করা যায়, তাহলে সীমিত শক্তিসম্পন্ন আইনপ্রণেতারও সেই প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত হবে না। অপরপক্ষে, প্রবাদে যেমন বলে, তাঁর কাজ হবে দেবতার অস্তিত্ব আছে মর্মে যে প্রাচীন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত আছে – 'গোষ্ঠে ধেনু ফেরার আগে পর্যন্ত' – তাকে জোর সমর্থন দান করা এবং একটু আগে আপনি যে-যুক্তিরাজি তুলে ধরলেন, তা-ও সমর্থন করা। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে হয়, তাঁর উচিত হবে প্রকৃতির অংশ হিসেবে, অথবা, অন্যূন ক্ষমতাধর কোনও এজেন্সির কারণে অস্তিমান খোদ আইন ও শিল্পকে রক্ষা করা। আমার ধারণা, আপনি এ-পয়েন্টটিই উপস্থাপন করতে চাচ্ছেন; আমি তাতে একমত।

৮৯০ই **অ্যাথেনীয়:** বাস্তবিকই ক্লেইনিয়াস, আপনার উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রশংসার দাবি রাখে। জনসমক্ষে এ ধরনের যুক্তি উত্থাপন করার পর তা অনুধাবন করা কি কঠিন হয়ে দাঁড়ায় না? আর তাছাড়া তা কি অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে না?

ক্লেইনিয়াস: কিন্তু আগন্তুকবর, মাতলামি এবং মিউজিক নিয়ে তো আমরা বহু সময় ধরে নিজের মধ্যে আসর জমিয়েছি আর এখন যখন দেবতা এবং এ-ধরনের বিষয় দেখা দিল, তখন বুঝি তাতে ক্ষান্তি দিতে হবে? আর একথা তো নিশ্চিত, এটি বুদ্ধিদীপ্ত আইন-প্রণয়নকে প্রভূতভাবে সাহায্য করে, কারণ,
৮৯১এ আইনি নির্দেশনা যখন একবার লিখিত হয়ে যায় তখন তা স্থির, অপরিবর্তনীয় হয়ে ওঠে, চিরদিনের জন্য পরীক্ষার সম্মুখে দাঁড়ানোর উপযোগী হয়ে ওঠে। প্রথম প্রথম যদিও তা শুনতে কঠিন মনে হবে বটে, কিন্তু আপনার ধীরগতির শিক্ষার্থীরা বারবার তার কাছে ফিরে যেতে পারবে এবং পরীক্ষা করতে পারবে; সুতরাং, শঙ্কিত হওয়ার কারণ ঘটবে না। এসব যুক্তি যদি উপকারী হয়, তবে

www.pathagar.com

তাদের দীর্ঘপরিসরও কোনও সমস্যা হয়ে দেখা দেবে বলে আমার মনে হয় না; আমি বলতে চাচ্ছি, তাঁর সাধ্যমতো এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এগিয়ে নিয়ে যাওয়াকে অগ্রাহ্য করে, সে অধার্মিকতার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে না।

মেগিল্লাস: আগন্তুকবর, ক্লেইনিয়াস যা বলেছেন, তা আমার কাছে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে।

অ্যাথেনীয়: মেগিল্লাস, আপনার কথাই হয়ত ঠিক; তিনি যেভাবে বলেন, আমরা ৮৯১বি
না হয় সেভাবেই ধরে নেই। প্রায় সমগ্র মনুষ্যগোষ্ঠীতে যদি এ-ধরনের যুক্তি বিপুলভাবে ছড়িয়ে দেওয়া না হত, তাহলে তো দেবতাদের অস্তিত্ব নিয়ে যুক্তি দেওয়ার প্রয়োজনই হতো না। কিন্তু বর্তমানে যে-অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে তো আমাদের আর অন্য কোনও পথ নেই। যখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনই দুর্বৃত্তরা পায়ে দলছে, তখন আইনপ্রণেতাগণ ব্যতীত আর কে-ই বা তাদের রক্ষা করার জন্য ছুটে যাবে?

মেগিল্লাস: তা তো বটেই; আর কেউই তো যাবে না।

অ্যাথেনীয়: আপনাকে বলি ক্লেইনিয়াস, আপনাকে এর ভার নিতে হবে, এর ৮৯১সি
ব্যাখ্যাদানে অংশগ্রহণ করতে হবে; তাই বলি, আপনার অভিমতটি আবারও আমাদের বলুন। আমি ধরে নিচ্ছি, যিনি মনে করেন অগ্নি, পানি, মাটি এবং বায়ু হলো সর্বাগ্রের সামগ্রী, তিনি স্পষ্টতই 'প্রকৃতি' পদটির মাধ্যমে এ-কথাই বুঝাতে চান; তিনি মনে করেন, এসব সামগ্রী থেকে পরবর্তী পর্যায়ে আত্মার উদ্ভব ঘটেছে। না, আমি 'ধরে নেওয়ার' চাইতেও বেশি কিছু বলি: আমি বলি, তিনি এই পয়েন্টটির পক্ষে স্পষ্টভাবেই যুক্তি দেখান।

ক্লেইনিয়াস: ঠিকই বলেছেন।

অ্যাথেনীয়: জিউসের নামে বলি, যারা প্রকৃতির ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে তাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন অভিমতের উৎসের মতো কিছু একটা
জিনিসের সন্ধান কি পেয়ে গেলাম না আমরা? এই যুক্তির প্রতিটি ধাপ ৮৯১ডি
সাবধানে পরীক্ষা করুন; কারণ, আমরা যদি দেখাতে পারি, যেসব মানুষ অধার্মিক মতবাদ ধারণ করে এবং অন্য মানুষজনকেও সেপথে নিয়ে যায়, তারা অকাট্য যুক্তির বদলে বিভ্রান্তিকর যুক্তির মাধ্যমে তা করে থাকে, তাহলে তা ছোটখাট কোনও অবদান হবে না – আর আমি মনে করি, বাস্তব অবস্থাটিও তা-ই ।

ক্লেইনিয়াস: আপনি ঠিকই বলেছেন; কিন্তু তাদের ভুল কোথায় তা ব্যাখ্যা করে বলুন না।

অ্যাথেনীয়: বলছি; কিন্তু এমন মনে হচ্ছে এর জন্য আমাদেরকে যুক্তিতর্কের অপরিচিত একটি লাইন ধরতে হবে।

ক্লেইনিয়াস: এ নিয়ে দ্বিধা করবেন না, আগন্তুকবর। আমি বোধ করছি, আপনি বোধহয় মনে করছেন এ-ধরনের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের উদ্যোগ নিলে আমরা আইন প্রণয়নের কাজ থেকে দূরে সরে যাব। কিন্তু যেসব সত্তাকে আমাদের হাল

www.pathagar.com

৮৯১ই আইনে যথাযথভাবেই দেবতা বলে বর্ণনা করা হচ্ছে, তার ক্ষেত্রে ঐকমত্যে পৌঁছুনোর জন্য এটিই যদি একমাত্র পথ হয়, তাহলে তো প্রিয় মহোদয়, এ ধরনের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণই দিতে হবে আমাদের।

আত্মার অগ্রাধিকার (১)

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে তো দেখা যাচ্ছে, আমাকে অপরিচিত এক লাইনেই যুক্তি দেখাতে হবে। যেসব যুক্তি অধার্মিকের আত্মাকে গড়ে তুলেছে, তা এমন দাবি করে যে, সকল কিছুর সত্তায় আবির্ভূত হওয়া এবং বিলীন হয়ে যাওয়া প্রথম কারণ নয়; বরং, তা সত্তায় আবির্ভূত হয়েছে পরবর্তীকালে। উল্টোপক্ষে এর দাবি হলো, যা পরবর্তীকালে এসেছিল বলা হচ্ছে, তা এসেছিল প্রথমে। দেবতাদের আদত প্রকৃতি সম্পর্কে লোকজন যে-ভুল করেছে, এটিই তার উৎস ।

৮৯২এ **ক্লেইনিয়াসঃ** বিষয়টি এখনও আমার কাছে স্পষ্ট হলো না।

অ্যাথেনীয়ঃ প্রিয় বন্ধুবর, এটি হলো আত্মা; এর প্রকৃতি এবং শক্তি বুঝতে না পেরে প্রায় সকলেই মনে হয় এ-বিষয়ে ভুল ধারণা পোষণ করেছে। এ নিয়ে অন্যান্য পয়েন্ট না হয় বাদই থাকল, এর জন্ম নিয়েই মানুষজন সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানে না। প্রথম সৃষ্টির মধ্যে আত্মা হলো অন্যতম, সকল ভৌত জিনিসপত্রের বহু বহু পূর্বে এর জন্ম এবং তাদের সকল পরিবর্তন এবং পুনর্বিন্যাসের জন্য এটিই প্রধান কারণ। এটি যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আত্মার সাথে নিকট-সম্পর্কে সম্পর্কিত যে-কোনও জিনিস আবশ্যিকভাবেই
৮৯২বি বস্তুগত সামগ্রীর পূর্বে সৃষ্ট হয়েছিল? আত্মা তো বস্তুর চাইতে অধিক বয়েসী, তাই না?

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে অভিমত, তদারকি, বুদ্ধিমত্তা, শিল্প এবং আইনের আবির্ভাব শক্ত জিনিস, নরম জিনিস, ভারী জিনিস, হাল্কা জিনিসের পরে ঘটেছিল। আর বাস্তবিকপক্ষে, মহান এবং প্রথম কাজ এবং সৃষ্টি হলো শিল্পের কাজ, কারণ, তারা প্রথম কাজসমূহের অন্যতম; অপরপক্ষে, আমাদের প্রতিপক্ষের ভুল-করা পদ অনুসারে যেসব জিনিস প্রকৃতিগত এবং যা খোদ প্রকৃতি, তা হলো শিল্প এবং যুক্তিবোধ থেকে সৃষ্ট দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎপাদ্।

৮৯২সি **ক্লেইনিয়াসঃ** আপনি 'ভুল-করা' পদটি কেন ব্যবহার করছেন?

অ্যাথেনীয়ঃ তারা যখন 'প্রকৃতি' পদটি ব্যবহার করে, তখন তারা প্রথম পর্যায়ের সামগ্রীর অস্তিত্বে আবির্ভূত হওয়ার প্রক্রিয়া বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু এমন যদি দেখানো যায় যে, অগ্নি বা বায়ু নয়, বরং, আত্মা প্রথমে এসেছিল এবং প্রথম সত্তায় আবির্ভূত হওয়া জিনিসপত্রের মধ্যে আত্মা অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহলে এটি বিশেষভাবে[৫] প্রকৃতিগত – এমন কথা বলাই অনেকটা ঠিক বলে বিবেচিত হতে

www.pathagar.com

পারে। এটি সত্যি হয়ে উঠবে যদি আপনি এমন দেখাতে পারেন যে, আত্মা বস্তুর চাইতে অধিক বয়েসী – কিন্তু কোনওমতেই তার অন্যথা কিছু নয়।

ক্লেইনিয়াস: অত্যন্ত খাঁটি কথা।

অ্যাথেনীয়: তাহলে এরপর আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট এই জিনিসটিই মুখোমুখি হতে হবে? ৮৯২ডি

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: এটি অত্যন্ত চতুর একটি যুক্তি; এর আধুনিকত্ব এবং অভিনবত্বের ফাঁদে পড়ে আমরা বয়স্ক মানুষরা যেন না কুপোকাৎ হয়ে যাই; ছোটখাট জিনিসেও আমাদের উচ্চাশী ধ্যানধারণা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, সেই কথাটি যেন আমাদের উপলব্ধির বাইরে না থেকে যায়, আমাদেরকে যেন তার ফলে হাস্যকর নির্বোধের মতো না লাগে, তার জন্য আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে। বিবেচনা করে দেখুন। কল্পনা করুন, আমাদের তিনজনকে একটি খরস্রোতা নদী পেরুতে হবে; এর মধ্যে আমি হলাম বয়সে সবার ছোট আর স্রোত নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি। ধরুন, তখন আমি বললাম, "আমি নিজে না হয় প্রথমে পেরুনোর চেষ্টা করে দেখি, আপনারা দু'জন ৮৯২ই
নিরাপদে থেকে অপেক্ষা করুন; আপনাদের মতো অধিক বয়স্ক লোকের পক্ষেও তাতে সাঁতার দেওয়া সম্ভব কি না, তা পরখ করে দেখি; আর যদি তা সম্ভব না-ই হয়, তবে কতটা খারাপ তাও আঁচ করা যাবে। যদি দেখা যায়, তা পেরুনো যাবে, তখন আমি আপনাদের ডাক দেব, নদীটি পেরুনোর ক্ষেত্রে আপনাদের সাহায্য করার লক্ষ্যে আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের হাতে তুলে দেব; আর যদি দেখা যায়, আপনাদের মতো বয়স্ক মানুষের পক্ষে এই নদী পেরুনো কিছুতেই সম্ভব নয়, তাহলে যা কিছু ঝুঁকি তা না হয় আমাকেই নিতে হলো।" আমার কথা কি আপনাদের কাছে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে? হালের পরিস্থিতিটি একই ধরনের: সম্মুখে যে-যুক্তি উপস্থিত তা অত্যন্ত খরস্রোতা আর আশঙ্কা আছে আপনাদের মতো দুর্বল মানুষ সম্ভবত তার তোড়ে ভেসে যাবেন। প্রশ্নের প্রবল তোড়ে আপনাদের মতো নবিশরা যাতে ৮৯৩এ
বিমূঢ় হয়ে না যান, হতবুদ্ধি হয়ে না পড়েন, যেসব প্রশ্ন আপনাদের অমর্যাদাকর এবং অপমানজনক অবস্থানে নিপতিত করবে, আপনারা অত্যন্ত অপ্রিয় অবস্থায় পড়বেন, তার উত্তর যাতে আপনাদের না দিতে হয় তার চেষ্টা করব আমি। আমার মনে হয় এখন যে-কাজটি হাতে নেওয়া শ্রেয় তা হলো এই: আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করব, আপনারা নিরাপদে থেকে তা শুনবেন; তারপর আমি আবার তার উত্তর দেব এবং পুরো তর্কযুক্তিটিকে নিয়ে কাজ করব, যতক্ষণ না আত্মা নিয়ে পুরো আলোচনা সমাপ্ত হয় এবং আত্মা যে দেহের ওপর প্রাধিকারপ্রাপ্ত, তা প্রমাণ করা যায়।

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, আপনি চমৎকার কথা বলেছেন। আপনার কথামতোই এগিয়ে যাওয়া যাক।

www.pathagar.com

বিভিন্ন প্রকারের বিচলন

৮৯৩বি **অ্যাথেনীয়:** ঠিক আছে; আমাদেরকে যদি কখনও দেবতাকে ডাকতে হয়, তাহলে এখনই হলো সেই সময়। চলুন, আমরা ধরে নেই যে, দেবতাদের নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণে সহায়তা প্রদানের জন্য তাদেরকে গভীরভাবে আবাহন করা হয়েছে, তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতার ওপর আস্থা স্থাপন করি, যেন বা এটি হলো একটি রশি, যা আকড়ে ধরে আমাদের হাল-বিষয়ে আমরা গভীর জলে পা রাখছি।

এখন যখন আমি এ-বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি আর আমাকে যখন নিম্নোক্ত ধরনের প্রশ্ন করা হচ্ছে, তখন আমার নিরাপদ উত্তর হতে পারে এমন। ধরুন কেউ জিজ্ঞেস করল, "আগন্তুকবর, সকল জিনিসই কি স্থির, কোনও জিনিসই কি চলাচল করে না?[৬] না কি, ঠিক তার উল্টোটিই ঠিক? না
৮৯৩সি কি কিছু জিনিস চলাচল করে, আর অন্যগুলো গতিহীন?" আমার উত্তর হবে, "কিছু কিছু জিনিস চলাচল করে আর কিছু কিছু জিনিস থাকে স্থির।" "সুতরাং নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, কিছু স্থান আছে, যেখানে স্থির-থাকা সামগ্রী স্থির থাকে আর গতিময় সামগ্রী চলাচল করে?" "তা তো অবশ্যই।" "তাহলে ধরে নেওয়া যায়, তাদের মধ্যে কোনও কোনওটি নির্দিষ্ট কোনও একটি স্থানে সে কাজটি সম্পন্ন করে আর কোনও কোনওটি বিভিন্ন স্থানে?" আমরা তখন প্রশ্ন করব, "আপনি কি এমন বুঝাতে চাচ্ছেন যে, "নির্দিষ্ট এক স্থানে চলাচল" হলো সেই সামগ্রীর ক্রিয়া, যারা তাদের কেন্দ্রকে নিশ্চল রাখতে পারে? উদাহরণস্বরূপ, বৃত্ত, যাদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তারা যদিও সামগ্রিকভাবে ঘূর্ণায়মান, তবু তারা "স্থির"।" "হ্যাঁ, তাই।" "আমরা জানতে পাই যে, কোনও একটি চাকতি যখন ঘোরে, তখন একই সময়ে কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দূরত্বের ব্যাসার্ধ বিভিন্ন মাপের বৃত্ত তৈরি করে; তাদের
৮৯৩ডি ব্যাসার্ধ অনুযায়ী তাদের গতিরও ভিন্নতা ঘটে, এবং তা আনুপাতিক হারে দ্রুত ও মন্থর হয়। এই গতিটি সকল ধরনের বিস্ময়কর প্রপঞ্চের জন্ম দেয়, কারণ, সেইসব বিন্দু সমসময়ে আনুপাতিক দ্রুত এবং মন্থর গতিতে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র পরিধির বৃত্ত পরিভ্রমণ করে – কেউ কেউ হয়ত আশঙ্কা করবে, তা এক অসম্ভব ব্যাপার।" "আপনার কথা পুরোপুরি ঠিক।" "আপনি যখন বিভিন্ন স্থানে গতির কথা বলেন, তখন আমি ধরে নিচ্ছি, আপনি সেইসব সামগ্রীর কথা বলেন, যারা সর্বদা একটি স্থান ত্যাগ করে অন্য একটি স্থানে গমনরত। কখনও কখনও তাদের চলাচলে সংশ্লিষ্ট থাকে তাদের পরম্পরাগত
৮৯৩ই অবস্থাসহ কেবল একটি বিন্দুর স্পর্শ, কখনও কখনও কিছু সংখ্যক বিন্দু, যেমন আবর্তনের ক্ষেত্রে ঘটে।"

"বিভিন্ন সময় সামগ্রী একত্র মিলিত হয়; চলমান জিনিস স্থির জিনিসের সাথে ধাক্কা লাগার সময় ভেঙ্গে যায়, কিন্তু তা যদি বিপরীত দিকে থেকে আগত জিনিসের মুখোমুখি হয়, তাহলে তারা একক মধ্যবর্তী সামগ্রীতে

www.pathagar.com

রূপান্তরিত হয় – একটির অর্ধেক, আরেকটির অর্ধেক।” “হ্যাঁ আমি এ-কেইসে আপনার এই বক্তব্যের সাথে একমত।” “অধিকন্তু, জিনিস যখন একাঙ্গীভূত হয়, তখন বিকাশলাভ ঘটে আর অন্যদিকে প্রতিটি জিনিসের প্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকার কালে যদি তারা বিচ্ছিন্ন হয়, তবে ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটে; কিন্তু যুক্ততা অথবা বিচ্ছিন্নতা, যদি বিদ্যমান অবস্থার বিমোচন ঘটায়,
তাহলে সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হলো, সকল ৮৯৪এ
জিনিস যখন অস্তিমান হয়, তখন সর্বদা তাতে কী উপস্থিত থাকে? স্পষ্টতই বলা যায়, প্রাথমিক বেগ জন্ম লয় এবং তা দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং দ্বিতীয় পর্যায় থেকে তৃতীয় পর্যায়ে উপনীত হয়; পরিশেষে (তৃতীয় পর্যায়ে) তা কোনও কিছু প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রত্যক্ষযোগ্য সত্তা উপস্থাপন করে। এই রূপান্তর ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সবকিছু সত্তায় আবির্ভূত হয়। একটি জিনিস যতক্ষণ সুস্থিত থাকে, ততক্ষণই তা অস্তিমান থাকে, কিন্তু যখন তা অন্য বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়, তখন এটি পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।”

এখন বলি বন্ধুবৃন্দ, আমরা কি দুটি বাদে গতির সকল রূপের গণনা সম্পন্ন ৮৯৪বি
করিনি?[৭]

ক্লেইনিয়াসঃ কোন্ দুটির কথা বলছেন?

অ্যাথেনীয়ঃ প্রিয় বৎস, সেই দুটির কথা বলা হচ্ছে, যা আমাদের জিজ্ঞাসিত সকল প্রশ্নের আদত উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত।

ক্লেইনিয়াসঃ আরেকটু খোলাশা করে বলুন না।

অ্যাথেনীয়ঃ আমাদের সামনে যে-প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল, তা ছিল আত্মার প্রশ্ন; তা-ই তো?

ক্লেইনিয়াসঃ নিশ্চয়।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে দেখুন এক ধরনের গতি আছে, যা স্থায়ীভাবে অন্য জিনিসকে গতিময় করতে পারে, কিন্তু নিজেকে কিছুতেই গতি দিতে পারে না; আরেক ধরনের গতি আছে, যা সংযুক্তি ও বিচ্ছিন্নকরণ, বৃদ্ধিকরণ ও হ্রাসকরণ, বিকাশ ও ধ্বংসসাধনের মাধ্যমে নিজেকে এবং সেইসাথে অন্যদেরও গতিময় করতে পারে। গতির পূর্ণ তালিকায় সুস্পষ্ট আরও দুটি টাইপ হিসেবে এদেরকেও ধরে নেওয়া হোক।

ক্লেইনিয়াসঃ একমত। ৮৯৪সি

অ্যাথেনীয়ঃ সুতরাং, যা অন্য কিছুকে সর্বদা গতি দেয় আর নিজে অন্য জিনিসের দ্বারা রূপান্তরিত হয়, তাকে আমরা নবম প্রকার বলে চিহ্নিত করব। আরেক ধরনের গতি আছে, যা নিজেকে এবং সেইসাথে অন্য জিনিসকেও গতি দেয়, যা সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উপযোগী এবং যাকে যথাযথভাবেই অস্তিমান সকল জিনিসের সত্যিকার রূপান্তর ও গতি হিসেবে অভিহিত করা হয়, তাকে আমরা দশম প্রকারবদ্ধ করতে পারি।

ক্লেইনিয়াসঃ নিশ্চয়ই।

www.pathagar.com

৮৯৪ডি **অ্যাথেনীয়ঃ** এক্ষণে আমাদের হিসেবমতো মোটামুটি দশ ধরনের এই গতির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বিশেষভাবে সক্রিয় হিসেবে কাকে বিচার করব?

ক্লেইনিয়াসঃ ধরে নেওয়া যায়, যে-গতি নিজেকে নিজেই বিকশিত করতে পারে, তার উৎকৃষ্টতা অন্য সকল গতির চাইতে অগণিত পরিমাণে বেশি আর বাকি সবকিছুই তার তুলনায় অপকৃষ্ট।

অ্যাথেনীয়ঃ চমৎকার বলেছেন। সেক্ষেত্রে আমরা যে দু-একটা অশুদ্ধ পয়েন্ট ইতোমধ্যে বলে ফেলেছি, তা কি শুদ্ধ করা উচিত নয় আমাদের?

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি কী ধরনের অশুদ্ধতার কথা বলছেন?

অ্যাথেনীয়ঃ ঐ গতিটিকে 'দশম' গতি বলে অভিহিত করা পুরোপুরি ঠিক হলো না।

ক্লেইনিয়াসঃ তা কেন?

অ্যাথেনীয়ঃ বংশপরম্পরা ও ক্ষমতার দিক থেকে একে প্রথম হিসেবেও তুলে ধরা যেতে পারে; আর বেমক্কা ব্যাপার হলো, এর পূর্ববর্তী ধরনটিকে যদিও
৮৯৪ই কিছুক্ষণ আগেই নবম ধরন হিসেবে চিহ্নিত করেছি, তাকে আমরা দ্বিতীয় ধরনে কাতারবদ্ধ করব।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি আসলে কী বোঝাতে চাচ্ছেন?

অ্যাথেনীয়ঃ এই কথা: আমরা যখন দেখতে পাই যে, কোনও একটি জিনিস অন্য কোনও একটি জিনিসকে রূপান্তরিত করছে এবং তা পরম্পরায় অন্য কিছুকে প্রভাবিত করছে, সেক্ষেত্রে, কোনও একটি রূপান্তর কি পরিবর্তনের মূল কারণ হিসেবে দেখা দেবে? অন্য কোনও জিনিস থেকে যদি একটি জিনিসে গতি সঞ্চারিত করা হয়, তাহলে পরিবর্তন সাধন করার ক্ষেত্রে তা কী করে প্রথম জিনিস হবে? এ তো অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু কোনও কিছু যখন নিজেকে গতিময় করে অন্য কিছুকে পরিবর্তিত করে এবং সেই অন্য কিছু অন্য কিছুকে পরিবর্তিত করে এবং সেই পরম্পরায় হাজার হাজার জিনিস একের পর এক
৮৯৫এ রূপান্তরিত হয়, সেক্ষেত্রে তাদের বিচলনের পুরো অনুক্রমটি আবশ্যিকভাবে কোনও প্রাথমিক নীতি থেকে উৎসারিত হয় – যা স্ব-উৎপাদিত গতির মাধ্যমে সাধিত পরিবর্তন ভিন্ন অন্য কোনও পরিবর্তন হওয়ার জো নেই।

ক্লেইনিয়াসঃ বিষয়টিকে আপনি অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন; এ নিয়ে তো একমত হতেই হয়।

অ্যাথেনীয়ঃ এবার আসুন, এই পয়েন্টটিকে আমরা ভিন্নভাবে উপস্থাপন করি এবং পুনর্বার আমাদের নিজেদের প্রশ্নের উত্তর দেই: "ধরা যাক পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একত্র মিলিত হয়ে পড়ল এবং স্থবির হয়ে গেল – আমাদের মধ্যে অধিকাংশ দার্শনিকই আদতে অত্যন্ত জোরাশোরে এমনই দাবি করে থাকেন
৮৯৫বি – তখন আমাদের গণনা-করা কোন্ গতিটি অনিবার্যভাবে তা থেকে সর্বপ্রথমে আবির্ভূত হবে?" "নিশ্চিতভাবে বলা যায় তা হবে স্ব-উৎপাদিত গতি, কারণ,

যেখানে পূর্ববর্তী কোনও বেগের অস্তিত্ব থাকে না, সেখানে কোনও কিছুতে তো পূর্ববর্তী কোনও বেগ সবঞ্চারিত করা যাবে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, স্ব-উৎপাদিত গতিই সকল গতির উৎস এবং স্থির এবং গতিমান জিনিসে উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রাথমিক শক্তি; এক্ষেত্রে আমরা এই উপসংহারকে এড়িয়ে যেতে পারব না যে, এটিই হলো সবচেয়ে প্রাচীন এবং সকল পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী পরিবর্তন; আর অন্যদিকে অন্য কোনও কিছুর দ্বারা সৃষ্ট পরিবর্তন এবং যা পরম্পরায় অন্য জিনিসে সঞ্চারিত করা হয়, তা, দ্বিতীয় কাতারের পরিবর্তন।"

ক্লেইনিয়াস: আপনি যা বললেন তা অত্যন্ত খাঁটি কথা।

আত্মার নিজের গতিদান

অ্যাথেনীয়: আমরা যেহেতু আমাদের আলোচনার এই পর্যায়ে এসে উপনীত ৮৯৫সি হয়েছি, তাই আমার মনে হয় আমাদের আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।

ক্লেইনিয়াস: তা কী?

অ্যাথেনীয়: আমরা যদি কখনও এমন প্রপঞ্চ, তথা, মাটি, পানি বা অগ্নির সৃষ্ট জিনিসে (এককভাবে অথবা সংযুক্তিতে) স্ব-উৎপাদিত গতির জন্ম নিতে দেখি, তাহলে আমরা সেই জিনিসটির অবস্থাকে কীভাবে বর্ণনা করব?

ক্লেইনিয়াস: আপনি তো আদতে আমাকে এ-কথাই জিজ্ঞেস করছেন: কোনও একটি জিনিস যখন নিজেকে নাড়ায়, তখন কি আমরা বলব যে, তা 'জীবন্ত'?

অ্যাথেনীয়: হ্যাঁ, তাই।

ক্লেইনিয়াস: সে কথা তো জোর দিয়েই বলা যায়; তার অন্যথা কী?

অ্যাথেনীয়: বেশ; তাহলে আমরা যখন দেখতে পাই যে, কোনও একটি জিনিসের আত্মা আছে, তখন অবস্থাটি কি একই দাঁড়ায় না? তখন কি আমাদের স্বীকার করতে হয় না যে, এটি জীবন্ত।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, ঠিক তাই।

অ্যাথেনীয়: জিউসের দোহাই একটু থামুন! আমার ধারণা, প্রদত্ত কোনও জিনিসে ৮৯৫ডি আপনারা তিনটি উপাদান চিহ্নিত করতে প্রস্তুত আছেন; তাই না?

ক্লেইনিয়াস: আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

অ্যাথেনীয়: একটি হলো কোনও জিনিসের সত্তা, আরেকটি হলো সেই জিনিসের সংজ্ঞা, আরেকটি তার নাম। আর বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যেক সত্তা সম্পর্কে দু'টি প্রশ্ন উত্থাপন করার আছে।

ক্লেইনিয়াস: দু'টি?

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ আমাদের প্রত্যেকে কখনও কখনও কেবল নাম উপস্থাপন করি এবং তার সংজ্ঞা জানতে চাই, কখনও কখনও আমরা সংজ্ঞা বলি এবং নাম জানতে চাই। সেক্ষেত্রে কি আমরা নিম্নোক্ত জিনিসের মতো কিছু একটা বুঝাতে চাই?

ক্লেইনিয়াসঃ তা কী?

৮৯৫ই **অ্যাথেনীয়ঃ** অন্যান্য জিনিস এবং সংখ্যার ক্ষেত্রেও ধরে নেওয়া যায়, দু'য়ের একটি বিভক্তি আছে। সংখ্যার ক্ষেত্রে এর নাম হলো 'জোড়', আর তার সংজ্ঞা হলো 'দুটি সমান ভাগে ভাগযোগ্য একটি সংখ্যা।'

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ।

অ্যাথেনীয়ঃ আমি এ ধরনের বিষয়ই এখন ব্যাখ্যা করছি। তাই নিশ্চিতই বলা যায়, দু'য়ের যে-কোনও একটির ক্ষেত্রে – প্রথমে নাম দিয়ে সংজ্ঞা জানতে চাওয়া, অথবা, সংজ্ঞা দিয়ে নাম জানতে চাওয়া – আমরা একই জিনিসের কথাই বলছি; তাই তো? আমরা যখন কোনও একটি সংখ্যাকে 'জোড়' বলি এবং তাকে 'দুভাগে ভাগযোগ্য সংখ্যা' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করি, তখন আমরা একই জিনিসের কথা বলি।

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়ঃ এবার বলুন, যে-জিনিসকে আমরা আত্মা বলি, তার সংজ্ঞা কী?
৮৯৬এ একথা তো নিশ্চিত করেই বলা যায়, কিছুক্ষণ আগে আমরা যে ফর্মুলার কথা বলেছি: 'নিজেকে নাড়াতে সক্ষম গতি'-কে এক্ষেত্রে ব্যবহার করা ছাড়া তো আমাদের গত্যন্তর নেই।

ক্লেইনিয়াসঃ যে-সত্তাকে আমরা 'আত্মা' বলি, তা সুনির্দিষ্টভাবে সেই জিনিস, যাকে 'স্ব-উৎপাদিত গতি'-র অভিব্যক্তি দ্বারা প্রকাশ করা হয় – আপনি কি একথাই বুঝাতে চাচ্ছেন?

আত্মার অগ্রাধিকার (২)

অ্যাথেনীয়ঃ নিদেনপক্ষে তাই আমার দাবি। আর তাই যদি সত্য হয়, তাহলে কি আমরা এখনও অসন্তুষ্ট থাকি? আমরা কি নিজেদের ক্ষেত্রে এইমর্মে সন্তোষজনক প্রমাণের দেখা পাইনি যে, আত্মা সকল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জিনিসের উৎপাদন, গতি এবং তাদের বিপরীত জিনিসের সাথে
৮৯৬বি অভিন্ন? তাছাড়া এমনই তো প্রদর্শন করা হয়েছে যে, এটিই হলো সকল জিনিসের রূপান্তর এবং তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অসন্তুষ্ট গতির কারণ?

ক্লেইনিয়াসঃ অসন্তুষ্ট? না, কিছুতেই নয়! বরং উল্টো, এ-কথা তো যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণিত হয়েছে যে, আত্মা যেহেতু সকল গতির উৎস, তা সবচেয়ে প্রাচীন জিনিস।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ কিন্তু কোনও একটি জিনিসকে যদি অন্য একটি জিনিসের মাধ্যমে গতিদান করা হয়, তাহলে তো তা স্বাধীন স্ব-চলনের ক্ষমতা লাভ করে না। তাই এ ধরনের আহরিত গতির স্থান হবে দ্বিতীয়তে, অথবা, আপনার কল্পনাতে আপনি যদি তার পরবর্তী কোনও স্থানে তার নির্ধারণ করতে চান, সেস্থানে; কারণ তা হলো বস্তুর, আক্ষরিক অর্থেই যার 'কোনও আত্মা নেই', নিছক তার পরিবর্তন।

ক্লেইনিয়াসঃ যথার্থই তাই।

অ্যাথেনীয়ঃ সুতরাং, আমরা যখন বলেছিলাম যে, আমাদের ক্ষেত্রে সত্তায় আত্মার আবির্ভাব ঘটেছে বস্তুর পূর্বে এবং বস্তু হলো দ্বিতীয় এবং পরবর্তীকালীন ৮৯৬সি
ঘটনা, এবং আত্মা হলো প্রভু এবং বস্তু তার সহজাত শাসিত প্রজা, তখন আমরা সমভাবেই সঠিক বক্তব্য প্রদান করেছিলাম, সত্যের চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলাম।

ক্লেইনিয়াসঃ তা আদতেই ঠিক।

অ্যাথেনীয়ঃ পরবর্তী ধাপে আমাদের স্মরণে আনতে হবে আমাদের পূর্ববর্তী স্বীকৃতিকে – আত্মা যদি স্পষ্টতই বস্তুর চাইতে অধিক বয়েসী হয়, তাহলে স্পিরিচ্যুয়াল-জিনিসপত্র বস্তুর-সাথে-সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্রের চাইতে অধিক বয়েসী হবে।

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ বাস্তবিকপক্ষে, আত্মা যদি বস্তুর পূর্বে সত্তায় আবির্ভূত হয়ে থাকে, ৮৯৬ডি
তবে নিশ্চয়ই মানসিক প্রকৃতি এবং মেজাজ, ইচ্ছা, বাছবিচার, সত্য অভিমত, অধ্যবসায় এবং স্মৃতি, সত্তায় আবির্ভূত হয়েছে বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, তার গভীরতা ও শক্তিমত্তার পূর্বে?

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ বেশ; তাহলে এ-কথার পর এ-ব্যাপারে একমত হওয়া কি অপরিহার্য হয়ে পড়ে না যে, আত্মা যেহেতু ভালো এবং মন্দ, মহৎ এবং লজ্জাজনক, ন্যায্য ও অন্যায্য এবং সকল প্রকারের বিপরীত কিছুর কারণ, তা সকল কিছুরই কারণ?

ক্লেইনিয়াসঃ এর অন্যথা হওয়ার কি জো আছে?

অ্যাথেনীয়ঃ যেখানে কোনও কিছু বিচলন করে, সেখানেই যেহেতু আত্মা বাস
করে এবং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে, তাই একথা বলাও অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় যে, ৮৯৬ই
এটি স্বর্গলোকও নিয়ন্ত্রণ করে।

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ এক আত্মা, না কি, একাধিক আত্মা? আমি আপনাদের উভয়ের জন্য উত্তর করব, একাধিক আত্মা। যাই হোক, আমরা দু'য়ের চাইতে কম অবশ্য ধরে নেব নাঃ যেটি ভাল করে, এবং যার বিপরীতধর্মী ক্ষমতা আছে।

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি পুরোপুরি ঠিক কথা বলেছেন।

অ্যাথেনীয়ঃ বেশ। সুতরাং, আত্মা তার নিজস্ব গতির বলে স্বর্গ, মর্ত্য এবং সমুদ্রে-থাকা প্রতিটি জিনিসকে গতিময় করে তোলে। আত্মার গতিসমূহের
৮৯৭এ নাম হলো ইচ্ছা, অনুসন্ধান, অধ্যবসায়, পরামর্শদান, সত্য ও মিথ্যা অভিমত, আনন্দোচ্ছাস, বেদনাবোধ, দুঃসাহসিকতা এবং ভীতিসন্ত্রস্ততা, ঘৃণাবোধ এবং ভালোবাসা। অধিকন্তু আত্মা এতৎসম্পর্কযুক্ত, অথবা সূচনাকারী, সকল গতিকে ব্যবহার করে গৌণ বিচলনকে দখল করে এবং সহযোগী তাপ এবং শৈত্য, ভারীত্ব এবং হাল্কাত্ব, অমসৃণতা ও মসৃণতা, সাদা এবং কালো, তেতো এবং মিষ্টতাসহ বৃদ্ধিকরণ, হ্রাসকরণ, বিচ্ছিন্নকরণ, বা সংযুক্তকরণের জন্য সকল কিছুকে উদ্দীপিত করে। আত্মা সর্বদা তাদেরকে হাতিয়ার
৮৯৭বি হিসেবে ব্যবহার করে এবং হয় ঐশী যুক্তিবোধের সাথে আটোসাটোভাবে যুক্ত থেকে (সত্য কথা বলতে কী, আত্মা নিজেই তো ঐশীসত্তা) সবকিছুকে একটি যথাযথ এবং সফল সিদ্ধান্তে পথপ্রদর্শন করে নিয়ে যায়, অথবা, নিজে যুক্তিহীনতার সাথে সন্ধি করে পুরোপুরি বিপরীতধর্মী ফলাফলের জন্ম দেয়। এটিই যে বাস্তব অবস্থা তার ব্যাপারে কি আমরা কি একমত হব, না কি, এখনও এমন সন্দেহ পোষণ করব যে, সত্য ভিন্ন কিছুও হতে পারে?

ক্লেইনিয়াসঃ না, তা কিছুতেই নয়।

আত্মাই স্বর্গলোকের সকল ‘বডিকে’ গতিশীল করে

অ্যাথেনীয়ঃ বেশ; তাহলে আমরা কী বলবঃ কোন্ ধরনের আত্মা স্বর্গ, মর্ত্য এবং বিচলনের অস্তিমান পূর্ণচক্রের নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছে? সেটি কি এই আত্মা, যা যুক্তিময় এবং সর্বোচ্চ সদ্‌গুণধারী, না কি, যে-আত্মা এর কোনওটিরও
৮৯৭সি অধিকারী নয়, তা? আপনারা কি প্রত্যাশা করেন আমরা এমন উত্তর দেই?

ক্লেইনিয়াসঃ কেমন?

অ্যাথেনীয়ঃ (আমরা হয়ত বলব), “প্রিয় বৎস, স্বর্গলোকে পুরো পথ এবং বিচলন এবং তার মধ্যে অবস্থিত সকল কিছু যদি যুক্তিবোধের গতি এবং আবর্তন এবং হিসাব তুলে ধরে এবং তদনুসারেই ক্রিয়া করে, তাহলে আমাদেরকে স্পষ্টতই স্বীকার করতে হয় যে, যা পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বাবধান করে এবং যা সর্বোত্তম পথে তাকে পরিচালনা করে, তা সর্বোত্তম আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নয়।”

ক্লেইনিয়াসঃ সত্য।

৮৯৭ডি **অ্যাথেনীয়ঃ** “যদি এসব জিনিস ভারসাম্যহীনভাবে এবং বিশৃঙ্খলভাবে চলাচল করে, তবে বাধ্য হয়েই আমাদের বলতে হবে, মন্দ আত্মা তাদের ওপর ভর করেছে।”

ক্লেইনিয়াসঃ খুবই সত্য কথা।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ বন্ধুগণ, "সুতরাং, যৌক্তিক গতির প্রকৃতি কী?", এক্ষণে এর কোনও অর্থপূর্ণ উত্তর দেওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে; আপনাদের যে-উত্তর হবে, তাতে আমার সাহায্য যাচঞা করা আপনাদের জন্য খুবই যুক্তিযুক্ত ব্যাপার হবে।

ক্লেইনিয়াসঃ বেশ ভাল কথা।

অ্যাথেনীয়ঃ তৎসত্ত্বেও, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমাদেরকে এমন ধরে নিলে চলবে না যে, নশ্বর চক্ষু যুক্তিবুদ্ধির ওপর দৃষ্টি রাখতে পারবে এবং তাকে যথেষ্ট পরিমাণে জানতে সক্ষম হবে; যেমনটি বলা হয় – আমরা যেন
সূর্যের পানে সরাসরি চোখ রেখে দিনের বেলায়ই রাতের অন্ধকার উৎপাদন ৮৯৭ই
না করি। যার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে, তার *প্রতিমূর্তির* দৃষ্টি দিয়েই সেই জিনিসকে নিরাপদে দেখা যেতে পারে।

ক্লেইনিয়াসঃ একথা বলছেন কেমনে?

অ্যাথেনীয়ঃ দশটি গতি থেকে আমরা না হয় একটি গতি নির্বাচন করলাম, যার সাথে যুক্তিবোধের সাদৃশ্য আছে এবং তাকে আমাদের প্রতিমূর্তি হিসেবে ধরে নিলাম। আপনাদের জন্য তাকে অনুস্মরণ করে আমরা তারপর একটি যুক্ত-উত্তর প্রদান করব।

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, সেটিই বোধহয় আপনার ব্যাখ্যার সর্বোত্তম পদ্ধতি।

অ্যাথেনীয়ঃ যাহোক, আপনাদের কি স্মরণ আছে, আমরা পূর্বে যে-সব পয়েন্টকে আমাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম তার মধ্যে একটি পয়েন্ট ছিল এমনঃ সকল জিনিস হয় গতিময়, না হয় স্থির?

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, মনে আছে।

অ্যাথেনীয়ঃ আর যেসব জিনিস গতিময়, তাদের মধ্যে কিছু জিনিস একক স্থানে
বিচলন করে, আর অন্য কিছু জিনিস চলাচল করে অনুক্রমে এক স্থান হতে ৮৯৮এ
অন্য স্থানে?

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, বিষয়টি এমনই।

অ্যাথেনীয়ঃ এ দু'টি গতির মধ্যে, যে গতি একই স্থানে সংঘটিত হয়, তা আবশ্যিকভাবেই কোনও একটি কেন্দ্রবিন্দুর চারিদিকে অবিরাম আবর্তন – একটি *লেদ*-এ কোনও চাকার হুবহু আবর্তনের মতো; আর এই ধরনের গতি যুক্তিবুদ্ধির চক্রাকার বিচলনের সাথে গভীরতম আত্মীয়তা এবং সাদৃশ্যের পরিচায়ক।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি ঠিক কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

অ্যাথেনীয়ঃ একদিকে যুক্তিবুদ্ধিকে হাতে নিন আর একক স্থানের গতিকে নিন অন্য হাতে। আমরা যদি তখন এমন নির্দেশ করতে পারি যে, উভয় ক্ষেত্রেই গতিটি স্থিরীকৃত হয়েছিল একক পরিকল্পনা এবং পদ্ধতির মাধ্যমে এবং তা ছিল নিয়মিত, সমরূপী, সর্বদা স্থানের (স্পেসের) একই পয়েন্টে অবস্থিত,
একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রের চতুর্দিকে, অন্য সামগ্রীর সাথে তুলনামূলক বিচারে ৮৯৮বি

www.pathagar.com

একই অবস্থানে অবস্থিত, আর তার মাধ্যমে যদি এমন তুলে ধরা যায় যেন বা একটি *লেদ*-এ একটি গোলক ঘূর্ণায়মান আছে, তাহলে আমরা যে বাচনিক প্রতিমূর্তির অক্ষম নির্মাতা – এমনটি কেউই দেখাতে পারত না।

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি খাঁটি কথাই বলেছেন।

অ্যাথেনীয়ঃ এবার বিবেচনা করুন সেই গতির কথা, যা সমরূপী নয়, নিয়মিতও নয়, অথবা, যা একই স্পেসে, অথবা, একই পয়েন্টে অবস্থিত নয়, অথবা, একই কেন্দ্রবিন্দুর চতুর্দিকে, অথবা, একই তুলনামূলক অবস্থান, অথবা, একক অবস্থানে, অবস্থিত নয়, এমনকি যা পরিকল্পনামাফিক নয়, সংগঠিত নয়, এমনকি পদ্ধতিমাফিকও নয়। সেই গতি কি সব ধরনের নি-যুক্তির সাথে যুক্ত থাকবে না?

ক্লেইনিয়াসঃ সত্য সত্যই তা তা-ই থাকবে।

৮৯৮সি **অ্যাথেনীয়ঃ** সুতরাং, এখন সরাসরি একথা বলাতে তো আর কোনও অসুবিধা নেই যে, যেহেতু আত্মা আমাদের জন্য চতুর্দিকের সকল কিছুকে গতিশীল করে, তাই দাবি করতে হবে যে, স্বর্গলোকের আবর্তন আবশ্যিকভাবেই সর্বোত্তম আত্মা, অথবা, এর বিপরীত ধরনের আত্মার, তত্ত্বাবধান ও শৃঙ্খলাবিধানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।

ক্লেইনিয়াসঃ কিন্তু আগন্তুকবর, যা কিছু বলা হয়েছে তা বিবেচনা করে একথা বলা তো ধর্মসম্মত হবে না যে, আত্মা ভিন্ন – যা সকল সদ্‌গুণের অধিকারী এবং সেটি এক আত্মা হোক, আর বহু সংখ্যকই হোক – অন্য কিছু চৌদিকে সকল জিনিসকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

৮৯৮ডি **অ্যাথেনীয়ঃ** ক্লেইনিয়াস, আপনি খুবই মনোযোগী শ্রোতা। এক্ষণে, আরও একটি পয়েন্ট মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

ক্লেইনিয়াসঃ তা কী?

অ্যাথেনীয়ঃ নীতিগতভাবে যদি আত্মা সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য স্বর্গীয় বস্তুকে চারিদিকে তাড়িয়ে বেড়ায়, তাহলে কি তাদের প্রত্যেকটিকে একে একে আলাদাভাবে প্রণোদিত করে না?

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ আমরা একটি উদাহরণের কথা বিবেচনা করতে পারিঃ সেক্ষেত্রে আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল নিশ্চিতভাবেই অন্যান্য স্বর্গীয় জিনিসপত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

ক্লেইনিয়াসঃ কী উদাহরণ?

অ্যাথেনীয়ঃ ...সূর্য। সবাই এর 'বডি' দেখতে পায়, কিন্তু কেউই এর আত্মা দেখতে পায় না। অন্য যে-কোনও প্রাণবান 'বডি' সম্পর্কে একই কথা সত্য – তা সেটি জীবন্তই হোক, অথবা, মৃত্যুমুখীই হোক। যাহোক, যদিও তা
৮৯৮ই আমাদের দেহগত ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুধাবনযোগ্য নয় এবং কেবল আমাদের

www.pathagar.com

যুক্তিবোধের মাধ্যমে প্রত্যক্ষযোগ্য, তবুও *এমন হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক*[৮] যে, এ ধরনের কিছু একটা জিনিসের হাতে আমরা আবদ্ধ। সুতরাং চলুন, আত্মার বিষয়ে নতুন পয়েন্ট আয়ত্ত করার জন্য আমরা যুক্তিবুদ্ধি এবং অনুধাবনশক্তির দ্বারস্থ হই।

আত্মা কীভাবে স্বর্গলোকের 'বডি'কে গতিশীল করে

ক্রেইনিয়াস: তা কী?

অ্যাথেনীয়: আত্মা যদি সূর্যকে ধাবিত করে এবং তার ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে, এই তিনটি পন্থার কোনও একটির মাধ্যমে তা ক্রিয়া করে, তবে আমরা খুব একটা ভুল করব না।

ক্রেইনিয়াস: কী সেই পন্থা?

অ্যাথেনীয়: হয় এই দৃশ্যমান গোলকাকার 'বডির' মধ্যে আত্মা বাস করে এবং এটি যেখানে যায় সেখানে তাকে নিয়ে যায়, যেমন করে আমাদের আত্মা আমাদেরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়; অথবা, এটি আগুন, অথবা, এক ধরনের বায়ু হতে (যেমনটি কিছু কিছু লোক দাবি করে থাকেন) তার নিজের দেহ অর্জন করে এবং দেহের সাথে দেহের সংস্পর্শের মাধ্যমে ৮৯৯এ
সূর্যকে ধাক্কা দেয়, অথবা, পুরোপুরিভাবেই নির্বস্তুক এবং বিপুল এবং আশ্চর্যজনক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সূর্যকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

ক্রেইনিয়াস: হ্যাঁ, আবশ্যিকভাবেই এদের অন্তর্ভুক্ত কোনও একটি পদ্ধতির মাধ্যমেই আত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।

অ্যাথেনীয়: বেশ; একটু ভেবে দেখা যাক। এই আত্মা কি সূর্যের রথে আসীন থেকে আমাদের জন্য আলো বয়ে আনে, অথবা, বাইরে থেকে তা আহরণ করে আনে, না কি, তা অন্য কোনও উপায় অনুসরণ করে? তা যেহেতু আমাদের সবাইকে আলো দেয়, তাই আমরা সবাই কি তাকে দেবতা হিসেবে মান্য করতে বাধ্য নই? ঠিক কি না?

ক্রেইনিয়াস: কেউ যদি পুরোপুরি নির্বোধ না হয়, তবে তা-ই করতে বাধ্য। ৮৯৯বি

অ্যাথেনীয়: তাহলে এবার সকল নক্ষত্র আর চন্দ্র, বর্ষ, মাস এবং সকল ঋতুর কথা বিবেচনা করুন: এদের সম্পর্কে একই কথার পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া আমরা আর কী করতে পারি? একটি আত্মা, অথবা, বহু আত্মা – এবং যা নিখুঁত সদ্‌গুণসম্পন্ন আত্মা – যে এই প্রপঞ্চের কারণ তা তুলে ধরা হয়েছে; বস্তুতে তাদের জীবন্ত উপস্থিতির মাধ্যমে হোক, অথবা, অন্য কোনও উপায়েই হোক, যারা স্বর্গলোকের সকল জিনিসকে পরিচালনা করে, সেই আত্মাকে আমরা উচ্চকণ্ঠে দেবতা বলে অভিহিত করব। এমন কেউ কি আছে, যে এসব জিনিসে একমত হবে এবং সেইসাথে এমন কথাও বলবে যে, তারা দেবতাপূর্ণ নয়?[৯]

www.pathagar.com

৮৯৯সি **ক্রেইনিয়াস**: না আগন্তুকবর, এমন উন্মাদ মনে হয় কেউ নেই।

অ্যাথেনীয়: মেগিল্লাস ও ক্রেইনিয়াস, যে এতক্ষণ দেবতায় বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, এবার তাহলে তার কাছে শর্ত তুলে ধরি এবং তার হাত থেকে নিস্তার নেই।

ক্রেইনিয়াস: কী শর্ত?

অ্যাথেনীয়: হয় সে আমাদের কাছে তুলে ধরুক যে, আত্মাকে – যার কাছে সব জিনিস তাদের জন্মের জন্য ঋণী – প্রথম কারণ হিসেবে উপস্থাপন করে আমরা ভুল করেছিলাম এবং তার পরম্পরায় আমাদের সকল সিদ্ধান্ত সমভাবেই ভুল, *অথবা*, সে যদি আমাদের উপস্থাপনার চাইতে উত্তম কোনও যুক্তির অবতারণা করতে না পারে, তবে সে আমাদের বক্তব্য মেনে নিক এবং দেবতায় বিশ্বাস
৮৯৯ডি করে বাকি জীবন অতিবাহিত করুক। চলুন, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে দেবতার অস্তিত্ব নিয়ে যে-থিসিসের পক্ষে আমরা যুক্তি দিয়েছিলাম, তা পর্যালোচনা করে দেখি: তা কি জোরালো ছিল, না কি, দুর্বল ছিল?

ক্রেইনিয়াস: দুর্বল বলছেন, আগন্তুকবর? কোনওক্রমেই নয়।

যারা বিশ্বাস করে দেবতাগণ উদাসীন, তাদের প্রতি প্রদেয় বক্তব্য

অ্যাথেনীয়: বেশ। নাস্তিকদের ব্যাপার যদি বলি, তবে বলতে হবে, এখানেই খাতা বন্ধ করা হলো বলে ধরা যায়। এরপর যে-মানুষটি দেবতায় বিশ্বাস করে কিন্তু এমন মনে করে যে, দেবতারা মানুষের কর্মকাণ্ড নিয়ে নিস্পৃহ, তাকে নরম করে বোঝানের চেষ্টা করতে হবে আমাদের।

আমরা বলব, "চমৎকার বৎস, দেবতাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে তোমার বিশ্বাস সম্ভবত উৎসারিত হয় তোমার এবং দেবতাদের মধ্যকার এক পারিবারিক বন্ধন
৮৯৯ই থেকে; এটিই তোমাকে সহজাত আত্মীয়ের সদৃশতায় আকৃষ্ট করে, তাঁদের সম্মান করতে এবং তাঁদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে প্রবুদ্ধ করে। কিন্তু তোমাকে যা অধার্মিকতায় আকৃষ্ট করে তা হলো, দুর্বৃত্ত আর ক্রিমিনালদের ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় সৌভাগ্য, (যা আদতে কোনও সৌভাগ্যই নয়) যদিও আপামর জনমতে আর অপাত্রে বর্ষিত উৎসাহে তার প্রশংসার অন্ত নেই: সব ধরনের কবিতা আর সাহিত্যই তাকে ধ্বংসাত্মক মোহময়তায় ভরিয়ে তোলে। অথবা, সম্ভবত, তুমি মানুষজনকে তাদের অন্তিমে উপনীত হতে দেখেছ, তাদের জীবন
৯০০এ এবং মানমর্যাদময় অবস্থান দেখেছ, যারা পেছনে রেখে গেছে তাদের সন্তানের সন্তান; এখন তোমার যে-উদ্বেগ তার কারণ হলো এমন: তুমি জনশ্রুতি থেকে, অথবা তোমার নিজের পর্যবেক্ষণ থেকে আবিষ্কার করেছ যে, অধার্মিকতার অনেক ভয়ঙ্কর কাজের মধ্যে কিছু কিছু কাজের সাহায্যেই (যা তুমি লক্ষ কর) এসব মানুষ অত্যন্ত নগণ্য অবস্থা থেকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং একনায়কত্বের আসনে আসীন হয়েছে। এর ফল হয়েছে এমন যে, দেবতাদের সাথে তোমার আত্মীয়তার কারণে যদিও তুমি স্পষ্টতই তাঁদের দোষারোপ করতে অনীহ, তবু

www.pathagar.com

তোমার মানসিক বিভ্রান্তি এবং তাঁদের দোষ খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে তোমার অক্ষমতা, তোমাকে হালের এই বিপাকে ফেলেছে; তাই তুমি বিশ্বাস কর যে, ৯০০বি
তাদের অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু তাঁরা মানবীয় কর্মকাণ্ডকে ঘৃণা ও অবহেলা করে। এখন আমরা হাল অবস্থা থেকে তোমার চিন্তার অধিকতর অধার্মিক হওয়াকে প্রতিরোধ করতে চাই: দেখা যাক, আমাদের যুক্তি তোমার রোগ তাড়াতে সহায়ক হয় কি না, রোগের এখন প্রাথমিক দশা।" পুরোপুরি নাস্তিকের বিরুদ্ধে মূল থিসিসে আমরা জোরেশোরে যেসব যুক্তি উপস্থাপন করেছিলাম এক্ষেত্রেও তা ব্যবহার করে তার পরবর্তী ধাপের সাথে তাকে যুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। ক্লেইনিয়াস, মেগিল্লাস, তাই বলি, ৯০০সি
আপনারা পূর্বে যা করেছিলেন, তা-ই আবার করতে হবে আপনাদের: এই তরুণটির জায়গায় আসীন হোন আর তার হয়ে উত্তর করুন। যুক্তিতে যদি কোনও সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে এখন যেমনটি করেছি – আপনাদের কাছ থেকে তা আমার কাঁধে তুলে নেব আর আপনাদের নদী পার হওয়ায় সাহায্য করার জন্য হাত বাড়াব।

ক্লেইনিয়াস: খুবই ভালো প্রস্তাব। আপনি আপনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হোন, আমরা আমাদের ক্ষমতানুযায়ী প্রস্তাব পালনের চেষ্টা করি।

দেবতাগণ যে মানুষের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন তার প্রমাণ

অ্যাথেনীয়: কিন্তু, আমাদের বন্ধুটির কাছে সম্ভবত এমন তুলে ধরা খুব একটা অসুবিধাজনক হবে না যে, বড় ব্যাপারের চাইতে দেবতারা ছোট বিষয়েই মনোযোগ দেয় – বাস্তবিকপক্ষে, অধিক মনোযোগ দেয়। ধরে নেওয়া যায়, ৯০০ডি
এখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি, এইমাত্র তাঁদের বিশেষ কাজ সম্পর্কে যেকথা বলা হলো – বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দেখভাল করাই তাঁদের কাজ, যা তাঁদের নিখাদ সদ্‌গুণের বহিঃপ্রকাশ – তা শুনতে পেয়েছেন তিনি।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, এই কথা তিনি অবশ্যই শুনতে পেয়েছেন।

অ্যাথেনীয়: এরপর তাদেরকে[১০] আহ্বান করতে হবে আমাদের সাথে যোগ দিয়ে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করতে: যখন আমরা একমত হই যে, দেবতারা ভালো, তখন আমরা সুনির্দিষ্টভাবে কোন্ সদ্‌গুণের কথা ভাবি? আমরা কি সংযম এবং যুক্তিবোধের অধিকারিত্বকে সদ্‌গুণের আর তার বিপরীত জিনিসগুলোকে অসচ্চরিত্রতার চিহ্ন হিসেবে গণ্য করি না?

ক্লেইনিয়াস: তা করি।

অ্যাথেনীয়: সাহস এবং ভীরুতার ব্যাপারে কী বলা হবে? তারা কি যথাক্রমে ৯০০ই
সদ্‌গুণ ও অধার্মিকতার কাতারে পড়বে – আমরা কি এ-ব্যাপারে একমত পোষণ করি?

ক্লেইনিয়াস: তা তো নিশ্চয়ই।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ এক সেট গুণকে কি আমরা 'লজ্জাজনক' আর আরেক সেটকে 'প্রশংসাযোগ্য' বলে অভিহিত করব?

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ যেসব দোষ নিম্ন পর্যায়ের, তা যদি কারও চরিত্রবৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে, তবে তা আমাদের; আমরা কি আরও বলব যে, দেবতারা তার সর্ববৃহৎ অথবা ক্ষুদ্রতম – কোনওটিরই অংশগ্রহণকারী নয়?

ক্লেইনিয়াসঃ এর কোনওটি নিয়ে কারও দ্বিমত থাকার কথা নয়।

অ্যাথেনীয়ঃ তারপর? আমরা কি অবহেলা, আলস্য এবং বিলাসপ্রিয়তাকে আত্মার সদ্‌গুণের অংশ বলে গণ্য করব? না কি, আপনাদের ভিন্ন কোনও মত আছে?

ক্লেইনিয়াসঃ তা হয় নাকি!

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে তা অসচ্চরিত্রের অংশ?

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ।

৯০১এ **অ্যাথেনীয়ঃ** তাহলে সদ্‌গুণের ওপর যেসব বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়, তার বিপরীত বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হবে তার ওপর?

ক্লেইনিয়াসঃ ঠিক তা-ই।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে কী দাঁড়াল? যারা বিলাসপ্রিয়, যারা অবহেলাপ্রবণ, যারা অলস, তারা কি, যাকে কবির ভাষায় বলা যায় 'বিশেষভাবে হুলছাড়া মৌমাছি'[১১] – তা হয়ে উঠবে না?

ক্লেইনিয়াসঃ কবি তো যথার্থই বলেন।

অ্যাথেনীয়ঃ সুতরাং, আমরা অবশ্যই একথা বলব না যে, বিধাতা নিজে যে-ধরনের চরিত্রবৈশিষ্ট্যকে ঘৃণা করেন, তিনি নিজে তা ধারণ করেন। আর এমন কথা যে বলবে, তাকে সহ্য করাও উচিত নয়।

ক্লেইনিয়াসঃ অবশ্যই নয়; এটি তো অসহ্য একটি ব্যাপার।

৯০১বি **অ্যাথেনীয়ঃ** ধরুন, একজন মানুষকে কোনও একটি বিশেষ কাজের পরিমণ্ডলের দায়িত্ব প্রদান করা হলো এবং দেখা গেল যে, সে ছোটখাট দায়িত্ব বাদ দিয়ে কেবল বড় বড় দায়িত্ব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, তখন তার প্রতি কি আমরা এমন কোনও প্রশংসাবাক্য বর্ষণ করতে পারব, যা পুরোপুরি ফাঁপা শোনাবে না? আমরা না হয় এদিক থেকে পয়েন্টটিকে বিচার করিঃ এ ধরনের আচরণ – ঐশী অথবা মানবীয় – কি দুই ক্যাটাগরিতে পড়ে না?

ক্লেইনিয়াসঃ আমরা কোন্ দুই ক্যাটাগরির কথা বলছি?

অ্যাথেনীয়ঃ হয় সেই মানুষটি এই ভেবে বিশদ বিষয়াদিকে অবহেলা করে যে,
৯০১সি তাতে তার কাজে কোনও হেরফের ঘটে না, অথবা, সেই কাজগুলো গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সে তাদের অবহেলা করে, কারণ সে আলস্যে এবং হেলাফেলা করে জীবন কাটাতে চায়। না কি, এমন বলা যায় যে, তাদেরকে

www.pathagar.com

অবহেলা করার পেছনে সম্ভাব্য অন্য কারণ আছে? অবশ্য একথা ঠিক যে, সবকিছুর প্রতি লক্ষ রাখা পুরোপুরি অসম্ভব আর একজন দেবতা, অথবা, কোনও হতচ্ছাড়া নশ্বর প্রাণী তখনই কোনও কিছু দেখভাল করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়, যখন তার শক্তি এবং ফলে ক্ষমতা, থাকে না; সেক্ষেত্রে বড়, অথবা ছোট কোনও দায়িত্বেরই অবহেলারই কারণ দেখা দেয় না।

ক্লেইনিয়াস: না, তার কথা তো উঠবেই না।

অ্যাথেনীয়: তাহলে, এক্ষণে আমাদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের তিনজনের প্রশ্নের ৯০১ডি
উত্তর দিক। তারা উভয়েই স্বীকার করে যে, দেবতাদের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু একজন ভাবে যে, তাঁদেরকে কেনা যায়, অন্যজন ভাবে, তাঁরা বিশদ বিষয় নিয়ে নির্বিকার। "প্রথমত, তোমরা কি স্বীকার কর যে, দেবতারা সকল কিছু জানে এবং দেখতে ও শুনতে পায়, আর যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির আওতায় পড়ে, তা তাদেরকে এড়িয়ে যেতে পারে না? এটিই কি তোমাদের অবস্থান, না কি, এ বিষয়ে তোমাদের অন্য কিছু মত আছে?"[১২]

ক্লেইনিয়াস: "না এটিই আমাদের মত।"

অ্যাথেনীয়: "অধিকন্তু, তাঁরা নশ্বর এবং অমর সত্তার ক্ষমতাধীন সকল কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম?"

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তারা এর সবকিছুতেই একমত হবে।

অ্যাথেনীয়: আর আমরা পাঁচজনই ইতোমধ্যে একমত হয়েছি যে, দেবতারা ৯০১ই
উত্তম – বাস্তবিকপক্ষে সর্বোত্তম।

ক্লেইনিয়াস: একথা জোর দিয়েই বলা যায়।

অ্যাথেনীয়: আমরা যে-সব বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করেছি, তদনুসারে কি এ-বিষয়ে সম্মত হওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব একটি ব্যাপার নয় যে, তাঁরা আলস্য ও ঢিলেমির কারণে কোনও কিছু করে? নশ্বর প্রাণের ক্ষেত্রে আলস্য জন্ম নেয় ভীরুতা থেকে আর ঢিলেমির জন্ম হয় আলস্য এবং বিলাসপ্রিয়তা থেকে।

ক্লেইনিয়াস: খুবই সত্য কথা।

অ্যাথেনীয়: তাহলে কোনও দেবতাই ঢিলেমি এবং আলস্যের জন্য কোনও কিছুকে অবহেলা করে না; কারণ, ধরে নেওয়া যায়, কোনও দেবতাই ভীরুতায় ভোগে না।

ক্লেইনিয়াস: আপনার কথা পুরোপুরি ঠিক।

অ্যাথেনীয়: এক্ষণে বলা যায়, আদতে যদি তাঁরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশদ ৯০২এ
বিষয়কে অবহেলা করেন, তাহলে তার ক্ষেত্রে আর যেসব সম্ভাবনার কথা বাকি থাকে, তা হলো এই: হয় তাঁরা তাঁদের এ-জন্য অবহেলা করেন যে, তাঁরা জানেন এ-ধরনের বিশদ ব্যাপারে তাঁদের মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই, অথবা, – কী আর বলা যায় – জ্ঞানের অভাব ছাড়া অন্য আর কী ব্যাখ্যা বাকি থাকে তার?

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াসঃ আর কী ব্যাখ্যাই বা থাকতে পারে?

অ্যাথেনীয়ঃ তাই বলি চমৎকার ও সর্বোত্তম মনুষ্যসন্তান[১৩], আমরা কি এমন ব্যাখ্যা করব যে, আপনি বলছেন দেবতারা অজ্ঞ এবং যখন তাঁদের ব্যাকুল হওয়ার কথা, তখন তারা অবহেলা প্রদর্শন করে – তার কারণ, তাঁরা *জানে না?* অথবা, বিকল্পে এমন কথা কি বলা যায় যে, তাঁরা প্রয়োজনীয়তার কথা জানেন বটে, কিন্তু হতচ্ছাড়া নশ্বর মানুষেরা যা করে তাঁরা তাই করেন, তাঁরা তাঁদের দায়িত্বপালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেন, কারণ, তাঁরা ভোগসুখ বা
৯০২বি বেদনার কবলে নিপতিত হন, যদিও তাঁরা জানেন বাস্তবে তারা যেপথ বেছে নিয়েছেন, তার চাইতে প্রকৃষ্টতর পথ রয়েছে?

ক্লেইনিয়াসঃ না, তা কী করে হয়?

অ্যাথেনীয়ঃ একথা কি বলা যায় না যে, যার আত্মা আছে, তা নিদেনপক্ষে মানবীয় ক্রিয়াকাণ্ডের প্রকৃতিতে অংশগ্রহণ করে; আর মানুষ কি জীবিত জিনিসের মধ্যে বিধাতার প্রতি সবচেয়ে বেশি ভক্তিমান নয়?

ক্লেইনিয়াসঃ তাই তো হওয়ার কথা।

অ্যাথেনীয়ঃ অধিকন্তু, আমরা তো সকল নশ্বর প্রাণীকে সামগ্রিকভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মতোই দেবতাদের স্বত্বাধীন জিনিস মনে করি।

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়ঃ সুতরাং, আপনি যদি এমন যুক্তি দেখান যে, দেবতার চোখে তাদের
৯০২সি কোনও কোনওটি বৃহৎ, আবার কোনও কোনওটি ক্ষুদ্র, তবে তার প্রতি কোনও দৃষ্টি না দিয়েই আমরা বলতে পারি, তারা আমাদের জন্য যতটা ব্যাকুল এবং ভাল, তা বিবেচনায় নিলে এদের কোনও অবস্থাতেই আমাদেরকে অবহেলা করা আমাদের মালিকের উচিত কাজ নয়। এখানে আরেকটি পয়েন্ট বিবেচনা করা দরকার।

ক্লেইনিয়াসঃ তা কী?

অ্যাথেনীয়ঃ এটি হলো প্রত্যক্ষণ ও শারীরিক শক্তি নিয়ে একটি পয়েন্ট। স্বাচ্ছন্দ আর অসুবিধার কথা বিচার করলে তারা কি অপরিহার্যভাবেই একটি অপরটির বিপরীত কোটির জিনিস নয়?

ক্লেইনিয়াসঃ আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

অ্যাথেনীয়ঃ ধরে নেওয়া যায়, বড় জিনিসের চাইতে ছোট জিনিস দেখা ও শ্রবণ করা অধিকতর শক্ত ব্যাপার, আবার অপরদিকে যদি ক্ষুদ্র এবং স্বল্পসংখ্যক জিনিস থাকে, তাহলে সবার জন্য তাদের বহন করা, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করা তাদের বিপরীতধর্মী জিনিসের চাইতে সহজ ব্যাপার হয়ে ওঠে।

৯০২ডি **ক্লেইনিয়াসঃ** হ্যাঁ, তা অধিকতর সহজ।

অ্যাথেনীয়ঃ একজন ডাক্তারের কথাই ধরুন – চিকিৎসা করার জন্য তাকে দেওয়া হলো পুরো দেহ। বড় অঙ্গাদি দেখতে এবং চিকিৎসা করতে সম্মত হওয়া

www.pathagar.com

সত্ত্বেও তিনি যদি একক অঙ্গ এবং ছোটখাট প্রত্যঙ্গকে অবহেলা করেন, তবে কি তিনি ভাল ফললাভে সক্ষম হবেন?

ক্লেইনিয়াসঃ না, কখনও না।

অ্যাথেনীয়ঃ পাইলটের কথা বলুন, অথবা, সেনানায়ক, অথবা, গৃহের ম্যানেজারের কথা বলুন, অথবা, রাষ্ট্রনায়ক, বা এ ধরনের কোনও ব্যক্তির কথা বলুন, যদি তিনি বিশদ বিষয়ে মনোযোগী না হন, তবে তো তিনি কখনওই বড় বড় দৈনন্দিন কাজেও সাফল্য লাভ করতে পারবেন না। আপনি তো জানেনই, এমনকি রাজমিস্ত্রিরাও বলে, ছোট পাথর ছাড়া বড় পাথরও ৯০২ই
ঠিকমতো বসে না।

ক্লেইনিয়াসঃ তা তো ঠিকই।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে, আমরা না হয় বিধাতাকে নিদেনপক্ষে নশ্বর কারিগর বলে বিচার না করি; তিনি তো তাঁর লাইনের সমস্ত কাজেই একই ধরনের দক্ষতাকে কাজে লাগান – তা সেটি ছোট কাজ হোক, অথবা, বড়ই হোক। যেহেতু তাঁর নিজের কাজে তিনি অধিকতর পারদর্শী, তাই তাঁর ফলাফলও অধিকতর সম্পূর্ণ এবং নিখুঁত। আমরা যেন এমন না ভাবি যে, চূড়ান্ত জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও, বিশ্বকে তদারকি করার ক্ষেত্রে সম্মত এবং সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও, বিধাতা কেবল বড় বড় জিনিসের প্রতি লক্ষ রাখেন, কিন্তু দুর্বল-চিত্তের হদ্দ আলসেদের মতো শক্ত কাজ দেখলে হাত গুটিয়ে বসে থাকেন ৯০৩এ
এবং তদারকির ক্ষেত্রে ছোট যে-কাজকে আমরা সহজ বলে স্থির করেছিলাম, তাকে অবহেলা করেন।

ক্লেইনিয়াসঃ আগন্তুকবর, দেবতাদের সম্পর্কে এ ধরনের মতামত যেন আমরা কিছুতেই মেনে না নেই; এটি এমন একটি দৃষ্টিকোণ – যা পুরোপুরি ধর্মবিরুদ্ধ এবং সেইসাথে অসত্যও বটে।

অ্যাথেনীয়ঃ বেশ; এক্ষণে আমার মনে হচ্ছে অবহেলার জন্য দেবতাকে অভিযুক্ত করা যার কাছে প্রিয় কাজ, তাকে আমরা মোটামুটি সম্পূর্ণ উত্তর প্রদান করতে পেরেছি।

ক্লেইনিয়াসঃ হ্যাঁ, তা পেরেছি বলে মনে হচ্ছে।

অ্যাথেনীয়ঃ যাহোক, আমাদের যুক্তির জোরে সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, তার ভুল হয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তার প্রতীতি উৎপাদনের জন্য ৯০৩বি
আরও কিছু করা দরকার, কিছু কিংবদন্তিমূলক মন্ত্রোচ্চারণ দরকার।

ক্লেইনিয়াসঃ বেশ, বন্ধুবর; আপনার প্রস্তাব কী?

দেবতাগণের বিচার এবং আত্মার ভাগ্য

অ্যাথেনীয়ঃ আমরা যুবকটিকে যা বলব, তা তাকে এই থিসিস সম্পর্কে প্রত্যয়ী করে তুলবে বলে ধারণা করা যায়: "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি তত্ত্বাবধায়ক তিনি এর

www.pathagar.com

সংরক্ষণ করেন এবং পরম উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি রেখে তিনি সবকিছুকে বিন্যস্ত করেছেন; এর প্রতিটি অংশ তাদের বিভিন্ন ক্ষমতা অনুসারে এককভাবে যথাযথ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই অংশসমূহের সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় ক্ষমতার ক্ষুদ্রতম কৃত্যের প্রতিটিকে নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির নিয়ন্ত্রণে বিন্যস্ত করা হয়েছে, যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রতম উপাদানকেও নিখুঁত করে তুলেছে। এর
৯০৩সি একটি অংশ হচ্ছ একগুঁয়ে তুমি – নিছক একটি ক্ষুদ্র বালিকণা, যা সবকিছু সত্ত্বেও সমগ্রের মঙ্গলে অবদান রাখে; তুমিই ভুলে গেছ, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সমৃদ্ধির জীবনদানের উদ্দেশ্য ছাড়া কোনও কিছুই সৃষ্টি করা হয় না। তুমি ভুলে গেছ, সৃষ্টি তোমার লাভের জন্য নয়: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খাতিরে তুমি অস্তিমান আছ। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ: প্রত্যেক ডাক্তার, প্রত্যেক কারিগর, সর্বদাই সামগ্রিকভাবে কোনও না কোনও চূড়ান্ত জিনিসের জন্য কাজ করে; সে তার রসদসমূহকে এমনভাবে কাজে লাগায়, যাতে তারা সাধারণভাবে সর্বোত্তম
৯০৩ডি ফলাফল দেয় এবং অংশসমূহ সমগ্রের উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে; তার উল্টোটি যাতে না ঘটে, সেই লক্ষ্যেই কাজ করে সে। কিন্তু তুমি অভিযোগ করছ; তুমি ভুলে থাকছ, সমগ্রের ক্ষেত্রে যা ভালো, তা সাধারণ উৎসে সৃষ্টির কারণে তোমার ক্ষেত্রেও ভালো হয়ে দেখা দেয়। যেহেতু আত্মা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেহের সাথে যুক্ত হয় এবং অব্যাহতভাবে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের (যা স্ব-আরোপিত, অথবা, অন্য কোনও আত্মা দ্বারা সৃষ্ট) মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, তাই একটি আত্মাকে সম্ভাবনাময় চরিত্রসহ উন্নতর অবস্থায় উন্নীত করা, এবং যা নিম্নপর্যায়ে নিপতিত হচ্ছে, তাকে নিকৃষ্ট কাতারে ফেলে দেওয়া ছাড়া, (যা সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কেইসে যথাযোগ্য) তারা সবাই যাতে তাদের ন্যায্য ভাগ্য বরণ করতে সক্ষম হয়, তার বিধান করা ছাড়া, ঐশী ড্রট-
৯০৩ই খেলোয়ারের[14] আর কী করার থাকে?"

ক্লেইনিয়াস: আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

অ্যাথেনীয়: আমার ধারণা, দেবতাদের পক্ষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা যে কতটা সহজ আমার দেওয়া বর্ণনায় তাই তুলে ধরা হয়েছে। ধরুন, কেউ যদি সর্বদা সমগ্র জিনিসের প্রতি দৃষ্টি না রেখে সকল জিনিসকে বিভিন্ন ছাঁচে গড়তে থাকে, পরিবর্তন করতে থাকে এবং কথার কথা, আগুনের মধ্য থেকে ঠাণ্ডা পানি বের করে আনার ব্যবস্থা করে, এক জিনিস থেকে বহু জিনিস এবং বহু
৯০৪এ জিনিস থেকে এক জিনিস তৈরি করতে থাকে, তাহলে তো সৃষ্টির প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ধাপের পর প্রতিটি জিনিসই অসীম সংখ্যক অনন্তকালীয়-পরিবর্তনশীল প্যাটার্নে বিন্যস্ত হবে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বাবধায়কের কাজটি খুবই সোজা।

ক্লেইনিয়াস: আবার বলুন তো, আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন।

অ্যাথেনীয়: এই। "বাস্তবিকপক্ষে, আমাদের রাজা দেখলেন যে, সকল ক্রিয়া হলো আত্মার কাজ এবং তাতে বিপুল পরিমাণের সদ্‌গুণ এবং তেমনভাবেই বিপুল পরিমাণের অসচ্চরিত্রতা বিজড়িত, আর অন্যদিকে দেহ ও আত্মা যখন

www.pathagar.com

একবার সত্তায় আবির্ভূত হয়, তখন তা চিরায়ত না হলেও অবিনশ্বর হয়; এমনটিই ঘটে দেবতাদের ক্ষেত্রে – তারা আইনগত প্রথা হিসেবে অস্তিমান থাকে; (কারণ, এ দুয়ের কোনও একটিকে যদি ধ্বংস করা হতো, তবে কখনও জীবন্ত সত্তার আবির্ভাব ঘটত না) তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাদের মধ্যকার ৯০৪বি
একটি উপাদান – আত্মায় থাকা উত্তম উপাদান, প্রাকৃতিকভাবেই উপকারী এবং মন্দ উপাদান, স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতিকর; তিনি এর সবকিছুই দেখতে পেলেন, আর তাই সম্ভবত তিনি প্রতিটি অংশের অবস্থাকে এমনভাবে ডিজাইন করলেন, যাতে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবচেয়ে সহজে এবং সবচেয়ে উত্তম উপায়ে সদ্‌গুণ বিজয়লাভ করে এবং অসচ্চরিত্রতা পরাজয় বরণ করে। বাস্তবিকপক্ষে, সমগ্রের খাতিরেই একে তিনি এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন, যাতে কোনও একটি জিনিস যখন সত্তায় আবির্ভূত হয়, তখন যেন সর্বদা আবশ্যিকভাবেই নির্দিষ্ট স্থান দখল করে এবং তারপর নির্দিষ্ট কোনও অঞ্চলে বসবাস করে; ৯০৪সি
তারপর আমরা কী ধরনের মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হব, তার দায়িত্ব তিনি অর্পণ করলেন আমাদের প্রত্যেকের ইচ্ছার হাতে; যেভাবে একজন মানুষ ইচ্ছা করে এবং তার আত্মায় সে যে-রকম, তা-ই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেকটা স্থির করে আমরা যা হয়ে উঠি, তার টাইপ ও চরিত্র।"

ক্লেইনিয়াস: তা-ই হবে।

অ্যাথেনীয়: সুতরাং, যেসব জিনিস আত্মার অংশগ্রহণকারী, তারা নিজেদের মধ্যে রূপান্তরের কারণ বহন করে এবং রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে রূপান্তরিত হয়; তারা নিয়তির শৃঙ্খলা ও আইনের মাধ্যমে চালিত হয়। চরিত্রের অগুরুত্বপূর্ণ মাত্রায় ক্ষুদ্র রূপান্তরের সাথে যুক্ত থাকে স্পেসের অবস্থানে সমান্তরাল পরিবর্তন; আর রূপান্তর যখন অধিকতর বৃহৎ এবং অন্যায্য হয়ে ওঠে, তখন গভীরে এবং ৯০৪ডি
যেসব স্থানকে পাতাল বলা হয়, তাতে, পতন ঘটে – ভয়ের শিকার হয়ে মানুষজন একেই *হেইদিজ* এবং সমধর্মী নামে অভিহিত করে, এবং তা-ই তাদের জীবৎকালে এবং যখন তারা তাদের দেহ থেকে বিযুক্ত হয় তখন, তাড়া করে এবং আতঙ্কিত করে। এমন একটি আত্মার কথা ধরুন, যা তার নিজের ইচ্ছা এবং সামাজিক মেলামেশার শক্তিশালী প্রভাবের কারণে বিশেষভাবে অসচ্চরিত্রতা অথবা সদ্‌গুণে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঐশী সদ্‌গুণের সাথে মেলামেশা যদি তাকে বিশেষভাবে ঐশী গুণসম্পন্ন করে তোলে, তাহলে পবিত্র পথ অনুসরণের মাধ্যেমে অন্যত্র উন্নততর স্থান অর্জনের মাধ্যমে স্থানের দিক থেকে অভিনব রূপান্তরের অভিজ্ঞতা লাভ করে সে। অন্যদিকে, বিপরীত বৈশিষ্ট্য ৯০৪ই
তাকে অন্য দিকে বাঁচার জন্য পাঠিয়ে দেয়। বাছা, অথবা, যদি অন্যভাবে বলি – হে তরুণ, যদিও তুমি বিশ্বাস কর, দেবতাগণ তোমাকে অবহেলা করে, তবু বলতে হয় "অলিম্পাসে যে-দেবতাগণ বাস করেন, তাঁদের ন্যায়বিধান হলো এটি[১৫]: তুমি যদি নিকৃষ্ট হতে থাক, তাহলে তুমি নিকৃষ্টতর আত্মার সাথে মিলিত হবে, আর যদি অধিকতর উত্তম হতে থাক, তবে প্রকৃষ্টতর আত্মার সাথে মিলিত হবে, আর জীবন এবং সকল মৃত্যুতে[১৬] তুমি তাই করবে এবং তাই ভোগ ৯০৫এ

www.pathagar.com

করবে, যা সমধর্মীদের ক্ষেত্রে সমধর্মীদের করা যথার্থ। তুমি অথবা অন্য যারা এই দুর্ভাগ্যের কবলে পড়েছে, তাদের কারুরই গর্ব করার সুযোগ নেই যে, তারা দেবতাদের এই ন্যায়দণ্ড এড়াতে পেরেছে। যারা এই শাস্তির বিধান তৈরি করেছেন, তারা একে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং যে-কারও উচিত যত সম্ভব পথ অনুসরণ করে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। কারণ, এই শাস্তি যে নিস্তার দেবে তেমন হওয়ার জো নেই – নিজেকে তুমি যদি এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র করেও তোল যে তুমি মাটির গভীরে পালিয়ে থাকতে পার, অথবা, এমন বড় হয়ে ওঠ যে স্বর্গে উড়ে যেতে পার, তবু উচিত শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাবে
৯০৫বি না – তা তুমি এখানেই থাক, অথবা, *হেইদিজে* নেমে যাও, অথবা, এদের চাইতে ভয়ঙ্কর কোনও স্থানেই চলে যাও। তুমি দেখতে পাবে যে, এ-কথাটি তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যাদের সম্পর্কে তুমি ভাব যে, তারা দুঃখকষ্ট থেকে সুখের দিনে পা রেখেছে আর তার কারণ হলো তারা অধার্মিকতা, অথবা, এ-ধরনের কোনও অসৎ কাজের মাধ্যম একবারে হতদরিদ্র অবস্থা থেকে উচ্চ পর্যায়ে আসীন হয়েছে। তোমার কাছে মনে হয়েছে এসব ক্রিয়াকাণ্ড অনেকটা আয়নার মতো দেবতাদের নিস্পৃহতা নির্দেশ করে। কিন্তু তুমি ভেবে দেখনি, দেবতাদের ভূমিকা কী করে সমগ্রের মধ্যে অবদান রাখে। আমি জিজ্ঞেস করি: হে
৯০৫সি দুঃসাহসী মানবসন্তান, একথা জানা কি তোমার কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয় না? তাই বলি, এটি ছাড়া কেউই সত্যের ক্ষীণ আভাও দেখতে পাবে না, জীবনের সুখ ও দুঃখবেদনা সম্পর্কে কোনও যুক্তিযুক্ত বর্ণনা দিতে সক্ষম হবে না।

"এখানে যিনি উপস্থিত আছেন – সেই ক্লেইনিয়াস, আর বয়োজ্যেষ্ঠদের কাউন্সিল[১৭] যদি তোমাকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, দেবতাদের সম্পর্কে তুমি যা বলছ তা তুমি আদতে বুঝ না, তাহলে তোমার শিরে ঐশী সাহায্য বর্ষিত হবে। এমনও হতে পারে, তোমার আরও কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন, তাই কোনও
৯০৫ডি না কোনও অর্থে তোমার মধ্যে যদি সুবুদ্ধি থেকে থাকে, তাহলে আমরা যখন আমাদের তৃতীয় পয়েন্টটি তুলে ধরব, তখন তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনবে।"

এক্ষণে আমার দিক থেকে বলতে হয় যে, দেবতারা যে অস্তিমান এবং মনুষ্যকুলের দেখভাল করার বিষয়ে সজাগ, তা আমরা প্রমাণ করেছি, এবং ভালভাবেই প্রমাণ করেছি। তবে একটি মত এখনও বিদিত আছে যে, পাপীদের উপহারের মাধ্যমে তাঁদের কেনা যায়। এই বক্তব্যের পক্ষে কারও সম্মতি প্রকাশ করা তো উচিত নয়ই, অধিকন্তু, একে খণ্ডন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত।

ক্লেইনিয়াস: খুব ভালো বলেছেন। আপনি যেমন প্রস্তাব করেন, সেই পথেই না হয় এগোই আমরা।

অ্যাথেনীয়: খোদ দেবতাদের নামে বলি! একবার ভেবে দেখুন – যদি এমন হয়
৯০৫ই যে, তাঁদেরকে কেনা যায়, তবে কীভাবে তা সম্পন্ন করা যাবে? তাঁদেরকে তাহলে কী হতে হবে? কোন্ ধরনের সত্তা এ কাজটি করবে? বেশ; তারা যদি পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চিরদিনের জন্য পরিচালনা করেন, তাহলে ধরে নিতে হয় যে, তারা হবেন শাসক।

www.pathagar.com

ক্রেইনিয়াসঃ সত্য বটে।

অ্যাথেনীয়ঃ তাহলে, এবার বিবেচনা করুন, বাস্তবিকপক্ষে দেবতাগণ কোন্ ধরনের শাসকের সদৃশ? অথবা, অন্যভাবে বললে, কোন্ ধরনের শাসক তাদের সদৃশ? আমরা না হয় ছোট দৃষ্টান্তকে বড় দৃষ্টান্তের সাথে তুলনা করি, আর দেখার চেষ্টা করি, কোন্ শাসক আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করে। এটি কি হতে পারে যে, তারা হলেন ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগী দলের সারথী, অথবা, নৌকাদৌড়ের হালচালনাকারী? তাঁরা কি যথাযথ সমান্তরাল উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হবেন? না কি, আমরা দেবতাগণকে যুদ্ধের কমান্ডার হিসেবে তুলনা করব?
অথবা, এমনও তো হতে পারে, রোগব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দেহকে সুরক্ষা ৯০৬এ
দেওয়ার জন্য যে-চিকিৎসক কাজ করেন, তাঁর সাথে তাঁকে তুলনা করা চলে; অথবা, আমরা কি তাকে কৃষকের সদৃশ বলে ভাবব, যে ভয়েভয়ে সেই ঋতুর অপেক্ষা করছে, যখন গাছপালা জন্মায় না; অথবা, তাকে কি তার সদৃশ ভাবব, যে পশু চড়ায়? এখন আমাদের নিজেদের মধ্যে যেহেতু আমরা একমত হয়েছি যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বহু ভাল জিনিসে এবং সেইসাথে খারাপ জিনিসেও ভরপূর এবং শেষোক্ত জিনিস প্রথমোক্ত জিনিসের চাইতে সংখ্যার দিকে থেকে অধিক, তাই আমরা জোরেশোরে বলি যে, আমাদের সামনে যে-যুদ্ধ অপক্ষো করছে, তা কখনও শেষ হওয়ার নয় এবং তা প্রচণ্ড সতর্কতার দাবি রাখে। যাহোক, সেইসব দেবতা আর স্পিরিট – আমরা যাদের অস্থাবর সম্পত্তি – আমাদের পক্ষশক্তি। আমাদেরকে যা ধ্বংস করে, তা হলো অন্যায়-অবিচার এবং
কাণ্ডজ্ঞানহীন আগ্রাসন; আমাদেরকে যা সুরক্ষা দেয় তা হলো ন্যায় এবং ৯০৬বি
কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন সংযম – দেবতাদের স্পিরিচুয়্যাল বৈশিষ্ট্যের অংশ যেসব সদ্গুণ, তা – যদিও পুরোপুরি স্পষ্টভাবেই আমরা দেখতে পাই, স্বল্পমাত্রায় হলেও আমাদের মধ্যে তাদের অবস্থান আছে। এক্ষণে দেখা যাবে যে, এই পৃথিবীতে কিছু আত্মা বেঁচে আছে, যারা অসৎপথে অর্জিত সম্পদের অধিকারী হয়েছে এবং নিশ্চিতই বলা যায় তারা পশুরূপী: তারা এমন প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে, প্রহরীদের – কুকুর, রাখাল, অথবা, সর্ববিচারে যারা সর্বোচ্চ কর্তৃত্বধারী – আত্মাকে তোষামোদকারী বাচ্যে, অথবা, প্রার্থনাধর্মী মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে, বুঝিয়ে
সুঝিয়ে মানুষজনের মধ্যে তাদের প্রাপ্য অংশের চাইতে অধিক কিছু অর্জন ৯০৬সি
করতে সক্ষম এবং তার জন্য তাদেরকে কোনও ক্ষতি সইতে হয় না। কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি, আমাদের মত হলো, যে-অসচ্চরিত্রতাকে আমরা নাম দিয়েছি অন্যায়-অর্জনেচ্ছা, তা যদি রক্তমাংসে দেখা দেয়, তখন তাকে বলা হয় 'রোগ', আর যখন ঋতু ও বর্ষের কালান্তরে তার উদ্ভব হয় তখন বলি 'প্লেগ'; অন্যদিকে, নগরী ও শাসনব্যবস্থার মধ্যে যদি তা দেখা দেয়, তবে সেই একই অসচ্চরিত্রতা অন্য নামে উদ্ভূত হয়: তা হলো অন্যায়-অবিচার।[১৮]

ক্রেইনিয়াসঃ তা তো নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়ঃ বাস্তবিকপক্ষে, যে-ব্যক্তি বলে যে, অন্যায়কারী মানুষ এবং যে অন্যায়
কাজ করে – সে যদি তার অন্যায়ভাবে-অর্জিত জিনিসের কিছু অংশ ৯০৬ডি

www.pathagar.com

দেবতাকে নিবেদন করে, তবে দেবতা সব সময় তাকে ক্ষমা করে দেন, তাহলে সে নিম্নরূপ এক যুক্তিই দেবে: উদাহরণস্বরূপ, নেকড়ে যদি পাহাড়াদার কুকুরকে তার শিকারের কিছু একটা ভাগ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারে, তবে তো সেই কুকুর লুটের অংশ পেয়ে খুশিই থাকবেই আর পশুপালের লুণ্ঠন দেখেও চোখ বন্ধ করে থাকবে। লোকজন যখন বলে যে, দেবতাদের সন্তুষ্টিবিধান করা যায়, তখন কি তারা আদতে এই কথাই বলে না?

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তারা এ-কথাই বুঝাতে চায়।

অ্যাথেনীয়: সুতরাং, কিছুক্ষণ আগে আমরা যেসব অভিভাবকের উদাহরণ দিয়েছিলাম, তাদের কথা বিবেচনা করুন। নিজেকে হাস্যকর না করে কি কেউ
৯০৬ই তাদের কারও সাথে দেবতার তুলনা করতে পারে? পাইলটের কথা বিবেচনা করুন; তিনি কি 'তর্পণ আর ধুপধোনা প্রজ্জ্বলনের'[১৯] দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার নির্দিষ্ট পথ থেকে সরে গিয়ে জাহাজ আর ক্রুদের ধ্বংস করবেন?

ক্লেইনিয়াস: তা তো কিছুতেই সম্ভব নয়।

অ্যাথেনীয়: যে রথের সারথি দৌড়ের শুরুর পয়েন্টে সারিবদ্ধ হয়ে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁকে উৎকোচ দেওয়া হয়েছে যাতে তিনি রেস ছেড়ে চলে যান এবং অন্যদেরকে যিনি জয়ী হওয়ার সুযোগ করে দেন – তেমন সারথির সাথে তাকে তুলনা করা চলে না বলেও তো ধরে নেওয়া যায়, তা-ই না?

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ আগন্তুকবর, দেবতাদের এমনভাবে বর্ণনা করা হবে একটি ন্যক্কারজনক তুলনা।

অ্যাথেনীয়: আর নিশ্চিতই বলা যায়, কোনও সমরনায়ক, অথবা, চিকিৎসক, অথবা, কৃষক, অথবা, রাখাল, অথবা, নেকড়ের দ্বারা বিভ্রান্ত কোনও কুকুরের সাথেও তো তার তুলনা চলে না।

ক্লেইনিয়াস: এ কেমন অধার্মিক কথা!

৯০৭এ **অ্যাথেনীয়:** এক্ষণে বিবেচনা করুন, সকল দেবতাই কি সবার ক্ষেত্রে সকল রক্ষকের সেরা রক্ষক নয়? তাঁরা কি আমাদের সবচেয়ে বড় স্বার্থের প্রহরী নন?

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: তাহলে কি আমরা বলব যে, যাঁরা আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান স্বার্থের রক্ষক, যাঁরা নিজেরা প্রহরাকার্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁরা সারমেয়র চাইতে নিকৃষ্ট; অথবা, সাধারণ যে-মানুষ অন্যায়কারী কর্তৃক অপবিত্রভাবে প্রদত্ত কোনও দান গ্রহণ করে সুবিচার পরিত্যাগ করে না, তার চাইতেও নিকৃষ্ট?

৯০৭বি **ক্লেইনিয়াস:** অবশ্যই না। এটি বলা হবে দুর্বিষহ। যারা সর্বপ্রকার অধার্মিকতার সাথে নিজেদের সম্পর্কিত করে, তাদের মধ্যেও যারা এ-ধরনের অভিমত পোষণ করে, তাদেরকে সবচেয়ে জঘন্য এবং অধার্মিকদেরও অধার্মিক বলে ধরে নেওয়া যায়।

www.pathagar.com

ধর্মবিরোধিতা রোধের আইন

অ্যাথেনীয়: তাহলে কি আমরা বলতে পারি না, যে-তিনটি থিসিস আমরা উপস্থাপন করেছিলাম – দেবতাদের অস্তিত্ব আছে, তাঁরা আমাদের তত্ত্বাবধানে আগ্রহী এবং তাঁদের অবস্থান হলো ন্যায়বিচারকে অবজ্ঞা করার মতো দুর্নীতির পুরোপুরি উর্ধ্বে – তা যথেষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে?

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই বলতে পারি। আপনার এসব যুক্তির পক্ষেই ভোট পড়বে আমাদের।

অ্যাথেনীয়: কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার মনে হয়, এই পাষণ্ডদের হাত হতে বিজয় ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের কেইসটিকে আরও জোরেশোরে উত্থাপন ৯০৭সি
করা দরকার। প্রিয়বর ক্লেইনিয়াস, তাদের মধ্যে এই বাসনাটি যে প্রাধান্য পেয়েছে তার কারণ কী জানেন? তার পেছনে কাজ করেছে একটি ভীতি আর তা হলো এই: দুর্বৃত্তরা মনে করে যুক্তিতে জয়লাভ করলেই যা ইচ্ছে তাই করা যায়, দেবতাদের সম্পর্কে তাদের যে বিশ্বাস রয়েছে, তা-ই লালন করা যায়। সেজন্যই আমরা জোর দিয়ে আমাদের কথা তুলে ধরার উদ্বিগ্নতা দেখাচ্ছি। যাই হোক না কেন, এসব লোকের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে ঘৃণা করা এবং বিপরীত ধরনের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ধারণ করার জন্য যদি আমরা সামান্যতম অবদানও রাখতে পারি, তাহলে অধার্মিকতার আইন নিয়ে আমাদের এই ৯০৭ডি
ভূমিকা রচনা সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

ক্লেইনিয়াস: তা বটে; এ ধরনের আশা করাই যুক্তিযুক্ত। তবে এমন ফলাফল না পেলেও এ ধরনের বিষয়ে আলোচনা করাটা আইনদাতার ক্ষেত্রে দোষের কিছু নয়।

অ্যাথেনীয়: ভূমিকার পর আমাদেরকে এমন ধরনের ভাষণ যুক্ত করতে হবে যা আমাদের আইনকানুনের উদ্দেশ্য তুলে ধরে; সকল অধার্মিকের উদ্দেশে এইমর্মে একটি সাধারণ ঘোষণা দিতে হবে যে, ধার্মিক জীবন বেছে নিয়ে তাদের বর্তমানকার অভ্যাসসমূহ পরিত্যাগ করা উচিত। যারা তা মান্য করবে না তাদের ক্ষেত্রে অধার্মিকতার আইন হবে নিম্নরূপ:

কেউ যদি কথায় বা কাজে কোনও ধর্মবিরোধী কোনও আচরণ দেখতে ৯০৭ই
পান, তবে যেন তিনি কর্তৃপক্ষকে একথা জানিয়ে আইনের সাহায্য এগিয়ে আসেন। আর যেসব প্রথম-ম্যাজিস্ট্রেট এ ব্যাপার জানতে পারবেন, তাঁদেরকে অবশ্যই আইন অনুসারে বিচারকার্য সম্পন্নকারী বিচারিক আদালত সমীপে এসব অপরাধীকে উপস্থাপন করতে হবে। LVII. **কোনও আধিকারিক যদি এমন ঘটনার কথা অবগত হন এবং তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে অধার্মিকতার মামলা দায়ের করা যাবে – এক্ষেত্রে আইনের রক্ষক হলে যেকউ ইচ্ছা করলেই তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন। মামলায় যদি কেউ দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে প্রতি দোষী ব্যক্তির ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ধর্মবিরোধী অপরাধের** ৯০৮এ
প্রত্যেকটির জন্য দণ্ড নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিটি কেইসেই কারাবন্দিদের শাস্তি প্রদান করতে হবে।

www.pathagar.com

প্রতিটি নগরীতেই তিনটি জেলখানা থাকবে: বাজারের পাশে অধিকাংশ কয়েদির জন্য সাধারণ জেল, যেখানে তাদেরকে নিরাপদ হাজতবাসের জন্য রাখা হবে; আরেকটি হলো 'সংযত আচরণাধার'[২০] – যা অবস্থিত থাকবে 'রাত্রিকালীন কাউন্সিলের' কার্যস্থলের কাছে; আরেকটির অবস্থান হবে দেশের মধ্যিখানে, এমন একটি জায়গায় যা জনমানবশূন্য, যতদূর সম্ভব জংলি হওয়া সম্ভব ততটাই জংলি; আর এই বন্দিশালার নাম হবে এমন যা 'শাস্তির' বিষয় নির্দেশ করে।

দুই ধরনের দোষী

৯০৮বি অধিকন্তু, অধার্মিকতাসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির কারণ যেহেতু তিনটি – যা ইতোমধ্যে আমরা বর্ণনা করেছি – এবং যেহেতু এদের প্রত্যেকটিই দুভাগে বিভক্ত, তাই নির্দেশযোগ্য অধার্মিকতার অপরাধী থাকবে ছয় ধরনের; তাদেরকে প্রদেয় শাস্তির ধরন এবং মাত্রার দিকে থেকেও তারা হবে ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমে একজন পুরোপুরি নাস্তিকের কথা ভাবুন – সহজাতভাবেই হয়ত সে সচ্চরিত্রের অধকারী এবং দুর্বৃত্তদেরকে হয়ত সে ঘৃণা করে; অন্যায়-অবিচারের প্রতি যেহেতু তার প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা, তাই হয়ত সে তা করার জন্য প্রলুব্ধ হয় না;
৯০৮সি হয়ত সে অন্যায় থেকে দূরে থাকে আর ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী। আবার অন্যদিকে, 'সকল কিছুই দেবতাশূন্য'[২১]– একথা বিশ্বাস করা সত্ত্বেও সে হয়ত ভোগসুখ অর্জন এবং বেদনা এড়িয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ-অযোগ্য এক তাড়নার শিকার, হয়ত তার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রবল, সে হয়ত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিরও অধিকারী। দুই ধরনের লোকজনের উভয়েই নাস্তিকতার রোগে ভোগে, কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে ক্ষতিসাধনের বিচারে প্রথমোক্ত ধরনের লোকেরা দ্বিতীয় ধরনের লোক হতে কম বিপজ্জনক। প্রথম ক্যাটাগরির লোকজন হয়ত একেবারেই কোনও দ্বিধাসংকোচ না করে দেবতা, যাগযজ্ঞ এবং শপথ সম্পর্কে কথাবার্তা বলবে এবং অন্য লোকদের নিয়ে হাসিতামাশা করবে, অধিকন্তু, যদি শাস্তির
৯০৮ডি মুখোমুখি না হয়, তবে হয়ত তাদের মতে লোকজনকে মতান্তরিতও করবে। দ্বিতীয়োক্ত ধরনের নাস্তিক একই ধরনের মতামত পোষণ করে, কিন্তু তাদের, যাকে বলে, 'সহজাত প্রতিভা' – তা আছে; চাতুর্য ও ছলনা-প্রতারণার বুদ্ধিতে তাদের মগজ ঠাসা। এই ধরনের লোকজনের মধ্যেই থাকে যত সব ঐশী-ছলাকলাধারী মানুষ, যাদুমন্ত্র অনুশীলনকারী বাজিকর, কখনও কখনও স্বৈরাচারী একনায়ক, বক্তৃতাবাগীশ আর সমরনায়ক, অথবা, গুহ্যাচার পালনকারী ষড়যন্ত্রকারী; আর সে-ই হলো এমন এক ব্যক্তি যে তথাকথিত 'সফিস্টদের' জন্য দুষ্ট কৌশল আবিষ্কার করে। তাই দেখা যাচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন
৯০৮ই ধরনের বহু নাস্তিক হতে পারে, কিন্তু আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে তাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা দরকার। এক ধরনের নাস্তিক আছে ছদ্মবেশী নাস্তিক –

www.pathagar.com

যাদেরকে তাদের পাপের জন্য একবার দুবার নয়, বরং বহুবার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া প্রয়োজন; অপরদিকে আরেক ধরনের নাস্তিক আছে যাদেরকে ভর্ৎসনা করলে এবং সেইসাথে জেল দিলেই চলবে। একইভাবে, যারা বিশ্বাস করে যে, মনুষ্যকুল নিয়ে দেবতাগণ মাথা ঘামায় না, তাদের মধ্যে আছে দু'ধরনের মানুষ; যারা বিশ্বাস করে যে, দেবতাদের সন্তুষ্টিবিধান করা যায়, তাদের মধ্যেও একইভাবে আছে দু'ধরনের মানুষ।

অধার্মিকতার শাস্তি

পার্থক্যকরণ নিয়ে আমাদের পর্যবেক্ষণের এখানেই ইতি। LIX. **যে কেবল নির্বুদ্ধিতার কবলে পড়েছে এবং যার চরিত্র ও মেজাজ মন্দ নয়, তাকে বিচারকগণ আইনানুগভাবে সংশোধনকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেবেন, যেখানে তার অবস্থানের মেয়াদ হবে অন্যূন পাঁচ বছর; সেই সময়ের মধ্যে, নৈশ-কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ ছাড়া কেউই তার** ৯০৯এ
সংস্পর্শে আসতে পারবে না; এই সদস্যগণ তার সাথে দেখা করে তাকে তিরস্কার করবেন এবং তার 'স্পিরিচুয়্যাল' মুক্তির বিষয় নিশ্চিত করবেন। জেলমেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পর যদি দেখা যায় যে, কয়েদি সংযত আচরণ করছে তখন তাকে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষজনের সাথে বাস করার সুযোগ দেওয়া হবে; কিন্তু যদি দেখা যায় যে, তার আচরণ সন্দেহজনক তখন তাকে একই অভিযোগে আবারও শাস্তি দেওয়া হবে এবং সেই শাস্তি হবে মৃত্যু।

অন্য আরও অনেকে আছে, যারা দেবতাদের অস্তিত্ব তো স্বীকার করেই না, অধিকন্তু, এমন বিশ্বাস পোষণ করে যে, পৃথিবী নিয়ে দেবতাদের কোনও মাথাব্যথা নেই, অথবা, তাদের কেনা যায়; তার মাধ্যমে তারা হয়ে ওঠে পশুবৎ। তারা সবাইকে নির্বোধ ভাবে এবং মৃতদের আত্মাকে রাজি করাতে ৯০৯বি
পেরেছে এমন ভান করে জীবিত মানুষজনের অনেককে প্ররোচিত করে; তারা এমন অঙ্গীকারও করে যে, যাগযজ্ঞ, প্রার্থনা এবং মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে তারা দেবতাদের প্রভাবিত করতে পারে এবং তার মাধ্যমে তারা সাধারণ মানুষজন, পুরো সংসার এবং নগরীসমূহকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। LX.**এ ধরনের লোকদের মধ্যে কাউকে যদি দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়, তাহলে আদালত অবশ্যই তাকে আইনের বিধান অনুযায়ী দেশের মধ্যস্থানে অবস্থিত জেলবাসের শাস্তি প্রদান করবে; কোনও স্বাধীন মানুষ কখনও তার সাথে** ৯০৯সি
দেখা করতে পারবে না; আইনের অভিভাবকগণ তার জন্য যে খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করবে, তা তারা ক্রীতদাসের মাধ্যমে নিজগৃহ থেকে সংগ্রহ করবে। সে যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন কবর না দিয়ে তার মৃতদেহ দেশের বাইরে ফেলে দেওয়া হবে। LXI.**কোনও স্বাধীন মানুষ যদি তাকে কবরস্থ করার ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়ায়, তবে যে-কেউ ইচ্ছে করলেই তার বিরুদ্ধে অধার্মিকতার দোষে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে।**

www.pathagar.com

কয়েদি যদি এমন সন্তানসন্ততি রেখে যায় যারা নাগরিকত্ব লাভের উপযুক্ত, তবে এতিম-অভিভাবকগণ অন্য এতিমদের যেমন দেখাশোনা করেন, তেমনই
৯০৯ডি **তাদেরকেরও তাদের পিতার শাস্তিপ্রদানের দিন থেকে এতিম হিসেবে দেখাশোনা করবেন।**

ব্যক্তিগত পূজাপীঠ

এসব অপরাধীকে অবশ্যই একটি সাধারণ আইনের আওতায় আনা হবে; তার মাধ্যমে তাদেরকে বেআইনি ধর্মীয় আচার-আচরণ হতে নিরত রাখা হবে এবং ফলে তারা কথায় ও কাজে ধর্মের বিরুদ্ধে কম পাপ করবে এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে তা তাদেরকে বুদ্ধিবিভাসাদীপ্ত করার ক্ষেত্রে কাজ করবে। এসব কেইস নিস্পন্ন করার জন্য তাই নিম্নলিখিত সমন্বিত আইন প্রণয়ন করা উচিত।

ব্যক্তিগত বাসস্থানে কেউ কোনও পূজাগৃহ স্থাপন করতে পারবে না। কারও মাথায় যদি কোনও যাগযজ্ঞের চিন্তা আসে, তাহলে তা নিবেদন করার জন্য তাকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত মন্দিরে যেতে হবে এবং নৈবেদ্য
৯০৯ই পবিত্রকরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত যাজক, অথবা যাজিকার কাছে তা নিবেদন করতে হবে।

সে নিজে এবং তার ইচ্ছা অনুযায়ী যে তার সাথে যোগ দিতে চায় – তারা যেন একত্রে প্রার্থনায় মিলিত হয়। নিম্নোক্ত কারণে এ-ধরনের সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেবতা প্রতিষ্ঠা করা এবং মন্দির নির্মাণ করা কোনও সহজ কাজ নয়; যদি তা ঠিকমতো সম্পন্ন করতে হয় তবে অনেক কিছু নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে। আর লক্ষ করে দেখুন, লোকজন কী কাণ্ডই না করে – বিশেষ করে নারীকুল, সব ধরনের পঙ্গু লোক, বিপদাপন্ন মানুষ, অথবা, দুঃখকষ্টে ভোগা লোকজন; বিপরীত দিকে দেখুন, অন্য মানুষ, যারা সহায়-সম্পত্তি অর্জন করেছে,
৯১০এ তাদের কাণ্ড: তাদের হাতে প্রথমে যে-জিনিস আসে তা-ই তারা উৎসর্গ করে; যাগযজ্ঞ করার অঙ্গীকার করে; দেবতা ও স্পিরিটের নামে, তাদের সন্তান-সন্ততির নামে পূজাস্থল নির্মাণের প্রতিজ্ঞা করে। অধিকন্তু, জাগ্রত অবস্থায়, অথবা, স্বপ্নে অপচ্ছায়া দেখে যখন তারা আতঙ্কিত বোধ করে – বিশেষত যখন তারা এইসব 'ভিজন' অনুস্মরণ করে তখন পুনরায় যে-আতঙ্ক তাদের গ্রাস করে তারা একটি একটি করে সকল কিছুর প্রতিবিধান করতে চায়; তার ফল এমন দাঁড়ায় যে, যে-খোলা-জায়গা, অথবা, অন্য যে-স্পটে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, সেখানেই তারা পূজার বেদী ও পূজাস্থল নির্মাণ করে আর তার মধ্য দিয়ে প্রতি ঘর আর গ্রাম পূজাপীঠে ভরিয়ে তোলে। কেবল এসব
৯১০বি কারণেই যে হালে বর্ণিত আইন মেনে চলতে হবে তা নয়, এর আরও কারণ আছে; যারা অধার্মিক তারা যাতে ব্যক্তিগত পূজাস্থল এবং পূজার বেদী নির্মাণ করে গোপনে তাদের পূজাআচ্চা চালিয়ে যেতে না পারে, যাতে তারা এমন

www.pathagar.com

হিসেব না কষতে পারে যে, যাগযজ্ঞ করে, প্রার্থনা করে, একা-একা দেবতার কৃপাদৃষ্টি লাভ করা যাবে। এর ফলে তাদের দুর্বৃত্তপনা যারপর নাই নিকৃষ্ট হয়ে ওঠে, দেবতাদের কোপদৃষ্টি যে কেবল তাদের ওপরই নিপতিত হয় তা-ই নয়, যেসব সদ্‌গুণধারী মানুষ একে সহ্য করে, তাদের ওপরও দেবতার রোষ পড়ে; তাই স্থূল বিচারেও পুরো নগরী অধার্মিকতার আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যাহোক, আইনপ্রণেতা দেবতার দোষারোপের হাত হতে রক্ষা পেয়ে যাবেন, কারণ, এক্ষেত্রে আইন হবে খুবই কড়াকড়ি।

ব্যক্তিগত বাসস্থানে পূজামণ্ডপ নিষিদ্ধ। জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত পূজামণ্ডপ ব্যতীত কোনও পূজাস্থলে যদি কাউকে পূজা করতে দেখা যায়, সে ৯১০সি
যদি তার অধিকারী হয়ে থাকে (তা একজন পুরুষ অথবা নারী, যে-ই হোক না কেন) এবং এসব ব্যাপার যদি প্রমাণিত হয়, আর সে যদি এমন কোনও অন্যায়কার্য করে থাকে, যা গুরুতর অধার্মিকতার কাজ, তাহলে যে-ই তা দেখতে পাবে, সে-ই যেন আইনের অভিভাবকদের বিষয়টি গোচরীভূত করে। তাঁরা তখন ব্যক্তিগত পূজামণ্ডপ সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেবেন। LXII. **দুর্বৃত্তরা যদি তা অমান্য করে, তবে যতক্ষণ না তা তারা সরিয়ে নিচ্ছে, ততক্ষণ তাদের শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে, কোনও ব্যক্তি ব্যক্তিগত পূজামণ্ডপ নির্মাণ করে, অথবা, জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত মন্দিরে এমন দেবতার উদ্দেশে যাগযজ্ঞ করেছে – যা নগরের অনুমোদিত দেবতা নয় এবং তার মাধ্যমে এমন গুরুতর অধার্মিক কাজ করেছে, যা কোনও বাচ্চার ছেলেখেলা নয়, বরং, একজন বয়স্ক মানুষের কৃত দোষ হিসেবে বিবেচ্য, তাহলে অপবিত্র অবস্থায় যাগযজ্ঞ করার জন্য তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড**। উল্লিখিত অপরাধটি কি ছেলেখেলা, না কি ৯১০ডি
অন্য কিছু, তা নির্ধারণ করার পর আইনের অভিভাবকগণ অবশ্যই মামলাটিকে সোজাসুজি আদালতে নিয়ে যাবেন আর অধার্মিকতার জন্য দুর্বৃত্তদের বিচারিক দণ্ড নিশ্চিত করবেন।

টীকা

১ মূল পাণ্ডুলিপিতে এখানে কিছুটা অস্পষ্টতা আছে। এমনও বোঝানো হয়ে থাকতে পারে: 'সবাই তাদের দেবতা বলে বিশ্বাস করে।'

২ এখানে এবং পরবর্তী আলোচনায় অ্যাথেনীয় আগন্তুক তার সহগামীদের দ্বিতীয় পুরুষ বহুবচনে সম্বোধন করেন।

৩ এখানে 'দেবতাদের অস্তিত্ব আছে' বাক্যবন্ধটি এক ধরনের ব্যাখ্যা অনুসরণে অনুবাদ করা হয়েছে। মূলের অন্য ব্যাখ্যা অনুসারে এর এমন অর্থও করা যায়: 'যেন বা দেবতাদের অস্তিত্ব আছে', অথবা, 'দেবতাদের অস্তিত্ব আছে এমন কথা ধরে নিয়ে'।

৪ প্রাচীনকালের এক ব্যাখ্যাকার এমন লিখেছেন যে, তিনি অন্য একটি পাণ্ডুলিপির কথা জানেন যেখানে লেখা হয়েছে, 'প্রকৃতি দ্বারা, দৈবের দ্বারা এবং শিল্পের মাধ্যমে।'

৫ যে-শব্দটি দ্বারা 'বিশেষভাবে' বুঝানো হয়েছে, তার আরেকটি অর্থ হতে পারে 'ভিন্ন উপায়ে'।

www.pathagar.com

৬ মূল গ্রিক শব্দটির আরেকটি অর্থ হতে পারে 'পরিবর্তন', অর্থাৎ প্রশ্নটি হতে পারে, 'কোনও কিছুই কি পরিবর্তিত হয় না?'

৭ দুটি রূপান্তর – হস্তান্তর এবং সংসৃষ্টির কথা বলা হয়েছে এখানে। অন্য আর আটটি পরিবর্তন বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে বলে বলা হচ্ছে এখানে।

৮ এই বাগ্‌ধারাটি অর্থ এমনও হতে পারে: 'এমনই আশা করা যায়'।

৯ থেইলীজ মনে করতেন 'সকল জিনিস দেবতাপূর্ণ'; এখানে মনে হয় তাই বলা হয়েছে।

১০ এখানে এসে অ্যাথেনীয় আগন্তুক একক প্রতিপক্ষের বদলে বহুবাচনিক প্রতিপক্ষের কথা বলেন। তাছাড়া এর পর থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধার্মিক অবস্থানের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা মুছে যেতে দেখা যায়।

১১ হীসিয়াদ, *Works and Days*, 304 । হীসিয়াদের কবিতাটি প্রধান প্রধান থিম হলো কাজ, আলস্য এবং কাজের সূত্রে মানুষ ও দেবতার ভিন্নতা। তাই এখানে তাঁর কবিতাটি পূর্ণরূপে বিবেচনা করাই শ্রেয়। হীসিয়াদ অনুসারে দেখা যায় যে, দেবতারা মানুষের মধ্যে আলস্যকে ঘৃণা করেন কিন্তু তারা নিজেরা অলস। তার কারণ হলো, দেবতাদের দেওয়া এক অভিশাপ হতে মানুষের কাজের জন্ম। কাজ নশ্বরতা ও চাহিদা নির্দেশ করে।

১২ এখানে এসে অ্যাথেনীয় আগন্তুক আবার বহুবচনে সম্বোধন শুরু করেন। প্যাঙ্গেল মূল পাণ্ডুলিপির এমন পাঠই যথার্থ মনে করেন; কিছু অনুবাদের সূত্রে জানান যে, পূর্বে এক বচনের সম্বোধনে (৯০০ডি) তাঁরা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন।

১৩ এখানে এসে একক *ইন্টারলুকিউটরে* পরিবর্তন ঘটে।

১৪ গ্রিক শব্দ *পেত্তেইয়া*-র সাধারণ ইংরেজি অনুবাদ হল ড্রট। এটি ছিল এক ধরনের দাবাজাতীয় খেলা; কয়েকটি খেলাকে একত্রে *পেত্তেইয়া* বলা হতো, কিন্তু এখন তাদের নিয়ম-কানুন হারিয়ে গেছে।

১৫ হোমার, *ওদিসি*, ১৯, ৮৩।

১৬ পুনর্জন্মের পরম্পরায় যেসব মৃত্যু ভোগ করতে হয়, তার কথাই হয়ত এখানে বলা হচ্ছে।

১৭ বয়োজ্যেষ্ঠদের কাউন্সিল ছিল স্পার্টায়দের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

১৮ উল্লেখিত সকল উদাহরণকেই 'অতিরিক্ততার' উদাহরণ হিসেবে, দেহের মধ্যে অন্য একটি উপাদানের অনুপ্রবেশের উদাহরণ হিসেবে, উপস্থাপন করা হয়েছে। সমাজে এই অসচ্চরিত্রতা মনে হয় অন্যদের চাইতে অধিক কিছু অর্জনের দ্বারা চিহ্নিত হয় (অন্যায়-অর্জনেচ্ছা)

১৯ *ইলিয়াদ*, IX, ৫০০। এই বাগ্‌ধারাটি একিলিজের শিক্ষক ফিনিক্সের একটি দীর্ঘ বক্তৃতার অংশ। এই বক্তৃতাটিতে ফনিক্স একিলিজকে দেবতাদের ধারায় তাঁর ক্রোধ প্রশমনের কথা বলেন। ফিনিক্স এই বক্তৃতা দেবতাদের প্রশমিত হওয়ার সম্মতির কথা বলেন, যেখানে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও অন্যায় করা হয়। অন্যদিকে, অন্য মানুষের প্রতি অন্যায়ের ক্ষেত্রে তাঁদের ক্রোধ প্রশমনের ব্যাপারে তাদের সম্মতির স্বল্পতার কথা বলা হয়েছে। এখানে দেবতাদের সেই প্রভাবিতকরণের কথা, তাদের সন্তুষ্টিবিধানের পর ভিন্নপথ অনুসরণের সুযোগের কথা বলা হয়েছে।

২০ এই পদটি প্লেটোর সৃষ্টি, সম্ভবত আরিস্তোফানিজ 'চিন্তাআধার/Think-tank' বলে যে পদ তৈরি করেছিলেন তা দেখে রঙ্গ করে এই পদটি বানিয়েছিলেন।

২১ পাদটীকা ৯-এ যেমন বলা হয়েছে 'সকল কিছুই দেবতাপূর্ণ', মনে হয় তার বিপরীতে সৃষ্টি করা হয়েছে এই বাগ্‌ধারা।

www.pathagar.com

পুস্তক এগার

২২. সম্পত্তির আইন

সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা

অ্যাথেনীয়ঃ এরপর যেসব বিষয়কে আমাদের সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করতে হবে তা ৯১৩এ
হলো একের সাথে অপরের ব্যবসায়িক লেনদেন। আমার ধারণা এরকম কিছু একটা সাধারণ নিয়ম হিসেবে চলতে পারে। আমি যদি কাউকে কোনও ধরনের অনুমতি না দিয়ে থাকি, তবে আদর্শগতভাবে আমার সম্পত্তি স্পর্শ করা, অথবা, তাকে সামান্যতম দূরস্থানে সরানোও উচিত কাজ হবে না তার; আমার যদি বিচক্ষণ বুদ্ধিবিবেচনা থাকে, তবে আমারও উচিত অন্যদের সম্পত্তিকে একই ধরনের সম্মান দেখানো।

সমাধিস্থ সম্পদের ভাণ্ডার অপসারণ

আমাদের প্রথম উদাহরণ হিসেবে সম্পদ-ভাণ্ডারের কথা ধরা যাক; এটি হলো সেই ভাণ্ডার যা আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কারও নয় এবং ভাণ্ডারের মালিক
তা তার নিজের এবং পরিবারের জন্য জমা করেছে। দেবতাদের কাছে আমার ৯১৩বি
কখনও এমন প্রার্থনা করা উচিত নয় যাতে আমি সেই ভাণ্ডারের সম্পদ লাভ করতে পারি; আমি যদি তা লাভও করি, তবে যেন তা সরিয়ে না নেই; তথাকথিত ভবিষ্যদ্বক্তাদের সাথেও আমার কিছুতেই শলাপরামর্শ করা উচিত হবে না। কোনও সম্পদ যদি মাটিতে লুকানো থাকে, তা সরিয়ে নেওয়ার জন্য কোনও না কোনও যুক্তি দাঁড় করানো তাদের পক্ষে খুবই সোজা। সেই সম্পদ যথাস্থানে রেখে দিয়ে সদগুণ ও সাধুতা প্রদর্শনের মাধ্যমে আমি যতদূর লাভবান হতে সক্ষম হব, সেই সম্পদ সরিয়ে নিলে আমার আর্থিক লাভ কখনও তার সমকক্ষ হবে না; পকেটে অর্থ প্রাপ্তির বদলে আত্মায় ন্যায়প্রাপ্তির মাধ্যমে আমি স্বল্প সম্পদের বদলে অধিক সম্পত্তিলাভ আর সেইসাথে আমার আত্মার প্রকৃষ্ট অংশেরও অধিকারী হতে সক্ষম হব। বিভিন্ন অবস্থায় যেমন 'অস্থাবর স্পর্শ না করা'-কে যথার্থভাবে প্রয়োগ করা হয়, তেমন আরেক অবস্থা
হলো এটি। এ ধরনের আচরণের পরিণাম নিয়ে জনকথা প্রচলিত আছে যে, তা ৯১৩সি
উত্তর পুরুষদের জন্য ক্ষতিকর — তাতে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত।

www.pathagar.com

ধরুন, একজন মানুষ তার সন্তানদের নিয়ে কোনও ভাবনাচিন্তা করেন না, আইনপ্রণেতাদের প্রতিও তিনি কর্ণপাত করেন না এবং যে-সম্পদভাণ্ডার তিনি নিজে, তার পিতা, অথবা, তারও পূর্বে তার পিতামহ জমা করেনি, তা তিনি জমাকারীর সম্মতি ব্যতীত সরিয়ে নিলেন; ধরুন, এর মাধ্যমে 'মহান সেই অভিজাত ব্যক্তিত্ব'[১] কর্তৃক প্রণীত সর্বজনবিদিত আইন – 'যা তুমি রাখনি, তা তুমি সরিও না'[২] – অমান্য করলেন; সেক্ষেত্রে তো বলা যায়, তিনি দু'জন
৯১৩ডি আইনদাতাকে[৩] ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যে-জিনিস তিনি জমা করেননি – যা আবার সামান্য কিছু নয় বরং বিপুল পরিমাণ সম্পদের ভাণ্ডার – তাকে সরিয়ে তিনি নিজের করে নিয়েছেন, তার জন্য কী শাস্তি নির্ধারণ করা যায়?

দেবতাদের হাতে কী শাস্তি হবে তা দেবতারাই ভাল জানেন। কিন্তু নগরীতে যদি এ-ধরনের ঘটনা ঘটে, তবে সর্বপ্রথমে যে-ব্যক্তি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করবেন, তাঁকে অবশ্যই তা নগরী-নিয়ন্ত্রকদের অবহিত করতে হবে; তা যদি বাজারে ঘটে থাকে, তবে বাজার-নিয়ন্ত্রকদের আর যদি দেশের অন্য কোনও
৯১৪এ জায়গায় ঘটে, তবে তাঁর উচিত মাঠ-নিয়ন্ত্রক ও তাদের আধিকারিকদের কাছে তা প্রকাশ করা। খবর পাওয়ার পর নগরীর কর্তব্য হবে তা দেলফাইয়ের কাছে পাঠানো: তারপর অর্থসম্পত্তি ও তছরুপকারী ব্যক্তি সম্পর্কে দেবতা যে-রায় দেয়, ঐশী সত্তার সেবা হিসেবে দেবতার পক্ষে নগরী সেই রায় বাস্তবায়ন করবে। LXIII. **সংবাদদাতা যদি স্বাধীন মানুষ হয়ে থাকে, তবে তিনি সদ্‌গুণের জন্য খ্যাতিলাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, কিন্তু যদি তিনি তা করতে ব্যর্থ হন, তবে মন্দের ভাগী হবেন। সংবাদদদাতা যদি ক্রীতদাস হয়, তবে সে যে-পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে, তা হলো তার মুক্তি; তাকে মুক্তি দেওয়া হবে নগরীর যোগ্য কাজ; কিন্তু ক্রীতদাসটি যদি সংবাদ দিতে ব্যর্থ হয়, তবে তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে।**

সাধারণ সম্পত্তি অপসারণ

৯১৪বি এরপর স্বাভাবিকভাবেই যা করতে হবে তা হলো গুরুত্বপূর্ণ অথবা তুচ্ছ সকল জিনিসে একই জিনিস প্রয়োগ করা।

LXIV.**কোনও মানুষ যদি তার নিজের সম্পদের কোনও একটি অংশ ইচ্ছাকৃতভাবে, অথবা, অনবধানতাবশত ফেলে যায় আর অন্য কেউ যদি তা দেখতেও পায়, তবে যেন সে সেটিকে সেখানেই রেখে দেয়; তাকে ধরে নিতে হবে এসব জিনিস রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হচ্ছে রাস্তাঘাটের দেবীর; আইন অনুযায়ী এদেরকে দেবীর[৪] পবিত্র বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই আইন অমান্য করে যদি কেউ কোনও সামান্য মূল্যের জিনিসও তুলে বাড়িতে নিয়ে যায়, আর সে যদি ক্রীতদাস হয়, তবে অন্যূন ত্রিশ বছর বয়েসী যে-কোনও পথচারীর উচিত হবে তাকে যথাযথ মার**
৯১৪সি **লাগানো আর তিনি যদি স্বাধীন মানুষ হয়ে থাকেন, তাকে যদি অধিকন্তু অভদ্র ও**

www.pathagar.com

আইন-অমান্যকারী বলে ভাবা হয়, তবে যে-ব্যক্তি জিনিসটি ফেলে গেছে, তাকে অবশ্যই সেই জিনিসটির দশগুণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

কোনও ব্যক্তি যদি অন্য কোনও ব্যক্তির নামে এমন অভিযোগ তোলে যে, সে তার নিজের সম্পত্তি অধিকার করেছে — সেটি মূল্যবান হোক আর না-ই হোক — আর অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বীকার করে যে, জিনিসটি তার অধিকারে আছে বটে, কিন্তু তা বাদির জিনিস নয় এবং যদি আইন অনুসরণ করে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়ে থাকে, তবে তাকে অবশ্যই সেই জিনিসের অধিকারী ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষের সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন দিতে হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই সেইসব সামগ্রী উপস্থাপন করতে হবে; পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপনের পরে যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রেজিস্টারে তা বাদি অথবা বিবাদি পক্ষের কারও সম্পত্তি হিসেবে রেকর্ডকৃত আছে, তবে তার
মালিক সেই সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে; কিন্তু তা যদি অনুপস্থিত কোনও পক্ষের ৯১৪ডি
জিনিস হয়, তখন বাদি-বিবাদি পক্ষের যে-ই বিশ্বাসযোগ্য একজন জামিনদার দিতে সমর্থ হবে, সে-ই অনুপস্থিত পক্ষের সরিয়ে নেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতালাভ করবে এবং মালিকের হাতে তা প্রদান করার জন্য তার পক্ষে সেই সামগ্রী নিয়ে যেতে পারবে। অপরপক্ষে, যদি এমন দেখা যায় যে, বিরোধের সেই জিনিস কর্তৃপক্ষের কাছে রেজিস্ট্রি করা হয়নি, তাহলে যতক্ষণ না বিচার সম্পন্ন হবে, ততক্ষণ তা সর্বজ্যেষ্ঠ তিনজন বিচারকের জিম্মায় থাকবে; আর নিরাপদ জিম্মায় থাকা জিনিসটি যদি কোনও প্রাণী হয়, তবে
মামলায় পরাজিত পক্ষকে প্রাণীটির রক্ষণাবেক্ষণের দাম পরিশোধ করতে ৯১৪ই
হবে। আধিকারিকগণকে তিন দিনের মধ্যে এই ধরনের মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে।

ক্রীতদাস এবং স্বাধীন মানুষের প্রতি আচরণ

কোনও ব্যক্তি যদি সুস্থ মনের অধিকারী থাকেন তবে তিনি ইচ্ছা করলে তার ক্রীতদাসকে পাকড়াও করতে এবং ধর্মসম্মত সীমার মধ্যে তাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারবেন। তিনি ইচ্ছা করলে কোনও আত্মীয়, অথবা বন্ধুর পক্ষ হয়ে কোনও পলায়নরত ক্রীতদাসকেও বন্দি করতে পারবেন, তাকে নিরাপদ জিম্মায় রাখতে পারবেন। কিন্তু কেউ যদি এমন কারও মুক্তি দাবি করেন, যাকে ক্রীতদাস বলে মনে করা হয়েছে এবং বন্দি করা হয়েছে, তবে বন্দিকারী তাকে মুক্তি দেবেন, কিন্তু মুক্তিপ্রদানকারীকে তিনজন বিশ্বাসযোগ্য জামিনদার উপস্থাপন করতে হবে। এসব শর্তে তাকে মুক্তি দেওয়া যাবে; অন্য কোনও
শর্ত পূরণ করলে চলবে না। LXV.**এসব শর্ত পূরণ ব্যতীত যদি কোনও ব্যক্তি** ৯১৫এ
কোনও মুক্তি নিশ্চিত করেন, তবে সহিংসতার দায়ে দোষী বলে সাব্যস্ত হবে এবং মামলায় যে ক্ষতি দাবি করা হবে, তিনি বন্দিকারীকে তার দ্বিগুণ পরিশোধ করবেন।

www.pathagar.com

মুক্তিপ্রাপ্ত কোনও মানুষ যদি মুক্তপ্রাপ্তির পর মুক্তিদানকারীকে প্রণতি না জানায়, অথবা, তা যদি অপ্রতুল বলে বিবেচিত হয়, তবে তাকে বন্দি করা যাবে। (প্রণতির সেবাগুলো এমন: প্রতিমাসে অবশ্যই একজন মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষকে তার মুক্তিদাতার গৃহে গমন করতে হবে এবং আইনসম্মত এবং সম্ভবপর যে-কোনও কাজ সম্পাদন করার জন্য নিজেকে নিবেদন করতে হবে; আর বিবাহের ক্ষেত্রে তার পূর্বতন মালিক যা-কিছু ঠিক বলে মনে করে, তা-ই প্রতিপালন করতে হবে তাকে।) তার মুক্তিদাতা হতে সে কখনও অধিকতর
৯১৫বি ধনী হতে পারবে না; আর সে যদি তা-ই হয়ে ওঠে, তবে অতিরিক্ত সম্পত্তি অবশ্যই প্রভুর সম্পত্তি হয়ে যাবে। যে-ব্যক্তিকে মুক্ত করা হয়েছে, সে নগরীতে বিশ বছরের অধিক সময় থাকতে পারবে না আর যদি ম্যাজিস্ট্রেট এবং তার মুক্তিদাতাকে বুঝিয়ে নগরীতে থাকার জন্য সম্মত করতে না পারে, তবে অন্য আগন্তুকদের মতোই তাকে তার সকল সম্পত্তি নিয়ে নগরী ত্যাগ করতে হবে। কোনও মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অথবা, অন্য কোনও বিদেশি যদি তৃতীয় সম্পত্তি-মালিক শ্রেণির[৫] জন্য নির্ধারিত সীমার অধিক সম্পত্তি অর্জন করে, তাহলে সেই ঘটনার ত্রিশ দিনের মধ্যে তাকে সবকিছু গোছগাছ করে চলে যেতে হবে; সে
৯১৫সি কিছুতেই তার অধিবাসের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারবে না। LXVI. **এসব নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার জন্য যদি কাউকে আদালতে আনা হয় এবং সে দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং তার সম্পত্তি জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হবে**। এ ধরনের বিষয়ের বিচার পরিচালিত হবে ট্রাইব-আদালতে; পক্ষদ্বয় যদি সেখানে একে অপরের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিষ্পত্তি না করতে পারে, তবে তা প্রতিবেশীদের সমীপে, তথা, তারা নিজেরা যে বিচারকমণ্ডলী নির্বাচন করবে – তাঁদের সমীপে পেশ করা হবে।

www.pathagar.com

২৩. বাণিজ্যিক আইন

বিক্রয় ও বিনিময় আইন

কোনও মানুষ যদি অন্য কোনও মানুষের মালিকানাধীন কোনও প্রাণী, অথবা, কোনও সম্পত্তিখণ্ড আনুষ্ঠানিকভাবে অধিকার করেন, তবে যে-ব্যক্তি তা অধিকার ৯১৫ডি
করে থাকেন, তাঁকে অবশ্যই তা জামিনদার, অথবা, সরবরাহীর কাছে (যদি তিনি স্বচ্ছল থাকেন এবং এমন হয় যে, তার বিরুদ্ধে মামলা করা যায়), *অথবা,* অন্য যে-ব্যক্তি অন্য কোনও পদ্ধতির মাধ্যমে বৈধভাবে তা হস্তান্তর করেছিল, তার কাছে, তা ফেরত দেবেন। তিনি যদি তা কোনও নাগরিক, অথবা, ভিনদেশি-অধিবাসীর কাছ থেকে তা লাভ করে থাকেন, তবে ত্রিশ দিনের মধ্যে তা ফেরত দেবেন; কিন্তু যদি পুরোপুরি বিদেশির কাছ থেকে তা লাভ করে থাকেন, তবে পাঁচ মাসের মধ্যে তাকে অবশ্যই ফেরত দিতে হবে, যার মধ্যে মধ্য-মাসটি হবে সেই মাস, যাতে সূর্য গ্রীষ্ম-অবস্থান থেকে শীত-অবস্থানে ঘুরে যায়।

কোনও মানুষ যখন ক্রয় ও বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রী আদানপ্রদান করবে, তখন তা সম্পন্ন করতে হবে সেই সামগ্রীর হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে বাজারের একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং অকুস্থলেই মূল্য পরিশোধ করতে হবে; অন্য কোনও স্থানে তা সম্পন্ন করা যাবে না; পরে পণ্য সরবরাহের অঙ্গীকার ৯১৫ই
করে এবং বাকিতে, কোনও সামগ্রী কেনাবেচা করা যাবে না। কোনও ব্যক্তি যদি বিনিময়ের ক্ষেত্রে অন্য পক্ষের সততায় বিশ্বাস রেখে অন্য কোনও জায়গায়, অথবা, অন্য কোনও ব্যবস্থার আওতায়, এক সামগ্রীর সাথে অন্য সামগ্রীর বিনিময় করে, তাহলে তাকে তা করতে হবে এই বিশ্বাসে যে, এক্ষণে যে-নিয়মকানুনের কথা বলা হলো, তার বাইরের কোনও বেচাকেনার ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করাকে আইন অনুমোদন করে না। তবে, যে-কেউ বন্ধুত্বের ভিত্তিতে ক্লাবের জন্য অনুদান সংগ্রহ করতে পারবে, কিন্তু এমন বোঝাপড়া থাকতে হবে যে, অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে যদি কোনও দ্বিমত দেখা দেয়, তবে এর সাথে সংশ্লিষ্ট কারও বিরুদ্ধেই কোনও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না, কেউই আইনের দ্বারস্থ হতে পারবে না। কোনও ব্যক্তি যদি পঞ্চাশ দ্রাখমার অধিক মূল্যের পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে, অথবা, বিক্রয় করে, তবে তাকে পরবর্তী ৯১৬এ
প্রয়োজনীয় দশদিন নগরীতেই অবস্থান করতে হবে; এ-ধরনের বিষয়ে যে-অভিযোগ ওঠে তার আইনি মীসাংসার জন্যই এ-ধরনের নির্দেশ দিতে হবে; অধিকন্তু, ক্রেতাকে বিক্রেতার বসতবাটির খবর জানতে হবে।

www.pathagar.com

এ-বিষয়ে যে যে ক্ষেত্রে আইনগত প্রতিবিধান দাবি করা যাবে এবং প্রত্যাখ্যান করা যাবে, তা হলো নিম্নরূপ। কোনও ব্যক্তি যদি এমন কোনও ক্রীতদাসকে বিক্রয় করেন, যে বক্ষব্যধি অথবা চক্ষুরোগ, অথবা, প্রস্রাবজটিলতার রোগ, অথবা, তথাকথিত 'পবিত্র রোগে'[৬] ভোগছে, অথবা, তার যদি অন্য কোনও মানসিক বা দৈহিক সমস্যা থাকে – যা দীর্ঘদিনের সমস্যা এবং যা আরোগ্য করা সহজ নয়, এবং যা একজন সাধারণ মানুষ চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়নি, আর সেই ক্রয় যদি একজন ডাক্তার, অথবা, একজন প্রশিক্ষক করে থাকেন, অথবা, বিক্রির পূর্বে এসব ফ্যাক্ট ক্রেতার কাছে বলা হয়ে থাকে, তবে তাকে বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্রেতার
৯১৬বি কোনও আইনগত অধিকার থাকবে না। কিন্তু কোনও পেশাজীবী যদি সাধারণ কোনও লোকের কাছে এ ধরনের ক্রীতদাস বিক্রয় করে, তাহলে ক্রেতা ছয় মাসের মধ্যে তাকে ফেরত দিতে পারবে; এক্ষেত্রে একটিমাত্র লেনদেনকে ব্যতিক্রম বলে গ্রহণ করা যাবে। যখন দেখা যাবে যে, ক্রীতদাসটি 'পবিত্র রোগে' ভুগছে, তখন ফেরত প্রদানের কাজটি এক বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা যাবে। এ ধরনের মামলা তিনজন ডাক্তারের বেঞ্চে বিচার করা হবে; উভয়
৯১৬সি পক্ষ যুক্তভাবে এই মনোনয়ন প্রদান করবে। মামলায় যদি বিক্রেতা হেরে যায়, তবে তাকে বিক্রয়মূল্যের দ্বিগুণ পরিশোধ করতে হবে। কোনও অপেশাদার লোক যদি অপেশাদার লোকের কাছে এ ধরনের ক্রীতদাস বিক্রয় করে, তাহলে ফেরত প্রদান ও পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে শুনানির অধিকার থাকবে, তবে পরাজিত পক্ষ সেক্ষেত্রে কেবল সাধারণ মূল্যের সমান জরিমানা প্রদান করবে। ক্রীতদাসটি যদি খুনী হয়ে থাকে, আর ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে পূর্বেই তা অবগত থাকে, তবে সেই ক্রয় ফেরত দেওয়ার কোনও আইনগত অধিকার থাকবে না ক্রেতার; কিন্তু ক্রেতা যদি না জেনে সেই ক্রয় সম্পন্ন করে থাকে, তাহলে যখনই সে তা জানতে পারবে, তখনই তার ফেরত প্রদানের অধিকার জন্মাবে; সেক্ষেত্রে ক্রমাধিকারের বিচারে সর্বকনিষ্ঠ পাঁচজন আইনের অভিভাবক সেই মামলার বিচার করবেন; আর যদি এমন প্রমাণিত হয় যে, বিক্রেতা জেনেশুনেই বিক্রয় সম্পন্ন করেছিল, তাহলে আইনের ব্যাখ্যাকারদের
৯১৬ডি নির্দেশিত নিয়ম অনুযায়ী তিনি ক্রেতার বসতবাটি পবিত্র করবেন এবং ক্রেতাকে তিনগুণ জরিমানা প্রদান করবেন।

যদি মুদ্রা বিনিময় করা হয়, অথবা, অন্য কোনও জড়, অথবা, অজড় সামগ্রী লেনদেন করা হয়, তবে ক্রেতা ও বিক্রেতার উচিত আইন অনুযায়ী নির্ভেজালরূপে তা প্রদান এবং গ্রহণ করা। আইন প্রণয়নের অন্য অংশে যেমন করেছি, এখানেও আমরা একই পদ্ধতি অনুসরণ করব – এর সাথে সম্পর্কিত যত ধরনের অপরাধ জন্ম নেয়, তা নিয়ে একটি মুখবন্ধ যোগ করব।

প্রত্যেকেরই এমন ভাবা উচিত যে, ভেজাল দেওয়া, মিথ্যা বলা ও প্রতারণা করার মতো কাজ একই শ্রেণীর কাজ; বাস্তবিকপক্ষে, অনেক মানুষ আবার এগুলোকে সাধারণত অত্যন্ত সম্মানজনক বলেও বলে থাকেন; তারা এমন
৯১৬ই বলতে অভ্যস্ত যে, 'সুযোগ্য সময়ে এবং যথাস্থানে' যদি তা ঘটে, তবে প্রায়শই

www.pathagar.com

তা সঠিক বলে বিবেচিত হয়; কিন্তু, এ-ধরনের আচরণ সমর্থন করে তারা ভুল করেন, কারণ, যথাস্থান এবং 'সুযোগ্য সময় ও যথাস্থান' বলতে তারা কী বুঝাতে চান, তা তাঁরা স্পষ্ট করে বলেন না, তা অনির্দেশ্য রেখে দেন; এসব কথাবার্তার মাধ্যেমে তাঁরা নিজেদের যেমন ক্ষতি করেন, অন্যদেরও প্রভূত ক্ষতি করেন। কিন্তু আইনপ্রণেতা তো এটিকে অস্পষ্ট রাখতে পারেন না: তাঁকে অবশ্যই সর্বদা সুনির্দিষ্ট সীমা চিহ্নিত করতে হবে – তা যত বড় বা ক্ষুদ্রই হোক না কেন। সেজন্য এখন আমরা কিছু সীমা নির্দেশ করব: কোনও একজন মানুষ যদি দেবতার সবচেয়ে ঘৃণ্য বলে পরিগণিত হতে না চায়, তবে দেবতাকে আহ্বান করার সময় কিছুতেই তিনি মিথ্যা বলবেন না, মিথ্যাকাজ করবেন না, কথায় ও কাজে কোনও প্রতারণা করবেন না; এ মানুষ হলো সেই
ধরনের মানুষ যে মিথ্যা শপথ নেওয়ার বেলায়ও দেবতার কথা ভাবেন না; ৯১৭এ
দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর চাইতে বড়দের সামনে মিথ্যা কথা বলেন। যারা মন্দদের চাইতে 'প্রকৃষ্ট' মানুষ, তারা হলেন উত্তম মানুষ, এবং (সাধারণত) কমবয়েসীদের চাইতে বড় হলেন বয়োজ্যেষ্ঠগণ – তার অর্থ হলো পিতামাতা তাদের সন্তানদের চাইতে বড় আর আবশ্যিকভাবেই পুরুষমানুষ মেয়েলোক ও শিশুদের চাইতে এবং শাসক প্রজাদের চাইতে বড়। এই বড় মানুষজনকে যেন আমরা সকলেই ভয় করি, সকল ধরনের শাসনের ক্ষেত্রে, বিশেষত,
রাজনৈতিক কর্তৃত্বে আসীন হিসেবে বড় যাঁরা, তাঁরা আমাদের হাল আলোচনার ৯১৭বি
মধ্যমণি, তাঁদেরকে যেন আমরা শ্রদ্ধা করি। কারণ, যারা বাজারের কোনও জিনিসে ভেজাল দেয়, তাদের প্রত্যেকে মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতারণা ক'রে বাজার-নিয়ন্ত্রকদের আইন এবং সতর্কীকরণের মুখে দেবতাদের আহ্বান করে আবার শপথও যুক্ত করে; তার মাধ্যমে তারা মানুষের সামনে যেমন ভয় পায় না, তেমনই দেবতার কাছেও কোনও পবিত্র শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করে না। সুতরাং আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই অত্যন্ত নিম্নমানসম্পন্ন ধর্মীয় শুদ্ধতা এবং পবিত্রতা অর্জন করি; তাই, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শুধু শুধু দেবতার নাম নিতে গেলে যে দু'বার ভাবতে হবে, তা একটি উত্তম অভ্যাস। কিন্তু কেউ যদি তা অমান্য করে, তাহলে তার ওপর নিম্নোক্ত আইন প্রয়োগ করতে হবে:

বাজারে নেওয়া কোনও পণ্যের ক্ষেত্রে বিক্রেতা কিছুতেই দুই দাম হাঁকতে
পারবে না, কেবল এক দাম হাঁকবে, আর সে যদি সেই দাম না পায়, তবে ৯১৭সি
সেদিন মূল্য না বাড়িয়ে, অথবা, না কমিয়ে, যদি তা সরিয়ে নেয়, তবে সে ঠিক কাজ করবে। বিক্রয়ের জন্য আনীত পণ্য নিয়ে কোনও প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করা যাবে না, তার গুণাগুণ নিয়েও কোনও শপথ করা যাবে না। LXVII. **কেউ যদি এসব নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এ-ধরনের শপথ করে, তবে তাকে মার দিতে হবে; যে-ই তা লক্ষ করবে, সে-ই আইনতগতভাবে দোষী না হয়ে তাকে শাস্তি দিতে পারবে; তবে শাস্তিদানকারীর বয়স হতে হবে অন্যূন ত্রিশ বছর**। LXVIII.**এমন ঘটনার প্রত্যক্ষকারী যদি নির্দেশনা অগ্রাহ্য করে এবং তাদের অমান্য করে, তাহলে আইনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য তাকে দোষারোপ করতে হবে**। কোনও ব্যক্তি যদি
আমাদের এইসব নির্দেশনা সত্ত্বেও অনড় থাকে এবং ভেজাল পণ্য বিক্রি করে ৯১৭ডি

www.pathagar.com

এবং তখন এমন ঘটনা যদি কোনও পথচারীর গোচরে আসে এবং তাঁর যদি সেই ব্যক্তিকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার ক্ষমতা থাকে, তবে তিনি অবশ্যই কর্তৃপক্ষের কাছে তা প্রমাণ করবেন; সেই ব্যক্তি যদি ক্রীতদাস, অথবা, ভিনদেশি-অধিবাসী হন তবে তিনি সেই জিনিস নিজের জন্য নিয়ে যেতে পারবেন; তবে সেই ব্যক্তি যদি নাগরিক হন, তবে তা বাজারের দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করতে হবে। LXIX. **কোনও নাগরিক যদি অপরাধীর সেই অপরাধকে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন, তবে দেবতার সাথে প্রতারণার কারণে তাকে দুর্বৃত্ত বলে ঘোষণা করতে হবে।** LXX. **যদি এমন আবিষ্কার হয় যে, কেউ একজন**
৯১৭ই **ভেজাল পণ্য বিক্রয় করছে, তবে তাকে সেই পণ্য হতে বঞ্চিত করা হবে; সেইসাথে দুর্বৃত্তটিকে কেন দোররা মারা হচ্ছে, সেটি বাজারে ঘোষণা দেওয়ার পর, তাকে দোররা মারা হবে (বিক্রির জন্য আনীত পণ্যের জন্য সে যে দাম হেঁকেছিল তার প্রতি দ্রাখমার ক্ষেত্রে এক দোররা)।**

বাজার-নিয়ন্ত্রক ও আইনের অভিভাবকগণ বিক্রেতার ভেজাল দেওয়ার কাজ এবং দুষ্কর্মের বিষয়টি বিশেষজ্ঞ কর্তৃক নির্ণয় করবেন এবং তারপর একজন বিক্রেতা কী করতে পারবে, এবং কী পারবে না, তা নিয়ে লিখিত আইন প্রণয়ন করবেন; তারপর বাজার-নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের সামনে কোনও একটি থামে যুক্ত করে একটি প্রস্তরখণ্ডে সেই আইন খোদাই করে লিখে দিতে হবে –
৯১৮এ যাতে বাজার ব্যবহারকারীদের জন্য তা একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। আমাদের আগের দফাগুলোতে নগর-নিয়ন্ত্রকদের দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে যথেষ্টভাবে আলোচনা করেছি, কিন্তু যদি এমন মনে হয় যে, অতিরিক্ত কিছু আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, তাহলে তাদের আইনের অভিভাবকগণের সাথে তা আলোচনা করা উচিত; কী বাদ পড়েছে, তা লেখা উচিত এবং নগর-নিয়ন্ত্রকদের দপ্তরের সামনের কোনও থামে নতুন ও পুরাতন উভয় আইন কোনও একটি প্রস্তরখণ্ডে খোদাই করে তা উপস্থাপন করা উচিত।

খুচরা ব্যবসা

ভেজাল দেওয়ার নিয়মের পরপরই আসে খুচরা বিক্রয়ের প্রচলিত নিয়ম। পুরো বিষয়টি নিয়ে আমরা কিছু উপদেশ এবং যুক্তি তুলে ধরব এবং তারপর এ নিয়ে আইন প্রণয়ন করব।

৯১৮বি কোনও নগরীতে খুচরা বিক্রয়ের যে-প্রথা হয়েছে তার উদ্দেশ্য ক্ষতি করা নয়, বরং, তার বিপরীত কাজ করা। যখন কোনও ধরনের পণ্যদ্রব্য অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এবং অসমানভাবে বিতরণ করা হয়, তখন কেউ যদি সেই বিতরণকে সমান করে তোলেন, তাহলে তাঁর কাজকে ভালো না বলার কি কোনও কারণ থাকে? আমাদের ঘোষণা করা উচিত যে, এটি অর্জিত হয় অর্থের ক্ষমতার মাধ্যমে; আমাদের এ-ও বলা উচিত যে, এই কাজটি দায়িত্ব থাকে বণিকেরা। পণ্যদ্রব্যের সমবন্টন নিশ্চিত করে ভাড়াকরা শ্রমিক,

www.pathagar.com

সরাইখানার মালিক এবং বিভিন্ন মাত্রার সম্মানধারী কাজের লোক; সবাই ৯১৮সি
সমাজের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। কিন্তু তারপরও কেন ব্যবসা-বাণিজ্যকে এমন নিম্নমানের এবং কলঙ্কজনক পেশা বলে মনে করা হয়? একে কেন এমন অপব্যবহার করা হয়? দেখা যাক, আমরা তার কারণ আবিষ্কার করতে পারি কি না; তাহলে হয়ত পুরো প্রতিষ্ঠানটিকে সংস্কার করতে না পারলেও, নিদেনপক্ষে, বাণিজ্যের কিছু কিছু শাখার সংস্কারের জন্য আমরা আমাদের আইন প্রণয়নকে ব্যবহার করতে পারব।

দেখা যাচ্ছে, এটি নগণ্য কোনও কাজ নয় আর এর জন্য ব্যতিক্রমী সম্পদেরও দরকার।

ক্লেইনিয়াস: আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?

অ্যাথেনীয়: প্রিয়বর ক্লেইনিয়াস, বিভিন্ন ধরনের চাহিদা এবং বাসনা যখন
মনুষ্যগোষ্ঠীর ওপর আঘাত হানে তখন কেবল ক্ষুদ্র একটি অংশ – বিরল ৯১৮ডি
সহজাত প্রতিভাধারী উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত গুটিকয়েক মানুষই কেবল দৃঢ়ভাবে সংযম দেখাতে পারে; প্রভূত অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ দেখা দিলে তা না নিয়ে সম্পদের সামান্য শক্তি-অর্জন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে, এমন লোকের দেখা পাওয়া বিরল। অধিকাংশ লোকের ঝোঁকই হলো এর বিপরীত মেরুতে: তাদের চাহিদার কোনও লাগাম নাই; সামান্য লাভের সুযোগ থাকলেও তারা তৃপ্তিহীন লাভের জন্য মুখিয়ে থাকে। সেজন্যই খুচরা বেচাকেনা, বাণিজ্য, সরাইয়ের ব্যবসার সকল শাখাই হয়ে পড়ে অপব্যবহাকারী এবং চূড়ান্তভাবে অজনপ্রিয়।
তাই যদিও হাস্যকর মনে হবে, তবু আমি এখানে এরকম কিছু একটা কথা ৯১৮ই
উল্লেখ করতে বদ্ধপরিকর; এটি কখনও ঘটবে না, আর যদি ঘটেও তবে যেন দেবতাগণ আমাদের রক্ষা করেন। কল্পনা করুন, ভাগ্যের হাতের পুতুল হয়ে কিছু বিখ্যাত সদ্‌গুণধারী ব্যক্তি সরাইখানা চালানো, অথবা, খুচরা পণ্য বিক্রয়, অথবা, এমন অন্য একই ধরনের পেশা বেছে নিতে, *অথবা*, বিখ্যাত কিছু সদ্‌গুণধারী নারী একই ধরনের জীবন বেছে নিতে, বাধ্য হচ্ছে। তখন আমরা অতি অল্প সময়েই বুঝতে পারব এসব ব্যবসায়ের প্রতিটিই কেমন বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আকাঙ্ক্ষিত ব্যবসা; আর এগুলোকে যদি সৎ মাপকাঠি অনুসরণে পরিচালনা করা হতো, তাহলে আমরা আমাদের মা ও নার্সকে যেমন মূল্য
দেই, তেমনই উচ্চমূল্য দিতাম তাদের। কিন্তু আদতে কী ঘটে? দেখা যায়, ৯১৯এ
একজন মানুষ হয়ত কোনও রাস্তার দূর কোনও পয়েন্টে চলে যান, চারিদিকে কোনও কিছুর দেখা নেই, আর সেখানেই হয়ত পণ্যসামগ্রী বিক্রির জন্য তিনি তার স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেন; তিনি সেখানে ক্লান্ত পরিব্রাজককে – প্রচণ্ড ঝড়ের শিকার হয়েছে যে-ব্যক্তি তার কাছে তা নীরব নিস্তব্ধ শান্তির নীড়, শ্বাসরুদ্ধকর গরমে কষ্ট পাওয়া মানুষের কাছে তা ঠাণ্ডা মলয় – থাকার জায়গা দিয়ে স্বাগত করেন, কিন্তু দেখা গেল, তার হাতে শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ আতিথেয়তার অতিরিক্ত কোনও উপহার তুলে দেওয়ার বদলে তিনি তাদের সাথে এমন

www.pathagar.com

আচরণ করেন যেন তারা যুদ্ধে ধরা-পড়া একদল বন্দি এবং তাদের ওপর অন্যায়ভাবে অত্যন্ত উচ্চহারে অর্থ দাবি করেন এবং পণ আদায় করেন। এ-
৯১৯বি ধরনের এবং সমধর্মী অন্যান্য দুর্বৃত্তায়নই ব্যবসার সকল শাখায় অনুসরণ করা হয়, আর তা-ই ক্লান্তক্লিষ্ট পরিব্রাজকদের কাছে এই পেশার ক্ষেত্রে এ ধরনের বদনাম অর্জনের কারণ হয়ে দেখা দেয়। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই আইনপ্রণেতাকে সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাচীন প্রবাদ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক: অসুখবিসুখ ও এ-ধরনের অন্য ক্ষেত্রে 'বিপরীত দুই ঘরের শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা কঠিন'। আমাদের হালের লড়াই এমনই একটি কেইস: এটি দুই শত্রু — সম্পদ ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই; বিলাসিতার মাধ্যমে সম্পদ
৯১৯সি আমাদের আত্মাকে কলুষিত করে আর দারিদ্র্য আমাদের তাড়িত করে নিদারুণ বেদনায়, তার কারণে আমরা সকল ধরনের লজ্জা-চিন্তা হারিয়ে ফেলি। সেক্ষেত্রে একটি আলোকিত সমাজের জন্য এই রোগের কী সমাধান দেওয়া যাবে? প্রথমত, এই সমাজের উচিত খুচরা ব্যবসায়ী শ্রেণিকে যতদূর সম্ভব ছোট রাখা; দ্বিতীয়ত, খুচরা ব্যবসায় এমন লোকজনকে নিয়োজিত করা, যাদের দুর্নীতি নগরের জন্য সবচেয়ে কম ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেয়; তৃতীয়ত,
৯১৯ডি এ ধরনের কাজে যারা নিয়োজিত হয়, তারা যাতে সহজে পুরোপুরি নির্লজ্জ এবং ক্ষুদ্রমনা কাজে ডুবে যেতে না পারে, তা প্রতিরোধ করার জন্য কোনও একটা পথ বের করা।

এসব মন্তব্যের পর স্বর্গের আশীর্বাদ নিয়ে এ-বিষয়ে আমাদের নিম্নরূপ আইন হওয়া উচিত: বিধাতা এখন ম্যাগ্নেসিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনঃস্থাপন করছেন এবং এখানে পাঁচ হাজার চল্লিশ খানার কোনওটির স্বত্বাধিকারী মানুষই স্বেচ্ছায়, অথবা, অনিচ্ছায় খুচরা, অথবা, পাইকারি বিক্রেতা হবে না; যে-ব্যক্তি মানমর্যাদায় তার সমকক্ষ নয়, তার জন্য কোনও সেবা প্রদান করবে না; এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বলে বিবেচনা করা হবে সেইসব সেবাকে, যা একজন স্বাধীন
৯১৯ই মানুষ সহজাতভাবে তার পিতামাতা এবং দূরবর্তী পূর্বপুরুষ এবং তার নিজের তুলনায় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রদান করবে। অবশ্য একথাও ঠিক যে, একজন স্বাধীন মানুষের মানমর্যাদার সাথে যা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তা নিয়ে আইন প্রণয়ন করা সহজ কাজ নয়; এ-বিষয়টি সেইসব ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে, যারা পূর্বোক্তটির বিষয়ে তাদের গভীর অনুরক্তি এবং দ্বিতিয়োক্তটির ব্যাপারে তাদের তীব্র বিরাগের ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা প্রদর্শন করেছেন। ভদ্রলোকদের জন্য নিষিদ্ধ কোনও খুচরা ব্যবসায় যদি কেউ কৌশল করে নিয়োজিত হয়ে পড়ে, তাহলে গোষ্ঠীর বদনাম করার অভিযোগে যে-কেউ ইচ্ছা করলেই তার বিরুদ্ধে সদ্‌গুণের উচ্চখ্যাতিধারী বিচারকদের আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবে। LXXI. **যদি বিবেচনান্তে এমন দেখা যায় যে, অযোগ্য কোনও কাজ করে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের সেই পরিবারকে**
৯২০এ **কলঙ্কিত করেছেন, তবে তাঁকে এক বছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হবে এবং এ-ধরনের আচরণ করা থেকে বিরত রাখা হবে**। LXXII. **এ ঘটনা যদি পুনর্বার ঘটে, তাহলে তার**

অবশ্য-শাস্তি হবে দুবছরের কারাদণ্ড, আর এমন পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রতিবারই সেই শাস্তি পূর্বেকার শাস্তির দ্বিগুণ হতে থাকবে।

এরপর দ্বিতীয় আইন: যে-ব্যক্তি খুচরা ব্যবসায় নিয়োজিত হতে চায়, তাকে অবশ্যই হতে হবে ভিনদেশি-অধিবাসী, অথবা, একজন আগন্তুক।

তৃতীয়ত, তৃতীয় আইন: এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ নগরীর জীবনে যতক্ষণ অংশভাগী হবে, ততক্ষণ তাদেরকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সদ্‌গুণ এবং সর্বনিম্ন মন্দ আচরণের জীবন যাপন করতে হবে। এ-লক্ষ্যে, যাদেরকে তাদের অভিজাত বংশের জন্ম ও শিক্ষার জন্য দুর্বৃত্তায়ন ও অপরাধ করা থেকে দূরে রাখা সহজ, কেবল সেইসব লোকের অভিভাবক হলেই চলবে না আইনের অভিভাবকগণকে। ৯২০বি
আরও অনেকে আছে, যারা এ-ধরনের সুবিধা ভোগ করে না; তাদেরকে আরও নিবিড়ভাবে তদারকি করা প্রয়োজন, কারণ, তারা এমনসব কাজে নিয়োজিত হয়, যাতে মন্দ হওয়ার গভীর টান থাকে।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যা এটির অনুরূপ – এসব বিষয় বিবেচনার্থে সেই ভেজাল প্রদানের ক্ষেত্রে যেমনটি করার জন্য আমরা আদেশ করেছিলাম – তেমনই একই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আইনের অভিভাবগণের পুনর্বার মিলিত হওয়া উচিত খুচরা-ব্যবসার প্রতি শাখায় অভিজ্ঞ লোকজনের সাথে; খুচরা ব্যবসায়ের সেসব ক্ষেত্র (যা ব্যাপক এবং এখন যেসব প্রচলতি কথা বলা হলো, তাকেও অনুসরণ করে) যা নগরীতে অত্যন্ত অপরিহার্য বলে বিবেচিত এবং যার প্রচলন ৯২০সি
রক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তাদের বিষয়ে তাদের সম্মিলিতভাবে দেখা উচিত কোনও একটি সময়ে কী পরিমাণ বিক্রিবাট্টা হয় এবং সংশ্লিষ্ট খরচ সংযত পরিমাণ লাভ প্রদান করে। বিক্রিমূল্য এবং খরচের যে আনুপাতিক হার, তা লিখিতভাবে টানিয়ে রাখতে হবে এবং বাজার-নিয়ন্ত্রক, নগর-নিয়ন্ত্রক এবং মাঠ-নিয়ন্ত্রকগণ তা অনুসরণের জন্য ব্যয়সায়ীদের বাধ্য করবেন। এভাবেই হয়ত খুচরা ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে উপকারী হয়ে উঠবে এবং যারা তা ব্যবহার করবে, তাদের ক্ষেত্রে অনেকটাই স্বল্প ক্ষতিকারক হয়ে দেখা দেবে।

চুক্তি

কোনও ব্যক্তি যদি সম্মত চুক্তি প্রতিপালন করতে ব্যর্থ হন (ব্যতিক্রমী ৯২০ডি
ক্ষেত্রগুলো হলো তিনি যদি এমন কোনও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে থাকেন, যা আইন অথবা আদালতে রায় দ্বারা নিষিদ্ধ; অথবা, অন্যায় চাপের মুখে তিনি যদি কোনও কিছুতে তাঁর সম্মতি প্রদান করে থাকেন, অথবা, অভাবিত দুর্ঘটনার কারণে কোনও চুক্তি পালনে ব্যর্থ হয়ে থাকেন), আর মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে (তার মানে তাদের প্রতিবেশীদের মাধ্যমে) উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষরফা না হয়, তবে সেই অপ্রতিপালিত চুক্তির জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে ট্রাইব-আদালতে।

www.pathagar.com

কারিগরদের সাথে লেনদেন

যে কারিগর শ্রেণি-তাদের শিল্প এবং করিগরি দক্ষতার মাধ্যমে আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে, তা অ্যাথেনা এবং হিফেস্তাস্‌কে তাদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে লাভ করবে, আর অন্যদিকে এরিজ এবং অ্যাথেনা হবে তাদের
৯২০ই পৃষ্ঠপোষক, যাঁরা ভিন্ন ধরনের পারদর্শিতা, তথা, প্রতিরক্ষার কৌশল দিয়ে এইসব কারিগরের উৎপাদিত সামগ্রী রক্ষা করেন। দ্বিতীয়োক্ত এই শ্রেণিটিকেও দেবতাদের কাছে পবিত্র বলে ধরা যায়। বস্তুত, দ্বিতীয়োক্তরা যুদ্ধের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে এবং পূর্বোক্তরা অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী প্রস্তুত করে যেন ভূমি ও জনগণের প্রতি অব্যাহতভাবে সেবা প্রদান করে। সুতরাং, যদি তারা তাদের পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধাভক্তি করে, তবে কোনও পেশাধারী কাজে কথার বরখেলাপ করা তাদের জন্য অসম্মানের কাজ বলে বিবেচিত হবে। যে-
৯২১এ ঐশীসত্তার সাথে কারিগরদের কিছুটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে, তারা এমন আশাবাদ লালন করে যে, তাঁদের সুদৃষ্টি লাভ করা যাবে: LXXIII. **যে-দেবতাগণের কাছ থেকে তারা তাদের রুটিরুজি লাভ করে, তাঁদের প্রতি অসম্মান দেখিয়ে তাদের মধ্যে কেউ যদি শাস্তিযোগ্য অপরাধমূলক আচরণ করে যথাসময়ে তার কাজ সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে প্রথমে সে দেবতা কর্তৃক আরোপিত দণ্ড পরিশোধ করবে, এবং দ্বিতীয়ত, এই মামলায় প্রযোজ্য ব্যবস্থা অনুযায়ী নিয়োগকর্তাকে সে যে-পরিমাণে প্রতারিত করেছে, তার মূল্যে সমান পরিমাণে তার কাছে ঋণী হবে, এবং বিনামূল্যে পুনরায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার সেই কাজ সম্পন্ন করে দেবে।**

কোনও কাজের ঠিকাদারকেও আইন সেই উপদেশই দেবে, যা বিক্রেতাকে
৯২১বি দেওয়া হয়েছে: তার পরিষেবার জন্য উচ্চমূল্য নির্ধারণ করে যেন সুযোগ না নেওয়া হয়, যেন সত্যিকার মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। ঠিকাদারের কর্তব্যও একই; কারণ, কারিগর হিসেবে তার কাজ ঠিক কী মূল্যের উপযুক্ত, তা সে জানে। স্বাধীন মানুষের নগরীতে কারিগরের নিজের শিল্পকে – যা মূলত খোলামেলা, অধিকন্তু, যা অসৎ নয় – সাধারণ মানুষের ওপর 'চালাকিপূর্ণ' সুযোগ গ্রহণার্থে ব্যবহার করা উচিত নয়; আর কারও কাছ থেকে যদি এর সুযোগ নেওয়া হয়, তবে প্রতারিত ব্যক্তি অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে। কিন্তু কেউ যদি একজনকে একটি কাজের ঠিকা দেয় এবং সে বৈধ
৯২১সি আইনগত চুক্তিতে সম্মত হারে তার প্রাপ্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় এবং তার মাধ্যমে নগরীর রক্ষাকর্তা জিউস এবং শাসনব্যবস্থার অংশীদার অ্যাথেনাকে অসম্মান করে এবং সামান্য লাভের মোহে পড়ে সমাজের মহান বন্ধন আলগা করে দেয়, তবে যে-বন্ধন নগরীকে আবদ্ধ রাখে, তা প্রতিষ্ঠায় দেবতাদের আশীর্বাদ নিয়ে আইনকে এগিয়ে যেতে হবে।

LXXIV. **কোনও ব্যক্তি যদি অগ্রিম কোনও কাজের সরবরাহ গ্রহণ করে থাকে এবং সম্মত সময়ের মধ্যে তার মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই তার মূল্যের দ্বিগুণ পরিশোধ করতে হবে; আর সেই অর্থ পরিশোধের ব্যর্থতার কাল যদি**

www.pathagar.com

এক বছর অতিক্রম করে, তবে সাধারণ নিয়মে কোনও ঋণের ক্ষেত্রে সুদ না থাকা ৯২১ডি
সত্ত্বেও তাকে মাসপ্রতি বকেয়া এবং দ্রাখমাপ্রতি এক ওবল[৭] পরিশোধ করতে হবে। এসব মামলার বিচার ট্রাইব-আদালতে সম্পন্ন করতে হবে।

সামরিক 'কারিগর'

যেহেতু আমরা সাধারণভাবে কারিগরদের বিষয়টি হাতে নিয়েছি, তাই যাদের কাজ হচ্ছে যুদ্ধে আমাদের নিরাপদে রাখা, তথা, সমরনায়ক এবং সামরিক বিষয়ে কুশলী অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যথার্থ বলে বিবেচিত হতে পারে। যদিও কিছুটা ভিন্ন ধরনের, তবু সাধারণ শ্রমিকের মতোই কারিগর তারা; তাই তাদের কেউ যখন স্বেচ্ছায়, অথবা, আদেশবলে জনস্বার্থে কোনও
কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং অত্যন্ত সুচারুরূপে তা সম্পন্ন করে, তখন ৯২১ই
সেই ব্যক্তি যে-সম্মানের দাবিদার হয় – সামরিক সার্ভিসের ক্ষেত্রে সেই সম্মান হলো বেতন – তা প্রদানে আইন কখনও ক্লান্ত হবে না। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি বীরত্বপূর্ণ কোনও সামরিক কাজের সুফল লাভ করে এবং তার মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তাহলে আইন তাকে তিরস্কার করবে। সেক্ষেত্রে আপামর জনসাধারণকে বাধ্য করার বদলে তাদের উপদেশদানের জন্য আমরা সেনাদলের জন্য লাভজনক নিম্নোক্ত এই নিয়মনীতিযুক্ত প্রশংসাবলি প্রণয়ন করতে পারি। চমৎকার যেসব মানুষ তাঁদের সাহসিকতা, অথবা, সামরিক পারদর্শিতার মাধ্যমে পুরো নগরীকে সুরক্ষা দেন, তাঁদেরকে সম্মানের আসনে
আসীন করতে হবে; কিন্তু সেই সম্মানিত আসন হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের, কারণ, ৯২২এ
সর্বোচ্চ সম্মান প্রথমে ও সর্বাগ্রে তাদের শিরেই বর্ষণ করতে হবে, যাঁরা প্রকৃষ্ট আইনদাতাদের লেখা আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দর্শনীয় বিবেকবান বলে নিজেদের প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

www.pathagar.com

২৪. পারিবারিক আইন

উইল

একের সাথে অন্যের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষজন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তা নিয়ে আমাদের সংস্থান প্রায় অনেকটাই সম্পন্ন করতে পেরেছি; ব্যতিক্রম থেকে গেছে এতিমদের সংস্থান, তাদের অভিভাবকগণ তাদের
৯২২বি যেভাবে তত্ত্বাবধান করবে, তাদের প্রতি যেভাবে মনোযোগ দেবে, তার ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রথম বিষয়টি নিয়ে আমরা কমবেশি সংস্থান করেছি আর এখন এক ধরনের শৃঙ্খলা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে পরবর্তী যে-কাজ করতে হবে, তা হলো এমন। আমাদের সকল ব্যবস্থার যাত্রাশুরু হবে দুটি মৌলিক ফ্যাক্ট থেকে: মৃত্যুমুহূর্তে মানুষ উইলের মাধ্যমে তাদের সংসারের ব্যবস্থা করে যেতে চায়; কিন্তু কখনও কখনও এমন ঘটে যে, দুর্ঘটনার কারণে তাদের কোনও কোনও উইল করা হয় না, তা করা ছাড়াই তারা মৃত্যুবরণ করেন। ভেবে দেখুন, ক্লেইনিয়াস, কেমন শক্ত এবং বিতর্কিত কাজ! তাই আমি যখন বলেছিলাম, এ-কাজটি সম্পন্ন করতে আমরা 'বাধ্য', তখন আমার মনে এ-কথাই ছিল: এটি নিয়ে কোনও আইন প্রণয়ন না করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কোনও উইলকে যদি প্রশ্নাতীতভাবে বৈধ বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, জীবনের শেষপাদে উইলকারী উইল সম্পাদন করার কালে যে-অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তিনি হয়ত পারস্পরিকভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ অনেক শর্ত তাতে যুক্ত করছেন, যা কেবল আইনের স্পিরিটেরই বিরোধী নয়, অধিকন্তু তা হয়ে উঠছে তাঁর মৃত্যুর পর বেঁচে-থাকা অন্য লোকজনের প্রবণতারও বিরোধী, এবং বাস্তবিকপক্ষে, তিনি যখন উইল সম্পাদন করতে প্রস্তুতি
৯২২সি নিচ্ছিলেন, তখন তার নিজের মনে যা পোষণ করেছিলেন সেই মনোভাবের সাথেও অসঙ্গতিপূর্ণ। বাস্তব অবস্থাটি হলো এমন: আমরা যখন ভাবি যে, দুয়ারে মৃত্যু উপস্থিত, তখন আমরা হয়ে পড়ি বোধবুদ্ধিহারা, স্বচ্ছভাবে কোনও কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা থাকে না আমাদের।

ক্লেইনিয়াস: একথা দিয়ে আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন, আগন্তুকবর?

অ্যাথেনীয়: একজন মানুষ যখন মরতে বসে তখন তিনি একগুয়ে হয়ে পড়েন আর এমনসব কথা বলতে থাকেন, যা আইনপ্রণেতাদের জন্য ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়, তা নিয়ে কাজ করা শক্ত হয়ে পড়ে।

ক্লেইনিয়াস: তা কেমন?

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ সবকিছুর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা থেকে তিনি সাধারণত রাগান্বিত হয়ে কথা বলেন।

ক্রেইনিয়াস : কী কথা? ৯২২ডি

অ্যাথেনীয়ঃ তিনি বলেন, "দেবগণ!, আমার সম্পত্তি কাউকে দেওয়া, অথবা, না দেওয়ার সুযোগ যদি আমাকে না দেওয়া হয়, তবে কি তা একটি ভয়াবহ ব্যাপার হয়ে দেখা দেয় না? আমার বৃদ্ধ বয়সে, ভাগ্যের সকল উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে আমার কাছে নিজেদেরকে যারা ভালো অথবা খারাপ বন্ধু হিসেবে প্রমাণ করেছে, তা বিচার করে কি তাদের মধ্যে কাউকে কম, কাউকে বেশি, দেওয়া উচিত নয়?"

ক্রেইনিয়াসঃ আগন্তুকবর, আপনি কি মনে করেন না, কথাটা যথার্থই বলা?

অ্যাথেনীয়ঃ আমার অন্তত এমন মনে হয় ক্রেইনিয়াস, প্রাচীনকালে যাঁরা আইনদাতা ৯২২ই
হয়েছিলেন, তাঁরা হয়ত খুবই নরমগোছের লোক ছিলেন আর মানবীয় পরিস্থিতির অত্যন্ত ভাসাভাসা ও অপর্যাপ্ত ধারণা নিয়ে আইন প্রণয়ন করেছিলেন।

ক্রেইনিয়াসঃ একথা কী করে বলছেন?

অ্যাথেনীয়ঃ প্রিয়বর, আমি যুক্তির যে-পরম্পরার কথা উল্লেখ করলাম, তার বিষয়ে
যেহেতু তাঁরা ভীত ছিলেন, তাই একজন মানুষ যেভাবে তাঁর সম্পত্তি বিলিবণ্টন ৯২৩এ
করতে ইচ্ছা পোষণ করতেন, তদনুযায়ীই তা সম্পাদন করার সুযোগ করে দিয়ে তাঁরা আইন প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু আপনার নগরীতে যখন লোকজন মৃত্যুর দুয়ারে এসে উপস্থিত হবে, তখন আপনি-আমি হয়ত অধিকতর লাগসইভাবে তাদের কথার প্রত্যুত্তর দেবঃ

"বন্ধুবৃন্দ, আর বাস্তবিকপক্ষে 'একদিনের প্রাণিসকল',[৮] তোমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে তোমাদের পক্ষে নিজের সম্পত্তি সম্পর্কে সত্য কথাটি জানা এবং দেলফাইয়ের দেওয়াল লিখনে যেমন বলা হয়েছে – 'নিজেকে জানো' –তেমন জানা, অত্যন্ত কঠিন। সেজন্যই, আইনদাতা হিসেবে এই আইন করছি যে, তোমরা, এমনকি তোমাদের সম্পত্তিও, তোমাদের নিজের মালিকানাধীন নয়, বরং, সমভাবে তার মালিক হলো তোমার পুরো গোষ্ঠী, পূর্বপুরুষ এবং বংশধরেরা; আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে,
তোমাদের পুরো গোষ্ঠী এবং তার সম্পূর্ণ সম্পত্তির মালিক হলো নগরী। অবস্থাটি যখন ৯২৩বি
এমন, তখন, অসুস্থতা, অথবা, বয়সের কারণে তোমাদের নাজুকতার কালে, তোমাদের তোষামোদি করে কেউ যদি সর্বোত্তম কিছু করার বদলে তার উল্টো কোনও উইল করার ব্যাপারটি তোমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়, তবে তা সহ্য করার ব্যাপারে আমি কোনওমতেই সম্মত হব না। তোমাদের গোষ্ঠী ও সমগ্র নগরীর স্বার্থরক্ষা এবং ন্যায়তই ব্যক্তির স্বার্থকে গৌণ বলে বিবেচনা করা ব্যতীত অন্য কোনওভাবেই আমি আইন প্রণয়ন করব না। সুতরাং, তোমরা যখন তোমাদের তোমাদের ভ্রমণপথ – যা পুরোটাই
দেহের পথ – পেরুচ্ছ, তখন আমাদের প্রতি সংযম ও শুভেচ্ছা প্রদর্শন করঃ আমরা ৯২৩সি
তোমাদের ভবিষ্যতের হাল-হকিকতের প্রতি দৃষ্টি রাখব এবং একেবারে খুঁটিনাটিসহ তোমাদের সকল স্বার্থকে সুরক্ষা দেব।" ক্রেইনিয়াস, তবে এই হোক জীবিতদের জন্য, সেইসাথে মৃতদের জন্যও, উৎসাহ-উদ্দীপনাময় বচন এবং মুখবন্ধ।

www.pathagar.com

উইল এবং উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তির আইন

বাস্তব আইনটি হলো এমন:

লিখিত উইল করে যে-ব্যক্তি তাঁর সম্পত্তির বিলিবণ্টন করবেন, তাঁর যদি সন্তানাদি থাকে, তাহলে প্রথমেই যা করতে হবে তা হলো এমনঃ যে তাঁর মতে উত্তরাধিকারী হবে বলে যোগ্য বিবেচিত হয়, প্রথমেই তিনি তার নাম লিখবেন এবং তাঁর যদি আরও সন্তানসন্ততি থাকে, যাদের তিনি অন্যদের পোষ্যগ্রহণের
৯২৩ডি জন্য প্রদান করবে বলেন স্থির করেছেন, তাদের নামও সেইসাথে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। তখনও যদি দেখা যায় যে, কোনও বরাদ্দকৃত এস্টেটই তার কোনও একটি পুত্রকে গ্রহণ করেনি, তার বিলি-বণ্টন বাকি আছে, যাকে সম্ভবত আইনের মাধ্যমে কোনও একটি উপনিবেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, সেক্ষেত্রে পিতা পারিবারিক এস্টেট ও তার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ব্যতীত তার ইচ্ছেমাফিক পরিমাণের সম্পত্তি তাঁর সেই পুত্রকে দিতে পারবেন; যদি তার একাধিক পুত্র এমন অবস্থায় থাকে, তবে এস্টেটের সম্পত্তি ব্যতীত বাকি সম্পত্তি তিনি তাঁর ইচ্ছেমাফিক অনুপাতে তাঁদের মধ্যে বণ্টন করবেন। কিন্তু যে-পুত্রের বাড়ি আছে, তাকে যেন তিনি কোনওক্রমেই তাঁর সম্পত্তি বণ্টন না
৯২৩ই করেন। কন্যার ক্ষেত্রেও তাঁর একই নীতি অনুসরণ করা উচিত – কারও সাথে যদি সেই কন্যার বিবাহের কথাবার্তা পাকা হয়ে থাকে, তবে তিনি তাকে সম্পত্তি প্রদান করতে পারবেন না, আর যদি তা না হয়ে থাকে, তবে তাকেও বণ্টন করে সম্পত্তি দিতে পারবেন। উইল করার পর যদি দেখা যায় যে, তাঁর কোনও পুত্র বা কন্যা ম্যাগ্নেসিয়ায় কোনও এস্টেটের স্বত্বাধিকারী, তাহলে তার উচিত হবে প্রয়াত সেই উইলকারীর উত্তরাধিকারীকে প্রাপ্ত সেই সম্পত্তি ফেরত দেওয়া। উইলকারীর যদি কোনও পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকে, কেবল নারী উত্তরাধিকারী থাকে, তাহলে তিনি তাঁর ইচ্ছেমাফিক যে-কোনও কন্যাকে নির্বাচন করবেন এবং তার উইলে সেই কন্যার স্বামীকে তাঁর নিজের পুত্র হিসেবে নির্দেশ করে তাকে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে লিপিবদ্ধ করবেন। জন্ম-নেওয়া অথবা পোষ্য হিসেবে গৃহীত কোনও পুত্র যদি শিশুকালেই, পুরুষদের মাঝে স্থানগ্রহণের আগেই, মৃত্যুবরণ করে, সেই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থাতেও,
৯২৪এ একজন মানুষের উইলে লিখিতভাবে নির্দেশ করা উচিত কে তার উত্তরাধিকারীর স্থান দখল করবে, আর আশামতো কার ভাগ্য হবে সুপ্রসন্ন। যখন একজন নিঃসন্তান মানুষ তাঁর উইল লিখবেন, তখন তিনি তাঁর অর্জিত সম্পত্তির এক-দশমাংশ সংরক্ষিত রাখতে পারবেন এবং ইচ্ছেমাফিক যে-কাউকে তা দান করতে পারবেন; তাঁর বাকি সকল সম্পত্তি পোষ্য-নেওয়া উত্তরাধিকারীর জন্য রেখে দেওয়া উচিত, যাতে আইনের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি তাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ ক'রে এবং তার প্রতি যথাযথ আচরণ ক'রে তার শুভেচ্ছা অর্জন করতে সক্ষম হন।

কোনও ব্যক্তির সন্তানদের যদি অভিভাবকের প্রয়োজন হয় এবং মৃত ব্যক্তি যদি তাঁর সম্পাদিত উইলে লিখিতভাবে বর্ণনা করে থাকেন তাদের ক'জন

www.pathagar.com

অভিভাবক থাকবে, এবং কারা হবেন সেই অভিভাবক (তবে তারা যেন সেই
দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ইচ্ছুক ও প্রস্তুত থাকেন), তবে সেভাবে-লিপিবদ্ধ ৯২৪বি
অভিভাবক বাছাইয়ের বিষয়টি বাধ্যতামূলক হবে। কিন্তু কেউ যদি কোনও উইল না করে, অথবা, উইলে কোনও অভিভাবক নির্বাচনের বিষয়টি বাদ রেখে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে বৈধ অভিভাবক হবেন মাতা ও পিতার দিকের নিকটতম আত্মীয়পরিজন – মায়ের দিক থেকে দু'জন, পিতার দিকে দুজন এবং মৃত ব্যক্তির বন্ধুদের মধ্য থেকে একজন; কোনও এতিমের যদি তখন অভিভাবকের প্রয়োজন পড়ে, তাহলে আইনের অভিভাবকগণ তাদের নিয়োগ করবেন। সাধারণভাবে অভিভাবকত্ব এবং এতিম সংক্রান্ত বিষয়াদি সর্বদা
আইনের অভিভাবকগণ তদারকি করবেন; তারা জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নিজেদের ৯২৪সি
তিনটি দলে ভাগ করবেন এবং একদল একবছর, পরবর্তী একদল পরের একবছর করে পালাক্রমে পাঁচ বছর সেই দায়িত্ব পালন করবেন; এই পালায় যেন কোনও ব্যতিক্রম না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কোনও ব্যক্তি যদি একেবারেই কোনও উইল না করে মারা যান এবং তাঁর সন্তানদের অভিভাবকের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তাদের দুঃখদুর্দশা লাঘবের জন্য
একই আইনকে কার্যকর করা উচিত। কিন্তু, তিনি যদি অভাবিত দুর্ঘটনায় ৯২৪ডি
নিপতিত হন এবং কেবল কন্যাসন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে তাদের বিয়েশাদির ব্যবস্থা করার জন্য তিনটি বিবেচনার মধ্যে নিম্নোক্ত সম্ভাব্য দুটির প্রতি দৃষ্ট রেখে প্রণীত আইন নিয়ে যেন আইনপ্রণেতাদের তিনি ক্ষমা করেন: নিকট-আত্মীয়তা এবং নগরীর নিরাপত্তা। তৃতীয় যে-বিবেচনা, যা পিতা মেনে চলতেন, নামত, সকল নাগরিকের মধ্যে তার পুত্র এবং কন্যার বর হিসেবে চরিত্রবৈশিষ্ট্য এবং অভ্যাসের দিকে যা সবচেয়ে পছন্দনীয়, তা অনুসন্ধান করা
– আমার মতে এক্ষেত্রে এসব বিবেচনা বাদ রাখতে হবে; কারণ, এসব বিষয় ৯২৪ই
অনুসন্ধান করা এক অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং কীভাবে সবচেয়ে সুচারুরূপে এক্ষেত্রে প্রতিবিধান করা যায় তার আইন হলো নিম্নরূপ:

কোনও ব্যক্তি যদি উইল না করে এবং কেবল কন্যাসন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন, তবে পিতার দিক থেকে তার ভাই (অথবা, মায়ের দিক থেকে ভাই, যিনি নিজে কোনও এস্টেটের বরাদ্দ পাননি) সেই কন্যা এবং তার এস্টেটের দায়িত্ব নেবেন। যদি কোনও ভাই না থাকে এবং জীবিত ভ্রাতুষ্পুত্র থাকে, আর পক্ষদ্বয় যদি একই ধরনের বয়েসী হয়, তবে একই পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে। এসবের কোনওটি যদি লভ্য না হয়, তবে একই আইনের আওতায় বোনের কোনও একজন পুত্র তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে। এই পরম্পরায় পরবর্তী ব্যক্তি হলো মৃত ব্যক্তির পিতার ভাই, তারপর আছে ভাইয়ের পুত্র এবং পরিশেষে মৃত ব্যক্তির পিতার বোনের পুত্র। যেক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি কেবল মেয়েসন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর উত্তরাধিকার পরম্পরায় আত্মীয়তার একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে – ভাই এবং ভাইয়ের ও বোনের পুত্রের মধ্য
দিয়ে তা পরবর্তী প্রজন্মে বর্তাবে; একই প্রজন্মে পুরুষ সর্বদা নারীর তুলনায় ৯২৫এ

অগ্রাধিকার পাবে। বিবাহের ক্ষেত্রে বয়সের ভারসাম্য, অথবা, ভারসাম্যহীনতা নির্ধারণ করবেন পরিদর্শক বিচারক; তিনি পুরুষদের বিচার করবেন নগ্ন অবস্থায় দেখে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখবেন নাভি পর্যন্ত খোলা অবস্থায়। যদি এমন দেখা যায় যে, পরিবারটির আত্মীয়স্বজনে ঘাটতি আছে, এমনকি মৃত ব্যক্তির ভাইয়েরও কোনও পৌত্র নেই, অথবা, মৃত ব্যক্তির পিতামহেরও কোনও পুত্রসন্তান নেই, তাহলে তাঁর অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে
৯২৫বি তাঁর পছন্দমতো অন্য যে-কোনও নাগরিককে নির্বাচন করা যাবে এবং তাতে যদি সেই পুরুষ কোনও আপত্তি না করে, তবে সে-ই হবে সেই ব্যক্তির উত্তরাধিকারী এবং কন্যার বর। যাহোক, 'সবার ওপরে হলো নমনীয়তা': এমন হতে পারে যে, নগরীতে যোগ্য পাত্রের সরবরাহে প্রচণ্ড ঘাটতি রয়েছে এবং পাত্রী যদি দেখতে পায় যে, তার বয়েসীদের মধ্যে কাউকেই তার যোগ্য বলে মনে হচ্ছে না এবং এমন একজন কেউ আছে যাকে তার পছন্দ এবং তাকে উপনিবেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার ইচ্ছে হলো সে-ই তার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, সেক্ষেত্রে সে যদি তার আত্মীয় হয়ে থাকে,
৯২৫সি তাহলে আইন অনুসরণে তার সেই এস্টেটে প্রবেশ করা উচিত; আর সে যদি মেয়েটির গোষ্ঠীর না হয়ে থাকে আর সেই এস্টেটে যদি কোনও নিকট-আত্মীয় বাস না করে, তাহলে মৃত ব্যক্তির সেই মেয়েটি এবং সেইসাথে তার অভিভাবকদের পছন্দের বদৌলতে সে বাড়ি ফেরার, সেই কন্যাকে বিয়ে করার এবং উইল করতে ব্যর্থ-হওয়া এই ব্যক্তির এস্টেট বরাদ্দ পাওয়ার, যোগ্যতা অর্জন করবে।

আইনের কাঠিন্য কী করে প্রশমন করা যাবে

কোনও ব্যক্তি যদি কোনও পুরুষ, অথবা, মেয়ে উত্তরাধিকারী না রেখে এবং কোনও উইল না করে, মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে অবস্থাটি সামাল দিতে হবে পূর্ববর্ণিত আইনের মাধ্যমে এবং সেই গোষ্ঠীর একজন নারী ও একজন
৯২৫ডি পুরুষের যারাই যৌথভাবে পরিত্যক্ত এস্টেটে প্রবেশ করবে, তাদের হাতেই আইনগতভাবে সেই এস্টেটের স্বত্ব বর্তাবে: প্রথম অধিকার পাবে ভগিনী, তারপর দ্বিতীয় অধিকার পাবে ভাইঝি, তৃতীয় বোনের সন্তান-সন্ততি, তথা, ভাগ্নে-ভাগ্নি, চতুর্থ ফুফু, পঞ্চম, পিতার ভাইয়ের সন্তান (চাচাতো ভাইবোন), আর ষষ্ঠ হচ্ছে পিতার বোনের সন্তান-সন্ততি (ফুফাতো ভাইবোন)। এই তালিকার একজন রমণীর ঘর বাধা উচিত আত্মীয়তার নৈকট্য এবং ধর্মের দাবি অনুসরণে অন্য তালিকার কোনও পুরুষের সাথে; ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়টির সংস্থান করেছি।

কিন্তু আমরা যেন এ ধরনের আইনের অসহনীয় প্রকৃতি ভুলে না যাই। কোনও মৃত ব্যক্তির নিকট-আত্মীয়কে তার আত্মীয় পর্যায়ের কোনও রমণীকে
৯২৫ই এমন আইনের দ্বারা বিয়ে করতে বলা, যা দৃশত অগণিত সব অসুবিধাকে

www.pathagar.com

বিবেচনায় নেয় না, এবং যা স্বেচ্ছায় এ-ধরনের নির্দেশ প্রতিপালনে বাধার সৃষ্টি করে, এবং যার জন্য নির্দেশ প্রতিপালনের বদলে তারা যে-কোনও কিছু সহ্য করাকে শ্রেয়তর মনে করে, তা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দেখা দিতে পারে; আমি এখানে সেইসব অসুবিধা, অর্থাৎ, যে-পুরুষ অথবা রমণীকে বিয়ে করতে বলা হয়, তার শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা, অথবা, খুঁতকে বোঝাতে চাচ্ছি। আমি সাহস করে এমন কথাও বলতে পারি যে, কিছু মানুষ মনে করে আইনদাতা যেন এসব বিষয় নিয়ে একবারেই মাথা না ঘামান; কিন্তু তাদের কথা ভুল। সুতরাং, যিনি আইন করছেন এবং যাদের জন্য আইন করা হচ্ছে, তাদের জন্য আমরা অনেকটা নিরপেক্ষ যৌথ মুখবন্ধ রচনা করছি। এতে আইনদাতার পক্ষে কিছু কথা বলা যাক আর যাদের জন্য আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে, তাদের পক্ষেও কিছু বলা যাক; আইনদাতাগণকে ক্ষমা করে দেওয়ার
জন্য যাঁরা আদেশ দেন, তাঁদের প্রতিও আমরা অনুরোধ রাখি, কারণ, তাদের ৯২৬এ
সাধারণ মঙ্গলের প্রতি উদ্বেগের কারণে ব্যক্তিমানুষ যেসব বিড়ম্বনার মধ্যে নিপতিত হয়, সেই জিনিসের প্রতি সুবিচার করা আইনদাতার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে; আর যে-সব মানুষের জন্য আইনদাতার নিয়মকানুন তৈরী করা হয়, তাদেরও ক্ষমা করে দেওয়া উচিত; কারণ, তিনি তাঁদের যে-সব আদেশ দেন, সেই আদেশ প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে সময় সময় তাঁদের অক্ষমতা দেখা দেয়।

ক্লেইনিয়াস: বেশ, আগন্তুকবর, এসব বিষয়ের প্রতিবিধান করার ক্ষেত্রে তাহলে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত উপায় কী হবে?

অ্যাথেনীয়: ক্লেইনিয়াস, এ-ধরনের আইন যাদের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে, তাদের মধ্যে আপোষরফা করার জন্য আমাদেরকে লোক নির্বাচন করতে হবে।

ক্লেইনিয়াস: তা কী করে করা যাবে?

অ্যাথেনীয়: কখনও কখনও এমন হবে যে, একজন ধনী পিতার সন্তান – একজন ৯২৬বি
ভাইপো, হয়ত স্বেচ্ছায় তার পিতৃব্যের কন্যার পাণি গ্রহণে আগ্রহী হবে না, কারণ, সে হয়ত আরও বড় কোনও সুযোগের আশা করছে, আরও ভালো বিবাহের কথা ভাবছে; অন্য কোনও কেইসে হয়ত দেখা যাবে যে, সেই ব্যক্তির আইন অমান্য করা ছাড়া কোনও পথ নেই, কারণ আইনদাতা যে-সব নির্দেশ প্রণয়ন করেছেন, তাতে অবর্ণনীয় ঝামেলার সৃষ্টি হবে; উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা যদি তাকে এমন কারও সাথে বিবাহ দিতে চান, যে উন্মাদ, অথবা, যার এমন ভয়ঙ্কর শারীরিক, অথবা, মানসিক খুঁত রয়েছে, যার কারণে স্বামী হিসেবে তার জীবন আর যাপনযোগ্য থাকবে না। সুতরাং, আইনে এই নীতিটি নিম্নোক্ত শর্তসহ যোগ করতে হবে:

বাস্তবে যদি লোকজন উইল, অথবা, অন্য যে-কোনও পয়েন্টে, বিশেষত বিয়েশাদীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, প্রতিষ্ঠিত আইনকে আক্রমণ করে এবং শপথ করে
বলে যে, আইনপ্রণেতা যদি বেঁচে থাকতেন এবং সশরীরে উপস্থিত থাকতেন, ৯২৬সি
তাহলে তাদের এখন যে-পথে অগ্রসর হতে বাধ্য করা হচ্ছে (এই পুরুষটিকে, অথবা, ঐ রমণীটিকে বিবাহ করা) সে-পথের কোনওটিতে চলতে তিনি তাকে

www.pathagar.com

বাধ্য করতেন না, কিন্তু আত্মীয়স্বজনদের কেউ একজন, অথবা, কোনও একজন অভিভাবক, বিপরীত একটি পথ বেছে নিয়েছেন বলেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তখন অবশ্যই এমন ঘোষণা করতে হবে যে, আইন পনেরজন আইনের অভিভাবককে মেয়ে ও পুরুষ এতিমদের ক্ষেত্রে
৯২৬ডি মধ্যস্থতাকারী ও পিতা হিসেবে স্থির করেছে; সুতরাং, এসব ব্যাপার নিয়ে মামলার উদ্ভবকালে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পক্ষদ্বয়কে তাঁদের কাছে যেতে হবে এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে তাঁরা বাধ্য থাকবেন। অভিযোগকারী যদি বিশ্বাস করেন যে, আইনের অভিভাবকদের ওপর অনেক বেশি পরিমাণে কর্তৃত্বমূলক দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, তাহলে তিনি মামলাটি নির্বাচিত বিচারকদের আদালতে নিয়ে যেতে পারবেন এবং বিবাদমান ইস্যুতে সিদ্ধান্ত লাভের উদ্যোগ নিতে পারবেন। LXXV. **তিনি যদি রুজু করা মামলায় হেরে যান তবে তাঁর ভাগ্যে জুটবে আইনদাতার দোষারোপ ও তিরস্কার – যার ঘটে কিছু বুদ্ধিবিবেচনা আছে, তার কাছে তা বিপুল পরিমাণের অর্থদণ্ডের চাইতে অধিকতর কঠোর দণ্ড।**

এতিমদের দেখভাল করা

এর প্রভাব এমন হওয়া উচিত যে, তা শিশুসন্তানদের এক ধরনের দ্বিতীয় জন্ম
৯২৬ই দান করবে। প্রথম জন্মের পর তাদের সবাইকে যে-প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে তা আমরা ইতোমধ্যেই বর্ণনা করেছি; এই দ্বিতীয় ও পিতামাতাহীন জন্মের পর, আমাদের লক্ষ রাখতে হবে যেন দুর্ভাগ্য যাদের বঞ্চিত এবং এতিম করেছে, তাদের যেন সেই হতভাগ্য অবস্থার জন্য করুণা করা না হয়। প্রথমেই, যাঁরা আইনের অভিভাবক হয়েছেন – যাঁরা মূল পিতামাতার বিকল্প পিতামাতা হিসেবে চলনসই পর্যায়ে উত্তম – তাঁরা তাদের জন্য আইন প্রণয়ন করবেন; সংশ্লিষ্ট বছরে আইনের যে তিনজন অভিভাবক কর্তব্যরত থাকবেন, তাঁদের প্রতি আমাদের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ থাকবে তাঁরা যেন এই এতিমদের এমনভাবে দেখভাল করেন যেন বা তারা তাঁদের সন্তান; এতিমদের শিক্ষার বিষয়ে এইসব আধিকারিক ও অভিভাবকের জন্য আমরা যথাযোগ্য প্রস্তাবনা রচনা করব। আমার বিশ্বাস, আমাদের ভাগ্য ভাল – পরলোকে গমনকারী মানুষজনের আত্মা কী করে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষমতার
৯২৭এ অধিকারী হয় এবং জীবিত মানুষের ক্রিয়াকাণ্ডে তাদের আগ্রহের কারণে তারা কীভাবে তা ব্যবহার করে, ইতোমধ্যেই আমরা তা বর্ণনা করেছি। যেসব কাহিনি এ-বিষয়গুলো তুলে ধরে তা সত্য, কিন্তু, সেইসাথে দীর্ঘও বটে; তাই এ-বিষয়ে যে প্রাচীন এবং বহুলপ্রচলিত ঐতিহ্য আছে, তা-ই আমাদের বিশ্বাস করা উচিত; অধিকন্তু, আইনদাতাদের যদি কেউ পুরোদস্তুর নির্বোধ না ভাবেন, তবে তাঁরা যে এই মতবাদটিকে সত্য বলেন, তা-ও সত্যি বলে ধরে নেওয়া উচিত। বাস্তবিকপক্ষে অবস্থাটি যদি এমনই হয়, তাহলে, ***প্রথমত,***

www.pathagar.com

একজন অভিভাবকের এমন ভয় করা উচিত যে, ওপরে যে-দেবতাগণ রয়েছেন, তারা অবগত আছেন এতিমগণ কতটাই না বঞ্চিত; আর দ্বিতীয়ত, পরলোকে গমনকারী আত্মার সহজাত প্রবৃত্তি হলো গভীরভাবে নিজের সন্তানদের ওপর দৃষ্টি রাখা, তাদের ৯২৭বি
দেখভাল করা, তাদের যারা সম্মান করে, তাদের প্রতি সদাশয়তা প্রদর্শন করা এবং যারা তাদের প্রতি বিরূপ আচরণ করে, তাদের বিরুদ্ধাচারণ করা। অধিকন্তু, সেইসব লোকের প্রতিক্রিয়াকেও তাঁর ভয় করা উচিত, যারা বয়সে পরিপক্ব, যারা সম্মানে উচ্চ এবং এখনও বেঁচে আছেন; কারণ, যেখানে একটি নগরী উত্তম আইনের মাধ্যমে সমৃদ্ধি লাভ করবে, সেখানে তাদের নাতিনাতনিরা আনন্দময়, স্নেহ-মমতায় ভরপুর এক পৃথিবী সৃষ্টি করবে – আর তাদের প্রতি বৃদ্ধ মানুষজনের দৃষ্টি ও শ্রবণেন্দ্রিয় থাকবে তীক্ষ্ণ ও গভীরঃ আপনি যদি একজন এতিমকে নিয়ে সঠিক কাজ করেন, তবে ৯২৭সি
তাঁরা আপনার প্রতি সদয় হবেন আর অপরদিকে আপনি যদি একজন এতিমের নাজুক অবস্থার সুযোগ নেন, তখন অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা আপনার প্রতি বিরূপ হয়ে পড়বে, কারণ, তাঁরা এতিমদের সর্বোচ্চ এবং পবিত্র আমানত বলে মনে করেন। একজন অভিভাবক, অথবা, আধিকারিক যদি তাঁর কর্তব্যের প্রতি সামান্যতম ধারণাসম্পন্নও থাকেন, তবে তাঁকে এইসব হুঁশিয়ারির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং যদি দায়িত্ববোধসম্পন্নও হন, তবে এতিমদের যতভাবে সম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করে তাদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার প্রতি যত্নবান হবেন – যেন বা তিনি নিজের প্রতি এবং নিজের পরিবারের মঙ্গলের প্রতি অবদান রাখছেন।

এই কিংবদন্তি যে বিশ্বাস করে এবং এতিমদের প্রতি কোনও খারাপ আচরণ করা থেকে বিরত থাকে, সে অবশ্যই এ-বিষয়ে আইনদাতার ভয়ঙ্কর রোষের সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে পরিত্রাণ পাবে। LXXVI. **কিন্তু কেউ যদি তা মান্য করতে অস্বীকার করে এবং যে শিশুটি তার পিতা, অথবা, মাতাকে হারিয়েছে, তার** ৯২৭ডি
কোনও ক্ষতি করে, তবে পিতা মাতা উভয়ের বেঁচে থাকার কালে তার বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ করলে সেই অপরাধীকে যে-ক্ষতিপূরণ দিতে হতো, এক্ষেত্রে তার দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

কিন্তু একজন এতিমের প্রতি অভিভাবকের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং অভিভাবকের ওপর আধিকারিকের তদারকির জন্য আদতেই কি আমাদের সুনির্দিষ্ট আইনের প্রয়োজন? স্বাধীনভাবে জন্ম-নেওয়া বাচ্চাকাচ্চাদের কীভাবে বড় করতে হয়, তাদের সন্তানসন্ততিকে কীভাবে তারা শিক্ষা দেয় এবং তাদের ব্যক্তিগত সহায়-সম্পত্তিকে কীভাবে তারা সংস্থান করে, তার একটি প্যাটার্ন তো ইতোমধ্যেই তাদের জানা হয়ে গেছে – তাদেরকে কোন্ নিয়মকানুনের ৯২৭ই
মাধ্যমে পরিচালিত করতে হবে, তা তো অনেকটাই নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। তা যদি না থাকত, তবে একটি বিশেষ ও আলাদা ক্যাটিগরি হিসেবে অভিভাবকত্ব সম্পর্কিত আইনকানুন প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হত এবং তার ক্ষেত্রে বিশেষ ও নিজস্ব শাসনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এতিমদের জীবনকে অন্যান্য শিশুদের চাইতে ভিন্ন করে তোলা যেত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, আমাদের নগরীতে একজন পিতার আশ্রয়ে যে-সন্তান লালিতপালিত হয়, তার সাথে একজন এতিমের খুব একটা হেরফের নেই; তবে জনসাধারণের চোখে তাদের সন্তানেরা যে-পরিমাণ মনোযোগ লাভ করে,

www.pathagar.com

৯২৮এ তার বিচারে এতিমাবস্থা খুব একটা কাম্য নয়। সেজন্যই এই বিষয়টি – এতিমদের নিয়ে নিয়ম-কানুন – সুরাহা করার জন্য আইন উৎসাহ প্রদান ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এতটা গভীরে প্রবেশ করেছে।

তৎসত্ত্বেও, নিম্নোক্ত হুমকি সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হতে পারে: যিনি কোনও বালক অথবা বালিকার অভিভাবক হিসেবে কাজ করবেন, আর যিনি অভিভাবকের ওপর রক্ষক হিসেবে তদারকি করবেন, তাঁকে আবশ্যিকভাবেই দুর্ভাগের বশে পিতামাতা হতে বঞ্চিত হওয়া সেই শিশুকে দেখাতে হবে যে, তিনি তাঁর বাচ্চাকে যেমন স্নেহমমতা করেন, তাকেও তার থেকে কোনও অংশেই কম করেন না, তাঁর নিজের সম্পত্তি তিনি যেমন যত্নসহকারে রক্ষা করেন, তাঁর আওতাধীন নাবালকের সম্পত্তিও তিনি তেমন যত্ন করেই, বাস্ত
৯২৮বি বিকপক্ষে অধিকরতর যত্ন করে, দেখাশোনা করেন। যাঁরাই এতিমদের অভিভাবক হন, তাঁদের প্রত্যেকের এই একটি আইন অনুসরণ করতে হবে।

LXXVII. **কিন্তু কেউ যদি এসব ব্যাপারে এই আইনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কাজ করে, তাহলে আধিকারিকগণের হাতে অভিভাবকগণ শাস্তি পাবেন, অথবা, একজন অভিভাবক আধিকারিককে (ম্যাজিস্ট্রেট) নির্বাচিত বিচারকদের আদালতে উপস্থিত করবেন এবং আদালত কর্তৃক প্রাক্কলিত ক্ষতির দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ আদায় করবেন। কোনও অভিভাবক অবহেলা, অথবা, অপকর্ম করছেন মর্মে যদি কোনও আত্মীয়, অথবা, বস্তুত কোনও নাগরিক সন্দেহ করেন, তবে একই আদালত তার বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করবে।** LXXVIII. **অভিযোগ যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তবে তিনি যে-পরিমাণ ক্ষতি সাধন করেছেন বলে স্থির হয়, তাঁকে অবশ্যই তার চারগুণ দণ্ড দিতে**
৯২৮সি **হবে; এর অর্ধেক পাবে সেই বালক বা বালিকা, আর অর্ধেক পাবে মামলায় জেতা বাদি।** কোনও এতিম সাবালক হওয়ার পর যদি এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তার অভিভাবক তার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছে, তবে সে অযোগ্য অভিভাবকত্বের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে; তবে, তা দায়ের করতে হবে অভিভাবকত্বের মেয়াদ শেষ হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে। LXXIX. **কোনও অভিভাবক যদি দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে আদালত সিদ্ধান্ত নেবে তাকে কী দণ্ড পোহাতে হবে, অথবা, জরিমানা দিতে হবে। অবহেলার মাধ্যমে কোনও এতিমকে আহত করার জন্য যদি কোনও ম্যাজিস্ট্রেটকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে আদালতকে অবশ্যই পরিমাপ করতে হবে সেই বাচ্চাটিকে কী পরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে দিতে হবে তাঁর; কিন্তু যদি এমন মনে হয় যে, অন্যায় করে তাকে আহত করা**
৯২৮ডি **হয়েছে, তাহলে তাকে তো জরিমানা দিতেই হবে, উপরন্তু, আইনের অভিভাবকদের ম্যাজিস্ট্রেসি থেকেও তাকে অপসারণ করা হবে, এবং দেশ ও নগরীর জন্য নগরীর সাধারণ কর্তৃত্ববলে তাঁর স্থলে অন্য একজন অভিভাবক নিযুক্ত করতে হবে।**

www.pathagar.com

সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চনা

যে-ধরনের তিক্ততা নিয়ে পিতাগণ তাঁদের সন্তানদের সাথে এবং সন্তানেরা তাদের পিতাদের সাথে ঝগড়াঝাটি করে, তা প্রায়শই সীমা অতিক্রম করে যায়। পিতা ভাবেন যে, আইনপ্রণেতাদের উচিত তাঁকে এমন আইনগত কর্তৃত্ব দেওয়া, যাতে ইচ্ছা করলে তিনি একজন নকীবের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে এই ঘোষণা দিতে পারেন যে, আইনের সুযোগ অনুযায়ী তাঁর পুত্র আর তাঁর পুত্র
নেই; আর অপরপক্ষে, পুত্ররা বিশ্বাস করে, তাদের পিতা এমন যে, তাঁর ৯২৮ই
রোগবালাই ও বৃদ্ধ বয়স এক অসম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং উন্মাদ বলে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ ধরনের বিরোধ তখনই দেখা দেয়, যখন সাধারণত মানুষের চরিত্র সংশোধনাতীত দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কারণ, দুর্নীতি যদি একপক্ষে সীমাবদ্ধ থাকে – যেমন দেখা গেল পুত্র দুর্নীতিপরায়ণ, কিন্তু পিতা নন, অথবা, এর উল্টো অবস্থা বিদ্যমান – তখন যে-তিক্ত অনুভূতির সৃষ্টি হয়, তা এমন বিপত্তি পর্যন্ত গড়ায় না। অন্য কোনও রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থায় কোনও সন্তান যদি পিতা কর্তৃক ত্যাজ্য হয়, তবে সে আবশ্যিকভাবে নগরীহীন ব্যক্তি বলে গণ্য হবে না, কিন্তু ম্যাগ্‌নেসিয়ার ক্ষেত্রে – যেখানে এই আইন প্রযোজ্য হবে, সেখানে একজন পিতা যদি তার পুত্রকে ত্যাজ্য করেন, তবে সেই পুত্র দেশ ছেড়ে অন্য কোনও দেশে চলে যেতে বাধ্য হবে; তার কারণ হলো পাঁচ হাজার চল্লিশ খানার সাথে অধিক
আর একটি খানাও যোগ করা যাবে না। পরিণামে, তার ওপর আইনগতভাবে ৯২৯এ
শাস্তি প্রয়োগ করার পূর্বেই তাকে শুধু যে তার পিতা কর্তৃক অস্বীকৃত হতে হবে তা-ই নয়, পুরো গোষ্ঠীকেই অস্বীকার করতে হবে তাকে। এ ধরনের কোনও কেইসে যে-পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, তা অনেকটা এমন:

ন্যায্যভাবেই হোক, বা তা না-ই হোক, কারও যদি এমন চূড়ান্ত দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হয় যে, যে-সন্তানকে তিনি তাঁর ঔরসে জন্ম দিয়েছেন, লালন-পালন করেছেন, তাকে গোষ্ঠী থেকে বহিষ্কার করার বাধ্যবাধকতা দেখা দিয়েছে, তখন তা যেন হেলাফেলা করে এবং মুহূর্তের উত্তেজনায় না করা হয়।
সর্বপ্রথমে তাকে নিজের দিকের চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো ভাই পর্যন্ত সমস্ত ৯২৯বি
আত্মীয়স্বজনকে এবং পুত্রের মায়ের দিকের একই স্তরের সমস্ত আত্মীয়কে, একত্রে সমবেত করতে হবে এবং তাদের সম্মুখে পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে হবে এবং তাদের সামনে ব্যাখ্যা করতে হবে কেন তাকে সমবেতভাবে পরিবার থেকে ত্যাজ্য করা দরকার। পুত্রেরও অধিকার থাকবে তার উত্তর দেওয়ার; সে-ও যুক্তি দিতে পারবে কেন এসব দণ্ড তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পিতা যদি তার অভিযোগ অব্যাহত রাখেন এবং আত্মীয়-স্বজনদের অর্ধেকেরও বেশি ভোট লাভ করেন (তিনি নিজে, মা এবং অভিযুক্ত
পুত্র এবং যারা এখনও সাবালক হয়নি এমন পুরুষ ও নারী আত্মীয়কে ৯২৯সি
ভোটদানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না) তাহলে এই পদ্ধতি এবং এইসব শর্ত অনুসারে তিনি তাঁর পুত্রকে ত্যাজ্য করতে পারবেন; তবে অন্য কোনও

www.pathagar.com

পদ্ধতিতে এই কাজ সম্পন্ন করা যাবে না। সেই ত্যাজ্য পুত্রকে যদি অন্য কোনও নাগরিক পালক নিতে চায়, তবে কোনও আইনই তাকে বাধা দিতে পারবে না (একজন উঠতি বয়েসী যুবকের চরিত্র প্রকৃতিগতভাবে জীবনের বাঁকে বাঁকে প্রায়শ পরিবর্তিত হতে বাধ্য) কিন্তু দশ বছরের মধ্যেও যদি কেউ ত্যাজ্য সেই পুত্রকে নিজের পরিবারে গ্রহণ করতে আগ্রহী না হন, তাহলে
৯২৯ডি উপনিবেশের জন্য নির্বাচিত সন্তানদের তত্ত্বাবধায়কগণকে তাঁদের ডানার নিচে তাকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে অন্যদের মতো সে-ও একই উপনিবেশে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ভীমরতি

কিন্তু এমনও হয়ত দেখা যাবে যে, অসুস্থতা, অথবা, বৃদ্ধ বয়স, অথবা, বদমেজাজ, অথবা, এই তিনটির সবকিছু মিলে একজন বৃদ্ধ মানুষকে এমন স্বেচ্ছাচারী করে তুলেছে, যা সাধারণত এই বয়েসী লোকজনের মধ্যে দেখা যায় না এবং তা একমাত্র ঘনিষ্ঠজন ছাড়া কারও জানা নেই; আরও ধরা যাক, নিজের সম্পত্তি নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন ভেবে তিনি পারিবারিক সম্পত্তি নষ্ট করছেন; তাতে পুত্র প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ বোধ করে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে পাগল বলে অভিযোগ আনয়নে দ্বিধা করে। কিন্তু আইন বলে, তাকে
৯২৯ই এক্ষেত্রে আইনের বিধান মানতেই হবে। তাকে প্রথমে যেতে হবে আইনের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ অভিভাবকদের কাছে এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে তার পিতার দুর্ভাগ্যকে: তখন তারা যথাযথ অনুসন্ধান চালানোর পর তাকে উপদেশ দেবেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যাবে কি যাবে না। তাঁরা যদি তাকে অভিযোগ দায়ের করার পরামর্শ দেন, তবে তাঁদেরকে বাদিপক্ষে সাক্ষী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে হবে। LXXX. **রায়ে যদি পিতা দোষী সাব্যস্ত হন, তবে সারা জীবনের জন্য তিনি সম্পত্তির ওপর কর্তৃত্ব হারাবেন, তা নিয়ে সামান্যতম সিদ্ধান্তও নিতে পারবে না তিনি; জীবনের বাকি কাল তাকে বাচ্চার মতো তদারকি করা হবে।**

বিবাহবিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহ

যখন একজন পুরুষ ও তার স্ত্রী দুর্ভাগ্যজনকভাবে চারিত্রিক বৈপরীত্যের কারণে পরস্পরের সাথে বসবাস করাকে অসম্ভব বলে ভাবে, তখন মামলাটি দশজন
৯৩০এ মানুষ, তথা, আইনের মধ্যবয়েসী অভিভাবক এবং বিবাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহিলাদের অন্তর্গত সমবয়েসী দশজনের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাওয়া হবে। এই দম্পতির বিরোধ মিটমাট করার লক্ষ্যে তাঁরা যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, তা-ই মেনে নেওয়া হবে; কিন্তু যদি এমন দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিরাগ এত তীব্র যে মিটমাট সম্ভব নয়, তাহলে তাদের নিজেদের পছন্দমতো

সঙ্গী খুঁজে নেওয়াই সঙ্গত। এমন হতে পারে যে, সঙ্গীর মেজাজ অত্যন্ত চড়া; তখন সেই মানুষটির উচিত হবে ধীরমতি শান্তশিষ্ট চরিত্রের কোনও সঙ্গীকে খুঁজে নেওয়া। ঝগড়ারত দম্পতির যদি কোনও সন্তান না থাকে, অথবা, তাদের সন্তান-সংখ্যা যদি নেহাতই স্বল্প হয়, তাহলে নতুন সংসার স্থাপনের ক্ষেত্রে
সন্তান জন্মদানের বিষয়টি মনে রাখা উচিত; যে-সংসারে যথেষ্ট সংখ্যক সন্তানের ৯৩০বি
জন্ম হয়েছে, সেখানে বিবাহবিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহ জীবনসায়াহ্নে সঙ্গ এবং পারস্পরিক সাহায্যকে ত্বরান্বিত করবে।

স্ত্রী অথবা স্বামীর মৃত্যু

কোনও মহিলা যদি ছেলে এবং মেয়ে-সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে আমরা বাধ্যবাধক বলে নয়, উপদেশমূলক বলে, এমন আইনি বিধান প্রণয়ন করব, যেন স্বামী কোনও সৎমা চাপিয়ে না দিয়ে সন্তানদের বড় করে; কিন্তু যদি দেখা যায় যে, কোনও সন্তান নেই তাদের, তাহলে তিনি যেন পুনর্বার বিবাহ
করতে এবং তার সংসার এবং নগরীর জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সন্তানের জন্ম দিতে, ৯৩০সি
বাধ্য থাকেন। যদি যথেষ্ট সংখ্যক সন্তান রেখে স্বামী মৃত্যবরণ করেন, তবে তাদের মায়ের উচিত হবে সেই অবস্থানেই থেকে যাওয়া এবং সন্তানদের প্রতিপালন করে বড় করা; কিন্তু যদি এমন প্রতীয়মান হয় যে, নিজের দেহের ক্ষতিসাধন না করে বেঁচে থাকার জন্য তার বয়স বড্ড কম, তাহলে সেই মেয়ের অভিভাবকদের উচিত বিবাহের দায়িত্বে নিয়োজিত মহিলাদের তা অবগত করা এবং উভয় পক্ষের কাছে যা যথার্থ মনে হয়, তেমন পদক্ষেপ নেওয়া; আর যদি দেখা যায় যে, তখনও কোনও সন্তানের জন্ম হচ্ছে না, তখন সে-বিষয়টিও
তাঁদের মাথায় রাখা উচিত। (আইন অনুসারে নিম্নতম গ্রহণযোগ্য সন্তান-সংখ্যা ৯৩০ডি
নির্ধারণ করা হবে লিঙ্গপ্রতি একজন।)

মিশ্র সামজিক অবস্থানে জন্ম-নেওয়া সন্তান

যখন সন্তানের জনক-জননী সম্পর্কে কোনও বিতর্ক থাকে না, কিন্তু তাদের মধ্যে কাকে সেই সন্তান অনুসরণ করবে সে-সম্পর্কে রায় দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন একজন ক্রীতদাসী ও ক্রীতদাস, অথবা, একজন স্বাধীন মানুষ, অথবা, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মানুষের মধ্যকার মিলনজাত সন্তান সম্পূর্ণরূপে রমণীটির মালিকের সম্পত্তি হবে; কোনও স্বাধীন নারী যদি ক্রীতদাসের সাথে সহবাস করে, তাহলে তাদের মিলনজাত সন্তানের মালিক হবে সেই ক্রীতদাসের মালিক। কোনও স্বাধীন মানুষ যদি তার নিজের ক্রীতদাসীর মাধ্যমে, অথবা, স্বাধীন নারীর মাধ্যমে, অথবা, কোনও স্বাধীন নারী যদি তার নিজের ক্রীতদাসের মাধ্যমে সন্তান লাভ করে, তাহলে তার অবস্থাটি হবে স্ফটিকের মতোই স্পষ্ট:

www.pathagar.com

৯৩০ই মহিলা আধিকারিকগকে স্বাধীন নারীর সন্তানকে তার পিতাসহ এবং আইনের অভিভাবকগণকে একইভাবে স্বাধীন মানুষের সন্তানসহ তার মাতাকে অন্য দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে।

পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা

কোনও দেবতা, অথবা, কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ কখনওই তার পিতামাতাকে অবহেলা করার উপদেশ দেবেন না। বরং উল্টো, আমাদের পিতামাতাকে আমরা যে-সম্মানের আসনে আসীন করি, অথবা, অসম্মান করি, তাতে দেবতাকে কেমন পূজা করা হয়, তার বিষয়ে নিম্নোক্ত মুখবন্ধ যে কতটা প্রাসঙ্গিক তা অনুবাধন করার ক্ষেত্রে আমরা যেন বিচক্ষণ হই।

দেবতাদের সম্পর্কে সকল মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন আইন রয়েছে দু'ধরনের। কোনও কোনও দেবতাকে আমরা স্পষ্টত দেখতে পাই[9] এবং
৯৩১এ সম্মান প্রদর্শন করি; অন্য দেবতাদের পূজার উদ্দেশ্যে আমরা তাদের প্রতিমূর্তি তৈরি করি[10]; তাঁদের যদিও কোনও আত্মা থাকে না, তবু তা আমাদের প্রভূত আনন্দ দেয়; এর মাধ্যমে আমরা বিশ্বাস করি যে, ঐসব দেবতা – যাদের আত্মা আছে, – আমাদের প্রতিমা-পূজার মাধ্যমে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা বোধ করেন। তার অর্থ হল, কারও বাড়িতে যদি জীবিত পিতা অথবা মাতা, অথবা তাদের পিতা অথবা মাতা থাকে, যাঁরা বয়সের ভারে ন্যুব্জ এবং মহামূল্যবান সম্পদ হিসেবে অবস্থান করেন[11] তাঁর কখনও একথা ভোলা উচিত নয় যে, অন্য কোনও প্রতিমাই বাড়ির খানায় প্রতিষ্ঠা-পাওয়া এই উপাসনালয়ের চাইতে অধিক পবিত্র হয়ে উঠবে না; এর মালিককে অবশ্যই সেই উপাসনালয়ের সঠিক যত্ন নিতে হবে।

৯৩১বি **ক্লেইনিয়াস:** আপনি 'সঠিক যত্ন' বলতে কী বুঝাতে চাইছেন?

অ্যাথেনীয় আগন্তুক : সেই কথাই বলছি। বন্ধুগণ, এ ধরনের বিষয় তো শোনার মতোই বিষয়।

ক্লেইনিয়াস: তাহলে বলুন না, আমরা শুনি।

অ্যাথেনীয়: ইদিপাসের কহিনিকে আমরা যে-দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, তাতে বলা হয় যে, তিনি যখন তাঁর পুত্রদের দ্বারা অপমানিত হন, তখন তিনি তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেন[12] – আপনারা তো জানেনই দেবতারা কীভাবে প্রার্থনা শুনেছিলেন এবং জবাব দিয়েছিলেন; সেই কাহিনি নিয়ে মানুষের কথার তো শেষ নেই। আমিন্তর একবার ফিনিক্সের ওপর প্রচণ্ডভাবে ক্ষীপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন[13] এবং তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন; থেসেউসও একই কাজ করেছিল হিপ্পোলিতাসকে নিয়ে[14] এবং এমনতরো হাজারো দৃষ্টান্ত আছে যা
৯৩১সি থেকে প্রতীয়মান হবে যে, সন্তানদের সাথে পিতামাতার বিরোধে দেবতারা পিতামাতার পক্ষ নেয়; আপনি দেখতে পাবেন পিতামাতা তাঁদের সন্তানদের যেমন অভিশাপ দিতে পারে, অন্য কেউই তেমন কার্যকরভাবে অভিশাপ দিতে পারে না; তা এক পরম সত্য। সুতরাং, একথা যদি সত্য হয়ে থাকে যে, যে-

www.pathagar.com

পিতামাতাকে তাঁদের সন্তানেরা দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে অপমান করে, দেবতাগণ তাঁদের প্রার্থনা শোনেন, তখন কি এমন ভাবাই যুক্তিযুক্ত নয় যে, এর উল্টোদিকে যখন আমরা আমাদের পিতামাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি, তখন তারা এতটাই খুশি হয় যে, তাঁরা কায়মনোবাক্যে দেবতাদের কাছে তাঁদের সন্তানদের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করেন এবং তখন
দেবতারা পূর্বের মতো একইভাবে সাড়া দেন এবং আমাদের জন্য তা কবুল ৯৩১ডি
করেন? আর তা যদি না হয়, তাহলে তো তাঁরা আশীর্বাদ প্রদান করবেন অন্যায়ভাবে – আমরা তো জানি, এ ধরনের কাজ করা একজন দেবতার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক এবং অনুপযোগী।

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: সুতরাং, আমরা এখন যে-কথা বলছি, তা হলো এমন: আমাদেরকে অবশ্যই একথা মানতে হবে যে, একজন মানুষ পূজা করার জন্য সবচেয়ে মূল্যবান যে-জিনিস লাভ করতে পারেন, তা হলো বয়সের ভারে ন্যুব্জ পিতা, বা পিতামহ, অথবা, একই অবস্থায় নিপতিত মাতা; কারণ, তিনি যখন তাঁদের ভক্তি করেন, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, তখন বিধাতা খুশি হন – আর তা-ই যদি না হত, তবে তিনি তাঁদের প্রার্থনার জবাব দিতেন না। আমাদের
পূর্বপুরুষরূপে 'জীবন্ত যে-প্রার্থনালয়' আছে, তা প্রাণহীন প্রার্থনালয়ের চাইতে ৯৩১ই
আমাদের জীবনকে অধিক কার্যকরভাবে প্রভাবিত করে, কারণ, আমরা যখন তাঁদের দেখাশোনা করি, তখন আমাদের প্রার্থনার যোগ দিয়ে তাঁরাও নিত্য দেবতার পানে আশীষের হাত তোলেন আর অন্যদিকে আমরা যখন তাঁদের অপমান করি, তখন তাঁরা দাঁড়ান আমাদের বিপক্ষে। সাধারণ প্রতিমা যেখানে এ-ধরনের কিছুই করে না, সেখানে একজন মানুষ যদি তার পিতা, অথবা পিতামহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়, তখন তিনি পূজার জন্য যে বস্তু লাভ করেন, তা দেবতাদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য অধিকতর প্রভাবশালী হয়ে দেখা দেয়।

ক্লেইনিয়াস: চমৎকার বলেছেন।

অ্যাথেনীয়: যে-মানুষেরই বোধবুদ্ধি থাকে তিনিই তাঁর পিতামাতার প্রার্থনাকে ভীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন; তাঁরা জানেন, যেসব ক্ষেত্রে তাদের প্রার্থনার জবাব
দেওয়া হয়েছে, তা সংখ্যায় বিপুল এবং সময়ের দিক থেকে ঘন ঘন। এই ৯৩২এ
যেখানে অবস্থা, সেখানে একজন ভাল মানুষ তো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার দিন পর্যন্ত তাঁর বয়স্ক পূর্বপুরুষদেরকে দেবতা-প্রেরিত[১৫] বলে মনে করবেনই; আর যখন তারা অপরলোকে চলে যাবেন, তখন পরবর্তী প্রজন্ম গভীরভাবে তাঁদের অভাব বোধ করবে এবং মন্দলোকদের জন্য তা ভয়াল হয়ে উঠবে। সবাই যেন এই যুক্তি বুঝে তা মনে রাখে, আর আইন তাদের পিতামাতাকে যে-সম্মান প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দিয়েছে, তা প্রদান করে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেউ যদি এমন নিবারণী-কথনের প্রতি বধির হওয়ার কুখ্যাতি অর্জন করে,[১৬] তবে তাঁকে সোজা করার জন্য সঠিক যে-আইন প্রণয়ন করতে হবে তা নিম্নরূপ:

www.pathagar.com

আমাদের এই নগরীতে যদি কোনও ব্যক্তি অনুচিতভাবে তার পিতামাতার প্রতি
৯৩২বি অবহেলাপরায়ণ হন, তাঁর পুত্রকুল ও সাধারণভাবে পরবর্তী অন্যান্য বংশধরের প্রতি যে-যত্নআত্তি প্রদর্শন করেন, এমনকি তার নিজের প্রতিও যে-পরিমাণ খেয়াল রাখেন, তা তাঁর পিতামাতার প্রতি না রাখেন, তখন অবহেলার শিকার সেই পিতামাতার উচিত সশরীরে উপস্থিত হয়ে, অথবা, কোনও সংবাদবাহকের মাধ্যমে, সর্বজ্যেষ্ঠ তিনজন আইনের অভিভাবককে এবং বিবাহের দায়িত্বে নিয়োজিত তিনজন মহিলাকে, সেই অবস্থা অবগত করা। বিষয়টিকে এই আধিকারিকদের আমলে নিতে হবে; যদি অপরাধী ত্রিশ বছরের
৯৩২সি কম বয়েসী হয়, তখন তাকে দোররা মেরে, জেলদণ্ড দিয়ে শাস্তি দিতে হবে, আর অপরাধী যদি কোনও নারী হয়, তবে সেই শাস্তি প্রদান করা হবে সেই নারীর বয়স আরও দশ বছরকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। অধিক বয়েসী মানুষজন যদি তাদের পিতামাতাকে অবহেলা করা (এবং সম্ভবত, বাস্তবে তাঁদের সাথে অসদাচরণ করা) অব্যাহত রাখে, তাহলে তাঁদেরকে নগরীর সবচেয়ে বেশি বয়স্ক একশত একজন নাগরিক সমন্বয়ে গঠিত আদালতের সামনে তলব করতে হবে। LXXXI. **সেক্ষেত্রে যদি তিনি দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে আদালতকে পরিমাপ করতে হবে তাঁকে কী পরিমাণ দণ্ড, অথবা, জরিমানা দিতে হবে; উল্লিখিত ব্যক্তি যে-পরিমাণ জরিমানা, অথবা, অর্থদণ্ড দিতে সক্ষম, তার**
৯৩২ডি **বিবেচনা যেন এই সিদ্ধান্তের বেলা বাদ রাখা না হয়**। কেউ যদি অত্যাচারের শিকার হওয়া সত্ত্বেও সেই কথা অবগত করাতে সক্ষম না হন, তবে স্বাধীন নাগরিকদের মধ্যে যে-ব্যক্তি সে-সম্পর্কে জানতে পারবেন, তিনিই কর্তৃপক্ষকে এ-ব্যাপারে সতর্ক করবেন। LXXXIL **তিনি যদি তা রিপোর্ট না করেন, তবে তাঁকে দুর্বৃত্ত বলে বিবেচনা করা হবে এবং ইচ্ছুক যে-কোনও ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে ক্ষতিসাধনের মামলা করতে পারবে**। সংবাদদাতা যদি একজন ক্রীতদাস হয়, তবে তাকে মুক্তি দিতে হবে; সে যদি অপরাধী, অথবা, অপরাধীর শিকার মানুষটির অধীন থাকে, তাহলে কর্তৃপক্ষ তাকে মুক্তি দেবে; কিন্তু সে যদি অন্য কোনও নাগরিকের মালিকানাধীন হয়ে থাকে, তবে গণভাণ্ডার থেকে মালিককে সেই অর্থ প্রদান করতে হবে। এই ধরনের সংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে কেউ যেন প্রতিশোধের শিকার হয়ে আহত না হয়, তার প্রতি ম্যাজিস্ট্রেটদের লক্ষ রাখতে হবে।

www.pathagar.com

২৫. বিবিধ আইন

বিষপ্রয়োগ এবং যাদুমন্ত্রের মাধ্যমে মারাত্মক জখম

এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্য ব্যক্তিকে বিষপ্রয়োগে ক্ষতিসাধন করার ক্ষেত্রে যেখানে ৯৩২ই
প্রাণনাশী পরিণাম ঘটে তা আমরা ইতোমধ্যে সুরাহা করেছি; কিন্তু খাদ্য, অথবা, পানীয়, অথবা, মলম ব্যবহার করে স্বেচ্ছাকৃত এবং পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে জখম করার মাধ্যমে সংঘটিত স্বল্পতর ক্ষতিকর কেইসসমূহ নিয়ে আমরা কোনও আলোচনা করিনি। এই প্রশ্নটি পরিপূর্ণভাবে সুরাহা করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় যে-ফ্যাক্ট, তা হলো এমন: যদি মানুষের সাথে সম্পর্কিত করে ধরা হয়, তবে বিষপ্রয়োগ হলো দু'প্রকার। প্রথমে আছে সেই ধরনের বিষপ্রয়োগ, যা বিশদভাবে উল্লেখ করেছি: প্রাকৃতিক উপায়ে সেখানে
ভৌত সামগ্রীর মাধ্যমে দেহে জখম করা হয়। অন্য রকম বিষপ্রয়োগ হলো ৯৩৩এ
জাদুটোনা করা, মন্ত্র করা এবং 'মোহিনীশক্তির' জালে আবদ্ধ করা: যেসব লোক এই পদ্ধতির শিকার, তারাই যে কেবল বিশ্বাস করে যে, ম্যাজিক করার ক্ষমতাধারী লোকজন তাদের মারাত্মকভাবে জখম করছে, তা নয়, এমনকি, যারা এইসব পদ্ধতি প্রয়োগ করে, তারাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এই পদ্ধতির মাধ্যমে তারা অন্যদের ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। এ-ধরনের এবং সমপ্রকৃতির প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে সত্য কথাটি কী, তা বের করা সহজ কাজ নয় আর কেউ যদি তা খুঁজে বের করতেও পারে, তবুও অন্যদের তা বিশ্বাস করানো কঠিন; যাদের মস্তিষ্ক পুরোপুরিভাবে পারস্পরিক অবিশ্বাসে
ভরপুর, তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করে কোনও লাভ হবে না: ৯৩৩বি
তারা যদি কখনও তাদের ঘরের দরোজার সামনে, অথবা, তিন রাস্তার মাথায়, অথবা, তাদের পিতামাতার কবরস্থানে ছাঁচেতৈরি মোমের মূর্তি দেখতেও পায়, তবু সবসময়ই তাদের তা উপেক্ষা করা উচিত, কারণ, তারা তো নিশ্চিত হতে পারবে না যে, এগুলো কাজ করে। এসব কিছুর অর্থ হলো বিষের ক্ষেত্রে যেভাবে তা প্রয়োগ করা হয়, তার ভিন্নতা বিচার করে আমাদের আইন হবে দু'ধরনের। কিন্তু প্রথমেই সনির্বন্ধ অনুরোধ, ভর্ৎসনা ও উপদেশ প্রদানের
মাধ্যমে আমরা ব্যাখ্যা করব যে, কখনও এ ধরনের কাজ করার চেষ্টা করা ৯৩৩সি
উচিত নয়; বাচ্চা ছেলেপিলের মতো ভীতিপ্রবণ যেসব সাধারণ মানুষ আছে, তাদেরকে কোনওভাবেই ভয় দেখানো, আতঙ্কিত করা উচিত নয়। আইনপ্রণেতা এবং বিচারকগণ তাঁদেরকে এই ভীতি থেকে আরোগ্য করার

www.pathagar.com

কাজে বাধ্য হবেন তেমন কোনও কাজ তাদের করা উচিত হবে না; আমরা গোড়ায়ই তুলে ধরব যে, যে-ব্যক্তি বিষ ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন, তিনি যদি ভবিষ্যদ্বক্তা, অথবা, গণক না হন, সেক্ষেত্রে তার প্রভাব যে কী হবে সে-ব্যাপারে তিনি অজ্ঞ থাকবেন, আর তিনি যদি ঔষধের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ না হন, তবে তো দেহের ওপর প্রয়োগ-করা বিষের কী প্রতিক্রিয়া হবে, তার ক্ষেত্রেও
৯৩৩ডি তো তিনি অন্ধকারেই থাকবেন। সুতরাং, বিষের ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে-আইন হবে, তার যৌক্তিক উপস্থাপনা হবে নিম্নরূপ:

LXXXIII. **কোনও ডাক্তার যদি কোনও মানুষকে, অথবা, ঘরের কোনও সদস্যকে প্রাণঘাতী জখম না করে হলেও জখম করে, অথবা, তার গবাদি পশু, অথবা, মৌমাছিদের প্রাণনাশীভাবে, অথবা, অন্য পরিণামে বিষপ্রয়োগ করে, এবং বিষপ্রয়োগের দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়, তখন তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। আর দুর্বৃত্তটি যদি কোনও আনাড়ি হয়, তখন আদালত সিদ্ধান্ত নেবে সেই মামলায় যথাযোগ্য কী দণ্ড, অথবা, জরিমানা ধার্য করতে হবে। যদি দেখা যায় যে, একজন ভবিষ্যদ্বক্তা, বা, গণক জাদুটোনা ক'রে, মন্ত্র ক'রে, এবং 'মোহিনীশক্তির'**
৯৩৩ই **জাল বিস্তার ক'রে সত্যিসত্যি কাউকে জখম করেছে, তখন তাঁকে অবশ্যই মরতে হবে।** LXXXIV. **ভবিষ্যৎ বলার ক্ষেত্রে জ্ঞানহীন কেউ যদি এ ধরনের বিষপ্রয়োগের দোষে দোষী বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে অন্য আনাড়িদের ব্যাপারে যে-পদ্ধতি অনুসৃত হয়, এক্ষেত্রেও তা-ই অনুসৃত হবে – তার মানে, আদালত এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবে, তাকে কী ধরনের দণ্ড প্রদান করা হবে, অথবা, তার কাছ থেকে কী পরিমাণ জরিমানা আদায় করা হবে।**

শাস্তিদানের উদ্দেশ্য

কোনও মানুষ যদি চুরি, অথবা, সহিংসতার মাধ্যমে অন্য মানুষের ক্ষতি করে এবং সেই ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় বিপুল, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে তার যে-ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, তা-ও হবে বিরাট, কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ যদি তুলনামূলকভাবে সামান্য হয়, তবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণও হবে স্বল্প। মূল নিয়মটি এমন হওয়া উচিত যে, প্রতিটি কেইসেই সেই অংক ক্ষতির সাথে আনুপাতিক হবে, যাতে যে-লোকসান হয়েছে, তা পূরণ হয়ে যায়। অধিকন্তু, প্রতি দোষী ব্যক্তি অপরাধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অতিরিক্ত কিছু জরিমানাও
৯৩৪এ পরিশোধ করবে, যাতে সে শোধরাতে উৎসাহিত হয়। কোনও মানুষ অন্য কোনও মানুষের নির্বুদ্ধিতার কবলে পড়ে, বয়সের স্বল্পতা, অথবা, এ-ধরনের অন্য কোনও কারণে, যদি অন্যায়কার্য করে, তবে তার দণ্ড তুলনামূলকভাবে কম হওয়া উচিত; কিন্তু যদি অপরাধ করা হয় নিজের বুদ্ধির অভাব এবং ভোগসুখ ও বেদনার অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করার অক্ষমতার কারণে – যেমন করা হয় ভীরুতা ও ভীতি, অথবা, গভীরভাবে প্রোথিত হিংসা, লালসা, অথবা, ক্রোধের শিকার হওয়ার কারণে – তাহলে দণ্ড হবে প্রচণ্ড। অতিরিক্ত যে-দণ্ড

www.pathagar.com

প্রদান করা হবে, তা অপরাধ করার জন্য নয়, (যা ঘটে গেছে তাকে তো মুছে
ফেলা যাবে না) বরং, ভবিষ্যতের জন্য; আমরা আশা করি, অপরাধী নিজে ৯৩৪বি
এবং যারা তার শাস্তি প্রত্যক্ষ করে, তারা, অন্যায়কে ঘৃণা করতে উদ্বুদ্ধ হবে, অথবা, নিদেনপক্ষে এই ধ্বংসাত্মক রোগ থেকে যথেষ্ট ভালোভাবে আরোগ্যলাভ করবে। এই আইনটিকে ভাল তীরন্দাজের মতো লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে এমন দণ্ড প্রদান করা যায়, যাতে অপরাধের পরিসর প্রতিফলিত হয় ও একইসাথে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত হয়; এসব কারণ ও বিবেচনাই তাকে অপরিহার্য করে তোলে। বিচারকের লক্ষ্য হবে একই; তাঁকে নির্ধারণ করতে হবে, বিবাদি কী পরিমাণ দণ্ড, বা, জরিমানা দেবে, তথা, তাঁর
আইনগত দায়িত্বপালনকালে তাঁকে হুবহু আইনপ্রণেতার পদাঙ্ক অনুসরণ ৯৩৪সি
করতে হবে; আইনপ্রণেতাকেও অবশ্যই নিজেকে এক ধরনের শিল্পীতে রূপান্তরিত করতে হবে এবং তার লিখিত ব্যবস্থাপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষ ব্যবস্থা নির্দেশ করতে হবে। ক্লেইনিয়াস, মেগিল্লাস, এক্ষেত্রেই আমাদের এখন সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে; কোন্ ধরনের চুরি এবং সহিংসতা কোন্ ধরনের শাস্তি দাবি করে, তা বর্ণনা করতে হবে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, এক্ষেত্রে আমরা যে-আইন প্রণয়ন করছি, তা যদি দেবতাগণ এবং দেবতার সন্তানগণ সম্পন্ন করতে অনুমতি দেন, তবেই কেবল তা করা সম্ভব।

পাগলামি

পাগলদের জনসমক্ষে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না; যে-পদ্ধতিতে পারা যায়, তা দিয়েই তাদের আত্মীয়পরিজন তাদেরকে নিজেদের বাড়িতে আটকে
রাখবে। LXXXV.**তা না করতে পারলে তাদেরকে জরিমানা দিতে হবে; সবচেয়ে** ৯৩৪ডি
অধিক সম্পত্তিশালী শ্রেণির জন্য এই জরিমানা হবে একশত দ্রাখমা (যাকে দেখাশোনা করে রাখতে হবে সে-লোকটি ক্রীতদাসই হোক, অথবা, একজন স্বাধীন মানুষই হোক); দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য তা আশি দ্রাখমা, তৃতীয় শ্রেণির জন্য ষাট এবং সর্বনিম্ন শ্রেণির জন্য চল্লিশ। আমরা দেখতে পাই, অনেক ধরনের পাগলামি আছে আর তার পেছনে কারণও আছে ভিন্ন ভিন্ন।

কটুকাটব্য

আমরা এইমাত্র যেসব কেইসের কথা বললাম, তা হলো অসুস্থতার ফল, কিন্তু অন্য আরও কিছু মানুষ আছে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে যাদের সহজাত অক্ষমতা রয়েছে, ঠিকমতো যত্ন না নেওয়ার কারণে তা আরও বৃদ্ধি পায় এবং যারা তুচ্ছ
ঝগড়াঝাঁটিতে পরস্পরকে গালাগালি করে আর হৈচৈ করে পাড়া মাতিয়ে ৯৩৪ই
তোলে। একটি সুপরিচালিত নগরে এটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ। সুতরাং, মানহানির সকল কেইসে একটিই আইন প্রযোজ্য হওয়া উচিত:

www.pathagar.com

কেউ কারও মানহানি করবে না। আপনার যদি কোনও যুক্তি থাকে, তবে আপনি আপনার বিরোধীপক্ষের যুক্তি শুনবেন এবং কোনও মানহানিকর মন্তব্য না জুড়ে তাঁর কাছে এবং অন্য শ্রোতাদের কাছে আপনার বক্তব্য তুলে ধরবেন। পুরুষেরা যখন পরস্পরকে গালাগাল করতে এবং অভিশাপ দিতে শুরু করে, রমণীদের মতো চীৎকার-চেঁচামেচি করে একজন আরেকজনের নাম ধরে
৯৩৫এ গাল দেয়, তখন এই কথাগুলোই, এই ফাঁকা বুলিগুলো অচিরেই সত্যিকারের ঘৃণা ও সবচেয়ে তীব্র ঝগড়ায় রূপলাভ করে। তখন কুৎসিত আবেগ, ক্রোধ এবং সম্মানহানিকর উপায়ে বক্তা তার উন্মত্ততাকে উস্কে দিয়ে তার আদিম বর্বরতায় প্রত্যাবর্তন করে; চরিত্রের যে-দিকটি একদিন শিক্ষার মাধ্যমে সভ্য হয়ে উঠেছিল, তা অধঃপাতে যায়; অধিকন্তু, এ ধরনের বদমেজাজি জীবন তাকে কোনওক্রমেই বন্য পশুর চাইতে উন্নত করে তোলে না; সে দেখতে পায় যে, ক্রোধের ভোগসুখ আদতে অত্যন্ত তেতো। অধিকন্তু, এ ধরনের ঘটনাকালে সর্বদাই মানুষজন তাদের প্রতিপক্ষকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার মধ্যে আশ্রয় নেয় আর
৯৩৫বি যে-ই সেই অভ্যাসের দাসে পরিণত হয়েছে, সে কখনও কোনও দায়িত্ববোধ অর্জন করেনি, কখনও তার বহু নীতির মধ্যে অনেকগুলোর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেনি। সে-কারণেই কোনও মানুষ কোনও মন্দির, অথবা, জনসাধারণের বলিদান, অথবা, ক্রীড়া-অনুষ্ঠান, অথবা, বাজার, অথবা, আদালত, অথবা, জনসমাবেশে অন্যকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ক'রে কোনও একটি কথাও উচ্চারণ করবে না; সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট সর্বদা এ-ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তিবিধান করবেন। LXXXVI.
৯৩৫সি **তিনি যদি তা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে মেধা-পুরস্কারে প্রতিযোগিতা করার ক্ষেত্রে তিনি অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন; তাঁকে দেখা হবে এমন একজন মানুষ হিসেবে, যিনি আইনকে অশ্রদ্ধা করেন এবং আইনপ্রণেতাগণ তাঁর ওপর যে-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা পালন করতে ব্যর্থতা প্রদর্শন করেন।** LXXXVII. **অন্য কোনও স্থানে যদি কেউ গালাগালিমূলক শব্দাবলি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বিরত থাকতে ব্যর্থ হয় – তা সে প্রথমে সেটি শুরু করুক, অথবা, প্রত্যুত্তরেই তা বলুক – তবে যে-কোনও পথচারীরই (তিনি যদি অপরাধকারী বয়োজ্যেষ্ঠ হন) আইনের সহায়তায় এগিয়ে আসা উচিত; যে এ-ধরনের ক্রোধে উন্মত্ত হয়েছে, এমন মন্দ সঙ্গীর পাল্লায় পড়েছে, তাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে ছাড়িয়ে দেওয়া উচিত।** LXXXVIII.. **পথচারী যদি তা করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাকে অবশ্যই নির্ধারিত দণ্ড ভোগ করতে হবে।**

কমেডির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় সেন্সরশীপ

আমরা এখন বলছি যে, যে-ব্যক্তি গালাগাল দেয়, তার পক্ষে এমন কথা বলার
৯৩৫ডি চেষ্টা করা সম্ভব নয়, যা হাসির উদ্রেক করে না। এ-ধরনের আচরণ যখন ক্রোধের মাধ্যমে প্রণোদনা পায়, তখন আমরা তাকে ভর্ৎসনা করি। ভালো কথা; কিন্তু এর মাধ্যমে কী বোঝানো হয়? আমরা কি এখানে এমন কথা বুঝাতে চাই যে, একজন কমেডি নাট্যকার যখন তাঁর নাটকে আমাদের

www.pathagar.com

নাগরিকদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেন, তখন তিনি ক্রোধে উদ্দীপ্ত থাকেন না বলে জনসাধারণের বিরুদ্ধে একজন কমেডিয়ানের হাস্যরস সৃষ্টির আকুতিকে সহ্য করতে প্রস্তুত আমরা? না কি, আমরা কমেডি নাটককে দুভাগে ভাগ করব – তা সেটি সুশীল প্রকৃতির হোক, বা না-ই হোক? সেক্ষেত্রে হয়ত আমরা হাস্যরসিক কমেডিয়ানকে কোনও বিষয়ে ক্রোধ ছাড়া রসিকতা করার সুযোগ
দিতে পারি আর আমরা যেমনটি নির্দেশ করেছি – প্রচণ্ড ক্রোধ নিয়ে ৯৩৫ই
শত্রুতাবশে যে তা করবে, তাকে নিষেধ করতে পারি। নিশ্চিতই বলা যায়, ক্রোধের ক্ষেত্রে শর্তের দাবি জানাতে হবে; আর তারও অধিক, কে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার অনুমতি লাভ করবে আর কে করবে না, তা লিখিতভাবে আইনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কোনও কমেডি নাটক, অথবা, গীত, অথবা, দ্বিমাত্রিক চরণের কবিতা রচয়িতাকে কখনও বর্ণনা, অথবা, ভূমিকা চিত্রণের মাধ্যমে – তা সেটি ঘৃণাবশত হোক, আর তা না-ই হোক – কোনও নাগরিককে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার সুযোগ দেওয়া হবে না। LXXXIX **যে এই কানুন অমান্য করবে,**
তাকে খেলাধুলার প্রতিযোগিতায় দায়িত্বপালনকারী সভাপতিগণ সেই দিনই দেশ ৯৩৬এ
থেকে বহিষ্কার করবেন। তাঁরা যদি সেই দায়িত্ব পালনে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন, তবে তাঁদের তিনশত দ্রাখমার (তিন মিনা) জরিমানা দিতে হবে আর যে-দেবতার সম্মানে উৎসব পালিত হচ্ছে, তাঁর উদ্দেশে সেই অর্থ নিবেদন করা হবে। পূর্বে যাঁদের পরস্পরের বিরুদ্ধে কবিতা রচনার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল, তাঁরা পরস্পরকে নিয়ে হাস্যরসাত্মক কবিতা রচনা করতে পারবেন, কিন্তু তা যেন কোনওক্রমেই স্থূলতায় পর্যবসিত না হয়, তা যেন নির্মল হাসির হয়, বিদ্বেষপূর্ণ না হয়। তরুণদের বেলা সার্বিকভাবে এদের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণের বিচার অর্পিত হবে শিক্ষার তত্ত্বাবধায়কের ওপর; তত্ত্বাবধায়ক যা অনুমোদন করবেন কবি তা জনসমক্ষে উপস্থাপন করতে পারবেন, কিন্তু তা যদি তিনি অনুমোদন
না করেন, তখন ব্যক্তিগতভাবে তা উপস্থাপন করতে পারবেন না, অন্য ৯৩৬বি
কাউকেই – স্বাধীন মানুষ অথবা ক্রীতদাস যে-ই হোক না কেন – তা উপস্থাপন করার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন না। XC. **যদি তা করেন তবে দুর্বৃত্ত হিসেবে এবং আইনের শত্রু হিসেবে কুখ্যাত হবেন তিনি।**

ভিক্ষুক

যে-মানুষ ক্ষুধার্ত, অথবা, এ ধরনের কোনও সংকটে জর্জরিত, সে নয়, বরং, যে-মানুষ সংযমী, যে-মানুষ কিছু সদ্‌গুণ, অথবা, সদ্‌গুণের কিছু অংশের অধিকারী, কিন্তু তৎসত্ত্বেও দুর্ভাগ্যের কবলে নিপতিত, তিনিই সহানুভূতির দাবিদার হতে পারেন। একথা যদি ঠিক হয়, তবে একজন সদ্‌গুণধারী মানুষ – তা সে ক্রীতদাস হোক, আর স্বাধীন মানুষই হোক – যদি সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত থাকেন এবং যে-শাসনব্যবস্থা মোটামুটিভাবে সুব্যবস্থায় পরিচালিত তাতে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হন, তবে তা আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে দেখা দেবে।

www.pathagar.com

সুতরাং, এ-ধরনের কোনও কেইসে নিম্নোক্ত ধরনের আইন প্রণয়ন করা আইনদাতার পক্ষে নিরাপদ বলে বিবেচিত হতে পারে: আমাদের নগরীতে কেউ ভিক্ষা করতে পারবে না। কেউ যদি তার চেষ্টা করে, তথা, অন্তহীন প্রার্থনার মাধ্যমে তার রুটিরুজির প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে বাজার-নিয়ন্ত্রকগণ
৯৩৬সি তাকে বাজার থেকে বহিষ্কার করবেন, নগর-নিয়ন্ত্রকদের ম্যাজিস্ট্রেসি তাদের নগরী থেকে বের করে দেবেন, আর মাঠ-নিয়ন্ত্রকগণ তাকে দেশ থেকে বের করে সীমান্তের বাইরে পাঠিয়ে দেবেন, যাতে পুরো দেশ এ ধরনের প্রাণি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারে।

ক্রীতদাস কর্তৃক ক্ষতিসাধন

কোনও ক্রীতদাস, অথবা, ক্রীতদাসী যদি অন্য কোনও ব্যক্তির আওতাধীন কোনও কিছুর অংশবিশেষের ক্ষতিসাধন করে এবং সেক্ষেত্রে অবস্থাটি যদি
৯৩৬ডি এমন হয়ে থাকে যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অনভিজ্ঞতা, বা, অসাবধানী আচরণ তার জন্য অংশতও দায়ী নয়, তাহলে ক্রীতদাসের/দাসীর মালিককে সেই ক্ষতি পুষিয়ে দিতে হবে, অথবা, আদত অপরাধীকে হস্তান্তর করতে হবে। কিন্তু ক্রীতদাস/দাসীর মালিক যদি পাল্টা দাবি তোলে যে, বাদিপক্ষ তার বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ এনেছে তার কারণ হলো ক্রীতদাস/ দাসীটিকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে জখম-হওয়া ব্যক্তি এবং দুর্বৃত্তটি একসাথে ঘোট পাকিয়েছে, তবে তাকে অবশ্যই যোগসাজসের অভিযোগে জখম-হওয়া ব্যক্তির
৯৩৬ই বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে। XCI. **তিনি যদি সেই মামলায় জেতেন, তবে আদালত সেই ক্রীতদাসের যে-মূল্য নিরূপণ করবে, তার দ্বিগুণ অর্থ দিতে হবে তাকে। আর তিনি যদি তাতে হেরে যান, তবে তাকে সেই জখমের শুশ্রূষা করতে হবে এবং ক্রীতদাসটিকে দিয়ে দিতে হবে।** XCII. **কোনও ভারবাহী জন্তু, অথবা, ঘোড়া, অথবা, কুকুর, অথবা, অন্য কোনও পশু যদি প্রতিবেশীর সম্পত্তির কোনও অংশবিশেষের ক্ষতিসাধন করে, তবে একই ভিত্তিতে তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।**

আইনগত পদ্ধতির আরও কিছু নিয়মনীতি

কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হতে অস্বীকার করে, তাহলে যে-ব্যক্তির সেই সাক্ষ্য প্রয়োজন তিনি তার ওপর সমন জারি করবেন; যথানিয়মে সেই সমন জারির পর সেই ব্যক্তিকে বিচারকার্যে উপস্থিত হতে হবে। তিনি যদি কোনও কিছু সম্পর্কে অবহিত থাকেন এবং সে-সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে চান, তাহলে সেভাবেই তার প্রমাণ দাখিল করা উচিত; আর তিনি যদি কোনও কিছু না জেনে থাকেন তাহলে তিন দেবতা – জিউস, অ্যাপলো ও থিমাসের নামে শপথ করে তাকে এইমর্মে বলতে হবে যে, সত্যি সত্যি তাঁর

www.pathagar.com

কাছে কোনও তথ্য নেই; এভাবে তাকে বিচারের কার্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া ৯৩৭এ
হবে। কোনও মানুষকে যদি সাক্ষ্যপ্রমাণ দেওয়ার জন্য সমন দেওয়া হয় আর তিনি সেই সমনের জবাব দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে আইনত ক্ষতিসাধনের দায়ে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা যাবে। কোনও বিচারকার্যে যদি কোনও জুরি-সদস্যকে সাক্ষী করা হয়ে থাকে এবং তিনি তাতে সাক্ষী দিয়ে থাকেন, তবে সেই বিচারকার্যে তিনি ভোট দেবেন না। একজন স্বাধীন নারীর বয়স যদি চল্লিশ বছরের ওপর হয়, তবে তিনি কোনও মামলার পক্ষে ওকালতি করে এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে তাঁকে সমর্থন করতে পারবেন; আর তার যদি স্বামী না থাকে, তবে বাদি হিসেবে মামলা করতে পারবেন; কিন্তু তাঁর স্বামী যদি বেঁচে থাকেন, তবে তার কাজকে সাক্ষীর ভূমিকা পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। (পুরুষ ও স্ত্রী) ক্রীতদাস এবং শিশুদের কোনও মামলায় সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে সমর্থন করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা কেবল হত্যামামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; অধিকন্তু, যদি বিচারে তার হাজিরার ক্ষেত্রে একজন
বিশ্বাসযোগ্য জামিনদার দেওয়া হয় তবেই সেই সুযোগ প্রদান করা যাবে; এই ৯৩৭বি
সাক্ষীদের সাক্ষ্যপ্রমাণকে যদি মিথ্যা বলে আপত্তি তোলা হয়, তখন যেন তাদের হাজিরাকে নিশ্চিত করা যায়, তাই এই ব্যবস্থা। বিরোধী পক্ষদ্বয়ের কোনও পক্ষ যদি এমন দাবি করে যে, সাক্ষীদের মধ্যে কেউ একজন মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছে, তাহলে রায় চূড়ান্ত করার আগে সাক্ষ্যপ্রমাণের সমস্ত কিছু, অথবা, তার কিছু অংশের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা উচিত। এসব আপত্তি উভয় পক্ষের স্বাক্ষরে ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে জমা রাখতে হবে এবং তা মিথ্যা সাক্ষ্যদানের জন্য রুজু-করা মামলায় উপস্থাপন করা হবে। কেউ যদি এই অভিযোগের আওতায় দু'বার দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে কোনও আইনের অধীনেই তাকে আর সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না; আর সে যদি তৃতীয়বারের মতো দোষী সাব্যস্ত হয়, ভবিষ্যতে তাকে আর সাক্ষী দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না; আর তৃতীয়বার সাজাপ্রাপ্তির পরও যদি তার সাক্ষ্য
প্রদানের মুখ থাকে, তাহলে যে-কেউ ইচ্ছে করলে তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের ৯৩৭সি
কাছে রিপোর্ট করতে পারবে; তাদের দায়িত্ব হবে কোনও আদালতের সামনে তাকে উপস্থাপন করা। XCIII, **সে যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তবে তাকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি প্রদান করতে হবে**। যদি এমন হয় যে, আদালতে বিজয়ী দল মামলায় জয়লাভ করেছে এ-কারণে যে, কিছু সাক্ষী নিজেরা মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে এবং
অর্ধেকের বেশি প্রমাণই অব্যবহারযোগ্য এবং এসব যুক্তির ভিত্তিতেই আদালত ৯৩৭ডি
সাক্ষ্যপ্রমাণ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছির, তাহলে সেই কারণে হেরে-যাওয়া মামলা পুনর্বিচারে তোলা উচিত এবং যথাযথ অনুসন্ধানের পর রুলিং দেওয়া উচিত; তাঁদের সেই মিথ্যা সাক্ষ্য কি রায়ের ওপর সর্বাত্মক প্রভাব রেখেছিল কি না তা-ও বিবেচনা করা উচিত; এই রুলিং যে-পক্ষেই যাক না কেন, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত হয়ে দেখা দেবে।

www.pathagar.com

বিবেকবর্জিত ওকালতি

মনুষ্যজীবনে অনেক মহৎ জিনিস আছে আর একথাও বলা চলে, তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্দ প্রতিভাও আছে, যা তাদের দূষিত করে, দুর্নীতিগ্রস্ত করে।
৯৩৭ই উদাহরণস্বরূপ ন্যায়নীতির কথাই ধরুন – তা আমাদের আচরণকে কতই না সভ্য করেছে: তা মনুষ্যসমাজের জন্য আশীর্বাদ না হয়ে যায় কী করে? আর ন্যায়নীতি যদি আশীর্বাদই হয়, তবে তার পক্ষে ওকালতির তো আশীর্বাদ না হওয়ার কোনও উপায় থাকে না; তাই না? কিন্তু মূল্যবান হলেও উভয় প্রতিষ্ঠানেরই বদনাম আছে। এক্ষেত্রে এক ধরনের অনৈতিক ধারা আছে, যা 'দক্ষতা' হিসেবে জবরজং মুখোশ পরে থাকে, যার পেছনে এমন অনুমান রয়েছে যে, একটি কৌশল তো আছেই: আদতে তা নিজে নিজের মামলা পরিচালনা করা এবং অন্যের পক্ষে যে-কোনও মামলায় ওকালতি করার কৌশল এবং এর
৯৩৮এ মাধ্যমে মামলা সত্য হোক, বা মিথ্যে হোক, জেতা যাবেই; এই দক্ষতা নিজে এবং তার সাহায্যে রচিত ভাষণরাশি সর্বত্র খোলাখুলিভাবে লভ্য – তার মানে, প্রতিদানে কিছু অর্থ প্রদানের বিনিময়ে লভ্য।[১৭] এক্ষণে বলতে হয় যে, এটি যদি কোনও শিল্প হয়ে থাকে, অথবা, যদি শিল্পগুণ ব্যতিরেকে কোনও অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলন হয়ে থাকে, তবে আমাদের নগরীতে তার প্রতিরোধ ঘটানো সম্ভব হলে প্রতিরোধ করা উচিত – তার প্রসার ঘটানোর প্রয়োজন নেই। যারা আইনদাতার নির্দেশ মান্য করে – একজন মানুষের ন্যায়নীতি অনুসরণ করা উচিত, তার বিরোধিতা করা উচিত নয়, অথবা, তার দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া উচিত – তাদের ক্ষেত্রে আইনদাতার কিছুই বলার থাকবে না; কিন্তু কেউ যদি তাকে অমান্য করে, তাহলে আইনত এমন ঘোষণা করা হবে:

৯৩৮বি আইনের ধারা যেখানে ন্যায়ানুগ পথে অগ্রসর হওয়ার কথা, সেখানে যদি কেউ বিচারকদের ভুল পথে পরিচালিত করতে চায় এবং অসমীচীনভাবে তার নিজের মামলায়, অথবা, অন্য কারও মামলায় একটার পর একটা দোহাই দেয়, তাহলে যে-কোনও ইচ্ছুক ব্যক্তিরই উচিত বিকৃত সমর্থন ও অপরাধমূলক ওকালতির অভিযোগ দিয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা। তার বিচার করা উচিত নির্বাচিত বিচারকদের আদালতে; এবং যদি দেখা যায় যে, তিনি দোষী, তাহলে আদালতকে সিদ্ধান্ত করতে হবে – সেই উকিলের মোটিভকে কি
৯৩৮সি অর্থলিপ্সা হিসেবে, না কি, কলহপ্রবণতা বলে বিবেচনা করা হবে। XCIV. **আদালত যদি বিশ্বাস করে যে, এটি ঘটেছে তাঁর কলহপ্রিয়তার কারণে, তাহলে আদালতকে নির্ধারণ করতে হবে, কতদিন তিনি বাদিপক্ষে কোনও মামলা লড়তে পারবে না, অথবা, অন্য কাউকে সে-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে না। আর যদি দেখা যায় যে, মোটিভটি হল অর্থলিপ্সা আর তিনি যদি বিদেশি হন, তবে তাঁকে অবশ্যই দেশ ছেড়ে যেতে হবে; কখনও জীবনের মায়া ত্যাগ না করে তিনি এই দেশে ফিরতে পারবে না; আর অর্থলিপ্সাকে তার জীবনের ধ্রুবতারা করার কারণে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।** XCV. **আর কলহপ্রবণ হওয়ার কারণে কেউ যদি দু'বার দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে তাঁকেও অবশ্যই মরতে হবে।**

www.pathagar.com

টীকা

১ অ্যাথেনীয় আইনপ্রণেতা সোলন।
২ একে সোলন প্রদত্ত একটি আইন বলে ধরা হয়ে থাকে।
৩ সোলন এবং মেগারার আইনপ্রণেতা।
৪ আর্তেমিস অথবা তার পাতালের প্রতিপক্ষ হেকাতি।
৫ ৭৭৪বি-৭৪৫এ এবং ৭৫৪ই দ্রষ্টব্য।
৬ মৃগী রোগ।
৭ অর্থাৎ বছরপ্রতি ২০০% হারে (৬ ওবল সমান এক দ্রাখমা)।
৮ অ্যারিস্তোফানেজ লিখিত *মেঘমালায়* সক্রেটিস চরিত্রটির একটি সংলাপে তিনি স্ত্রেপদিয়াদিসকে 'এক দিনের প্রাণী' বলে সম্বোধন করছেন। নাটকের ঘটনাপ্রবাহে অবস্থাটি ছিল এমন যে, একজন বৃদ্ধ পিতা তার পরিবারের অর্থসম্পত্তি পুনরুদ্ধারে একজন দার্শনিকের সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। এর ফলাফল দাঁড়িয়েছিল ভয়াবহভাবে করুণ।
৯ নভোমণ্ডলের বস্তুনিচয়।
১০ ঐতিহ্যিক দেবতাবৃন্দ।
১১ এই বাগ্ধারাটিতে *ইলিয়াডের* একটি লাইনের কিছু অংশের অনুরণন আছে (VI ৪৭)।
১২ ইদিপাসের অজাচার যখন আবিষ্কৃত হয় তখন তার দুই পুত্র/ভ্রাতা তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়। ইদিপাস তাদের এই অভিশাপ দেন যে, তারা তাঁর উত্তরাধিকারের জন্য লড়াই করে উভয়েই মারা পড়বে। ইদিপাসের সেই অভিশাপ ফলেছিল।
১৩ *ইলিয়াদে* বিধৃত একিলিজের সামনে প্রদত্ত দীর্ঘ বক্তৃতার গোড়ার দিকে ফিনিক্স তাঁর ওপর বর্ষিত তাঁর পিতার অভিশাপের কথা তুলে ধরেন। ফিনিক্সের পিতা আমিন্তর একজন রক্ষিতার মোহে পড়ে তাঁর মাতাকে অপমান করেছিলেন। ফিনিক্স তাঁর মায়ের অনুরোধ রক্ষার্থে সেই রক্ষিতার সাথে সঙ্গমে রত হয়, যাতে তাঁর পিতা তার সাথে আর শয়ন করতে না পারে, আর তাঁর মাকে লজ্জা দিতে না পারে। আমিন্তর তখন ফিনিক্সকে অভিশাপ দেয় যাতে সে কখনও পিতা হতে না পারে; তাঁর সেই অভিশাপও ফলে যায়।
১৪ হিপ্পোলিতাসের সৎমা ফাইদ্রা মিথ্যে করে তার প্রতি যৌন অসদাচরণের জন্য হিপ্পোলিতাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে। তার স্বামী থেসেউস তাঁর পুত্রের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করেন। সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হয়, কিন্তু পরে থেসেউস হিপ্পোলিতাসের নির্দোষিতা জানতে পারেন।
১৫ 'দেবতাপ্রেরিত' শব্দবন্ধটি আক্ষরিকভাবে 'হার্‌মিজের উপহার' বুঝায়।
১৬ এই বাগ্ধারাটিতে পিন্দারের অনুরণন আছে (*Olympian Odes*, VII 18)।
১৭ পেশাদার বক্তৃতা-লেখকদের প্রতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে এখানে।

www.pathagar.com

পুস্তক বারো

কূটনৈতিক মিশনের সদস্যদের অপরাধ

৯৪১এ **অ্যাথেনীয়:** কোনও ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রদূত, অথবা, রাষ্ট্রপ্রেরিত নকিব হিসেবে কোনও বিদেশি শক্তির সাথে অনাদিষ্ট আপোষরফায় উপনীত হন, অথবা, বাস্তবে এ-ধরনের কোনও মিশনে গমনের পর যে-সংবাদ প্রদানের জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল, তার চাইতে ভিন্ন কোনও সংবাদ সরবরাহ করেন, অথবা, উল্টোদিকে রাষ্ট্রদূত, অথবা, রাষ্ট্রীয় নকিবের দায়িত্বে থেকে কোনও শত্রুরাষ্ট্র, অথবা, বন্ধুপরায়ণ রাষ্ট্র তাঁকে যে-সংবাদ দেয়, তা ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেন, তাহলে আইন অমান্য করার কারণে, তথা, হারমিজ[১] ও জিউসের বাক্য ও নির্দেশনা অমান্য করে অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের কারণে, তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু

৯৪১বি করতে হবে। XCVI. **তিনি যদি দোষী সাব্যস্ত হন, তবে তাঁকে প্রদেয় দণ্ড, অথবা, জরিমানা নিরূপণ করা হবে।**

জনসম্পদ চুরি

অর্থ চুরি এক অসভ্য কাজ আর সহিংসতাসহ ডাকাতি হলো নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য। জিউসের পুত্রগণ কখনও প্রতারণা করে এবং শক্তিপ্রদর্শন করে আনন্দ পাননি এবং তাদের কেউই এ দু'টির মধ্যে কোনওটিতে অংশগ্রহণ করেননি। সুতরাং, কবি ও কথাকারদের কথায় বিশ্বাস করে কেউ যেন এ ধরনের অপরাধ করতে প্ররোচিত না হন: চোর অথবা ঠগি যেন এমন না ভাবে যে, 'এতে লজ্জার কিছু নেই – দেবতারা নিজেরাই তো এ ধরনের কাজ করে'। এটি হওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনই তা সত্যও নয়, আর এ ধরনের কাজের মাধ্যমে যে আইন ভঙ্গ করে, তার পক্ষে সম্ভবত দেবতা, বা, দেবতার সন্তান হওয়ার কোনওই সম্ভাবনা

৯৪১সি নেই। এসব জিনিস অনুধাবন করার ক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল কবির চাইতে আইনদাতা অধিক ভালো অবস্থানে অবস্থিত। আমাদের মতবাদ নিয়ে যিনি স্থিরপ্রত্যয়ী, এবং তিনি যতক্ষণ এই বিশ্বাস ধরে রাখেন, ততক্ষণ তিনি একজন সুখী মানুষ হয়ে থাকেন; কিন্তু যিনি আমাদের কথায় কান দিতে অস্বীকার করবেন, তাঁকে এ-ধরনের কোনও আইন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে:

www.pathagar.com

ছোট, অথবা, বড়, জনগণের যে-কোনও সম্পদের চুরি একই ধরনের শাস্তি দাবি করবে। চোরের যে ইচ্ছা, তা অন্য যে-কোনও চোরের মতো একই – এর তীব্রতার মধ্যেই কেবল কমবেশি ঘটে; অপরপক্ষে, কোনও ব্যক্তি যদি
জমা-না-রাখা কোনও মূল্যবান জিনিস সরিয়ে নেন, তবে তিনি পুরোপুরি ৯৪১ডি
অপরাধী প্রবণতার ব্যবহার ঘটান। আইনের চোখে কোনও একটি অপরাধ যে অন্য কোনও অপরাধের তুলনায় হালকা শাস্তি দাবি করে তার কারণ এই নয় যে, চুরির পরিমাণ সেখানে বিচার্য বিষয়, বরং, সম্ভবত এই কারণে যে, প্রথম অপরাধটি আরোগ্যযোগ্য এবং অন্যটি তা নয়। ফলে, XCVII. **কেউ যদি কোনও বিদেশি, অথবা, ক্রীতদাসের বিরুদ্ধে জনসম্পত্তির কোনও সামগ্রী চুরির মামলা করে জেতে, তাহলে – সম্ভবত যেহেতু তাকে আরোগ্যযোগ্য বলে ভাবা যায় – সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে কত জরিমানা বা দণ্ড দিতে হবে, সেই সিদ্ধান্তে উপনীত
হতে হবে। কিন্তু, একজন নাগরিক সুষ্ঠুভাবে যে-শিক্ষা পেতে পারেন, তেমন শিক্ষায়** ৯৪২এ
শিক্ষালাভ করা সত্ত্বেও তিনি যদি পিতৃভূমি লুট ও আক্রমণ করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন – তা তিনি ধরা পড়ুন, অথবা না-ই পড়ুক – তাহলে আরোগ্যাতীত বলে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে হবে।

সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব-কর্তব্য

সামরিক সার্ভিস এমন একটি বিষয়, যা নিয়ে আমাদেরকে বহু উপদেশ-নির্দেশ দিতে হবে এবং তাতে বহুসংখ্যক নিয়মকানুনও আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো: কেউই, কোনও পুরুষ ও নারীই যেন শাসক ব্যতীত না থাকে; কোনও আত্মা যেন সত্যিকার ক্রিয়াকর্মে, অথবা, লড়াইয়ের খেলায় একা একা
এবং নিজে নিজে কোনও কিছু করার অভ্যাস পরিগ্রহ না করে; সকল সময়ে, ৯৪২বি
যুদ্ধে ও শান্তিতে, সেই আত্মার উচিত অব্যাহতভাবে নেতার দিকে তাকিয়ে থাকা এবং তাকে অনুসরণ করা, এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিসের ক্ষেত্রেও তার নির্দেশ যাচঞা করা। যখন আদেশ দেওয়া হবে তখন আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে, মার্চ করতে হবে, নগ্ন হয়ে শরীরচর্চা করতে হবে, ধোয়াধুয়ি করতে হবে, খাবার খাওয়াতে হবে, প্রহরী, অথবা, সংবাদবাহক হিসেবে দায়িত্ব পালনার্থে জেগে থাকতে হবে; এমনকি বিপদের মুখেও কমান্ডারের কোনও ইঙ্গিত ছাড়া আমরা শত্রুকে তাড়া করব না, অথবা, তার কাছে কোনও কিছু ছেড়ে দেব না।
এক কথায়, আমাদের নিজদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন আমাদের ৯৪২সি
সঙ্গীসাথী ভিন্ন কোনও কিছু করার ভাবনাকে আমরা প্রবৃত্তিগতভাবে প্রত্যাখ্যান করি; সম্ভব হলে, আমরা যেন এমন জীবনই যাপন করি, যেখানে কোনও গ্রুপের সদস্য হিসেবে সম্মিলিত ও যৌথ অ্যাকশন্ ব্যতীত কোনও কিছুই করা না হয়। যুদ্ধে নিরাপত্তা ও চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করার জন্য এর চাইতে অধিক শক্তিশালী এবং কার্যকর হাতিয়ার আর নেই, আর কখনও হবেও না। শান্তি কালে, একবারে শৈশব থেকেই, আমাদেরকে এই জিনিসটিরই অনুশীলন

www.pathagar.com

চালাতে হবে: অন্যের ওপর কর্তৃত্ব করা এবং প্রতিপক্ষে সেই কর্তৃত্বের কাছে
৯৪২ডি নিজেকে সমর্পণ করা। সকল মানুষের জীবন হতে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সকল প্রাণীর জীবন হতে, নিয়ন্ত্রণ-মুক্তির বিষয়টি আপোষহীনভাবে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। বাস্তবিকপক্ষে, সকল কোরাসের নাচই যুদ্ধে সাহসিকতা প্রদর্শনের প্রতি লক্ষ রেখে নাচতে হবে; একই কারণে বাজে খাবার ও পানীয়, প্রচণ্ডতম গরম ও শৈত্য এবং শক্ত বিছানার জীবন সত্ত্বেও
৯৪২ই অংশগ্রহণকারীদেরকে একে সাহসী এবং আনন্দোচ্ছল রূপে উপস্থাপন করতে শিখতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তারা যেন কৃত্রিম নিরাপত্তা-বিধানকারী সামগ্রী দিয়ে কোনওক্রমেই তাদের মাথা এবং পায়ের সহজাত ক্ষমতা ধ্বংস করে না ফেলে, তথা, প্রকৃতি যে টুপি ও পাদুকা দান করে তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে নিরুৎসাহিত না করে। এই দু'টি প্রান্তিক জিনিস যখন সুস্থ-সবল থাকে, তখন তারা পুরো দেহকে দক্ষতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করতে সাহায্য করে; আর তাদের ধ্বংস হলো দেহের ধ্বংস। দেহের যে-সব দাস আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে অনুগত দাস হলো পদযুগল, আর মাথা হচ্ছে
৯৪৩এ চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণের অঙ্গ – দেহের সকল প্রধান ইন্দ্রিয়ানুভূতির পীঠস্থান। আমার মতে সামরিক জীবনের এই প্রশংসাবাক্যই একজন যুবকের কানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হওয়া উচিত। তার নিয়মকানুন হলো নিম্নরূপ:

কোনও লোককে যখন সেনাবাহিনীতে কাজ করার জন্য ডাকা হবে, অথবা, যখন তাকে কোনও বিশেষ দায়িত্বপালনের জন্য বলা হবে, তিনি তখন সেই সামরিক কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকবেন। তিনি যদি ভীরু হন এবং তাঁর কমান্ডারদের অনুমতি ব্যতীত নিজেকে হাজির করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সামরিক ক্যাম্প থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সেবাদানে ব্যর্থতার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে হবে। এ ধরনের কেইস অবশ্যই সেই সৈনিকদের মাধ্যমে বিচার করা হবে, যাঁরা সেই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন; বিভিন্ন ক্যাটাগরির (পদাতিক, অশ্বারোহী এবং সেনাবাহিনীর অন্যান্য সৈন্য) বিচারকগণ এতে আলাদা আলাদাভাবে বসবেন; তাতে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক সৈন্যকে হাজির করা হবে পদাতিক সৈন্যদের সামনে, অশ্বারোহী
৯৪৩বি সৈন্যদের সামনে এবং একইভাবে অন্যান্যদের তাদের সমধর্মী ক্যাটাগরির সৈন্যদের সামেনে। XCVIII. **যদি বিবাদীকে দোষী পাওয়া যায়, তবে তাকে অবশ্যই ভবিষ্যতে যে-কোনও ধরনের সামরিক বিশিষ্টতা অর্জনের প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল বলে গণ্য করা হবে; তখন তিনি আর কখনও কাউকে সামরিক সার্ভিসে যোগ না দেওয়ার কারণে অভিযুক্ত করতে পারবেন না আর তাঁকে অতিরিক্ত কী দণ্ড, অথবা, জরিমানা প্রদান করতে হবে, তা-ও নির্ধারণ করবে আদালত**। সেনাবাহিনীতে কাজ করাকে অস্বীকার করার বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়ার পর কমান্ডারগণ সেনাবাহিনীর প্রত্যেক অংশকে একত্রে জমায়েত করবেন এবং যাঁরা সম্মানসূচক পুরস্কারের
৯৪৩সি জন্য আবেদন করেছেন তাঁদের সহযোগী-সৈন্যদের সম্মুখে সিদ্ধান্ত আহ্বান করবেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের সমর্থনকারী বিবৃতি এবং প্রার্থীগণ কর্তৃক উপস্থাপিত

অন্যান্য প্রমাণ যেন কোনওক্রমেই পূর্ববর্তী কোনও অভিযানের সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকে, বরং, অব্যবহিত আগে যে-অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে, তার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। প্রতি কেইসেই পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হবে জলপাই পাতার শিরোমাল্য; বিজয়ী যথাযথভাবে তাতে নামাঙ্কন করে তাঁর পছন্দানুযায়ী যে-কোনও একজন যুদ্ধ-দেবতার মন্দিরে তা উৎসর্গ করবেন; তাঁকে যে প্রথম, দ্বিতীয়, অথবা, অন্য মর্যাদার কোনও পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল – তা নিয়ে এই হবে জীবনব্যাপী প্রমাণ। কোনও ব্যক্তি যদি সক্রিয় সার্ভিসে যোগদান করেন কিন্তু কমান্ডার কর্তৃক সেনাদল ফিরিয়ে নেওয়ার আগেই বাড়ি ফিরে আসেন, ৯৪৩ডি
তাহলে সার্ভিসে যোগদানে অস্বীকৃতি জানানের জন্য যে-আদালত বিচার পরিচালনা করেছে, সেই একই আদালত তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে পলায়নের অভিযোগে বিচার করবে। XCIX. **তাকে যদি দোষী পাওয়া যায়, তাহলে তার ক্ষেত্রেও উল্লিখিত একই শাস্তি প্রদান প্রযোজ্য হবে।**

অস্ত্রত্যাগ

স্বাভাবিকভাবেই – ঠাণ্ডা মাথায় হোক, অথবা, দুর্ঘটনাবশতই হোক – কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন, তবে তিনি অন্যায্য শাস্তি পান কি না, তা নিয়ে তাকে ভাবতে হবে। বলা হয়ে থাকে – আর ঠিকই বলা হয়ে থাকে -- ৯৪৩ই
ন্যায় হলো শ্রদ্ধাময় ভয়ের কুমারী কন্যা[২], আর শ্রদ্ধাময় ভয় এবং ন্যায় স্বাভাবিকভাবেই ঘৃণা করে মিথ্যাচারিতাকে। সুতরাং, আমাদের সাবধান থাকতে হবে, আমরা যেন ন্যায়ের বিরুদ্ধে, বিশেষত যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে, কোনও অপরাধ করে না বসি: আমরা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে বাধ্যগত অস্ত্র পরিত্যাগকে অপমানজনক অস্ত্র পরিত্যাগ বলে ভুল না করি এবং তার জন্য নিন্দাবাদ না করি; এক্ষেত্রে যেহেতু অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন যথার্থ নয়, তাই কোনও অভিযোগ দায়ের না করি। এই দুই ধরনের কেইসের পার্থক্য নির্ণয় কোনওক্রমেই সহজ কাজ নয়, কিন্তু আইনি 'কোডে' ৯৪৪এ
মোটামুটি এবং সহজলভ্য একটি পার্থক্য তুলে ধরার উদ্যোগ নিতে হবে। আমরা একটি গল্পের মাধ্যমে এই পয়েন্টটি ব্যাখ্যা করতে পারি। অস্ত্ররিক্ত পাত্রোক্লাসকে[৩] – যে-অস্ত্রের ব্যাপারে কবিদের দাবি হলো থেতিসের সাথে পেলেউসের বিবাহের কালে দেবতাগণ তাঁকে তা যৌতুক হিসেবে দিয়েছিলেন এবং হেক্তর সেইসব অস্ত্র নিয়ে গিয়েছিলেন – যদি তাঁর তাবুতে নিয়ে যাওয়া হতো এবং তিনি জ্ঞান ফিরে পেতেন, (যেমন ঘটনা হাজার হাজার সৈন্যের ক্ষেত্রে ঘটেছে) তখন সেই যুগের দুর্বৃত্তদের সবারই পক্ষে মেনোসিয়াস-পুত্রকে অস্ত্রপরিত্যাগ করার জন্য দোষারোপ করা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াত। তাছাড়া, অনেক যোদ্ধা অনেক সময়ই পাহাড়চূড়া থেকে পড়ে গিয়ে অস্ত্র হারিয়েছে, অথবা, সমুদ্রে যখন প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে তখন বিরাট পানির পাহাড় এসে তাদের ৯৪৪বি
অস্ত্রশস্ত্র ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। যা সাধারণত নিশ্চিত কালিমা-লেপনের কেইস

www.pathagar.com

হয়ে ওঠে, তা দূর করার ক্ষেত্রে এবং দুর্যোগ প্রশমনের জন্য, এ-ধরনের অগণিত পরিস্থিতির আশ্রয় নেওয়া হতে পারে। সুতরাং, অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং তিরস্কারযোগ্য দুর্যোগকে অন্যান্য কিছু থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে; আমাদের ভর্ৎসনার অভিব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করে মোটামুটি এবং তাৎক্ষণিকভাবে তার পার্থক্য চিহ্নিত করা
৯৪৪সি যেতে পারে। তদনুসারে 'তিনি তাঁর বর্ম ফেলে দিয়েছিলেন' কথাটিকে যথার্থভাবে এমন বলা যেতে পারে: 'তিনি তাঁর অস্ত্র হারিয়ে ফেলেছিলেন'। কারও বর্ম যখন শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে ছিনতাই হয়ে যায়, তখন যেন বা ইচ্ছে করে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তেমন করে তো তা 'ফেলে দেয় না' কেউ: এ দু'টি ঘটনা মৌলিকভাবে ভিন্ন। এদের মধ্যে যে-পার্থক্য বিদ্যমান নিম্নোক্ত উপায়ে আইনি 'কোডে' তা লিপিবদ্ধ করা উচিত:

কোনও মানুষ যদি দেখতে পায় যে, শত্রু তার পশ্চাদ্ধাবন করছে, তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের কাছে থাকা অস্ত্র দিয়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা না করে তিনি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তা ছেড়ে দেন, অথবা, ছুড়ে ফেলে দেন, বীরের মহান ও আশীর্বাদমণ্ডিত মৃত্যুর বদলে কাপুরুষের লজ্জাকর জীবন বেছে নেন, সেক্ষেত্রে
৯৪৪ডি অস্ত্র পরিত্যাগের মাধ্যমে তা হারানোর জন্য দণ্ডদান অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তিনি যদি আমাদের বর্ণিত অন্য কোনও উপায়ে তাঁর অস্ত্র হারিয়ে থাকেন, তবে সে-বিষয়টি যেন বিচারক কিছুতেই বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ না হন। সংশোধন করার লক্ষ্যে অপরাধীকেই কেবল শাস্তি দেওয়া দরকার, যার ভাগ্যবিড়ম্বনা ঘটেছে, তাকে শাস্তি দেওয়ার দরকার নেই – তা অর্থহীন। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে যে-অস্ত্র সম্ভবত তাকে রক্ষা করতে পারত – তা ফেলে দিয়ে যে পালিয়ে এসেছে, তার ক্ষেত্রে যোগ্য শাস্তি কী হতে পারে? দুর্ভাগ্যজনকভাবে, লোকে যে বলে কোনও এক দেবতা থেস্‌সালিয়ার কাইনেউসের ক্ষেত্রে যা করেছিলেন – তার মানে, তাকে নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরিত করেছিলেন[৪] – তেমন কিছুর বিপরীত কিছু করার ক্ষমতা নেই মানুষের। আমরা যদি এর উল্টো ধরনের কোনও রূপান্তর ঘটাতে পারতাম – পুরুষকে নারীতে রূপান্তর করতে পারতাম, তাহলে যে-পুরুষ তার বর্ম পরিত্যাগ করেছে, তার জন্য তা
৯৪৪ই হতো যোগ্য শাস্তি। কিন্তু তার চামড়া বাঁচিয়ে এই শাস্তির নিকটতম কী শাস্তি তাকে প্রদান করা যায়: বাকি জীবন যাতে তিনি পরিপূর্ণ নিরাপদে কাটিয়ে দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে পারি আমরা; যাতে পুরোপুরি পতিত অবস্থায় তাঁর সম্ভবপর দীর্ঘ কাল তার কাটে, তার ব্যবস্থা করতে পারি। এমন লোকজনের ক্ষেত্রে যে-আইন প্রযোজ্য হবে তা হলো এই:

C. কোনও ব্যক্তি যদি লজ্জাজনকভাবে তার যুদ্ধাস্ত্র পরিত্যাগ করার অভিযোগে
৯৪৫এ **শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, তখন কোনও জেনারেল, অথবা, অন্য কোনও আধিকারিক যেন পুনরায় তাকে পুরুষ সৈনিক হিসেবে, অথবা, অন্য কোনও পদে নিয়োগ না করেন; অন্যথা করলে, নিরীক্ষকদের উচিত হবে সেই আধিকারিককে নিন্দাবাদ করা; সেই মন্দ লোককে কেউ যদি কোনও কাজের দায়িত্ব দেন আর তিনি যদি সর্বোচ্চ শ্রেণির লোক হন, তবে তাকে অবশ্যই এক হাজার দ্রাখমা পরিশোধ করতে হবে, দ্বিতীয় শ্রেণির**

www.pathagar.com

হলে পাঁচ মিনা, তৃতীয় শ্রেণির হলে তিন মিনা, আর চতুর্থ শ্রেণির হলে পরিশোধ করতে হবে এক মিনা। CI. **আর যে-ব্যক্তি বিচারে দোষী প্রমাণিত হবেন, তিনি তাঁর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুরুষালি ঝুঁকি পরিত্যাগ করা ছাড়াও ক্ষতিপূরণ দেবেনঃ এইমাত্র যেমন বলা হলো – যদি তিনি সর্বোচ্চ শ্রেণির লোক হন, তবে তাঁকে অবশ্যই এক হাজার দ্রাখমা পরিশোধ করতে হবে, দ্বিতীয় শ্রেণির হলে পাঁচ মিনা, তৃতীয়** ৯৪৫বি
শ্রেণির হলে তিন মিনা, আর যদি চতুর্থ শ্রেণির হলে এক মিনা।

নিরীক্ষকের[৫] প্রয়োজনীয়তা

ম্যাজিস্ট্রেটদের যাঁরা নিরীক্ষা করবেন – সেই নিরীক্ষকদের বিষয়ে কোন্ নীতি গ্রহণ আমাদের জন্য যথাযথ হবে? এতদ্‌পর্যন্ত আমাদের হাতে ছিল একদল ম্যাজিস্ট্রেট; তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ লটারির ভাগ্যবলে নিয়োজিত – তাঁরা এক বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করেন আর অন্যরা প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত একটি গ্রুপ থেকে বাছাই হয়ে কয়েক বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করেন। যদি এমন হয় যে, তাঁদের মধ্যে কেউ যথাযথ মর্যাদা এবং পদের অবস্থান রক্ষা করে দায়িত্বপালনে ব্যর্থ, 'সত্যের বাইরে' কাজ করেন এবং কখনও কখনও অসৎ কাজও করেন? এমন ব্যক্তিকে আবার কে সোজা করবেন?[৬] এমন বলা চলে, শাসকের ওপরে শাসন করবে এমন উচ্চতর নৈতিক গুণসম্পন্ন মানুষের ৯৪৫সি
দেখা পাওয়া ভার, কিন্তু আমাদেরকে তার খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কোথায় মিলবে আমাদের সেই দেবতাসম 'সোজা-করনেওয়ালা'। বিষয়টি এমন: একটি জাহাজের যেমন মাস্তুল বাঁধার, শক্ত করে বেধে রাখার দড়ি থাকে, দেহের যেমন শিরা উপশিরা থাকে, তেমনই একটি শাসনব্যবস্থার থাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা একে বিখণ্ডায়ন থেকে রক্ষা করে। যদিও তারা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে যদিও তাদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়, তবু তাদের প্রকৃতি একই। কোনও শাসনব্যবস্থা টিকে থাকবে, না ধ্বংস হয়ে যাবে, তার ক্ষেত্রে নিরীক্ষকদের এই প্রতিষ্ঠানটি ৯৪৫ডি
এককভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। কারণ, ম্যাজিস্ট্রেটদের যারা নিরীক্ষা করবেন, সেই নিরীক্ষকগণ যদি তাঁদের চাইতে প্রকৃষ্টতর হন আর নিষ্কলঙ্ক পক্ষপাতহীনতা এবং সততা প্রদর্শন করেন, তাহলে পুরো দেশ ও নগরী সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবে উঠবে এবং সুখী হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, ম্যাজিস্ট্রেটদের ব্যাপারে তাঁদের অনুসন্ধান মন্দভাবে সম্পাদন করা হয়েছে, তাহলে সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডকে যা একত্রে গ্রথিত করে রাখে, সেই ন্যায়বোধ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় আর তার ফলে সকল আধিকারিক যে যার ভিন্ন ভিন্ন পথে চলতে থাকে এবং সামনের দিকে একসাথে হতে অস্বীকৃতি জানায়; এক ৯৪৫ই
জিনিসে সম্মতি জ্ঞাপনের বদলে তারা এক নগরীকে বহু নগরী করে তোলে, একে ঝগড়া-ফ্যাসাদের স্বর্গভূমি করে তোলে এবং অচিরেই তাকে ধ্বংস

www.pathagar.com

করে। এ-কারণেই, নিরীক্ষকদের নৈতিক মান উদাহরণযোগ্য উচ্চমানের হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং চলুন, আমরা চেষ্টা করে দেখি নিম্নোক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে যদি এইসব নিরীক্ষক তৈরি করা যায়:

নিরীক্ষকদের নির্বাচন ও তাঁদের কর্তব্য

প্রতিবছর সূর্য যখন গ্রীষ্মের অক্ষরেখা থেকে শীতের অক্ষরেখায় হেলে পড়বে, তখন পুরো নগরীকে তার মধ্য থেকে তিন ব্যক্তিকে উপস্থাপন করার জন্য অ্যাপলো ও সূর্য দেবতার নামে যৌথভাবে-উৎসর্গিত প্রাঙ্গণে সমবেত হতে
৯৪৬এ হবে। প্রতি নাগরিকই তার নিজের নাম ব্যতীত অন্য একজন মানুষের নাম প্রস্তাব করবেন, যাকে তিনি সকল দিক থেকে সর্বোত্তম বলে মনে করেন; সেই ব্যক্তিকে কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর বয়েসী হতে হবে। এই প্রাথমিক তালিকাকে দুই অর্ধেকে ভাগ করতে হবে (এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে যে, মোট সংখ্যা হবে জোড়; আর যদি তা না হয়, তবে যে সবচেয়ে কম ভোট পাবে তাঁর নাম এই ভাগের আগে বাদ দেওয়া হবে); তারপর যে-অর্ধেক স্বল্প ভোট পেয়েছে, তাঁদেরকে বাদ দেওয়ার পর সবচেয়ে বেশি ভোটপ্রাপ্ত অর্ধেক অংশ পরবর্তী ধাপে যাওয়ার যোগ্য হবে। কোনও নাম যদি একই সংখ্যক ভোট পায় এবং বাছাইকৃত পদপ্রার্থীর সংখ্যা খুব বেশি হয়ে যায়, তবে সবচেয়ে কমবয়েসী
৯৪৬বি প্রার্থীদের বাদ দিয়ে তালিকা ছোট করতে হবে। এরপর যেসব বাছাইকরা-প্রার্থী থাকবে, তাদেরকে আবারও ভোট দেওয়া হবে, যতক্ষণ না বিভিন্ন সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত তিনজন প্রার্থী থাকে। তাঁদের মধ্যে দু'জন, অথবা, তিনজনই যদি সমান ভোট লাভ করে, তাহলে তার সিদ্ধান্ত দৈব এবং সৌভাগ্যের দেবতাদের ওপর ছেড়ে দিতে হবে; সেক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থান নির্ধারণ করা হবে লটারির মাধ্যমে; জলপাইয়ের শিরোমাল্য দিয়ে তাঁদেরকে সাফল্যের জন্য পুরস্কৃত করতে হবে। তারপর জনসমক্ষে এমন একটি ঘোষণা দিতে হবে যে, ম্যাগ্‌নেসিয়া নগরী এখন বিধাতার আশীর্বাদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সূর্যদেবতার কাছে তার তিনজন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে উপস্থিত করছে এবং প্রাচীন আইন অনুসারে যৌথ প্রথম নৈবেদ্য
৯৪৬সি হিসেবে অ্যাপলো এবং সূর্যদেবতার কাছে উৎসর্গ করছে; যতদিন তাঁরা বিচারকের দায়িত্ব পালন করবেন, ততদিন এই উৎসর্গ বিদ্যমান থাকবে। প্রথম বছরে এমন বারোজন নিরীক্ষককে নিয়োজিত করতে হবে; তাঁদের প্রত্যেকে পঁচাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত তাদের পদে বৃত থাকবেন; তারপর প্রতিবছর তিনজন করে সেই দলে যুক্ত করতে হবে। নিরীক্ষকগণ সকল আধিকারিককে বারটি গ্রুপে ভাগ করবেন এবং একজন স্বাধীন মানুষের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অনুসন্ধান পরিচালনা করবেন। অ্যাপলো ও সূর্যদেবতার যে-প্রাঙ্গণে নিরীক্ষকগণ নির্বাচিত

www.pathagar.com

হয়েছিলেন, দায়িত্ব পালনকালে সেখানেই বসবাস করবেন তাঁরা। যাঁরা ৯৪৬ডি
নগরীকে শাসন করেন তাঁদেরকে তাঁরা যখন নিরীক্ষা করা সম্পন্ন করবেন – যাঁদের কাউকে কাউকে তাঁরা এককভাবে বিচার করবেন আর কাউকে কাউকে অন্যের সাথে যৌথভাবে – তখন বাজারে লিখিত ঘোষণা দিয়ে তাঁদেরকে জানাতে হবে নিরীক্ষকগণের বিচার অনুযায়ী কোন্ কোন্ ম্যাজিস্ট্রেসিকে কী পরিমাণ দণ্ড পোহাতে হবে, অথবা, জরিমানা দিতে হবে। কোনও ম্যাজিস্ট্রেসি যদি মনে করেন যে, তাঁর প্রতি ন্যায্য বিচার করা হয়নি, তখন তাঁকে অবশ্যই সেই নিরীক্ষককে নির্বাচিত বিচারকদের সামনে নিয়ে যেতে হবে। তাতে যদি অভিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট খালাস পেয়ে যান, তখন তিনি ইচ্ছে করলে খোদ নিরীক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবেন। **কিন্তু** CII. **তিনি যদি** ৯৪৬ই
দোষী সাব্যস্ত হন, আর নিরীক্ষকগণ যদি তাঁকে মৃতদণ্ড দিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে সেই দণ্ডই পেতে হবে (এই কেইসের দণ্ডের প্রকৃতিই এমন যে, তাকে আর বৃদ্ধি করা যায় না); আর দণ্ড যদি এমন হয় যে, তাকে দ্বিগুণ করা যাবে, তাহলে তাকে সেই পরিমাণ দণ্ডই পরিশোধ করতে হবে।

আমরা এমনও শুনে থাকি – নিরীক্ষকদের নিজেদের নিরীক্ষার কী হবে? সেই নিরীক্ষা কেমন হবে আর কীভাবে তা সংগঠিত করা যাবে? এসব মানুষকে পুরো নগরী সবচেয়ে উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করার এবং মর্যাদা দেওয়ার কথা ৯৪৭এ
ভেবেছে; সকল উৎসবে তাদেরকে বসতে দিতে হবে সবচেয়ে সম্মুখের আসনে; অধিকন্তু গ্রিকরা যখন যাগযজ্ঞ করবে, অথবা, চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে, অথবা, পবিত্র কোনও উদ্দেশ্যে জমায়েত হবে, তখন তাতে প্রেরিতব্য প্রতিনিধিদলে নেতা নির্বাচিত করা উচিত এই নিরীক্ষকদের মধ্য থেকে; নিরীক্ষকগণই হবেন একমাত্র নাগরিক যাদের মস্তক মাল্যমুকুটে শোভিত হতে পারবে। তাঁদের সবাইকে হতে হবে অ্যাপলো ও সূর্যদেবের যাজক; প্রধান যাজকের পদটি হবে এক বছরের জন্য এবং যে-নিরীক্ষক সেই বছরের নিয়োজিত নিরীক্ষকদের তালিকায় প্রথম অবস্থানে অবস্থিত থাকবেন, ৯৪৭বি
তিনিই সেই পদ অলঙ্কৃত করবেন; প্রধান যাজকের নাম প্রতিবছর খোদাই করে লিখতে হবে, যাতে নগরীটি যতদিন বেঁচে থাকে তার বছর গণনার ক্ষেত্রে তিনি একটি মাপকাঠি হয়ে থাকেন।

নিরীক্ষকের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া

কোনও একজন নিরীক্ষকের মৃত্যুর পর তাঁকে জনসমক্ষে উপস্থাপন, তাঁর শ্মশানযাত্রা এবং তাঁর সমাধিসৌধ সাধারণ নাগরিকদের চাইতে অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণ হতে হবে। সকল পোশাক হবে সাদা রংয়ের, কান্নাকাটি শোকের মাতম হবে নিষিদ্ধ; শবাধারের একদিকে পনেরজন উদ্ভিন্ন বালিকা ও অন্যদিকে পনেরজন উঠতি যুবক দণ্ডায়মান থাকবে এবং পালাক্রমে সারাদিন

www.pathagar.com

৯৪৭সি ধরে মৃত যাজকের মহিমার প্রশংসায় এক ধরনের 'হীম' (স্তোত্রগীতি) গাইতে থাকবে। পরদিন ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে তাঁর সেই শবাধার নিয়ে যাওয়া হবে সমাধিস্থলে; তাঁকে বয়ে নিয়ে যাবে জিমনেজিয়ামে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একশত যুবক; তাদেরকে বাছাই করবে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন। সবার আগে যাবে অবিবাহিত সেইসব তরুণ, যারা সজ্জিত থাকবে সামরিক পোশাক ও ভারী অস্ত্রশস্ত্রে; অশ্বারোহী সৈনিকরা আসবে তাদের ঘোড়া নিয়ে, পদাতিক সৈন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবং তদনুযায়ী অন্যান্যরাও। শবাধারটিকে চতুষ্পার্শ্বে ঘিরে থাকা দলটির একেবারে সম্মুখভাগের বালকেরা গাইতে থাকবে
৯৪৭ডি পিতৃভূমির সংগীত; এর পরের দলে থাকবে বালিকারা আর অন্য মহিলা, যাদের সন্তান প্রজননের বয়স পার হয়ে গেছে; তার পিছে পিছে থাকবেন যাজক এবং যাজিকাগণ; যদিও তারা অন্যসব অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া থেকে বারিত, তবু দেলফাই যদি অনুমোদন করেন তবে তাঁরা এই অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেবেন, কারণ, এটি তাদের অপবিত্র করবে না। নিরীক্ষকের সমাধি হবে একটি আয়তক্ষেত্র আকৃতির ভূগর্ভস্থ কক্ষে; সুকঠিন, ধ্বংস-অযোগ্য এবং
৯৪৭ই পছন্দের পাথর দিয়ে তৈরি করা হবে তা; যিনি আশীর্বাদ পেয়ে গেছেন, তাঁকে পাশাপাশি বিন্যস্ত পাথরের বেঞ্চির ওপর শুইয়ে দেওয়া হবে। সমাধির উপরিভাগে তারা একটি বৃত্তাকার মাটির স্তূপ তৈরি করবে এবং তাকে ঘিরে একটি পবিত্র বাগান সৃজনের জন্য গাছপালা রোপণ করবে; তবে তার একপাশ থাকবে খালি, যাতে সেই সমাধিস্থলটি প্রয়োজনানুযায়ী সম্প্রসারিত করা যায় – পরবর্তী সময়ে, অন্য আরও সমাধিকরণের প্রয়োজনে যাতে অধিকতর মাটির স্তূপ সৃষ্টি করা যায়।

নিরীক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন

প্রতি বছর নাগরিকরা নিরীক্ষকের সম্মানে একটি করে মিউজিক, জিমনাস্টিক এবং অশ্বারোহন-নৈপুণ্যের প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে। যিনি কৃতি নিরীক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন, সেই নিরীক্ষকের শিরেই সেই সম্মান উৎসর্গ করা হবে।

কিন্তু কোনও নিরীক্ষক যদি বিশ্বাসে করেন যে, জনগণ যেহেতু তাঁকে নির্বাচিত করেছেন, তা-ই তার রক্ষাকবচ হয়ে উঠেছে এবং তেমন বিশ্বাসে মন্দ হয়ে উঠেন এবং এমন তুলে ধরেন যে, তিনি আদতে দোষেগুণে গড়া মানুষ বই কিছু নন, তখন ইচ্ছুক যে-কেউ তাঁর বিরুদ্ধে করতে অভিযোগ করতে
৯৪৮এ চাইলে, আইন তাঁকে অভিযোগ দায়ের করার অনুমতি দেবে। নিম্নোক্ত পদ্ধতি মোতাবেক আদালতে তাঁর বিচার হবে।

আইনের অভিভাবকবৃন্দ, কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত সকল নিরীক্ষক এবং নির্বাচিত বিচারকবৃন্দকে সেই বিচারের জন্য একত্রে বসতে হবে এবং বিবাদির বিপক্ষে অভিযোগকারী অভিযোগ আনবেন যে, 'এই-এই ব্যক্তি পরম উৎকর্ষ

www.pathagar.com

এবং তাঁর পদের জন্য অযোগ্য ব্যক্তি'। CIII. **বিবাদি যদি দোষী সাব্যস্ত হন, তবে তাঁকে তার পদ থেকে বহিষ্কার করা হবে, বিশেষ সমাধি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হবে, আর ইতোমধ্যে যে-সব সম্মামনায় তাঁকে ভূষিত করা হয়েছে, তা কেড়ে নেওয়া হবে।** CIV. **আর অভিযোগ-দায়েরকারী যদি এক পঞ্চমাংশ ভোট পেতে ব্যর্থ হন, আর তিনি যদি উচ্চ-সম্পদধারী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হন, তবে তাঁকে এক হাজার দুইশত দ্রাখমা জরিমানা দিতে হবে, দ্বিতীয় শ্রেণির হলে আটশ', তৃতীয় শ্রেণির হলে ছয়শ'** ৯৪৮বি
এবং সর্বনিম্ন শ্রেণির হলে দুই শ' দ্রাখমা।

শপথগ্রহণ

রাধামান্থুস যেভাবে তাঁর কাছে দায়ের-করা মামলায় সিদ্ধান্ত নিতেন বলে শোনা যায়, তাতে তিনি প্রশংসার দাবি করতে পারেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সমকালীন মানুষজন নিশ্চিতভাবে দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে; আর তাতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু থাকে না – কারণ, তখনকার জীবিত অধিকাংশ মানুষই ছিল দেবতাদের বংশধর, আর ঐতিহ্যগতভাবে দেখা যায় যে, খোদ রাধামান্থুসের ব্যাপারেও এ-কথা সত্যি। আমার ধারণা, তিনি ভেবেছিলেন যে, দেবতা ব্যতীত সাধারণ কোনও মানুষকে বিচারের ভার দেওয়া ঠিক নয় – তাঁরাই কেবল তাঁকে সরলসোজা এবং দ্রুত বিচার প্রদান করেছিলেন। যা নিয়ে মামলা, তার প্রতিটি বিষয়ে মামলাসংশ্লিষ্ট লোকজনের
শপথ নেওয়ার ব্যবস্থা করে[৭] তিনি দ্রুততার সাথে এবং নিরাপদে সবকিছুর ৯৪৮সি
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে, আজকাল তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিছু মানুষ (আমরা যেমন মন্তব্য করেছি) দেবতার অস্তিত্বে একেবারেই বিশ্বাস করে না; অন্য অনেকে আছেন যাঁরা ভাবেন যে, দেবতারা মনুষ্যগোষ্ঠী নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামায় না; আরেক দল আছে – সবচেয়ে মন্দ এবং সংখ্যায়ও বিপুল – যারা মনে করে এখানে সামান্য কিছু যাগযজ্ঞ, ওখানে একটু তোষামোদ করলে দেবতারা তাঁদেরকে বিপুল অর্থ চুরি করতে সাহায্য করবেন, আর তাঁদেরকে গুরুদণ্ড থেকে রক্ষা করবেন। সুতরাং, আজকের যুগে
রাধামান্থুসের আইনি পদ্ধতি একবারেই অচল। দেবতাদের নিয়ে মতামতের ৯৪৮ডি
আবহাওয়া বদলে গেছে, তাই আইনকেও বদলাতে হবে; আর যে-আইনপ্রণেতা তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত থাকেন, তাঁর উচিত আইনি মামলায় উভয় পক্ষের শপথ-গ্রহণ বাতিল করা। কোনও ব্যক্তি যখন অন্য কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করবেন, তখন কোনও শপথনামা ব্যতীতই তাঁর লিখিত অভিযোগ দায়ের করা উচিত; বিবাদিরও উচিত শপথনামা না দিয়েই একইভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লিখিত উত্তর জমা দেওয়া। কারণ, নগরীতে বহু আইনি
কার্যক্রম আছে আর এ-কথাও বলা যায়, মামলাসংশ্লিষ্ট প্রায় অর্ধেক মানুষই ৯৪৮ই
তাতে নিয়শ্চই মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছেন – তা আমাদের জানা কথা; কিন্তু তৎসত্ত্বেও গণভোজে, অন্য সব সভা-সমিতিতে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

জমায়েতে, তাঁরা একজনের সাথে আরেকজনের মেলামেশা করছেন – এ তো এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

তাই আমার কথা হলো: যখনই একজন বিচারক তাঁর রায় দেওয়ার যখন প্রস্তুত হবেন, তখন যেন তিনি শপথ পাঠ করেন। যাঁরা সাধারণ ম্যাজিস্ট্রেটদের নিযুক্ত করবেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও এই আইন প্রযোজ্য হবে: তিনি তাঁর শপথবাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করবেন, অথবা, মন্দির
৯৪৯এ থেকে যে ব্যালট-পাথর সংগ্রহ করেছেন তার মাধ্যমে তা করবেন; কোরাস, অথবা, অন্য কোনও শিল্প-উপস্থাপনার বিচারক, খেলাধুলার কোনও তত্ত্বাবধায়ক, অথবা, আম্পায়ার – বাস্তবিকপক্ষে যেখানে মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে 'লাভ পাওয়ার' কোনও সুযোগ নেই, (সাধারণ মানুষের চোখে বিষয়টি এমনই প্রতীয়মান হয়) সেসব ক্ষেত্রেও বিচারকগণ শপথ নেবেন। কিন্তু, কোনও মামলায় যদি দেখা যায় যে, অস্বীকারের মাধ্যমে এবং শপথ করার মাধ্যমে, তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা যোগ করে অনেক কিছু 'লাভের' সম্ভাবনা আছে, তখন বিবাদমান পক্ষসমূহের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ বিষয়টি মীমাংসা করতে হবে এমন বিচারকার্যের মাধ্যমে, যেখানে কোনও শপথ গ্রহণ করা হয় না। অধিকতর সাধারণভাবে কোনও বিচারকার্যের কোনও সভাপতির এমন কোনও
৯৪৯বি ব্যক্তির শুনানি গ্রহণ উচিত হবে না যিনি শপথ করে, অথবা, নিজেকে, অথবা, তার পরিবারকে, অভিশাপ দিয়ে তাঁর বিশ্বাস উৎপাদন করতে চায়, তাঁর ক্ষমাশীলতার প্রতি আবেদন জানায়, অথবা, মেয়েদের মতো কান্নাকাটি করে; বরং, তিনি যদি কেবল তার আইনগত অধিকার দাবি করেন, প্রতিপক্ষের কথা আদব-কায়দার সাথে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন, তবেই মাত্র তিনি তাঁকে শুনানি দেবেন। অন্যথায়, ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর মন্তব্যাদিকে অপ্রাসঙ্গিক বলে অগ্রাহ্য করবেন এবং সঠিক প্রসঙ্গে ফিরে আসার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেবেন। যাহোক, এখনকার মতোই বিদেশিদের জন্য এমন সুযোগ থাকবে, যাতে ইচ্ছা
৯৪৯সি করলে তাঁরা পরস্পরকে বাধ্যতামূলক শপথে আবদ্ধ করতে পারেন। কারণ, তাঁরা তো এই নগরীতে বৃদ্ধ হবেন না, নিয়মমতো এই নগরীতে বাসাও বাধবেন না; তাঁরা তাঁদের নিজেদের মতো সেইসব তরুণদের জন্ম দিতে পারেন, যারা সেই দেশে বাস করার যোগ্য হবে। একজন বিদেশি যখন আরেকজন বিদেশির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবেন, তখন একই আইনে তাঁর বিচার হবে।[৮]

গণমানুষের জন্য ব্যয়বহনে অস্বীকৃতি

কখনও কখনও একজন স্বাধীন মানুষ হয়ত নগরীকে এমনভাবে অমান্য করল যা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় – ধরা যাক, কোনও কোরাস, অথবা, মিছিল, অথবা, গণঅনুষ্ঠানে অংশ নিল না, অথবা, শান্তিকালে সামাজিক প্রয়োজনে অর্থপ্রদান
৯৪৯ডি করে কোনও অবদান রাখল না, অথবা, যুদ্ধের সময় কোনও বিশেষ লেভি প্রদান

করল না, যার জন্য দোররা মারা, অথবা, জেল, বা, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যথার্থ হয় না। এসব ক্ষেত্রে প্রথমেই যে-কাজটি করতে হবে, তা হলো ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা; তারপর দেশের প্রচলিত আইনের অধীনে যাঁরা অঙ্গীকারমাফিক অর্থ আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে – সেইসব আধিকারিকের কাছে চিহ্নিত সেই দুর্বৃত্তকে অঙ্গীকারনামা দিতে হবে। সেই অঙ্গীকারমাফিক সামগ্রী আদায়ের পরও যদি তিনি নগরীকে অমান্য করেন, তবে তা বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং নগরী সেই অর্থ বাজেয়াপ্ত করবে। এর চাইতে অধিক দণ্ড প্রদান যদি প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়, তবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক সেই গোঁয়ার ব্যক্তিটির ওপর যথাযথ
জরিমানা ধার্য করবেন এবং তাঁকে যা করতে বলা হয়, তা না করা পর্যন্ত ৯৪৯ডি
আদালতের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়ে মারবেন।

বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক

যে-নগরী ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে আয়-উন্নতির চেষ্টা করে না এবং যার সম্পদের একমাত্র উৎস হলো জমি তার নিজের নাগরিকদের বিদেশ ভ্রমণ নিয়ে এবং নিজ নগরীতে বিদেশিদের আগমন নিয়ে কিছু প্রতিষ্ঠিত নীতি থাকতেই হবে। এসব সমস্যায় যে-আইনপ্রণেতাকে উপদেশ-নির্দেশ দিতে হবে, তাঁকে যতটা সম্ভব বুঝিয়ে-সুঝিয়েই এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

প্রকৃতিগতভাবে এক নগরীর সাথে আরেক নগরীর মেলামেশা সকল ধরনের
মিশ্র প্রকৃতির চরিত্রের জন্ম দেয়, কারণ, আগন্তুকদের অপরিচিত প্রথা ৯৫০এ
আতিথ্যকারীদের ওপর প্রভাব ফেলে আর যেসব নগরী সঠিক আইনকানুনের অধীনে বসবাসরত, সেই সুস্থ সমাজের ওপর তার প্রতিক্রিয়া হয় পুরোপুরি ধ্বংসাত্মক। তবে যেহেতু অধিকাংশ নগরীই সুশাসিত নয়, তাই তাদের নাগরিকবৃন্দ যখন তাঁদের নগরীতে বিদেশিদের স্বাগত করেন – এবং তাঁদের বয়স যা-ই হোক না কেন, ভ্রমণ পিপাসা জাগা মাত্রই তা পরিতৃপ্ত করার লক্ষ্যে যখন খুশি যেখানে খুশি ভ্রমণ করেন, এমন বিদেশিদের সাথে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস তাঁদের কাছে খুব একটা আলাদা বিষয় বলে বিবেচিত হয় না। অন্যদিকে, বিদেশ গমনকে পুরোপুরি বাতিল করা এবং তা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যানের নীতি
অনুসরণ একবারেই সম্ভব নয়; পুরো বিশ্ব তাহলে আমাদেরকে ইতর এবং অসভ্য ৯৫০বি
ভাববে: আমাদের এমন কুখ্যাতিও রটে যাবে যে, আমরা জিঘাংসাপরায়ণ এবং নিশ্চিতই আমরা যাকে – বলে – 'বিদেশি বিতাড়নকারী'[৯]; তা স্থূল এবং হিংস্রও। বিদেশিদের চোখে তা ভালো লাগুক আর মন্দই লাগুক, তার গুরুত্বকে খাটো করে দেখা যাবে না। আপনারা তো নিজেরাই দেখছেন, মানুষের মধ্যে ভালত্বের অভাব এই পর্যায়ে উপনীত হয়নি যে, তারা সদ্‌গুণ এবং মন্দের মধ্যকার পার্থক্য দেখতে পারবে না; এমনকি মন্দ মানুষের মধ্যেও একটি রহস্যময় সহজাত প্রকৃতি আছে
যার কারণে চরম দুর্বৃত্তও বুঝতে পারে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করতে পারে, ৯৫০সি
একজন ভালো মানুষের সাথে একজন মন্দ মানুষের পার্থক্য কী। সেজন্যই

অধিকাংশ নগরী বাকি বিশ্বের সাথে তাদের ভালো অবস্থানের মূল্যদানকে চমৎকার ধারণা হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু যে-মানুষ নিদেনপক্ষে নিখুঁত হতে ইচ্ছা করেন, তাঁর জন্য সবচেয়ে সঠিক এবং বড় কাজটি হলো, সত্যিকার অর্থে যা ভালো, তা, এবং তার মাধ্যমে সুখ্যাতির জীবন সন্ধান করা, অন্যথায়, তার আশা বাদ দেওয়া। সেক্ষেত্রে ক্রিটে আমরা এখন যে-নগরীটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি, তার বেলা মানুষের কাছ থেকে সদ্গুণের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য সবচেয়ে মহৎ ও উত্তম সুখ্যাতি
৯৫০ডি গড়ে তোলাই হবে সঠিক এবং যথাযথ কাজ; সকল কাজ যদি পরিকল্পনামাফিক প্রতিষ্ঠালাভ করে, তাহলে এমন প্রত্যাশা করার যথেষ্ট কারণ থাকবে যে, যেসব নগরী এবং দেশে ভালো আইনের রাজত্ব বিরাজ করে, ম্যাগ্নেসিয়া ও অন্য কিছু নগরীকে সেই বিরল নগরীগুলোতে অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করবেন সূর্যদেব এবং অন্যান্য দেবতা।

বিদেশ-ভ্রমণ

সুতরাং, বিদেশিদেরকে আমাদের নগরীতে প্রবেশ করার অনুমতিদান এবং অন্য নগরী ও স্থানে আমাদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে, নিম্নোক্ত জিনিসগুলো অনুসরণ করা উচিত:

প্রথমত, চল্লিশ বছরের নিচে কোনও যুবককে কোনও অবস্থাতেই বিদেশভ্রমণ করতে দেওয়া হবে না; ব্যক্তিগত কারণেও কাউকে বিদেশে যেতে দেওয়া হবে না; কেবল জনকর্ম সম্পাদনের স্বার্থেই তা করতে দেওয়া হবে -- নকীব, অথবা
৯৫০ই রাষ্ট্রদূত, অথবা কোনও ধরনের পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করার জন্য ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হবে। (তবে অবশ্যই যুদ্ধকালে সামরিক কাজে ব্যাপৃত থাকার ফলে বিদেশে অবস্থানের কারণে নগরীতে অনুপস্থিতিকে একই দৃষ্টিতে দেখার প্রশ্ন আসে না: এটি 'কূটনৈতিক কারণে' পরিচালিত কোনও ভ্রমণ নয়।) অ্যাপলোর সম্মানে দেলফাইয়ে, এবং জিউসের সম্মানে অলিম্পিয়ায় এবং নেমিয়া এবং ইসথ্মাস-এ অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমাদের প্রতিনিধি পাঠাতে হবে[১০]; আমাদের সাধ্যমতো সবচেয়ে বেশিসংখ্যক প্রতিনিধিই পাঠাতে হবে এসব খেলাধুলা ও যাগযজ্ঞে; তাঁরা হবেন আমাদের
৯৫১এ সবচেয়ে চমৎকার ও সবচেয়ে মহান নাগরিক – শান্তির পবিত্র জমায়েতে তাঁরা আমাদের নগরীর সম্মান বৃদ্ধি করবেন, যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা যা জয় করি, তার প্রতিপক্ষে তাঁরা আমাদের জন্য খ্যাতি এনে দেবেন। তাঁরা যখন ফিরে আসবেন, তখন তাঁরা আমাদের তরুণ প্রজন্মকে বলবেন পৃথিবীর বাকি অংশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রথা কোনও অংশেই তাঁদের প্রথার সাথে তুলনীয় নয়।

পর্যবেক্ষক

কিন্তু অন্য ধরনের পর্যবেক্ষকও আছেন, যাদেরকে আইনের অভিভাবকদের অনুমতিসাপেক্ষে এগুলোতে পাঠানো উচিত। কোনও নাগরিক যদি বিদেশিদের

www.pathagar.com

জীবনযাপন পদ্ধতিকে দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করতে চান, তবে কোনও আইনই যেন তাঁকে বাধাগ্রস্ত না করে, কারণ, কোনও নগরীই ভালো এবং ৯৫১বি
সেইসাথে খারাপ মানুষের অভিজ্ঞতা ব্যতীত একবারে বিচ্ছিন্নভাবে যথেষ্ট পরিমাণে সভ্য এবং নিখুঁত হতে পারবে না; তাছাড়া, তার আইনকানুনকে যদি পেছনের কারণ জানা ব্যতীত কেবল অভ্যাসবশে অনুসরণ করা হয়, তবে তাকে রক্ষা করা যাবে না। বাস্তব অবস্থা হলো, বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বদাই কিছু ঐশী প্রতিভাধর মানুষ থাকে – তবে না কখনও বেশি নয় – যাদের সাথে মিথস্ক্রিয়া অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়ে দেখা দেয়; সুশাসিত নগরীতে যেমন তাদের দেখা মেলে, তেমনি সমভাবেই তাদের দেখা মেলে কুশাসিত নগরীতে। সুতরাং, যে-সব আইনি পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে তাদের যাতে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো যায়, আর যাদের মধ্যে কিছু ঘাটতি আছে, তাদের সেই ঘাটতি পূরণ করা যায়, এমন লক্ষ্যে সুশাসিত নগরীতে ৯৫১সি
যে-নাগরিক অনাক্রম্য, তাঁর বেরিয়ে পড়া উচিত সমুদ্র আর ভিন্ন জনপদ পাড়ি দিয়ে তাদের খুঁজে বের করার জন্য। এই পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা ব্যতীত একটি নগরী কখনও তার সর্বোৎকৃষ্ট পর্যায়ে অবস্থান করতে পারবে না; আর, পর্যবেক্ষকরা যদি অযোগ্য হয়, তাহলেও তা অর্জন করা যাবে না।

ক্লেইনিয়াস: তাহলে আমরা কী করে উভয় প্রয়োজন মেটানোকে নিশ্চিত করব?

অ্যাথেনীয়: এভাবে। সর্বপ্রথমে, যিনিই আমাদের পক্ষে পর্যবেক্ষণে যাবেন, তাঁর বয়স হতে হবে পঞ্চাশের অধিক; যেহেতু আইনের অভিভাবকগণ তাকে ম্যাগ্নেসিয়ার প্রতিনিধিত্বকারী একজন হিসেবে প্রেরণ করছেন, তাই তাঁকে এমন একজন নাগরিক হতে হবে, যিনি সাধারণভাবে এবং যুদ্ধে সুখ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। তিনি যদি ষাট বছর অতিক্রম করেন, তবে তিনি আর এ ৯৫১ডি
ধরনের পর্যবেক্ষণে বেরুবেন না। তিনি যখন তাঁর খুশিমতো পর্যবেক্ষণ করে দশ বছর সমাপ্ত করবেন, তখন তিনি বাড়ি ফিরে আসবেন; তারপর তিনি সেই কাউন্সিলের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করবেন, যা আইনের ব্যাপারে দৃষ্টি রাখে। এই কাউন্সিল অংশত গঠিত হবে যুবকদের নিয়ে এবং অংশত বৃদ্ধদের নিয়ে; তাঁরা প্রতিদিন অতিপ্রত্যুষে জমায়েত হতে বাধ্য থাকবেন এবং সূর্য যথেষ্ট পরিমাণে উর্ধ্বাকাশে ওঠা পর্যন্ত সেই সভায় অংশগ্রহণ করবেন। এই কাউন্সিল গঠিত হবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে: যে-সব যাজক 'ডিস্টিংশন' ৯৫১ই
অর্জন করেছেন তারা, সংশ্লিষ্ট সময়ে বয়োজ্যেষ্ঠ দশজন আইনের অভিভাবক, সংশ্লিষ্ট সময়ের শিক্ষা-তত্ত্বাবধায়ক এবং দায়িত্ব পরিত্যাগকারী পূর্ববর্তী তত্ত্বাবধায়ক। কোনও সদস্যই যেন এককভাবে সেই জমায়েতে অংশগ্রহণ না করেন. প্রত্যকেই যেন তাঁর পছন্দমাফিক ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়েসী একজন যুবককে নিয়ে তাতে যোগদান করেন। তাঁদের সেই জমায়েতে সর্বদা আবশ্যিকভাবে আলোচনা আবর্তিত হবে তাঁদের নগরীকে ঘিরে, তাঁদের আইন ৯৫২এ
প্রণয়নের সমস্যা এবং এসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বাইরের উৎস থেকে আহরিত যে-বিষয় আবিষ্কার করা যায়, তাদের ঘিরে। তাঁদেরকে বিশেষভাবে

www.pathagar.com

গুরুত্ব দিতে হবে সেইসব পর্যেষণার ওপর, যার ওপর গবেষণা পরিচালনা করলে আইন প্রণয়নের সমস্যার ওপর আলোকপাত করা যাবে, অন্যথায় তা কঠিন এবং অস্পষ্ট থেকে যাবে। বয়োজ্যেষ্ঠগণ যে-পর্যেষণাকেই অনুমোদন করবেন, বয়োকনিষ্ঠদের উচিত হবে তার ওপর অনুসন্ধান পরিচালনা করা। যদি এমন প্রতীয়মান হয় যে, আমন্ত্রিত অনুগ্রহভাজন যুবকদের মধ্যে কেউ অযোগ্য, তাহলে যিনি তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাঁকে যেন পুরো কাউন্সিল নিন্দামন্দ
৯৫২বি করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যদি সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবে তাঁদের যেন সমগ্র নগরী সুরক্ষা দেয়, তাঁদের ওপর নজর রাখে; তাঁদের কাছ থেকে যে-কৃতি প্রত্যাশা করা হয়, তা যদি তারা সম্পাদন করতে সক্ষম হয়, তাহলে তাঁদেরকে যেন বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়; কিন্তু অন্য অনেকের চাইতে তাঁরা যদি খারাপ করে, তবে যেন অন্যদের চাইতেও বেশি করে অসম্মানিত করা হয় তাঁদের।

তাই বলি, যিনি বিদেশি প্রথা পর্যবেক্ষণ করেছেন, তিনি যেন প্রত্যাবর্তনের পরপরই এই কাউন্সিলের সামনে হাজির হন। তিনি যদি এমন কোনও ব্যক্তির দেখা পেয়ে থাকেন যিনি আইন-প্রণয়নের কোনও সমস্যা, অথবা, শিক্ষাদান, অথবা, লালন-পালন সম্পর্কে তাকে কোনও তথ্য দিতে সমর্থ হয়ে থাকেন, অথবা, তিনি নিজে যদি কোনও বিষয় আবিষ্কার করে ফিরে থাকেন, তাহলে
৯৫২সি তিনি যেন পুরো কাউন্সিলের সামনে তা উপস্থাপন করেন। যদি মনে হয়, তাঁর সেই ভ্রমণ বিন্দুমাত্রও কোনও উপকারে লাগেনি, ভালও হয়নি খারাপও হয়নি, তখনও তাঁকে তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনার জন্য অভিনন্দন জানানো প্রয়োজন। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, তাঁর উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে, তাহলে তাঁকে তাঁর জীবৎকালে উচ্চতর স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত, আর তাঁর মৃত্যুর পর যেন জমায়েত এই কাউন্সিল তাদের কর্তৃত্বের বলে তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু যদি এমন দেখা যায় যে, তিনি দূষিত হয়ে ফিরে এসেছেন, তবে সেই স্বকথিত 'বিশেষজ্ঞ' যেন-যুবক, বৃদ্ধ, অথবা, যে-ই হোক না কেন – কারও সাথে কথা না বলেন। তিনি যদি ম্যাজিস্ট্রেটদের মান্য করে চলেন, তাহলে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকতে পারবেন; CV. **কিন্তু যদি তা না করেন, তবে শিক্ষাগত, অথবা, আইনগত প্রশ্নে সমস্যা সৃষ্টির**
৯৫২ডি **জন্য দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে।** CVI. **তাঁকে আদালতে সামনে হাজির করা যদি অপরিহার্য হয়ে উঠে আর কোনও ম্যাজিস্ট্রেট সে-কাজটি সম্পাদন না করেন, তাহলে চরম উৎকর্ষের পুরস্কারের জন্য যখন ম্যাজিস্ট্রেটদের নাম বিবেচনা করা হবে, তখন এটিকে একটি কলঙ্ক-তিলক হিসেবে গণ্য করা হবে।**

বিদেশি পর্যটক

কীভাবে বিদেশ-ভ্রমণে যেতে হবে এবং কারা সেই ভ্রমণে অংশগ্রহণ করবে, তা নিয়ে আলোচনায় এখানেই ক্ষান্তি দিচ্ছি। কিন্তু বিদেশি পর্যটকদের স্বাগত

www.pathagar.com

জানানোর বেলা আমাদের ভূমিকা কী হবে? চার কিসিমের পর্যটক আছে যাদের সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। যাঁরা সাধারণত গ্রীষ্মকালের ৯৫২ই
পরিযায়ী পাখিদের মতো কোনও ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে নিয়মমতো প্রতিবছর দেখা দেয়, তারা হলেন এক কিসিমের পর্যটক। এদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য হলো লাভ গুনে ব্যবসা করা; আর প্রতি গ্রীষ্মকালেই পরিযায়ী পাখির মতো তারা সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে ঘুরে বেড়ায়। যে-সব ম্যাজিস্ট্রেটকে এ-ধরনের লোকজনের দায়িত্ব প্রদান করা হবে, তাঁরা তাঁদের স্বাগত জানাবেন বাজারে, পোতাশ্রয়ে এবং নগরীর বাইরে কিন্তু অদূরে, জনসাধারণের ব্যবহার্য কোনও ভবনে; তাঁরা অত্যন্ত সাবধান থাকবেন যাতে এই বিদেশিরা অভিনব কোনও প্রথার সূচনা না করে। তাঁদের ক্ষেত্রে আইনগত কোনও মামলা দেখা দিলে ম্যাজিস্ট্রেটগণ অত্যন্ত নিরপেক্ষতার সাথে সেই ৯৫৩এ
মামলার বিচার করবেন; তাছাড়া, তাঁরা তাঁদের সাথে মেলামেশাকে একেবারেই নিম্নতম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণির পর্যটক পুরোপুরি 'পর্যবেক্ষক' অর্থে পর্যটক: তাঁরা আসেন বিভিন্ন জায়গা দেখতে এবং বিভিন্ন শিল্প-উপস্থাপনা উপভোগ করতে। এ-ধরনের পর্যটকদের মন্দিরের পাশে অতিথিদের থাকার জন্য নির্ধারিত মনোরম জায়গায় স্বাগত করা উচিত; তাঁদের দেখাশোনা করবেন এইসব মন্দিরের যাজক এবং রক্ষণাবেক্ষণকারীগণ। তারপর তাঁরা যখন যৌক্তিক পরিমাণ সময় অতিবাহিত করবেন, যা দেখতে এবং শুনতে এসেছিল তা সমাপ্ত করবেন, তখন কোনও ক্ষয়ক্ষতির শিকার না হয়ে, অথবা, তা না করে, তাঁরা বিদায় ৯৫৩বি
নেবেন। যদি তাঁদের কারও প্রতি কেউ কোনও অবিচার করে থাকে, অথবা, তাঁদের মধ্যে কেউ যদি অন্য কারও প্রতি অবিচার করে থাকেন, এবং সেই ক্ষতির পরিমাণ পঞ্চাশ দ্রাখমার নিচে হয়, তবে তার বিচার করবেন যাজকগণ। কিন্তু দাবির পরিমাণ যদি অধিক হয়, তবে তার বিচার হতে হবে বাজার-নিয়ন্ত্রকদের সামনে।

তৃতীয় কিসিমের আগন্তুক আছেন, যিনি অন্য কোনও দেশ থেকে জনস্বার্থের কোনও কাজের দায়িত্ব নিয়ে আসেন; তাঁকে স্বাগত করতে হবে জনস্বার্থে; জেনারেল, অশ্বারোহী দলের কমান্ডার এবং র‍্যাঙ্ক-কমান্ডার ব্যতীত অন্য কেউ যেন তাঁকে অভ্যর্থনা না জানায়। সংশ্লিষ্ট সময়ে যিনি নির্বাহী থাকবেন, তিনিই কেবল তাঁর সাথে কিছু আধিকারিক নিয়ে তাঁর থাকা-খাওয়া ও আনন্দ- ৯৫৩সি
বিনোদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন।

যদিও কদাচিৎ ঘটে, তবু কখনও কখনও চতুর্থ এক ধরনের পর্যটকের দেখা মেলে। আমাদের পর্যবেক্ষকদের প্রতিপক্ষ কোনও বিদেশি যদি আমাদের এখানে ভ্রমণে আসেন, তাহলে প্রথমেই যে-শর্ত পূরণ করতে হবে তা হলো এমন: তাঁর বয়স পঞ্চাশের কম হলে চলবে না; অধিকন্তু, তাঁকে কেবল এমন ইচ্ছা ব্যক্ত করতে হবে যে, তিনি এমনসব সুন্দর জিনিসপত্র দেখতে ইচ্ছুক, যা অন্য নগরীর সুন্দর জিনিসের চাইতে ভিন্ন, অথবা, অন্য নগরীতে এমন

www.pathagar.com

৯৫৩ডি জিনিসের কথা প্রকাশ করতে চান। এ-ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোনও আমন্ত্রণের প্রয়োজন হবে না – তিনি জ্ঞানী ও ধনীদের দুয়ারে এমনিতেই উপস্থিত হতে পারবেন, কারণ, তিনি সেই শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্ত। সেক্ষেত্রে তিনি যে এমন সম্মানীয় অতিথি, সেই প্রত্যয় নিয়ে তাঁর যাওয়া উচিত সম্মানীয় আতিথ্যকর্তার বড়িতে, (ধরা যাক) শিক্ষা-তত্ত্বাবধায়কের বাড়িতে, অথবা, অন্য এমন কারও বাড়িতে, যিনি সদ্‌গুণের জন্য পুরস্কারলাভ করেছেন। এদের মধ্যে কারও সাহচর্যে কিছু সময় অতিবাহিত করার পর এবং কিছু তথ্যের আদানপ্রদান করার পর উপহার প্রদান ক'রে, প্রতীকী সম্মান প্রদান ক'রে এক বন্ধু যেমন অন্য বন্ধুকে বিদায় জানায়, তেমনই বিদায় জানাবেন তাঁর বন্ধু।

৯৫৩ই এই আইনই বিদেশ থেকে আমাদের সকল নারী বা পুরুষ পর্যটকদের স্বাগত করা এবং আমাদের লোকজনকে বিদেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে অনুসৃত হবে। আমাদেরকে অবশ্যই আগন্তুকদের দেবতা জিউসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে; আর আগন্তুকদের বিতাড়িত করার জন্য কিছুতেই অনুপযোগী খাদ্য পরিবেশন এবং (বৃদ্ধ পিতা নীলের[১১] পুত্ররা আজকাল যা করে) অশোভন যাগযজ্ঞ করা যাবে না, অথবা, অভদ্র ঘোষণা দেওয়া যাবে না[১২]।

জামিনদার

যদি কেউ জামিনদার হয়, তবে সুস্পষ্ট শর্তে, তথা, কোনও লিখিত চুক্তিপত্রে শর্তসমূহ বিশদভাবে বিধৃত ক'রে তাঁকে জমিনদার হতে হবে; যদি সেই জামিনের অংক হয় এক হাজার দ্রাখমার কম, তবে সাক্ষী হতে হবে কমপক্ষে
৯৫৪এ তিনজন আর তার চাইতে বেশি হলে হতে হবে কমপক্ষে পাঁচজন। যে-বিক্রেতার পূর্বতন বিক্রেতা তার জামিনদার, সে যদি দেউলিয়া হয় এবং তার বিরুদ্ধে মামলা করা না যায়, তবে আইনের দৃষ্টিতে তার বিরুদ্ধেও এই দেনার দায় বর্তাবে।

কোনও বাটিতে অনুসন্ধান পরিচালনা

কোনও ব্যক্তি যদি অন্য কোনও ব্যক্তির বাটিতে অনুসন্ধান চালাতে চায়, তবে তাঁকে তা করতে হবে নগ্ন হয়ে, অথবা, কোমরবন্ধ ছাড়া জোব্বা পরে; তাঁকে আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট দেবতার কাছে এমন শপথও করতে হবে যে, তিনি যার সন্ধান করছেন সেই বাটিতে তা মিলবে বলে আশা করেন তিনি। অন্য পক্ষকে তার সিলকরা এবং খোলা সম্পত্তিসহ সকল ঘর খুঁজে দেখার জন্য খুলে দিতে হবে; অনুরোধ রাখা হয়েছে এমন পক্ষ যদি অনুমতি প্রদানে অস্বীকার করে,
৯৫৪বি তবে বাধাগ্রস্ত পক্ষকে অনুসন্ধানকৃত সম্পত্তির আনুমানিক মূল্যের হিসাব ঠিক করে আইনের দুয়ারে যেতে হবে। CVII. **বিবাদি যদি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে তাঁকে ক্ষতির দ্বিগুণ পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে।** বাড়ির মালিক যদি বাইরে থাকেন, তাহলে সেই বাটিতে বসবাসরত লোকজনকে অনুসন্ধানের জন্য খোলা

www.pathagar.com

সম্পত্তি প্রদর্শন করতে হবে; অনুসন্ধানকারী সিলকরা সম্পত্তিকে পুনর্বার সিল করে দেবেন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যে-কাউকে পাঁচ দিনের জন্য তা পাহারা দিতে নিযুক্ত করতে পারবেন। গৃহকর্তা যদি তাঁর চাইতে অধিককাল বাইরে থাকেন, তবে তিনি নগর-নিয়ন্ত্রকদের ডেকে আনবেন এবং সিলকরা
জিনিসপত্র খুলে দেখবেন; এরপর বাড়ির লোকজন এবং নগর-নিয়ন্ত্রকদের ৯৫৪সি
সামনে পুনরায় একইভাবে তা সিল করে দেবেন।

স্বত্ব নিয়ে বিরোধের সময়সীমা

এবার স্বত্বের বিরোধ নিয়ে মামলার বিষয়। নির্দিষ্ট কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর দখলে-থাকা ব্যক্তির অধিকার চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। ম্যাগ্নেসিয়াতে অবশ্য জমি ও বাড়ি নিয়ে কোনও বিরোধের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু অন্য সম্পদের ব্যাপারে বলতে হয় যে, কোনও ব্যক্তি যদি নগরীতে, অথবা বাজারে, অথবা মন্দিরে, কোনও কিছু উন্মুক্তভাবে ব্যবহার করে থাকে আর অপর কোনও ব্যক্তি যদি তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করার চেষ্টা না করে থাকে, অথবা, এমন দাবি করে থাকে যে, সেই ব্যক্তি বহুদিন যাবতই তার তালাশ করছিলেন এবং যদি দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে তা
লুকিয়ে রাখার কোনও চেষ্টা চালায়নি, আর যদি দেখা যায় যে, একপক্ষের ৯৫৪ডি
মালিকানা এবং অন্য পক্ষের অনুসন্ধান এক বছরকালব্যাপী চলেছে, তাহলে সেই কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেই সম্পত্তি উদ্ধারের ক্ষেত্রে কোনও অনুমতি মঞ্জুর করা হবে না। কোনও ব্যক্তি যদি নগরী অথবা বাজারে নয়, বরং, দেশ-গেরামে তার সামগ্রীকে উন্মুক্তভাবে ব্যবহার করে থাকেন এবং কোনও ব্যক্তি পাঁচ বছরেও তাঁর কাছে কোনও দাবি নিয়ে হাজির না হয়ে থাকেন, তাহলে সেই কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার পুনর্দখলের জন্য কাউকে সুযোগ দেওয়া হবে না। যদি সেই সামগ্রীটি সেই ব্যক্তির নগরীস্থ গৃহে
ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য সময়সীমা হবে তিন বছর; আর ৯৫৪ই
দেশগেরামের কোনও দালানে তা ব্যবহৃত হলে, দশ বছর; তা যদি বিদেশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে তার পুনরুদ্ধারের জন্য কোনও সময়সীমা থাকবে না, দাবিকারী তা খুঁজে পাওয়ার জন্য যত ইচ্ছা সময় নিতে পারবেন।

আদালতের হাজিরাতে বাধাদান

কখনও কখনও এমন দেখা যায় যে, মামলার কোনও এক পক্ষকে, অথবা, সেই পক্ষেও সাক্ষীকে, অপর পক্ষ বিচারে হাজির হতে বাধা প্রদান করছে। সেই ব্যক্তি যদি তার নিজের ক্রীতদাস, অথবা ,অন্য কারও ক্রীতদাসকে বাধা দেন, তবে রুজু-করা মামলা বাতিল হয়ে যাবে। CVIII. **তিনি যদি কোনও স্বাধীন মানুষকে বাধা
দেন, তবে তাঁকে এক বছরের জেল দেওয়া হবে এবং ইচ্ছুক যে-কোনও ব্যক্তি তার** ৯৫৫এ
বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা দায়ের করতে পারবে; আর সেই মামলাটি বাতিল হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

কোনও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে বাধাদান

প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও প্রতিযোগীকে যদি কোনও ব্যক্তি জোর করে কোনও খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, অথবা, অন্য কোনও প্রতিযোগিতায় যোগদান করা থেকে বারিত রাখেন, তাহলে ইচ্ছুক যে-কোনও ব্যক্তি খেলাধুলার তত্ত্বাবধায়কের কাছে তা রিপোর্ট করতে পারবেন; আর এসব ইচ্ছুক প্রতিযোগীকে তাঁরা মুক্তভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ দেবেন। তাঁরা যদি তা করতে অসমর্থ হন আর সেই প্রতিযোগীর অনুপস্থিতির জন্য দায়ী ব্যক্তিই যদি জয়লাভ করে, তাহলে
৯৫৫বি যে-ব্যক্তিকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে বারিত করা হয়েছিল, তাকেই সেই পুরস্কার প্রদান করা হবে, আর তাঁর ইচ্ছেমাফিক নির্বাচিত মন্দিরে তাঁকে বিজয়ী বলে তাঁর নাম খোদাই করা হবে। CIX. **যে-ব্যক্তি তাঁকে বাধাগ্রস্ত করেছিল, তাঁকে এই প্রতিযোগিতার সাথে সম্পর্কিত কোনও উৎসর্গ, অথবা, রেকর্ড রক্ষার জন্য সুযোগ দেওয়া যাবে না এবং সেই প্রতিযোগিতায় সে হারুক, অথবা, জিতুক, তার প্রতি কোনও বিবেচনা না দিয়ে ক্ষতিসাধনের কারণে তার বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে।**

চুরির জিনিস গ্রহণ

CX. **কোনও ব্যক্তি যদি চুরি-করা সামগ্রী জেনেও তার নিজ আয়ত্তে রাখে, তাহলে তারও চোরের সমান দণ্ড হবে।**

নির্বাসিত ব্যক্তিকে আশ্রয়দান

CXI. **নির্বাসিত কোনও ব্যক্তিকে আশ্রয়দানের শাস্তি হলো মৃত্যু।**

ব্যক্তিগত যুদ্ধ ঘোষণা

নগরী যে-ব্যক্তিকে বন্ধু, অথবা, শত্রু মনে করে, তদনুসারে তাকেই প্রত্যেকে
৯৫৫সি বন্ধু, অথবা, শত্রু মনে করবে। CXII. **কেউ যদি কম্যুনিটির সমর্থন ছাড়াই কোনও ব্যক্তির সাথে ব্যক্তিগত শান্তি প্রতিষ্ঠা করে, অথবা, ব্যক্তিগত যুদ্ধ শুরু করে, তবে তাকেও মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি প্রদান করা হবে। নগরীর কোনও অংশ যদি নিজ থেকে কোনও পক্ষের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে, অথবা, যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে সেই কার্যের জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গকে জেনারেলগণ আদালতের সম্মুখীন করবেন এবং তাতে যে দোষী সাব্যস্ত হবে, তার বৈচারিক দণ্ড হবে মৃত্যু।**

উৎকোচ

পিতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত লোকজনের উচিত উৎকোচ গ্রহণ ছাড়াই তাদের দায়িত্ব পালন করা। 'ছোট কাজের জন্য না হলেও, ভালো কাজের জন্য উপহার
৯৫৫ডি নেওয়া যায়' – এমন প্রবাদকে প্রশংসা করা তো দূরে থাকুক, কখনও সমর্থনও

www.pathagar.com

করা যায় না। কোনও আধিকারিকের পক্ষে নিরপেক্ষভাবে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, তাতে শক্তভাবে অবস্থান করা, খুবই কঠিন; এ-ব্যাপারে সবচেয়ে নিরাপদ জিনিস হলো আইনের কথা শোনা, তার আদেশ-নির্দেশ মেনে চলা এবং কোনও সেবা প্রদানের জন্য উপহার গ্রহণ না করা। CXIII. **কোনও ব্যক্তি যদি তা অমান্য করেন এবং আদালত দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে যে দণ্ড দেওয়ার সুযোগ থাকে, তা হলো মৃত্যু।**

করারোপ

এবার গণকোষাগারে প্রদেয় রাজস্বের কথা। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মানুষের সম্পত্তির একটি মূল্যায়ন করতে হবে এবং সকল গোষ্ঠীর সদস্যগণই প্রতি বছরের ফলনের একটি প্রতিবেদন মাঠ-নিয়ন্ত্রকদের কাছে জমা দেবেন। ৯৫৫ই
তারপর কোষাগার সিদ্ধান্ত নেবে এই দুই পদ্ধতির কোন্‌টি অনুসরণ করে প্রদেয় রাজস্ব আদায় করা সুবিধাজনক হবে – পুরো মূল্যায়িত ফলনের অংশ, না কি, গণখাবারে প্রদেয় অংশ বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত মূল্যায়নের অংশ।

দেবতার নৈবেদ্য

দেবতাদের উদ্দেশে একজন যুক্তিবাদী মানুষ যে-নৈবেদ্য প্রদান করবে, তা যৌক্তিকভাবে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এই পৃথিবী এবং সকল খানার চুলো যেহেতু সকল দেবতার কাছে ইতোমধ্যেই পবিত্র বলে গণ্য হয়েছে, তাই তাকে দ্বিতীয়বার আর পবিত্র করার প্রয়োজন নেই।[১৩] অন্যান্য নগরীতে মন্দির এবং ব্যক্তিগত গৃহে যে সোনারূপা পাওয়া যায়, তা ঈর্ষার জন্ম দেয়; প্রাণহীন দেহ থেকে যে গজদন্ত পাওয়া যায়, তা অপবিত্র নৈবেদ্য; আর লোহা এবং ৯৫৬এ
তামা হলো যুদ্ধের হাতিয়ার। জনসাধারণের ব্যবহার্য মন্দিরে একজন মানুষ কাঠ ও পাথরের তৈরি যে-কোনও বস্তু নিবেদন করতে পারবেন, কিন্তু তা একখণ্ড কাঠ বা একখণ্ড পাথর হতে তৈরি হতে হবে; আর তা যদি হয় বুননকরা কোনও সামগ্রী, তবে তা একজন নারীর অনধিক এক মাসের পরিশ্রমে তৈরী হতে হবে। সাধারণভাবে এবং বিশেষত বোনা জিনিসের ক্ষেত্রে, দেবতাদের যথাযোগ্য রং হলো সাদা; সামরিক সাজসজ্জা ব্যতীত অন্য ৯৫৬বি
ক্ষেত্রে রং ব্যবহার করা উচিত নয়। দেবতাদের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নৈবেদ্য হলো পাখি এবং ছবি; তবে সেই ছবি হতে হবে একজন চিত্রকরের অনধিক এক দিনের কাজ। আমাদের অন্যান্য নৈবেদ্যের ক্ষেত্রেও একই প্যাটার্ন অনুসরণ করা উচিত।

তিন মর্যাদার আদালত

আমরা তো ইতোমধ্যেই বর্ণনা করেছি, পুরো নগরীটির প্রকৃতি কী হবে, কত অংশে তাকে ভাগ করতে হবে, আর মানুষজন যা নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

মতৈক্য পোষণ করে – তাদের বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি; এখন আমাদের বাকি আছে কেবল বিচারিক পদ্ধতির প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। বিচারিক আদালতের প্রথম ধাপে থাকবে বাদি বিবাদির পছন্দের মাধ্যমে
৯৫৬সি বাছাই করা বিচারকদের আদালত; 'বিচারকের' চাইতে বরং তাঁদেরকে 'সালিশ নিষ্পত্তিকারী' বলে অভিহিত করাই যথার্থ। প্রথম আদালতের বিচারে যদি বিষয়টি নিষ্পত্তি না হয়, তবে মামলারত পক্ষদ্বয়ের দ্বিতীয় আদালতে (এই আদালত গঠিত হবে গ্রামবাসী, গোষ্ঠীবাসীদের নিয়ে, যারা যথারীতি বারো ভাগে বিভক্ত) যেয়ে মামলা রুজু করে লড়াই করা উচিত; কিন্তু তাতে অধিক পরিমাণ দণ্ডের ঝুঁকি থাকবে: সেখানে বিবাদি যদি দ্বিতীয়বার হেরে যায়, তবে তার ক্ষেত্রে পূর্বে যে-দণ্ড পরিমাপ করা হয়েছিল এবং রেকর্ড করা হয়েছিল, তার চাইতে এক পঞ্চমাংশ অধিক দণ্ড প্রদান করা হবে। তিনি যদি তারপরও বিচারকদের প্রতি বিক্ষুব্ধ বোধ করেন এবং তৃতীয়বারের মতো তাঁর মামলা লড়তে চান, তবে তাঁকে সেই মামলা নির্বাচিত বিচারকদের দরবারে নিয়ে যেতে হবে; সেখানেও
৯৫৬ডি যদি তিনি হেরে যান, তবে মূল দণ্ডের দেড়গুণ দণ্ড পরিশোধ করতে হবে তাঁকে। আর মামলার অভিযোগ-আনয়নকারী যদি প্রথম আদালতে হেরে যাওয়ার পর দমে না যায়, দ্বিতীয় আদালতে আবারও মামলা রুজু করে এবং তাতে জিতে যান, তবে তাঁকে সেই অতিরিক্ত এক-পঞ্চমাংশ দণ্ড উপহার দেওয়া উচিত; কিন্তু যদি হেরে যান, তবে তাঁকে সেই পরিমাণ জরিমানা করা উচিত। আর যদি মামলারত পক্ষসমূহ পূর্বের এই রায় মেনে নিতে সম্মত না হয় এবং তৃতীয় আদালতে উপস্থিত হয় এবং বিবাদী পক্ষ তাতে হেরে যায়, তবে যেমনটি বলা হয়েছে, তাকে দেড়গুণ দণ্ড দিতে হবে; আর যদি বাদী হারে, তবে তাঁকে পরিমাপকৃত দণ্ডের অর্ধেক জরিমানা দিতে হবে।

আইনি পদ্ধতি নিয়ে খুঁটিনাটি এবং আইনচর্চার গুরুত্ব

৯৫৬ই কিন্তু আদালতের পদ পূরণ করার ক্ষেত্রে লটারি করা এবং প্রতিটি আদালতে সহকারীর (জুরির) পদ পূরণের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে? বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে যে সময় নির্দিষ্ট করতে হবে, তা সম্পন্ন করা হবে কীভাবে? ভোট দেওয়ার পদ্ধতি, মুলতবি এবং আইনি পদ্ধতির ক্ষেত্রে একই ধরনের অপরিহরণীয় খুঁটিনাটি বিষয়াদি, যেমন, পঞ্জিকায় আগে বা পরে মামলার তারিখ ফেলা, হাজিরা কার্যকরীকরণ, জেরার জবাবদান এবং এ-ধরনের বিষয়াদি? পূর্বে যদিও আমরা এ বিষয়টি উল্লেখ করেছি, তবুও সত্য কথা দু'বার, এমনকি তিনবারও বর্ণনা করা যায় – তা-ই উত্তম। এসব ছোটখাট
৯৫৭এ বিষয়ে নিয়মকানুন আবিষ্কার করা খুব সহজ এবং জ্যেষ্ঠ আইনপ্রণেতাগণ তা বাদ রাখতে পারেন – এই ফাঁক পূরণ করার ভার তাঁরা কনিষ্ঠ উত্তরসূরিদের হাতে দিয়ে যেতে পারেন। যদিও ব্যক্তিগতভাবে বাছাই-করা আদালতের ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি যৌক্তিক বলে বিবেচিত হতে পারে, তবুও যা জনগণের

www.pathagar.com

সাধারণ আদালত বলে গণ্য এবং দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনার্থে বিভিন্ন ম্যাজিস্ট্রেটগণ যা ব্যবহার করেন, তাতে ভিন্নতর আভিমুখ্য গ্রহণ করা দরকার। অনেক নগরীতেই সুবুদ্ধিধারী আইনপ্রণেতাগণ অনেক চমৎকার চমৎকার আইন তৈরি করেছেন – আমরা এখন যে-নগরী পত্তন করতে যাচ্ছি,
তার জন্য আইনের অভিভাবকগণ এসব আইন থেকে বেছে প্রযোজ্য আইন ৯৫৭বি
প্রণয়ন করতে পারেন। আইনের এসব খণ্ডসমূহকে তাদের বিবেচনায় নেওয়া উচিত এবং যতক্ষণ না প্রত্যেকটি আইন যথেষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ততক্ষণ তাদের সংস্কার করা উচিত, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরখ করা উচিত; তারপর তাদেরকে চূড়ান্ত করতে হবে, অপরিবর্তনীয় বলে দৃঢ়ভাবে অনুমোদন করতে হবে এবং সমগ্র নগরীতে সমভাবে সারাজীবনভর মান্য করতে হবে। তারপর আরও অনেক বিষয় আছে: কোনও বিষয়ে বিচারকের নীরব থাকার প্রশ্ন, তাঁদের বিচারকোচিত আচরণ এবং তার উল্টো বচন ব্যবহার, সেইসাথে অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয় – যাদের ক্ষেত্রে আমাদের ন্যায়বোধ ও সদ্‌গুণের মানদণ্ড এবং সুরীতি অন্য অনেক নগরীতে লভ্য রীতিনীতি থেকে পৃথক। এসব
বিষয়ে আমরা পূর্বে কিছু কিছু কথা বলেছি; এর পরেও শেষের দিকে আমাদের ৯৫৭সি
আরও কিছু বক্তব্য থাকবে। যে-বিচারক যথার্থ বিচারিক নিরপেক্ষতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে চান, তাঁকে এসব বিষয় মনে রাখতে হবে এবং যেসব বইতে এই বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তা থেকে শিখতে হবে। আইন যদি উত্তম হয়, তবে তার অধ্যয়ন ছাত্রদের উন্নয়ন সাধনে ক্ষমতার দিকে থেকে অতুলনীয়। (আমাদের ঐশ্বরিক ও চমৎকার আইন [*নমস্*] যে যুক্তিবোধের [*নউস্*] ইঙ্গিতবাহী, তা দুর্ঘটনাক্রমে ঘটেনি)। অধিকন্তু, অন্যান্য বচনকেও –
তা সেটি কোনও ব্যক্তিকে নিয়ে কবিতায়, অথবা, গদ্যে প্রশংসা করে, অথবা, ৯৫৭ডি
নিন্দামন্দ করেই বলা হোক, অথবা, লিখিতভাবেই উপস্থাপন করা হোক, অথবা, দৈনন্দিন মেলামেশার সময় প্রকাশ করা হোক (যেখানে তারা বিতর্ক করে, বিজয়ের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহের কারণে কখনও কখনও ফাঁকাভাবে একমত প্রকাশ করে) তার সবকিছুকেই একটি স্পষ্ট মানদণ্ডের বিপরীতে পরিমাপ করা হবে: আইনপ্রণেতার লেখা – যাকে উত্তম বিচারক অন্য সকল কিছুর বিপরীতে প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করবেন – যাতে তাঁর নিজের এবং নগরীর নৈতিক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে, তা লক্ষ করতে হবে। তিনি ন্যায়নিষ্ঠার
পথে ন্যায়বানকে নিশ্চিত এবং জোরদার করবেন এবং বাস্তবিকপক্ষে যাদের ৯৫৭ই
দৃষ্টিভঙ্গি আরোগ্যযোগ্য সেইসব ক্রিমিনালের হৃদয় থেকে অজ্ঞতা, সংযমহীনতা, কাপুরুষতা এবং সকল ধরনের অন্যায় বিদূরিত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। যাই হোক না কেন – এই বিষয়টির অব্যাহত পুনরাবৃত্তি দরকার – যখন একজন মানুষের আত্মা পরিবর্তনের অযোগ্য হয়ে উঠবে এবং ভাগ্যের
আদেশে সেই অবস্থায় স্থির হয়ে পড়বে, তখন আমাদের বিজ্ঞ বিচারক এবং ৯৫৮এ
বিচারকদের নেতৃবৃন্দ যদি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আরোগ্যসাধন করেন, তবে তাঁরা পুরো নগরীর প্রশংসার দাবিদার হওয়ার যোগ্য হবেন।

www.pathagar.com

রায়ের বাস্তবায়ন

এক বছরের বিচারকার্য সম্পন্নের পর যখন রায় হয়ে যাবে, তখন সেই রায় কার্যকর করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আইন প্রয়োগ করা হবে। প্রথমত, প্রতিটি মামলায় ভোট অনুষ্ঠান এবং তা নকীব কর্তৃক ঘোষিত হওয়ার অব্যবহিত পর যে বিচারিক-ম্যাজিস্ট্রেসি শাস্তির বিধান ঘোষণা করেছেন,
৯৫৮বি তিনি দোষী সাব্যস্ত-হওয়া পক্ষের বাধ্যতামূলক সংরক্ষণযোগ্য ন্যূনতম সম্পত্তি[১৪] ব্যতীত সকল সম্পত্তি মামলাজয়ী বাদীকে বরাদ্দ করবেন। যে-সময় মামলাটির বিচার সম্পন্ন হবে, তার একমাসের মধ্যে হেরে-যাওয়া পক্ষ যদি মামলাজেতা পক্ষের সাথে উভয়ের সন্তুষ্টিমতো বিষয়টি রফা না করে থাকেন, তাহলে যে-ম্যাজিস্ট্রেসি রায় দিয়েছেন, তা বিজয়ী পক্ষের অনুরোধ অনুসারে হেরে-যাওয়া পক্ষের জিনিসপত্র তার কাছে হস্তান্তর করবেন। মামলায় হেরে-যাওয়া পক্ষ যদি দণ্ড পরিশোধ করতে অপারগ হয়, আর তার ঘাটতির পরিমাণ যদি এক দ্রাখমা বা তার অধিক হয়, তাহলে তার প্রতিপক্ষকে যতদিন না পুরো ঋণ পরিশোধ করবে, ততদিন তিনি অন্য কোনও
৯৫৮সি ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন না (তবে, অন্যেরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে)। কেউ যদি বিচারে প্রতিকূল রায় পেয়ে রায়দানকারী সেই বেঞ্চকে বাধাগ্রস্ত করেন, তবে সেই ম্যাজিস্ট্রেসি তাঁকে আইনের অভিভাবকদের আদালতে নিয়ে যাবেন। CXIV. **তাতে যদি তিনি দোষী সাব্যস্ত হন, তবে তাঁর আচরণ সমগ্র নগরীকে, তার আইনকে, ধ্বংস করছে বলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।**

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিয়মকানুন

এরপর পরবর্তী পয়েন্ট। একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন, লালিতপালিত হন, তারপর পালাক্রমে সন্তানের জন্ম দেন, তাদের লালন-পালন করে বড় করেন;
৯৫৮ডি কারও যদি কোনও ক্ষতিসাধন করে থাকেন, তবে জরিমানা দিয়ে আর অন্য কেউ যদি তাঁর ক্ষতিসাধন করে থাকে, তবে জরিমানা আদায় করে তিনি সুষ্ঠুভাবে তার ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পন্ন করেন; আর শেষমেষ, আইনের অনুশাসন মেনে বৃদ্ধ বয়স অতিক্রান্ত করার পর, ভাগ্য যেভাবে নির্দেশ করে সেভাবে জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হন। সুতরাং, একজন পুরুষ অথবা মহিলা যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আমাদের কী করা উচিত? প্রথমেই পাতালের এবং মর্তের দেবতাদের প্রতি যেসব পবিত্র ধর্মকৃত্য পালন করতে হবে, তার সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারীর চূড়ান্ত কর্তৃত্বের প্রতি আমাদের মাথা নত করা উচিত। যে-জমি চাষযোগ্য, তার কোনও স্থানে কোনও কবর দেওয়া যাবে না – তার ওপরের মাটির স্তূপ ছোট হোক, বা বড়ই হোক, তা বিবেচ্য নয়।
৯৫৮ই সেই জমিই কেবল কবর দেওয়ার জন্য নির্বাচন করা হবে যা অন্য কোনও

www.pathagar.com

কাজের উপযোগী নয়; জীবিত মানুষের সবচেয়ে কম বেদনার জন্য দিয়ে যে-জমিতে মৃতের দেহগ্রহণ ও লুকিয়ে রাখার জন্য উপযোগী, সেখানেই মৃতব্যক্তিকে কবর দেওয়া হবে, কারণ, জীবিত বা মৃত যে-ই হোক না কেন, তিনি যেন কোনও জমির প্রাণ হরণ না করেন – ধরিত্রী মাতার উর্বরতাকে ধন্যবাদ – তা মনুষ্যগোষ্ঠীর জন্য খাবার তৈরি করবে। কবরের ওপরের মাটির স্তূপ এমন উঁচু করা যাবে না যাতে তার জন্য পাঁচ জন লোককে পাঁচ দিনের অধিক কাজ করতে হয়। আর পাথরের স্ল্যাবও এত বড় হওয়ার প্রয়োজন
নেই; মৃত ব্যক্তি জীবনের কৃতি নিয়ে চার লাইনের ষষ্ঠপদী লেখার জন্য যথেষ্ট ৯৫৯এ
বড় হলেই চলবে। মৃত ব্যক্তিকে বাড়িতে শুইয়ে রাখার ব্যাপারেও দীর্ঘ সময় নেওয়ার প্রয়োজন নেই – লোকটি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে নেই, সত্যি সত্যি মৃত্যুবরণ করেছে, তা নিশ্চিত করার যত সময় প্রয়োজন, তত সময়ই নেওয়া উচিত; সাধারণক্ষেত্রে দুই দিন পরে শবদেহ সমাধিস্থলে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে। অবশ্য আইনপ্রণেতা আমাদের যা বলেন, বিশেষত যখন তিনি এই মতবাদ উপস্থাপন করেন যে, দেহ হতে আত্মা সম্পূর্ণরূপে আলাদা আর আমি যখন বেঁচে থাকি, তখন আমার ব্যক্তি-অস্তিত্বের জন্য আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুকে বিশ্বাস করা প্রয়োজন নেই, আর অন্যদিকে আমার দেহ হচ্ছে আমার নিজের
প্রতিরূপ, যা আমি নিজের সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াই – তাতেই আমাদের বিশ্বাস ৯৫৯বি
স্থাপন করা উচিত; এইমর্মে একটি মহান কথা আছে যে, শবদেহে দেহটি হলো মৃতের প্রতিচ্ছবি[১৫] আর আমাদের প্রত্যেকের যে আদত সত্তা, যার নাম হলো 'অমর আত্মা', তা – পূর্বপুরুষদের আইনে যেমন বলা হয় – হিসেব দেওয়ার জন্য অন্য দেবতাদের[১৬] কাছে চলে যায়। মন্দ মানুষের কাছে এটি একটি আতঙ্ককর মতবাদ কিন্তু একজন ভালো মানুষ তাকে স্বাগত করবে। একজন মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাঁকে আমরা খুব একটা সাহায্য করতে পারি না: তিনি যখন জীবিতদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকেন, তখনই তাঁর সকল আত্মীয়ের উচিত ছিল সম্ভাব্য সকল ন্যায়নীতি এবং পবিত্রতা নিয়ে
জীবন অতিবাহিত করার জন্য তাঁকে সাহায্য করা; তাহলেই মাত্র মৃত্যুর পর ৯৫৯সি
যে-জীবনের দেখা পাবেন তিনি, তাতে মন্দ কাজের জন্য তিনি যে-দণ্ডের মুখোমুখি হবেন, তা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারবেন। এই যেহেতু আদত অবস্থা, তাই যে-মাংসদলাকে কবর দেওয়া হচ্ছে, তা বিশেষভাবে কারও অধীন – এমন ধারণা নিয়ে শেষ কড়ি অপচয় করা উচিত নয়; তার বদলে একজন মানুষের বরং বিশ্বাস করা উচিত যে, একজন পুত্র, অথবা, একজন ভ্রাতা, অথবা, যার বিয়োগের কারণে তাঁকে বেদনার সাথে কবরস্থ করা হলো, এমন একজন মানুষ, তার নিয়তি পরিপূর্ণ করতেই চলে গেছেন, এবং হাল পরিস্থিতিতে যা করা সম্ভব, তা-ই করা উচিত তার; দেহের জন্য অর্থকড়ি খরচ করা উচিত পরিমিত পরিমাণে, যেন বা তা পাতালের দেবতাদের জন্য বেদি
একটা, তা থেকে স্পিরিট উবে গেছে; আর এক্ষেত্রে, 'পরিমিত পরিমাণ' নিয়ে ৯৫৯ডি
সবচেয়ে সম্মানজনক ধারণা যা হবে, তা দেবেন আইন-প্রণেতাগণ। ফলে

www.pathagar.com

নিম্নোক্ত উপায়ে খরচপাতির একটি যৌক্তিক স্তর নির্ধারণ করা উচিত। সর্বোচ্চ সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণির সদস্যদের ক্ষেত্রে পুরো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচ ৫০০ দ্রাখমার বেশি হওয়া উচিত নয়; দ্বিতীয় শ্রেণির সদস্যদের ক্ষেত্রে খরচ করা যেতে পারে ৩০০ দ্রাখমা, তৃতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে ২০০ দ্রাখমা এবং চতুর্থ শ্রেণির ক্ষেত্রে ১০০ দ্রাখমা।

আইনের অভিভাবকদের আবশ্যিকভাবে অনেক কাজই করতে হবে, অনেক
৯৫৯ই জিনিসেরই তদারকি করতে হবে, কিন্তু তাদের জীবন নিবেদিত থাকবে সকল বয়সের শিশু ও পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেখভাল করায়, যথার্থভাবে বললে, সকল বয়েসী মানুষের সেবায়। বিশেষত, কোনও মানুষ যখন তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে উপনীত হবেন, তখন তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বাড়ি থেকে আইনের কোনও অভিভাবককে আমন্ত্রণ জানানো উচিত; তাঁর মৃত্যুর পর অন্তে্যাষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থাদি যদি যথাযথভাবে, তথা, অপচয় না করে শোভনভাবে সম্পাদিত হয়, তাহলে সেই অভিভাবক প্রশংসার দাবিদার হবেন, আর যদি তা না হয়, তবে নিন্দাবাদ তাঁর দুয়ারে উপস্থিত হবে। শবদেহ শুইয়ে রাখা এবং অন্যান্য প্রচলিত কৃত্যাদি যথারীতি সম্পন্ন করা উচিত, কিন্তু এসব কৃত্য আইনপ্রণেতা-রাষ্ট্রনায়কের নিম্নোক্ত নির্দেশ মোতাবেক পরিবর্তনও করা উচিত:

৯৬০এ মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা, অথবা, তা না করার আদেশ প্রদান অত্যন্ত অস্বস্তিকর, তবু অন্ত্যোষ্টি-সংগীত যেন না গাওয়া হয়; কান্নার রোল যেন এমন না হয় যে, তা বাড়ি ছাড়িয়ে বাইরে শুনতে পাওয়া যায়। শোককারীরা যেন খোলা রাস্তায় শবদেহ নিয়ে না আসে আর শবযাত্রাকে চীৎকার চেচামেচিতে ভরিয়ে না তোলে; সূর্য ওঠার আগেই তাদেরকে নগরীর বাইরে চলে যেতে হবে। এই বিষয়ে নিয়ে এতটুকুই বলা হলো। এসব নিয়ম যে মান্য করবে, তাকে কখনও শাস্তি প্রদান করা হবে না, কিন্তু CXV. **কোনও ব্যক্তি যদি আইনের কোনও একজন অভিভাবককেও অমান্য অমান্য করেন, তবে তাঁরা যৌথভাবে যে-শাস্তির সুপারিশ করবেন, তাঁকে অবশ্যই তাঁরা সেই শাস্তিই দেবেন।** মৃতদের
৯৬০বি সমাহিত করার অন্য পদ্ধতি আর অপরাধীদের সমাধিস্থকরণ না করার যেসব পদ্ধতি রয়েছে, তথা, স্বজনহত্যাকারী, মন্দির-ডাকাত এবং এই কিসিমের অপরাধীদের কবর না দেওয়ার বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে এবং আইনি 'কোডের' বর্ণনা করা হয়েছে। তার অর্থ দাঁড়াল আমরা আমাদের আইন প্রণয়ণের কাজটির প্রায় অন্তিম পর্যায়ে চলে এসেছি।

www.pathagar.com

২৬. নৈশ-কাউন্সিল

কী করে রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যাবে?

আপনি যখন কোনও কিছু সম্পাদন করেন, কোনও কিছু অর্জন করেন, অথবা, স্থির করেন, তখনই কিন্তু আপনার কাজের সমাপ্তি ঘটে না। আপনি যদি আপনার সৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ এবং ধারাবাহিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেন, তখনই কেবল বলতে পারবেন যা-কিছু করা উচিত ছিল, তার সবই আপনি করেছেন। তার পূর্ব পর্যন্ত এটি একটি 'অসমাপ্ত সমগ্র'। ৯৬০সি

ক্লেইনিয়াস: চমৎকার বলেছেন, আগন্তুকবর – কিন্তু একথা বলার পেছনের আপনার মনে উদিত হওয়া নির্দিষ্ট পয়েন্টটি কী? আপনি কি আরেকটু স্পষ্ট করে বলবেন?

অ্যাথেনীয়: আপনি তো জানেন, ক্লেইনিয়াস, প্রাচীনকালের অনেক অভিব্যক্তি আছে, যা অত্যন্ত চমৎকার। আমি বিশেষভাবে 'ভাগ্যদেবী'-র বিভিন্ন নামের কথা বলছি।

ক্লেইনিয়াস: কী নাম?

অ্যাথেনীয়: প্রথমে হলো লাকেসিস[১৭], দ্বিতীয়ত ক্লথো[১৮], এবং তৃতীয়ত, নিয়তির নিয়ন্তা হিসেবে আত্রপস্[১৯]; তৃতীয় দেবীকে বলা হয় অনিবর্তনীয় এবং তার কারণ হলো, তিনি অনেকটা সেই রমণীর মতো যে বোনার সময় তৃতীয় গিঁটটি এমনভাবে দেন, যা আর আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনা যায় না। সুনির্দিষ্টভাবে এই অবস্থাটিই আমরা আমাদের নগরী এবং নাগরিকদের মধ্যে দেখতে চাই – ৯৬০ডি
কেবলমাত্র দেহকে সুরক্ষার জন্য শারীরিক সুস্বাস্থ্যই নয়, অধিকন্তু, তাদের আত্মায় উত্তম আইনানুগতার অবস্থা, অথবা, যথার্থভাবে বললে, আইনের সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রণোদিত আত্মিক অবস্থা দেখতে চাই। আমার মনে হয়, আমাদের আইনে এখনও এই জিনিসটির ঘাটতি রয়েছে – তাঁদের মধ্যে পাল্টানোর বিরুদ্ধে সহজাত প্রতিরোধ ক্ষমতা কী করে প্রোথিত করা যাবে, তার উপায়।

ক্লেইনিয়াস: এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার, কারণ, আমার ধারণা কোনও কিছু কী করে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য আহরণ করবে, তার কোনও না কোনও উপায় আছে।

অ্যাথেনীয়: তা আছে; আমি এখন স্পষ্টত তা দেখতে পাচ্ছি। ৯৬০ই

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: বেশ, তাহলে যে-আইনি 'কোড' ব্যাখ্যা করেছি, তার জন্য যতক্ষণ না এটি অর্জন করি, ততক্ষণ আমরা যেন কিছুতেই আমাদের দায়িত্ব অবহেলা না করি। কোনও একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় না করিয়ে তা নির্মাণ করা হবে শ্রমের অপচয় মাত্র।

অ্যাথেনীয়: আপনি আমাকে যথার্থই উৎসাহিত করছেন; আমিও আপনার মতোই এ-ব্যাপারে ঐকান্তিক হব ।

ক্লেইনিয়াস: চমৎকার! তাহলে আপনার মতে আমাদের শাসনব্যবস্থা এবং আইনের (আইনি কোড) ক্ষেত্রে সেই নিরাপত্তা-ব্যবস্থাটি কী? আর কী করে আমরা তা নির্মাণ করব?

কাউন্সিলের সদস্যপদ এবং কার্য

৯৬১এ **অ্যাথেনীয়:** বেশ; আমরা কি একথা বলিনি যে, নিম্নোক্ত সারিতে বিন্যস্ত সদস্যদের একটি কাউন্সিল থাকবে আমাদের নগরীতে? নির্দিষ্ট কোনও একটি সময়ে আইনের অভিভাবকগণের মধ্যে যাঁরা জ্যেষ্ঠতম থাকবেন, আর সেইসাথে যাঁরা সদ্‌গুণের জন্য পুরস্কারের অধিকারী হয়েছেন, তাঁদেরকে একটি জায়গায় মিলিত হতে হবে। অধিকন্তু, আইনি কোডকে অপরিবর্তনীয় হিসেবে রক্ষা করার জন্য কোনও বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করা যায় কি না, তা দেখার জন্য যাঁরা বিদেশভ্রমণে গিয়েছিলেন, তাঁরা যখন নিরাপদে নগরীতে পদার্পণ করবেন, তখন এই একই ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক পরীক্ষা করার পর তাঁদেরকেও সেই কাউন্সিলের যোগ্য অংশগ্রহণকারী বলে বিবেচনা করা উচিত। অধিকন্তু, সেই কাউন্সিলের প্রতি সদস্য তাঁদের সাথে নিয়ে আসবেন অন্যূন ত্রিশ বছর বয়েসী
৯৬১বি একজন যুবককে; কিন্তু কেবল সেই যুবককেই নির্বাচন করতে হবে যার মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে সহজাত ক্ষমতা আছে এবং যে শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত; এইসব শর্তপূরণ সাপেক্ষেই সেই যুবককে কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যের সাথে পরিচিত করানো হবে, আর তাঁরা যদি তা অনুমোদন করেন, তবেই সে তাঁদের সাথে যোগ দিতে পারবে; আর যদি তা না হয়, তবে বাকি সবার কাছে যেন সেই রায় গোপন থাকে, বিশেষত যার সম্পর্কে সেই রায় প্রদান করা হয়েছে তার কাছে। জমায়েতটি অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত প্রত্যূষে, যখন মানুষজন তাদের ব্যক্তিগত এবং জনকর্মে সবচেয়ে কম ব্যস্ত থাকে। সম্ভবত, পূর্বেই আমাদের
৯৬১সি মধ্যে এ-বিষয়ে কিছুটা কথাবার্তা হয়েছিল; তাই না?

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, তা হয়েছিল বটে।

অ্যাথেনীয়: বেশ; তাহলে আরেকবার সেই কাউন্সিলের আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক; তার সম্পর্কে আমি এখানে একটি পয়েন্ট তুলে ধরতে চাই। আমার কথা হলো, সমগ্র নগরীর জন্য কেউ যদি এটিকে 'নোঙ্গর' হিসেবে নিচে নামিয়ে

www.pathagar.com

দেয়, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য সকল কিছু যদি তাতে সজ্জিত থাকে, তাহলে আমাদের ইপ্সিত সকল কিছু নিরাপদ থাকবে।

ক্লেইনিয়াস: কিন্তু কীভাবে?

অ্যাথেনীয়: আমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় রাশ না টেনে এর পরবর্তী ধাপে আগত জিনিসপত্রকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার এটিই হলো উপযুক্ত সময়।

ক্লেইনিয়াস: চমৎকার মনোভাব বটে। আপনার মনে যা আছে তাই নিয়ে অগ্রসর হোন।

অ্যাথেনীয়: ক্লেইনিয়াস, কোনও কিছু নিয়ে আমাদের যে-প্রশ্ন করতে হবে, তা ৯৬১ডি
হলো এই: কোনও জিনিসকে তার যে-কোনও কর্মকাণ্ডে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতাটি কী? উদাহরণস্বরূপ, জীবিত প্রাণীর ক্ষেত্রে তা যেমন সুনির্দিষ্টভাবে আত্মা এবং মাথার সহজাত কাজ।

ক্লেইনিয়াস: আবারও জিজ্ঞেস করতে হয় – আপনার পয়েন্টটি কী?

অ্যাথেনীয়: ভেবে দেখুন, এ দুটি যখন সন্তোষজনকভাবে কাজ করে, তখন তারা প্রাণীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে; তাই না?

ক্লেইনিয়াস: কী করে?

অ্যাথেনীয়: এ দুটি জিনিসের ক্ষেত্রে অন্য যা কিছুই সত্যি হোক না কেন, আত্মা হচ্ছে যুক্তিবোধের আসন আর মাথার আছে দৃশ্য ও শ্রবণের ক্ষমতা। সংক্ষেপে বললে বলতে হয়, যুক্তিবোধের সাথে সর্বোচ্চ ইন্দ্রিয়-ক্ষমতার সম্মিলন ঘটলে তা একক চিত্তবৃত্তি গঠন করে; তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তাকেই নিশ্চিতভাবে মুক্তি বলা যায়।

ক্লেইনিয়াস: তা-ই হওয়ার কথা বটে।

অ্যাথেনীয়: অবশ্যই এটি তা-ই। কিন্তু শান্ত আবহাওয়ায়, অথবা, ঝড়ঝঞ্ঝায়, ৯৬১ই
যুক্তিবোধ এবং ইন্দ্রিয় কী করে জাহাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একত্রিত হয়? জাহাজের ক্যাপ্টেন ও ক্রুদের যুক্তিবোধ – যে-যুক্তিবোধ ক্যাপ্টেনের পারদর্শিতায় আত্মস্থ হয়েছে, তার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়জ উপাত্ত ব্যাখ্যা করার সাহায্যেই কি তাঁরা নিজেদেরকে এবং জাহাজটিকে নিরাপদ রাখেন না?

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: উদাহরণ বাড়ানোর খুব একটা প্রয়োজন নেই – সেনাদলের নেতৃত্বে একজন জেনারেল, অথবা, মনুষ্যদেহের চিকিৎসাকারী একজন ডাক্তারের কথাই ধরুন। তাঁদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে – তাঁদের যেমনটি
করা উচিত, তা-ই তারা করবে বলে যদি ধরে নেওয়া যায় – তাদের ৯৬২এ
অধীন সকল কিছুকে নিরাপদ ও সুস্থ রাখার জন্য তারা কাকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করবে? জেনারেল কি বিজয় এবং তার শত্রুদের ওপর নিয়ন্ত্রণকে, আর ডাক্তার ও তাঁর সহকারীগণ দেহকে সুস্থ অবস্থায় রাখাকে, লক্ষ্য হিসেবে স্থির করবেন না?

www.pathagar.com

ক্রেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: তাহলে, এবার একজন ডাক্তারের কথা ভাবুন; যাকে আমরা 'সুস্বাস্থ্য' বলি, তার সূত্রে দেহের অবস্থার ব্যাপারে যিনি অজ্ঞ; অথবা, একজন জেনারেলের কথা ভাবুন, যিনি জানেন না 'বিজয়' এবং অন্যান্য যে-পদ আমরা পর্যালোচনা করেছি, তা বলতে কী বুঝায়। সেক্ষেত্রে এমন কথা কি বলা যায় যে, তাঁরা তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে যৌক্তিক জ্ঞানের অধিকারী?

ক্রেইনিয়াস: অবশ্যই না।

অ্যাথেনীয়: তাহলে নগরীর ব্যাপারে কী বলা যাবে? একজন রাষ্ট্রনায়কের যে-লক্ষ্য স্থির করা উচিত, তার বেলা যদি স্পষ্টতই দেখা যায় যে, তিনি তাতে অজ্ঞ,
৯৬২বি তাহলে প্রথমত তাঁকে কি আর যৌক্তিকভাবে শাসক বলা যাবে আর তারপর যার লক্ষ্য তিনি জানেন না, তাকে কি তিনি কোনওক্রমে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন?

ক্রেইনিয়াস: নিশ্চয়ই না।

অ্যাথেনীয়: তাহলে হালক্ষেত্রে দেশটির প্রতিষ্ঠা যদি যথাযথভাবে সমাপ্ত করতে হয়, তাহলে মনে হয়, তাকে কতগুলো গঠনকারী-অংশে সাজাতে হবে, যা আমাদের চিহ্নিত সেই লক্ষ্যকে অনুধাবন করে (আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য যা-ই হোক না কেন), আর সেই লক্ষ্য কীভাবে অর্জন করা যাবে এবং কে – খোদ আইনের মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে – তাঁকে মহৎ এবং লজ্জাকর উপায়ে পরামর্শ দেবে, তা স্থির করতে হবে। কোনও নগরীতে যদি এদের কোনও
৯৬২সি উপাদানের ঘাটতি থাকে, তখন তাঁর গৃহীত কোনও কর্মকাণ্ডে প্রতিবারই যদি বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানের অভাব লক্ষ করা যায়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

ক্রেইনিয়াস: তা সত্য বটে।

অ্যাথেনীয়: তাহলে আমাদের নগরীর কোন্ অংশে, অথবা, কোন্ রীতিনীতিতে যথাযথভাবে এ ধরনের সুরক্ষা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে? আমরা কি তা ব্যাখ্যা করতে পারব?

ক্রেইনিয়াস: আগন্তুকবর, তা ব্যাখ্যা করা যাবে না – অন্ততপক্ষে স্পষ্ট করে তো নয়ই। কিন্তু আমাকে যদি অনুমান করতেই হয়, তবে মনে হয় আপনি এইমাত্র যাকে নিয়ে মন্তব্য করলেন, সেই কাউন্সিলের রাত্রিকালীন জমায়েতের দিকেই আমাদের নির্দেশ করবে তা।

৯৬২ডি **অ্যাথেনীয়:** ক্রেইনিয়াস, আপনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে আমার কথার অর্থ ধরতে পেরেছেন। আমাদের হালের তর্কযুক্তির গতিমুখ আমাদের সামনে যা তুলে ধরে তা হলো এই কাউন্সিলকে সার্বিকভাবে সদ্গুণের অধিকারী হতে হবে: তার অর্থ হলো, এক লক্ষ্যের পর আরেক লক্ষ্যকে স্থির করে এটি এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াবে না, বরং, একক লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাতে তীর নিক্ষেপ করবে।

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: তা তো নিশ্চয়ই।

অ্যাথেনীয়: তাই আমরা যখন দেখতে পাই যে, নগরীর আইনকানুন ও রীতিনীতি ভিন্ন ভিন্ন দিকে ধাবিত হয়, তখন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকে না; কারণ, সেইসব নগরী-প্রণীত আইনি 'কোডের' বিভিন্ন অংশের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় ভিন্ন ভিন্ন। আমরা দেখি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু কিছু লোক ন্যায়পরায়ণতাকে এমন ভাবে যে, এটি হলো এই, অথবা, ঐ ধরনের মানুষ
কর্তৃক নগরীর শাসিত হওয়ার ঔচিত্য – সেখানে তাঁদের মন্দস্বভাব, অথবা, ৯৬২ই
সদ্‌গুণ কোনও বিবেচ্য বিষয় নয়। অন্য কিছু লোক আছে, যারা একে ধনী হওয়ার সুযোগ বলে ভাবে – তাতে তাঁরা কারও দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ুক, অথবা, না-ই পড়ুক, তাতে কিছু যায় আসে না; আরও অনেকে আছে, যাঁরা 'স্বাধীন' জীবনের জন্য মরণপণ করে। এসব বিষয় তখন আমাদের জন্য আশ্চর্যজনক হয়ে দেখা দেয় না। কোনও কোনও আইনপ্রণেতা উভয় লক্ষ্যকেই তাঁদের দৃষ্টিতে রাখেন, আর তাঁদের আইনে থাকে দুই ধরনের উদ্দেশ্য – অন্য নগরীর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং নিজের নগরীর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। সবচেয়ে চতুর আইনপ্রণেতাগণ (তাঁরা নিজেদের সম্পর্কে এমনটি ভাবতেই ভালোবাসেন) একক কোনও লক্ষ্য স্থির না করে কেবল এগুলোতেই নয়, এদের মতো অন্য অনেক কিছুতে, দৃষ্টি দেন। এর সোজা কারণ হলো, তাঁরা সর্বোচ্চ সম্মানজনক কোনও লক্ষ্য স্থির করতে পারেন না, যাতে, তাঁদের দৃষ্টিতে, অন্য লক্ষ্যসমূহ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

সদ্‌গুণের ঐক্য এবং বহুত্ব

ক্লেইনিয়াস: তাহলে কি আগন্তুকবর, একথা বলা যায় না যে, অনেক আগে থেকে ৯৬৩এ
যে-লাইন আমরা অনুসরণ করছিলাম, তা-ই ছিল সঠিক লাইন? আমরা বলেছিলাম, আমাদের আইনের সাথে সম্পর্কিত সকল কিছুরই উদ্দেশ্য হবে একটিমাত্র পরিণতি, আর আমার মনে হয় আমরা এই ব্যাপারেও একমত হয়েছিলাম যে, একে যথার্থে যে-নামে অভিহিত করতে হবে, তা হলো 'সদ্‌গুণ'।

অ্যাথেনীয়: হ্যাঁ।

ক্লেইনিয়াস: আমার মনে হয় সম্মত হয়ে আমরা এ-ও বলেছিলাম যে, সদ্‌গুণের সংখ্যা হলো চার।

অ্যাথেনীয়: হ্যাঁ, সত্যিকার অর্থে তাই বলেছিলাম।

ক্লেইনিয়াস: এদের মধ্যে সর্বাগ্রে গণ্য যে-গুণ তা হলো যুক্তিবোধ; বাকি তিনটি গুণই, বাস্তবিকপক্ষে অন্য সবকিছুই, একে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়: ক্লেইনয়াস, আপনি বিষয়টি চমৎকার ধরেছেন। এক্ষণে যুক্তিটির বাকিটুকু অনুসরণ করুন। ক্যাপ্টেনের কথা বলুন, ডাক্তার আর জেনারেল –
৯৬৩বি যার কথাই ধরুন না কেন, আমরা ইতোমধ্যেই নির্দেশ করেছি যে, তাঁদের বুদ্ধিমত্তা যথাযোগ্য একক ফলকে তার লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে। এবার আমাদের পালা হলো, রাষ্ট্রনায়কের যুক্তিবোধ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো। একক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করে তাঁর কাছে আমরা নিম্নোক্ত প্রশ্ন করতে পারি: "মহাশয়, আপনার লক্ষ্য কী? আপনার একক সর্বাগ্যগণ্য উদ্দেশ্যটি কী? একজন বুদ্ধিমান ডাক্তার তো ঠিক ঠিক তা চিহ্নিত করতে পারেন, আর উন্নততর প্রজ্ঞা (আমার ধারণা আপনি তেমনটিই দাবি করবেন) নিয়ে আপনি কি আপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিহ্নিত করতে পারেন না? অথবা, আপনারা দুজন – মেগিল্লাস ও ক্লেইনিয়াস, তাঁর পক্ষ হয়ে না হয় উত্তর দিন; অনেক মানুষের পক্ষ হয়ে আমি যেমন তাঁদের প্রত্যয়ের বিশদ বিবরণ দিয়েছি,
৯৬৩সি সেভাবেই আপনারা না হয় তাঁর লক্ষ্য সম্পর্কিত প্রত্যয়কে সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরুন।

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকবর, আমরা কি আর তা পারি!

অ্যাথেনীয়: "আমার মনে হয়, তাঁর লক্ষ্য সম্পর্কে সার্বিক উপলব্ধি লাভ করা এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তা দেখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো উচিত" – এমন উত্তর করলে কেমন হয়?

ক্লেইনিয়াস: উদাহরণস্বরূপ, কোন্ প্রেক্ষাপট?

অ্যাথেনীয়: বেশ; আমরা যখন বলেছিলাম যে, চার কিসিমের সদ্‌গুণ আছে, তখন আমরা চার বলতে এমন বুঝিয়েছিলাম যে, প্রতিটি সদ্‌গুণকেই এমন ভাবতে হবে, যেন তা অন্যগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা।

ক্লেইনিয়াস: তা তো অবশ্যই।

অ্যাথেনীয়: তৎসত্ত্বেও, বাস্তবিকপক্ষে তাদের আমরা একক নামে অভিহিত করি।
৯৬৩ডি আমরা বলি যে, সাহস হলো সদ্‌গুণ, প্রজ্ঞা হলো সদ্‌গুণ, আর একইভাবে অন্য দুটিও তাই; যেন বা তারা বহু নয়, বরং, একই জিনিস আর তা হলো সদ্‌গুণ।

ক্লেইনিয়াস: খাঁটি কথা।

অ্যাথেনীয়: এই দুটি 'গুণ' এবং অন্যসব গুণ যে একটি থেকে আরেকটি আলাদা, এবং তারা কী করে যে ভিন্ন ভিন্ন নাম পরিগ্রহ করেছে, তা তুলে ধরা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। আসল সমস্যাটি হলো এমন: তাদের উভয়কে (এবং অন্যদরকেও) কেন আমরা সুনির্দিষ্টভাবে এই সাধারণ পদ –'সদ্‌গুণ' দিয়ে বর্ণনা করেছি?

ক্লেইনিয়াস: আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

অ্যাথেনীয়: আমার পয়েন্টটি ব্যাখ্যা করা খুবই সহজ ব্যাপার। আমাদের কেউ কি সেক্ষেত্রে প্রশ্ন করায়, এবং অন্য কেউ উত্তরদানে, বৃত হব?

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: আবারও জিজ্ঞেস করতে হয়, আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

অ্যাথেনীয়: আমার কাছে উত্থাপন করার জন্য আপনাদের জন্য প্রশ্ন: 'উভয়কে ৯৬৩ই
একই পদ – 'সদ্‌গুণ' দিয়ে অভিহিত করার পর কেন পরবর্তী নিঃশ্বাসেই আমরা দুই 'সদ্‌গুণ', তথা সাহস ও প্রজ্ঞার কথা বলি? আমি আপনাদের বলছি, কেন আমরা তা করি। তাদের মধ্যে একটি – সাহস ভয়ের অবসান ঘটায়; তা যেমন বন্য প্রাণীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় মনুষ্যকুলে, উল্লেখযোগ্যভাবে খুবই ছোট শিশুদের মধ্যেও। কিন্তু আপনারা তো জানেন, যুক্তিবোধের সাহায্য ছাড়া প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায়ই আত্মা সাহসী হয়। আর উল্টোপক্ষে, যুক্তিবোধের অভাবের মধ্যে কোনও বিচক্ষণ ও বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মার অস্তিত্ব থাকার প্রশ্নই ওঠে না। এটি এখন সত্য, সবসময়ই সত্য ছিল এবং ভবিষ্যতে সর্বদাই সত্য হয়ে থাকবে; এ দু'টি প্রক্রিয়া মৌলিকভাবেই ভিন্ন।

ক্লেইনিয়াস: আপনি যা বলছেন, তা আদতেই সত্যি।

অ্যাথেনীয়: তাহলে এখন আপনারা একটি যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা পেলেন – কেন তারা ৯৬৪এ
ভিন্ন এবং দুই। এবার আপনাদের পালা: এবার আপনারা আমায় বলুন, তারা কেন এক এবং অভিন্ন। বুঝতে পারছেন তো, আপনাদের কাজ হলো সেই চারটি গুণ তৎসত্ত্বেও কেন একক গড়ে তোলে, তা ব্যাখ্যা করা; আর আপনারা যখন তাদের একত্ব উপস্থাপন করবেন, তখন আমাকে আবার প্রশ্ন করবেন, কোন্ অর্থে তারা চার – তা তুলে ধরার জন্য।

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের কর্তব্য

এরপর আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে: যে-জিনিসের নাম আছে, সংজ্ঞা আছে, তার সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান কী নিয়ে গঠিত হয়: কোনও কিছুর নাম জানাই কি যথেষ্ট, তার সংজ্ঞা জানার কি কোনও প্রয়োজন নেই? বিপরীতপক্ষে, কোনও মানুষের যদি সামান্যতম যোগ্যতাও থাকে, তাহলে এমন মহান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এসব পয়েন্টের কিছুই যদি সে বুঝতে না পারে, তা কি তাঁর পক্ষে লজ্জাজনক ব্যাপার হবে না?

ক্লেইনিয়াস: তা-ই তো হওয়ার কথা। ৯৬৪বি

অ্যাথেনীয়: আইনের দাতা এবং অভিভাবকগণের ক্ষেত্রে, বাস্তবিকপক্ষে, যে-কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রেই, তা বলা যায়: যিনি মনে করেন তাঁর প্রজ্ঞা পৃথিবীর বাকি সবার প্রজ্ঞা থেকে উন্নতমানের, এবং যিনি তাঁর সাফল্যের জন্য পুরস্কার লাভ করেছেন, তাঁর ক্ষেত্রে – আমরা এখন যেসব গুণ নিয়ে আলোচনা করছি – সাহস, সংযম, ন্যায়বোধ এবং প্রজ্ঞার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কোনও গুণ কি থাকতে পারে?

ক্লেইনিয়াস: না, তা থাকার জো কোথায়।

www.pathagar.com

অ্যাথেনীয়ঃ সুতরাং, এই পরিস্থিতিতে যখন অপরাধীদের আলোকিত করা, আদেশ-নির্দেশ দেওয়া, অথবা, সম্ভবত সংশোধন, অথবা, শাস্তি দেওয়ার
৯৬৪সি প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন যারা বাকি কম্যুনিটির অভিভাবক, তথা, যারা ব্যাখ্যাকার, শিক্ষক এবং আইনদাতা – তাঁদের কী ভূমিকা পালন করা উচিত? তাঁদের কি উচিত নয়, সদ্‌গুণ ও মন্দের প্রভাব সম্পর্কে পুরো ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা প্রদান করা? না কি, এমন হবে যে, নগরীতে বহিরাগত কোনও কবি, অথবা, তরুণের স্বঘোষিত কোনও শিক্ষাদাতা, প্রতিটি সদ্‌গুণে বিজয় মাল্যমুকুট লাভকরা লোকের চাইতে প্রকৃষ্টতর বলে প্রতিভাত হবেন? এ ধরনের নগরীতে কথায়, অথবা, কাজে সদ্‌গুণ উপলব্ধি করার যোগ্য কোনও
৯৬৪ডি অভিভাবক যেহেতু থাকবে না, তাই তা সুস্পষ্ট কোনও প্রতিরক্ষা থাকবে না; আর সে-কারণেই হালের অনেক নগরীকে যে-নিয়তি পোহাতে হচ্ছে, একেও তেমন নিয়তিই পোহাতে হবে।

ক্লেইনিয়াসঃ আমার ধারণা এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

অ্যাথেনীয়ঃ বেশ; তাহলে কি আমরা আমাদের প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন করব, না কি, করব না? আমরা কি আমাদের অভিভাবকগকে এমনভাবে প্রস্তুত করব যেন সদ্‌গুণ ব্যাখ্যা করা এবং তাকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তাঁরা সাধারণ লোকজনের চাইতে অধিকতর উচ্চ গুণসম্পন্ন হয়? এখন যেহেতু আমাদের নগরী এ-ধরনের একটি সুরক্ষার অধিকারী, তাই অন্য আর কীভাবে তা একজন জ্ঞানী লোকের মাথা এবং ইন্দ্রিয়ের মতো কাজ করতে পারে?

ক্লেইনিয়াসঃ আগন্তুকবর, কোথায় এ সাদৃশ্য বিরাজ করে? আপনি কী করে এই তুলনা উপস্থাপন করছেন?

৯৬৪ই **অ্যাথেনীয়ঃ** নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, নগরী হলো দেহকাণ্ড, আর বয়োকনিষ্ঠ অভিভাবক যাঁরা রয়েছেন, যাঁদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে, তাঁদের সহজাত প্রতিভা এবং মানসিক দূরদৃষ্টির জন্য তাঁরা যেন পর্বতচূড়ায় বাস করেন এবং ঘুরে ঘুরে সমগ্র নগরীকে জরিপ করেন; তাঁরা যখন পাহারা দেন, তখন যে-সব ইন্দ্রিয়ানুভূতি তাঁরা লাভ করেন, তা যেন তাঁরা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেন এবং
৯৬৫এ নগরীতে যা কিছু ঘটে তার ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মীদের সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেন; যাঁরা বয়স্ক লোক, গুরুত্বপূর্ণ অনেকে প্রশ্নে তাঁদের উচ্চপর্যায়ের প্রজ্ঞার জন্য তাঁদেরকে আমরা বুদ্ধিমত্তার সাথে তুলনা করতে পারি – নীতি নিয়ে বিতর্ক করার কালে তাঁরা যেন তাঁদের বয়োকনিষ্ঠদের সাহায্য ও পরামর্শের সুযোগ গ্রহণ করেন। আর তার মাধ্যমেই উভয়ে যৌথভাবে, সত্যিকার-অর্থে, পুরো নগরীকে কার্যকর উপায়ে রক্ষা করে। এক্ষণে, আমরা কি এ-ধরনের প্রতিষ্ঠান দেখতে চাই, না কি, আমাদের মনে অন্য কিছু আছে? বাস্তবিকপক্ষে, কাউকে কাউকে অধিকতর বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা না দিয়ে আমাদের কি সকল নাগরিককে একই স্তরে রেখে দেওয়া উচিত?

ক্লেইনিয়াসঃ কিন্তু প্রিয় মহাশয়, তা তো পুরোপুরি অসম্ভব একটি ব্যাপার।

www.pathagar.com

কাউন্সিলের উচ্চশিক্ষা

অ্যাথেনীয়: তাহলে তো আমাদের অগ্রসর হতে হয় পূর্ববর্ণিত শিক্ষার চাইতে ৯৬৫বি
অধিকতর উচ্চতর শিক্ষার দিকে।

ক্লেইনিয়াস: তা-ই হয়ত ঠিক।

অ্যাথেনীয়: মুহূর্ত আগে আমরা প্রসঙ্গক্রমে যে-শিক্ষার কথা বলছিলাম, তা কি আমাদের প্রয়োজন মেটাবে?

ক্লেইনিয়াস: আলবৎ মেটাবে।

অ্যাথেনীয়: আমরা কি এমন কথা বলিনি যে, যে-কোনও ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে দক্ষ একজন কারিগর, অথবা, অভিভাবক কেবল যে-কোনও জিনিসের বহুসংখ্যক একক উদাহরণ দেখতেই সক্ষম, তা-ই নয়, বরং তিনি একক কেন্দ্রীয় ধারণার জ্ঞানও অর্জন করতে সক্ষম, এবং যখন তিনি তা অনুধাবন করতে সক্ষম হন, তখন বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়কে তিনি সার্বিক প্রেক্ষাপটে তাদের যথাযোগ্য জায়গায় স্থাপন করতে পারেন?

ক্লেইনিয়াস: তা বলেছি বটে, আর যথার্থই বলেছি।

অ্যাথেনীয়: তাহলে কোনও প্রত্যয়ের ব্যাপারে গভীর অনুসন্ধান চালানোর জন্য ৯৬৫সি
বিভিন্ন অসদৃশ ঘটনা পেরিয়ে একক *ধারণা* দেখতে পাওয়ার সক্ষমতার চাইতে প্রকৃষ্ট যন্ত্র আর কী হতে পারে?

ক্লেইনিয়াস: সম্ভবত আর কোনওটিই নয়।

অ্যাথেনীয়: আপনি একে 'সম্ভবত' বলছেন! না, প্রিয় মহাশয়, আমাদের *অবশ্যই* বলতে হয় যে, যে-কোনও মানুষের ক্ষেত্রেই অনুসরণীয় পদ্ধতির মধ্যে এটিই হলো সবচেয়ে নিশ্চিত পদ্ধতি।

ক্লেইনিয়াস: আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি আগন্তুকবর, আমি একমতও বটে; এই ভিত্তিতে তাহলে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক।

অ্যাথেনীয়: সেক্ষেত্রে মনে হচ্ছে, চার সদ্‌গুণের সবগুলোর সাধারণ যে উপাদান আছে – একক সেই ফ্যাক্টর, যা সাহস, সংযম, ন্যায়নীতি এবং প্রজ্ঞার মধ্যে
খুঁজে পাওয়া যাবে এবং আমাদের দৃষ্টিতে যা 'সদ্‌গুণ' বলে সাধারণ একটি ৯৬৫ডি
নামে অভিহিত হওয়ার দাবি রাখে, তার সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করার জন্য আমাদেরকে ঐশী ভিত্তির অভিভাবকদের বাধ্য করতে হবে। বন্ধুগণ, যদি আমাদের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা থাকে, তবে এই উপাদানটিকেই আমাদের জোঁকের মতো আকড়ে থাকতে হবে, আর যতক্ষণ না তার সত্তাসারকে আমরা যথেষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি, ততক্ষণ যে-জিনিস নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে তা হলো এই: এটি কি একক সত্তা, না যৌগিক সত্তা, না কি, তাদের
উভয়ই, না কি, অন্য কিছু? সেই সময়ে আমাদের বজ্রমুষ্ঠি কিছুতেই আলগা ৯৬৫ই
করা যাবে না। এই পয়েন্টটি যদি আমাদের ফাঁকি দিয়ে যায়, যদি আমরা

www.pathagar.com

না-ই বলতে পারি এটি কি বহু উপাদান নিয়ে গঠিত, না কি, কেবল চারটি নিয়ে গঠিত, না কি, এটি একটি একক, তখন কি আমরা কখনও সদ্‌গুণ অর্জনের আশা করতে পারি? না, একবারেই না। সেক্ষেত্রে (আমরা যদি আমাদের নিজেদের মান্য করি) আমাদের নগরীতে যেভাবে তাকে অস্তিমান করতে হবে, তার জন্য অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে।[২০] তবে যদি এমন মনে হয় যে, এই 'টপিকটি' পুরোপুরি বাদ দিতে হবে, তবে তাকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে।[২১]

ক্লেইনিয়াস: আগন্তুকের দেবতার নামে বলি মহাশয়, এ ধরনের 'টপিক' আমাদের কোনওভাবেই পরিত্যাগ করা চলবে না: আমাদের কাছে মনে হয় আপনার কথাই পুরোপুরি ঠিক। তাহলে এই সমস্যাটিকে কী করে সমাধা করা যাবে?

৯৬৬এ **অ্যাথেনীয়:** এক্ষণে পদ্ধতির প্রশ্নটি না হয় মুলতবি রাখা হলো। সর্বাগ্রে যে-জিনিসটির মীমাংসা করতে হবে এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে যা সিদ্ধান্ত করতে হবে, তা হলো: এ ধরনের উদ্যোগ আদৌ নেওয়া হবে কি না।

ক্লেইনিয়াস: যদি তা সম্ভব হয়, তবে তো নেওয়াই উচিত।

অ্যাথেনীয়: বেশ। সুন্দর এবং উত্তম সম্পর্কে কি আমরা একই লাইনে এগুব? আমাদের অভিভাবকগণের কি একথা জানলেই চলবে যে, এদের প্রত্যেকটিই হলো বহু, না কি, তাদের আরও জানতে হবে, কীভাবে এটি এক?

ক্লেইনিয়াস: মনে হয় এটি কী করে এক – তা-ও তাদেরকে কমবেশি অনুধাবন করতে হবে।

৯৬৬বি **অ্যাথেনীয়:** কিন্তু তাঁরা যদি পয়েন্টটি অনুধাবন করেন, কিন্তু তা তুলে ধরার ক্ষেত্রে শব্দ খুঁজে না পান, তখন কী হবে?

ক্লেইনিয়াস: কী অদ্ভুত কথা! এটি তো ক্রীতদাসের অবস্থা বই কিছু নয়।

অ্যাথেনীয়: বেশ; সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমাদের মতবাদ কি একই হতে যাচ্ছে না? আমাদের অভিভাবকদের যদি আইনের *প্রকৃত* অভিভাবক হতে হয়, তাহলে তো আইনকানুনের সত্যিকার প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁদের *প্রকৃত* জ্ঞান থাকতে হবে; উত্তম কাজ থেকে মন্দ কাজের সত্যিকার পার্থক্য ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে, এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও, পার্থক্য অনুশীলন করার ব্যাপারে তাঁদের পারঙ্গম হতে হবে।

ক্লেইনিয়াস: স্বাভাবিকভাবেই; অন্যথা হওয়ার জো কোথায়?

ধর্মতত্ত্বের গুরুত্ব

৯৬৬সি **অ্যাথেনীয়:** নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, জ্ঞানের সবচেয়ে চমৎকার ক্ষেত্রের মধ্যে অন্যতম হলো দেবতা-সম্পর্কিত (ধর্মতত্ত্ব) বিষয়, যার ওপর আমরা

www.pathagar.com

ইতোমধ্যেই প্রভূতভাবে দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছি। দেবতাদের অস্তিত্ব এবং তাদের ক্ষমতার নিশ্চিত পরিধি অনুধাবন এবং আস্বাদন করা – মানুষকে এসব জিনিস যতদূর জানার সুযোগ দেওয়া হয়েছে – অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন সাধারণ মানুষ যদি কেবল আক্ষরিকভাবে আইন অনুসরণ করে তবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া যায়, কিন্তু ইচ্ছুক কোনও অভিভাবক যদি লভ্য প্রতিটি ধর্মতাত্ত্বিক প্রমাণ আত্মস্থ করার ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, কিছুতেই, কোনওভাবেই, তাঁকে এ ধরনের কাজে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না; অন্য কথায় বলা যায়, আইনের অভিভাবক হিসেবে কখনও এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা যাবে না, যিনি ৯৬৬ডি
অস্বাভাবিকভাবে প্রতিভাবান নয়, অথবা, ধর্মতত্ত্ব নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেননি, অথবা, সদ্গুণ ধারনের ক্ষেত্রে কোনও পুরস্কারেও ভূষিত হওয়ার যোগ্য নন।

ক্লেইনিয়াস: হ্যাঁ, আপনি যেমনটি বললেন এটিই ন্যায্য – এই কাজে অলস বা অযোগ্য লোকজনকে এমন সম্মানজনক পুরস্কারের ধারেকাছেও আসতে দেওয়া উচিত নয়।

অ্যাথেনীয়: আমরা তো জানি – জানি কি না, আমরা যেসব যুক্তি ইতোমধ্যে উপস্থাপন করেছি, তাদের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে দু'টি যুক্তি আছে, যা দেবতাদের বিশ্বাস করাকে উৎসাহিত করে?

ক্লেইনিয়াস: কোন্ দুটি?

অ্যাথেনীয়: এদের মধ্যে একটি পয়েন্ট হলো আত্মা সম্পর্কে প্রদত্ত আমাদের ৯৬৬ই
বক্তব্য; আমরা বলেছিলাম যে, এটি সকল জিনিসের চাইতে অধিক বয়েসী এবং অধিক ঐশী গুণসম্পন্ন – এটিই সেইসব জিনিসের বিচলনের উদ্ভব ঘটিয়েছে এবং তাড়নার সৃষ্টি করেছে, যা একে অব্যাহত অস্তিত্বের প্রবাহে নিপতিত করেছে।[২২] আরেকটি যুক্তির ভিত্তি ছিল এই যে, আকাশমণ্ডলে বস্তুনিচয়ের গতি সুশৃঙ্খল এবং অন্যান্য সামগ্রীর যুক্তিবোধের অধীনে কাজ করে – তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলা রক্ষা করে। এই বিষয়টি যিনি মনোযোগ দিয়ে এবং পারদর্শী দৃষ্টিতে ভেবে দেখেছেন, তিনি প্রকৃতিগতভাবে কখনও নাস্তিক হয়ে উঠেননি; অধিকাংশ মানুষই এমন অবস্থায় ধরে নিয়েছে যে, এমন না ভাবার কারণেই তিনি এমন অবস্থায়ই নিপতিত হয়েছেন। তাঁদের ধারণা এমন যে, ৯৬৭এ
জ্যোতির্বিদ্যা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিদ্যাশাখায় যিনি অধ্যয়ন করেন এবং যিনি এমন দেখতে পান যে, আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন ঘটনা প্রয়োজনীয় নিয়মানুযায়ী সংঘটিত হয়, কোনও সদাশয় ইচ্ছাশক্তির নির্দেশনার কোনও প্রয়োজন নেই, তাখন তিনি নাস্তিক হয়ে উঠবেন।

ক্লেইনিয়াস: বেশ; কিন্তু বাস্তবে কী ঘটবে?

অ্যাথেনীয়: আমি যেমনটি বলেছি, যখন চিন্তাবিদগণ বস্তুনিচয়কে আত্মাহীন বলে বিবেচনা করতেন, তার থেকে হালের অবস্থাটি পুরোপুরি ভিন্ন। এমনকি

www.pathagar.com

৯৬৭বি তখনও তাদের নিয়ে মানুষ প্রভূতভাবে বিস্ময়বোধ করত, এবং যারা তাদের নিয়ে নিবিড়ভাবে চর্চা করতেন, তাঁরা, এখন যা বিশ্বাস করা হয় – তেমন কথায়, সন্দেহ পোষণ করতেন: এইসব সত্তা যদি আত্মাহীন এবং ফলে যুক্তিহীন হতো, তাহলে তো তাদের আচরণ নিয়ে এত উল্লেখযোগ্য নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা যেত না; এমনকি তখনও এমন অনেকে ছিলেন[২৩] যাঁরা এমন বলতেন যে, বুদ্ধিমত্তাই আকাশমণ্ডলের সকল কিছুর মধ্যে শৃঙ্খলা দিয়েছে এবং তা দিয়ে সেই দাবি নাকচ করে দিতেন। কিন্তু এই একই
৯৬৭সি ব্যক্তিবর্গ বস্তুর ওপর আত্মার স্বাভাবিক অগ্রাধিকার নিয়ে ভুল ধারণা পোষণ করতেন: আত্মাকে তারা পরবর্তী সৃষ্টি মনে করে সবকিছুকে উর্ধ্বপদ হেটমুণ্ড করে দিতেন এবং তাদের নিজেদের তত্ত্বকে করে তুলতেন অর্থহীন। তাঁরা তাঁদের চোখেদেখা প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, আকাশমণ্ডলে যে-বস্তুনিচয় বিচলন করে, তারা পাথর, মাটি এবং অন্য সকল ধরনের আত্মাহীন পদার্থের সমাহার বই কিছু নয় – তারাই পুরো ব্রহ্মাণ্ডের বিন্যাসের কারণ-পরম্পরা জুগিয়েছেন। এ ধরনের উপসংহারই বিভিন্ন ধরনের নাস্তিক্যবাদী এবং অজনপ্রিয় মতবাদের রূপ নিয়ে এ ধরনের লোকদের মন দখল করেছিল; বিশেষ করে, কবিকুলও এ-ধরনের গালাগালে যোগ দিতে
৯৬৭ডি উৎসাহিত বোধ করেছিল। যাঁরা দর্শন নিয়ে চর্চা করত, তাঁদেরকে তাঁরা তুলনা করত নবচন্দ্রে কামোত্তেজিত ঘেউ ঘেউ করা কুকুরের সাথে, তাঁদের সম্পর্কে তাঁরা মূঢ়োচিত কথাবার্তা বলত।[২৪] কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি, হাল অবস্থা মৌলিকভাবে ভিন্ন।

ক্লেইনিয়াস: তা কেমন?

অ্যাথেনীয়: আমরা এখন যে দুটি মতবাদের বিষয়ে আলোচনা করব, তা আত্মস্থ করা ব্যতীত কোনও নশ্বর মানুষই পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার ঝুঁকি ছাড়া সত্যিকার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারে না: প্রথম মতবাদটি হলো: যে-কোনও সৃষ্ট জিনিসের চাইতে আত্মা অধিক বয়েসী, এটি অমর এবং এটি সমগ্র বস্তুবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে; আর দ্বিতীয়ত, (এই মতবাদটি আমরা পূর্বে যথেষ্ট
৯৬৭ই পরিমাণে ব্যাখ্যা করেছি) স্বর্গলোকের বস্তুনিচয়ের মধ্যে যুক্তিবোধ হচ্ছে পরম শক্তি। তাই মানুষজনকে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক বিদ্যাও আয়ত্ত করতে হবে, দার্শনিকের দৃষ্টি দিয়ে জরিপ করে দেখতে হবে তাদের মধ্যে সমরূপী কী বৈশিষ্ট্য আছে, এবং সুসমঞ্জস নৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড গড়ে তোলার জন্য তা ব্যবহার করতে হবে; পরিশেষে যখন একটি যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভবপর হয়ে উঠবে, তখন তিনি অবশ্যই তা প্রদান করতে সক্ষম হবেন। এসব
৯৬৮এ অন্তর্দৃষ্টি যিনি লাভ করতে সক্ষম হবেন না এবং সাধারণ মানের সদ্‌গুণের ঊর্ধ্বে উঠতে পারবেন না, তিনি কখনও সামগ্রিকভাবে একটি নগরী শাসন করার যোগ্য হয়ে উঠতে পারবেন না; তাঁর পক্ষে কেবল অন্য শাসকদের সহকারী হয়ে উঠা সম্ভব। ক্লেইনিয়াস ও মেগিল্লাস, তার অর্থ হলো, আমরা এতক্ষণ যে-আইনের বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছি, সেই আইনি 'কোডের' সাথে

www.pathagar.com

আমরা কি আরেকটি আইন যোগ করব – আমরা কি এমন বলব যে, নৈশ-কাউন্সিলের শাসকদের জন্য যে-শিক্ষার কথা উপস্থাপন করেছি, তা নগরীর নিরাপত্তাবিধানের উদ্দেশ্যে আইনগতভাবে প্রহরী হয়ে উঠবে? না কি, আমাদের ৯৬৮বি
জন্য আর কোনও বিকল্প পথ আছে?

ক্লেইনিয়াস: প্রিয় মহাশয়, সম্ভব হলে এই আইনকে যোগ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করাই শ্রেয়; আমাদের সাফল্য যদি আংশিকও হয়, তবু তাতে কিছু যায় আসে না।

কাউন্সিলের নিয়োগ এবং তার পাঠক্রম

অ্যাথেনীয়: তাহলে আসুন, এই সংগ্রামে জয়লাভ করার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করি। এ ধরনের কাজে আমার প্রভূত অভিজ্ঞতা জন্মেছে; বহুকাল আমি এই বিষয়টি নিয়ে চর্চাও করেছি; সুতরাং আপনাদের কোনও সাহায্য করতে পারলে আমি যারপর নাই খুশি হব – সম্ভবত অন্য অনেককে আমার সাথে পাওয়া যাবে।

ক্লেইনিয়াস: কিন্তু আগন্তুকবর, বলাই বাহুল্য, সর্বোপরি আমাদের সেই পথই অনুসরণ করতে হবে যে-পথে বিধাতা নিজে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন! কিন্তু এই মুহূর্তে যে-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার, তা হলো: আমাদের দিক থেকে কী ৯৬৮সি
হবে সঠিক পদ্ধতি?

অ্যাথেনীয়: মেগিল্লাস, ক্লেইনিয়াস, যতক্ষণ না কাউন্সিলটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ তার কার্যাবলি স্থির করা একেবারেই অসম্ভব। যাঁরা ইতোমধ্যেই জ্ঞানের আবশ্যকীয় বিভাগে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন, তারাই এর পাঠসূচি নির্ধারণ করবেন; কেবলমাত্র পূর্বেকার নির্দেশনা এবং অন্তরঙ্গ আলোচনাই এমতো বিষয়াদির ক্ষেত্রে সফল সিদ্ধান্ত-সহায়ক হবে।[২৫]

ক্লেইনিয়াস: তা কেমন? এই মন্তব্যটিকে আমরা কী অর্থে বুঝব?

অ্যাথেনীয়: সর্বপ্রথমে, আমাদেরকে এই অভিভাবক পদের জন্য যোগ্য একটি প্রার্থী-তালিকা প্রণয়ন করতে হবে; তাতে তাঁদের বয়স, বুদ্ধিবৃত্তিক সাফল্য, ৯৬৮ডি
নৈতিক চরিত্র এবং জীবনযাপন পদ্ধতিকে বিবেচনায় নেওয়া হবে। তারপর প্রশ্ন আসবে, তাঁদেরকে কী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। নিজের ক্ষেত্রে কী জিনিস শিক্ষা করা উচিত, তা আবিষ্কার করা অত্যন্ত কঠিন, আর অন্য কেউ যদি তা করে থাকে, তবে তার কাছ থেকেও তাঁর শিক্ষালাভ করা কঠিন। আর অতিরিক্ত সময়ের প্রশ্ন তো আছেই – কোন্ সময়, কত সময়ব্যাপী, প্রতিটি বিষয় অধ্যয়ন করা উচিত; লিখিতভাবে এই বিষয় নিয়ে আইন প্রণয়ন করা এখন অর্থহীন। কারণ, ধরা যায় যতক্ষণ না প্রতি শিক্ষার্থীর আত্মায় কোনও একটি বিষয়ের জ্ঞান জাগ্রত হয়, ততক্ষণ যে-বিষয়টি অধ্যয়ন করা হচ্ছে, তার ৯৬৮ই
জন্য সেটি সঠিক সময় কি না, নিজেদের কাছে তা স্পষ্ট হবে না। সুতরাং,

এসব খুঁটিনটি বিষয়কে যদিও অলজ্ঘনীয় গোপন বলে বিবেচনা করা ভুল হবে, তবু একথা বলা সমীচীন হবে যে, তা আগে থেকে ফাঁস করে দেওয়া ঠিক হবে না; কারণ, আগেভাগের প্রকাশ আমাদের আলোচিত প্রশ্নসমূহে কোনওভাবেই কোনও আলো ফেলে না।

শেষ মন্তব্য

ক্লেইনিয়াসঃ বেশ, আগন্তুকবর; এই যদি হয় বাস্তব অবস্থা তাহলে আমাদের কী করা উচিত?

অ্যাথেনীয়ঃ প্রবাদে যেমন বলা হয়, আমাদের জন্য তা বোধহয় 'সাধারণ এবং একটি মধ্যপন্থা'[২৬]; আর আমরা যদি পুরো শাসনব্যবস্থাটির ব্যাপারে ঝুঁকি নিতে চাই, যদি তিন ছক্কা অথবা তিন টেক্কা মারতে চাই[২৭], তবে তা-ই করতে
৯৬৯এ হবে; আর প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার ব্যাপারটি নিয়ে আমরা যে-আলোচনা আবারও শুরু করছি, আমার দিক থেকে তার পরিপূর্ণ ব্যাখা প্রদানের মাধ্যমে আমি অংশত সেই ঝুঁকি নিচ্ছি। যাই হোক না কেন, সেই ঝুঁকি বিপুল এবং অভিনব। তাই ক্লেইনয়িাস, আমার দিক থেকে আহ্বান জানাই, এ কাজটিতে ঝাপিয়ে পড়ুনঃ ম্যাগ্নেসীয়দের জন্য সেই নগরী প্রতিষ্ঠা করুন (অথবা, তার জন্য বিধাতা অন্য যে নাম স্থির করেন); তাতে যদি আপনার সাফল্য আসে, তবে
৯৬৯বি আপনার জন্য তা প্রভূত খ্যাতি এনে দেবে; আর যা-ই হোক, সাহসের ঘাটতি আছে এমন কুখ্যাতি তো আপনার কপালে জুটবে না; নিদেনপক্ষে আপনার উত্তরাধিকারীদেরকে তো আপনি এক্ষেত্রে নগণ্য করে তুলতে পারবেন। কমরেডগণ, আমাদের সেই চমৎকার কাউন্সিল যদি গঠন করা যায়, তাহলে আমাদের নগরীর দায়িত্ব তাঁদের হাতেই অর্পণ করা উচিত; আর বাস্ত বিকপক্ষে, হালের কোনও আইনদাতাই তো আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করতে চাইবে না। মুহূর্তপূর্বে আমরা আমাদের মাথা এবং বুদ্ধিমত্তার যুক্ত প্রতীক নিয়ে ভেবেছিলাম, এবং তাকে আমরা একটি আদর্শবাদী স্বপ্নদর্শন হিসেবে অভিহিত করেছিলাম – কিন্তু যদি কড়াকড়ি নিয়মকানুন অনুসরণ করে কাউন্সিলের
৯৬৯সি সদস্যগণকে নির্বাচন করা হয়, তাঁদের যদি যথাযথভাবে শিক্ষাদান করা হয়, আর শিক্ষা সমাপনান্তে তাঁদের যদি নগরীর দুর্গে বাস করতে দেওয়া হয়, এবং তাঁদেরকে যদি এমন অভিভাবক করে তোলা হয়, যাঁদের সুরক্ষা প্রদানের ক্ষমতার উৎকর্ষ আমাদের জীবনে পূর্বে অদেখা ছিল, তবে এর সমস্ত কিছুই নিখুঁত জাগ্রত স্বপ্ন হয়ে উঠবে।

মেগিল্লাসঃ প্রিয় ক্লেইনিয়াস, যা বলা হয়েছে বলে আমরা শুনেছি তা বিচার করলে, হয় নগরীর পত্তনের ভাবনা পরিত্যাগ করতে হবে, অথবা, আমাদের এই আগন্তুকবরের চলে যাওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করতে হবে; অনুনয়-বিনয় করেই হোক, আর অন্য কোনও কৌশলেই হোক, নগরী প্রতিষ্ঠায় তাঁর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস: আপনি যা বললেন মেগিল্লাস, তা খুবই সত্য। এ কাজগুলোই করব আমি; আপনাকে তার ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে। ৯৬৯ডি

মেগিল্লাস : অবশ্যই।

টীকা

১ হারমিজ ছিলেন দেবতাদের সংবাদবাহক এবং বাচ্যের দেবতা, সেইসাথে বাক্যালঙ্কার ও সব ধরনের অসৎ বচনের। তিনি চৌর্যবৃত্তিরও দেবতা ছিলেন।

২ হীসিয়াদ, *Works and Days,* ২৫৪ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে মোটামুটিভাবে এ ধরনের মনোভাবই বিধৃত হয়েছে।

৩ ট্রয়ের যুদ্ধে মেনোসিয়াসের পুত্র এবং একিলিজের সহযোগী পাত্রোক্লাস একিলিজের পিতা পেলেউসের বর্ম পরে যুদ্ধ করতে গিয়ে হেক্তরের হাতে নিহত হয়।

৪ ওভিদ (*Metamorphoses*, XII, 172ff) । কাইনেউস ছিল এক সুন্দরী কুমারী; পসেইদন তাকে বলাৎকার করেছিলেন এবং তারপর তাকে একটি বর মঞ্জুর করেছিলেন। ভবিষ্যতে যাতে তাঁকে কখনও বলাৎকারের শিকার হতে না হয় তাই তিনি প্রার্থনা জানিয়েছিলেন তাঁকে যেন পুরুষ বানিয়ে দেওয়া হয়। পসাইদন তাঁকে অপ্রতিরোধ্য এক পুরুষযোদ্ধা বনিয়ে দিয়ছিলেন।

৫ নিরীক্ষকের গ্রিক শব্দ হল *euthuntes;* এর আক্ষরিক অর্থ হল 'সোজাকারী'। ইংরেজি অনুবাদে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হল censor, examiner, auditor, scrutineer, ইত্যাদি। আমরা বাংলা অনুবাদে নিরীক্ষক শব্দটি ব্যবহার করছি।

৬ এখানে অ্যাথেনীয় আগন্তুক *euthuntes* শব্দটির দুই অর্থ নিয়ে খেলা করেন।

৭ যে দোষী সে এই শপথ নিতে অস্বীকৃতি জানাত, কারণ, দেবতাগণ মিথ্যা-সাক্ষ্যদাতাদের শাস্তি দিতেন।

৮ ধরে নেওয়া যায়, বলা হয়েছে নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন।

৯ স্পার্টায় এমন প্রথা প্রচলিত ছিল – সেখানে বিদেশিদের থাকতে দেওয়া হতো না।

১০ সমগ্র হেলাসের (গ্রিসের) খেলাধুলা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চার পীঠস্থান।

১১ আক্ষরিক অর্থে নীল নদের সন্তানেরা। মনে করা যায় যে, প্লেটো এখানে পরোক্ষে অন্যের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল মিশরীয়দের কথা বলছেন। প্লেটো মিশর সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন; হয়ত বা তিনি সে দেশ ভ্রমণও করেছিলেন। তাই এখানে তার বিপরীত আইনের কথা বলছেন।

১২ মিশরীয়রা তাদের যাগযজ্ঞে বিদেশিদের উপস্থিত থাকতে দিত না। তারা এই প্রথা ঘোষণাও করত। এখানে তাই তার উল্টো ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হচ্ছে। এটি স্পার্টার প্রথার প্রতিও ইঙ্গিত করে।

১৩ পূজাপীঠ নির্মাণ করে বাসস্থানকে পবিত্র করা হয়। কিন্তু যেহেতু বাটি এবং চুল্লি ইতোমধ্যেই পবিত্র, তাই সাধারণ্যের জন্য নির্মিত পূজাস্থলই যথেষ্ট। বাড়িতে আবার ব্যক্তিগত কোনও পূজাপীঠ নির্মাণের প্রয়োজন নেই। সম্ভবত এমন কথাই বোঝানো হয়েছে এখানে।

১৪ পৈতৃক সম্পত্তি এবং যন্ত্রপাতি।

১৫ এখানে যে-শব্দটি (*আইদলন*) ব্যবহার করা হয়েছে তাকে হোমার প্রায়শ মৃত আত্মা হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

www.pathagar.com

১৬ পাতালপুরী দেবতাদের অনেকসময় 'অন্য দেবতা' হিসেবে অভিহিত করা হতো।

১৭ লাকেসিসঃ আক্ষরিক অর্থ হল 'লটারির ভাগ্য বিতরণকারী'।

১৮ ক্লথোঃ আক্ষরিক অর্থ হল 'বুননকারী'।

১৯ আত্রপসঃ আর্থরিক অর্থ হল 'অনিবর্তনীয়'।

২০ বিভিন্ন প্রাচীন ব্যাখ্যাকার এবং হালের অনুবাদক মূল পাণ্ডুলিপির শুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, আর বিভিন্ন সংশোধনীও প্রস্তাব করেছেন। অনুবাদক প্যাঙ্গেল ডিয়েজ-এর পাণ্ডুলিপি অনুসরণ করে তাঁর নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। আমাদের কাছে তা যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। তিনি লিখেছেন যে, যে-জ্ঞান তাঁরা তিনজন অনুসন্ধান করছেন, তা যদি তাদের ফাঁকি দেয়, তাহলে তাঁদেরকে (নৈশ-কাউন্সিলের বদলে) অন্য কৌশলের খোঁজ করতে হবে, যার মাধ্যমে নগরী তা লাভ করবে।

২১ পাণ্ডুলিপিতে এই বাক্যটির শেষদিকটা দুমড়ে যাওয়ার কারণে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। একে ভিন্নভিন্নভাবে পুনর্গঠন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে যেমন বলা হয়েছে 'তাকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে', তেমনই আরেক ব্যাখ্যাকার বারনেট বলেছেন, 'তাহলে এর মুখোমুখি হতেই হবে'।

২২ এই বাক্যটির অনুবাদ এবং ব্যাখ্যায় অস্পষ্টতা আছে। অধ্যাপক জোয়েট অনুবাদ করেছেন এভাবে '...the things to which motion attaining generation gives perpetual generation' পাদটীকায় তিনি একটি বিকল্প অনুবাদ তুলে ধরেছেন এভাবেঃ 'which have their origin in a secondary movement and their being is in perpetual flux'। প্যাঙ্গেল তাঁর অনুবাদে এই অংশ লিখেছেন এভাবেঃ ' . . . which are provided with ever flowing existence by a motion that receives its coming-into-existence.'

২৩ সম্ভবত এখানে অ্যানেক্সাগোরাসের কথা বলা হচ্ছে।

২৪ প্লেটো *রিপাবলিক*-এও এ কবিদের এসব গালাগালের কথা উল্লেখ করেছেন (৬০৭বি-সি)

২৫ এখানে পরোক্ষে কথা বলা হয়েছে। মনে হচ্ছে যে-কাউন্সিল তৈরি করা হবে, তার সদস্যগণের নিজেদেরই নিজেদের জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে। যতক্ষণ না তারা প্রতিষ্ঠিত এবং প্রশিক্ষিত হচ্ছেন, ততক্ষণ সেই আইন প্রণয়ন করা যাবে না।

২৬ আপাতদৃষ্টিতে এর অর্থ হচ্ছে 'বিপর্যয়ের সম্ভাবনা পঞ্চাশ-পঞ্চাশ' অথবা 'অন্য কিছুর সাথে আমাদেরকে এর সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।'

২৭ প্রাচীন ব্যাখ্যাকারদের কথা অনুযায়ী, এই অভিব্যক্তিটি পাশা খেলা থেকে নেওয়াঃ তিন ছক্কা ছিল নিশ্চিত জয়, আর তিন এক ছিল নিশ্চিত পরাজয়।

www.pathagar.com

বহুল-ব্যবহৃত বিষয় ও পদ

ইংরেজিতে	গ্রিকে	বাংলায়
accusation	*কাতেগরিয়া*	অভিযোগ, নালিশ, দোষারোপ
altar	*বমস*	বেদী, পূজাস্থল
ancestral	*পাত্রিয়স*	পূর্বপুরুষের, পিতৃপুরুষের, ঐতিহ্যগত,
anger	*অরগে*	ক্রোধ, রাগ, উষ্মা, ক্ষুব্ধতা
apology, defence	*আপলগিয়া*	সাফাই
archery		তীরন্দাজ, তীরন্দাজি
argument, speech, account, reason	*লগস*	কথা, বাচন, বাক্য, যুক্তি, তর্কযুক্তি, বক্তৃতা, বক্তব্য, বর্ণনা, আলোচনা, প্রতর্ক
aristrocracy	*আরিস্তোক্রাতিয়া*	*অভিজাততন্ত্র*
art. skill, craft	*তেক্‌নে*	*শিল্প, কৌশল, কারিগরি দক্ষতা*
assault	*আইকিয়া*	আঘাতদান, দৈহিক আক্রমণ
assembly	*এক্‌লেজিয়া*	জমায়েত, সংসদ
astronomy	*আস্ত্রোনমিয়া*	জ্যোতির্বিদ্যা
Aulos	*আউলুস*	আউলুসঃ এক ধরনের বাঁশি
awe, reverence	*আইদস*	ভয়, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়
barbarians	*বারবারই*	বর্বর, অগ্রিক
blessed	*মাকারিয়স*	আশীর্বাদপ্রাপ্ত
body, health, healthy	*সোমা; হোগেইয়া*	দেহ, স্বাস্থ্য,' সুস্বাস্থ্য, শরীর, স্বাস্থ্যবান
boxing	*পিগমে*	মুষ্টিযুদ্ধ
calculation	*লগিসমস*	হিসাব করা
chance, luck, fortune	*তোক্‌খে*	দৈব, নিয়তি, ভাগ্য
child	*পাইস, তেকনন*	শিশু, বাচ্চা
chorus	*কোরাস*	কোরাস, বৃন্দসঙ্গীত
citizen	*পলিতেস*	নাগরিক
city, city-state, community	*পলিস*	নগরী, নগর-রাষ্ট্র, নাগরিক-সমাজ, কম্যুনিটি
city-regulators	*আস্তোনময়*	নগর-নিয়ন্ত্রক
civil war. faction	*স্তাসিস*	গৃহযুদ্ধ, ফ্যাসাদ

www.pathagar.com

common	*কইনস*	যৌথ, এজমালি
common meals	*তো কইনন দেইপন*	গণভোজ, এজমালি-খাবার
community, state, reoublic, public affairs, partnership	*তো কইনন*	কম্যুনিটি, রাষ্ট্র, রিপাবলিক, জনকার্য, অংশীদারিত্ব
comrade	*হেতাইরস*	কমরেড, সহযোদ্ধা, বন্ধু
consonance	*সোমফোনিয়া*	সামঞ্জস্য, সঙ্গতি, হারমোনি
contest	*আগোন*	প্রতিযোগিতা
correct	*অর্থস*	ঠিক, সঠিক
counting	*আরিথমেইন*	গণনা
courage, manliness	*আন্দ্রেইয়া*	সাহস, পুরুষত্ব
cowardice, coward	*দেইলস*	কাপুরুষতা, ভীরুতা, কাপুরুষ
craftman	*দেমিউরগস*	কারিগর
dance	*অখ্কেসিস*	নৃত্য, নাচ
dance-posture	*স্কেমা*	নৃত্যভঙ্গি
death, mortality, immortality	*থানাতস, থানাসিয়া, আথানাসিয়া*	মৃত্যু, নশ্বরতা, অবিনশ্বরতা, অমরত্ব
debt	*অফেইলেইমা, খ্রেয়স*	ঋণ
democracy	*দেমোক্রাতিয়া*	গণতন্ত্র
demon, demonic	*দাইমোন, দাইমনোস*	উপদেবতা, উপদেবতাসুলভ
desire	*এপিতিমিয়া*	বাসনা
despot, master, mistress	*দেসপতেস*	একনায়ক, প্রভু, কর্ত্রী
dialectic, discussion	*দিয়ালেগিন*	দ্বান্দ্বিকতা, আলোচনা, দোভাষিত
dishonor	*আতিমেইয়া*	অসম্মান, অপমান
disposition, character	*এথস*	চরিত্রবৈশিষ্ট্য, চরিত্র
Dithyrum	*হো ডিথিরাম্বস*	ডিথিরাম্ব; এক ধরনের দীর্ঘ গীতিকবিতা
divination	*মান্‌তিকে*	ভবিষ্যৎ-কথন
dream	*অনেইরস*	স্বপ্ন
drinking party	*সিম্পোজিয়াম*	সিম্পোজিয়াম
drug, poison	*তো ফার্মাকন*	ঔষধ, বিষ
drunkenness	*মেথে*	মাতলামি
dynasty, absolute rule	*দিইনাস্‌তেইয়া*	বংশানুক্রমিক শাসন, একচ্ছত্র ক্ষমতা
education	*পাইদেইয়া*	শিক্ষা
elder, elders, embassy	*প্রেসবোতেরস*	বয়োজ্যেষ্ঠ
enemy	*পলেমিয়স, এখথ্রস, দেইয়স*	শত্রু

www.pathagar.com

envy	*জেলস, ফ্থনস*	হিংসা, শত্রুতা
equity, fairness, decency	*এপিএইকেইয়া*	সাম্য, সমতা; সততা, সুবিচার; শোভনতা
erotic love	*এরস*	কামজ প্রেম
exile	*ফুগাস*	নির্বাসন
experience, empirical ·	*এমপেরেইয়া*	অভিজ্ঞতা, আভিজ্ঞাতিক, অভিজ্ঞতামূলক
faction	*স্তাসিস*	দলাদলি, ফ্যাসাদ
father	*পাতের*	পিতা
fatherland	*হে পাত্রিস*	পিতৃভূমি
fear	*ফবস*	ভয়, ভয়ভীতি
female	*থেলেইয়া*	নারী, রমণী, মহিলা
fine, fair, noble, beautiful	*কালন, কাল্লস*	সুন্দর, অভিজাত
fitting	*প্রেপন*	যথাযথ, সামঞ্জস্যপূর্ণ
forgetfulness	*লেথে*	বিস্মৃতি
Form, form, look	*এইদস*	ফর্ম, রূপ, আদল
freedom of speech, license of speaking	*পাগেসিয়া*	বাক্-স্বাধীনতা
freedom, liberty, liberality	*এলিওথেরিয়া*	স্বাধীনতা
friend, friendship, dear one	*ফিলিয়া*	বন্ধু, বন্ধুত্ব, প্রিয়বর
good, better, best	*আগাথস; আমেইনোন; আরিস্তস*	ভাল, উত্তম, প্রকৃষ্ট; উত্তমতর, প্রকৃষ্টতর; সর্বোত্তম, প্রকৃষ্টতম
grace, charm	*খারিস*	আকর্ষণীয়তা, চমৎকারিত্ব
guard, guardian	*ফিলাক্স*	পাহারাদার, প্রহরী, অভিভাবক
gymnastic	*হে গিমনাস্তিকে*	জিমনাস্টিক, শরীরচর্চা
habit, custom	*হেক্সিস, এতস*	অভ্যাস, প্রথা, আচার
hallowed	*হাগিয়স, হেগনস*	পবিত্রকরণ, পবিত্র বলে গণ্যকরণ
hapiness	*আউদাইমোনিয়া*	সুখ
hatred	*আপেখতেইয়া*	ঘৃণা
health	*ওগিয়েইয়া*	স্বাস্থ্য
hearing, listening	*আক্রোয়ায়োমাই, হো আক্রোয়ে*	শ্রবণ করা, মনোযোগ দিয়ে শোনা
hearth	*হেসতিয়া*	গৃহচুল্লী, অগ্নিকুণ্ড
heaven	*উরানস*	আকাশ, গগণমণ্ডলী
herdsman	*নমাউস*	রাখাল, চারক
hero	*হো হেরোস*	নায়ক
holiday		ছুটির দিন

www.pathagar.com

honor	*তিমে*	সম্মান
hope, expectation	*এলপিস*	আশা, প্রত্যাশা
housebuilding	*ঐকোদোমিকে*	গৃহনির্মাণ
household management	*অইকোনোমিকে*	অর্থনীতি
human being	*আনথ্রপস*	মানুষ
humility	*তাপেইনস*	বিনয়
hunting	*থেরা/ থেরেইয়ো*	শিকার/ শিকার করা
image	*এইকোন*	প্রতিমা, প্রতিমূর্তি, প্রতিরূপ
imitation	*মিমেসিস*	অনুকরণ, নকল-করা, প্রতিরূপ-সৃষ্টি
incantation	*এপদে*	মন্ত্রোচ্চারণ
injustice, immoral	*আদিকিয়া*	অন্যায়, অনৈতিকতা
insolence	*হিব্রিস*	ঔদ্ধত্য
inspiration	*এপিপ্নইয়া*	উৎসাহ-উদ্দীপনা
intellect, intelligence	*নোস*	বুদ্ধিমত্তা, মেধা
judge of the courts	*দিকাস্তেস্/ক্রিতেস*	বিচারালয়ের বিচারক
judicial court	*দিকামতেরিয়ন*	বিচারালয়
justice, moral	*দিকাইয়োসিনে*	ন্যায়, নৈতিকতা, ন্যায়-নৈতিকতা
killing, murder	*হো ফনস, আপোখতেইনো*	খুন, হত্যা
Kithara	*কিথারা*	কিথারা: এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র
knowledge, knower, science	*এপিসতেমে; এপিগ্নোসিস*	জ্ঞান, জ্ঞানদায়ী, বিজ্ঞান
lack of learning	*আমাথিয়া*	শিক্ষার অভাব
lamentation, wailing; tears	*তো দাক্রিয়োন; হোত্রেনস;*	বিলাপ করা; অশ্রু, অশ্রুপাত
laughter	*গেলোস*	হাসি, উচ্চহাস্য
law, laws	*নমস, নমই*	আইন, আইনকানুন, প্রথা, আচারপ্রথা
lawful	*থেমিস*	আইনসম্মত
lawgiver	*নুমুথেতেস*	আইনদাতা
Lawgiving, legislation	*নমোতেতিকস, নমোতেসিয়া*	আইনদান, আইন-প্রণয়ন
Leisure, holiday	*স্কলে*	অবসর, ছুটি, ছুটির দিন
letters, writing grammar,	*গ্রাম্মা, গ্রামাতিকস, গ্রাম্মে*	অক্ষর, ব্যাকরণ, বর্ণ, লেখা
lie, falsehood	*সিউদো*	মিথ্যা, মিথ্যাত্ব
lot, allotment, inheritance	*লত্*	লটারি, বরাদ্দ, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তি

www.pathagar.com

love of gain, love of shameful profit	*ফিলোকেরদিয়া, লিসিতেলস*	লোভ, লজ্জাজনক লাভের মোহ
Lyre	*লুরা*	লাইয়ার: এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র
madness, frenzy	*মানিয়া, অইসত্রস*	পাগলামি, উন্মাদনা, উন্মত্ততা
magnificence	*মেগালোপ্রেপেইয়া*	চমৎকারিত্ব, জাঁকজমক
majority, multitude	*প্লেথস*	সংখ্যাগরিষ্ঠ, অধিকাংশ জনসাধারণ
male	*আর্রেন*	পুরুষ
man	*আনের*	পুরুষ-মানুষ
market regulators	*আগোরানমই*	বাজার-নিয়ন্ত্রক
marketplace	*আগোরা*	বাজার
marriage	*গামস*	বিবাহ
medical art, healing, doctors	*হিয়াতোরিয়; ইয়াত্রস*	ডাক্তারি বিদ্যা; ডাক্তার
memory	*মেনেমে*	স্মৃতি
military camp	*স্ত্রাতোপেদন*	সৈন্যবাহিনীর ক্যাম্প
mob	*অখলস*	জনতা, লোকসাধারণ
moderation	*সর্ফোসোনে, সফ্রন*	সংযম
moneymaking	*খ্রেমাতিসতিকস*	টাকা-বানানো
mother	*মেতের*	মা, মাতা
music	*মুজিকে*	মিউজিক; একত্রে সাতটি কলা; যেমন সংগীত, অংকনশিল্প, ভাস্কর্য, জোতির্বিদ্যা, নৃত্য, ইত্যাদি, যাকে মানবিকীবিদ্যা বলা হতো
mystery-rite	*তেলেতে*	গুহ্যাচার
myth	*মিথস*	মিথ্, কিংবদন্তি
naïve	*আউয়েথেস*	সাদাদিধে, সরল, গোবেচারা
nation	*এথনস*	জাতি
nature	*ফিজিস*	প্রকৃতি, চরিত্রবৈশিষ্ট্য
necessity, compulsion	*আনান্কে*	প্রয়োজনীয়তা, বাধ্যবাধকতা (সমনামে এক দেবী; হালে আনানকি নাম পরিচিত)
ngnorance, lack of intelligence	*এগ্নইয়া*	অজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তার অভাব
night	*নুকস্*	রাত্রি
number	*আরিথমস*	সংখ্যা
oath	*অরকস*	শপথ
oattern, model, paradigm	*প্যারাদেইগমা*	প্যারাডাইম, মডেল, প্যাটার্ন, আদল
oligarchy	*অলিগাখ্খিয়া*	গোষ্ঠীতন্ত্র

www.pathagar.com

omen	*সেমেইয়ন*	শুভ বা অশুভ সংকেত
opinion	*দোক্সা, দগমা, দোক্সাজো*	অভিমত, মত
oracle		অরাকল, আপ্তোত্তরবাদী
orator	*রেতোর*	বাগ্মী
order, discipline	*কসমস, আস্কিস*	শৃঙ্খলা
pain	*আলগেদন, লুপে*	বেদনা
peace	*এইরেনে*	শান্তি
phantom	*এইদোলন*	ভূত, ছায়ামূর্তি
philosophy	*ফিলসোফিয়া*	দর্শন, প্রজ্ঞার প্রতি ভালোবাসা
piety	*আউসেবিয়া, হসিয়ুতেস*	ধার্মিকতা, ভক্তি, ধর্মানুরাগ
pleasure	*হেদোনে, তারপো*	ভোগসুখ
poet	*পইয়েতেস*	কবি
populace, people	*দেমস*	জনগণ, জনতা
praise, economium	*এপেইনস*	প্রশংসা, গুণকীর্তন, তারিফ, সুখ্যাতি করা
prayer	*আউখে*	প্রার্থনা
prelude	*প্রইময়ন*	ভূমিকা, অবতরণিকা
priest	*হিয়োরস*	যাজক
priestess	*হিয়েরেইয়া*	যাজিকা
private	*ইদিয়স*	ব্যক্তিগত
prudence	*সোফ্রোসোনে*	পরিণামদর্শিতা, দূরদর্শিতা, সাবধানতা
puppet	*থাওমা*	পুতুল, ক্রীড়নক
purgation, purity	*ক্যাথারসিস*	শোধন, বিশুদ্ধকরণ, সংশোধন; শুদ্ধতা, বিশুদ্ধতা
recollection	*এনামিমনেসকো, হোপমিমনেসকো, নেম্মোসিনে*	অনুস্মরণ
regime, political regime	*পলিতেইয়া*	শাসনব্যবস্থা, রাজনৈতিক শাসনব্যাবস্থা (প্লেটোর যে সংলাপটি রিপাবলিক নামে মশহুর তার গ্রিক নাম হচ্ছে *পলিতেইয়া)*
remorse	*মেতামেলেইয়া*	অনুশোচনা, অনুতাপ, বিবেকদংশন
reverence	*আউসেরেইয়া*	গভীর শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও ভয়ের অনুভূতি

www.pathagar.com

rhapsode	*রাপসদস*	কবিয়াল, ভ্রমণমশীল গায়ক-কবি,
rhetoric	*রেতোরিকে*	অলঙ্কারশাস্ত্র
rhythm	*হো রুথ্মস্*	ছন্দ
sacred, temple	*হিয়েরস*	পবিত্র
sacrifice	*তুসিয়া*	বলি/ বলিদান
self-mastery, self-restaint, self-control	*এনক্রাতেইয়া*	সংযম, আত্মসংযম
seriousness	*তা এস্রোদিসিয়া*	একান্তিকতা, একনিষ্ঠতা
sexual pleasure	*আফ্রোদিজিয়া*	যৌনসুখ
shame, shameful	*আইস্কোনে, আইস্খস*	লজ্জা, লজ্জাজনক
shepherd	*পইমেন*	মেষপালক
ship	*নাউস*	জাহাজ
sickness	*নসস*	অসুস্থ, অসুস্থতা
silver	*আর্গোপস*	রূপা
simplicity, naïve		সারল্য, নির্বুদ্ধিতা, অর্বাচীন
slave	*দ্যুলস, থেরাপন, অইকেতেস*	দাস, ক্রীতদাস, চাকর
sleep	*হোপনস*	নিদ্রা, ঘুম
soldier	*স্ত্রাতিয়োতেস*	সৈন্য
son	*হেইয়স*	
song, melody	*আদেইন, হামনস, মেলস, মেলদিয়া*	গীত, গান, সংগীত
sophist	*সফিস্তেস*	সফিস্ট
soul	*স্যুকে*	আত্মা, মন
speech, account, argument, reason	*লগস*	বক্তব্য, উক্তি, বর্ণনা, তর্কযুক্তি, যুক্তি, যুক্তিবোধ
spiritedness, spirited anger	*তিমস*	তেজস্বিতা, ভয়ঙ্কর ক্রোধ
star	*আস্তের*	নক্ষত্র, তারা
statemanship, political art	*পলিতিকে*	রাষ্ট্রনায়কত্ব, রাজনীতিকলা
stranger	*ক্সেনস*	আগন্তুক
tame	*হেমেরস*	ধীরশান্ত, গৃহপালিত
teacher, teaching	*দিদাসকালস দিদাসকো*	শিক্ষক, শিক্ষাদান
the many	*হই পল্লই*	বহু
theater	*থিয়াত্রন*	থিয়েটার
thought	*দিয়ানইয়া*	চিন্তা, ভাবনা
time	*ক্রনস*	সময়; ক্রনস এক দেবতারও নাম
tragedy	*ত্রাগেদিয়া*	ট্র্যাজেডি, বিয়োগান্ত নাটক

www.pathagar.com

trust, trustworthy, trusted belief	*পিসতিস*	বিশ্বাস-করা, বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যয়
truth	*আলেথেইয়া*	সত্য
tyranny	*তিরানিস*	স্বৈরচারিতা, স্বৈরতন্ত্র
vengeance, retribution	*তিমোরিয়া*	প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা; শাস্তি-প্রদান
virtue, excellence	*আরেতে*	সদ্‌গুণ, পরমোত্তম, পরম সুন্দর
vote, voting	*স্পস, স্পেফিজোমাই*	ভোট, ভোটপ্রদান, ভোটগ্রহণ
war	*হো পলেমস*	যুদ্ধ
wealth	*প্লুতস*	সম্পদ, বিত্তবৈভব (প্লুতস হল সম্পদের দেবতা)
weapon	*ওপলন*	অস্ত্র
weaving	*হেফাইনা*	বুনন, বোনা
wine; drinking party; drunkenness	*অইনস, সিম্পোজিয়াম, মেথে*	মদ্য, সুরা; পানাসর, সিম্পোজিয়াম; মদমত্ততা, মাতলামি
wisdom	*সোফিয়া*	প্রজ্ঞা
woman	*গিনে*	নারী, মহিলা, রমণী
youth, young	*নেয়স, নিয়ানিয়াস*	তরুণ, তরুণ-তরুণী

www.pathagar.com

বহুল ব্যবহৃত বিষয় ও পদ নির্ঘণ্ট

বাংলায়	ইংরেজিতে	গ্রিকে
অক্ষর, ব্যাকরণ, বর্ণ, লেখা	letters, writing grammar,	*গ্রাম্মা, গ্রামাতিকস, গ্রাম্মে*
অজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তার অভাব	ignorance, lack of intelligence	*এগ্নইয়া*
অর্থনীতি	household management	*অইকোনোমিকে*
অনুকরণ, নকল-করা, প্রতিরূপ-সৃষ্টি	imitation	*মিমেসিস*
অনুশোচনা, অনুতাপ, বিবেকদংশন	remorse	*মেতামেলেইয়া*
অনুস্মরণ	recocollection	*এনামিমনেসকো, হোপমিমনেসকো, নেম্মোসিনে*
অন্যায়, অনৈতিকতা, অবিচার, অন্যায়-অনৈতিকতা	injustice, immoral	*আদিকিয়া*
অবসর, ছুটি, ছুটির দিন	leisure, holiday	*স্কলে*
অভিজাততন্ত্র	aristrocracy	*আরিস্তোক্রাতিয়া*
অভিজ্ঞতা, আভিজ্ঞাতিক, অভিজ্ঞতামূলক	experience, empirical	*এমপেরেইয়া*
অভিযোগ, নালিশ, দোষারোপ	accusation	*কাতেগরিয়া*
অভ্যাস, প্রথা, আচার	habit, custom	*হেক্সিস, এতস*
অরাকল, আপ্তোত্তরবাদী	oracle	
অলঙ্কারশাস্ত্র	rhetoric	*রেতোরিকে*
অসম্মান, অপমান	dishonor	*আতিমেইয়া*
অসুস্থ, অসুস্থতা	sickness	*নসস*
অস্ত্র	weapon	*ওপলন*
অভিমত, মত	opinion	*দোক্সা, দগমা, দোক্সাজো*
আইন, আইনকানুন	law, laws	*নমস, নমই*
আইনদাতা	lawgiver	*নুমুথেতেস*
আইনদান, আইন-প্রণয়ন	Lawgiving, legislation	*নমোতেতিকস, নমোতেসিয়া*
আইনসম্মত	lawful	*থেমিস*
আউলুসঃ এক ধরনের বাঁশি	Aulos	*আউলুস*

www.pathagar.com

আকর্ষণীয়তা, চমৎকারিত্ব	grace, charm	*খারিস*
আকাশ, গগণমণ্ডলী	heaven	*উরানস*
আগন্তুক	stranger	*ক্সেনস*
আঘাতদান, দৈহিক আক্রমণ	assault	*আইকিয়া*
আত্মা, মন	soul	*স্যুকে*
আশা, প্রত্যাশা	hope, expectation	*এলপিস*
আশীর্বাদপ্রাপ্ত	blessed	*মাকারিয়স*
উৎসাহ-উদ্দীপনা	inspiration	*এপিপ্নইয়া*
উপদেবতা, উপদেবতাসুলভ	demon, demonic	*দাইমোন, দাইমনোস*
ঋণ	debt	*অফেইলেইমা, খ্রেয়স*
একনায়ক, প্রভু, কর্ত্রী	despot, master, mistress	*দেসপতেস*
ঐকান্তিকতা, একনিষ্ঠতা	seriousness	*তা এফ্রোদিসিয়া*
ঔদ্ধত্য	insolence	*হিব্রিস*
ঔষধ, বিষ	drug, poison	*তো ফার্মাকন*
কথা, বাচন, বাক্য, যুক্তি, তর্কযুক্তি, বক্তৃতা, বক্তব্য, বর্ণনা, আলোচনা, প্রতর্ক	argument, speech, account, reason	*লগস*
কবি	poet	*পইয়েতেস*
কমরেড, সহযোদ্ধা, বন্ধু	comrade	*হেতাইরস*
কম্যুনিটি, রাষ্ট্র, রিপাবলিক, জনকার্য, অংশীদারিত্ব	community, state, reoublic, public affairs, partnership	*তো কইনন*
কাপুরুষতা, ভীরুতা, কাপুরুষ	cowardice, coward	*দেইলস*
কামজ প্রেম	erotic love	*এরস*
কারিগর	craftman	*দেমিউরগস*
কিথারাঃ এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র	Kithara	*কিথারা*
কোরাস, বৃন্দসঙ্গীত	chorus	*কোরাস*
ক্রোধ, রাগ, উষ্মা, ক্ষুব্ধতা	anger	*অরগে*
খুন, হত্যা	killing, murder	*হো ফনস, আপোখতেইনো*
গণতন্ত্র	democracy	*দেমোক্রাতিয়া*
গণনা	counting	*আরিথমেইন*
গণভোজ, এজমালি খাবার	common meals	*তো কইনন দেইপন*
গভীর শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও ভয়ের অনুভূতি	reverence	*আউসেরেইয়া*
গুহ্যাচার	mystery-rite	*তেলেতে*
গীত, গান, সংগীত	song, melody	*আদেইন, হ্যমনস, মেলস, মেলদিয়া*

www.pathagar.com

গৃহচুল্লী, অগ্নিকুণ্ড	hearth	*হেস্তিয়া*
গৃহনির্মাণ	housebuilding	*ঐকোদোমিকে*
গৃহযুদ্ধ, ফ্যাসাদ	civil war, faction	*স্তাসিস*
গোষ্ঠীতন্ত্র	oligarchy	*অলিগাখিয়া*
ঘৃণা	hatred	*আপেখতেইয়া*
চমৎকারিত্ব, জাঁকজমক	magnificence	*মেগালোপ্রেপেইয়া*
চরিত্রবৈশিষ্ট্য, চরিত্র	disposition, character	*এথস*
চিন্তা, ভাবনা	thought	*দিয়ানইয়া*
ছন্দ	rhythm	*হো রুথমস্*
ছুটির দিন	holiday	
জনগণ, জনতা	populace, people	*দেমস*
জনতা, লোকসাধারণ	mob	*অখলস*
জমায়েত, সংসদ	assembly	*এক্‌লেজিয়া*
জাতি	nation	*এথনস*
জাহাজ	ship	*নাউস*
জ্ঞান, জ্ঞানদায়ী, বিজ্ঞান	knowledge, knower, science	*এপিসতেমে; এপিগ্নোসিস*
জ্যোতির্বিদ্যা	astronomy	*আস্ত্রোনমিয়া*
জিমনাস্টিক, শরীরচর্চা	gymnastic	*হে গিমনাস্তিকে*
টাকা-বানানো	moneymaking	*খ্রেমাতিসতিকস*
ট্র্যাজেডি, বিয়োগান্ত নাটক	tragedy	*ত্রাগেদিয়া*
ঠিক, সঠিক	correct	*অর্থস*
ডাক্তারি বিদ্যা; ডাক্তার	medical art, healing, doctors	*হিয়াতোরিয়; ইয়াত্রস*
ডিথিরাম্ব, এক ধরনের দীর্ঘ গীতিকবিতা	Dithyrum	*হো ডিথিরাম্বস*
তরুণ, তরুণ-তরুণী	youth, young	*নেয়স, নিয়ানিয়াস*
তীরন্দাজ, তীরন্দাজি	archery	
তেজস্বিতা, ভয়ঙ্কর ক্রোধ	spiritedness, spirited anger	*তিমস*
থিয়েটার	theater	*থিয়াত্রন*
দলাদলি, ফ্যাসাদ	faction	*স্তাসিস*
দর্শন, প্রজ্ঞার প্রতি ভালোবাসা	philosophy	*ফিলসোফিয়া*
দাস, ক্রীতদাস, চাকর	slave	*দ্যুলস, খেরাপন, অইকেতেস*
দ্বান্দ্বিকতা, আলোচনা, দোভাষিত	dialectic, discussion	*দিয়ালেগিন*
দেহ, স্বাস্থ্য, সুস্বাস্থ্য, শরীর, স্বাস্থ্যবান	body, health, healthy	*সোমা; হোগেইয়া*
দৈব, নিয়তি, ভাগ্য	Chance, luck, fortune	*তোক্‌খে*
ধার্মিকতা, ভক্তি, ধর্মানুরাগ	piety	*আউসেবিয়া,*

www.pathagar.com

		হসিয়ুতেস
ধীরশান্ত, গৃহপালিত	tame	*হেমেরস*
নক্ষত্র, তারা	star	*আস্তের*
নগর-নিয়ন্ত্রক	city-regulators	*আস্তোনমই*
নগরী, নগর-রাষ্ট্র, নাগরিক-সমাজ, কমুনিটি	city, city-state, community	*পলিস*
নাগরিক	citizen	*পলিতেস*
নারী, মহিলা, রমণী	woman	*গিনে*
নারী, রমণী, মহিলা	female	*থেলেইয়া*
নায়ক	hero	*হো হেরোস*
নিদ্রা, ঘুম	sleep	*হোপনস*
নির্বাসন	exile	*ফুগাস*
নৃত্য, নাচ	dance	*অখ্কেসিস*
নৃত্যভঙ্গি	dance-posture	*স্কেমা*
ন্যায়, নৈতিকতা, ন্যায়-নৈতিকতা	justice, moral	*দিকাইয়োসিনে*
পবিত্র	sacred, temple	*হিয়েরস*
পবিত্রকরণ, পবিত্র বলে গণ্যকরণ	hallowed	*হাগিয়স, হেগনস*
পরিণামদর্শিতা, দূরদর্শিতা, সাবধানতা	prudence	*সোফ্রোসোনে*
পাগলামি, উন্মাদনা, উন্মত্ততা	madness, frenzy	*মানিয়া, অইসত্রস*
পাহারাদার, প্রহরী, অভিভাবক	guard, guardian	*ফিলাক্স*
পিতা	father	*পাতের*
পিতৃভূমি	fatherland	*হে পাত্রিস*
পুতুল, ক্রীড়নক	puppet	*থাওমা*
পুত্র	son	*হেইয়স*
পুরুষ	male	*আর্‌রেন*
পুরুষ-মানুষ	man	*আনের*
পূর্বপুরুষের, পিতৃপুরুষের, ঐতিহ্যগত,	ancestral	*পাত্রিয়স*
প্রকৃতি, চরিত্রবৈশিষ্ট্য	nature	*ফিজিস*
প্রয়োজনীয়তা, বাধ্যবাধকতা (সমনামে এক দেবী; হালে আনানকি নামে পরিচিত)	necessity, compulsion	*আনান্‌কে*
প্রজ্ঞা	wisdom	*সোফিয়া*
প্রতিমা, প্রতিমূর্তি, প্রতিরূপ	image	*এইকোন*
প্রতিযোগিতা	contest	*আগোন*
প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা; শাস্তি-প্রদান	vengeance, retribution	*তিমোরিয়া*
প্রশংসা, গুণকীর্তন, তারিফ, সুখ্যাতি করা	praise, economium	*এপেইনস*

www.pathagar.com

প্যাটার্ন, মডেল, প্যারাডাইম, আদল	pattern, model, paradigm	*প্যারাদেইগমা*
প্রার্থনা	prayer	*আউখে*
ফর্ম, রূপ, আদল	Form, form, look	*এইদস*
বংশানুক্রমিক শাসন, একচ্ছত্র ক্ষমতা	dynasty, absolute rule	*দিইনাস্‌তেইয়া*
বন্ধু, বন্ধুত্ব, প্রিয়বর	friend, friendship, dear one	*ফিলিয়া*
বলি/বলিদান	sacrifice	*তুসিয়া*
বয়োজ্যেষ্ঠ	elder, elders, embassy	*প্রেসবোতেরস*
বহু	the many	*হই পল্লই*
বর্বর, অগ্রিক	barbarians	*বারবারই*
বাক্-স্বাধীনতা	freedom of speech, license of speaking	*পাগেসিয়া*
বাগ্মী	orator	*রেতোর*
বাজার	marketplace	*আগোরা*
বাজার-নিয়ন্ত্রক	market regulators	*আগোরানমই*
বাসনা	desire	*এপিতিমিয়া*
বিচারালয়	judicial court	*দিকামতেরিয়ন*
বিচারালয়ের বিচারক	judge of the courts	*দিকাস্‌তেস্/ ক্রিতেস*
বিনয়	humility	*তাপেইনস*
বিবাহ	marriage	*গামস*
বিলাপ করা; অশ্রু, অশ্রুপাত	lamentation, wailing; tears	*তো দাক্রিয়োন; হোত্রেনস;*
বিশ্বাস-করা, বিশ্বাসযোগ্য, প্রত্যয়যোগ্য বিশ্বাস	trust, trustworthy, trusted belief	*পিসতিস*
বুদ্ধিমত্তা, মেধা	intellect, intelligence	*নোস*
বিস্মৃতি	forgetfulness	*লেথে*
বুনন, বোনা	weaving	*হেফাইনা*
বেদনা	pain	*আলগেদন, লুপে*
বেদী, পূজাস্থল	altar	*বমস*
ব্যক্তিগত	private	*ইদিয়স*
ভয়, ভয়ভীতি	fear	*ফবস*
ভয়, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়	awe, reverence	*আইদস*
ভবিষ্যৎ কথন	divination	*মান্‌তিকে*
ভাল, উত্তম, প্রকৃষ্ট; উত্তমতর, প্রকৃষ্টতর; সর্বোত্তম, প্রকৃষ্টতম	good, better, best	*আগাথস; আমেইনোন; আরিস্তস*
ভূত, ছায়ামূর্তি	phantom	*এইদোলন*

www.pathagar.com

ভূমিকা, অবতরণিকা	prelude	*প্রইময়ন*
ভোগসুখ	pleasure	*হেদোনে, তারপো*
ভোট, ভোটপ্রদান, ভোটগ্রহণ	vote, voting	*স্পফস, স্পেফিজোমাই*
ভ্রমণশীল গায়ক-কবি, কবিয়াল	rhapsode	*রাপসদস*
মদ্য, সুরা; পানাসর, সিম্পোজিয়াম; মদমত্ততা, মাতলামি	Wine; drinking party; drunkenness	*অইনস, সিম্পোজিয়াম, মেথে*
মন্ত্রোচ্চারণ	incantation	*এপদে*
মাতলামি	drunkenness	*মেথে*
মা, মাতা	mother	*মেতের*
মানুষ	human being	*আনথ্রপস*
মিউজিক; একত্রে সাতটি কলা; যেমন সংগীত, অংকনশিল্প, নৃত্য, ইত্যাদি যাকে গ্রিসে মানববিকীবিদ্যা বলা হতো	music	*মুজিকে*
মিথ্, কিংবদন্তি	myth	*মিথস*
মিথ্যা, মিথ্যাত্ব	lie, falsehood	*সিউদো*
মুষ্টিযুদ্ধ	boxing	*পিগমে*
মৃত্যু, নশ্বরতা, অবিনশ্বরতা, অমরত্ব	death, mortality, immortality	*থানাতস, থানাসিয়া, আথানাসিয়া*
মেষপালক	shepherd	*পইমেন*
যথাযথ, সামঞ্জস্যপূর্ণ	fitting	*প্রেপন*
যাজক	priest	*হিয়োরস*
যাজিকা	priestess	*হিয়েরেইয়া*
যুক্তি, তর্কযুক্তি, বক্তব্য, উক্তি, বর্ণনা, যুক্তিবোধ	speech, account, argument, reason	*লগস*
যুদ্ধ	war	*হো পলেমস*
যৌথ, এজমালি	common	*কইনস*
যৌনসুখ	sexual pleasure	*আফ্রোদিজিয়া*
রাখাল, চারক	herdsman	*নমাউস*
রাত্রি	night	*নুকস্*
রুপা	silver	*আর্গোপস*
রাষ্ট্রনায়কত্ব, রাজনীতিকলা	statemanship, political art	*পলিতিকে*
লজ্জা, লজ্জাজনক	shame, shameful	*আইস্কোনে, আইস্খস*
লটারি, বরাদ্দ, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তি	lot, allotment, inheritance	*লত্*
লাইয়ার: এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র	Lyre	*লুরা*
লোভ, লজ্জাজনক লাভের মোহ	love of gain, love of shameful profit	*ফিলোকেরদিয়া,*

www.pathagar.com

		লিসিতেলস
শত্রু	enemy	*পলেমিয়স, এখথ্রস, দেইয়স*
শপথ	oath	*অরকস*
শান্তি	peace	*এইরেনে*
শাসনব্যবস্থা, রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা (প্লেটোর যে সংলাপটি রিপাবলিক নামে মশহুর তার গ্রিক নাম হচ্ছে *পলিতেইয়া*)	cegime, political regime	*পলিতেইয়া*
শিকার/শিকার করা	hunting	*থেরা/ থেরেইয়ো*
শিক্ষক, শিক্ষাদান	teacher, teaching	*দিদাসকালস দিদাসকো*
শিক্ষা	education	*পাইদেইয়া*
শিক্ষার অভাব	lack of learning	*আমাথিয়া*
শিশু, বাচ্চা	child	*পাইস, তেকনন*
শিল্প, কৌশল, কারিগরি দক্ষতা	art, skill, craft	*তেক্‌নে*
শুভ বা অশুভ সংকেত	omen	*সেমেইয়ন*
শৃঙ্খলা	Order, discipline	*কসমস, আক্সিস*
শোধন, বিশুদ্ধকরণ, সংশোধন; শুদ্ধতা, বিশুদ্ধতা	purgation, purity	*ক্যাথারসিস*
শ্রবণ করা, মনোযোগ দিয়ে শোনা	hearing, listening	*আক্রোয়ায়োমাই, হো আক্রোয়ে*
সংখ্যা	number	*আরিথমস*
সংখ্যাগরিষ্ঠ, অধিকাংশ জনসাধারণ	majority, multitude	*প্লেথস*
সংযম	moderation	*সর্ফোসোনে, সফ্রন*
সংযম, আত্মসংযম	self-mastery, self-restaint, self-control	*এনক্রাতেইয়া*
সত্য	truth	*আলেথেইয়া*
সদ্‌গুণ, পরমোত্তম, পরম সুন্দর	virtue, excellence	*আরেতে*
সফিস্ট	sophist	*সফিস্তেস*
সময়; ক্রনস এক দেবতারও নাম	time	*ক্রনস*
সম্পদ, বিত্তবৈভব (প্লুতস হলো সম্পদের দেবতা)	wealth	*প্লুতস*
সম্মান	honor	*তিমে*
সাদাদিধে, সরল, গোবেচারা	naïve	*আউয়েথেস*
সাফাই	apology, defence	*আপলগিয়া*
সামঞ্জস্য, সঙ্গতি, হারমোনি	consonance	*সোমফোনিয়া*
সাম্য, সমতা; সততা, সুবিচার; শোভনতা	equity, fairness, decency	*এপিএইকেইয়া*

www.pathagar.com

সিম্পোজিয়াম	drinking party	*সিম্পোজিয়াম*
সারল্য, নির্বুদ্ধিতা, অর্বাচীন	simplicity, naïve	
সাহস, পুরুষত্ব	courage, manliness	*আন্দ্রেইয়া*
সুখ	hapiness	*আউদাইমোনিয়া*
সুন্দর, অভিজাত	fine, fair, noble, beautiful	*কালন, কাল্লস*
সৈন্য	soldier	*স্ত্রাতিয়োতেস*
সৈন্যবাহিনীর ক্যাম্প	military camp	*স্ত্রাতোপেদন*
স্বৈরচারিতা, স্বৈরতন্ত্র	tyranny	*তিরানিস*
স্বপ্ন	dream	*অনেইরস*
স্বাধীনতা	freedom, liberty, liberality	*এলিওথেরিয়া*
স্বাস্থ্য	health	*ওগিয়েইয়া*
স্মৃতি	memory	*মেনেমে*
হাসি, উচ্চহাস্য	laughter	*গেলোস*
হিংসা, শত্রুতা	envy	*জেলস, ফ্রনস*
হিসাব করা	calculation	*লগিসমস*

www.pathagar.com

প্রতিবর্ণীকৃত নাম*

ইংরেজিতে	বাংলায় প্রতিবর্ণীকৃত	গ্রিক উচ্চারণে
Aegisthus	আইজিস্থাস্	*এইগিস্থস্*
Achaea	আকাইয়া	*আখেয়া*
Achilles	একিলিজ	*আখিল্লেউস*
Aegina	আইজিনা	*এইগিনা*
Aeschulus	এস্কিলাস	*আইস্খিলস*
Agamemnon	আগামেমনন	*আগামেমনোন*
Amazon	আমাজন	*আমাজন*
Amphion	এম্ফিয়ন	*আম্ফিয়োন*
Amycus	এমিকস্	*আমিকস*
Ammon	অ্যামন	*আম্মন*
Amyntor	আমিন্তর	*আমিন্তোর*
Anaxagoras	অ্যানেক্সাগোরাস	*আনাক্সাগোরাস*
Antaeus	এন্তিয়াস	*আন্তাইয়াস*
Aphrodite	এফ্রোদিতি	*আফ্রোদিতে*
Apollo	অ্যাপলো	*আপল্লোন*
Archon	আর্খন	*আর্খোন*
Arcturus	আর্কতারাস	*আর্কতিরস*
Ares	এরিজ	*আরেস*
Argos	আর্গস	*আর্গস*
Aristodemus	আরিস্তোদেমাস	*আরিস্তোদেমস*
Ariston	আরিস্তন	আরিস্তন
Aristophanes	এরাস্তোফানিজ	*আরিস্তোফানেস*
Aristotle	অ্যারিস্টটল	*আরিস্ততেলেস*
Artemis	আর্তেমিস	*আর্তেমিস*
Artemisium	আর্তেমিজিয়াম	*আর্তেমিসিয়ন*
Assiria/Syria	এশিরীয়া/সিরিয়া	*এশিরীয়া/সিরিয়া*
Astylus	আস্তিলাস	*আস্তিলস*
Athena	অ্যাথেনা	*আথেনে*
Athens	অ্যাথেন্স	*আথেনা*
Athos	আথস	*আথস*
Atropos	আত্রপস্	*আত্রপস্*

www.pathagar.com

Attica	আতিকা	*আত্তিকে*
Aulos	আউলুস	*আউলুস*
Bacchus	বাকাস	*বাকুস*
Boeotia	বইয়োসীয়া	*বেয়োসিয়া*
Briareus	ব্রিয়াইরিয়াস	*ব্রিয়ারেয়োস*
Cadmus	ক্যাদ্‌মাস্‌	*কাদ্‌মস্‌*
Caeneus	কাইনেয়াস	*কাইনেউস*
Callicles	কালিক্লেস	*কাল্লিক্লেস*
Cambyses	কেম্বাইসিজ	*কাম্বুজেস*
Caria	কেরিয়া	*কারিয়া*
Carthage	কার্থেজ	*কার্খিদোন*
Ceos	সিয়স	*কেয়স*
Castor	ক্যাস্তর	*কাস্তোর*
Cercyon	কের্কিয়ন	*কের্কিয়োন*
Cinyras	সিনারাস	*কিনিরাস*
Clotho	ক্লথো	*ক্লোথো*
Corybantes	করিবান্‌তেস্‌	*করিবান্‌তেস্‌*
Corybantic	করিবান্তীয়	*করিবান্তীয়*
Cresphantes	ক্রেস্‌ফান্‌তিজ্‌	*ক্রেসফান্‌তেস্‌*
Crete	ক্রিট	*ক্রিতে*
Crison	ক্রিসন	*ক্রিসোন*
Cyclop	সাইক্লপ্‌জ্‌	*কিক্‌লোপস্‌*
Cyniras	সিনিরাস	*কিনিরাস*
Cyprus	সাইপ্রাস	*কিপ্রস*
Cyrnus (Corsica)	সিরনাস	*কিরনস*
Cyrus	সাইরাস	*কিরস*
Daedalus	দাইদলাস	*দাইদালস*
Dardanelles	দারদানলিজ	*দারদানেলিস*
Dardanus	দারদানাস	*দারদানস*
Dardania	দারদানিয়া	*দারদনিয়া*
Darius	দারায়ুস/দারা	*দারিয়স*
Datis	দাতী/দাতিস	*দাতিস*
Delphi	দেলফাই	*দেলফয়ি*
Demeter	দিমিতার	*দেমেতের*
Dike	দিকে	*দিকে*
Dionysus	দাইয়ানিসাস	*দিউনিসস*
Diopompus	দিউপম্‌পাস্‌	*দিউপম্‌পস্‌*

www.pathagar.com

Dioscuri	দাইয়সকুরাই	*দিউসকোরি*
Dorian	দোরীয়	*দরিয়ান*
Dodona	দাদোনা	*দউদোনা*
Dorieus	দরিয়াস	*দরিয়স*
Eileithuia	এইলেইথুইয়া	*এইলেইথিয়া*
Epeius	এপেইয়াস	*এপিয়স*
Ephor	এফর	*এফর*
Epimenides	এপিমেনিদেস	*এপিমেনিদেস*
Epimetheus	এপিমেথিয়াস	*এপিমিথেয়স*
Eretria	এরিত্রিয়া	*এরিত্রিয়া*
Etruria	এত্রোরিয়া	*এত্রিরিয়া*
Etruscan	ইত্রাস্কান	*এত্রোস্কান.*
Euclid	ইউক্লিড	*এরক্লিদেস*
Euripides	ইউরিপাদিজ	*এউরিপিদিস*
Eurysthenes	ইউরিস্থেনেস	*এউরিস্থিনেস*
Ganymede	গেনিমিদ	*গানিমেদেস*
Geryon	জরিয়ন	*গেরিয়নস*
Gortyn	গর্তিন	*গর্তিন*
Greece	গ্রিস	*হেলাস*
Greek	গ্রিক	*হেল্লেনেস*
Hades	হেইদিজ	*হাদেস*
Hector	হেক্তর	*হেক্তোর*
Hellespont/Hellespontes	হেল্লেস্পন্ত	*হেল্লেসপন্তস*
Hellas	হেলাস	*হেলাস*
Hephaestus	হিফেস্তাস্	*হেফাইস্তস্*
Hera	হেরা/ হেররা	*হেরা/ হেররা*
Heraclea	হেরাক্লিয়া	*হেরাক্লেইয়া*
Heracles	হেরাক্লিজ	*হেরাক্লেস*
Hermes	হার্মিজ	*হেরমেস্*
Herodotus	হারোদাতাস	*হেরোদোতস*
Hesiod	হীসিয়াদ	*হেসিয়দস*
Hestia	হেস্তিয়া	*হেস্তিয়া*
Hippolytus	হিপ্পোলিতাস	*হিপ্পোলিতস*
Homer	হোমার	*হোমেরস*
Iberia	আইবিরিয়া	*আইবেরিয়া*
Iccus	ইকস্	*ইক্কস্*
Ida	আইদা	*ইদা*

www.pathagar.com

Iliad	ইলিয়াড/ইলিয়াদ	*ইলিয়াস*
Illium	এলিয়াম	*ইলিয়ন*
Isis	আইসিস	*আইসিস*
Isthmus	ইস্‌থ্‌মাস	*ইস্‌থ্‌মস*
Italy	ইতালি	*ইতালি*
Kleinias	ক্লেইনিয়াস	*ক্লেইনিয়াস*
Knossos	নসাস	*নোসস*
Kore	কোরা	*কোরে*
Koribantes	করিবান্‌তেস্‌	*করিবান্‌তেস্‌*
Kresphontes	ক্রেসফন্‌তেস	*ক্রেসফন্‌তেস*
Kronos	ক্রনোস	*ক্রনস*
Kuretes	কোরেতেস	*কোরেতেস*
Lacedaemonia	লাসাদাইমোনিয়া	*লাকেদাইমোনিয়া*
Lacedaimon	লাসাদাইমন	*লাকেদাইমোন*
Lachesis	লাকেসিস	*লাখেসিস*
Laconia	লাকোনিয়া	*লাকোনিয়া*
Laius	লাইয়াস	*লাইয়স*
Locria	লক্রিয়া	*লক্রয়ী*
Lot	লত্‌	*লত*
Lycurgus	লাইকারগাস	*লিকোরগস*
Macareus	মাকারেয়াস	*মাকারেউস*
Magnesia	ম্যাগ্‌নেসিয়া	*মাগ্‌নেসিয়া*
Marathon	ম্যারাথন	*মারাথোন*
Marsyas	মার্সিয়াস	*মার্সিয়াস*
Mariandynoi	মারিয়ানদিনই	*মারিয়ানদিনয়ী*
Medea	মাদিয়া	*মেদেইয়া*
Macedonis	মেসাদনিয়া	*মাকেদনিয়া*
Medes	মেদেস	*মেদেস*
Megara	মেগারা	*মেগারা*
Megillus	মেগিল্লাস	*মেগিল্লস*
Menelaus	মেনলেয়াস	*মেনেলাউস*
Menoetius	মোনাসিয়াস	*মোনাইতিয়স*
Messenia	মাসিনিয়া	*মেস্‌সেনিয়া*
Midas	মাইদাস	*মিদাস*
Miletus	মাইলিতাস	*মিলেতস*
Messene	মেসিনি	*মেস্‌সেনে*
Miltiades	মিলতাইয়াদিজ	*মিল্‌তিয়াদেস*

www.pathagar.com

Minos	মাইনাস	*মিনোস*
Muse	মিউজ	*মিউজ*
Nemea	নেমিয়া	*নেমেয়া*
Nemesis	নেমেসিস	*নেমেসিস*
Nestor	নেস্তর	*নেস্তোর*
Nile	নীল	*নীল*
Ninos/Ninus	নিনাস	*নিনাস*
Oceanus	ওসিয়ানাস	*ওকেয়ানস*
Odysseus	ওদিসিয়াস	*অদিসেয়ুস*
Odyssey	ওদিসি	*অদিসেইয়া*
Oedipus	ইদিপাস	*অদিপস*
Olympia	অলিম্পিয়া	*অলিম্পিয়া*
Olympus	অলিম্পাস	*অলিম্পস*
Orpheus	অর্ফেয়ুস	*অর্ফেয়ুস*
Palamedes	পেলামিদেজ	*পালামেদেস*
Pan	প্যান্	*পান্*
Paean	পাইয়ান	*পাইয়োন*
Patrocles	পাত্রোক্লাস	*পাত্রোক্লেস*
Pausanius	পউসানিয়াস	*পাউসানিয়াস*
Pancration	প্যানক্রাশন	*প্যানক্রাশন*
Peleus	পিলিউস	*পেলে উস*
Pelepos	পেলাপস	*পেলপস্*
Peloponnesia	পেলোপন্নেজিয়া	*পেলপন্নেসস*
Penelope	পানেলাপি	*পেনেলোপিয়া*
Persephone	পার্সেফানি	*পেরসেফোনে*
Perseus	পারসিয়াস	*পারসেয়াস*
Persia	পারস্য	*পার্সিয়া*
Phoenesia	ফিনিশিয়া	*ফইনিকে*
Phaedra	ফাইদ্রা	*ফাইদ্রস*
Phoenix	ফিনিক্স	*ফইনিক্স*
Pindar	পিন্দার	*পিন্দারস*
Platea	প্লাতিয়া	*প্লাতাইয়া*
Plato	প্লেটো	*প্লাতোন*
Platonic	প্লেটোনীয়	*প্লাতোনীয়*
Pluto	প্লুটো	*প্লোতোন*
Pollux	পলাক্স	*পলাক্স*
Pontus	পন্তাস	*পন্তস*

www.pathagar.com

Poseidon	পসাইদন	*পসেইদোন*
Protagoras	প্রোতাগারাস	*প্রোতাগরাস*
Procles	প্রক্লেস	*প্রক্লেস*
Pythia	পিথিয়া	*পিথিয়া*
Rhadamanthus	রাধামান্থুস	*রাধামান্থিস*
Rhea	রিয়া	*রেয়া*
Salamis	সেলামাস	*সালামিস*
Samaritan	সামেরাতন	*সামারিতান*
Sauromantia	সওরোমানতিয়া	*সওরোমানতিয়া*
Scamander	স্কামেন্দার	*স্কামান্দ্রস*
Scamandrius	স্কামান্দ্রিয়াস	*স্কামান্দ্রিয়স*
Scellias	স্কেলিয়াস	*স্কেলিয়াস*
Sciron	স্কাইরন	*স্কিরন*
Scopas	স্কুপাস	*স্কপাস*
Scylla	সিলা	*স্কিল্লা*
Scythia	সিথিয়া	*স্কিথিয়া*
Sicily	সিসিলি	*সিসিলি*
Sidon	সাইদন	*সিদোন*
Sileni	সিলেনি	*সেলেনস*
Simonides	সাইমনাদিজ	*সিমোনিদেস*
Socrates	সক্রেটিস/সক্রেটিজ	*সোক্রাতেস*
Solon	সোলন	*সলোন*
Sophocles	সফোক্লিজ	*সফোক্লেস*
Sparta	স্পার্টা/স্পার্তা	*স্পার্তে*
Syracuse	সিরাকুজ	*সিরাকুসাই*
Tarentum	তারেন্তাম	*তারান্তাস*
Telemacchus	তালেমাকাস	*তেলেমাখস*
Temenos	তেমানাস	*তেমেনস*
Thales	থেইলীজ	*থালেস*
Thamyras	থেমারিস	*থামুরিস*
Thebes	থিবজ্	*থেবাই*
Themis	থিমাস	*থেমিস*
Theognis	থিয়াগনাস	*থিওগ্নিস*
Theseus	থেসেউস	*থেসেয়স*
Thessalia/Thessaly	থেস্সালিয়া/থেস্সালি	*থেস্সালিয়া/থেস্সালি*
Thetis	থেতিস	*থেতিস*
Thrace	থ্রাসে	*থ্রাকে*

www.pathagar.com

Thucydides	থুসিদাদিজ	*থুকিদিদেস*
Thurii	থুরী	*থুরিয়ই*
Thyestes	থায়েস্‌তিজ	*থুয়েস্‌তেস*
Titanic	টাইটানিক	*তাইতানিক*
Triptalemis	ত্রিপ্‌তালামাস	*ত্রিপ্‌তলেমস*
Troy	ট্রয়	*ত্রইয়া*
Tyndareus	তিনদারিয়াস	*তিনদারেয়োস*
Tyrtaeus	তার্‌তিয়াস	*তিরতাইয়স*
Xenophon	জেনাফান	*ক্সেনোফোন*
Xerxes	সেরিজ/জারক্সিজ	*ক্সেরক্সেস*
Zeus	জিউস	*জেউস*

* এই সংলাপটিতে মূল গ্রিক উচ্চারণে প্রতিবর্ণীকৃত নাম ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। বিদ্বজ্জনের কেউ কেউ অভিমত রাখলেন যে, পাঠক তাতে কিছুটা বিভ্রান্ত হতে পারে; তারা ইংরেজি ভাষার ঐতিহ্যে নামগুলোকে যেভাবে উচ্চরিত হতে শুনেছেন—সেভাবেই নামগুলোকে ব্যবহার করা ভাল। শেষ পর্যন্ত তা-ই করা হল। বাংলায় গ্রিক সাহিত্যে (দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, খোদ সাহিত্য, মিথ) কোথাও কোথাও মূল উচ্চারণে নাম ব্যবহৃত হয়েছে। পাঠক তার সাথেও পরিচিত। তাই এখানে মূল উচ্চারণেও নামও যুক্ত করা হল।

www.pathagar.com

প্রতিবর্ণীকৃত নাম

বাংলায় প্রতিবর্ণীকৃত	ইংরেজিতে	গ্রিক উচ্চারণে
অ্যামন	Ammon	আম্মন
অ্যানেক্সাগোরাস	Anaxagoras	আনাক্সাগোরাস
অ্যাপলো	Apollo	আপল্লোন
অ্যারিস্টটল	Aristotle	আরিস্ততেলেস
অ্যাথেনা	Athena	আথেনে
অ্যাথেন্স	Athens	আথেনা
অলিম্পিয়া	Olympia	অলিম্পিয়া
অলিম্পাস	Olympus	অলিম্পস
অর্ফেয়ুস	Orpheus	অর্ফেয়স
আইজিস্থাস্	Aegisthus	এইগিস্থস্
আকাইয়া	Achaea	আখেয়া
আইজিনা	Aegina	এইগিনা
আগামেমনন	Agamemnon	আগামেমনোন
আমাজন	Amazon	আমাজন
আমিন্তর	Amyntor	আমিন্তোর
আরিস্তন	Ariston	আরিস্তন
আরিস্তোদেমাস	Aristodemus	আরিস্তোদেমস
আর্খন	Archon	আর্খোন
আর্কতারাস	Arcturus	আর্কতিরস
আর্গস	Argos	আর্গস
আর্তেমিস	Artemis	আর্তেমিস
আর্তেমিজিয়াম	Artemisium	আর্তেমিসিয়ন
আস্তিলাস	Astylus	আস্তিলস
আথস	Athos	আথস
আত্রপস্	Atropos	আত্রপস্
আতিকা	Attica	আত্তিকে
আউলুস	Aulos	আউলুস
আইবিরিয়া	Iberia	আইবেরিয়া
আইদা	Ida	ইদা
আইসিস	Isis	আইসিস
ইত্রাস্কান	Etruscan	এত্রোস্কান
ইউক্লিড	Euclid	এরক্লিদেস
ইউরিপাদিজ	Euripides	এউরিপিদিস

www.pathagar.com

ইউরিস্থেনেস	Eurysthenes	এউরিস্থিনেস
ইকস্	Iccus	ইক্কস্
ইলিয়াড/ইলিয়াদ	Iliad	ইলিয়াস
ইস্‌থ্‌মাস	Isthmus	ইসথ্‌মস
ইতালি	Italy	ইতালি
ইদিপাস	Oedipus	অদিপস
একিলিজ	Achilles	আখিল্লেউস
এস্কিলাস	Aeschulus	আইস্‌খিলস
এম্‌ফিয়ন	Amphion	আম্‌ফিয়োন
এমিকস্	Amycus	আমিকস
এন্তিয়াস	Antaeus	আন্তাইয়াস
এফ্রোদিতি	Aphrodite	আফ্রোদিতে
এরিজ	Ares	আরেস
এরাস্তোফানিজ	Aristophanes	আরিস্তোফানেস
এশিরীয়া/সিরিয়া	Assiria/Syria	এশিরীয়া/সিরিয়া
এইলেইথুইয়া	Eileithuia	এইলেইথিয়া
এপেইয়াস	Epeius	এপিয়স
এফর	Ephor	এফর
এপিমেনিদেস	Epimenides	এপিমেনিদেস
এপিমেথিয়াস	Epimetheus	এপিমিথেয়স
এরিত্রিয়া	Eretria	এরিত্রিয়া
এত্রোরিয়া	Etruria	এত্রিরিয়া
এলিয়াম	Illium	ইলিয়ন
ওসিয়ানাস	Oceanus	ওকেয়ানস
ওদিসিয়াস	Odysseus	অদিসেয়স
ওদিসি	Odyssey	অদিসেইয়া
ক্যাদ্‌মাস্	Cadmus	কাদ্‌মস্
কাইনেয়াস	Caeneus	কাইনেউস
কাল্লিক্লেস	Callicles	কাল্লিক্লেস
কেম্বাইসিজ	Cambyses	কাম্বুজেস
কেরিয়া	Caria	কারিয়া
কার্থেজ	Carthage	কার্খিদোন
ক্যাস্তর	Castor	কাস্তোর
কের্কিয়ন	Cercyon	কের্কিয়োন
ক্লথো	Clotho	ক্লোথো
করিবান্‌তেস্	Corybantes	করিবান্‌তেস্
করিবান্তীয়	Corybantic	করিবান্তীয়
ক্রেস্‌ফান্‌তিজ্	Cresphantes	ক্রেসফান্‌তেস্
ক্রিট	Crete	ক্রিতে
ক্রিসন	Crison	ক্রিসোন

www.pathagar.com

ক্লেইনিয়াস	Kleinias	*ক্লেইনিয়াস*
কোরা	Kore	*কোরে*
করিবান্‌তেস্‌	Koribantes	*করিবান্‌তেস্‌*
ক্রেসফন্‌তেস	Kresphontes	*ক্রেসফন্‌তেস*
ক্রনোস	Kronos	*ক্রনস*
কোরেতেস	Kuretes	*কোরেতেস*
গেনিমিদ	Ganymede	*গানিমেদেস*
গর্তিন	Gortyn	*গর্তিন*
গ্রিস	Greece	*হেল্লাস*
গ্রিক	Greek	*হেল্লেনেস*
জরিয়ন	Geryon	*গেরিয়নস*
জেনাফান	Xenophon	*ক্সেনোফোন*
জিউস	Zeus	*জেউস*
টাইটানিক	Titanic	*তাইতানিক*
ত্রিপ্‌তালামাস	Triptalemis	*ত্রিপ্‌তলেমস*
ট্রয়	Troy	*ত্রইয়া*
তারেন্‌তাম	Tarentum	*তারান্‌তাস*
তালেমাকাস	Telemacchus	*তেলেমাখস*
তেমানাস	Temenos	*তেমেনস*
তিনদারিয়াস	Tyndareus	*তিনদারেয়োস*
তার্‌তিয়াস	Tyrtaeus	*তিরতাইয়স*
থেইলীজ	Thales	*থালেস*
থেমারিস	Thamyras	*থামুরিস*
থিবজ্‌	Thebes	*থেবাই*
থিমাস	Themis	*থেমিস*
থিয়াগ্‌নাস	Theognis	*থিওগ্‌নিস*
থেসেউস	Theseus	*থেসেয়স*
থেস্‌সালিয়া/থেস্‌সালি	Thessalia/Thessaly	*থেস্‌সালিয়া/থেস্‌সালি*
থেতিস	Thetis	*থেতিস*
থ্রাসে	Thrace	*থ্রাকে*
থুসিদাদিজ	Thucydides	*থুকিদিদেস*
থুরী	Thurii	*থুরিয়ই*
থায়েস্‌তিজ	Thyestes	*থুয়েস্‌তেস*
দাইদলাস	Daedalus	*দাইদালস*
দারদানলিজ	Dardanelles	*দারদানেলিস*
দারদানাস	Dardanus	*দারদানস*
দারদানিয়া	Dardania	*দারদনিয়া*
দারায়ুস/দারা	Darius	*দারিয়স*
দাতী/দাতিস	Datis	*দাতিস*
দেলফাই	Delphi	*দেলফয়ি*

www.pathagar.com

দিমিতার	Demeter	*দেমেতের*
দিকে	Dike	*দিকে*
দাইয়ানিসাস	Dionysus	*দিউনিসস*
দিউপম্‌পাস্‌	Diopompus	*দিউপম্‌পস্‌*
দাইয়সকুরাই	Dioscuri	*দিউসকোরি*
দোরীয়	Dorian	*দরিয়ান*
দাদোনা	Dodona	*দউদোনা*
দরিয়াস	Dorieus	*দরিয়স*
নসাস	Knossos	*নোসস*
নেমিয়া	Nemea	*নেমেয়া*
নেমেসিস	Nemesis	*নেমেসিস*
নেস্তর	Nestor	*নেস্তোর*
নীল	Nile	*নীল*
নিনাস	Ninos/Ninus	*নিনাস*
পেলামিদেজ	Palamedes	*পালামেদেস*
প্যান্‌	Pan	*পান্‌*
পাইয়ান	Paean	*পাইয়োন*
পাত্রোক্লাস	Patrocles	*পাত্রোক্লেস*
পউসানিয়াস	Pausanius	*পাউসানিয়াস*
প্যানক্রাশন	Pancration	*প্যানক্রাশন*
পিলিউস	Peleus	*পেলে উস*
পেলাপস	Pelepos	*পেলপস্‌*
পেলোপন্নেজিয়া	Peloponnesia	*পেলপন্নেসস*
পানেলাপি	Penelope	*পেনেলোপিয়া*
পার্সেফানি	Persephone	*পেরসেফোনে*
পারসিয়াস	Perseus	*পারসেয়াস*
পারস্য	Persia	*পার্সিয়া*
পিন্দার	Pindar	*পিন্দারস*
প্লাতিয়া	Platea	*প্লাতাইয়া*
প্লেটো	Plato	*প্লাতোন*
প্লেটোনীয়	Platonic	*প্লাতোনীয়*
প্লুটো	Pluto	*প্লোতোন*
পলাক্স	Pollux	*পলাক্স*
পন্তাস	Pontus	*পন্তস*
পসাইদন	Poseidon	*পসেইদোন*
প্রোতাগারাস	Protagoras	*প্রোতাগরাস*
প্রক্লেস	Procles	*প্রক্লেস*
পিথিয়া	Pythia	*পিথিয়া*
ফিনিশিয়া	Phoenesia	*ফইনিকে*
ফাইদ্রা	Phaedra	*ফাইদ্রস*

www.pathagar.com

ফিনিক্স	Phoenix	*ফইনিক্স*
বইয়োসীয়া	Boeotia	*বেয়োসিয়া*
বাকাস	Bacchus	*বাকুস*
ব্রিয়াইরিয়াস	Briareus	*ব্রিয়ারেয়োস*
মাকারেয়াস	Macareus	*মাকারেউস*
ম্যাগ্‌নেসিয়া	Magnesia	*মাগ্‌নেসিয়া*
ম্যারাথন	Marathon	*মারাথোন*
মার্সিয়াস	Marsyas	*মার্সিয়াস*
মারিয়ানদিনই	Mariandynoi	*মারিয়ানদিনয়ী*
মাদিয়া	Medea	*মেদেইয়া*
মেসাদনিয়া	Macedonis	*মাকেদনিয়া*
মেদেস	Medes	*মেদেস*
মেগারা	Megara	*মেগারা*
মেগিল্লাস	Megillus	*মেগিল্লস*
মেনলেয়াস	Menelaus	*মেনেলাউস*
মোনাসিয়াস	Menoetius	*মোনাইতিয়স*
মাসিনিয়া	Messenia	*মেস্‌সেনিয়া*
মাইদাস	Midas	*মিদাস*
মাইলিতাস	Miletus	*মিলেতস*
মেসিনি	Messene	*মেস্‌সেনে*
মিলতাইয়াদিজ	Miltiades	*মিল্‌তিয়াদেস*
মাইনাস	Minos	*মিনোস*
মিউজ	Muse	*মিউজ*
রাধামান্‌থুস	Rhadamanthus	*রাধামান্‌থিস*
রিয়া	Rhea	*রেয়া*
লাসাদাইমোনিয়া	Lacedaemonia	*লাকেদাইমোনিয়া*
লাসাদাইমন	Lacedaimon	*লাকেদাইমোন*
লাকেসিস	Lachesis	*লাখেসিস*
লাকোনিয়া	Laconia	*লাকোনিয়া*
লাইয়াস	Laius	*লাইয়স*
লক্রিয়া	Locria	*লক্রয়ী*
লত্‌	Lot	*লত*
লাইকারগাস	Lycurgus	*লিকোরগস*
সিনারাস	Cinyras	*কিনিরাস*
সাইক্লপ্‌জ্‌	Cyclop	*কিক্‌লোপস্‌*
সিনিরাস	Cyniras	*কিনিরাস*
সাইপ্রাস	Cyprus	*ক্রিপ্রস*
সিরনাস	Cyrnus (Corsica)	*কিরনস*
সাইরাস	Cyrus	*কিরস*
সেলামাস	Salamis	*সালামিস*

www.pathagar.com

সামেরাতন	Samaritan	*সামারিতান*
সওরোমানতিয়া	Sauromantia	*সওরোমানতিয়া*
স্কামেন্দার	Scamander	*স্কামান্দ্রস*
স্কামান্দ্রিয়াস	Scamandrius	*স্কামান্দ্রিয়স*
স্কেলিয়াস	Scellias	*স্কেলিয়াস*
স্কাইরন	Sciron	*স্কিরন*
স্কুপাস	Scopas	*স্কপাস*
সিলা	Scylla	*স্কিল্লা*
সিথিয়া	Scythia	*স্কিথিয়া*
সিসিলি	Sicily	*সিসিলি*
সাইদন	Sidon	*সিদোন*
সিলেনি	Sileni	*সেলেনস*
সিয়স	Ceos	*কিয়স*
সাইমনাদিজ	Simonides	*সিমোনিদেস*
সক্রেটিস/সক্রেটিজ	Socrates	*সোক্রাতেস*
সোলন	Solon	*সলোন*
সফোক্লিজ	Sophocles	*সফোক্লেস*
স্পার্টা/স্পার্তা	Sparta	*স্পার্তে*
সিরাকুজ	Syracuse	*সিরাকুসাই*
সেরিজ/জারক্সিজ	Xerxes	*ক্সেরক্সেস*
হেইদিজ	Hades	*হাদেস*
হেক্তর	Hector	*হেক্তোর*
হেল্লেস্পন্ত	Hellespont/ Hellespontes	*হেল্লেসপন্তস*
হেলাস (গ্রিস)	Hellas	*হেলাস*
হিফেস্তাস্	Hephaestus	*হেফাইস্তস্*
হেরা/হেররা	Hera	*হেরা/হেররা*
হেরাক্লিয়া	Heraclea	*হেরাক্লেইয়া*
হেরাক্লিজ	Heracles	*হেরাক্লেস*
হার্মিজ	Hermes	*হেরমেস্*
হারদাতাস	Herodotus	*হেরোদোতস*
হীসিয়াদ	Hesiod	*হেসিয়দস*
হেস্তিয়া	Hestia	*হেস্তিয়া*
হিপ্লোলিতাস	Hippolytus	*হিপ্পোলিতস*
হোমার	Homer	*হোমেরস*

www.pathagar.com

নাম-নির্ঘণ্ট

বাংলায় প্রতিবর্ণীকৃত

অলিম্পাস, অলিম্পিয়া, অলিম্পিক ৬৭৭ডি, ৭১৭এ, ৮০৭সি, ৮২২বি, ৮৪০এ, ৯০৪ই, ৯৫০ই

অ্যাথেনা ৭৪৫বি, ৮৪৮ডি, ৯২০ডি, ৯২১সি

অ্যাথেন্স ৬২৬ডি, ৬২৯এ, ৬৩৮বি, ৬৪২বি, সি, ই, ৬৯২ই, ৬৯৮সি, ডি, ৬৯৯এ, ৭০৬এ, ৭৫৩এ

অ্যাপলো ৬২৪এ, ৬৩২ডি, ৬৫৩ডি, ৬৫৪এ, ৬৬২সি, ৬৬৪সি, ৬৬৫এ, ৬৭২ডি, ৬৮৬এ, ৭৬৬বি, ৭৯৬ই, ৮৩৩বি, ৯৩৬ই, ৯৪৬এ, সি, ডি, ৯৪৭এ, ৯৫০ই

অ্যামন ৭৩৮সি

অর্ফেয়ুস ৬৬৯ডি, ৬৭৭ডি, ৭৮২সি, ৮২৯ই

আইজিনা ৭০৮এ

আইদা ৬৮১ই, ৬৮২বি

আইবিরীয় ৬৩৭ডি

আইসিস ৬৫৭বি

আকাইয়া/আকাইয়ীয় ৬৮২ডি, ই, ৬৮৫ই, ৭০৬ডি,ই

আর্কতোরস ৮৪৪ই

আগামেমনন ৭০৬ডি

আর্গস ৬৮৩ ডি, ৬৯০ডি, ৬৯২ডি, ৭০৮এ

আতিকা/এতিকা ৬২৬ডি, ৬৯৮এ, ৭০৬এ

আমাজন ৮০৬বি

আত্রপস্ ৯৬০সি

আর্তেমিজিয়াম ৭০৭সি

আথস ৬৯৯এ

আমিন্তর ৯৩১বি

আন্তেউস ৭৯৬এ

আন্তিলাস ৮৪০এ

ইউরিস্থেনেস ৬৮৩ডি

ইকস ৮৩৯ই

ইতালি ৬৫৯বি, ৭৭৭সি

ইদিপাস ৬৫৮ডি, ৮৩৮সি, ৯৩১বি

ইরিত্রিয়া ৬৯৮ডি

ইসথ্মাস ৯৫০ই

এইলেইথুইয়া ৭৮৪এ

এত্রোরিয়া ৭৩৮সি

এরিত্রিয়া ৬৯৮সি

এপিমেনিদেস ৬৪২ডি, ৬৭৭ডি

এপেয়াস ৭৯৬এ

এফর ৬৯২এ

এফ্রোদিতি ৮৪০ই

এম্‌ফিয়ন ৬৭৭ডি

এমিকস্ ৭৯৬এ

এরিজ/আরেস ৬৭১ই, ৮৩৩বি, ৯২০ডি

এরিস্তোদেমাস ৬৯২বি

এলিয়াম ৬৮২বি, ডি, ৬৮৫সি

ওদিসি ৬৫৮ডি

ওদিসিয়াস ৭০৬ডি

করিবান্তীয় ৭৯০ডি

কাইনেউস ৯৪৪ডি

কার্থেজ ৬৩৭ডি

কেম্বাইসিজ ৬৯৪সি, ৬৯৫বি, ই

কেরিয়া ৮০০ই

কের্কিয়ন ৭৯৬এ

কোরাস ৬৪১বি, ৬৫৪এ, ৬৫৬সি, ৬৬৫এ, ৭৯৬বি

ক্লুথো ৯৬০সি

ক্রিট/ক্রিটবাসী ৬২৫এ, সি, ৬২৬এ, বি, ৬৩১বি, ৬৩৪সি, ডি, ৬৩৬ডি, ৬৪৮এ, ৬৫০বি, ৬৬২বি, সি, ৬৭৩বি, ৬৭৪বি, ৬৮০সি, ৬৮৩এ, ৬৯৩ই, ৭০২সি, ৭০৪ডি, ৭০৫ডি, ৭০৭বি, ই, ৭০৮এ, ৭৫১ই, ৭৫২ডি, ৮৩৪বি, ডি, ৮৩৬বি, ৮৪২বি

ক্রিস্সন ৮৪০এ

ক্রেস্‌ফান্‌তিজ্ ৬৮৩ডি, ৬৯২এ

ক্লেইনিয়াস ৬২৯সি, ৬৩৪ডি, ৬৩৫ই, ৬৬২বি, ৬৯২ডি, ৬৯৯ই, ৭২২এ, ৭৩৯বি, ৭৭০সি,

www.pathagar.com

৭৭২ই, ৮৩৭ই, ৮৪২এ,৮৯১এ, ৯০৫সি, ৯৬০সি, ৯৬৯এ
ক্রোনাস ৭১৩বি, সি, ই
গর্তিন ৭০৮এ
গেনিমিদ ৬৩৬সি
গ্রিস, গ্রিক, হেলাস, গ্রিকবাসী ৬৩১বি, ৬৩৫বি, ৬৪১ই, ৬৫৪ই, ৬৫৯বি, ৬৬০ডি, ৬৮০বি, ৬৮৫সি, ৬৪৫সি, ৬৮৬ডি, ৬৮৭এ, ৬৯০ডি, ৬৯২সি, ডি, ই, ৬৯৩এ, ৬৯৮বি,ডি, ৭০৭বি,সি,ই, ৭০৮এ, ৭৪২এ,বি, ৭৫২ডি, ৭৭৬সি, ৮১৪এ, ৮২০এ,বি, ৮৪০ই, ৮৪২সি, ৮৭০এ, ৮৮৬এ, ৮৮৭ই
জরিয়ন ৭৯৫সি
জিউস ৬২৪এ, ৬২৫এ,বি, ৬৩০সি, ৬৩২ডি, ৬৩৩এ, ৬৩৪এ, ৬৩৬ডি, ৬৬০বি, ৬৬২সি, ৭২৯ই, ৭৪৫বি, ৭৫৭বি, ৭৬১বি, ৭৭৪ই, ৭৭৬ই, ৭৭৭এ, ৭৭৯সি, ৮৪৩এ, ৮৪৪বি, ৮৪৮ডি, ৮৮১ডি, ৯২১সি, ৯৩৬হি, ৯৪১এ, ৯৫০ই, ৯৫৩ই
টাইটানিক ৭০১সি
ট্রয় ৬৮২ডি, ৬৮৫সি,ডি,ই, ৭০৬ডি, ৭১১ই
তার্‌তিয়াস ৬২৯এ,সি, ডি,ই, ৬৩০বি,সি, ৬৬৭এ, ৮৫৮ই
তারেন্‌তাম ৬৩৭বি,সি, ৮৩৯ই
তালেমাকাস ৮০৪এ
তেমানাস ৬৮৩ডি, ৬৯২এ
ত্রিপ্‌তালামাস ৭৮২বি
থায়েস্‌তিজ ৮৩৮সি
থিবজ্‌ ৬৯০বি
থিমাস ৯৩৬ই
থিয়াগ্‌নাস ৬৩০এ,সি
থুরী ৬৩৬বি
থেতিস ৯৪৪এ
থেমারিস ৮২৯ই
থেস্‌সালিয়া/থেস্‌সালি ৬২৫সি, ৭৭৬ডি, ৯৪৪ডি
থেসেউস ৬৮৭সি, ৯৩১বি
থ্রাসে/থ্রেইস ৬৩৭ই, ৬৬১এ, ৮০৫ই
দাইদলাস ৮৩৮সি
দাইয়সকোরাই ৭৯৬বি
দাইয়ানিসাস ৬৩৭বি, ৬৫৩ডি, ৬৬৫এ,বি, ৬৬৬বি, ৬৭১এ,ই, ৬৭২এ,বি,ডি, ৭০০বি, ৮১২বি, ৮৪৪ডি,ই
দাতী ৬৯৮সি,ডি
দারদানিজ ৭০২এ
দারদানিয়া ৬৮১ই
দারায়ুস/দারা ৬৮২ই ৬৯৪সি, ৬৯৫সি,ডি, ৬৯৮সি,ই, ৬৮২ই, ৬৯৯এ
দিউপম্‌পাস্‌ ৮৪০এ
দিমিতার ৭৮২বি
দেলফাই ৬৮৬এ, ৭৩৮সি, ৭৫৯ডি, ৮২৮এ, ৮৫৬ই, ৮৬৫বি, ৯১৪এ, ৯২৩এ, ৯৪৭ডি, ৯৫০ই
দোরীয় ৬৭০বি, ৮৬২ই, ৬৮৪ই, ৬৮৫ই,৭০২এ
নসাস ৬২৫বি, ৬২৯সি, ৬৩৩ডি, ৭০২সি, ৭১২ই, ৭৫২ডি,ই, ৭৫৩এ, ৭৫৪সি,ডি
নিনাস ৬৮৫সি
নীল ৯৫৩ই
নেমেসিস ৭১৭ডি
নেমিয়া ৯৫০ই
নেস্তর ৭১১ই
পাত্রোক্লাস ৯৪৪এ
পারস্য/ফার্সি ৬৩৭ডি,ই, ৬৪২ডি, ৬৯২সি, ৬৯৩এ, ডি,ই, ৬৯৪এ, ৬৯৫এ, সি,ডি,ই, ৬৯৭সি, ৬৯৮এ,বি,সি, ৬৯৯ই
পিথিয়া ৮০৭সি
পিন্দার ৬৯০বি,সি, ৭১৪ই
পীয়ান ৭০০এ
পেলামিদেজ ৬৭৭ডি
পেলেউস ৯৪৪এ
পেলেপস ৬৮৫ডি
পেলোপন্নেজিয়া ৬৮৫সি, ৭০৮এ
প্যান্‌ ৮১৫সি
প্যানক্রাশন ৭৯৫বি, ৮৩০এ
প্রক্রেস ৬৮৩ডি
পস্নাতিয়া ৭০৭সি
প্লুটো ৮২৮ডি
ফিনিক্স ৯৩১বি
বইয়োসীয়া ৬৩৬বি
বাকাস ৮১৫সি

ব্রিয়াইরিয়াস ৭৯৫সি
মাইদাস ৬৬০ই
মাইনাস ৬২৪বি, ৬৩০ডি, ৬৩২ডি, ৭০৬এ
মাইলিতাস ৬৩৬বি
মারিয়ানদিনই ৭৭৬ডি
মাসিনিয়া ৬৮৩সি,ডি, ৬৯০ডি, ৬৯৮ই, ৭৭৭সি
মার্সিয়াস ৬৭৭ডি
মিউজ/ মিউজিক ৬৫৩ডি, ৬৫৪এ, ৬৫৫সি, ৬৫৬সি, ৬৫৮ই, ৬৬৪সি, ৬৬৫এ, ৬৬৬ডি, ৬৬৮বি, ৬৬৯সি, ৬৭০এ, ৬৭২ডি, ৬৮২এ, ৭০০ডি, ৭০১এ, ৭১৯সি, ৭৭৫বি, ৭৮৩এ, ৭৯০ই, ৭৯৫ই, ৮০০ই. ৮০১সি, ৮০২সি, ৮১৩বি, ৮১৫ডি, ৮১৭ডি
মেগারা ৬৩০এ
মেগিল্লাস ৬২৪এ, ৬৪২সি, ৭০২সি, ডি, ৭০৭সি, ৭৫৩এ ৭৭০সি, ৭৯৩এ
মেদেস ৬৯৫বি
মেসিনি ৬৮৩সি, ৬৯০ডি, ৬৯৮ই, ৭৭৭সি
মোনাসিয়াস ৯৪৪এ
ম্যাগ্‌নেসিয়া ৮৪৮ডি, ৮৬০ই, ৯১৯ডি, ৯৪৬বি, ৯৬৯এ
ম্যারাথন ৬৯৮ই, ৬৯৯এ. ৭০৭সি
রাধামানথুস ৬২৪বি, ৯৪৮বি,সি
লক্রিয়া ৬৩৮বি
লাইকারগাস ৬৩০ডি, ৬৩২ডি, ৮৫৮ই
লাইয়্যাস ৮৩৬সি
লাকেসিস ৯৬০সি
লাকোনিয়া ও স্পার্টা ৬৯৩ই, ৮০৬এ
লাসাদাইমোনিয়া, লাসাদাইমন ৬২৪এ, ৬২৬সি, ৬২৮ই, ৬২৯বি, ৬৩০ডি, ৬৩৩বি,সি, ৬৩৪ডি, ৬৩৫ই, ৬৩৭বি, ৬৪১ই, ৬৪২বি, ৬৬০বি, ৬৬২সি, ৬৭৩বি, ৬৭৪এ, ৬৮২ই, ৬৮৩এ,ডি, ৬৯২ডি,ই, ৬৯৬এ, ৬৯৮ই, ৭১২ডি, ৭৭৬সি, ৭৯৬বি
সাইক্লপ্‌স্‌ ৬৮০বি, ৬৮২এ
সাইপ্রাস ৭৩৮সি
সাইরাস ৬৯৪এ,সি, ৬৯৫বি,ডি
সামেরাতন ৮০৪ই, ৮০৬বি
সিথিয়া ৬৩৭ডি,ই, ৭৯৫এ
সিনারাস ৬৬০ই
সিরনাস ৬৩০এ
সিসিলি ৬৩০এ, ৬৫৯বি
সিরাকুজ ৬৩৮বি
সিয়স ৬৩৮বি
সেরিজ ৬৯৫ডি
সেলামাস ৬৯৮সি, ৭০৭বি,সি
সোলন ৮৫৮ই
স্পার্টা ৬৩৭এ, ৭৭৮ডি, ৮০৬সি
হার্‌মিজ ৯৪১এ
হিপ্পোলিতাস ৬৮৭ই, ৯৩১বি
হিফেস্‌তাস্‌ ৯২০ডি
হীসিয়াদ ৬৫৮ডি, ৬৭৭ই, ৬৯০ই, ৭১৮ই
হেইদিজ ৮৮১এ, ৯০৪ডি, ৯০৫বি
হেক্তর ৯৪৪এ
হেরা ৬৭২বি, ৭৭৪বি,ডি,ই
হেরাক্লিজ ৬৮৫ডি, ৭৩৬সি
হেরাক্লিয়া ৭৭৬ডি
হেলেস্‌পন্ত ৬৯৯এ
হেস্‌তিয়া ৭৪৫বি, ৮৪৮ডি, ৮৫৬এ
হোমার ৬২৪বি, ৬৫৮বি, ৬৮০বি, ৬৮১ই, ৭০৬ডি, ৮৫৮ই

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী